“আযদাহা” বিশাল ড্রাগন অথবা সরিসৃপ ভয়ংকর প্রাণীকে বলা হয়ে থাকে। ঠিক তেমনি গল্পের আযদাহা ভিনগ্রহের এক ভয়ংকর প্রানী এক নিষ্ঠুর ড্রাগন। যার অনুভূতি ছিলো নির্মম,নির্ভীক আর নিষ্ঠুরতম। তার শিরা -উপশিরায় ভালোবাসা নামক কোনো কিছুই প্রবাহিত হতো না। ‘ডোপামিন’ ‘অক্সিটোসিন যাকে বলা হয় প্রেমের হরমোন।আর এই

হরমোনগুলোর সংজ্ঞাও ছিল তার কাছে অজানা।কারণ সে ছিল আযদাহা—ভেনাস গ্রহের ড্রাগন প্রিন্স।যার জন্মের সময়ে তার মস্তিষ্ক থেকে ভালোবাসা নামক প্রযুক্তি সম্পুর্ন অপসারণ করা হয়ে থাকে। সে জানেনা ভালোবাসা কি? নারীর প্রেমে পড়া কাকে বলে? নারীর চোখে চোখ রেখে ব্যাকুলতা কিভাবে প্রকাশ করা যায়।তার সৃষ্টিই

হয়েছিল শাসনের জন্য, ধ্বংসের জন্য, যুদ্ধের জন্য কিন্তু ভালোবাসার জন্য নয়। কিন্তু ভাগ্য হয়তো তার জন্য লিখে রেখেছিল এক ভিন্ন পথ। এক সাধারণ মানবী, পৃথিবীর এক কোণায় বেড়ে ওঠা এক কোমল, মিষ্টি, নাজুক মেয়েই তার হৃদয়ে প্রথম জাগিয়ে তুলবে অনুভব। সেই মেয়েই হয়ে উঠবে তার অক্সিটোসিন হরমোন নিষ্ক্রিয়ের একমাত্র

কেন্দ্রবিন্দু। ড্রাগনের মতো ভয়ংকর প্রাণীর বুকে তোলপাড় করে দেয়া একমাত্র রমনী।আর সেই কোমলমতি নারীর জন্যই আযদাহা ছিন্ন করবে ভেনাস গ্রহের কঠোর নিয়ম, যে নিয়মে রয়েছে ড্রাগন হয়ে সাধারণ মানবীর প্রেমে পড়া নিষিদ্ধ। কিন্তু সেই ড্রাগন প্রাণীই সকল বাধা নিয়তি আর সকল নিয়ম উপেক্ষা করে যুদ্ধ করবে মহাবিশ্বের বিরুদ্ধে।

শুধুমাত্র তার প্রেয়সীকে পাওয়ার জন্য সে তছনছ করে দিবে পৃথিবী। কিন্তু প্রশ্ন তবুও রয়ে যায়, ভয়ংকর এই ড্রাগন প্রিন্স কি পারবে পৃথিবী আর ভেনাসের কঠোর নিয়ম ভেঙে তার ভালোবাসাকে আপন করে নিতে? নাকি নিয়তি নিজেই তাদের বিরুদ্ধে চলে যাবে। প্রকৃতি কি তাদের ভালোবাসার মর্ম বুঝবে?

নাকি প্রকৃতি নিজেই তাদের আলাদা করে দিবে?

জানতে হলে চলুন ডুবে যাই এমন এক প্রেমের গল্পে —যেখানে প্রেম শুধুমাত্র আবেগ নয় প্রেম হচ্ছে অস্তিত্ব। যে অস্তিত্ব কোনোদিন বিলীন হয়ে যায়না। ইতিহাসের পাতায় লেখা হয়ে থাকে স্বর্ণাক্ষরে যে প্রেমিকযুগলের নাম।আসুন প্রবেশ করি সেই ফ্যান্টাসির দুনিয়া

যেখানে আছে রুপকথার এক অসম্ভব ভালোবাসার গল্প।ফিওনা জানালার ফিনফিনে সাদা পর্দা সরিয়ে বাইরের দিকে তাকাল। শহরজুড়ে উৎসবের প্রস্তুতি শুরু হয়ে গেছে ইতিমধ্যেই। পথে পথে লোকজন বাঁশের পাত্রে করে জংজি কিনছে—জংজি চীনের একটি বিখ্যাত খাবার যা শুধুমাত্র ড্রাগন বোট উৎসবের দিন খাওয়া হয়।

চারিপাশ থেকে বাঁশের পাতা আর চিপচিপে চালের সুগন্ধ ভেসে আসছে নাকে।

ড্রাগন বোট উৎসব ফিওনার প্রিয় উৎসবগুলোর মধ্যে একটি। আজকের দিনটি নিয়ে সে দারুণ উৎফুল্ল।এই উৎসব উপলক্ষে তার বিশ্ববিদ্যালয়ও কিছুদিনের জন্য ছুটি দেয়া হয়েছে।

“এলিসন ফিওনা”—যার জন্ম হয়েছে গ্রিসের প্যাট্রা শহরে। ফিওনার বাবা এলিসন নিকোস যিনি ছিলেন গ্রিসের একজন বিখ্যাত বিজ্ঞানী।কাজের সূত্রে তিনি একদিন চীনে আসেন আর তখনি তিনি বিবাহ করে নেন চীনের এক সুন্দরী নারীকে।আর সেই সুন্দরী নারীই হচ্ছে ফিওনার মা, তার নাম লিন শাও। ফিওনার মা লিন শাও চীনের বেইজিং শহরে

জন্মগ্রহণ করেন। আর লিন শাও ছিলেন মিস্টার চেন শিং-এর একমাত্র কন্যা। চেন শিং যিনি প্রখ্যাত একজন বিজ্ঞানী এবং বেইজিং শহরের উচ্চবিত্ত সমাজের মধ্যে একজন উল্লেখযোগ্য ব্যক্তি।

ফিওনার বয়স যখন মাত্র আট বছর বয়স।

তখন এক ভয়াবহ গাড়ি দুর্ঘ*ট*নায় তার বাবা-মা উভয় মৃ*ত্যুবরণ

করছিলেন। ভাগ্যক্রমে সেদিন বেঁচে গিয়েছিল ছোট্ট ফিওনা। কিন্তু সেই মর্মা*ন্তিক দৃশ্য নিজের চোখের সামনে বাবা মায়ের মৃ*ত্যু আজও তাকে মানসিক যন্ত্রণা দিয়ে যায় ক্রমাগত।

পিতৃহীন আর মাতৃহারা ফিওনাকে তার নানা চেন শিং রেখে দেন চীনে। তার নিজের কাছে রেখে লালন-পালন করেন তিনি। ফলে

ফিওনার জীবন বেড়ে ওঠে চীনের ঐতিহ্যবাহী বেইজিং শহরের মধ্যেই। ফিওনা এখন ও জানলার বাইরে তাকিয়ে আছে অসহায় দৃষ্টিতে। তার খুব ইচ্ছে করছে বাইরে বের হয়ে ড্রাগন বোট উৎসবের আমেজ উপভোগ করতে। দুই বছর আগেও,তার নানা মিস্টার চেন শিং তাকে প্রত্যেক উৎসবে নিয়ে যেতেন বাইরে। কিন্তু এখন, গত দুই বছর

ধরে, ফিওনার জীবন যেন চার দেয়ালের মধ্যে সীমাবদ্ধ হয়ে আছে । বিশ্ববিদ্যালয় ছাড়া আর কোথাও যাওয়ার অনুমতি নেই তার জন্য।

ফিওনা বেইজিং শহরের পিকিং ইউনিভার্সিটিতে বিজ্ঞান বিভাগে পড়াশোনা করে।কিন্তু তার নানার এই আচরণের কারণটা এখন ও ফিওনার কাছে অজানা।ফিওনার মনে হয়,কোথাও কোনো রহস্য

লুকিয়ে আছে,যা সে কখনো জানতে পারছেনা।

হঠাৎ পেছন থেকে কারো উপস্থিতি টের পেতেই ফিওনা এক ঝটকায় ঘুরে তাকাল পেছনে। সে বুঝতে পেরে গেছে এই সময়ে তার রুমে কেবল একজনই আসতে পারেন। একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললো ফিওনা তারপর সে মৃদু কণ্ঠে বলল, “ওহ, গ্র্যান্ডপা! তুমি কখন এলে?”মিস্টার

চেন শিং সাদা ল্যাব কোট পরে দাঁড়িয়ে আছেন কোটের নিচে পিনস্ট্রাইপ শার্ট আর ধূসর রঙের প্যান্ট, চোখে পাতলা ফ্রেমের চশমা আর চোখেমুখে গাম্ভীর্যতার ছাপ স্পষ্ট হয়ে আছে।

ফিওনা একটু উদাস ভঙ্গিতে তার সামনে গিয়ে দাঁড়াল।

অভিমানী স্বরে সে বলল,"গ্র্যান্ডপা! আমার বন্ধুরা সবাই বেহাই লেকে

চলে গেছে ড্রাগন বোট রেসিং দেখতে। আমার মন খুব খারাপ। আমাকে যেতে দাও, প্লিজ। আমি কথা দিচ্ছি, তাড়াতাড়ি ফিরে আসব বাসায়।”

তার গ্র্যান্ডপা কিছুক্ষণ চুপ করে রইলেন। তারপর গম্ভীর কণ্ঠে বললেন, “দেখো ফিওনা,তুমি এখনো ছোট।আমি যা করছি, সব তোমার ভালোর জন্য।ওখানে যাওয়ার

কোনো দরকার নেই। তুমি চাইলে বন্ধুদের সঙ্গে ভিডিও কলে কথা বলে নিতে পারো। আমার ল্যাবে যেতে দেরি হয়ে যাবে, না হলে আমিই তোমাকে নিয়ে যেতাম উৎসবে।”

এ কথা বলেই তিনি রুম ছেড়ে বেরিয়ে গেলেন।ফিওনা কয়েকবার ডাকল তাকে,কিন্তু তিনি ফিরেও তাকালেন না। ফিওনা তার

গ্র্যান্ডপাকে অসম্ভব ভালোবাসে এবং শ্রদ্ধা কর। তবুও তার মন খারাপ হয়ে গেল। কেন তার গ্র্যান্ডপা তাকে কোথাও যেতে দেন না?কেন তাকে এই বন্দি জীবনে আটকে রাখা হয়েছে? এই প্রশ্নগুলো তার মনে গভীর দুঃখের ছাপ ফেললো।

তার গ্রান্ডপা মিস্টার চেন শিং, যিনি চীনের একজন বিখ্যাত বিজ্ঞানী। তিনি তার জীবনের বেশিরভাগ সময়

বিজ্ঞানের জগতে অসাধারণ অবদান রেখে কাটিয়েছেন। তার বৈজ্ঞানিক গবেষণাগারের নাম সারা দেশেই পরিচিত আর সম্মানিত।মিস্টার চেন শিং-এর ল্যাবরেটরি ফিওনাদের বাড়ির পেছনেই অবস্থিত। বিপুল আকারের এই ল্যাবরেটরি আধুনিক প্রযুক্তিতে পূর্ণ। এর প্রতিটি কোণে চলতে থাকা গবেষণা প্রকল্পের বেশিরভাগই গোপন,যা কারো কাছে

প্রকাশ করা হয় না। এখানেই চেন শিং তার বেশিরভাগ সময় কাটান, অজানা এবং বিপ্লবী সব প্রজেক্ট নিয়ে মনোযোগী হয়ে কাজ করেন। এতোটাই ব্যস্ত থাকেন যে তার নাতনির ইচ্ছা-অনিচ্ছার প্রতি নজর দেওয়ার সময়ও তার খুব কমই থাকে।

তবে ফিওনার কৌতূহল বরাবরই তার নানার ল্যাবরেটরির দিকে থাকে

।বাড়ির পেছনে থাকা এই রহস্যময় ল্যাবটি যেন তার কাছে এক মহাপৃথিবী,যার দরজা তার জন্য বন্ধ। কিন্তু চেন শিং ল্যাবের প্রকল্পগুলোর বিষয়ে এতোটাই সতর্ক যে তিনি ফিওনাকে সেখানে প্রবেশ করতে দেন না। তবে ফিওনার মনে হয় তার নানার এই গোপন গবেষণা তার জীবনেও কোনো একসময় বড় প্রভাব ফেলতে পারে।এসব ভাবনা

ঝেড়ে ফেলে সে পুনরায় জানালার পাশে বসে বাইরে তাকিয়ে রইল। ড্রাগন বোট উৎসবের উল্লাস, মানুষের আনন্দের কল্পনা করে তার মন বিষণ্নতায় ভরে উঠল। গ্র্যান্ডপা সবসময় তাকে যেন কোনো অজানা শঙ্কার কারণে আটকে রাখেন।

ঠিক এমন সময় তার ফোনে একটি নোটিফিকেশন এল। মেসেজটি খুলতেই দেখলো তার বান্ধবী লিন

মেসেজ করেছে।লিন মেসেজে লিখেছে “আমি তোর বাড়ির বাইরে গাড়ি নিয়ে অপেক্ষা করছি এক্ষনি বেরিয়ে আয় সময় নেই বেশি” মেসেজটা পড়তেই ফিওনার মনে এক প্রকার সাহস জন্মে যায়। সে মনে মনে ভাবলো, এখন সে বড় হয়েছে যথেষ্ট বড় নিজের খেয়াল নিজে রাখতে পারে এখন আর ছোট নেই সে।

তার বয়স আঠারো বছর আর কয়েকদিন পরেই উনিশে পা রাখবে। দু’বছর আগেও সে বেইজিং শহরের আনাচে-কানাচে ঘুরে বেড়াত। তখন ছিল কলেজের দিন। কিন্তু ভার্সিটিতে ওঠার পর থেকেই তার জীবন যেন বদলে গেছে— বাসা থেকে ভার্সিটি আর ভার্সিটি থেকে বাসা এই বন্দি জীবন আর মেনে নিতে পারেনা!সে মনে মনে সিদ্ধান্ত

নিলো এবার সে গ্র্যান্ডপার আদেশ অমান্য করেই ড্রাগন বোট উৎসবে যাবে।ফিওনা একটি উজ্জ্বল লাল চিপাও ড্রেস পরিধান করে নিলো যা আজকের উৎসবের জন্য একদম মানানসই।চিপাওটিতে সূক্ষ্ম সোনালি রঙের ফুলের নকশা, উঁচু কলার, শর্ট স্লিভস, আর সামনের দিকে হাঁটু পর্যন্ত কাটা রয়েছে। কোমরে একটি সোনালি রঙের বেল্ট পড়ে তাকে

আরও আকর্ষণীয় লাগছে। চুলগুলো আলতো করে ব্রাশ করে পেছনে বাধলো। সেই বাঁধুনিতে সোনালি পিন গুঁজে নিলো। তার মাঝারি লম্বা বাদামী চুল তার গ্রিক বংশের একমাত্র পরিচায়ক। এরপর,হালকা মেকআপের ছোঁয়ায় সে নিজেকে সজ্জিত করলো।

চোখে আইলাইনার, ঘন পাপড়িতে মাসকারার প্রলেপ, আর ঠোঁটে

হালকা গোলাপি লিপস্টিক।আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে নিজের প্রতিবিম্ব দেখে নিলো শেষবারের মতো

তার প্রতিফলনে সে দেখতে পেলো এক অতীবও সুন্দরী,আকর্ষণীয় আর আত্মবিশ্বাসী অষ্টাদশী তরুণীকে। সবশেষে সোনালি রঙের একটা ষহ্যান্ডব্যাগ কাঁধে নিয়ে সে নীরবে বেরিয়ে পড়লো বাসা থেকে। সে দেখতো পেলো বাড়ির সামনে

লিনের গাড়ি দাঁড়িয়ে আছে। ড্রাইভিং সিটে বসে আছে লিন আর মুখে রয়েছে এক রহস্যময় হাসি।মৃদু হেসে লিন ফিওনাকে পাশের সিটে বসতে ইশারা করলো।ফিওনাও আলতো করে তার পাশেথ সিটে বসে পড়লো।

কালো গাড়িটা রাস্তা ধরে ছুটতে থাকলো, আর ফিওনার মনে একের পর এক প্রশ্ন আসতে থাকলো।

পুনরায় সেই পুরাতন ভাবনারা হানা দিলো তার মনে “গ্র্যান্ডপা আমাকে কেন এত কড়া শাসনের মধ্যে রাখেন? তার কিসের এত ভয় আমাকে নিয়ে ?”সে জানে না, তার এই একগুঁয়ে সিদ্ধান্ত তার জীবনের মোড় ঘুরিয়ে দেবে আ্য তাকে এমন এক পৃথিবীতে নিয়ে যাবে, যা সে কল্পনাও করতে পারবেনা কোনদিন। অবশেষে কিছুটা পথ পাড়ি দিয়ে

ফিওনা আর লিন বেহাই লেকে এসে পৌঁছাল,সেখানে আগে থেকেই তাদের আরও বন্ধু-বান্ধবীরা অপেক্ষা করছিল তাদের জন্য। ফিওনা লেকের ধারের কাছে এসে দাঁড়িয়ে চারপাশের দৃশ্য উপভোগ করতে লাগল।ড্রাগন আকারের বোটগুলো রঙিন সাজসজ্জায় সজ্জিত হয়েছে আজ, এই দৃশ্য দেখে তার মন প্রফুল্ল হয়ে উঠল।রেস শুরু হওয়ার

পুর্ব মুহুর্তের গুঞ্জন তার হৃদয় আনন্দ উৎফুল্ল আর উত্তেজনায় ভরিয়ে দিলো।

প্রতিযোগীরা সবাই যার যারা নৌকায় প্রস্তুতি নিচ্ছিল, আর দর্শকরা লেকের দুই পাড়ে সারি বেঁধে দাঁড়িয়ে উৎসাহ দিচ্ছিল তাদের।লেকের জল সোনালী রোদে চিকচিক করছিল, যেন স্বর্ণের ছোঁয়া পড়েছে পানিতে।লিন আর অন্যান্য

বন্ধুরাও ফিওনার পাশে এসে দাঁড়ালো,আর সবাই একসাথে ড্রাগন উৎসবের নৌকা রেস উপভোগ করতে লাগল।ড্রাম বাজানোর সঙ্গে সঙ্গে ড্রাগন বোটগুলো জলের উপর ছুটে চলতে শুরু করল। ফিওনা,লিন আর তাদের অন্যান্য বন্ধুরা চিৎকার করে উৎসাহ দিচ্ছিল। প্রতিটি বোটের যোদ্ধারা পানির ছিটা ছড়িয়ে দ্রুতগতিতে এগিয়ে যাচ্ছিল।

ফিওনার হৃদয়ও যেন সেই সঙ্গে লাফিয়ে উঠছিল আনন্দে।

যখন রেস শেষ হয়ে গেলো, ফিওনা আর বাকিরা সবাই জংজি খেতে বসলো। বাঁশের পাতার মোড়কে গরম ধোঁয়া উঠছিল, আর সাথে ছিল টক-মিষ্টি চাটনি। খাওয়া-দাওয়া শেষ করে সে লিনের হাত ধরে স্টলের দিকে এগিয়ে গেল,যেখানে কেউ কেউ গান গাইছিল আবার কেউ

কেউ ঐতিহ্যবাহী পোশাক পরে নাচছিল।

পুরো পরিবেশটাই প্রাণবন্ত আর উচ্ছ্বাসে ভরপুর ছিল।ফিওনা জানতো, তার গ্রান্ডপা সবসময় তাকে এই উৎসবে নিয়ে আসতেন, কিন্তু আজকের মতো এত আনন্দিত সে কখনোই হয়নি। এই উল্লাসের অনুভূতি তার জন্য নতুন ছিল, যা তার সারাজীবন মনে থাকবে।সে খুব

মনোযোগ সহকারে নাচ গানের সুরে ডুবে ছিল।সন্ধ্যা শেষ হতে চলেছে, আকাশে নেমে এসেছে আঁধার রাত। সন্ধ্যার আকাশে শুধুমাত্র একটি তারা দৃশ্যমান, যা ‘সন্ধ্যাতারা’ নামে পরিচিত। এই নক্ষত্রটি পৃথিবীর সবচেয়ে কাছের গ্রহ, ভেনাস গ্রহ(শুক্র গ্রহ)।ফিওনার মনে সবসময় এই গ্রহের প্রতি এক অচেনা আকর্ষণ কাজ করতো, যেন

এই গ্রহটি তাকে হাত বাড়িয়ে ডাকে সবসময় কাছে।

হঠাৎ করেই ফিওনার চোখে পড়ল আকাশে অদ্ভুত এক সবুজ আলোররেখা,যা পৃথিবীর সবচেয়ে নিকটবর্তী তারার দিকে থেকে আগমন করছিল পৃথিবীতে। প্রথমে সে তেমন গুরুত্ব দিল না, কিন্তু কিছুক্ষণ পরে তার মনে হলো এই

আলোকরেখাটি যেন তার পুর্ব পরিচিত।

সে অনেকক্ষণ যাবত তাকিয়ে থাকার পর আচমকা আলোর রেখাটি কোথাও অদৃশ্য হয়ে গেল, আর তার হঠাৎ মনে হলো যে, এতক্ষণ সে কোনো ঘোরের মাঝে বিচরণ করছিল।আর এখনি তার সম্বিত ফিরল।

অদ্ভুতভাবে, তার মনে পড়ে গেল, এই সবুজ আলোকরশ্মি এর আগেও সে একবার দেখেছিল। এত বছর পর পুনরায় সেই একই আলোকরশ্মি ফিরে এসেছে। ফিওনার মস্তিষ্ক এখন একেবারে তীক্ষ্ণ অবস্থায় আছে, তার স্পষ্ট মনে আছে যে,এই আলোর রেখা তাকে পূর্বে কীভাবে আকৃষ্ট করেছিল।

আকাশের সেই রহস্যময় আলোর রেখা তাকে নতুন কোনো অভিজ্ঞতার দিকে আহ্বান জানাচ্ছিল,যেন অতীতের কোনো ঘটনা আবারও ফিরে এসেছে তার জীবনে। সে বুঝতে পারছিল না,এই অভিজ্ঞতা তার জন্য কী রকম পরিবর্তন আনতে চলেছে, কিন্তু অন্তরে কৌতুহল আর উত্তেজনা

অনুভব হচ্ছিলো।আজ থেকে প্রায় দশ বছর আগে.....

সেদিন ফিওনার জীবনে ঘটে যাওয়া সেই ভয়াবহ দু”র্ঘটনা*র স্মৃতি যেন গতির দিক থেকে সময়ের বৃত্তে ফিরে আসছিল তার কাছে। সেদিন সন্ধ্যায় যখন ফিওনারা গাড়ি দুর্ঘ*টনায় পড়েছিল, তার আগের মুহূর্তগুলো আজও তার মনে একেবারে স্পষ্ট। সেই দিনও সে

আকাশে দেখেছিলো একই রকম সবুজ আলোকরশ্মি।

তার মনে পড়ে যায়, ওইদিনেও ড্রাগন উৎসবের আয়োজন কার হয়েছিলো।মুলত এই উৎসব দেখতেই ফিওনার বাবা-মা আর সে একসাথে যাচ্ছিলো তার গ্র্যান্ডপা মিস্টার চেন শিং এর বাড়িতে। চীনের জিউলং হাইল্যান্ডের রাস্তায় হঠাৎ করে তাঁদের গাড়িটি খারাপ

হয়ে যায়।ফিওনার বাবা গাড়ি থেকে নেমে গাড়ির ঠিক করতে লাগলো আর ফিওনার মা গাড়ির ভেতরে বসে আছেন। অনেকক্ষণ অপেক্ষার পর ফিওনা অস্থির হয়ে পড়ে আর গাড়ি থেকে নেমে বাইরে দাঁড়িয়ে পড়ে।চারপাশের প্রকৃতির সৌন্দর্য উপভোগ করতে করতে, হঠাৎ করে তার দৃষ্টি আকাশের দিকে চলে যায়। সেদিনের সন্ধ্যার আকাশটি ছিল এক

কথায় মায়াবী।সূর্য পশ্চিমের আকাশে ধীরে ধীরে ডুব দিচ্ছিল আর আকাশের এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তে মেঘগুলো লাল, কমলা, আর গোলাপি রঙে রঞ্জিত ছিল।আকাশের রঙ পরিবর্তিত হচ্ছিল—গভীর নীল থেকে হালকা বেগুনি হয়ে কালচে ছায়ায় পরিণত হচ্ছিল।

সন্ধ্যাতারা ভেনাস ধীরে ধীরে জ্বলে উঠছিল,যা পৃথিবীর বুকে আকাশের

প্রথম প্রদীপ বলা হয়। চারপাশের প্রকৃতি ধীরে ধীরে নিস্তব্ধ হয়ে আসছিল, আর হালকা ঠাণ্ডা বাতাসের পরশ সেই নিস্তব্ধতাকে আরও গভীর করে তুলছিল। গোধূলির আলো আর অন্ধকারের মাঝে সন্ধ্যার আকাশ এক রূপকথার জগতে পরিণত হয়েছিল।

তখনই তার চোখে পড়ে আকাশে অদ্ভুদ সেই দৃশ্যখানা। ভেনাস থেকে

একটি সবুজ রশ্মি ছুটে আসছে পৃথিবীতে মনে হল অন্ধকার আকাশের বুকে কেউ আলোর তলোয়ার চালিয়ে দিলো।কিন্তু হঠাৎ করেই সেই সবুজ রশ্মি আকাশ থেকে মিলিয়ে যায়,আকাশে তাকিয়ে মনে হলো সব স্বাভাবিক এমন আলোকরেখা যেনো কখনো ছিলই না মনে হলো।চারপাশ আবার গাঢ় অন্ধকারে ডুবে যায়,আর তার মনে

তখনই এক অদ্ভুত শূন্যতা ভর করে।মাত্র কয়েক মুহূর্ত আগেও আকাশ জুড়ে যে রহস্যময় আলোর খেলা চলছিল,তা এক ক্ষণিকের স্বপ্নের মতো ভেঙে গেলো।সে কিছুক্ষণ স্থির হয়ে আকাশের দিকে তাকিয়ে থাকলো, মনের মধ্যে হাজার ও প্রশ্নের ঝড়, কিন্তু কোনো উত্তর খুঁজে পেলোনা সে।

হঠাৎ বাবার ডাক শুনে সে যেন ঘোরের মধ্যে থেকে বেরিয়ে আসলো। বাবার কণ্ঠস্বর তাকে আবার বাস্তবের মাটিতে ফিরিয়ে আনে। “ফিওনা,গাড়িতে বসো,” বাবার কণ্ঠে একটি অদ্ভুত তাড়াহুড়ো লক্ষ্য করে সে, যেন সময় খুবই কম হাতে।ফিওনা গাড়িতে ফিরে বসলো পুনরায় তবে তার মনে এখন ও সেই সবুজ আলোর স্মৃতি ভাসমান।

বাবার উদ্বিগ্ন মুখ আর দ্রুতগামী গাড়ির শব্দ রাতের রহস্যকে আরও ঘনীভূত করে তুলছিল। গাড়ি অন্ধকার পাহাড়ি রাস্তায় দ্রুত এগিয়ে চলছিল, চারপাশে শুধুই গাঢ় অন্ধকার আর নীরবতা। কিন্তু তার মনে তখনও সেই সবুজ রশ্মির রহস্য দোলা দিচ্ছিল।

হঠাৎ,ফিওনার বাবার কণ্ঠে উৎকণ্ঠা ফুটে ওঠলো।গাড়ির নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে

ফেলেন তিনি। ফিওনা কিছু বুঝে ওঠার আগেই গাড়িটি রাস্তা থেকে ছিটকে গিয়ে পাহাড়ের খাঁজে পড়ে যায়। সবকিছু যেন মুহূর্তের মধ্যে ঘটল—এক প্রবল ধাক্কা, বিকট ভয়াবহ শব্দ,আর তারপর প্রগাঢ় নিস্তব্ধতা। গাড়ি উল্টে পড়ে, কাঁচ ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে গেলো, আর ফিওনা নিজেকে অন্ধকারের গভীরে ডুবে যেতে দেখলো।চারপাশে

সবকিছু স্থির, যেন পৃথিবী থেমে গেছে এক মুহুর্তে।ফিওনার শ্বাস নিতে কষ্ট হচ্ছিল,শরীরের ব্যথা তীব্র হয়ে উঠছিল,আর তার মনে আতঙ্ক আর অসহায়ত্ব একসাথে প্রবাহিত হচ্ছিল।কিন্তু সবচেয়ে বড় ভয় ছিল সেই মুহূর্তে তার বাবা মায়ের জন্য। বাবা মার কণ্ঠস্বর আর শুনতে পাচ্ছিল না সে। সবকিছু এক ভয়ানক স্বপ্নের মতো অনুভূত

হচ্ছিল, যার থেকে বের হওয়ার কোনো পথ নেই।

ভাগ্যের অদ্ভুত পরিহাসে, সেই ভয়ানক দু*র্ঘটনার পরও সে বেঁচে যায়। তাকে যখন উদ্ধার করা হয়, তখন সে প্রায় সংজ্ঞা*হীন অবস্থায় ছিল,শরীরের বিভিন্ন স্থানে ক্ষ*ত, র*ক্তে ভেসে যাচ্ছিল।হাসপাতালে নেওয়ার পর ধীরে ধীরে তার জ্ঞান

ফিরে আসে,কিন্তু তার জীবন আর আগের মতো ছিল না।

ফিওনার বাবা-মা সেই দুর্ঘ*টনায় ঘটনাস্থলেই মা*রা যান। তাদের মৃ*তদে*হের স্মৃতি ফিওনার মন থেকে কখনোই মুছে যায়নি। সেই ক্ষণটি তার জীবনে চিরকালের জন্য গভীর ক্ষত তৈরি করে দিয়ে যায়। তার জীবনে নেমে আসে এক অসহনীয় শূন্যতা, একাকিত্ব, আর

অপরাধবোধ,সে বেঁচে থেকেও কিছু হারিয়ে ফেলেছে।

তাদের হারানোর শোক, সেই ভয়াবহ স্মৃতি,আর তার জীবনের অজানা রহস্য একসাথে মিলে তার জীবনের গতিপথ চিরতরে পরিবর্তন করে দেয়। সেই সবুজ আলোর রহস্য আজও তাকে তাড়া করে, যা হয়তো সেদিনের ঘটনার সাথে

কোনো সম্পর্ক রয়েছে, যা তার জানাটা গুরুতর।বর্তমান.....

লেকের উৎসব পরিবেশ থেকে ছিন্ন হয়ে অতীতের বেড়াজালে আটকে আছে ফিওনা কিন্তু হঠাৎ করে লিনের কণ্ঠস্বর তাকে বাস্তবতায় ফিরিয়ে আনে।

“ফিওনা, তুই কি নিয়ে এতক্ষণ এত গভীর ভাবনায় ডুবে ছিলি?” লিনের

উদ্বিগ্ন কণ্ঠস্বর আবারও তার মনে আলো ফেলল।

ফিওনা কিছুক্ষণ চুপ থেকে লিনের দিকে তাকায়। সে জানে, লিন তাকে ভালোবাসে আর তার মনোভাব বুঝতে পারে। কিন্তু এই মুহূর্তে ফিওনা কিছু বলতে পারছিল না। মনে মনে ভেবেছিল,“কীভাবে এই কষ্টের কথা বলব? কীভাবে সবাইকে বোঝাবো?”“আমি... আমার বাড়ি

চলে যাওয়া উচিত এই মুহূর্তে,” অবশেষে সে বলল, তার কণ্ঠে অস্থিরতা স্পষ্ট ছিল।

লিনের মুখে উদ্বেগ ফুটে উঠল। “কিন্তু ফিওনা,কিছু সময় তো এখানে থাক, একটু বিশ্রাম নে।হয়তো কিছুক্ষণ বসে থাকলে তুই বেটার ফিল করবি,” লিন বলল, তার চোখে মৃদু আশা ছিল।

কিন্তু ফিওনার মনে তখন বাড়ির দিকে ছুটে যাওয়ার তীব্র আকাঙ্ক্ষা। কিছু না বলেই সে উঠে গিয়ে হাঁটতে শুরু করল, মনে মনে ভাবতে লাগল, “বাড়ি যাওয়া উচিত, সবকিছু থেকে দূরে সরে যেতে।”

লিন কিছু একটা মনে করলেও ফিওনাকে আটকানোর চেষ্টা করল না। সে জানত,ফিওনার এই

অস্থিরতা আর অতীতের বোঝা তাকে মুক্ত হতে দিচ্ছে না।

“তবে কি এই কষ্টের ঊর্ধ্বে ওঠার কোনো উপায় নেই?” ফিওনার মনে চিন্তা চলছিল। লেক থেকে বেরিয়ে আসার সময় তার মনে হচ্ছিল, তার জীবনের এতো দিন যে অন্ধকারকে সে ভেবেছে, তা কি কখনোই শেষ হবে?

লেকের শান্ত পরিবেশ থেকে বের হয়ে আসার পর তার মনে এখনও সেই ভয়াবহ দু*র্ঘটনার স্মৃতি উঁকি দিচ্ছিল। লিনের কণ্ঠস্বর তাকে বর্তমানের বাস্তবতায় ফিরিয়ে আনার চেষ্টা করলেও তার মনে গভীর দাগ রেখে গেছে অতীতের সেই বেদনা*দায়ক অধ্যায়।বাসে উঠার পর,জানালার বাইরে তাকিয়ে তার চোখের সামনে কেবল ধূসর রাস্তা

আর সুনসান পরিবেশ ভেসে উঠছিল। সবকিছু অন্ধকারে ঢেকে যাচ্ছে, সেই সবুজ রশ্মির আকর্ষণীয় আলোটাও দূরে কোথাও হারিয়ে গেছে।

“আজকে তো মনে হচ্ছে তাড়াতাড়ি বাড়ি ফিরতে পারব না এই পথ তো শেষ হচ্ছেই না,” মনে মনে চিন্তা করে সে বাসটি ধীরগতিতে চলছিল, আর তার হৃদয়ে অস্থিরতা আরো

বিক্ষিপ্ত হচ্ছিল। অনেকক্ষণ ধরে বাসা চলার পরও মনে হচ্ছিল যেন বাসটি কখনও পৌঁছাবে না।

তার মনের মধ্যে প্রশ্নের ঝড় বয়ে যাচ্ছিল—”বাড়িতে গিয়ে কী বলব? মা-বাবার কথা মনে পড়লে কি আর কোনোদিন স্বাভাবিক হতে পারব?” সে জানে, সেই ক্ষ*ত এখনও শুকায়নি, আর হয়তো কখনোই শুকাবে না।

বাসের জানালার কাঁচে মাথা ঠেকিয়ে সে চোখ বন্ধ করে নিলো ফিওনা। তার মনের গভীরে সেই মুহূর্তগুলি পুনরায় ভেসে ওঠে, যখন সে বাবা-মায়ের হাসি দেখে কেমন খুশি ছিল, কিন্তু সেই আনন্দ আর ফিরে আসবে না—অভি*শপ্ত দিনটি সবকিছু পরিবর্তন করে দিয়েছে।যখন বাসটি শেষ পর্যন্ত তার গন্তব্যে পৌঁছায়, সে ধীরগতিতে নিচে নেমে আসে।

বাড়ির দিকে পা বাড়ানোর সময় তার মনে হচ্ছিল, সে আবারো সেই অন্ধকারে ঢুকে যাচ্ছে। কিন্তু আজকের দিনে তাকে অতীতের দায়ভার থেকে মুক্ত হতে হবে— এটাই তার সংকল্প।

এভাবে ধীরে ধীরে বাড়ির দিকে হাঁটতে থাকলে তার মনে নতুন শক্তি জন্ম নেয়। সে জানে,তাকে আবারও নতুন করে জীবন শুরু করতে হবে,

যে আলো একদিন তার জীবনকে আলোকিত করবে। হয়তো একদিন সে সেই সবুজ রশ্মির রহস্য উন্মোচন করতে পারবে,যা তাকে তার অতীতের দিকে টেনে নিয়ে যাচ্ছে।

“এবার এগিয়ে যেতে হবে,” মনে মনে বলে সে বাড়ির দরজায় পৌঁছানোর পর, সে দৃঢ়তার সাথে দরজা খুলে ঢুকে পড়ে বাড়িতে।

ফিওনা হন্তদন্ত হয়ে ছুটে বাড়ির ভেতরে প্রবেশ করে। বাড়ির অভ্যন্তরে প্রবেশ করতেই দেখলো বরাবরের মতই বাড়িতে শান্ত আর স্তব্ধতা বিরাজমান।

সে লবি হতে সিঁড়ি বেয়ে উপর উঠতে লাগলো,সিঁড়িটি স্বচ্ছ কাঁচের ধারা তৈরি,গোলাকার হয়ে ওপরের দিকে মোড় নিয়েছে,সুগঠিত ঘূর্ণন সিঁড়ির দুপাশের সোনালী হাতল ধরে

ধীরে ধীরে সে দোতলায় চলে আসে।

-করিডোর পার করে মিস্টার চেন শিং এর রুমের সামনে চলে আসে সে,রুমে প্রবেশের উদ্দেশ্য পা বাড়াতেই থমকে যায়,রুমের দরজা বাহিরে থেকে লক তার মানে গ্রান্ডপা বাড়িতে নেই,কেননা মিস্টার চেন শিং যতক্ষন বাড়িতে থাকেন ততক্ষন নিজের রুমের মধ্যেই

থাকেন।ফিওনা হতাশ হয়ে পড়ে,গভীর চিন্তায় ধ্যানমগ্ন হয়ে হাঁটে,করিডোরের একপাশ জুড়ে স্বচ্ছ কাঁচের প্যানেলে তৈরি সোজা রেলিং রয়েছে,সেই রেলিং এর সামনে যেয়ে দাঁড়ায়,সেখান থেকে নিচের হলরুম স্পষ্ট দেখা যায়।

সে ওভাবেই কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে রইল,হঠাৎ হলরুমের কিচেন হতে একটা শব্দ ফিওনার কানে ভেসে

আসে,সে জানে এই মুহূর্তে কে রয়েছে কিচেনে,সে পুনরায় সিঁড়ি বেয়ে নিচে নেমে আসে,কিচেনে প্রবেশ করেই দেখতে পায় মিস ঝাং কিচেনের এক কোনে দাঁড়িয়ে খাবার প্রস্তুত করছেন।

ফিওনা নিঃশব্দে মিস ঝাং এর সামনে যেয়ে দাড়ালো, মিস ঝাং ফিওনাদের একমাত্র বিশ্বস্ত পুরনো সার্ভেন্ট, যিনি ফিওনার দেখাশোনা

করেছেন ছোট থেকেই,যখন ফিওনার নানা চেন শিং ফিওনাকে এখানে নিয়ে আসেন তখন থেকে ফিওনার সবকিছুর দেখভাল মিস ঝাং করেছেন।

ফিওনাকে দেখেই মিস ঝাং স্বভাবত হাসলেন।

আদুরে কণ্ঠে বললেন,“ফিওনা মামনি কখন এলে তুমি??”

কিন্তু ফিওনা উদ্বিগ্ন কণ্ঠে প্রশ্ন ছুড়ে দেয়,,,

মিস ঝাং, গ্রান্ডপা কোথায়? তিনি কি এরমধ্যে বাড়িতে এসেছিলেন?

মিস ঝাং,ফিওনার অভিব্যাক্তিতে বুঝতে পারলেন, ফিওনা কতোটা দুশ্চিন্তাগ্রস্ত আর হতাশ হয়ে আছে।

মিস ঝাং শান্ত দৃষ্টিতে তাকিয়ে, সদয় ভঙ্গিতে প্রশ্নের জবাব দিলেন,

“মিস্টার চেন শিং,কিছুক্ষণ আগেই একবার বাড়িতে এসেছিলেন,পুনরায় তিনি বের হয়ে যান,সম্ভবত তিনি ল্যাবে থাকতে পারে।

মিস ঝাং এর জবাব শোনা মাত্রই ফিওনা আর এক মুহূর্তও দেরি করলো না,দ্রুত কিচেন থেকে বের হয়ে যায়,বাড়ি থেকে বের হওয়ার পদক্ষেপ নেয়,বাড়ির মেইন দরজা দিয়ে বের হয়ে সোজা বাগান ধরে

হাঁটতে হাঁটতে পৌঁছে যায় বাড়ির পেছনের দিকটায়।সে ইতিমধ্যে বাড়ির পেছনে ল্যাবের সামনে পৌঁছে যায়,কিছু একটা ভেবে কিছুক্ষণ থ মেরে রইলো সেখানেই,তার সামনেই রয়েছে তার গ্রান্ডপার ল্যাবরেটরি।

বাইরে থেকে ল্যাবটি আধুনিক,উজ্জ্বল ও সুরুচিপূর্ণ স্থাপনাকে ধারণ করে।

বিশাল কাচের জানালা দিয়ে ল্যাবের ভিতরকার দৃশ্য দেখা যায়,যা ভবনের একাধিক তলায় বিভক্ত।

ল্যাবের বাইরের দেওয়ালগুলি মসৃণ ধাতুর তৈরি,

যা সূর্যের আলোকে প্রতিফলিত করে।

ল্যাবের প্রবেশদ্বারটি মার্বেল পাথরের ধাপে,যা দৃঢ় আর পরিষ্কারভাবে চিহ্নিত।বড়,ভারী কাচের দরজা দুটি

স্লাইডিং গ্লাসের প্যানেল দিয়ে তৈরি,যা উজ্জ্বল আলোকে ভিতরে প্রবাহিত হতে দেয়।

ল্যাবের চারপাশে সঠিকভাবে কাটা কিছু গাছপালা ও পরিপাটি করা ঝোপঝাড় রয়েছে।

ল্যাবের সামনে আধুনিক সাইনবোর্ড রয়েছে,যা ল্যাবের নাম ও পাসকোডের নির্দেশিকা প্রদর্শন করে।এর পাশে একটি ইন্ট্রকম

প্যানেলও রয়েছে,যা ভিতরে যোগাযোগের জন্য ব্যবহৃত হয়।

ফিওনা নিঃশব্দে হেঁটে ল্যাবের প্রধান প্রবেশদ্বারের সামনে এসে দাঁড়ায়,পাশেই একটি প্যানেল রয়েছে যা টাচস্ক্রিন, সে সেখানে পাসকোড বসায়।ফিওনার নানা ফিওনার বার্থডের সাথে ম্যাচ করে ল্যাবের পাসকোড দিয়ে রেখেছেন।

পাসকোডটি দেয়ার সাথে সাথে স্ক্রিনে ভেসে উঠে এক্সেস গ্রান্টেড,তার মাথার ওপরের লেড লাইটটি সবুজ বাতি প্রদর্শন করে সিগন্যাল দিয়ে জানান দেয়, দরজা খোলার জন্য প্রস্তুত হচ্ছে,ইলেকট্রনিক দরজাটা সয়ংক্রিয়ভাবে খুলে যায় ফিওনা ধীরপায়ে ভেতরে প্রবেশ করে,সে সচরাচর এই ল্যাবে প্রবেশ করেনা

বিশেষ প্রয়োজন ছাড়া,আর যখনি এই ল্যাবে প্রবেশ করে তখনি সে ভীত হয়ে যায়।

সে ল্যাবের ভেতরে ধীরপায়ে এগিয়ে যায়,ল্যাবের ভেতরের পরিবেশ খুবই অন্ধকারছন্ন সুনসান নীরবতা।

মাথায় ওপর কয়েকটা বাতি নিভু নিভু আলোতে জ্বলছে।ল্যাবের ভেতরে ডানপাশে রয়েছে একটা বড় আকৃতির রুম,ফিওনা সেই রুমে

প্রবেশ করে,সেখানে প্রবেশ করতেই সে আরেক দফা হতাশ হয় কেননা সেখানে তার গ্রান্ডপা উপস্থিত নয়। ল্যাবের ভেতরের এই রুমটাই চারিপাশের দেয়াল ফকফকা সাদা রঙের এতে করে রুমটায় উজ্জলতা অনেকটা বৃদ্ধি পেয়েছে।

রুমের কেন্দ্রস্থলে বিশাল স্টেশন রয়েছে যা বিভিন্ন ধরনের পরিক্ষা

মুলক যন্ত্রপাতি আর ডিভাইস দিয়ে সজ্জিত।

স্টেশনের চারপাশে বড় বড় আর্কাইভ ক্যাবিনেট রয়েছে যেখানে গবেষণার ফাইলপত্র সযত্নে সংরক্ষিত করা।রুমের এক কোনায় একটি বড় ডাটা মনিটর আর কম্পিউটার সেটআপ করা যার স্ক্রিনে কিছু ডেটা প্রদর্শন চলমান।

অন্যদিকে কিছু মাইক্রোস্কোপ আর সেন্ট্রিফিউজ মেশিন ও রয়েছে।
তবে মনিটরের ডাটা প্রচলন দেখে সে নিশ্চিত হয় তার গ্রান্ডপা ল্যাবেই আছেন কিন্তু তার কক্ষে তো তিনি নেই।
হঠাৎ পেছন থেকে একটি ভরাট পুরুষালী কণ্ঠে সে কিছুটা চমকে যায়,পেছনে ঘুরে তাকাতেই দেখতে পান ওয়াং লি কে,ওয়াং লি তিনিও

চীনের একজন বিখ্যাত সাইনন্টিস,আর ফিওনার নানার একমাত্র পার্টনার,

এক অজানা প্রকল্প বাস্তবায়নে মিস্টার চেন শিং আর ওয়াং লি একত্রে কাজ করে যাচ্ছেন।

তিনি ফিওনাকে এই মুহূর্তে ল্যাবে দেখতে পেয়ে কিছুটা অপ্রত্যাশিত মনোভাব ব্যাক্ত করেন।

তীক্ষ্ণ কণ্ঠে তিনি প্রশ্ন করেন,“ফিওনা তুমি হঠাৎ এই সময়ে ল্যাবে?”

ফিওনা হতাশা কণ্ঠ জবাব দেয়,

“গ্র্যান্ড লি,আমার গ্রান্ডপা কোথায়? তিনি বাড়িতে নেই, এই মুহূর্তে ওনাকে আমার দরকার তাই ল্যাবে দেখা করতে এসেছি।।

মিস্টার ওয়াং লি,কম্পিউটারের সামনে এক্সিকিউটিভ চেয়ারে বসতে বসতে জবাব দেন,

” চেন শিং একটু বাহিরে গেছেন একটা বিশেষ কাজে, কয়েকজন বিভিন্ন দেশের সাইন্টিসদের সাথে মিটিং এ বসেছে,ফিরতে রাত হবে তুমি বাড়িতে ফিরে যাও ফিওনা।

মিস্টার ওয়াং লি খুবই ব্যাস্ততার সাথে কথাগুলো বলে,তার কণ্ঠে স্পষ্ট তিনি খুবই গুরুত্বপূর্ণ কোনো কাজে আপতত ব্যাস্ত আর তার মুখাবয়ব স্পষ্ট অবসন্ন।

তাই ফিওনা আর কথা বাড়ায় না,উল্টো পায়ে হতাশ হয়ে হাটা ধরে।

সে যখনি রুম থেকে বের হওয়ার উদ্দেশ্য দরজার বাইরে পা রাখে তখনি তার কানে একটা অদ্ভুত অস্বাভাবিক আওয়াজ কানে ভেসে আসে।তার পা সেখানেই থমকে যায়,আরো ভালো করে শব্দটা পরিষ্কারভাবে শুনতে সে নিজের

সমস্ত মনোযোগ কেন্দ্রীভূত করল,তার শ্রবণ ইন্দ্রিয় যেন আরো জাগ্রত হয়ে উঠল,তখনি সে পুনরায় সেই একই শব্দ পায় শব্দটা এক প্রকার এমন যে কোনো ভয়ানক জন্তুর গোঙানির আওয়াজ,গড়গড় জাতীয় এক প্রকার শব্দ।

সে আর স্থির থাকতে পারলো না,ধীরে ধীরে পেছনে ঘুরে তাকালো,শব্দের উৎস খুঁজতেই তার

চোখ গেলো সেই সিক্রেট রুমের দিকে,ল্যাবের এই রুমে আরো একটি সিক্রেট রুম রয়েছে,আর এই সিক্রেট রুমের পাসকোড সে জানেনা,তার গ্রান্ডপা কখনোই তাকে এই রুমে প্রবেশের অনুমতি দেন নি।তার সবসময় ইচ্ছে হতো এই রুমে কি আছে তা একবার প্রদর্শন করার।ফিওনা শব্দের উৎস খুঁজতেই তার চোখ যায় সিক্রেট রুমের

দিকে,খুব বেশি ভুল না হলে শব্দটা সেখান থেকেই আসছে ভেবেই সে আরেকটু সতর্ক হলো আরো ভালো করে শব্দটা শোনার চেষ্টা করলো,হঠাৎ তার চোখ যায় দরজার নিচের ফাঁকা অংশে,সিক্রেট রুমের দরজাটা ভারী ইস্পাতের তৈরি,দরজার ওপরে পাসকোডের একটি ডিসপ্লে আর দরজার চারপাশে উন্নত প্রযুক্তির সিকিউরিটি

প্যানেল,দরজার নিচে একটা সরু ফাঁক রয়েছে আর সেখান থেকেই এক প্রকার নীল আলোকরশ্মি আভা ছড়িয়ে আছে।

সে নিজের দৃষ্টিকে আরো তীক্ষ্ণ করে সেদিকে পা বাড়ায়,হঠাৎ ওয়াং লির গম্ভীর কণ্ঠে তার ধ্যান ভাঙ্গে।

ওয়াং লি নিজের চেয়ারটা পেছনের দিকে ঘুরিয়ে,

তীব্র উদ্বিগ্ন কণ্ঠে ফিওনাকে প্রশ্ন করে।

” কি হলো ফিওনা,তুমি এখনো এখানে দাঁড়িয়ে আছো কেনো?

ফিওনা একটু স্তম্ভিত হয়ে জবাব দেয়,“গ্রান্ড লি’ আমি একটা অদ্ভুত শব্দ শুনতে পেয়েছি, আর এই শব্দটা এই সিক্রেট রুম হতেই আসছে,আর দরজার ফাঁক দিয়ে এমন নীল আলোক রশ্মি এটা কিসের??”

ওয়াং লি,তার কথায় কিছুটা চিন্তিত হয়ে পড়েন।

ওয়াং লি,নিজের চেয়ার ছেড়ে দ্রুত তার দিকে এগিয়ে আসে।

ওয়াং লি কিছুটা শান্ত ভঙ্গিতে,দৃঢ় কণ্ঠে তাকে আস্বস্ত করর প্রচেষ্টা চালায়।

“ফিওনা,আমি নিশ্চিত তুমি ভুল শুনেছো,এখানে অনেক গবেষনার কাজ চলছে যা মাঝে মাঝে অদ্ভুত

শব্দ তৈরি করে,তুমি চিন্তা করোনা সবকিছু ঠিক আছে,এখন তুমি বাড়িতে ফিরে যাও,তোমার এখানে থাকার কোনো প্রয়োজন নেই।

ফিওনা আর কোনো প্রকার কথা না বাড়িয়ে,

ল্যাব থেকে বের হয়ে যায়।পথে হাঁটতে হাঁটতে সে কিছুটা চিন্তিত, তার এখনো সেই অস্থিরতা কমছেনা,সে শতভাগ নিশ্চিত শব্দটা

সে শুনছে আর নীল রশ্মিটাও দেখতে পেয়েছে,এতোটা ভ্রম কি করে হতে পারে তার।

সে বাড়ির দিকে ফিরে আসে তবুও তাকে বরবার ভাবাচ্ছে সেই মৃদু গর্জনের শব্দ আর নীল আভা, ওয়াং লি যখন তাকে আস্বস্ত করছিলো তখনও তার মুখাবয়বে আতঙ্ক আর কিছুটা ভীতি স্পষ্ট দেখতে পেয়েছে সে।

ফিওনা নিজেকে যতই শান্ত রাখতে চেষ্টা করছেনা কেনো ওর মনের অস্থিরতা ওকে অশান্ত করে তুলছে, তাই সে শতভাগ নিশ্চিত হতে গ্রান্ডপার সাথে কথা বলবে এই বিষয়ে মনঃস্থির করে নেয়।

সে বাড়িতে ঢুকে সোজা নিজের কক্ষে চলে আসে। কুইন সাইজের বেডের মধ্যে,বড় ফোলাভাযুক্ত বালিশে ওপর ধপ করে শুয়ে

পড়ে,যেন সমস্ত শরীরের শক্তি শেষ হয়ে গেছে।

সে আজ খুবই ক্লান্ত;দিনের ঘটনাগুলো তাকে মানসিকভাবে অবসাদগ্রস্ত করে তুলেছে।

চোখদুটো ভারী হয়ে আসে,আর নিজের ক্লান্তির সঙ্গে লড়াই করতে পারে না।

চোখের পাতা একবারের জন্য বন্ধ হতেই যেন মুহূর্তেই তন্দ্রার জালে

জড়িয়ে পড়লো,ধীরে ধীরে গভীর ঘুমের দিকে ঢলে যায় সে।ফিওনা হঠাৎ গভীর ঘুমের মধ্যে একটি স্বপ্ন দেখে। স্বপ্নে,সে দাঁড়িয়ে আছে একটা অত্যন্ত সুন্দর পাহাড়ের চূড়ায়।

চারপাশে যতদূর চোখ যায়,পাহাড়ের ঢালগুলো নানা রঙের ফুলে ছেয়ে আছে—লাল,নীল,হলুদ,আর বেগুনি ফুলের সমারোহ যেন প্রকৃতির এক

বিস্ময়কর চিত্রকলা ফুটে উঠেছে,তার মন প্রফুল্ল হয়ে উঠে।

বাতাসে ফুলের মৃদু সুবাস ভেসে আসছে,যা তার চুলে হালকা করে দোলা দিচ্ছে।সবকিছু এত শান্তিপূর্ণ আর মনোমুগ্ধকর ছিলো যে মনে হচ্ছে সময় থমকে গেছে।

কিন্তু হঠাৎই,এই শান্তি বেশিক্ষণ স্থায়ী হলো না।

দূর থেকে এক ভয়ানক গর্জন ভেসে আসে,যা পুরো পরিবেশটিকে কাঁপিয়ে তোলে।

ফিওনা আতঙ্কিত হয়ে পেছনে তাকায়,তার হৃদয় এক মুহুর্তে থমকে যায়।তার চোখের সামনে হাজির হয় এক বিশাল আকৃতির সবুজ প্রাণী—সে একবার দেখতেই চিনে ফেলে প্রানীটি ড্রাগন মনস্টার।

ড্রাগনটির শরীর সবুজ রঙে ঢাকা,আর তার বিশাল পাখাগুলো আকাশকে ঢেকে দিচ্ছে।তার সবুজ রঙের মনির চোখ দুটো অদ্ভুতভাবে জ্বলজ্বল করছে,সেই চোখের মধ্যে এক ভয়ানক শক্তি আর রহস্য লুকিয়ে আছে।

ড্রাগনটি হঠাৎ করে তার মুখ খুলে,আর মুহূর্তের মধ্যে একটি বিশাল আগুনের গোলা ছুড়ে মারে

ফিওনার দিকে।আগুনের তীব্র তাপে বাতাস যেন জ্বলে উঠছে। সে ভয়ে চিৎকার করে আর দ্রুত তার হাত দিয়ে মুখ ঢেকে ফেলে।আগুনের শিখা তার দিকে ধেয়ে আসে,আর তার চিৎকারে মনে হয় যেন তার শরীর আর মন উভয়ই ভয়ে জমে যাচ্ছে।ঠিক তখনই সে হঠাৎ ঘুম থেকে জেগে ওঠে,

ফিওনা তন্দ্রা ভেঙে উঠে বসে,স্বপ্নের ভয়ে হৃদপিণ্ড দ্রুত গতিতে ধুকপুক করছে।

পরক্ষনেই সে নিজেকে ধাতস্থ করে আর বুঝতে পারে এটা একটা দুঃস্বপ্ন ছিল।শুধু একটা স্বপ্ন,কিন্তু সেই ভয়ানক গর্জন আর আগুনের শিখা এখনও তার কানে বাজছে।

বিছানার পাশে রাখা টেবিল ল্যাম্পের সাথে ঘড়িটার দিকে চোখ যায়।

ঘড়ির স্ক্রিনে সময়টি জ্বলজ্বল করছে —রাত প্রায় ৩টা ছুঁই ছুঁই।

এই গভীর রাতে,চারপাশের নীরবতা আরও ঘনীভূত হয়ে উঠেছে,আর ঘড়ির টিকটিক শব্দ তার মনের ভেতরের অস্থিরতাকে আরও তীব্র করে তুলছে।

হঠাৎ ফিওনার মনে পড়ে যায়,তার গ্র্যান্ডপা নিশ্চয়ই এতোক্ষণে বাড়িতে ফিরে এসেছেন।

চিন্তা মনে হতেই, সে আর এক মুহূর্তও দেরি না করে দ্রুত উঠে দাঁড়ায়।সজাগ চোখে আর দ্রুত পদক্ষেপে সে মিস্টার চেন শিং-এর রুমের দিকে পা বাড়ায়।তার হৃদয়ের মধ্যে অদ্ভুত উত্তেজনা,আশার ঝলক ফুটে উঠেছে।

কিন্তু মুহূর্তেই তার আশার আলো নিভে যায়।রুমের দরজার বাইরের

এখনো অবধি লক দেখে তার হৃদয়ে শূন্যতার অনুভূতি চলে আসে। দরজার উপর চেকলিস্টের মতো লকগুলির তীক্ষ্ণ সিলভার চমক তার কাছে নিস্তব্ধতা আর নিরাশার প্রতীক হয়ে ওঠে।

ফোনও করতে পারবেনা কেননা সে জানে গ্র্যান্ডপা কখনোই ফোন ধরেন না যখন তিনি বাইরে ব্যস্ত থাকেন। তার মনটা পুনরায় হতাশা ছড়িয়ে

পড়ে মনে হলো সমস্ত আশা এক নিমিষে দূর হয়ে গেছে।

সে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে রুমের দরজার দিকে তাকিয়ে থাকে,তারপর ধীর পায়ে আবার নিজের কক্ষে ফিরে আসে।

ফিওনা নিজের কক্ষে ফিরে এসে বেডে বসে থাকে, কিন্তু এখন আর ঘুম তাকে কোনোভাবেই গ্রাস করতে পারছেনা।তাই রুম থেকে বের

হয়ে,সিঁড়ি বেয়ে নিচে নেমে আসে,এক কাপ কফি বানিয়ে পুনরায় রুমে এসে রুমের বা পাশের বেলকনিতে দাঁড়ায়।কক্ষের বা পাশের বেলকনি হতে সরাসরি রাস্তা দৃশ্যমান।

ফিওনা বেলকনিতে এসে কফির কাপ হাতে ধরে,ধীরে ধীরে বাইরে তাকায়।রাতের হালকা ঠাণ্ডা বাতাস ওকে সতেজ করে তুলছে, আর

কফির ভাপে গরম অনুভূতি শরীরটা কিছুটা প্রশান্তি দিচ্ছে।শহরের নৈসর্গিক দশ্য,রাত্রির নীরবতা, আর কফির মিষ্টি গন্ধে তার সমস্ত চিন্তাগুলি একত্রিত হতে শুরু করলো।

বেলকনির রেলিংয়ে ভর দিয়ে,সে গভীরভাবে চিন্তিত চোখে দূরের অন্ধকার আকাশের দিকে তাকিয়ে থাকে,যেখানে মেঘের ফাঁক দিয়ে

লুনার আলো মৃদুভাবে পড়ছে।আর মনে মনে তখনকার ঘটে যাওয়া ঘটনা আর স্বপ্নের কথা ভাবতে থাকে।ফিওনা চিন্তায় ডুবে থাকা অবস্থায় হঠাৎ রাস্তার দিকে চোখ যায়,রাস্তার পাশে ল্যাম্পপোস্টের মৃদু আলোতে কারো উপস্থিত টের পায় সে,ল্যাম্পপোস্টের সাথেই কেউ একজন দাঁড়িয়ে আছে,লম্বা মতোই একজন, দেহের গঠন আর পোশাক

দেখে বোঝাই যাচ্ছে কোনো একজন পুরুষ তবে এই সুনসান নিরব রাস্তায় এ সময় কে এখানে দাঁড়িয়ে থাকতে পারে,অদ্ভুত অদ্ভুত প্রশ্ন ঘুরপাক খাচ্ছে তার মস্তিষ্কে তাই ভালো করে পর্যবেক্ষণ করার প্রচেষ্টা চালায় সে।

লোকটা কালো রঙের হুডি পরিহিত,হুডি দিয়ে মুখ আর মাথা সম্পুর্ন ঢাকা,কালো জিন্স আর পায়ে

কালো স্নিকার্স পড়ে আছে,এদিক ওদিক তাকিয়ে কিছু একটা পর্যবেক্ষণ করছে এই অপরিচিত লোকটি।

ফিওনা লোকটির দিকে উদ্বিগ্ন আর সন্দেহভাজন দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে,বাতাসের হালকা ঠান্ডা অনুভবে তার মনোযোগ আরো নিবিষ্ট হয়ে উঠেছে সেই অচেনা অদ্ভুত লোকটির উদ্দেশ্য বুঝতে।আচমকা সেই

আগুন্তক বেলকনিতে দৃষ্টি নিক্ষেপ করে।ফিওনা কিছুটা চমকে যায়। সেই অপরিচিত লোকটির চোখে সানগ্লাস পরিহিত যা তার চোখের দৃষ্টিকে লুকিয়ে রেখেছে,কালো রঙের মাস্ক দিয়ে মুখের অর্ধেকাংশ ঢেকে রাখা।

লোকটির সানগ্লাস আর মাস্ক থাকলেও,তার দৃষ্টির দিকে কিছুটা নজর দিলেই বোঝা যায় যে সে

ওপরের বেলকনির দিকেই তাকিয়ে আছে।

লোকটার উপস্থিতি আর দৃষ্টির তীব্রতা,তার মনে এক ধরনের অস্বস্তি ও উদ্বেগ তৈরি করলো।

সে দ্রুত দৃষ্টি সরিয়ে নেয় সেখান থেকে তীব্র আতঙ্কে রুমের ভেতরে ফিরে আসে।সে বেলকনির দরজা সজাগভাবে লক করে তাড়াতাড়ি পর্দা টেনে দেয়।

তারপর নিজেকে শান্ত করার জন্য নিজের সাথেই নিজে সংগ্রাম করতে থাকে,কিন্তু চেষ্টা করে শ্বাস প্রশ্বাস নিয়ন্ত্রণ আনার জন্য।এক ধরনের উদ্বেগময় চিন্তা মনের মধ্যে ঘুরপাক খায়।

“কে ছিলো লোকটি?” আগে তো কোনোদিন এখানে দেখেনি, এতো রাতে আমাদের বাড়ির সামনে দাঁড়িয়ে কি করছে লোকটি? কেনো

এসেছে???ড্রাগন বোট উৎসবের স্বল্প ছুটি শেষে,আজ আবার প্রাণচঞ্চল হয়ে উঠেছে পিকিং ইউনিভার্সিটি।

ছুটির আমেজ এখনও মনে রয়ে গেলেও,ফিরে আসার এক ধরনের উত্তেজনা ফিওনার মধ্যে কাজ করছে। ক্যাম্পাসের পরিচিত গন্ধ,পুরনো বন্ধুদের মুখ,আর চারপাশের জীবন্ত পরিবেশ তাকে ঘিরে ধরে রেখেছে।

আজ সকালটা যেন অন্য রকম,একটু ভিন্ন।

হালকা রোদ মাখা দিন,চারপাশে উৎসবের রেশ,আর পরিচিত প্রাঙ্গণে পা ফেলার অনুভূতি ফিওনার মনকে প্রফুল্ল করে তুলেছে।ফিওনার বন্ধুরা ইতিমধ্যে বিশ্ববিদ্যালয়ে এসে পৌঁছেছে।

প্রতিদিনের মতোই ফিওনা আর তার প্রিয় বন্ধু লিন একসঙ্গে ক্লাসরুমের দিকে এগিয়ে যায়।

তাদের মধ্যে ছুটির সময় কাটানো স্মৃতির বিনিময়,হাসি-ঠাট্টা আর সামনে আসা পরীক্ষা-নিরীক্ষার চিন্তা মিশে থাকে।

ক্লাসরুমে ঢুকতেই ফিওনার চোখে পড়ে কিছু নতুন মুখ,যারা হয়তো

এই ছুটির পর প্রথমবারের মতো এখানে এসেছে।

ক্লাসরুমে ঢোকার সময় ফিওনার মনে হয় ,তার জীবনের নতুন অধ্যায়ের সূচনা হতে যাচ্ছে।বন্ধুদের সাথে সময় কাটানোর মাঝেও ফিওনার ভেতরে নতুন কিছু আশা-আকাঙ্ক্ষা আর কৌতূহল মিশে থাকে।

সেই সাথে তার মনে পড়ে কিছু পুরনো স্মৃতি,বিশেষ করে সেই একা রাতগুলো যখন সে নিঃশব্দে আকাশের দিকে তাকিয়ে ছিল,সেই অজানা আলো বা তারাটির দিকে। ক্লাসরুমের শান্ত পরিবেশে হঠাৎই দরজার খট করে খোলার শব্দে সবাই মনোযোগী হয়ে ওঠে। ফিওনা মাথা তুলে দেখে,তাদের

এস্ট্রোনোমি(জ্যোতির্বিজ্ঞান)ক্লাসের শিক্ষক,প্রফেসর লু প্রবেশ করছেন। তার হাতে ধরা একটি পুরোনো বই,চোখে অমলিন গাম্ভীর্য।

ক্লাসরুমে ঢুকতেই সবাই সম্মান প্রদর্শন করে উঠে দাঁড়ায়,তারপর প্রফেসর লু তাদের বসতে ইশারা করেন।

প্রফেসর লু তার টেবিলের দিকে এগিয়ে যান ফিওনা আর তার

সহপাঠীরা দ্রুত বই খাতাগুলো বের করে টেবিলের ওপর রাখে।ফিওনা তার প্রিয় নীল রঙের কলমটা হাতে তুলে নেয়,কারণ জানে যে আজকের ক্লাসটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ হতে চলেছে। প্রফেসর লুর মুখে এক ধরনের অদ্ভুত স্নিগ্ধতা,তিনি মহাবিশ্বের অসীম রহস্যগুলোর দরজা খুলে দিতে যাচ্ছেন।

আজ আমরা ভেনাসের উপর আলোচনা করব,” প্রফেসর লু গম্ভীর কণ্ঠে বলেন।

ফিওনা তৎক্ষণাৎ খাতা খুলে কলম চালাতে শুরু করে,প্রফেসর লু যা বলবেন,সবকিছুই ফিওনা মনের মন্দিরে খোদাই করে রাখার মতো গুরুত্বের সাথে নোট করতে থাকে।

প্রফেসর লুর কণ্ঠস্বর ক্লাসরুমের নিস্তব্ধতা ভেদ করে ওঠে,ভেনাসের

ইতিহাস,এর বায়ুমণ্ডল,আর মহাজাগতিক গঠন সম্পর্কে বিশদ বর্ণনা দিয়ে তিনি ক্লাস শুরু করেন। প্রফেসর লুর প্রতিটি শব্দ ভেনাসের আকাশের মতোই রহস্যময় আর মোহনীয় শোনাচ্ছে।

ফিওনার মন মহাকাশের অসীম অন্ধকারে হারিয়ে যায়,তার চোখের সামনেই ভেসে ওঠে ভেনাসের ম্লান অথচ উজ্জ্বল আভা।সে যতই নোট

লেখে,ততই তার মনে হয়,ভেনাস যেন তার কাছে ধীরে ধীরে স্পষ্ট হয়ে উঠছে।

ক্লাসরুমের ঘড়ির কাঁটা যখন সময়ের নির্দেশনা দেয়,প্রফেসর লু তখনো ভেনাসের এক অজানা অধ্যায় নিয়ে মগ্ন।

ভেনাস সম্পর্কে জানতে পেরে ফিওনার মনে এক অদ্ভুত বাসনা জাগে।তার ভাবনায় গুনগুন করে

উঠে,যদি একদিন সে নিজে সেই গ্রহে যেতে পারতো?

সেখানে কী অসাধারণ দৃশ্য তার চোখে পড়বে! ভেনাসের রহস্যময় আকর্ষণ তাকে যেন পেয়ে বসে।

প্রফেসর লু যখন ভেনাসের গঠন ও বৈশিষ্ট্য নিয়ে ব্যাখ্যা করেন,ফিওনার দৃষ্টি মগ্ন হয়ে যায় বইয়ের পাতায়। বইয়ের পাতায় আঁকা মহাজগতের

বিশাল চিত্রে ভেনাসের ছবি তার চোখে পড়ে।

সোনালী আভায় ঢাকা ভেনাস,তার অস্বাভাবিক বায়ুমণ্ডল,আর তার অনন্য সৌন্দর্য ফিওনার মনের গভীরে এক অসাধারণ আকর্ষণ তৈরি করে।

তার কল্পনায় ভেসে ওঠে,সেই দৃশ্য যদি তার নিজের চোখে দেখতে পারতো,কেমন হত? আকাশে

ভাসমান মেঘের বাগান,বিস্তীর্ণ সমুদ্রের মতো লালচে পৃষ্ঠ,আর সেই অদ্ভুত প্রাকৃতিক সৌন্দর্য—সবকিছুই তাকে এক মায়াবী অভিজ্ঞতার প্রতিশ্রুতি দিচ্ছে।ক্লাস শেষে,বিশ্ববিদ্যালয়ের ছুটি ঘোষণা হওয়ার পর ফিওনা বাড়ির পথে রওনা হয়।

সে তাড়াহুড়ো করে বাসায় ফিরে আসে,মাথায় ভেনাসের রহস্যময় দৃশ্যগুলো এখনও ঘুরপাক খাচ্ছে।

বাড়ির অভ্যন্তরে প্রবেশ করতেই তার চোখে পড়ে, মিস্টার চেন শিং খাবার টেবিলে বসে মধ্যাহ্নভোজে ব্যাস্ত।

ফিওনার দিকে দৃষ্টিপাত হতেই,স্বভাবত স্নেহপুর্ণ হাসি দিলেন।

মিস ঝাং খাবার পরিবেশন করেছিলেন।

মিস্টার চেন শিং,ৎফিওনার দিকে অমায়িক দৃষ্টি নিবদ্ধ করে বলেন,

“আহ, ফিওনা!” মিস্টার চেন শিংএর মুখে হাসির স্নিগ্ধতা ফুটে ওঠে।

“তোমার আজকে ভার্সিটির ক্লাস কেমন ছিল? তাড়াতাড়ি ফ্রেশ হয়ে নিচে এসে খাবার খেয়ে নাও।

সে হাসিমুখে উত্তর দেয়,,

“হ্যাঁ,গ্রান্ডপা। ক্লাস খুবই তথ্যবহুল ছিল।

আমি কিছুক্ষণের মধ্যেই ফ্রেশ হয়ে আসছি।”

তথাপি,সিঁড়ি বেয়ে ওপরে উঠে নিজের রুমে এসে,

ফ্রেশ হয়ে নেয় সে,পোশাক পাল্টে নেয়,এখন সে একটা ম্যান্ডারিন ড্রেস পড়ে নেয়,(চীনের একটি ড্রেস যা,সিল্কের যা হাটুর

ওপরে,নেকলাইন উঁচু,হাতা ছোট,সেলাইড বোতাম লাগানো)

ফিওনা দ্রুত তৈরি হয়ে খাবার টেবিলের দিকে চলে আসে।সে তার গ্রান্ডপার পাশের চেয়ার টেনে বসে পড়ে,আর মিস ঝাং তার জন্য খাবারের প্লেট সাজাতে শুরু করেন।

“আজকের খাবারে কি বিশেষ কিছু আছে?” ফিওনা মৃদু হাসি দিয়ে জানতে চায়।

“এখানে সবকিছুই তোমার পছন্দেরখাবার” মিস ঝাং উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে বলেন।

মিস ঝাং একে একে সবগুলো খাবার তুলে দিচ্ছেন ফিওনার প্লেটে। ফিওনার সামনে এই মুহূর্তে যেসব খাবার রাখা আছে।

-ডাম্পলিংস (মাংস বা সবজি দিয়ে ভর্তি পেস্ট্রি যা সিদ্ধ, ভাজা বা বাষ্পে রান্না করা হয়।

-ফ্রাইড রাইস — মাংস,শাক-সবজি, এবং ডিম দিয়ে তৈরি সুস্বাদু ভাজা চাল।

-চাও মিয়ান — ভাজা নুডলস, যা মাংস, শাক-সবজি, এবং সস দিয়ে রান্না করা হয়।

-স্টিমড ফিশ— হালকা সিজনিং দিয়ে স্টিম করা মাছ, যা সাধারণত তাজা এবং স্বাস্থ্যকর।

ব্রেড-ক্রাম্বেল চিকেন (Breaded Chicken) — সোনালী রঙের ভাজা মুরগির টুকরো।

খাবারগুলোর দিকে ফিওনা লোভনীয় দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে,মনের মধ্যে উত্তেজনা বিরাজমান।পেটের মধ্যে ইতিমধ্যে ড্রামবাজা শুয়ে হয়ে গেছে। সে একে একে সবগুলো খাবার টেস্ট করতে ব্যাস্ত, যদিও কাল রাতের ল্যাবের ঘটনা তার মাথা

থেকে বেরিয়ে গেছে তাই আর মিস্টার চেন শিংকে ফিওনা আর কোনো প্রকার প্রশ্ন করেনা।

ফিওনা খাবার টেবিলে তার গ্রান্ডপার স্নেহপূর্ণ দৃষ্টি আর মিস ঝাংয়ের যত্নশীল পরিচর্যা তাকে বাড়ির আরাম আর সুখের অনুভূতি প্রদান করছে।

খাবারের সুবাসে পরিবেশটি আরও মনোরম হয়ে ওঠেছে আর তার মন

থেকে ভেনাসের কল্পনা সরে এসে তার পরিবারের সাথে একটি আনন্দময় মুহূর্তে প্রবাহিত হয়। কোনো এক অজানা পাহাড়ে গভীর একটি গুহার অন্ধকারে,একটি প্রযুক্তির ল্যাব অবস্থিত।

গুহার প্রাকৃতিক অন্ধকার আর রুমের উজ্জ্বল আলোর পার্থক্যে এক চমৎকার কনট্রাস্ট তৈরি হয়েছে।

রুমটি আধুনিক প্রযুক্তি দ্বারা সজ্জিত,সোনালী হালকা দ্বারা আলোকিত,যা অদ্ভুতভাবে শান্তিপূর্ণ আর একই সাথে রহস্যময় মনে হয়।

একটি এক্সিকিউটিভ চেয়ারে বসা ব্যক্তিটি,যার মুখমণ্ডল পূর্ণভাবে অন্ধকারে ঢাকা একটি হালকা নীল হলোগ্রাফিক স্ক্রিনে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি নিবদ্ধ করে আছে।

স্ক্রিনে অন্য আরেকটি গবেষণাগারের ভেতরের দৃশ্য প্রতিফলিত হচ্ছে,আর সেখানে এক ব্যক্তির সাথে ভিডিও কল চলছে।

“ড্রাকোনিস,আমি সেই ল্যাবের সন্ধান করতে পেরেছি যেখানে আমাদের অতি আদরের ছোট্ট এথিরিয়ন বন্দি রয়েছে।”

“আগামীকালের মধ্যেই আমি আমার একমাত্র ভাই এথিরিয়নকে সেখান

থেকে মুক্ত করার ব্যবস্থা করবো। ”ইটস আ প্রমিস ফ্রম দা প্রিন্স অফ ভেনাস” আগুন্তক দৃঢ় আর আত্মবিশ্বাসী সুরে বললো।

তার কথাগুলো ল্যাবের অন্ধকারে প্রতিধ্বনিত হতে থাকল,যা মনে হবে তার প্রতিজ্ঞা অটুট নীতি।

অপরপাশে থাকা ব্যক্তিটির কণ্ঠে একটি নিঃসংশয় প্রশান্তি ফুটে উঠল,যদিও তার কণ্ঠস্বরেও গভীর

দায়িত্ববোধের ছাপ ছিল।“ইয়েস, মাই সান,” তিনি ধীরে ধীরে বললেন,

যেন প্রতিটি শব্দের ওজন অনুভব করছেন।

“আমি জানি, তুমি পারবে। তবে শুধু এথিরিয়ন নয়, আরেকটি কাজ ও আছে—সেটা কিন্তু ভুলে যেও না। সেটাকে সম্পূর্ণ করে তবেই তুমি ভেনাসে ফিরবে,তার আগে নয়।”

তার কথাগুলো ছিল নির্দেশের মত ভঙ্গি,যা সামনে থাকা আগুন্তককে মনে করিয়ে দিল তার মিশনের সম্পূর্ণতার গুরুত্ব।

ঘুটঘুটে অন্ধকারের সেই আগুন্তক ধীরে ধীরে ল্যাবের আলো নিভিয়ে দেয়।সামনে তার উদ্দেশ্য পরিষ্কার,কিন্তু হৃদয়ের গভীরে অদ্ভুত সংশয় আর উদ্বেগ কাজ করছে। ড্রাকোনিসের দেওয়া নির্দেশনার

শব্দগুলো এখনও তার কানে বাজছে — “তুমি পারবে, তবে শুধু এথিরিয়নকেই নয়, আরও একটি কাজ সম্পূর্ণ করতে হবে তোমাকে।” এই কথাগুলো বারবার মনে পড়ে আগুন্তকের।সে জানে, এথিরিয়নকে উদ্ধার করার পরেও কিছু একটা বাকি আছে—তার মিশন কি শুধুই তার ভাইকে মুক্ত করার জন্য, নাকি

এর পিছনে আরও একটি রহস্য লুকিয়ে আছে?

আর ফিওনা—তার জীবনে আসন্ন ঝড় কি এথিরিয়নের মুক্তির সাথে জড়িত?নাকি আগুন্তক নিজেই অজান্তে তাকে বিপদের মধ্যে ঠেলে দিচ্ছে?

আগুন্তক কল্পনা করতে পারে না কী ঘটতে চলেছে, তবে একটা কথা স্পষ্ট—এই মিশন তার জীবনের

মোড় ঘুরিয়ে দেবে,হয়তো এমনভাবে যা সে কখনও ভাবেনি।গভীর রাত। চারপাশে স্তব্ধ নিস্তব্ধতা,পৃথিবী নিজেও নিদ্রাহীন। মিস্টার চেন শিং এর বাড়ির চারদিকে সুনসান নিস্তব্ধতা ছড়িয়ে রয়েছে।

এমন সময়,এক রহস্যময় আগন্তুক নিঃশব্দে প্রবেশ করে সেই বাড়িতে।

তার চলাফেরা বাতাসের মতো হালকা,কোনো শব্দ নেই,কোনো ছাপ নেই।

বাগান পেরিয়ে আগন্তুক এগিয়ে যায় মিস্টার চেন শিং-এর গোপন ল্যাবের দিকে।

তার চোখে রয়েছে অদ্ভুত দৃঢ়তা, সে ঠিক জানে,কীভাবে পৌঁছাতে হবে তার লক্ষ্যে।

ল্যাবের শক্তপোক্ত দরজার সামনে এসে দাঁড়ায় সে।তার চোখের সবুজ মণি তীক্ষ্ণভাবে স্ক্যান করে দরজার পাসকোডের ডিসপ্লেকে।আর সাথে সাথে ডিসপ্লেতে ভেসে উঠে "এক্সেস গ্রান্টেড" মাথার ওপর লেড লাইটটা সবুজ আলো প্রদর্শন করে আশ্চর্যজনকভাবে, দরজা ধীরে ধীরে খুলে যায়, মনে হলো সেই

আগন্তুকের উপস্থিতি এখানে আগে থেকেই জানা ছিল।

ল্যাবের ভিতরে ঢোকার সঙ্গে সঙ্গে,কোনো সিকিউরিটি অ্যালার্ম বাজে না,কোনো সতর্ক সংকেত দেয় না—সবকিছুই তার জন্য প্রস্তুত ছিল। রহস্যময় আগন্তুক ধীরে ধীরে ল্যাবের ভেতরে পা রাখে।

তার উপস্থিতি চারপাশের বাতাসকে আরও ভারী করে তোলে অজানা কিছু ঘটতে চলেছে।

সুনসান নিস্তব্ধতার মধ্যে সে এক মুহূর্তের জন্য দাঁড়িয়ে থাকে,চারপাশের প্রতিটি সূক্ষ্ম পরিবর্তনকে অনুভব করতে চেষ্টা করে।

ল্যাবের ভিতরে নিঃশব্দে পা ফেলে, আগন্তুক এগিয়ে যায় সেই বিশাল আকৃতির রুমের দিকে।

সেই মুহূর্তে,তার হাতে থাকা স্মার্ট ঘড়িটি হঠাৎই সক্রিয় হয়ে ওঠে, নীলাভ আলো ঝলমল করে জ্বলে ওঠে স্ক্রিনে।

ঘড়ির স্ক্রিনে একটা সিগন্যাল স্পষ্ট হয়ে ওঠে,আর সঙ্গে সঙ্গে একটি বার্তা ভেসে ওঠে: “Aethirion is

in this room.” (এথিরিয়ন এই রুমেই অবস্থিত)এই তথ্য পাওয়া মাত্রই আগন্তুকের চোখে ধরা পড়ে একটুকরো প্রজ্ঞা।

রুমের ভারী দরজার সামনে থেমে,তার মুখে এক রহস্যময় হাসি ফুটে ওঠে।

সে জানে,সে এখন তার লক্ষ্যের খুব কাছাকাছি—এথিরিয়ন,সেই ড্রাগন, তার একমাত্র ভাই,এখানেই বন্দী।

রহস্যময় আগন্তুক রুমের দরজার দিকে তাকায়,তার হাতের স্মার্ট ঘড়িতে আবারো একবার নজর বুলিয়ে নেয়। সে জানে,এবার তার সামনে অপেক্ষা করছে এক কঠিন চ্যালেঞ্জ,যা তাকে তার লক্ষ্য অর্জন করতে সাহায্য করবে অথবা ধ্বংসের দিকে ঠেলে দেবে।

কিন্তু সে থামে না। সামনে যা-ই থাকুক না কেন, সে প্রস্তুত। সবকিছু

নির্ভর করছে এই মুহূর্তের উপর—এথিরিয়নকে উদ্ধার করা তার একমাত্র লক্ষ্য।আগন্তুক হাত দিয়ে তুড়ি বাজাতেই রুমের ভারী দরজাটি মৃদু গুঞ্জন তুলতে তুলতে খুলে যায়। সে ধীরে ধীরে সেই রুমে প্রবেশ করে,চোখের কোণায় প্রতিটি সূক্ষ্ম পরিবর্তন ধরা পড়ছে। চারপাশে রয়েছে শুধু বিভিন্ন ডিভাইস আর

যন্ত্রপাতি,দেখে বোঝা যাচ্ছে জায়গাটা কোনো পরীক্ষাগারের অংশ।

কিন্তু আশেপাশে আর কিছু নেই—কোনো ড্রাগনের উপস্থিতির আভাসও নেই।

আগন্তুকের ভ্রু কুঁচকে ওঠে। সে সন্দেহাতীতভাবে ঘুরে দাঁড়ায়, আর তখনই তার দৃষ্টি পড়ে একটি গোপন দরজার ওপর। ওই দরজার অবয়বটাই বলে দিচ্ছে,

এটা একটি সিক্রেট রুমের প্রবেশপথ।

আগন্তুক সেই দরজার সামনে গিয়ে দাঁড়ায়। তার হাতের স্মার্ট ঘড়িটি সাথে সাথেই সিগন্যাল দিতে শুরু করে, একটানা অনবরত। আগন্তুকের চোখে এক চিলতে সংকল্প ফুটে ওঠে। সে জানে, এথিরিয়ন ঠিক এই রুমের ভেতরেই বন্দী।এই রুমের ওপারে রয়েছে

তার আসল লক্ষ্য, আর যে কোনো মূল্যে তাকে এই রুমে প্রবেশ করতে হবে।

সে এক মুহূর্তের জন্যও দ্বিধা না করে সেই সিক্রেট রুমের পাসকোডের ডিসপ্লের সামনে এগিয়ে যায়।

তার চোখের মণি তীক্ষ্ণভাবে স্ক্যান করে ডিসপ্লেটিতে।

কিন্তু এইবার কিছু অস্বাভাবিক ঘটে। দরজাটা কোনো সাড়া দেয় না, কোনো গুঞ্জনও ওঠে না। রহস্যময় আগন্তুক কিছুটা চমকিত হয়, যদিও তার মুখে তা প্রকাশ পায় না। তার চোখে এক মুহূর্তের জন্য সন্দেহের ছায়া ভেসে ওঠে।

দরজা স্থির, কোনো প্রতিক্রিয়া নেই। এটা যেন তাকে চ্যালেঞ্জ করছে, তার ধৈর্য্য পরীক্ষা করছে।

আগুন্তক পুনরায় পাসকোড স্কেন করার প্রচেষ্টা চালায় এবারও ব্যার্থ হয়।

ডিসপ্লেতে এখনো ভেসে উঠেছে “অ্যাক্সেস ডিনাইড”এই বার্তা দেখেই আগন্তুকের মুখের রহস্যময় হাসি মিলিয়ে যায়, আর তার চোখে ফুটে ওঠে দমিত ক্রোধের তীব্র ঝলক। মুহূর্তেই তার মন ভরে ওঠে এক ভয়ানক রাগে। সবকিছু ধ্বংস

করে দেওয়ার প্রবল ইচ্ছা তাকে গ্রাস করতে শুরু করেছে। তার শরীরের প্রতিটি রন্ধ্রে আগুন জ্বলে উঠছে, মনে হচ্ছে এখনই এই পুরো ল্যাবরেটরিটা জ্বালিয়ে দিতে পারলে সে শান্তি পেত।

রাগে ফুঁসতে থাকা আগন্তুক এবার আর অপেক্ষা না করে দরজাটায় সর্বশক্তি দিয়ে ধাক্কা দেওয়ার জন্য প্রস্তুতি নেয়। তার মনের ভেতর

একটাই চিন্তা ঘুরপাক খাচ্ছিল—যেভাবেই হোক, তাকে এই রুমে ঢুকতেই হবে।

কিন্তু ঠিক যখন তার হাত দরজার পৃষ্ঠ স্পর্শ করে,এক মুহূর্তের মধ্যে ঘটল অপ্রত্যাশিত কিছু আগন্তুক প্রচণ্ড জোরে ছিটকে পড়ল পেছনে, অদৃশ্য কোনো শক্তি তাকে ঠেলে দিলো। তার পুরো শরীরটা বিদ্যুতের

শকের মতো প্রবল আঘাতে কেঁপে উঠল।

ধাক্কাটা এতটাই শক্তিশালী ছিল যে আগন্তুক মেঝেতে পড়ে গেল, শরীরের প্রতিটি পেশী কুঁকড়ে উঠতে লাগলো যন্ত্রণায়। তার মুখ থেকে একটা দম বন্ধ করা চিৎকার বেরিয়ে এল, আর সে বুঝতে পারল—এই দরজা জোর করে ভাঙা সম্ভব নয়। সাথে সাথেই আগন্তুক উঠে

দাঁড়ায়,শরীরের ব্যথা উপেক্ষা করে দ্রুত নিজের মানসিক দৃঢ়তা ফিরিয়ে আনে। এবার সে বুঝতে পারে, এই রুমে সাধারণ সিকিউরিটির বাইরে অন্য কিছু আছে, এমন কিছু যা এক ড্রাগনকেও দমিয়ে দিতে পারে। এই দরজাটা খোলা এতো সহজ হবে না, এর পেছনে আরও গভীর কোনো রহস্য লুকিয়ে আছে।

আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে সে তার চোখের মনি দিয়ে রুমের ভেতরের দৃশ্য স্ক্যান করতে শুরু করে। এইবার তার লক্ষ্য দরজার ওপাশে কী ধরনের সিকিউরিটি সিস্টেম সক্রিয় আছে, তা খুঁজে বের করা।

স্ক্যানের মাধ্যমে ধীরে ধীরে রুমের ভেতরের জটিল সুরক্ষা ব্যবস্থা তার সামনে স্পষ্ট হয়ে উঠতে শুরু করে।

যখন আগন্তুক তার চোখের মণির সাহায্যে রুমের ভেতরের দৃশ্য স্ক্যান করে, তখন মুহূর্তেই তার ভাবমূর্তি বদলে যায়। স্ক্যানের ফলস্বরূপ, রুমের ভেতরে সে যে দৃশ্য দেখতে পায়, তা তার মনের গভীরে ধাক্কা দেয়।

ভেতরে থাকা এথিরিয়ন স্পষ্টভাবে দৃশ্যমান—যদিও তার মানব রূপে। কিন্তু তার শরীরের অবস্থা অত্যন্ত

করুণ। ক্ষতবিক্ষত, দ*গ্ধ আর বিবর্ণ, এথিরিয়নের মানব রূপ মাটিতে পড়ে আছে। তার দেহের বিভিন্ন অংশে রক্তা*ক্ত চিহ্ন, আর তার মুখে এক ধরনের কষ্টের ছাপ ফুটে উঠেছে।

এই দৃশ্য দেখে আগন্তুকের মুখে হতবাক প্রতিক্রিয়া ছড়িয়ে পড়ে। সে জানে,এথিরিয়নকে এমন অবস্থায় দেখে তার অভিযান আরও জটিল

হয়ে উঠেছে।এখন তাকে কেবল দরজাটি ভাঙতেই হবে না, বরং এথিরিয়নের জীবনও রক্ষা করতে হবে।

এথিরিয়নের অবস্থা দেখে আগন্তুকের মনে গভীর উদ্বেগের জন্ম হয়। যদি এভাবে আরও কিছুদিন ধরে এথিরিয়ন এই অবস্থায় থাকে, তবে সে তার ড্রাগন সত্তাকে চিরদিনের জন্য হারিয়ে ফেলবে।

তাদের জাতির জন্য এই পরিস্থিতি অত্যন্ত বিপজ্জনক। ড্রাগন সত্তার অভাব এথিরিয়নের শক্তি আর ক্ষমতাকে শেষ করে দিতে পারে, এমনকি তার জীবনকেও হুমকির মুখে ফেলতে পারে।

এই মুহূর্তে তার লক্ষ্য শুধু এথিরিয়নকে মুক্ত করা নয়, বরং তাকে দ্রুত তার ড্রাগন সত্তা পুনরুদ্ধারে সাহায্য করা।

পাসকোডের ডিসপ্লে স্ক্যান করার পরেও কোনো তথ্য প্রদর্শিত না হওয়ায় আগন্তুকের মন উদ্বিগ্ন হয়ে ওঠে। তার চিন্তা দ্রুত গতিতে চলতে থাকে, আর সে সিদ্ধান্ত নেয় দরজার চারপাশে আরও গভীরভাবে স্ক্যান করার জন্য।

দরজার চারপাশে স্ক্যান করতে গিয়ে সে দেখতে পায়, রুমের দরজার আশপাশে অদ্ভুত ধরনের ক্যামিকেল

ধারা তৈরি করা হয়েছে। এই ক্যামিকেল বিশেষভাবে তৈরি করা হয়েছে যাতে শুধুমাত্র মানুষই এটি স্পর্শ করতে পারে—আর কোনো প্রাণীর জন্য এটি সম্ভাব্য বিপজ্জনক বা অতিক্রম করা অসম্ভব।

এই সিকিউরিটি সিস্টেম শুধুমাত্র সাধারণ নিরাপত্তার চেয়ে অনেক বেশি জটিল আর শক্তিশালী। এই পরিস্থিতি মোকাবেলা করতে হলে

তাকে কৌশলী হতে হবে।আগন্তুকের মস্তিষ্কে হঠাৎ করে একটি ধারণা স্পষ্ট হয়ে ওঠে। সে বুঝতে পারে যে এই সিক্রেট রুমের দরজাটি আসলে “সেরাফিক ডিটারেন্ট”* নামের কেমিক্যাল দ্বারা সুরক্ষিত। এই রাসায়নিকটি এমনভাবে ডিজাইন করা হয়েছে যা কিছু বিশেষ জীব বা প্রাণীর জন্য বিপজ্জনক।

এই কেমিক্যালটি এক ধরনের ‘রেডিওঅ্যাকটিভ রিডিং’ তৈরি করতে পারে,যা অন্যান্য প্রাণীদের জন্য অত্যন্ত ক্ষতিকারক। এতে করে দরজার আশেপাশে অতিক্রম করা একেবারেই অসম্ভব হয়ে ওঠে।

অতিরিক্তভাবে, দরজার পাসকোড ডিভাইসটি শুধুমাত্র বায়োমেট্রিক পদ্ধতির মাধ্যমে খুলতে সক্ষম,যা একমাত্র মানুষের জীববৈজ্ঞানিক

সনাক্তকরণকে গ্রহণ করে।এই সমন্বয়ে,আগন্তুকের জন্য দরজা খোলার পথ অত্যন্ত জটিল হয়ে উঠেছে।

অত্যন্ত রেগে উত্তেজিত,আগন্তুক চারপাশের ডিভাইসগুলোকে ভাঙচুর করতে শুরু করে। সিসিটিভি ক্যামেরাগুলি ফেটে যায়,স্ক্রীনগুলো চূর্ণবিচূর্ণ হয়ে পড়ে, আর মেটাল টুকরো মেঝে জুড়ে ছড়িয়ে পড়ে।

তারপর,সে দ্রুত কম্পিউটারের সামনে এসে একটি বার্তা টাইপ করতে শুরু করে। তার হাত চলতে থাকে, আর কিছুক্ষণ পরেই একটি বার্তা স্ক্রীনে উঠে আসে।বার্তাটি থ্রেড জাতীয়,অর্থাৎ স্পষ্টভাবে একটি হুমকির চিহ্ন।“মিস্টার চেন শিং” আপনার সিক্রেট রুমের সুরক্ষা ব্যবস্থা ভাঙতে আমি কিছুতেই

পিছপা হব না। আপনার প্রযুক্তির দুর্বলতা আমি খুঁজে পেয়েছি।

এথিরিয়ন মুক্তি পাবে,আর যে কোনো বাধা অতিক্রম করা হবে। আপনার প্রতিরোধ যতই শক্তিশালী হোক, আমি প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।

— "আপনার অনিচ্ছাকৃত আগুন্তক"পরের দিন সকালে সূর্যের প্রথম আলোর রশ্মি ফিওনার ঘরের জানালা দিয়ে প্রবাহিত হতে শুরু

করে। ঘুমের তাড়াতাড়ি প্রভাব কাটিয়ে সে চোখ মেললো।

তাজা বোধ করতে করতে, সে দ্রুত বিছানা থেকে ওঠে আর ওয়াশরুমের দিকে চলে যায়। ব্রেকফাস্টের জন্য স্নিগ্ধভাবে প্রস্তুত হয়ে, ফিওনা সুস্বাদু নাস্তা শেষ করে।নাস্তা শেষ করার পর, সে পছন্দসই পোশাক পরিধান করে সে আজ সকালে চিনো প্যান্ট

আর সাদা শার্ট পড়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের উদ্দেশ্যে বের হয়।

গাড়ির দরজা খুলে, সে ভিতরে প্রবেশ করে। ড্রাইভার একটি মৃদু হাসি দিয়ে তাকে অভ্যর্থনা জানায়। ফিওনা গাড়ির সিটে বসে,গন্তব্যস্থলে পৌঁছানোর জন্য প্রস্তুত।গাড়ি শহরের ব্যস্ত রাস্তায় প্রবাহিত হতে থাকে, আর বিশ্ববিদ্যালয়ের ভবনগুলো দূর থেকে ক্রমশ ঘন হতে থাকে।

গাড়ি বিশ্ববিদ্যালয়ের মূল গেটে এসে থামে,আর ফিওনা গাড়ি থেকে নেমে পা রাখে বিশ্ববিদ্যালয়ের মাটিতে। তার দৃষ্টিতে স্পষ্টভাবে এক নতুন দিনের জন্য প্রস্তুতির চিহ্ন দেখা যায়।মিস্টার চেন শিং ল্যাবে প্রবেশ করতেই আতঙ্কিত হয়ে পড়েন। পুরো ল্যাবের অবস্থা দেখে তিনি হতবাক হয়ে যান—ডিভাইসগুলো ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়েছে,

স্ক্রীনগুলো চূর্ণবিচূর্ণ, আর ক্যাবল ও অন্যান্য যন্ত্রপাতি মেঝেতে ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে।

চেন শিং কিছুক্ষণ স্তম্ভিতভাবে দাঁড়িয়ে থাকে,তার চোখ একে একে ল্যাবের ক্ষতিগ্রস্ত জায়গাগুলোর দিকে ঘোরায়। এরপর,তার দৃষ্টি কম্পিউটারের স্ক্রীনে থাকা বার্তায় গিয়ে পড়ে। বার্তাটি সবার জন্য স্পষ্টভাবে জানিয়ে দেয় যে, তিনি

জানেন—ভেনাসের ড্রাগনের আসন্ন সংকট আর তাদের পৃথিবীতে আসার খবর।

বার্তাটি পড়ে চেন শিংয়ের মুখমণ্ডলে আতঙ্কের ছাপ স্পষ্ট হয়ে ওঠে। তিনি বুঝতে পারেন যে,তাদের গোপনীয়তা আর নিরাপত্তা এখন হুমকির মুখে,আর পৃথিবীতে আগুন্তকরা এসে পৌঁছেছে। এই পরিস্থিতি তার জন্য এক নতুন

সংকট তৈরি করেছে,যা তিনি নিরসনে এখন দ্রুত পদক্ষেপ নিতে হবে।

বার্তাটি স্পষ্টভাবে জানাচ্ছিল যে, আগুন্তক পুনরায় আসতে পারে আর তার উপস্থিতি ল্যাবের নিরাপত্তাকে চরম হুমকিতে ফেলবে।তিনি দ্রুত বুঝতে পারলেন যে, এই বিপদ কেবল ল্যাব পর্যন্ত সীমাবদ্ধ নয়;

ফিওনার জীবনও এতে হুমকির মধ্যে পড়তে পারে।

তার মস্তিষ্ক দ্রুত কাজ করতে শুরু করলো।তিনি সিদ্ধান্ত নিলেন,ফিওনাকে এখনই এই বাড়ি থেকে নিরাপদ স্থানে সরিয়ে নিয়ে যেতে হবে।তিনি জানতেন, তার প্রিয় নাতনি যদি এই ঝুঁকির মধ্যে পড়ে,তবে তিনি নিজকে ক্ষমা করতে পারবেন না।

চেন শিং দ্রুত পরিকল্পনা গ্রহণ করলেন।তিনি ফিওনাকে কোন একটি সুরক্ষিত স্থান যেমন গোপন আশ্রয়ে বা নিরাপদ আবাসিক এলাকায় স্থানান্তরিত করার ব্যবস্থা করবেন। তার মনে ছিল দৃঢ় সংকল্প—ফিওনার জীবন যেন কোনোভাবে বিপন্ন না হয়। তাকে সুরক্ষিত রাখতে,যতদূর সম্ভব এই বিপদ থেকে তাকে দূরে সরিয়ে নিতে

হবে।ফিওনা বাড়িতে প্রবেশ করার সাথে সাথেই তার চোখে পড়ল মিস্টার চেন শিং সোফায় বসে আছেন। তার মুখাবয়বে চিন্তার চিহ্ন স্পষ্ট—চোখে উদ্বেগের ছাপ আর মলিন চেহারা। তিনি গভীর চিন্তায় নিমজ্জিত।

ফিওনা নিজের কাঁধ থেকে ব্যাগটি নামিয়ে সোফায় বসে গেলেন, চেন শিং-এর পাশে গিয়ে।

“গ্রান্ডপা কী হয়েছে? তুমি এত চিন্তিত কেন?” উদ্বিগ্ন কণ্ঠে প্রশ্ন করলো।

চেন শিং তার দৃষ্টির দিকে তাকিয়ে দীর্ঘশ্বাস ফেললেন। এরপর ফিওনার দিকে গভীরভাবে তাকিয়ে বললেন,

“ফিওনা, মাই ডিয়ার! আমাদের এখন দ্রুত একটা সিদ্ধান্ত নিতে হবে। তোমার নিরাপত্তা নিশ্চিত করার জন্য তোমাকে এখনই এই

বাড়ি থেকে নিরাপদ স্থানে সরিয়ে নিতে হবে।”ফিওনার মুখে চিন্তার ছায়া, “কিন্তু কেন? হঠাৎ কি এমন হয়ে গেলো যে আমাকে নিরাপদ স্থানে থাকতে হবে?”

চেন শিংয়ের মুখে দৃঢ়তা, “এখন গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে তোমার নিরাপত্তা। কিছু বিপদ আসন্ন, আর তোমার সুরক্ষা নিশ্চিত করতে হলে তোমাকে এই বাড়ি থেকে সরিয়ে

নিতে হবে, তুমি আমার ওপর ভরসা করোনা? তুমি জানো না তোমার গ্রান্ডপা তোমায় জন্য যে সিদ্ধান্ত নিবে সেটা তোমার একান্ত মঙ্গলের জন্যই।”

ফিওনা অবাক হলেও,তার গ্রান্ডপার কথা শুনে গভীরভাবে চিন্তা করতে লাগলো।

অবশেষে সে নীরব সম্মতি জানিয়ে বললো,

“ঠিক আছে,গ্রান্ডপা। আমি প্রস্তুত। কোথায় যেতে হবে আমাকে?”

মিস্টার চেন শিং গভীর চিন্তায় ডুবে থেকে ফিওনার দিকে তাকিয়ে বললেন, “আমি ঠিক করেছি, আজকের মধ্যে তুমি তোমার পিকিং ইউনিভার্সিটির ডরমিটরিতে (হলরুমে) থাকবে। আমি সব ব্যবস্থার করে ফেলেছি। তুমি তোমার ব্যাগপত্র গুছিয়ে নাও।মিস ঝাং

ফিওনার জন্য পানি নিয়ে আসার সময় কথাগুলি শুনে অবাক হয়ে যান। ফিওনা কান্নারত হয়ে মিস্টার চেন শিংএর সামনে দাঁড়িয়ে বলল, “গ্র্যান্ডপা, আমি তোমাকে আর মিস ঝাংকে ছেড়ে কিভাবে থাকবো?”

চেন শিং তার নাতনির দিকে গভীরভাবে তাকালেন, আর তার চোখে মায়ার জল জমে উঠল। “ফিওনা, আমি জানি এটা তোমার

জন্য খুবই কঠিন, কিন্তু তোমার নিরাপত্তা এখন সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। তুমি যদি এখানে থাকো, তাহলে বিপদ হতে পারে।”

মিস ঝাং পানির বোতল রেখে মনঃপূতভাবে এগিয়ে এসে ফিওনাকে সান্ত্বনা দিয়ে বললেন, “ফিওনা মামনি, তুমি জানো আমরা সবসময় তোমার পাশে আছি।

তোমার নিরাপত্তা আমাদের জন্যও গুরুত্বপূর্ণ।

ফিওনার চোখে জল আরও বেশি গড়িয়ে পড়ল,কিন্তু সে একে অপরের কাছে থাকার প্রতিশ্রুতি নিয়ে মাথা নেড়ে সম্মতি জানালো।

“আমি তোমাদের খুব মিস করব।।”

মিস্টার চেন শিং আর মিস ঝাং তার চোখের জল মোছার জন্য তার দিকে সহানুভূতির চোখে তাকিয়ে

ছিলেন,তাদের ভালবাসা আর উদ্বেগ ফিওনার হৃদয়ে পৌঁছে গেলো। অবশেষে, ফিওনা তার ব্যাগপত্র গুছিয়ে তৈরি হলো। একান্তে ঘরের দিকে ফিরে তাকিয়ে এক দীর্ঘশ্বাস ফেলে নিচে নামল। নেমে এসে দেখল মিস ঝাং সদর দরজার সামনে দাঁড়িয়ে আছেন, চোখেমুখে এক অদ্ভুত শূন্যতা। দরজার বাইরে, মিস্টার চেন শিং গাড়িতে বসে

অপেক্ষা করছেন,তার মুখে উদ্বেগের ছাপ স্পষ্ট।

সে তার লাগেজটা হাত থেকে ছেড়ে মিস ঝাংয়ের দিকে এগিয়ে গেল। জড়িয়ে ধরে সে কান্নায় ভেঙে পড়ল। মিস ঝাংও নিজেকে সামলাতে পারলেন না, চোখের কোণ বেয়ে জল গড়িয়ে পড়ল।

সে কান্নারত কণ্ঠে বলল, “মিস ঝাং,আমি আপনাকে অনেক,অনেক

মিস করবো। কী থেকে কী হয়ে গেল, বুঝতেই পারলাম না। এমন দিন আসবে, কোনোদিনও কল্পনা করিনি।”

মিস ঝাংয়ের কণ্ঠ কাঁপতে কাঁপতে বের হলো, “আমিও তোমাকে খুব মিস করবো, ফিও মামনী। কিন্তু মনে রেখো, তোমার ভালো থাকা আমাদের কাছে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ।”

ফিওনা মিস ঝাংকে আরও শক্ত করে জড়িয়ে ধরল, এই মুহূর্তটাই তাদের জীবনের শেষ সান্ত্বনা।

বাইরে অপেক্ষায় থাকা মিস্টার চেন শিং গাড়ির ভেতর থেকে এই দৃশ্যটি দেখছিলেন। তার চোখেও জল জমে উঠল,কিন্তু তিনি মুখ শক্ত করে জানতেন যে, এটা ফিওনার সুরক্ষার জন্যই দরকার।

ফিওনা শেষবারের মতো মিস ঝাংয়ের মুখের দিকে তাকিয়ে গাড়ির দিকে পা বাড়াল। গাড়ির দরজা বন্ধ হওয়ার শব্দের সঙ্গে সঙ্গে যেন তার জীবন থেকে একটা অধ্যায়ের পরিসমাপ্তি ঘটল।গাড়ি চলছে,আর সে আপনমনে বাইরের জানালা দিয়ে তাকিয়ে আছে। রাস্তার দুই পাশের দ্রুত পাল্টে যাওয়া দৃশ্যগুলোও তার চিন্তাগুলোর প্রতিফলন। অনেক

কিছুই ভাবছে সে—নানান স্মৃতি, ভাবনা, আর এক অজানা ভবিষ্যতের উদ্বেগ সবকিছুই তার মনের মধ্যে ঝড় তুলছে।

মিস্টার চেন শিং একবার আড়চোখে ফিওনার দিকে তাকালেন। তার দৃষ্টিতে উদ্বেগ আর স্নেহের মিশ্রণ। তিনি জানেন, এই মুহূর্তটা ফিওনার জন্য কতটা কঠিন।

তিনি আস্তে করে ফিওনার মাথায় হাত রাখলেন,যেন বলতে চাইলেন, “আমি তোমার পাশে আছি।”

ফিওনা ধীরে ধীরে তার গ্রান্ডপার দিকে তাকিয়ে মৃদু একটা হাসি দিল। কোনো কথা না বলে সে মাথা তুলে মিস্টার চেন শিংয়ের কাঁধে রেখে দিল। এভাবে সে তার গ্রান্ডপার স্নেহে সান্ত্বনা খুঁজে পেল, এই মুহূর্তে পৃথিবীর সমস্ত কষ্টের

মাঝেও একমাত্র এই আশ্রয়ই তার জন্য যথেষ্ট।

গাড়ি চলতে থাকল, আর সে তার গ্রান্ডপার কাঁধে মাথা রেখে নিঃশব্দে বাইরের পৃথিবীর দিকে তাকিয়ে রইল,তার নতুন জীবনের পথে পা বাড়ানোর প্রস্তুতি নিলো।গাড়িটি ধীরে ধীরে থামল পিকিং ইউনিভার্সিটির প্রাঙ্গণে। ফিওনা আর মিস্টার চেন শিং গাড়ি থেকে নামলো।আশেপাশে

একটি গভীর নীরবতা বিরাজমান। দু’জনেই সোজা এগিয়ে গেলেন প্রফেসরের রুমের দিকে। দরজার সামনে এসে ফিওনা একটু পেছনে দাঁড়িয়ে রইল, মিস্টার চেন শিং একাই ভেতরে প্রবেশ করলেন। ফিওনার হৃদয় ধাক্কা খাচ্ছে এক অজানা আশঙ্কায়। বাইরে অপেক্ষা করতে করতে তার মনে নানা চিন্তা ঘুরপাক খাচ্ছে।

কিছুক্ষণ পর, মিস্টার চেন শিং প্রফেসরের সাথে কথা শেষ করে রুম থেকে বেরিয়ে এলেন। তার পিছনে প্রফেসরও বের হয়ে এলেন। প্রফেসর হাসিমুখে ফিওনার দিকে তাকিয়ে বললেন,

“ফিওনা, তুমি তোমার কক্ষে যাও। আজ থেকে তুমি শাওইয়ুয়ান ডরমিটরিতে থাকবে। ৫ নম্বর রুম তোমার জন্য বরাদ্দ করা

হয়েছে।”ফিওনা একটু চমকে উঠল। শাওইয়ুয়ান ডরমিটরি! এটি তো অন্যতম আধুনিক ডরমিটরি। তার জন্যই বরাদ্দ! মনের মধ্যে খানিকটা স্বস্তি আসলেও চেন শিংকে ছেড়ে যাওয়ার কষ্ট তাতে কমেনি। সে মৃদু কণ্ঠে মিস্টার চেন শিং আর প্রফেসরকে বিদায় জানিয়ে ডরমিটরির দিকে পা বাড়ালো।

বিদায়ের মুহূর্তে, মিস্টার চেন শিং প্রফেসরের দিকে তাকিয়ে গম্ভীর কণ্ঠে বললেন,

“প্রফেসর! ফিওনা আমার একমাত্র নাতনী। ও যেন কোনো রকম অসুবিধায় না পড়ে। আপনি দেখবেন,ঠিক আছে?”

প্রফেসর আশ্বস্তভাবে মাথা নেড়ে বললেন,

“নিশ্চয়ই,মিস্টার চেন শিং। আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন। ফিওনার জন্য সর্বোচ্চ ব্যবস্থা থাকবে।”

ফিওনা ততক্ষণে বেশ কিছুটা দূরে চলে গেছে। তার অন্তরে মিশ্র অনুভূতির ঝড় বয়ে যাচ্ছে—একদিকে নতুন পরিবেশের উত্তেজনা, অন্যদিকে মিস্টার চেন শিংকে ছেড়ে যাওয়ার বেদনা। কিন্তু তার সামনে এখন এক নতুন

অধ্যায়, শাওইয়ুয়ান ডরমিটরির ৫ নম্বর রুমের দিকে।শাওইয়ুয়ান ডরমিটরির ৫ নাম্বার রুমটি সাদামাটা কিন্তু আরামদায়ক স্থান। রুমটি হালকা রঙের দেয়াল আর আধুনিক আসবাবপত্রের সাথে সাজানো।এ খানে দুটি একক বিছানা রয়েছে, প্রতিটি বিছানার পাশে একটি ছোট কাঠের টেবিল। একটি বড় জানালা রুমটিতে প্রাকৃতিক

আলো প্রবাহিত করে আর বাইরের সবুজ পরিবেশের দৃশ্য দেখায়। রুমটিতে একটি স্টাডি ডেস্ক, একটি বুকশেলফ আর একটি আলমারি রয়েছে, যা স্টুডেন্টদের জন্য প্রয়োজনীয় সবকিছু রাখতে সুবিধাজনক। নরম পর্দা, একটি ছোট কার্পেট আর কয়েকটি গাছপালা রুমটিতে আরামদায়ক পরিবেশ যোগ করেছে।

মোটকথা,রুমটা ফিওনার থাকার জন্য একটি সুস্থ ও সুন্দর স্থান হবে।

ফিওনা লাগেজ হাতে নিয়ে ধীরে ধীরে শাওইয়ুয়ান ডরমিটরির ৫ নাম্বার রুমে প্রবেশ করলো। ঘরের ভেতরে ঢুকতেই সে লক্ষ্য করল,রুমটি পরিপাটি আর পরিচ্ছন্ন।ফিওনার চোখ চলে গেল পাশের বেডে,যেখানে একটি মেয়ে

বসে তার লাগেজ গোছাচ্ছিল। মেয়েটি ছিল ফিওনার ক্লাসমেট লিয়া। তাকে দেখে ফিওনার মুখে একটি মৃদু হাসি ফুটে উঠল।

“ওহ, তুমি এখানে!, ভালো লাগছে তোমার সঙ্গে আবার দেখা হয়ে।”

লিয়া হাসিমুখে উত্তর দিল, হ্যাঁ, আমি এখানেই থাকি। তুমি কেমন আছো? আসো, আমি তোমার লাগেজ কোথায় রাখতে হবে দেখিয়ে দিই।”

ফিওনা মনে মনে কিছুটা স্বস্তি পেলো। লিয়া তার লাগেজের ব্যবস্থা করতে সাহায্য করল আর দুইজনেই রুমে নতুন পরিবেশে নিজেদের স্থান করে নিলো।গভীর রাত,পুনরায় সেই অজানা পাহাড়ের গুহায় ল্যাবের সামনে বসে আছে সেই আগুন্তক। তার সামনে কম্পিউটারের স্ক্রিনে আরেকটি ল্যাবের প্রতিফলন দেখা যাচ্ছে। ভিডিও কল চলছে।

“ড্রাকোনিস!” আগুন্তক ভঙ্গুর কণ্ঠে বললো,

“আমি ব্যর্থ হয়ে ফিরেছি।আমি পারিনি আমার ভাই এথিরিয়নকে ফিরিয়ে আনতে।ওর অবস্থা খুবই গুরুতর।এভাবে কিছুদিন থাকলে ও তার সর্বস্ব শক্তি আর ক্ষমতা হারিয়ে ফেলবে।”

কম্পিউটারের স্ক্রিনে,ড্রাকোনিসের মুখ চিন্তা আর উদ্বেগে ভরা। “কিন্তু

তুমি ব্যার্থ হলে কিভাবে? তুমি তো ভেনাসের সর্বশক্তিমান ড্রাগন প্রিন্স”

আগুন্তক গভীর হতাশার সঙ্গে বললো, “আমি চেষ্টা করেছি, কিন্তু সিকিউরিটি ব্যবস্থা খুবই শক্তিশালী ছিল। আমি সেরাফিক ডিটারেন্ট নামের একটি রাসায়নিক দেখেছি,যা আমার জন্য তো বটেই,অন্য কোনো ড্রাগনের জন্যও বিপজ্জনক।

আমাদের এখন অন্য কোনো পরিকল্পনা নিতে হবে।”

ড্রাকোনিস মাথা নেড়ে বললো, “তুমি ওখান থেকে ফিরে এসেছো, এখন আমাদের দ্রুত কিছু করার প্রয়োজন। তুমি যা পারো তা করবে,কিন্তু এথিরিয়নের জন্য সময় খুবই কম।”আগুন্তক কলটি কেটে দিলো।

গভীর সুনসান নীরবতা গুহার অন্ধকারে আগুন্তক কম্পিউটারের স্ক্রিনে কিছু টাইপ করছিল।হঠাৎ স্ক্রিনে একে একে কিছু ছবি ভেসে উঠল। প্রথম ছবিটি ছিল মিস্টার চেন শিং-এর, দ্বিতীয় ছবিটি ছিল ওয়াং লির,আর তৃতীয় ছবিতে একটি তরুণীর ছবি দেখা গেল।

তরুণীর ছবিটি দেখে আগুন্তক কিছুটা অবাক হলো। এতক্ষণ সে

ল্যাবে কার কার আগমন ঘটিছিলো এথিরিয়ন বন্দি থাকা অবস্থায় তা বিশ্লেষণ করছিল,আর এই তরুণীর উপস্থিতি তার পরিকল্পনায় নতুন একটি ধাঁধা যোগ করল।

“এই মেয়েটি কে?” আগুন্তক নিজের মনে প্রশ্ন করল, তার চিন্তার লাইনটি এবার নতুন দিক নিতে শুরু করল।

ছবিটি ক্লিক করার সঙ্গে সঙ্গে স্ক্রিনে বিস্তারিত তথ্য ভেসে উঠলো। আগুন্তক মৃদু কণ্ঠে বলল, “এলিসন ফিওনা।”

তথ্যের বিশ্লেষণে আগুন্তক বুঝতে পারলো যে এই তরুণী,ফিওনা,ল্যাবের সিক্রেট প্রকল্পের সাথে কোনোভাবে জড়িত। তার উপস্থিতি এখন আরও গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে, আর তার

সম্পর্কিত তথ্য আরো গভীরভাবে খতিয়ে দেখার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করল।পুরোপুরি ডিটেইল বের করার সাথে সাথে,

আগুন্তক গম্ভীরভাবে চিন্তা করতে করতে বলল, “মিস্টার চেন শিং-এর একমাত্র নাতনি পিকিং ইউনিভার্সিটিতে পড়াশোনা করছে। পেয়েছি আমি আমার শিকার।এবার

তার মাধ্যমেই আমি আমার ভাইকে উদ্ধার করবো।”

আগুন্তক লোকেশন ট্র্যাকিং সিস্টেমে ফিওনার অবস্থান সনাক্ত করার সাথে সাথেই তার মুখে একটি সন্তুষ্টির হাসি ফুটে উঠল।স্ক্রিনে দেখা গেল,ফিওনার অবস্থান পিকিং ইউনিভার্সিটির ডরমিটরিতে।আগুন্তক ঠোঁট প্রসারিত করে হাসল,চোখে

মুখে এক অদ্ভুত উল্লাস প্রকাশ পেল।

“মিস্টার চেন শিং, এবার তোমার আদরের নাতনীই খুলবে ওই সিক্রেট রুমের দরজাটা।যদি আমি আমার পরিকল্পনায় সফল হতে না পারি,তবে আমি ড্রাগন প্রিন্স জ্যাসপার অরিজিন নই।”

তার এই কথাগুলো দেয়ালের উপর ধ্বনিত হয়ে ফিরে আসলো,আকাশ

ও বাতাসও তার সংলাপে সাড়া দিলো।এক ঝাঁকুনি হাওয়ার গর্জনে চারপাশ কেঁপে ওঠে।ফিওনা পড়ার ডেস্কে বসে ছিল।খোলা জানলা দিয়ে প্রবাহিত দমকা হাওয়া তার মুখে লাগল,যা অস্বাভাবিকভাবে তীব্র আর ঠান্ডা ছিল।এই হাওয়ার মধ্যে এমন কিছু ছিল যা তার অজান্তেই তার মনে এক অদ্ভুত অনুভূতি সৃষ্টির আগাম বার্তা দিলো।মনে হলো, এই

অদ্ভুত হাওয়া কিছু বড় পরিবর্তনের অথবা বিপদের সংকেত বহন করছে,যার প্রভাব তার জীবনে শিগগিরই স্পষ্ট হবে।রাতের অন্ধকারে, ফিওনা আর লিয়া ঘুমিয়ে পড়ার পরেও ফিওনা সঙ্গমতেও ছিল না। সে জানালার সামনে এসে দাঁড়িয়ে,গভীর মনোযোগের সাথে আকাশের দিকে তাকিয়ে রইলো। আকাশে বিচ্ছিন্ন বিচ্ছিন্ন তারার

মাঝে ভেনাস খুঁজে পাওয়া এক কঠিন কাজ হয়ে দাঁড়িয়েছিল। তার মনে হঠাৎই একটা অস্বস্তির অনুভূতি ছাড়া,নিজের অজান্তেই সে নিজের ভিতরের অস্থিরতা অনুভব করছিল। জ্যাসপার তার স্মার্ট ঘড়িটি নিয়ে একটা নতুন কৌশল গ্রহণ করল। সে বিশেষ একটি অ্যাপ্লিকেশন ব্যবহার করে ফিওনার ছবির সাথে ঘড়ির সংযোগ স্থাপন করল।এই

প্রযুক্তি ব্যবহার করে, ঘড়িটি ফিওনার সামনের দিকে গেলে একটি সিগন্যাল দিবে।

অ্যাপ্লিকেশনটি ঘড়ির ব্লুটুথ ফিচারের মাধ্যমে ফিওনার ছবি বিশ্লেষণ করে,আর যখনই ফিওনা তার দৃষ্টির আওতায় আসবে,ঘড়িটি একটি বিশেষ সংকেত পাঠাবে যা জ্যাসপারকে তার উপস্থিতি সম্পর্কে সতর্ক করবে।এটি একটি

অত্যাধুনিক প্রযুক্তি যা তাকে বাস্তব সময়ের তথ্য সরবরাহ করবে,ফিওনার অবস্থান নির্ধারণ করতে সাহায্য করবে।

এই প্রযুক্তির মাধ্যমে,জ্যাসপার নিশ্চিত হতে পারবে যে তার লক্ষ্য ফিওনা কোথায় রয়েছে,আর সে তার পরিকল্পনা অনুযায়ী পদক্ষেপ নিতে পারবে।ফিওনা ডেস্কের সামনে চেয়ারে বসে গভীর মনোযোগ দিয়ে

পড়াশোনা করছিল।বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষা খুব কাছে,আর তার জন্য প্রস্তুতি নিতে কোনো ফাঁক রাখছে না।খোলা জানালা দিয়ে মৃদু বাতাস আসছে,আকাশে সন্ধ্যার আলো নিভু নিভু করে জ্বলে উঠেছে।ভেনাস তারার উজ্জ্বলতা সেই পরিচিত শান্তি নিয়ে হাজির হয়েছে।

হঠাৎ,তার চোখে ধরা পড়ল আকাশে এক অভূতপূর্ব দৃশ্য।আজ কিছু

অস্বাভাবিক ঘটছে।একসাথে পাঁচটি আলোক রশ্মি ভেনাস থেকে তীরের মতো ছুটে আসছে পৃথিবীর দিকে—সোনালী,আকাশী,রুপালী,ধুসর,আর কালো রঙের।

আলোক রশ্মিগুলো এত দ্রুতগতিতে এগিয়ে আসছিল যে তার চোখ অবাক বিস্ময়ে স্থির হয়ে গেল। মুহূর্তের মধ্যে আলোক রশ্মিগুলো কোথায় যেন গায়েব হয়ে গেল।সে

তখনো আকাশের পানে হতভম্ব হয়ে তাকিয়ে ছিল।ওর চোখে লাল,সোনালী,কালো,আকাশী আর ধূসর রঙের আলোক রশ্মির সেই অদ্ভুত দৃশ্য এখনও স্পষ্ট।এর আগে এমন কিছু ও কখনো দেখেনি। যদিও চীনের পৌরাণিক কাহিনিতে ও এমন অস্বাভাবিক দৃশ্যের কথা পড়েছিল,আজ ওর সামনে সত্যি সত্যি তা ঘটলো।

হঠাৎ করেই লিয়া বাইরে থেকে ফিরে এসে রুমে প্রবেশ করলো। লিয়ার চোখ পড়ে ফিওনাকে জানালা দিয়ে তাকিয়ে থাকতে।তার অদ্ভুত মনোভাব দেখে লিয়া সোজা ফিওনার কাছে এসে ডাক দেয়,

“ফিওনা, তুমি ঠিক আছো তো? এমন অন্যমনস্ক হয়ে জানালা দিয়ে কি দেখছিলে?”

ফিওনা তেমন কিছু বলার আগেই লিয়া তার পাশে দাঁড়িয়ে,কৌতূহলী দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে।ফিওনা এই মুহূর্তে কি বলবে তা ভেবে পায়না,আর বললেও লিয়া বিশ্বাস করবেনা, কেননা ফিওনা চাইলে এখন তা প্রমানিত করতে পারবেনা তাই কথা ঘুরিয়ে নেয়। আর স্বাভাবিক স্বরে বলে,

“তেমন কিছুনা লিয়া,আমার গ্রান্ডপার কথা খুব মনে পড়ছিলো তাই বাইরের দিকে তাকিয়ে ছিলাম।

লিয়া ফিওনার দিকে মিষ্টি করে হেসে বলল,

“শোন,আজকে রাতে আমার একটা বেস্ট ফ্রেন্ডের জন্মদিন উদযাপন হবে।আমাকে ইনভাইট করেছে, আমি ভাবছিলাম তোমাকে আমার সাথে নিয়ে যাবো। মজা হবে,আর

মনে হয়,তোমার মনটাও ভালো হয়ে যাবে।”

ফিওনা একটু চিন্তিত মুখে বলল, “না, আমি যাবো না। তুমি যাও,তোমার বন্ধু তোমাকে ইনভাইট করেছে। আমি যদি যাই,তাতে কেমন দেখাবে?”লিয়া দ্বিধাগ্রস্তভাবে বলল, “আরেহ, ও তো আমার বেস্ট ফ্রেন্ড।তাছাড়া,এত রাতে আমি একা একা যাবো, আবার একা একা

বাসায় ফিরবো।প্লিজ,ফিওনা! না করো না, আসো,আমার সাথে চলো।”

ফিওনা কিছুক্ষণ ভাবল, তারপর মৃদু হাসি দিয়ে বলল, “আচ্ছা, ঠক আছে। আমি তোমার সাথে যাবো।”

দুজন মিলে দ্রুত প্রস্তুতি নিতে শুরু করল।।।

ফিওনা আজকে ব্ল্যাক মিনি ড্রেস পরেছে।তার ঠোঁটে ব্রাউন

লিপস্টিকের একটি গাঢ় শেড,চোখে ক্যাট আই মেকআপ,আর কানের দুল হিসেবে সিম্পল ব্ল্যাক ইয়ারিংস। তার হাতে একটি সিম্পল ব্রেসলেট আর গ্ল্যামারাস কার্লস হেয়ারস্টাইল সম্পন্ন

ফিওনার পায়ে স্টিলেটো হিল,আর হাতে একটি লিটল ক্লাচ ব্যাগ।

লিয়া ফিওনার সাজপোশাক দেখে মুগ্ধ হয়ে বলল,“ওহ,ফিওনা,তোমাকে

আজকে সত্যিই অসাধারণ লাগছে! তোমার এই ব্ল্যাক মিনি ড্রেস আর গাঢ় ব্রাউন লিপস্টিক একসাথে খুবই গ্ল্যামারাস লাগছে। একদম পারফেক্ট!”লুক।

ফিওনাও লিয়ার সাজপোশাক দেখে প্রশংসা করতে শুরু করলো।

“তোমাকেও আজকে একেবারে দারুণ লাগছে!” ফিওনা মুগ্ধ কণ্ঠে বললো, “তোমার এলিগেন্ট বডিকন

ড্রেস আপটায় তোমাকে বেশ মানিয়েছে ”

লিয়া হাসিমুখে উত্তর দিল, “ধন্যবাদ, ফিওনা!এবার চলো বের হওয়া যাক বাইরে গাড়ি অপেক্ষা করছে।”

ফিওনা আর লিয়া একসাথে গাড়িতে উঠে পড়লো। গাড়ি ধীরে ধীরে চলতে শুরু করলো,রাতের শহরের আলো আর সঙ্গীতের সুরের মাঝে মিশে গেলো।

ফিওনা জানালার পাশে বসে বাইরে তাকাচ্ছিলো, শহরের উজ্জ্বল আলোকরশ্মি আর নৈশজীবনের ঝলক তাকে আকর্ষণ করছিলো। লিয়া পাশেই বসে,মৃদু হাসিতে তার মুখ উজ্জ্বল ছিলো।দুজনেই আজকের রাতের জন্য প্রস্তুত ছিলো,অনুভব করছিলো নতুন এক উত্তেজনা। গাড়ির ভিতরে আলো আর মিউজিকের মৃদু ঝলক ফিওনা আর

লিয়ার উত্তেজনাকে আরো বাড়িয়ে তুলছিলো।ল্যাবের ভিতরে মিস্টার চেন শিং আর ওয়াং লি বসে গভীর চিন্তায় মগ্ন।তাঁদের আলোচনার বিষয় ছিল গতকাল রাতের ঘটনার পরিণতি।

“ওই ড্রাগনকে উদ্ধার করার জন্য তার সঙ্গী এসে পড়েছে,” মিস্টার চেন শিং বললেন,তাঁর মুখাবয়ব চিন্তিত। “আমার ল্যাব ভাঙচুর

করেছে, সিক্রেট রুমের দরজা খুলতে না পেরে।তবে তুমি জানো,সে সহজে হার মানবে না। নিশ্চিতভাবে আবার চেষ্টা করবে। একবার লোকেশন পেয়ে গেছে,আর এখন আমরা কীভাবে প্রতিরোধ করবো?”

ওয়াং লি ধীরে ধীরে মাথা ঝাঁকালেন,তাঁর চিন্তামগ্ন মুখে একটা সংকল্পের ছায়া। “আপনার মতে,যদি

সে সত্যিই চেষ্টা করে,তাহলে আমাদের অবশ্যই আরও শক্তিশালী ব্যবস্থা নিতে হবে।হয়তো আমাদের দরজার নিরাপত্তা বাড়াতে হবে বা অন্য কোনো ব্যবস্থা নিতে হবে।কিন্তু আমাদের আগে নিশ্চিত করতে হবে যে সে কীভাবে আবার দরজায় পৌঁছবে"।

মিস্টার চেন শিং গভীর নীরবতা কাটিয়ে বলেন,

“তাহলে আমাদের প্রস্তুতি নিতে হবে।যেকোনো মূল্যে দরজার নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে হবে।আর আমাদের তদন্ত অব্যাহত রাখতে হবে,যাতে সে কোনোভাবে আমাদের প্ল্যান ধরতে না পারে।”

দুইজনেই এই সংকল্প নিয়ে তাদের আলোচনা শেষ করলেন, তাদের চোখে প্রতিশ্রুতি আর দৃঢ়তা ফুটে উঠছিল।গুহার অন্ধকার কোণায়

পাঁচজন আগুন্তক একে একে প্রবেশ করে,তাঁদের মুখে গভীর শ্রদ্ধা ও শ্রদ্ধাবোধের প্রতিফলন স্পষ্ট।তাঁরা সবাই প্রিন্স জ্যাসপারকে অভিবাদন জানিয়ে সম্মান প্রদর্শন করে।

“প্রিন্স অরিজিন আমরা উপস্থিত,” একজন আগুন্তক বললেন, মাথা নোয়ালো। “আমাদের নির্দেশ দিন,আমরা কীভাবে আপনার নির্দেশ পালন করব?”

জ্যাসপার,যাঁর মুখে ছিল গম্ভীর ও দৃঢ় ভঙ্গি,তাদের দিকে গভীর দৃষ্টিতে তাকালো।

“বর্তমানে তোমাদের কাজ হলো আমার দেওয়া লোকেশনে কড়া নজরদারি রাখা।এই সময়ের মধ্যে,চেষ্টা করো ক্যামিকেল প্রতিরোধের জন্য কৌশল বের করতে।কিন্তু মনে রাখবে আমার

মিশন আরও গুরুত্বপূর্ণ।আমি এখন আমার মূল লক্ষ্য পালনে যাচ্ছি।”

আগুন্তকরা মাথা নুয়ে সম্মতি জানিয়ে চলে গেলো, জ্যাসপার তাঁদের নির্দেশনা অনুযায়ী প্রস্তুতি নিতে শুরু করলো, জ্যাসপার তাঁদের প্রতি আস্থাশীল ছিলো,কিন্তু নিজস্ব মিশনে প্রবেশ করার জন্য তাঁর মনোযোগ সম্পূর্ণভাবে নিবদ্ধ ছিল।

জ্যাসপার তাঁর গুহার অভ্যন্তরে এক কোণে দাঁড়িয়ে, এক ক্ষণও অপেক্ষা না করে দ্রুততার সাথে তাঁর স্মার্ট ঘড়ির স্ক্রীনে ফিওনার সর্বশেষ লোকেশন ট্র্যাক করলো

।স্ক্রীনে ফিওনার অবস্থান স্পষ্ট হয়ে উঠলো।জ্যাসপার নিঃশব্দে গুহার মধ্যে থেকে বেরিয়ে গেলো।ওর প্রতিটি পদক্ষেপ ছিল দ্রুত আর নির্ভুল।ও জানতো,আর এক মুহূর্তও

সময় নষ্ট করা সম্ভব নয়;ফিওনার দিকে ওর যাত্রা শুরু হয়ে গিয়েছে। গাড়ি এসে থামল তার গন্তব্য,ফিওনা আর লিয়া গাড়ি থেকে নামতেই ফিওনার চোখে পড়ল উজ্জ্বল সাইনবোর্ড,যার ওপর স্পষ্টভাবে লেখা ছিল

“এমওয়ানটি বেইজিং”। সে অবাক দৃষ্টিতে সাইনবোর্ডের দিকে তাকিয়ে ছিল।

“এখানে বার্থডে পার্টি হবে?” ফিওনা লিয়ার দিকে তাকিয়ে জানতে চাইল। লিয়া হাসি মুখে উত্তর দিলো, “হ্যাঁ, আসো, আমি তোমাকে ভেতরে নিয়ে যাই।”

ফিওনা লিয়ার হাত ধরে দরজার দিকে এগিয়ে গেলো। ভিতরে প্রবেশ করতেই তার চোখে পড়ল এক দৃশ্য—এটি একটি আধুনিক নাইট ক্লাব,যেখানে চারপাশ জুড়ে উজ্জ্বল

আলো, বর্ণিল নাচের ডিস্কো বল,আর সুরম্য সঙ্গীতের ঝঙ্কার।ফিওনার জন্য,এই পরিবেশ ছিল নতুন আর অদ্ভুত।ঘরের অভ্যন্তরের চমকপ্রদ সাজসজ্জা আর সঙ্গীতের উন্মাদনা তাকে অভ্যস্ত দুনিয়া থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন এক জগতে নিয়ে গেলো। ধুমপান থেকে শুরু করে নানা ধরণের আলো, গানের তালে তালে সবাই মগ্ন। সে এক মুহূর্তের জন্য

হোঁচট খেল,এমন অভিজ্ঞতা তার আগে কখনো হয়নি।

একটি টেবিলের চারপাশে বেশ কিছু ছেলে মেয়ে জমায়েত হয়ে বসেছিল। লিয়া তাদের দিকে এগিয়ে গিয়ে সবার সাথে পরিচিত হতে শুরু করলো। একটি মেয়ে,যার হাতে ককটেল ছিলো,উঠে এসে লিয়াকে জড়িয়ে ধরলো।“ওহ,লিয়া! তুই এসেছিস!” মেয়েটি আনন্দের সাথে

বলল।তোকে কি সুন্দর লাগছে, তোর জন্যই অপেক্ষা করছিলাম।”

লিয়া উজ্জ্বল মুখে মেয়েটিকে জন্মদিনের শুভেচ্ছা জানিয়ে বলল, “মিং ঝু,শুভ জন্মদিন! তুইতো তো আমাদের পার্টির প্রধান অতিথি!”

মিং ঝু মিষ্টি হাসি দিয়ে লিয়াকে ধন্যবাদ জানালো। ফিওনার দিকে তাকিয়ে বলল, “ও কে রে?”

“ওর নাম ফিওনা, আমার নতুন রুমমেট,” লিয়া উত্তর দিলো।

“ফিওনা, এ হলো মিং ঝু,আজকের বার্থ ডে গার্ল।আর এখানে সবাই আমাদের বন্ধু।”

ফিওনা মিং ঝুকে সম্মান জানিয়ে বলল, “শুভ জন্মদিন, মিং ঝু! খুব ভালো লাগছে তোমার সাথে পরিচিত হয়ে।”

মিং ঝু হাসি দিয়ে ফিওনার হাতে হাত রেখে বলল, “তোমার সাথে পরিচিত হয়ে ভালো লাগছে।আসো, আমাদের সাথে বসো।”

ফিওনা লিয়ার সাথে টেবিলের দিকে এগিয়ে গেলো। তাপমাত্রা কিছুটা কম হলেও, ক্লাবের আনন্দমুখর পরিবেশে সে দ্রুত মানিয়ে নিয়েছিল।

এমন পরিবেশে সে প্রথমবার এসেছে,তাই কিছুটা আশ্চর্য ছিল। কিন্তু লিয়ার সাথে সাথে,পার্টির আনন্দের সঙ্গে মিশে যেতে শুরু করলো।অবশেষে কেক কাটা সম্পুর্ন করলো,কেক কাটা শেষ হতেই পরিবেশ আরো প্রাণবন্ত হয়ে উঠল। সবার মুখে কেকের স্বাদ আর আনন্দের হাসি মিশে গিয়েছিল। তারপরে,একে একে ওয়েটাররা

এলকোহল দিয়ে ভরা গ্লাস নিয়ে টেবিলের দিকে এগিয়ে আসতে শুরু করলো। ফিওনা প্রথমবারের মতো এমন দৃশ্য দেখছিল,সবাই মদপানে মগ্ন হয়ে উঠলো।

“ফিওনা, তুমি কিছু খাবে?” লিয়া উৎসাহিতভাবে বলল।

“না, ধন্যবাদ,” ফিওনা নম্রভাবে উত্তর দিলো। “আমি ককটেল পছন্দ করি না,যদি সম্ভব হয় তবে মকটেল

খেতে পারি ?”লিয়া আগেই ফিওনার বিষয়ে সবাইকে অবহিত করে রেখেছিল তাই ওয়েটাররা ফিওনার জন্য বিশেষভাবে মকটেল প্রস্তুত করতে শুরু করলো।অন্যরা যখন মদের গ্লাস তুলে আনন্দে মশগুল ছিল,ফিওনা লিয়ার পাশে বসে নিজের মকটেল হাতে নিয়ে উপভোগ করতে শুরু করলো।

ফিওনার চোখ মদপানের পরিণতি লক্ষ্য করে গাঢ় উদ্বেগে ভরে উঠল। লিয়ার সঙ্গীরা আনন্দে মাতাল হয়ে উঠলেও,ফিওনার চোখে পড়েছিল এক ধরনের অস্বস্তি আর পরিমাণের সীমা ছাড়া পানীয়ের প্রতি আসক্তি। “লিয়া, তোমার কি মনে হয় সব ঠিক আছে?” ফিওনা শান্ত স্বরে জানতে চাইল।

লিয়া হাসি মুখে উত্তরে বলল, হ্যাঁ, সবাই মজা করছে। তুমি চিন্তা করো না।”

ফিওনা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল। ক্লাবের উজ্জ্বল আলো আর আনন্দমুখর পরিবেশের মধ্যে,ও লিয়ার কাছে আশ্রয় পেলো।ওর চোখের তীক্ষ্ণ দৃষ্টি তবুও ক্লাবের পরিবেশকে বিশ্লেষণ করতে থাকল।

এমন পরিস্থিতিতে,সে নতুন অভিজ্ঞতার মুখোমুখি হলেও,লিয়ার বন্ধুদের আনন্দের অংশ হয়ে উঠতে সে চেষ্টা করছিলো।ফিওনা হাতে পিঙ্ক রঙের একটি মকটেল ধরে ধীরে ধীরে চুমুক দিচ্ছিল,এতে ছিল পীচ আর পাইন অ্যাপলের সুমধুর মিশ্রণ।প্রতিটি ঢোকের সাথে সাথে মিষ্টি স্বাদ তার মনকে একটু হলেও প্রশান্তি দিচ্ছিল।

ক্লাবের আলোছায়ায় চারপাশের পরিবেশ গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করে সে;তর্কাতর্কি, হাস্যরস,মিউজিক, আর সুরেলা হইহুল্লোড় ওকে আবিষ্ট করে রেখেছে।

হঠাৎ,বার কাউন্টারের দিকে ওর চোখ পড়তেই,

ফিওনা দেখলো এক রহস্যময় ব্যক্তিকে দাঁড়িয়ে থাকতে।ব্যক্তিটির হাতে ছিল একটি গাঢ় লাল পানীয়,

তার উপর দিয়ে কালো রঙের হুডি পরা,মাথায় হুডি দিয়ে মুখ ঢেকে রেখেছে।চোখে সানগ্লাস আর মুখে মাস্ক দিয়ে মুখ আচ্ছাদিত ছিল। তার অদ্ভুত পোশাক আর গোপনীয়তা দেখে ফিওনার মনে সেদিনের স্মৃতি ঝলসে উঠলো,যখন সে বেলকনি থেকে নিচে একটি অজ্ঞাত ব্যক্তিকে দেখেছিল।তার অস্বস্তি বেড়ে গেল। কীভাবে ওই লোক এখানে এসেছে?

ৎকেন তার মুখের সমস্ত পরিচয় আড়াল করা? অদ্ভুতভাবে,ৎক্লাবে এসে সানগ্লাস পরা একটি ব্যক্তিকে দেখে ওর কৌতূহল আরও বেড়ে গেল।

সে অনুভব করলো যে সেই রহস্যময় ব্যক্তি ওকে লক্ষ্য করছে। তাঁর চোখের তীক্ষ্ণ নজর আর মুখাবয়বের অস্বাভাবিক গোপনীয়তা ফিওনার ভেতর গভীর এক অস্বস্তি

তৈরি করলো।হৃদস্পন্দন দ্রুত হতে শুরু করলো,আর শরীরের প্রতিটি আণুবীক্ষণিক কোষে এক অদ্ভুত শীতলতা অনুভব হতে লাগলো।

ভয়ের কারণে সে দ্রুত লিয়াকে খুঁজতে লাগলো।

কিন্তু লিয়া আর তার বন্ধুরা ইতিমধ্যে মাতাল হয়ে পড়েছে। তাদের মধ্যে কেউই নিজেকে সংবেদনশীলভাবে

অভ্যস্ত না রেখে মনের কোনো অবস্থায় নেই।

ফিওনা একদিকে তাদের অবস্থা দেখে উদ্বিগ্ন হতে লাগলো,অন্যদিকে,ও চেয়েছিল যেন তারা দ্রুত ঘরে ফিরে যায়।

ফিওনা দ্রুত লিয়ার কাছে গিয়ে বললো, “লিয়া,চলো আমরা এখনই বাসায় চলে যাই।আমি তাড়াতাড়ি চলে যেতে চাই।”লিয়া মাতাল

অবস্থায় হাসতে হাসতে বললো,“আরে, একটু সময় তো দাও।পার্টি তো শুরু হয়েছে সবেমাত্র!”

ফিওনার মুখে উদ্বেগ স্পষ্ট হয়ে উঠলো।ও জানালো,

“আমার সত্যিই আর ভাল লাগছে না।আমার যাওয়ার বাসায় দরকার।”

লিয়ার সঙ্গীরা নেচে আর গেয়েই যাচ্ছিল।ফিওনা ততক্ষণে ওর

মোবাইল বের করে দ্রুতভাবে ক্যাবের ব্যবস্থা করার চেষ্টা করছিল। ওর মনোযোগ এখন সেই রহস্যময় লোকের দিকে,যে প্রতি মুহূর্তে ওর কাছে ঘনিষ্ঠ হয়ে আসছিলো কোনো অদৃশ্য থাবা তাদের ভেতর প্রবেশের জন্য প্রস্তুত।

ফিওনা ক্লাবে ভেতরে নিজকে একদম অস্বস্তিতে অনুভব করতে লাগলো।ওর চোখের কোনে সেই

রহস্যময় ব্যাক্তি এখনো দাঁড়িয়ে অদ্ভুতভাবে তাকিয়ে আছে।

হঠাৎ,একজন ছেলে এসে ওর হাত ধরে, “চল, আমাদের সাথে নাচো!” বলে প্রস্তাব দিলো।ফিওনা নিজের অস্বস্তি প্রকাশ করে বললো, “না, ধন্যবাদ। আমি নাচতে চাই না।” ছেলেটি আপত্তি না মেনে বারবার জোর করতে থাকলো,“আরে, এসো না, একটু মজা হবে!” তার বারবার

অনুরোধে ফিওনার বিরক্তি বাড়তে থাকে।

“আমি বলেছি না, আমি নাচব না!”

সতর্ক ও উত্তেজিত পরিস্থিতির মধ্যে হঠাৎ ঘটে গেলো একটি অপ্রত্যাশিত ঘটনা।

তৎক্ষণাৎ এক অজ্ঞাত ব্যক্তি ছেলেটির মাথায় একটি কাঁচের বোতল দিয়ে আ’ঘা’ত করলো। কাঁচের বোতল ভে’ঙে মাথায়

আ’ঘা’ত লাগতেই, ছেলেটার মাথা ফে’টে র**ক্ত বের হতে শুরু করলো, ছেলেটি মাথায় হাত দিয়ে ফ্লোরে লুটিয়ে পড়লো। ঘটনাটি এতোটাই তীব্র ছিলো যে সবার মনোযোগ সেদিকে চলে গেলো।

ফিওনা চমকে উঠে। ক্লাবের পরিবেশে একটা অস্থিরতা সৃষ্টি হয় —আলো ও

আর সঙ্গীত বন্ধ হয়ে যায়।

মাতালদের মধ্যে কেউই প্রতিক্রিয়া জানায় না; তারা নিজেদের মতো করে নাচে আর মেতে থাকে। তবে ফিওনার চোখের সামনে দাঁড়িয়ে রহস্যময় ব্যক্তি,যে ওই ঘটনাটি ঘটিয়েছে,তার দিকে তীব্রভাবে তাকিয়ে থাকে।ফিওনার বুকের মধ্যে এক ধরনের শীতলতা অনুভব হয়। ম্যানেজার দ্রুত ছুটে আসে,তার মুখে আতঙ্কের ছাপ স্পষ্ট।রহস্যময়

ব্যক্তির চোখে হালকা সানগ্লাস ছিল,যা সে নরম করে নিচে নামিয়ে ফেললো।ম্যানেজার তার মুখের অভিব্যক্তি দেখে আরও বেশি ভীত হয়ে পড়লো।

রহস্যময় ব্যক্তি এক নিঃশ্বাসে ফিওনার হাত ধরে,ওর শরীরের অদৃশ্য শক্তি যেন তাকে নীরবভাবে নিয়ন্ত্রণ করছে।

ফিওনার চোখে ভয়ের ছাপ স্পষ্ট,কিন্তু ওর হাত ধরে নেওয়ার পর,ও কোনোরকম প্রতিরোধ ছাড়াই, অসহায়ের মতো ম্যানেজারের সামনে দিয়ে চলে আসে।

ফিওনা স্বপ্নের মতো সেই লোকের পেছনে পেছনে চলে যায়,ক্লাবের চটজলদি পরিবেশের মধ্যে থেকে বেরিয়ে আসে।ম্যানেজারার অন্যান্যরা আশপাশের পরিস্থিতি সামলানোর

চেষ্টা করে,কিন্তু ফিওনার অদৃশ্য গতির দিকে কোনো নজর দিতে পারে না।বাহিরে এসে, রহস্যময় ব্যক্তির গতি অব্যাহত থাকে।ফিওনার মনের ভেতর প্রশ্ন আর উদ্বেগের ছায়া বাড়তে থাকে,কিন্তু ও এক মুহূর্তের জন্যও দাঁড়িয়ে যায় না,ওর হাতের শক্তি মনে যেন কোনো বাধা দেয় না।

ফিওনার চোখের সামনে গাঢ় অন্ধকারের মধ্যে,একটি গাঢ় রঙের গাড়ি দাঁড়িয়ে ছিল।রহস্যময় ব্যক্তি গাড়ির দরজা খুলে দিয়ে ফিওনাকে বসতে সাহায্য করে। ফিওনা,অস্বস্তির মাঝে,গাড়ির আসনে বসে পড়ে। রহস্যময় ব্যক্তি ড্রাইভিং সিটে বসে আর গাড়িটি চলতে শুরু করে।

গাড়ির ভেতরের শীতল পরিবেশে,ফিওনার মন অবসন্ন হয়ে

পড়ছিল,আর কিছুক্ষণ পরেই ওর সম্বিত ফিরে আসে।

ভয় ও অবাক অবস্থায় তাঁর দৃঢ় কণ্ঠে প্রশ্ন করে,

“কে আপনি?এরকম রহস্যময় পোশাক কেনো? ওই লোকটাকে এমন নি’র্ম’ম ভাবে মার’লেন কেন? আর আমাকেই বা কেনো ওই লোকটার হাত থেকে রক্ষা করলেন?”

রহস্যময় ব্যক্তি গাড়ি থামিয়ে দেয় আর তার মুখে ঠাণ্ডা, গম্ভীর একটি দৃষ্টি নিয়ে ফিওনার দিকে তাকায়।

গম্ভীর কিন্তু শান্ত কণ্ঠে তিনি বলেন, "জ্যাসপার অরিজিন। আমার নাম"।

ফিওনার মনে দ্বিধার সৃষ্টি হয়, ওর কণ্ঠে স্পষ্ট উত্তেজনা আর সন্দেহ।

"কি চান? কোথা থেকে এসেছেন"?

জ্যাসপার তাঁর ঠাণ্ডা,শান্ত কণ্ঠে উত্তর দেয়, "আপাতত আমি কিছুই চাই না

শুধু তোমার নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে চাই।”ফিওনার চোখে অস্বস্তি ঝিলমিল করে ওঠে। “আপনি কেনো রাতের বেলায় এমন অদ্ভুতভাবে সানগ্লাস আর মুখে মাস্ক পরেছেন? আমার সামনে আপনার আসল চেহারা দেখান।”

জ্যাসপার ধীরে ধীরে তার সানগ্লাসের দিকে হাত বাড়ায় আর হাসতে হাসতে বলে, “যদি আমি

সানগ্লাস খুলে ফেলি আর মাস্ক সরিয়ে ফেলি,তুমি কি আমাকে দেখে ঠিক থাকতে পারবে ? মনে রেখো,যদি তুমি সত্যিই দেখার সাহস রাখো তবে আমি দেখাতে পারবো”

ফিওনা তার কথায় একটু স্নিগ্ধ হাসি দেখতে পায়,

যেটা কেমন যেন রহস্যময় আর অপ্রত্যাশিত।

ফিওনা মৃদু কৌতুহল আর উদ্বেগের মিশ্রণ কণ্ঠে প্রশ্ন করলো,, “আপনি কি এতটাই ভয়ানক দেখতে যে আমি দেখে ঠিক থাকতে পারব না? আপনার আসল চেহারা দেখলে আমি কি ভয় পেয়ে যাবো?”

জ্যাসপার ওর মাথা একটু ঝুঁকিয়ে,এক হাতে স্টিয়ারিং এর ওপর রাখে আর অন্য হাতে সানগ্লাস সরানোর জন্য প্রস্তুত হয়।ফিওনার

চোখে সে মুহূর্তে এক অদ্ভুত মিশ্রণ,উত্তেজনা আর অত্যাশ্চর্য রুপ নিল।

জ্যাসপার তার সানগ্লাস খুলে ফিওনার দিকে তাকালো। মাস্কের আড়াল থেকে দুইটি চোখে দেখা গেল।

চোখ দুটি প্রাকৃতিক অলিভ গ্রিন রঙের,যেখানে সোনালী সবুজের মধ্যে হালকা ধূসর টোন দেখা যায়।

এই চোখের রঙ যেন ক্যালিডোনিয়ান গাছের পাতা আর সূর্যের আলোতে পরশে নরম সোনালী হালকা আভা মিশিয়ে তৈরি করা অলিভ গ্রিন মিশ্রণ।

এই চোখের রঙ পৃথিবীর অন্যতম সুন্দর দৃশ্যের প্রতিচ্ছবি—সাগরের গভীরতায় সূর্যের আলোর প্রতিফলন,যা একদিকে শান্ত আর অন্যদিকে রহস্যময়। এই চোখ দুটি

গাছের পাতার টোন আর মেঘমুক্ত আকাশের মৃদু ধূসরতা মিশ্রিত,যা তাদের প্রতি দৃষ্টির মাধ্যমে এক অদ্ভুত প্রশান্তি আর গহনতার অনুভূতি প্রদান করে।

ফিওনা এক অজানা পৃথিবীতে হারিয়ে যায়,যেখানে এই চোখের আভা তাকে মন্ত্রমুগ্ধের মতো ঘিরে ধরে।

ফিওনাকে এতটা মন্ত্রমুগ্ধ হয়ে দেখতে পেয়ে,জ্যাসপার দ্রুত গতিতে গাড়ি স্টার্ট দিলো।গাড়ি ফিওনার ভার্সিটির সামনে এসে থামল। ফিওনার দৃষ্টি ফিরে এসে বোধের মধ্যে ফিরে এল।

ও অবাক হয়ে দেখলো,ওদের এই সময়ে এসে পিকিং ইউনিভার্সিটির সামনে পৌঁছানোর জন্য কিভাবে

সম্ভব হল—উঠে দাঁড়াতে গিয়ে ওর মুখ থেকে বের হলো,

“আপনি কিভাবে জানলেন আমি এখানে থাকি?”

জ্যাসপার রহস্যময় কণ্ঠে উত্তর দিলেন, “ইটস আ সিক্রেট।রাত হয়ে গেছে,ভার্সিটির ভেতরে যাও।”ফিওনা গাড়ির দরজা খুলে নেমে পড়ল। হালকা হাওয়ার সাথে চোখে মিটমিটে আলোয় চিৎকারের

অনুভূতির পর,আরো একবার জ্যাসপারের দিকে তাকিয়ে দেখলো,এরপর একটি রহস্যময় অভিব্যক্তির সাথে ফিওনা উল্টো হেঁটে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাঙ্গণের দিকে প্রবেশ করলো মনের মধ্যে হাজারও প্রশ্ন আর চিন্তা নিয়ে।

ফিওনার চলে যাওয়ার পর,জ্যাসপার গাড়ির স্টিয়ারিংয়ে হাত রেখেই গাড়ি স্থিরভাবে দাঁড়িয়ে ছিল। ওর চোখের

দৃষ্টি ফিওনার চলার পথে একনিষ্ঠভাবে নিবদ্ধ ছিল,যদিও ওর অনুভূতির গভীরতা আর উদ্দেশ্য স্পষ্ট ছিল না।

ফিওনার চোখের আড়াল হয়ে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে, জ্যাসপার অল্প কিছুক্ষণ অপেক্ষা করে গাড়ির ইঞ্জিন ধরে গাড়ি চলানোর জন্য প্রস্তুতি নিল।গাড়ি ধীরে ধীরে সড়কে ছুটতে শুরু করল,গন্তব্যের দিকে গোপন

পরিকল্পনা নিয়ে দ্রুত ছুটে চলছিল। ফিওনা আর লিন বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্লাস শেষ করে ক্যান্টিনে বসেছে। উভয়েই খাবার নিচ্ছিলো,কিন্তু ফিওনার মন আজ অন্যত্র।খাবারের স্বাদ বা পরিবেশ, কোনো কিছুই যেন ওর ভাবনাকে স্পর্শ করতে পারছিলো না। সে গভীরভাবে মগ্ন ছিল গত রাতের অভিজ্ঞতায়। অবশেষে, লিনের নিরবতাকে ভেঙে

দিয়ে ফিওনা এক নিশ্বাসে সব খুলে বললো।

লিন চমকে উঠলো,তার চোখে বিস্ময়ের ছায়া।

“তুমি বলছো লোকটা তার নাম বলেছে ‘জ্যাসপার অরিজিন’?এমন নাম তো কখনো শুনিনি,”

লিন একটু থেমে বললো, “দেখতে কেমন ছিল?”

ফিওনা এক মুহূর্তের জন্য স্থির হলো, তারপর আস্তে করে বললো, “বলেছি না, শুধু তার চোখদুটো দেখেছি। চোখের মধ্যে ছিলো এক ধরনের অদ্ভুততা—অলিভ সবুজ, কিন্তু তার দৃষ্টিতে ছিলো এক মায়াবী নেশা,

যা কোনো মানুষের চোখে দেখিনি আগে। চোখের সেই চাহনি আমার

আত্মার গভীরে প্রবেশ করে, এক অদ্ভুত শক্তি নিয়ে।”

লিন কিছুক্ষণ নীরবে ফিওনার মুখের দিকে তাকিয়ে থাকলো। ওর মনে প্রশ্নের পাহাড়,কিন্তু কোনো শব্দ মুখে আসছিল না। তারপর ধীরে ধীরে লিন বললো,“অদ্ভুত! এমন লোক কীভাবে হঠাৎ করে তোর সামনে এলো?”

ফিওনা হালকা নিঃশ্বাস ফেলে বললো, “আমি জানি না। তবে, সে স্বাভাবিক নয়।

ফিওনার কথা শোনার পর লিন গভীর চিন্তায় পড়ে গেলো। কিছুক্ষণ নীরবে থেকে, ও মুখ তুলে বললো, “বিষয়টা খুবই গভীর ভাবনার যোগ্য। পরের বার যদি আবারও দেখা হয়, তুই অবশ্যই তার সম্পূর্ণ মুখ দেখার চেষ্টা করবি। তার

পরিচয় জানার চেষ্টাও করবি। যে মানুষ এমন অদ্ভুত রহস্যময় হয়ে তোর সামনে এলো, তার পেছনে নিশ্চয়ই কোনো রহস্য আছে।”

ফিওনা মাথা নাড়লো,চোখে চিন্তার ছায়া। কিন্তু লিন দ্রুত তাকে সতর্ক করে দিলো,”কিন্তু শোন, লিয়ার সাথে আর কোথাও যাস না। কাল রাতে যা ঘটেছে, তা থেকে বোঝা

যায় তোর একটা বড় বিপদ হতে পরতো।”

ফিওনা লিনের দিকে তাকিয়ে রইলো, ওর মনে অস্বস্তি আর কৌতূহল একসাথে। কিন্তু লিনের সতর্কবাণী ওকে নিঃশব্দে ভাবতে বাধ্য করলো।

ফিওনা ভার্সিটি থেকে ডরমিটরির দিকে ধীর পদক্ষেপে ফিরছিল, মনে হাজারো প্রশ্নের ভিড়। মাথায় তখনও

ঘুরছে সেই রহস্যময় লোক, তার অদ্ভুত অলিভ গ্রিন চোখ। রুমে প্রবেশ করতেই ফিওনা দেখতে পেলো লিয়া সবে মাত্র ফ্রেশ হয়ে বেরিয়েছে বাথরুম থেকে। আজ সকালে লিয়া রুমে ফিরেছিলো,তখন ফিওনা গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন ছিলো। যখন ফিওনা ভার্সিটির উদ্দেশ্যে ঘুম থেকে উঠেছিলো, তখন লিয়াকে নিজের বিছানায় শান্তিতে ঘুমিয়ে

থাকতে দেখেছিলো।লিয়া ফিওনাকে দেখে একটু অস্বস্তিতে পড়ে গেলো। মুখে এক ধরনের অপরাধবোধের ছাপ নিয়ে ধীরে ধীরে এগিয়ে এসে বলল, “ফিওনা, আমি সত্যিই দুঃখিত গত রাতের জন্য। তোমার কোনো বিপদ হতে পারতো, আমার সঙ্গ দিয়ে... আমি সেটা বুঝতে পারিনি।” ফিওনা লিয়ার দিকে তাকিয়ে এক মুহূর্ত ভাবলো, তারপর হালকা হেসে

বললো, “থাক, কোনো সমস্যা নেই। তুমি এমনটা তো ইচ্ছে করে করোনি।”

লিয়ার মুখে স্বস্তির একটা ছাপ ফুটে উঠলো। কিন্তু ফিওনা আর কিছু বললো না। জ্যাসপার অরিজিনের কথা তার মনে থাকলেও, সে একবারের জন্যও লিয়াকে সেই লোকটির ব্যাপারে কিছু জানালো না। মনস্থির করে নিলো, এই রহস্য

এখনো তার ভেতরে চেপে রাখা উচিত।ল্যাবের স্নিগ্ধ অথচ চাপা আলোয় বসে আছেন মিস্টার চেন শিং আর ওয়াং লি, দুজনের চোখে গভীর মনোযোগ। এথিরিয়নের বন্দিত্ব তাদের গবেষণার কেন্দ্রবিন্দুতে—একটি প্রাণশক্তি যা প্রকৃতির নিয়মকে চ্যালেঞ্জ জানায়, এমন কিছু যা তারা নিয়ন্ত্রণে আনতে চায়। তাদের প্রকল্প এখন কঠিন

পর্যায়ে—ড্রাগনটিকে অন্য কোথাও স্থানান্তর করতে হবে। এই স্থানান্তর শুধু নিরাপত্তার জন্য নয়, এটি তাদের গবেষণার পরবর্তী ধাপ।

মিস্টার চেন শিং নিজের লক্ষ্য নিয়ে তীব্রভাবে ভাবছেন।

“এথিরিয়ন ড্রাগনের শক্তি... পূর্ণ সম্ভাবনা এখনও আমরা স্পর্শ করতে পারিনি। তবে একবার যদি আমরা এটি নিয়ন্ত্রণে আনতে পারি, মানুষকে

আমরা অন্য উচ্চতায় নিয়ে যেতে পারবো,” মিস্টার চেন শিং ধীরে ধীরে বললেন।

ওয়াং লি একটু হেসে বললো, “আর যদি তা হয়,তবে বিশ্ব আমাদের হাতের মুঠোয় আসবে। সুপার হিউম্যান—মস্তিষ্কে অপ্রতিরোধ্য শক্তি ধারণ করবে, এমন কিছু যা আগে কখনো হয়নি। তার শক্তি দিয়ে আমরা এমন সব আধুনিক যন্ত্র

উদ্ভাবন করতে পারবো যা বিশ্বের ধারণার বাইরে।”চেন শিং চিন্তিতভাবে মাথা নাড়লেন। “তবে মনে রাখো, এটা শুধু ক্ষমতার প্রশ্ন নয়। এটা মানবদের উন্নতির প্রশ্ন।” ওয়াং লির চোখে এক ধরনের অদ্ভুত আলো ফুটে উঠলো, যেটা চেন শিং দেখতে পেলেন না। “মানবতার উন্নতি... অবশ্যই। কিন্তু ক্ষমতাও এক গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার, মিস্টার

চেন। আর আমরা একবার এথিরিয়নের শক্তিকে কাজে লাগাতে পারলে, আমরা শুধুমাত্র বিজ্ঞানী হিসেবে নয়, পৃথিবীর ইতিহাসে কিংবদন্তি হয়ে উঠবো।”

চেন শিং সামান্য দ্বিধায় পড়লেন, কিন্তু ওয়াং লির প্রলোভনসঙ্কুল কথাগুলো তাকে আবার দিশা দিলো। তাদের গবেষণার ফলাফল এক সময়ে পৃথিবীর বিজ্ঞান ও

প্রযুক্তির ইতিহাসে এক নতুন যুগের সূচনা করতে পারবে—এটা তার লক্ষ্য ছিল সবসময়।

“ঠিক আছে, তবে আমাদের দ্রুত কাজ করতে হবে। সময় আমাদের শত্রু হয়ে উঠতে পারে,” মিস্টার চেন শিং দৃঢ় কণ্ঠে বললেন।

ওয়াং লি আরেকটু হাসলো, তবে এবার তার চোখে ম্লান কৌতূহল, “নিশ্চয়ই, তবে একবার আমরা

সফল হলে... সময় আমাদের হাতের মুঠোয় থাকবে।”

এভাবে, তাদের চূড়ান্ত লক্ষ্য ছিল সুপার হিউম্যান তৈরি করা—এমন এক সত্তা যার মস্তিষ্কে থাকবে ড্রাগনের শক্তি আর ক্ষমতা, যার মাধ্যমে তারা সৃষ্টি করবে এক অপ্রতিরোধ্য ভবিষ্যৎ। তবে, তাদের উদ্দেশ্যের গভীরে লুকিয়ে ছিল আরও অন্ধকার কিছু।মিস্টার চেন

শিং গভীর চিন্তায় নিমগ্ন থেকে হঠাৎ বলে উঠলেন, “আচ্ছা, তবে সিক্রেট রুমের দরজাটা খোলা হোক। দেখতে হবে ড্রাগনটা এখন কী অবস্থায় আছে।”

ওয়াং লি দ্রুত বাধা দিলেন, মুখে এক ধরনের অস্বস্তি। “আরে, আরে, এখন দেখতে গেলে সমস্যা হতে পারে। যদি ড্রাগনটা আমাদের ওপর হামলা করে বসে?”

চেন শিং এক পলক তাকিয়ে রইলেন। তার কণ্ঠে দৃঢ়তা ফুটে উঠল। “কিন্তু আমরা তো ওকে ক্যামিকেল দিয়ে নিস্তেজ করে রেখেছি। ওর কিছু করার মতো অবস্থাই নেই।”

ওয়াং লি একটু হাসলেন, ঠোঁটের কোণে এক ধরনের ব্যঙ্গ। “আপনার কী আমার ওপর আস্থা নেই, মিস্টার চেন শিং?”

চেন শিং কিছুক্ষণ চুপ থাকলেন,তারপর ধীরে ধীরে বললেন, “আস্থা আছে বলেই তো তোমার সঙ্গে এতদূর এগিয়েছি। তবে নিশ্চিত হতে চাই, কারণ এখানে ছোট্ট একটা ভুলেরও কোনো সুযোগ নেই।”

ওয়াং লি মাথা নাড়লেন, তার ঠোঁটের হাসি আরো প্রশস্ত হলো। অন্ধকারের গভীরে, নির্জন গুহার

ল্যাবটিতে হালকা আলো জ্বলছে, যেখানে জ্যাসপার তার বাবা যাকে জ্যাসপার ড্রাকোনিস বলে সম্বোধন করে।

ড্রাকোনিসের সঙ্গে ভিডিও কলে কথা বলছে।

“ড্রাকোনিস! জ্যাসপার গম্ভীর কণ্ঠে বলে ওঠে, “আমি এথিরিয়নের কাছে পৌঁছানোর একেবারে দ্বারপ্রান্তে। আমি হিউম্যানদের মতো কিছু

কৌশল অবলম্বন করছি—ধোঁকাবাজি, ছলনা। ওই ব্লাডি ফুলিশ হিউম্যানদের সঙ্গে ওদের মতো করেই খেলতে হয়।”

স্ক্রিনের অন্য প্রান্তে ড্রাকোনিসের মুখে উদ্বেগের ছাপ পড়ে। তার কণ্ঠ ভারী হয়ে ওঠে,”মাই সান! যা-ই করো, সাবধানে করো। তোমার কোনো ক্ষতি হলে ভেনাসের ওপর এক চরম বিপর্যয় নেমে আসবে।

তুমি শুধু আমাদের আশা নয়, তুমি এই সাম্রাজ্যের প্রিন্স।”

জ্যাসপার চুপচাপ শোনে মাথা নিচু করে কিছুক্ষণ ভাবনা-চিন্তা করে। তারপর তার কণ্ঠে আরেকবার ভেসে আসে দৃঢ় প্রত্যয়, “ড্রাকোনিস, আমি জানি আমার দায়িত্ব কী। আমি ব্যর্থ হবো না।”সন্ধ্যার আলোতে, ফিওনা তার পড়াশোনার টেবিলের পাশে বসে ছিল। বইয়ের পাতায় তার দৃষ্টি

নিবদ্ধ, কিন্তু মনে মনে কিছুটা ক্লান্তি অনুভব করছিল। ঠিক তখনই লিয়া হঠাৎ তার সামনে এসে দাঁড়াল।

“ফিওনা,” লিয়ার গলার স্বর মিষ্টি, “কী করছো ফিওনা ? চলো না বাইরে থেকে একটু আইসক্রিম খেয়ে আসা যাক?”

ফিওনার মুখে এক চিলতে হাসি ফুটে উঠল।

“আইসক্রিম! সত্যি বলছো? কেন নয়!” সে বলল, উৎসাহিত হয়ে। “অবশ্যই যাবো।”

লিয়া হাসতে হাসতে বলল, “তাহলে চল, দ্রুত রেডি হয়ে নেয়া যাক।”

ফিওনা ফোন তুলল আর লিনকে কল করল। “হ্যালো, লিন! আমি আর লিয়া একসঙ্গে একটু বের হয়ে আইসক্রিম খেতে যাবো। তুই কি আসবি?”

লিনের গলা টেলিফোনে ভেসে এলো, ” কেনো নয় অবশ্যই, আমি আসছি!”

নভেম্বরের হিমেল সন্ধ্যা। বেইজিং শহরের রাস্তা তখন অল্প আলোতে ঝলমল করছে, হালকা ঠান্ডায় শহরের রূপ আরও স্নিগ্ধ হয়ে উঠেছে। ফিওনা আর লিয়া ডরমিটরির দরজা দিয়ে বেরিয়ে এল। দুজনেই ফ্ল্যানেল স্কার্টে

জড়ানো, ফিওনার পরনে সাদা টপস আর লিয়ার কালো। লম্বা স্কার্টগুলো বাতাসে মৃদু দুলছিল, সেই মুহূর্তে শীতলতার সাথে লেপ্টে থাকা কোনো সুর।

ভার্সিটির গেটের কাছে অপেক্ষায় বসে আছে লিন।তার গাড়ির হেডলাইটগুলো গেটের সামনের প্রাঙ্গণকে আলোকিত করছে। ফিওনা আর লিয়া গাড়ির দিকে এগিয়ে

যেতে যেতে লিন জানালার কাঁচ নামিয়ে বলে উঠলো,

“অবশেষে রেডি হলে! ঠান্ডা পড়েছে, শীতের রাতের প্রথম আইসক্রিম খেতে যাচ্ছি!”

ফিওনা মৃদু হেসে উত্তর দিলো, “শীত যতই পড়ুক, আইসক্রিমের স্বাদে তো ভাটা পড়বে না।”

তিনজন মিলে গাড়িতে উঠল, লিয়া আর ফিওনা পেছনের সিটে আর

লিন স্টিয়ারিং ধরল সামনের দিকে। গাড়ির শব্দের সাথে সাথে রাতের জড়তা কেটে গেল।

বেইজিং শহরের আলো আর ঠান্ডা বাতাসের মাঝ দিয়ে গাড়িটি এগিয়ে চলল। কিছুক্ষণ পর গাড়ি এসে থামল ওনান মার্কেটের সামনে। চারদিকে রাস্তার ছোট ছোট ভেন্ডরদের ভিড়, আইসক্রিম থেকে শুরু করে নুডলস, জিনিসপত্র বিক্রি

চলছে মনে হচ্ছে উৎসবের আমেজে। ফিওনা আর লিয়া গাড়ি থেকে নেমেই মুগ্ধ চোখে চারদিকে তাকাল।

“এখানকার খাবারের গন্ধ আমাকে পাগল করে দিচ্ছে,” লিয়া হেসে বলে উঠলো।

“ঠিক বলেছ,” লিন যোগ করে, “আমার তো মনে হচ্ছে আমরা প্রথমে আইসক্রিম না খেয়ে এইবার

কিছু গরম গরম নুডলস খেয়ে নেই!”

“হুমম... তোমার কথা শুনেই ক্ষুধা বেড়ে গেল,” ফিওনা চোখ ছোট করে মুচকি হেসে জবাব দিলো, “তবে প্রথমে কিন্তু আইসক্রিম।”

তিনজন একসাথে বাজারের আলো আর ঠান্ডা বাতাসের মাঝে হাঁটতে শুরু করল।ওদের তিনজনের হাতে তখন রঙিন কাপে ভরা একি

ফ্লেভারের আইসক্রিম—মিল্ক চকলেট। শীতল সন্ধ্যার মধ্যেও আইসক্রিমের মিষ্টি স্বাদ তাদের আনন্দ দ্বিগুণ করে দিচ্ছিলো।

ফিওনা একবার চামচে তুলে নিয়ে ছোট্ট কামড় দেয়, ঠান্ডা আইসক্রিমের গন্ধ আর স্বাদ জিভে মিশে যায়। লিয়া আর লিনের কণ্ঠস্বর হাসি-আড্ডায় ভাসছে, অথচ ফিওনার মন অদ্ভুতভাবে ছটফট

করতে লাগলো। কিছু একটা যেন ঠিক নেই—কেউ ওকে দূর থেকে লক্ষ্য করছে, এই অস্বস্তিকর অনুভূতিটা তার বুকে হঠাৎ চাপ সৃষ্টি করলো।

ফিওনা তীক্ষ্ণভাবে আশেপাশে তাকালো। ছোট দোকানগুলোতে আলোর ঝিলিমিলি, মানুষের ব্যস্ততা, কোলাহল। কিন্তু কোলাহলের মধ্যেও ফিওনা একটা অদৃশ্য উপস্থিতি

অনুভব করল। কারও দৃষ্টি ওর দিকে নিবদ্ধ, নীরব, তবুও তার অস্তিত্বকে অস্বীকার করা যায় না।

“ফিওনা, তুই কী দেখছিস?” লিন তার কাঁধে আলতো স্পর্শ করে বললো, “শোন, আমরা দুজন সামনের শোরুমটায় একটু শপিং করতে যাচ্ছি। তুই কি আসবি?”

ফিওনা একটু চমকে উঠে হেসে বললো, “না, তোরা যা। আমি

এখানে থাকছি। আইসক্রিমটা শেষ করতে চাই।”

লিয়া হেসে বলল, “ঠিক আছে, তবে আমাদের দেরি হলে চলে আসিস। তুই থাকিস না বেশি সময়।”

“আরে না,” ফিওনা নিশ্চিন্ত ভঙ্গিতে উত্তর দিলো, “আমি এখানে আছি। তোরা যা।”

লিয়া আর লিন চলে গেলো সামনের দিকের শোরুমের দিকে। ফিওনা

আবার চারপাশে তাকাল, মনে হলো ছায়ায় ঢাকা কোনো দৃষ্টি ওর প্রতিটি পদক্ষেপ অনুসরণ করছে।ফিওনা আইসক্রিমের স্বাদে ডুবে আছে, ঠান্ডা বাতাসে মিষ্টি অনুভূতি তার মনকে প্রশান্ত করছে। চারপাশের মানুষের কোলাহল তার কানে ধরা দিচ্ছে না, ফিওনার মনোযোগ একমাত্র তার আইসক্রিমে।

হঠাৎ পেছন থেকে একটা গম্ভীর কিন্তু মৃদু কণ্ঠ ভেসে এলো, যা তার প্রশান্তি ভেঙে দিলো।

“আমাকে আইসক্রিম খাওয়াবেনা? একাই খাবে নাকি?”

ফিওনা চমকে উঠে, হৃৎপিণ্ড মুহূর্তেই দ্রুত গতিতে ধাক্কা দিতে শুরু করলো। দ্রুত পেছনে ফিরে তাকায়,আর তখনই তাকে দেখতে পায়—সেই রহস্যময় পুরুষ, যাকে

সে আগেও দেখেছে। আজও তার মুখে মাস্ক, চোখে গাঢ় সানগ্লাস, এবার পরনে সাদা হুডি। আগের মতোই অদ্ভুতভাবে রহস্যময়,আর তার উপস্থিতি এক অজানা শীতলতা বয়ে আনলো ফিওনার চারপাশে।

ফিওনার গলা শুকিয়ে আসে,তবে সে নিজেকে স্থির রাখার চেষ্টা করে। তার কণ্ঠস্বর ধীর,তবে বিস্ময় স্পষ্ট, “আপনি আবার এখানে?”জ্যাসপার

মৃদু হাসল, যা তার মাস্কের আড়ালেও অনুভব করা গেলো। “আজকে তোমাকে আবার দেখার জন্য আসিনি। কিন্তু মনে হলো, একা একা আইসক্রিম খাওয়া উচিত নয়, তাই ভাবলাম তোমার সঙ্গ দেই।”

ফিওনা তাকিয়ে রইল, তার হাতের আইসক্রিমটা কীভাবে অদ্ভুতভাবে ভারী লাগছে। “আপনি আসলে কে?

এভাবে আমাকে ফলো করছেন কেন?”

জ্যাসপার সামান্য হেসে বললো, “ফলো করছি না। দেখা হওয়া তো কাকতালীয়। তবে যদি আমাকে তুমি একটা আইসক্রিম খাওয়াতে চাও, তবে সেটা আপত্তি হবে না।”

ফিওনার মনের ভেতরে এক ধরনের অস্থিরতা তৈরি হচ্ছে। তার সামনে দাঁড়ানো লোকটি যেন অন্য কোনো

পৃথিবীর—তার উপস্থিতি ব্যাখ্যা করা যায় না, কিন্তু এড়িয়ে যাওয়া আরও অসম্ভব।

ফিওনা সামান্য বিরক্তি আর বিস্ময় মিশ্রিত চোখে জ্যাসপারের দিকে তাকায়, কিন্তু তার ঠোঁটের কোণে এক চিলতে হাসি ফুটে ওঠে। সে ঠান্ডা কণ্ঠে বলল, “আপনি আমাকে সেদিন বাঁচিয়েছিলেন,সেই কৃতজ্ঞতার সুবাদে একটা আইসক্রিম

খাওয়াতেন পারি । তো বলুন, কোন ফ্লেভারের আইসক্রিম খাবেন?”

জ্যাসপার নিঃশব্দে কিছুক্ষণ ফিওনার দিকে তাকিয়ে থাকে,অবশেষে তার ঠোঁট থেকে ধীরস্থিরভাবে বেরিয়ে আসে একটি শব্দ, “ফিওনা।”ফিওনা বিস্ময়ে থমকে দাঁড়ায়, তার কপাল ভাঁজ করে বলল, “কী?”

জ্যাসপার মৃদু হেসে বলল, “না মানে, বলছিলাম, তোমার নাম ফিওনা, তাই তো?”

ফিওনা আরও অবাক হয়। তার নাম জানে এই অজানা লোকটি? এক মুহূর্ত চুপ থেকে সে বলল, “হ্যাঁ, কিন্তু... আপনি কীভাবে জানলেন?”

জ্যাসপার নির্বিকার ভঙ্গিতে বলল, “জানা তো গুরুত্বপূর্ণ নয়। আসল

কথা হচ্ছে, আমি চকলেট ফ্লেভারের আইসক্রিম খাবো।”

ফিওনা ঠান্ডা হাওয়ার সঙ্গে ঠোঁট কামড়ে ধরে। সেই শীতল,অদ্ভুত আভাস আজও আছে লোকটির আচরণে। একটু ঠোঁট বাঁকিয়ে সে বলল, “আচ্ছা, তবে আইসক্রিম খেতে হলে তো মুখের মাস্ক খুলতে হবে, তাই না?”

জ্যাসপার তার সানগ্লাসের পেছনে লুকানো দৃষ্টিতে হাসল,ফিওনার প্রস্তাবটি শুনে একধরনের অদ্ভুত আনন্দ পেলো। কিন্তু তার চোখের ভাষা অস্পষ্ট রয়ে গেল।

জ্যাসপার এক পা সামনে এগিয়ে এসে ফিওনার দিকে তাকায়। তার ঠোঁটের কোণে একধরনের রহস্যময় হাসি খেলছে। হাওয়ার ঠান্ডা স্পর্শে ফিওনার ত্বক শিহরিত হয়, কিন্তু

তার দৃষ্টি জ্যাসপারের মাস্কের দিকে স্থির হয়ে থাকে। জ্যাসপারের স্বর আরও নিচু হয়ে যায়।“তুমি আমার চেহারা দেখার জন্য বেশ কৌতূহলী,তাই না?” লোকটি ফিসফিসিয়ে বলল। তার কথায় একধরনের বিদ্রূপ ঝরে পড়ে। “আচ্ছা, আমি তোমাকে আমার চেহারা দেখাবো... তবে একটা শর্ত আছে।”

ফিওনার ভ্রু কুঁচকে গেল। শর্ত? তার মনে একটা অস্বস্তি জন্মালেও কৌতূহল আরও জোরালো হলো। “কী শর্ত?” ফিওনা জিজ্ঞেস করল, কণ্ঠে একরকম সতর্কতা।

জ্যাসপার থেমে হালকা হাসল। মনে হলো শিকারীর মতো তার ফাঁদে কেউ পা দিতে যাচ্ছে। “তোমাকে আমার সাথে ফ্রেন্ডশিপ করতে হবে।”

ফিওনা কিছুক্ষণ চুপ করে রইল। এই লোকের ইচ্ছাগুলো ধোঁয়াশায় মোড়ানো। বন্ধুত্ব? এই অদ্ভুত লোকের সাথে বন্ধুত্ব? ফিওনার মনে নানা প্রশ্ন ভেসে উঠতে থাকলেও তার কৌতূহল তাকে আটকে রাখল। মাস্কের আড়ালে থাকা চেহারাটা দেখতে চাইছে সে—কিন্তু এর মূল্য কী?“বন্ধুত্ব?” ফিওনা অবশেষে ধীর

স্বরে জিজ্ঞেস করল। “শুধু এই?”

লোকটি মৃদু হাসল।

জ্যাসপার হঠাৎ করে ফিওনার কাঁধের পাশ দিয়ে দূর থেকে লিন আর লিয়াকে আসতে দেখল। চোখে একটা সতর্কতার ঝিলিক ফুটে উঠল সময় দ্রুত ফুরিয়ে আসছে। সে এবার ফিওনার দিকে তাকিয়ে তাড়াহুড়ো করে বলল, “আচ্ছা, তবে আগামীকাল সন্ধ্যায় তুমি আমার

সাথে দেখা করো বেহাই লেকের পাড়ে।”তার কণ্ঠে এমন কিছু ছিল,যা ফিওনাকে বাধ্য করল মুহূর্তের জন্য স্তব্ধ হয়ে যেতে। কিছু বলার আগেই লোকটি দ্রুত গতিতে পিছিয়ে গেল, তার হুডি বাতাসে হালকা দোল খেলো, আর চোখের পলকেই সে স্রেফ মিলিয়ে গেল জনতার ভিড়ে।

ফিওনা কিছুটা হতভম্ব হয়ে তার চলে যাওয়া পথের দিকে তাকিয়ে

রইল, জ্যাসপারের কথাগুলো মনের মধ্যে প্রতিধ্বনি তুলছে। ‘বেহাই লেক... কাল সন্ধ্যা...’আজকের বিকেলটা অন্যরকমের সৌন্দর্যে মোড়ানো—এক বিষণ্ণ নীরবতা ঘিরে রেখেছে পুরো পরিবেশ।

লীন রুমে নেই,প্রাইভেট পড়ার উদ্দেশ্যে বেরিয়ে গেছে,তাই ফিওনা আপাতত একা। কয়েক মুহূর্ত আগে গ্রান্ডপা ফোন করেছিল; বলল,

বিশেষ এক দায়িত্বে কয়েকদিনের জন্য লন্ডনে যেতে হবে। কিন্তু তার কথা শেষ হতেই, ফিওনার মনে গভীরভাবে গেঁথে থাকা মিস ঝাং এর স্মৃতি অম্লান হয়ে জাগ্রত হলো। গ্রান্ডপার অনুপস্থিতির সুযোগ নিয়ে বাড়িতে গিয়ে দেখা করার ইচ্ছা তীব্রতর হচ্ছে তার।কিন্তু হঠাৎ করেই মনে পড়ে যায় সন্ধ্যার সেই রহস্যময় পুরুষটির সাথে সাক্ষাতের

প্রতিশ্রুতি। এক অজানা আকর্ষণে টানছে যেন—মন বলছে, ‘যাও,’ কিন্তু মস্তিষ্ক শানিত যুক্তিতে পাল্টা যুক্তি তুলে ধরছে, ‘না যাওয়া উচিত হবে না।’

এই দ্বিধাদ্বন্দ্বে ফিওনা হারিয়ে গেলো। একা একা সেই অদ্ভুত, রহস্যাবৃত পুরুষের সাথে দেখা করতে যাওয়া কি বুদ্ধিমানের কাজ হবে? অথচ লোকটি তো একবার

তাকে বিপদ থেকে উদ্ধার করেছে। তবুও, তার মধ্যে এমন কী আছে যে তাকে এতো অজানা পথে নিয়ে যেতে চাইছে? কেনই বা তার সাথে বন্ধুত্ব করতে চায়?

ফিওনা চিন্তায় আচ্ছন্ন হয়ে নিজের বিছানায় বসে থাকে। তার চীনা শীতকালীন পোশাক—লম্বা, প্যাডেড চীপাও— তার চোখের দৃষ্টি জানালার দিকে, কিন্তু তার মন উড়ছে প্রশ্নের

অজানা গহ্বরে—সত্যিই কি সে আজ সেই রহস্যময় পুরুষের সাথে দেখা করবে।ফিওনা যখন প্রস্তুতি নিতে শুরু করে,সন্ধ্যার ছায়া ধীরে ধীরে নেমে আসছে বেইজিং শহরের আকাশে। লীন এখনও রুমে ফিরেনি, আর ফিওনার মনে হচ্ছে সেই রহস্যময় পুরুষ হয়তো ইতিমধ্যেই লেকের ধারে এসে উপস্থিত হয়েছে। কিন্তু ফিওনা

এখনো সিদ্ধান্ত নিতে পারছে না, ঠিক কী পোশাক পড়ে যাবে আজকের এই অপ্রত্যাশিত সাক্ষাতে। আলমারির দরজা খুলে একে একে পোশাকগুলোর দিকে তাকায়,গভীর অনুসন্ধান চালায়।

শেষমেশ আর দেরি না করে বেছে নেয় এক বড় সাইজের ব্ল্যাক স্কার্ট, হাঁটু পর্যন্ত দীর্ঘ আর খয়েরি রঙের

একটি টপস, চুলগুলোকে পনিটেলের মতো করে শক্ত করে বেঁধে নিলো। মেকআপে রয়েছে যত্নের ছাপ—হালকা হলেও নিখুঁত। কিন্তু আজকে ফিওনা ঠোঁটে গাঢ় খয়েরি রঙের লিপস্টিক লাগিয়েছে। চোখে হালকা আইলাইনারের প্রলেপ। হ্যান্ডব্যাগটি হাতে নিয়ে সে শেষমেশ বেরিয়ে পড়ে।

ফিওনা ইতিমধ্যে বাসে উঠে বসেছে, বেহাই লেকের উদ্দেশ্যে তার যাত্রা শুরু হয়েছে। জানলার বাইরে তাকিয়ে সে আকাশপানে চিন্তার জাল বুনছে, মনের আকাশে কুসুম কল্পনা উড়ে বেড়াচ্ছে। কী রকম হবে সেই পুরুষ? জীবনে এভাবেই প্রথম কোনো পুরুষ তার সামনে এসে দাঁড়িয়েছে।

বাস চলতে থাকে, আর তার চিন্তারা আরও গভীরে প্রবাহিত হয়।কী অপেক্ষা করছে তার জন্য বেহাই লেকের তীরবর্তী সেই নির্জন স্থানটিতে।অন্যদিকে, জ্যাসপার ইতিমধ্যেই বেহাই লেকের উত্তর প্রান্তে পৌঁছে গেছে। সেই বিশাল উইলো গাছের নিচে, যেখানে প্রকৃতি তার নিজস্ব ভাষায় কথা বলে,

জ্যাসপার দাঁড়িয় আছে।সন্ধ্যার আবছা আলোতে গাছের ডালগুলো নুয়ে পড়েছে, লেকের তীর বরাবর সাজানো লাইটগুলোর মৃদু আলোকচ্ছটা ,যা কুয়াশার মতো ছড়িয়ে পড়েছে।

জ্যাসপার অপেক্ষায় আছে, চুপচাপ। তার চোখের দৃষ্টি লেকের ওপরে আটকে আছে, আর মনের মধ্যে দোলা দিচ্ছে নানা ভাবনা। নীরবতা

ভেঙে ওঠে হালকা হাওয়ায়, কিন্তু সেই নীরবতার মধ্যেও তার মন ফিওনার অপেক্ষায় একাগ্র।

অবশেষে ফিওনা বাস থেকে নেমে পড়ে, লেকের প্রশান্ত পরিবেশের দিকে ধীর পদক্ষেপে এগিয়ে যেতে শুরু করে। কিন্তু তার মনের গহীনে ভর করছে এক গভীর প্রশ্ন—এতো বিশাল লেকের কোথায় খুঁজে পাবে সেই রহস্যময় পুরুষকে? যেহেতু

লোকটি নিজের পরিচয় আর সুরক্ষা নিয়ে এতটা সতর্ক, নিশ্চয়ই কোনো নির্জন স্থানে অপেক্ষা করবে সে। ফিওনার চোখ ঘোরাতে ঘোরাতে, বেশ অনেকক্ষণ পর অবশেষে সে দেখতে পায় লেকের উত্তর প্রান্তে সেই উইলো গাছের নিচে দাঁড়িয়ে থাকা এক ব্যক্তিকে।লোকটি পেছন ফিরে দাঁড়িয়ে আছে, তার দীর্ঘদেহ থেকে ছড়িয়ে পড়া ছায়ায় গাছে

আঁকা হয়েছে এক অনন্য ছবি। ফিওনার মনে সঙ্গে সঙ্গে সাড়া দেয় সেই চেহারা—এটিই জ্যাসপার। তার দীর্ঘকায় দেহ, ৬ ফুট ২ ইঞ্চি উচ্চতা, আর সেই বিশাল ওভারকোটের আকৃতি সবকিছু মিলিয়েই নিশ্চিত করে দেয় লোকটি জ্যাসপার ছাড়া আর কেউ নয়।

এক গাঢ় বাদামী রঙের ওভারকোট তার দেহের প্রতিটি রেখায় ছায়া

ফেলেছে, কোটের পকেটে তার হাত দুটি গভীরভাবে ঢোকানো।

জ্যাসপার দাঁড়িয়ে আছে নিস্তব্ধভাবে,তার দৃষ্টি সরাসরি লেকের শান্ত জলের ওপরে নিবদ্ধ। বাতাসের শীতল স্রোত এসে কোটের কাঁধে আলতোভাবে আঘাত হানে, কিন্তু সে নড়ে না।ফিওনা ধীরে ধীরে উইলো গাছের দিকে এগিয়ে যায়, প্রতিটি পদক্ষেপে পাতা আর গাছের

শাখার মাঝে অদৃশ্য সুর তৈরি হয়, কিন্তু সে সুরটি দ্রুত হারিয়ে যায়। হঠাৎ, জ্যাসপার দ্রুত ঘুরে দাঁড়ায়। তার মুখে এখনও সেই পরিচিত সানগ্লাস আর মাস্ক,মনে হচ্ছে তার আসল পরিচয় পুরোপুরি আড়াল করতে চায়।

ফিওনার মনোযোগ আকর্ষণ করে তার সেই রহস্যময় ভঙ্গি। কেন সে এতটা সচেতনভাবে নিজের চেহারা

গোপন করছে? কি এমন কুৎসিত বা অস্বস্তিকর তার চেহারায় যা প্রকাশ্যে আসা থেকে সে এতটাই ভয় পায়? ফিওনার মনে প্রশ্ন জাগে—লোকটি কেমন? শুধু চেহারা নয়, তার চারপাশের রহস্যময় ভাব, তার ব্যক্তিত্ব—এসব কি তার ভেতরের কিছুর প্রতিফলন? ভাবতে ভাবতে ফিওনার কৌতূহল আরও বেড়ে যায়। কিন্তু জ্যাসপারের মধ্যে এমন

কিছু আছে, যা তাকে অবচেতনভাবে টানে।”“হ্যা, তো এবার বলুন, আপনি আমার সাথে বন্ধুত্ব কেনো করতে চান?” ফিওনা প্রাঞ্জল কণ্ঠে প্রশ্ন করে।

“এটা একটা রহস্য। আর ভেবে নাও, তোমাকে প্রথম দেখেই আমার অদ্ভুত রকম ভাল লাগা কাজ করেছে।”

জ্যাসপার একটু হাসে, কিন্তু তা খুব অল্প।

“আচ্ছা, আপনি নিজের চেহারা এভাবে সবসময় ঢেকে রাখেন কেন?” ফিওনা সরাসরি প্রশ্ন করলো “আজকে তো কথা দিয়েছিলেন আপনার মুখ প্রদর্শন করবেন, তাহলে করুন।”

“হ্যাঁ, করবো। চোখ তো আগেই দেখেছিলে,” জ্যাসপার রহস্যময় কণ্ঠে বললো।

ধীরে ধীরে, জ্যাসপার সানগ্লাসটি খুলে ফেলে। সামনে আসে তার অলিভ গ্রিন চোখ, যা সন্ধ্যার লেকের আলোতে আরও জ্বলজ্বল করছে। ফিওনা এক দৃষ্টিতে সেই চোখজোড়াতে তাকিয়ে থাকে,সময়

থমকে গেছে, আর চারপাশের জগত অদৃশ্য হয়ে গেছে।

জ্যাসপারের মতোই ওর চোখজোড়া গভীর অরণ্যের মতো—অজানা, রহস্যময়।“মাস্ক?” ফিওনা মৃদু কণ্ঠে প্রশ্ন করে।

জ্যাসপার এক হাত দিয়ে টেনে নিজের মাস্ক খুলে ফেলে। হঠাৎ করেই ফিওনার সামনে ভেসে ওঠে

তার মুখমণ্ডল, মুখটা যেনো আকাশের একটি অশ্রুতপূর্ব রত্ন। জ্যাসপার একজন সুঠাম যুবক, যার চেহারায় স্বাভাবিক আকর্ষণ আর গভীর রহস্যের আভাস বিরাজমান। তার ত্বক মসৃণ আর সাদা, শীতল চাঁদের আলোতে গঠিত একটি নিখুঁত পৃষ্ঠ। চোখ দুটি অলিভ গ্রিন,যা গভীর বনভূমির রহস্যময়তা ধারণ করে।

জ্যাসপারের চোখের নিচে হালকা রেখা দৃশ্যমান ,যা তার অভিজ্ঞতার গল্প বলে। এসব রেখা তাকে আরও আকর্ষণীয় করে তুলেছে,ঘন কালো চুলগুলি মৃদু ঢালু আকারে পেছনে আঁচড়ানো।তার ঠোঁট পাতলা ধনুকের মতো বাঁকা,জ্যাসপারের ঠোঁটজোড়া একেবারে ড্রাগন ফলের মধ্যাংশের মতো—যা রঙিন রণেলু দিয়ে সাজানো, গাঢ় বেগুনি আর গোলাপী

রঙের মিশ্রণ এক কথায় রক্তিম বেগুনি ঠোঁটজোড়া। অতিরিক্ত ফর্সা চেহারার সাথে তার ঠোঁটজোড়া ফুটে উঠেছে।

জ্যাসপারের মুখের গঠন তীক্ষ্ণ, উঁচু গালের হাড় আর সোজা নাকের কারণে তার চেহারায় শক্তিশালী চরিত্রের পরিচয় ফুটে ওঠে।

জ্যাসপার সাধারণ পোশাক পরলেও, তার ব্যক্তিত্বের দীপ্তি চারপাশের পৃথিবীকে আলোকিত করে ফেলবে। ফিওনার হৃদয়ে অদ্ভুত অনুভূতি উথলে উঠে। সে উপলব্ধি করে, এই সৌন্দর্য ভাষায় প্রকাশ করার মতো নয়— এমনকি তার নিজস্ব মনের কথা বলার সক্ষমতাও হারিয়ে গেছে।

“এই পুরুষটি কি সত্যিই পৃথিবীর?” তার মনে প্রশ্ন জাগে। “সে অন্য কোনো জগতের লোক?” ফিওনা ভাবতে থাকে।

জ্যাসপারের মুখে যে আত্মবিশ্বাসের ছাপ, তা মনে হবে অন্য কোনো জীবের গুণ। তার চেহারার গঠন, প্রতিটি বৈশিষ্ট্য এমন নিখুঁত, প্রকৃতি নিজ হাতে তাকে নির্মাণ করেছে।যা শুধুমাত্র রূপকথার রাজপুত্রদের

জন্যই সংরক্ষিত ছিল।ফিওনা এক ভিন্ন জগতের মায়াবী আবেশে হারিয়ে গেছে, যেখানে সৌন্দর্য তার চেতনা গ্রাস করে নিয়েছে। জ্যাসপারের অলিভ গ্রিন চোখের জাদুকরি আলোয় সে বিমোহিত।

বারবার ঢোক গিলতে গিলতে তার গলা শুকিয়ে যাচ্ছে, প্রতিটি নিঃশ্বাসের সঙ্গে অস্থিরতা বাড়ছে।

হাত-পা কাঁপতে শুরু করেছে ফিওনার, তার দেহের প্রতিটি অঙ্গাবরণে রোমাঞ্চের শিহরণ বয়ে যাচ্ছে।

এই অদ্ভুত পরিস্থিতির প্রতি নজর রেখে, জ্যাসপার দ্রুততার সাথে নিজের মুখের মাস্ক আর চোখের চশমা পুনরায় পরিধান করে।

জ্যাসপার সামান্য চুটকি বাজিয়ে ফিওনার হুঁশ ফেরাতে চেষ্টা

করলো,সপ্নের পৃথিবী থেকে তাকে সজাগ করে তুলতে চাইলো।

ফিওনার মস্তিষ্কে আলোড়ন তুলে দিয়ে, এই মহৎ যুবকের সৌন্দর্য তাকে মন্ত্রমুগ্ধ করে রেখেছিলো।

আর এখন সে বাস্তবের মুখোমুখি, প্রতিটি অনুভূতির পিঠে জেগে ওঠা অসংখ্য প্রশ্ন নিয়ে।

“এই জন্যই বুঝি আপনি সব সময় আপনার চোখমুখ ঢেকে রাখেন?”
ফিওনা কিছুটা মজার সুরে বললো,
“খোলামেলা ভাবে হাঁটলে আশেপাশের সব মেয়েরা নিশ্চয়ই হুমড়ি খেয়ে পড়বে।”
জ্যাসপারের মুখে মৃদু হাসি ফুটে ওঠে এক রহস্যের ইঙ্গিতের মতো।“তবে এবার বন্ধুত্বটা ফাইনাল

করা যাক,” জ্যাসপার বললো নিজের হাত বাড়িয়ে দিয়ে ফিওনার দিকে। ফিওনাও স্বতঃস্ফূর্তভাবে তার সাথে হাত মেলায়, কিন্তু মুহূর্তেই হাত সরিয়ে নেয়। কারণ,জ্যাসপারের গায়ের তাপমাত্রা ছিল অবিশ্বাস্যরকম উচ্চ—প্রায় ১২০°F (প্রায় ৪৮.৮°C) “আপনার তো জ্বর এসেছে! ডক্টর দেখাননি?” ফিওনা অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করে।

জ্যাসপার কিছুটা ভিমড়ি খেয়ে যায়। আসলে,এটাই তো তার প্রকৃত তাপমাত্রা। সে যে মানব নয়, বরং ড্রাগন, তা ভুলে গেছে। ড্রাগনের শরীরের তাপমাত্রা স্বাভাবিকভাবে এতটাই বেশি হয়।

কিন্তু পৃথিবীতে আসার সময় জ্যাসপার বিশেষ ক্যামিকেল ডোজ নিয়ে এসেছিলো যার নাম "অ্যাসপিরাথ" আজকে সেই বিশেষ

ক্যামিকেলি থরের ডোজ নিতে ভুলে গিয়েছিল।

এই মেডিসিনটি গ্রহণ করলে ২৪ ঘণ্টা পর্যন্ত তার তাপমাত্রা স্বাভাবিক থাকে পৃথিবীর ন্যায়।

“এতোটা জ্বর নিয়ে এখানে আসাটা কি সত্যিই জরুরি ছিল?” ফিওনা কিছুটা উদ্বেগে প্রশ্ন করে।

“সমস্যা নেই,” জ্যাসপার হাসিমুখে উত্তর দেয়, “ডক্টর দেখিয়েছি

মেডিসিন নিচ্ছি, বিশ্রাম করলেই সব ঠিক হয়ে যাবে।” জ্যাসপার মনে মনে একটু চিন্তিত হয়।“তবে তুমি আগে এটা বলো, আমার সাথে ফ্রেন্ডশিপ করতে রাজি কি না?”

ফিওনা জ্যাসপারের দিকে তাকিয়ে একটা প্রশান্ত হাসি দেয়। “হ্যাঁ, অবশ্যই। জানেন,এই প্রথম আমার জীবনে কোনো পুরুষ বন্ধুত্বের হাত বাড়িয়ে দিয়েছে।”

“এটা সত্যি আমার জন্য স্পেশাল মোমেন্ট,” ফিওনা উল্লসিত হয়ে বলে, “এখন থেকে আমরা বন্ধু।”

রাতের হিমেল বাতাসে ফিওনার শরীর কাঁপছিল, পাতলা টপসটি শীতের প্রকোপ থেকে তাকে কোনোভাবেই রক্ষা করতে পারছিল না। জ্যাসপার সেদিকে এক ঝলক তাকাতেই ফিওনার কম্পিত দেহ তার চোখ এড়ায় না। নির্লিপ্তভাবে

নিজের ভারী, বাদামী রঙের ওভারকোটটি খুলে ফিওনার দিকে বাড়িয়ে দেয়।

ফিওনা প্রথমে কিছুটা দ্বিধায় পড়লেও, কোটটির উষ্ণতা তার শীতার্ত দেহের প্রয়োজন পূরণের একমাত্র অবলম্বন মনে হয়। কোটটি কাঁধের ওপর ফেলে শরীর জড়াতেই, তার নাকে মৃদু এক অপার্থিব সুগন্ধি আঘ্রাণ লাগে। সুগন্ধিটি জ্যাসপারের

মতোই অনন্য—সন্দল কাঠের (স্যান্ডেল উড) মিষ্টি গভীর গন্ধ।

কোটটি এতটা উষ্ণ ছিল যে,ফিওনার সমস্ত ঠান্ডা মুহূর্তেই গলে গেল। তার হৃদয় দ্রুত চলছিল, কিন্তু তা কি শীতের কারণে, নাকি কোটের সাথে মিশে থাকা সেই অতিজাগতিক সত্ত্বার জন্য?

“ঠিক আছে, তবে চলো, তোমাকে বাসায় পৌঁছে দেই,” জ্যাসপার

বললো। আর দুজনে একসাথে গাড়ির দিকে এগিয়ে গেলো।গাড়িটি ছিল উজ্জ্বল সাদা রঙের কনভার্টিবল, যার ছাদটা খুলে দেয়া যায়। ফিওনা গাড়ির সামনের সিটে বসে আছে, আর জ্যাসপার ড্রাইভ করছে। গাড়ির জানালাগুলো খুলে দিতেই বাতাসে হালকা সুরভি ছড়িয়ে পড়ে।

ফিওনা বারবার জ্যাসপারের দিকে তাকাচ্ছে, এই প্রথমবারের মতো

একজন বন্ধু পেয়ে সে অত্যন্ত আনন্দিত। যদিও জ্যাসপার তার দিকে না তাকিয়েও তা বুঝতে পারছে, কিন্তু সে কিছু বলেনা।

ভার্সিটির সামনে এসে যখন গাড়িটি থামে, ফিওনা জ্যাসপারকে বিদায় জানিয়ে নেমে পড়ে। কিন্তু মনে হয়, বিদায় বলার সময় কিছু একটি প্রায় অসমাপ্ত রয়ে গেছে। আবার কিছু মনে পড়ে যাওয়ার মতো মুখ করে

জানালার কাঁচের সামনে এসে টোকা দেয়।“আপনার সাথে যোগাযোগ করবো কিভাবে?” ফিওনা জানতে চায়।

“এটা নাও,” জ্যাসপার তার ইমেইল অ্যাকাউন্ট দিলো।

ফিওনা দ্রুত তথ্যটিকে মনে রাখে।

“ঠিক আছে, আমি পরে আপনার সাথে যোগাযোগ করবো,” সে আশ্বাস দেয়।

জ্যাসপার রহস্যময় হাসি দিয়ে গাড়ি স্টার্ট দেয়। গাড়িটি দ্রুত গতিতে এগিয়ে চলে।

ফিওনা গাড়ির পিছনে দাঁড়িয়ে, তার মন খুঁজে পায় সেই স্বপ্নের মতো মুহূর্তগুলিকে, যেখানে বন্ধুত্বের সুবাস আর অজানা আগ্রহের গন্ধ মিশে আছে।

ফিওনার মনে হঠাৎ করে ঝলক দেয়, “ও হো মিস ঝাং এর সাথে

দেখা করতে হবে!” সে দ্রুত পদক্ষেপে বাড়ির দিকে বেরিয়ে পড়ে।

গ্র্যান্ডপা অনুপস্থিত থাকার কারণে ফিওনার হৃদয়ে শূন্যতা ছিল, তবে সে জানে যে মিস ঝাং-এর সাথে দেখা করা তার জন্য কতটা জরুরি। বাড়ির ভেতরে প্রবেশ করে, সে চারপাশে তাকায়, কিন্তু মিস ঝাংকে কোথাও দেখতে পাচ্ছে না। একটানা

দৃষ্টিতে ঘরগুলো পর্যবেক্ষণ করতে করতে, সে শেষ পর্যন্ত মিস ঝাং-এর ঘরের দিকে পা বাড়ায়।

অথচ, সেখানেই এক ভয়াবহ দৃশ্য তার সামনে এসে উপস্থিত হয়—মিস ঝাং অসুস্থ হয়ে গোঙাচ্ছে। ফিওনার চিৎকার করে তার দিকে ছুটে যায়।

“মিস ঝাং কি হয়েছে আপনার ?”

অবস্থা দেখে বোঝা যায়, মিস ঝাং-এর শারীরিক পরিস্থিতি নিতান্তই

খারাপ।“আপনাকে তাড়াতাড়ি হাসপাতালে নিতে হবে,” ফিওনা এক নিঃশ্বাসে বলে। সে সোজা দৌড়ে বাইরে বেরিয়ে যায় আর রং দ্রুত একটা গাড়ি ডেকে হাসপাতালে পৌঁছায়।

হাসপাতালের সাদা দেয়ালগুলো, ফিওনার হৃদয়ে আরো একবার আতঙ্কের স্রোত প্রবাহিত করে। এখানে সবাই ব্যস্ত, একজন

ডাক্তারকে ডাকতে থাকলেও মনে হয়, সময় থমকে গেছে।

হঠাৎ, হাসপাতালের সাদা আলোতে একটি ডাক্তারের গাঢ় পদক্ষেপ ফিওনার দৃষ্টি আকর্ষণ করে। তাঁর মুখাবয়বটি ফিওনাকে দেখে কিছুটা অবাক হয়ে যায়, তবে সঙ্গে গুরুতর রোগীর কারণে দ্রুত তিনি নার্সদের ডাক দেন, “পেশেন্টকে ভেতরে নিয়ে যেতে হবে!”

ফিওনার হৃদয়ে আতঙ্কের ঢেউ আসে; সে অশ্রুসজল চোখে ডাক্তারকে দেখে কাঁদতে শুরু করে। “প্লিজ ডক্টর, মিস ঝাংকে সুস্থ করুন!” তার কণ্ঠস্বরে কষ্টের বিপর্যয় চলছে, সেই মুহূর্তে তার সমস্ত আশা আর মিস ঝাং এর জন্য দুশ্চিন্তা মিলেমিশে একাকার হয়ে গেছে।“শান্ত হন, মিস ফিওনা,” ডাক্তার মৃদু কণ্ঠে বলেন, কিন্তু তার

গম্ভীর অভিব্যক্তি সব কিছু বোঝাতে সক্ষম।

ফিওনা অবাক দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে, মনে হয় সময় থমকে গেছে।

“এলিসন ফিওনা, রাইট?” ডাক্তারটি বলতে বলতে তার মুখমণ্ডল থেকে মাস্ক খুলে ফেলে।

ফিওনার মনের মধ্যে অস্পষ্ট চিন্তা খেলে যায়।

“আপনি আমাকে কিভাবে চেনেন, ডাক্তার?” প্রশ্নটি তার কণ্ঠে কাঁপছে। মাস্ক খুলতেই এক শিহরণ জাগানো মুখোশের পেছনে লুকিয়ে থাকা এক রূপক যুবকের হাসি ধরা পড়ে।তার মুখাবয়ব স্বর্গীয় সৌন্দর্যের প্রতীক।

“হাই!আমি ডক্টর লিউ ঝান,” ডক্টরটি উজ্জ্বল হাসি দিয়ে জানায়, “মিস্টার ওয়াং লির একমাত্র নাতি।”

ফিওনা স্নিগ্ধ মিষ্টি স্বরে বললো, “আপনি গ্র্যান্ড লির নাতী? কিন্তু আমি তো আপনাকে আগে কখনো দেখিনি?”

“আমি কিছুদিন হলো এই হসপিটালে জয়েন করেছি,” সে বলে “কিন্তু আমার গ্রান্ডফাদার তোমার কথা আমাকে সবসময় বলে আর তোমার ছবিও দেখিয়েছে।তোমার সম্পর্কে তার কথা শুনে মনে

হয়েছে, তুমি এক অসাধারণ রূপবতী নারী।” আর এখন আমার ধারনার থেকেও বেশি সুন্দর তুমি ।

ফিওনার মনের ভেতর সামান্য আবেগের তরঙ্গ খেলে যায় লিউ ঝানের কথায় তবে তার মন আবারও মিস ঝাংয়ের অসুস্থতা নিয়ে চিন্তিত হয়ে পড়ে।

“কিন্তু... মিস ঝাং কেমন আছেন?” ফিওনা উদ্বেগের সঙ্গে প্রশ্ন করে।

“তুমি চিন্তা করো না। আমরা সব ধরনের যত্ন নিবো। আমি অবশ্যই তাকে সুস্থ করে তুলবো,” সে তাকে আশ্বস্ত করলো।

“এটা বেইজিং মেডিকেল সেন্টার,” লিউ ঝান উত্তর দিল, “এখানে আমরা সবসময় রোগীদের সুস্থ করতে আপ্রাণ চেষ্টা করি।”

মিস ঝাং এখন কিছুটা সুস্থ, কিন্তু মিনি স্ট্রোকের ফলে তার শরীরের

দুর্বলতা এখনও স্পষ্ট। ফিওনা বাইরে একটি চেয়ারে বসে ভাবনায় মগ্ন, সেই সময় ডক্টর লিউ ঝান সুগন্ধি কফির কাপ হাতে নিয়ে ফিওনার সামনে উপস্থিত হয়। তার চোখের কোণে মৃদু একটি হাসি।“এই কফিটা তোমার জন্য,” সে বলে, কফির কাপটায় স্নিগ্ধতা রয়েছে। “তুমি বেটার ফিল করবে বলে আশা করি।”

ফিওনা কফির দিকে তাকিয়ে বললো “ধন্যবাদ, ডক্টর। আপনি আসার পর আমার মনে একটু স্বস্তি এসেছে।”

“তাহলে, এবার বলো কোন ভার্সিটিতে পড়ছো?” লিউ ঝান আগ্রহভরে প্রশ্ন করে।

“আমি পিকিং ইউনিভার্সিটিতে পড়ছি,” ফিওনা সোজা হয়ে বসে উত্তর দেয়।

পিকিং ইউনিভার্সিটি? সেখানকার পরিবেশ কেমন?” লিউ ঝান চায়,তার প্রশ্নগুলোর মাধ্যমে নতুন সম্পর্কের সূচনা করতে।

“অসাধারণ। সেখানে পড়াশোনার পাশাপাশি সংস্কৃতির বিভিন্ন দিক আবিষ্কার করার সুযোগও রয়েছে, কিন্তু মাঝে মাঝে খুব চাপ অনুভব হয়।”“এটা খুবই স্বাভাবিক। আমরা যখন উচ্চাকাঙ্ক্ষী হই, তখন চাপ

আমাদের জীবনকে আক্রমণ করে,” লিউ ঝান বললো “তোমার মনোবল কিন্তু অবশ্যই স্ট্রং থাকতে হবে।”

ফিওনা একটু হেসে উত্তর দেয়, “আমার গ্রান্ডপা আমাকে সবসময় বলেছে, ‘যখন কঠিন সময় আসবে, তখন তুমিই নিজেকে স্ট্রং রাখবে।’”“তোমার গ্রান্ডপা মিস্টার চেন শিং তিনি খুবই বিচক্ষণ। আশা করি তুমি তার শিক্ষাগুলো মেনে

চলবে," লিউ ঝান উজ্জ্বল চোখে বললো।

কিছু সময়ের জন্য তারা দুজনেই একে অপরের সাথে আলাপ আলোচিত করে নিল।হাসপাতালের নিবিড় পরিচর্যার সমস্ত আনুষ্ঠানিকতা শেষ। মিস ঝাংকে সম্পূর্ণ সুস্থ হতে আরও কয়েকদিন হাসপাতালে থাকতে হবে, যদিও তাঁর জ্ঞান ধীরে ধীরে ফিরে আসছে। ফিওনা ধীর

পায়ে ওনার কেবিনের দিকে এগিয়ে যায়, ভেতরে ঢুকে মিস ঝাং-এর শীর্ণ মুখাবয়বের দিকে তাকিয়ে কিছুটা স্বস্তি পায়। দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে ফিওনা পাশে এসে বসে।“ওহ, মিস ঝাং, কেমন আছেন আপনি এখন? আমি খুব ভয় পেয়ে গিয়েছিলাম,” ফিওনা বলল, তার কণ্ঠস্বর কাঁপছে আবেগে। তার অশ্রুসিক্ত নয়ন দেখে বোঝা যায় কতটা উদ্বিগ্ন ছিল সে।

ফিওনার কাছে এই পৃথিবীতে প্রিয়জন বলতে কেবল তার গ্রান্ডপা আর মিস ঝাং ছাড়া আর কেউ নেই। তাই তার অন্তরের গভীর থেকে ভয় জাগে—আরও একটি প্রিয় মানুষকে হারানোর ভয়।

মিস ঝাং ধীরে ধীরে ফিওনার দিকে তাকালেন। মুখে কথা বলার শক্তি না থাকলেও এক মৃদু হাসির আভা ফুটে উঠল ঠোঁটের কোণে। তিনি খুব

ধীরে ফিওনার হাতের উপর নিজের কম্পিত হাত রাখলেন, তার চোখে এক অব্যক্ত শান্তনার ভাষা। ফিওনার চোখের পানি দেখে তিনি ইশারায় বোঝাতে চাইলেন—"কেদো না, এই দেখো আমিতো একদম সুস্থ হয়ে গিয়েছি।"ফিওনার হৃদয় উথালপাথাল বয়ে যায়, অজান্তেই ও মিস ঝাং-এর হাত চেপে ধরে, সেই স্পর্শের ভেতর থেকে শক্তি সংগ্রহ করে,

সেই স্পর্শে লুকানো রয়েছে হারিয়ে না যাওয়ার আশ্বাস।

ফিওনা ধীর হাতে ফোনটি উঠিয়ে নিলো। ফোনের অপরপ্রান্তে গ্র্যান্ডপা। তীব্র উৎকণ্ঠার সুর ফিওনার গলায়, “গ্র্যান্ডপা, মিস ঝাং এর অবস্থা খুবই গুরুতর ছিলো। স্ট্রোক হয়েছে, তবে এখন ধীরে ধীরে জ্ঞান ফিরছে।”

ফোনের ওপাশ থেকে এক অজানা নীরবতা ভেসে এলো, যা গ্রান্ডপার উদ্বেগের প্রতিচ্ছবি। দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলে গ্র্যান্ডপা বললেন, “ফিওনা, আমি খুবই উদ্বিগ্ন। কিন্তু আমি এখান থেকে এখনই আসতে পারবো না, কাজের চাপ প্রচণ্ড। তবে তোমাকে মিস ঝাং-এর খেয়াল রাখতে হবে,সে এখন খুবই দুর্বল। আর তুমি নিজেও সাবধানে থেকো, ফিওনা।”

গ্র্যান্ডপা'র কণ্ঠে গভীর তাগিদ, আকাশের নক্ষত্রগুলোও মুহূর্তে থমকে দাঁড়ালো। ফিওনা তাঁর প্রতিটি শব্দকে মনের গভীরে অনুভব করলো। সেই শীতল সুরের ভেতর ছিলো অনিশ্চয়তার ছায়া, তার মনের কোণে ভীতির এক অদৃশ্য দানা বেঁধে উঠলো।"গ্র্যান্ডপা, চিন্তা করো না। আমি মিস ঝাং এর পাশে আছি," ফিওনার কণ্ঠে মৃদু

দৃঢ়তা।”তবে তুমিও সাবধানে থাকবে আমি তোমার জন্যও চিন্তিত।”

ফিওনার অন্তরে এক শূন্যতা, তবে দায়িত্বের ভার নিজের কাঁধে তুলে নিলো।

ফিওনা হসপিটাল থেকে ক্লান্ত শরীরে ডরমিটরিতে ফিরে আসে। দরজাটা হালকাভাবে ঠেলে ভেতরে প্রবেশ করতেই দেখতে পায় লিয়া বিছানায়

বসে, হাতে মোবাইল ধরা। মোবাইলের আলোয় লিয়ার মুখটা স্পষ্ট দেখা যায়, তবে তার চোখে অজানা চিন্তার ছাপ।

ফিওনাকে দেখেই লিয়া হঠাৎ উঠে দাঁড়ায়। কণ্ঠে স্পষ্ট উদ্বেগ মিশে আছে, “কোথায় ছিলে তুমি? আর ফোন ধরোনি কেন? আমি কতবার কল করেছি জানো? আমি ভীষণ চিন্তিত ছিলাম!”

ফিওনা ধীরে ধীরে বিছানার পাশে এসে বসল। লিয়ার উদ্বিগ্ন প্রশ্নগুলো ফিওনার মনে মুহূর্তে বিদ্ধ হলো। ফিওনার মনে হচ্ছিলো, লিয়ার প্রশ্নগুলো তার মনের গোপন রহস্যগুলো উন্মোচন করে দিচ্ছে।

কিছুক্ষণ নীরব থেকে ফিওনা মৃদু স্বরে বলতে শুরু করলো, “মিস ঝাং হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়েছিলো। তাকে নিয়ে হসপিটালে যেতে হয়েছিল।

স্ট্রোক হয়েছিল, তবে এখন অনেকটা সুস্থ। আমি শুধু তার সাথে ছিলাম, তাই ফোনটা খেয়াল করতে পারিনি।”লিয়ার মুখের রেখায় মৃদু চিন্তার ছাপ পড়ে। তবে ফিওনা সব বললেও জ্যাসপারের বিষয়টি এড়িয়ে যায়, মনের কোন এক গভীর গোপন কোণে সেই স্মৃতিটা একান্ত বন্দি করে রাখলো।

লিয়া দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বলে, “তুমি খুব চিন্তায় ফেলে দিয়েছিলে আমাকে। কিন্তু যাই হোক, এখন তুমি ফিরে এসেছো, এটাই তো সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ।”

কিছুক্ষণ বিশ্রামের পর ফিওনা ধীরগতিতে উঠে বসে। রাত গভীর, চারদিকে নীরবতা বিরাজ করছে। সে নিজের ল্যাপটপটা টেনে নিয়ে এসে ডেস্কের সামনে চেয়ারে বসল।

পর্দার মৃদু আলো তার মুখে পড়তেই তার চিন্তাগুলো আরও গভীর হলো। সে ই-মেইলটা খুলল—জ্যাসপারের মেইল,মনে অজানা উদ্বেগ। ইনবক্সে এক মুহূর্ত চুপ করে থাকার পর সাহস করে কয়েকটা শব্দ টাইপ করে পাঠাল:

“Hi, I’m Fiona.”

প্রান্তিক নীরবতা তাকে ভীষণভাবে গ্রাস করলো। কোনো উত্তর নেই।

ফিওনার মনে হতাশার ছায়া স্পষ্ট হলো, ধৈর্যচ্যুত হতে হতে ল্যাপটপটা বন্ধ করার উপক্রম করলো। ঠিক তখনই পর্দায় শব্দ ভেসে এলো, রিপ্লাই।

“এখনো জেগে? আর এত রাতে টেক্সট?”

ফিওনার চোখে এক ঝলক আলো খেলে গেল। সে জ্যাসপারকে তার মনের ভার একে একে খুলে বলতে

শুরু করল—মিস ঝাংয়ের অসুস্থতা, নিজের একাকীত্ব, তার সমস্ত অনুভূতির তিক্ততা, ফিওনার প্রতিটি শব্দ নিজের অন্তরের গোপন কষ্টগুলোকেই ব্যক্ত করছিল। জ্যাসপার মনোযোগ দিয়ে শুনল, তবে তার মনের গভীরে অপ্রকাশিত অস্থিরতা কাজ করছিল। ফিওনার মেসেজগুলো পড়তে পড়তে তার ভ্রু

কুঁচকে উঠল। মনে মনে সে চাপা স্বরে বলল,

“উফ,সাচ আ ব্লাডি ফুলিশ হিউম্যান! এদের ইমোশনগুলো দেখলে আমার মেজাজ খারাপ হয়ে যায়। মানুষের এই আবেগ-অনুভূতি কি এতটাই প্রয়োজনীয়? যাই হোক,আমার মিশন বড়। এতটুকু আবেগী ন্যাকামি সহ্য করতেই হবে।

জ্যাসপার, নিজেকে নিয়ন্ত্রণ কর। টেম্পার হারালে কিন্তু চলবে না।” নিজেই নিজকে বলতে লাগলো।

তবুও জ্যাসপার তার মুখে কোনো অস্বস্তির ছাপ না ফেলে, বরং তার বার্তায় ফিওনাকে শান্ত করতে শুরু করে:

“ফিওনা, আমি জানি, এই সময়টা এখন তোমার জন্য অন্তত কঠিন। তোমাকে শান্তনা দেয়ার ভাষা আমার

নেই তবে এতটুকু বলবো ধৈর্য ধরো, সব ঠিক হয়ে যাবে। আই নো, ইউ আর এ স্ট্রোং গার্ল।”

জ্যাসপারের কথাগুলো মিথ্যা হলেও ফিওনাকে শান্ত করার উদ্দেশ্যে। নিজেকে সংযত করে রাখতে হবে সে জানে কারণ তার সামনে এক বিশাল দায়িত্ব। মনের ভেতরে বিরক্তির স্রোত উথালপাথাল করলেও বাইরে সে দেখায় ঠান্ডা বুদ্ধিমত্তা।

কিছুক্ষণ আলাপ শেষে, ফিওনা ক্লান্ত মনে জ্যাসপারকে শুভরাত্রি জানিয়ে ঘুমোতে চলে যায়। অপর দিকে, জ্যাসপার কম্পিউটারের সামনে এখনো বসে। ওর মনের গভীরে তীব্র অস্থিরতা জমতে শুরু করে। এতক্ষন যাবত মানবীয় আবেগের সাথে জড়িয়ে থাকা এই ফালতু কথোপকথনগুলো ওর মেজাজের ওপর এক অদ্ভুত ভার তৈরি করছে।

ভ্রু কুঁচকে, জ্যাসপার গভীর শ্বাস নিয়ে নিজেকে সামলাতে চেষ্টা করে,কিন্তু মনের মধ্যে একটা সুতীব্র আকাঙ্ক্ষা বারবার ওকে তাতিয়ে তুলছে।

“উফ, কতক্ষণ ধরে এই মানবী মেয়েটার সঙ্গে এত নিরর্থক বকবক করতে হলো!”

জ্যাসপারের মনে ইচ্ছে করছিল মুখ দিয়ে হুংকার ছেড়ে পুরো ল্যাবটাকে

আগুনের জ্বলন্ত শিখায় পরিণত করতে। তার শরীরের ভিতর দিয়ে প্রবাহিত ড্রাগনীয় শক্তি এক মুহূর্তের জন্যে ছাপিয়ে উঠল,মনে হলো সামান্যতম সুযোগ পেলেই চারিদিকে আগুনের গোলা বর্ষণ করবে। কিন্তু ঠিক তখনই, ল্যাবের দরজায় ধীর পায়ে আরেকজন ড্রাগনের প্রবেশ ঘটে।জ্যাসপার তার মেজাজ সামলাতে না পেরে টেবিলের ওপর

মুষ্টি আঘাত করল। রাগে তার চোখ দুটো আগুনের মতো জ্বলছিল। সেই মুহূর্তে থারিনিয়াস রুমে প্রবেশ করল, মুখে কঠিন এক দৃঢ়তার ছাপ।

সে ধূসর রঙের ড্রাগন, চেহারায় মৃদু দীপ্তি ছড়াচ্ছে, তবে মানবরূপে। তার উপস্থিতি বিশেষ গুরুত্ব বহন করছে।সে ছিল ভেনাসের অন্যতম শক্তিশালী প্রয়োজনীয় আর

জ্যাসপারের প্রিয় ড্রাগন সদস্য, নাম তার থারিনিয়াস।থারিনিয়াসের চোখে বিদ্যুতের মত ঝিলিক, হাতে এক বিশেষ তথ্য নিয়ে সে জ্যাসপারের সামনে দাঁড়াল।জ্যাসপারকে সম্মান প্রদর্শন করে ল্যাবে ঢোকার অনুমতি নিলো।

“প্রিন্স অরিজিন, বিশেষ তথ্য রয়েছে।” থারিনিয়াসের কণ্ঠ গভীর দৃঢ় ছিল,মনে হচ্ছে শতাব্দীকাল ধরে

লুকিয়ে থাকা কোনো গোপন বার্তা সে প্রকাশ করতে চলেছে।

জ্যাসপার চোখ তুলে তার দিকে তাকাল, রাগ ও অবসাদ এক মুহূর্তে মিলিয়ে গেল। সংবিৎ ফিরে পেলো সে,আর বুঝলো থারিনিয়াস যে বার্তা নিয়ে এসেছে, সেটা অবহেলার নয়।“কি তথ্য নিয়ে এসেছো, থারিনিয়াস?” জ্যাসপার ধীর অথচ গভীর কণ্ঠে জিজ্ঞেস করল।

“প্রিন্স আপনার এই রাগটা আপাতত নিয়ন্ত্রণ করুন,” থারিনিয়াস বলল, কণ্ঠে শীতল নিরাসক্তি। “চেন শিং ওয়াং লি ইতোমধ্যেই এথিরিয়নকে অন্য জায়গায় সরানোর পরিকল্পনা করছে।”

জ্যাসপার থারিনিয়াসের দিকে তাকিয়ে কিছুক্ষণের জন্য স্থির হয়ে গেল। “তারা কি পাগল?” সে কঠিন কণ্ঠে বলল। “তারা জানে না

এথিরিয়নকে সরানো মানে কী বিপদ ডেকে আনা!”

থারিনিয়াস মাথা ঝাঁকিয়ে বলল, “তারা জানে না, কিন্তু তারা নিজেদের লাভের কথা ভাবছে। এথিরিয়নের ক্ষমতা ব্যবহার করে ওয়াং লি চিরন্তন জীবন পেতে চায়। আর চেন শিং সারা বিশ্বে খ্যাতিমান হবার আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ করতে চায়। আমরা যদি দ্রুত কিছু না করি,

তাহলে এথিরিয়নের ড্রাগন শক্তি তাদের হাতের মুঠোয় পড়ে যাবে।”

জ্যাসপার তার দাঁতে দাত চেপে ধরে বলল, “আমাদের আর বেশি সময় নেই। আমরা এথিরিয়নকে রক্ষা করতে পারব না যদি তারা আগে পদক্ষেপ নেয়। এখনই কিছু করতে হবে!”থারিনিয়াস সম্মতি জানিয়ে বলল, “ঠিক প্রিন্স, আমাদের দ্রুত পরিকল্পনা করতে হবে। তারা

যেকোনো মুহূর্তে এথিরিয়নকে সড়িয়ে ফেলবে।”

জ্যাসপার তার চোখে শপথের দিপ্তী নিয়ে বলল, “আমি এথিরিয়নকে কিছুতেই সড়িয়ে ফেলতে দেবো না, আর ড্রাগন শক্তি হাসিলও করতে দিবো না ।”

জ্যাসপার গভীর চিন্তায় নিমগ্ন হয়ে কিয়ৎক্ষন নিরবতায় ডুবে থাকল। ভ্রূ কুঁচকে রুমের দেয়ালের দিকে

তাকালো মস্তিষ্কে দ্রুত একের পর এক পরিকল্পনার ছায়া খেলা করছে। সে জানে, এই মুহূর্তের প্রতিটি সিদ্ধান্ত কতটা গুরুত্বপূর্ণ। দুই-একদিনের মধ্যেই তাকে সেই মেয়েটিকে—ফিওনাকে—ল্যাবে নিয়ে যেতে হবে।

এই মানবীটিকে ব্যবহার করেই তাকে দ্রুত পদক্ষেপ নিতে হবে, কারণ এথিরিয়নকে মুক্ত করার সময়

ফুরিয়ে আসছে। জ্যাসপার অনুধাবন করতে পারছিল, যদি এক মুহূর্তও দেরি হয়, তাহলে চেন শিং আর ওয়াং লির অপকৌশল সফল হয়ে যাবে আর এথিরিয়নের শক্তি তাদের হাতের মুঠোয় চলে যাবে।

“যেকোনো উপায়ে তাকে সেখানে নিয়ে যেতে হবে,” জ্যাসপার মনে মনে সংকল্প করল। হাড়ের গভীরে

ঠাণ্ডা এক অনুভূতি ওর শরীর জুড়ে ছড়িয়ে পড়ল।

জ্যাসপারের মস্তিষ্কে এবার আর কোনো সন্দেহ রইল না—এখানে ইতস্তত করার সময় নেই।স্যামুয়েল হার্ডিং লন্ডনের প্রবাদপ্রতিম বিজ্ঞানী, তার বিশাল ল্যাবরেটরির মধ্যস্থলে গভীর এক ষড়যন্ত্রে মগ্ন। নিস্তব্ধ রাতে ল্যাবের আলো আধাঁরের ভেতর দাঁড়িয়ে রয়েছে মিস্টার চেন

শিং তার পাশে অতি সূক্ষ্ম পরিকল্পনার জালে বোনা ওয়াং লি। দু’জনের মস্তিষ্কের সূক্ষ্ম কূটকৌশল এখন কেন্দ্রবিন্দু হয়ে দাঁড়িয়েছে—এথিরিয়নকে চীন থেকে সরিয়ে ফেলার জন্য।

“এবার সময় এসেছে, চীন আর নিরাপদ নয়।” চেন শিং ক্ষীণস্বরে বললেন,তার প্রতিটি শব্দ ভারি আর গভীর চক্রান্তের পরিচয় বহন

করছে।ওয়াং লি তার সৎবিত্তের প্রয়োগে আরও এক ধাপ এগিয়ে বলেন, “আর যদি সেই অভিশপ্ত জ্যাসপার ড্রাগন লন্ডনে এসে হাজির হয়? তাকে বিনাশ করতে হবে। অন্যথায় সে আমাদের সব পরিকল্পনা নস্যাৎ করবে।”

চেন শিং’র ঠোঁটের কোণে এক ঠাণ্ডা হাসি ফুটে উঠল। “জ্যাসপার আসলে তাকে এখানে বন্দী করব, অথবা

শেষ করে ফেলব। এথিরিয়ন মুক্ত হতে পারবে না।”

আকাশের বাতাস থেমে গেল। এথিরিয়নের মুক্তি নিয়ে চেন শিং আর ওয়াং লির এই পরিকল্পনা তীক্ষ্ণ, ভয়ঙ্কর আর নিঃসন্দেহে পৃথিবী পরিবর্তনের শক্তি ধারণ করছে।সকালবেলার সূর্যালোকে ভিজে ভার্সিটির পথ ধরে ধীরে ধীরে এগিয়ে যাচ্ছিলো ফিওনা আর লিন।

ক্লাস শেষের ক্লান্তি তাদের চেহারায় মাখা থাকলেও, এক কাপ কফির আশায় তারা কফি শপের দিকে পা বাড়ায়। পথের ধারে, এক মুহূর্তে ফিওনার চোখ আটকে গেল—দূরে একটি সাদা রঙের বিলাসবহুল গাড়ি "The Scholar's Brew".কফি শপের থেকে একটু সামনেই সেই গাড়িটা দাঁড় করানো যার দরজা ধীরে ধীরে খুলছে। ফিওনার দৃষ্টি

বিস্ফোরিত হলো, বিস্ময়ের ঢেউয়ে ভেসে উঠলো মনের গহীন প্রান্তে— সেখানে দাঁড়িয়ে আছে জ্যাসপার, মাস্ক আর সানগ্লাস ছাড়া।

তার সেই চিরাচরিত শীতল ভঙ্গি আর তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে, সূর্যের রশ্মিতে বর্ণিত এক দেবদূত। তার রূপ এ জগতের নয়, সোনালী রশ্মির প্রতিফলনে গায়ের উজ্জ্বলতা ঠিকরে পড়ছে, তার সাদা ফর্মাল শার্ট আর

কালো প্যান্টের সাথে কোনো মানবিক রূপের ছাপ পড়ছে না। শার্টের তিনটি বোতাম খোলা, হাতা গোটানো,তার প্রতিটি পেশী চিন্ময় শক্তিতে উদ্ভাসিত।ফিওনার চোখের সামনে এক মূর্ত রূপে ঈশ্বরীয় সৌন্দর্য ধরা দিলো—তার বাম কানে ঝোলানো সাদা পাথরের গোলাকার দুল, যা সূক্ষ্ম অথচ বিশাল। তার গলায় এক অদ্ভুত অলঙ্কারকোনো

প্রাচীন যুগের লকেট, যার রহস্য ফিওনার বোধের সীমা ছাড়িয়ে। তার এক হাতে স্মার্ট ঘড়ি আর অন্য হাতে কংকাল-আকৃতির ব্রেসলেট। তার রচার আঙুলের আঙটিগুলো ভয়ঙ্কর ডিজাইন কোনও কালের মনস্টারকে বন্দি করে রাখার মতো। জ্যাসপার ধীরে ধীরে ফিওনার সামনে অগ্রসর হয়।

তার প্রতিটি পদক্ষেপ মাধ্যাকর্ষণকে অস্বীকার করে, মসৃণ কিন্তু দৃঢ়। সূর্যের সোনালী আভা তার উজ্জ্বল চুলে মিশে গিয়ে সোনালী জ্বলজ্বলে দীপ্তি ছড়াচ্ছে।তার অলিভ-সবুজ চোখে এক ধরণের প্রখর তীক্ষ্ণতা,যা দেখার সাথে সাথে মনের গভীরে পৌঁছে যায়।

ফিওনাকে মুহূর্তেই এক ঘোরের মধ্যে ফেলে দেয়। জ্যাসপারের

খোলা শার্টের কলার থেকে উঁকি দেয়া ঘাড়ে সযত্নে করা সবুজ রঙের ড্রাগন ট্যাটুটি তার স্বর্গীয়,অথচ ভয়ঙ্কর, অবস্থানের নিদর্শন। জ্যাসপার নিঃশব্দে তার সামনে এসে দাঁড়ায়—

ফিওনার চোখ বিস্ফোরিত, সে নির্বাক।তবে ফিওনার মনোযোগ টেনে নেয়—জ্যাসপারের ডান ঘাড়ে এক অদ্ভুত ট্যাটু। ট্যাটুটির আকার

এতই বিস্ময়কর যে মনে হচ্ছে চামড়ার অংশ, তার শিরা উপশিরার মতো মিশে গেছে শরীরে। সবুজ রঙের এই ট্যাটু, কাঁধ থেকে কানের নিচ পর্যন্ত বিস্তৃত,ড্রাগনের ছাঁচে গড়া। এর উজ্জ্বলতা এমন যে, স্বাভাবিক ট্যাটু বলে মনে হয় না।

ফিওনার মস্তিষ্কে সমস্ত শব্দ বন্ধ হয়ে গেছে। একমাত্র অনুভূতিটুকু এখন তার সামনে দাঁড়িয়ে থাকা

জ্যাসপার,যে একাধারে রহস্যময়, ভয়ঙ্কর আর অতুলনীয়ভাবে আকর্ষণীয়।

ফিওনা এক নিমেষে পুরো বিশ্ব থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল। তার মনে হচ্ছিল, প্রতিটি মুহূর্ত স্ফটিকের মতো স্বচ্ছ,আর তার সামনে দাঁড়িয়ে থাকা জ্যাসপার এক মায়াবী অঙ্কুর—এক অদ্ভুত মূর্তিমান রূপকথার রাজপুত্র।

তবে যে জিনিসটি সত্যিই তাকে হতবম্ব করে রেখেছিল, তা ছিল তার পাশে থাকা লিন। লিনের মুখাবয়ব এক রকম অবশীলন, চোখের পাতা একেবারে আটকে গেছে।সে এক অজানা রাজ্যে হারিয়ে গেছে, যেখানে এতদিন সে কল্পনা করেও দেখতে পায়নি এমন এক সুদর্শন পুরুষ।

লিনের চিত্তাকর্ষক দৃষ্টি তখন জ্যাসপারের ঠোঁটের দিকে নিবদ্ধ-

রক্তিম বেগুনি সেই ঠোঁট সুর্যের আলোতে রাঙানো গোলাপের পাপড়ি।ফিওনার মনোযোগ সম্পূর্ণরূপে লিনের প্রতিক্রিয়ার উপর কেন্দ্রীভূত।

জ্যাসপার সামনে এসে দাঁড়িয়ে থাকার ফলে একটি শক্তিশালী চুম্বকীয় ক্ষেত্র তৈরি হয়ছে,ফিওনার হৃদস্পন্দন ত্বরান্বিত হয়ে ওঠে।

জ্যাসপার অরিজিন গলা সামান্য খাকিয়ে নিলো। তার কণ্ঠস্বরে অদ্ভুত মাধুর্য ছিল পৃথিবীর সব ক্লান্তি আর বিষাদকে দূরে সরিয়ে এক স্নিগ্ধ অনুভূতি ছড়িয়ে দিলো। “কি হলো, এভাবে কি দেখছো? কোথায় যাচ্ছিলে তোমরা?” প্রশ্নটি ছিল খোলামেলা, কিন্তু তার চোখের চাহনি এক অসীম গভীরতা বয়ে নিয়ে আসলো।

ফিওনা কিছুটা অপ্রস্তুত হয়ে বললো, “আপনি ভার্সিটির সামনে এই সময় কি করছেন?”

জ্যাসপার হেসে উত্তর দিলো “এখানে কিছু কাজ ছিল। কিন্তু তোমাকে দূর থেকে দেখলাম তাই চলে আসলাম ভাবলাম আজ ভালো করে আড্ডা দিয়ে যাই।”

লিন, ফিওনার পাশে দাঁড়িয়ে, হঠাৎ উপলব্ধি করল যে এই সুদর্শন

পুরুষটি ফিওনার পরিচিত। সে দ্রুত ফিওনার দিকে তাকাল, ফিওনা বিষয়টি বুঝতে পেরে, সংকোচনমুক্ত কণ্ঠে বলল, “ও হচ্ছে লিন,ও আমার খুব ভালো বন্ধু।

আর এই হল জ্যাসপার অরিজিন,যিনি আমাকে সেদিন বাঁচিয়েছিল।”

লিনের মুখে এক চকচকে হাসি ফুটে উঠল, কিন্তু তার হৃদস্পন্দন তার

সঠিক সঙ্গতি হারিয়ে ফেলছে। সে অনুভব করল, এই ব্যক্তির নাম শুনেই সে প্রায় অজ্ঞান হতে বসেছে। মুহূর্তের মধ্যে, সে ফিওনার উপর ঝুঁকে পড়লো,সব কিছু অন্ধকার হয়ে যাচ্ছে।“লিন কি হচ্ছে? স্বাভাবিক থাকো” ফিওনা ফিসফিস করে বলল, “ওনার সামনে এরকম করোনা।”

এখন তাদের সবার মধ্যে এক উত্তেজনাপূর্ণ অবস্থা বিরাজ করছিল। জ্যাসপার এক পা সামনে রেখে বলল, “চল,কফি শপে যাই। কিছুটা রিফ্রেশ হতে হবে।”

জ্যাসপার আগে আগে হাঁটা শুরু করল। ফিওনা আর লিন একটি অদ্ভুত ঝড়ের মধ্যে নিজেদের ধাক্কা দিয়ে পরে গেল,আর সঙ্গী হিসেবে চললো কফি শপে।

“The Scholar’s Brew”.কফি শপের দরজায় প্রবেশের সঙ্গে সঙ্গে,গরম বাতাসে স্নিগ্ধতার ঝোঁক বয়ে যায়। ফিওনা কল্পনাতে ডুবে গেল,মনে মনে ভাবতে লাগলো, কি অদ্ভুত এই মুহূর্ত,যেখানে একটি কফি শপের সাথে জীবনের এমন এক অদ্ভুত পরাবাস্তবতার ছোঁয়া লাগছে।জ্যাসপার চেয়েছিলো ফিওনার সাথে একান্তে কথা বলতে,

কিন্তু লিনের উপস্থিতি তাকে ভীষণভাবে বিরক্ত করছিলো। প্রতিটি মুহূর্তে লিন যেন তাদের দু'জনের মধ্যে এক অদৃশ্য দেয়াল হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। জ্যাসপার নিজেকে শান্ত রাখার চেষ্টা করলেও,তার ভ্রু কুঁচকে উঠছিলো, মনে হচ্ছিলো ফিওনার সাথে এই অপ্রয়োজনীয় তৃতীয় ব্যক্তির উপস্থিতি তার সহ্যের সীমা ছাড়িয়ে যাচ্ছে।

মনে মনে জ্যাসপার ভাবছিল, “এই মেয়েটাকে এখন কি করে সরাবো?”
তবু বাইরে থেকে সে নির্লিপ্ত থাকার চেষ্টা করছিলো, মুখে এক চিলতে হাসি রেখে। ফিওনার দিকে তাকিয়ে ভাবল,”কত সহজে এই মানুষগুলো নিজেরাই নিজেদের জন্য এত বড় জটিলতা তৈরি করে!”
কফি শপের একটি নির্দিষ্ট টেবিলে অবশেষে তিনজন বসেছে।

পরিবেশটা ছিল স্নিগ্ধ কিন্তু ভেতরে একটা অদ্ভুত উত্তেজনা বিরাজ করছিল। জ্যাসপারের মস্তিষ্কের ভাঁজে ভাঁজে ছিলো সংকোচ—এই পৃথিবীর খাবার তার ড্রাগনের শারীরিক প্রকৃতির সাথে খাপ খায় না। বুঝেশুনে, গভীর চিন্তায় মগ্ন হয়ে, সে অবশেষে অর্ডার করে "সুমাত্রা ডার্ক রোস্ট কফি" এ কফির মিশ্রণে যে ঝাঁঝালো মশলার

গন্ধ আর সুমাত্রা দ্বীপের পাথুরে গন্ধ, তা জ্যাসপারের ভেতরের বিস্ময়কে খুঁচিয়ে তোলে, তার রাগান্বিত মনের শান্তির পরশ দেয়।অন্যদিকে, ফিওনা আর লিন একান্তে মেতে ওঠে নিজেদের আলোচনায়। তারা অর্ডার করেছে Cold Brew Coffee— মৃদু শীতল পানীয়, যার চুমুকে চুমুকে তারা মুহূর্তগুলোকে উপভোগ করছে। হাসির ফোয়ারা ছড়িয়ে পড়ে

দুজনের মাঝে, কথাবার্তা গড়িয়ে যায় সহজে। কিন্তু জ্যাসপারের কফিতে মৃদু চুমুক দিতে দিতে তার রক্তের স্রোত ক্রমশ উত্তপ্ত হয়ে উঠছিলো। ওদের এই অবাধ হাসিঠাট্টা আর কথাবার্তা তার স্নায়ুকে অসহনীয় ভারে চেপে ধরছিল। জ্যাসপার এতটাই বিরক্ত ছিলো যে তার পুরো মনোবল দিয়ে সেই রাগকে চেপে রাখার চেষ্টা করছিলো।

কিছুক্ষণ পর, হঠাৎ লিনের মোবাইলে একটি কল আসে। জরুরি কারণে তাকে বাসায় ফিরতে হবে। লিন ফিওনা আর জ্যাসপারকে বিদায় জানিয়ে কফি শপ ছেড়ে চলে যায়। বিদায় নেয়ার মুহূর্তে জ্যাসপারের মনের এক কোণায় স্বস্তির নিঃশ্বাস বইতে শুরু করে—শেষমেশ, ফিওনার সাথে একান্তে কিছু সময় কাটানো যাবে।

কিন্তু ফিওনার মনে ছিল উদ্বেগ। লিনের চলে যাওয়ার পর এই একান্ত মুহূর্তে জ্যাসপারের সাথে একা বসে থাকার অস্বস্তি ক্রমশ বাড়ছিল তার ভেতরে। সেই নিরবতা, চারপাশের সমস্ত শব্দকে ঢেকে দিচ্ছিল।ফিওনা কফিতে একে একে চুমুক দিচ্ছিল ,তবে জ্যাসপারের চোখ থেকে সে কিছুতেই পালাতে পারছিল না।

জ্যাসপার আর সহ্য করতে না পেরে, নিজেই নীরবতার পর্দা ভেঙে জিজ্ঞাসা করল, “তুমি কি অস্বস্তি বোধ করছ?”

ফিওনার চোখে মুহূর্তের জন্য বিস্ময়ের ছাপ ফুটে উঠলো, কিন্তু সে মুখ থেকে কিছু বলার আগেই, জ্যাসপার আবার বলল, “তোমার চুপ করে থাকাটা বেশ অসহ্য লাগছে। আমার মনে হচ্ছে , তুমি

কোনো ব্যাপারে বেশ চিন্তায় আছো।”

ফিওনা মৃদুস্বরে উত্তর দিল, “না... ঠিক তা নয়, আমি শুধু একটু বিভ্রান্ত হয়েছি... আসলে...।”

জ্যাসপার তখন গভীর দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে ফিওনার মনে দোলা দেওয়া প্রতিটি প্রশ্নের উত্তর সে আগেই জানে। তার ঠোঁটের কোণে

এক অদ্ভুত হাসি ফুটে ওঠে, মৃদু, রহস্যময়।

ফিওনার অন্তর্গত অস্বস্তি অবশেষে তার বোধগম্যতার সীমা ছাড়িয়ে গেল। ফিওনা কণ্ঠে এক মৃদু প্রশ্নের সুর তুলে বলল, “আচ্ছা, আপনি কোথা থেকে এসেছেন? আপনাকে দেখে তো চীনের বাসিন্দা মনে হয় না।”

জ্যাসপার নিজের ভেতরের সমস্ত বিচ্ছিন্নতা সংহত করে গম্ভীর সুরে জবাব দিল, “আমি গ্রিসের পেট্রা শহরের অধিবাসী। এখানে এক বিশেষ কাজের খাতিরে এসেছি।”ফিওনা থমকে গেল, চোখের মণিতে বিস্ময়ের ঝলকানি। “সত্যিই? আপনি গ্রিসের?” তার কণ্ঠের অভ্যন্তর থেকে আবেগ ছলকে উঠল। “জানেন, আমার

জন্মও গ্রিসের পেট্রা শহরে! আমার বাবা ছিলেন ওখানকার বিখ্যাত বিজ্ঞানী।”

জ্যাসপারের চোখের কোণায় একপ্রকার হতচকিত অভিব্যক্তি ফুটে উঠল, যদিও তা ছিল খুবই অল্পক্ষণের জন্য। সে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে বলল, “তুমি তাহলে গ্রিসের? তবে এখানে চীনে কেন?”

ফিওনা মৃদু দীর্ঘশ্বাস ফেলে, বিষাদমাখা কণ্ঠে উত্তর দিল,"আমি আমার গ্রান্ডপার কাছে থাকি। আমার মা ছিলেন চীনের, আর বাবা গ্রীসের —তাঁরা দুজনেই এক দুর্ঘট*নায় আমার ছোটবেলায় মা'রা যান।"

জ্যাসপারের মনে মুহূর্তের জন্য এক অপ্রত্যাশিত বিরক্তির স্রোত বয়ে গেল।এসব তার কাছে মানবজাতির চিরস্থায়ী দুর্বলতা। সে মুখে কিছু না

বললেও, ভেতরে ভেতরে ফুঁসে উঠল, ‘উফ্! শুরু হলো আবার এই বিরক্তিকর মানবিক আবেগের গল্প! এই হিউম্যানরা এমন ইমোশন কোথা থেকে পায়? ভাগ্যিস, আমার ভেতরে এসব অসহ্য আবেগের কোনো প্রোগ্রামিং নেই।’তার চোখে ভ্রু সামান্য কুঁচকে উঠল, কিন্তু মুখে তখনও রহস্যময় শান্তি বিরাজমান ছিল। ফিওনার এই কথাগুলো তার

কাছে ছিল মানসিক এক বোঝার মতো, যা সে পুঙ্খানুপুঙ্খ বিশ্লেষণ করতে চাইছিল না।

জ্যাসপারের প্রশ্নটি হঠাৎ ভেঙে দিল ফিওনার চিন্তার ধারা। "খুবই দুঃখজনক ঘটনা তোমার জন্য, দুর্ঘটনা কীভাবে হয়েছিল? আর তুমি তখন কতোটুকু?" সে বলল, কৌতূহল আর অল্প আশঙ্কা মিশ্রিত কণ্ঠে।

ফিওনা একটু দ্বিধায় পড়ে গেল। “আজকে বাদ দেই। আরেকদিন বলব,” ফিওনা বলল, কিছুটা দুঃখ নিয়ে। অন্তরালে, জ্যাসপার একটি স্বস্তির নিশ্বাস ফেলল।

এবার ফিওনার কৌতূহল আবার জাগল। “আচ্ছা, আপনি চীনে কিসের জন্য এসেছেন?কোন বিশেষ কাজে?” সে প্রশ্নটি করল, কিন্তু তার

দৃষ্টি ঘুরে ঘুরে জ্যাসপারের মুখাবয়বের দিকে আসছিল।

জ্যাসপার বিষয়টি ভালোভাবে অনুভব করল। “কি হলো,আমার দিকে তাকাতে অস্বস্তি বোধ করছো?” তার কণ্ঠে এক রাশ মৃদু কৌতূহল ছিল।

ফিওনা কিছুটা লজ্জিত হয়ে বলল, “আপনি আজকে মাস্ক আর সানগ্লাস ছাড়া আসলেন কেনো?”

জ্যাসপার চোখের কোণে এক কৌতূহল নিয়ে বলল, “ওইগুলো একটা বিশেষ কারণ একদিনই পড়েছিলাম, এখন আর দরকার নেই।”ফিওনা আশেপাশে তাকাতেই দেখতে পেল, সেখানকার প্রতিটি মেয়ের চোখ জ্যাসপারের প্রতি ধাবিত। অসাধারণ সেই যুবকের প্রতি তাঁদের মুগ্ধতা তার মনে অস্বস্তির ঢেউ তুলে দিল। একটি

ক্ষণস্থায়ী রাগ উন্মোচিত হল তার মুখাবয়বে। সে দৃঢ়কণ্ঠে বলল, “পরেরবার মাস্ক আর সানগ্লাস পড়েই আসবেন।”

জ্যাসপারের অভিব্যক্তিতে কিছুটা চমক ফুটে উঠল, কিন্তু সে দ্রুত নিজেকে গুছিয়ে নিয়ে হাসল। ফিওনার উক্তি জেলাসির ইঙ্গিত ছিল, যা তাদের মধ্যে অস্পষ্ট সীমারেখা সৃষ্টি করছিল। দুজনের মধ্যকার এই

টানাপোড়েনের আবহাওয়া, তাদের কথোপকথনের মধ্যে সুতোর মতো দুর্বলতা সৃষ্টি করছিল, যেখানে আবেগের সূক্ষ্ম আঁচড় পড়তে থাকল। তবে এই সবকিছুই ফিওনার দিকে থেকে, জ্যাসপারের দিকে থেকে এসব কেবল তুচ্ছ জিনিস।

“আচ্ছা, কি যেনো জিজ্ঞেস করেছিলাম? আপনার বিশেষ কাজ কি চীনে? আমি কি জানতে পারি?”

ফিওনা কিছুটা অনিচ্ছুক কিন্তু কৌতূহলী ভঙ্গিতে প্রশ্ন করল, তার কণ্ঠস্বরে চাপা উদ্বেগ।

জ্যাসপার টেবিলের উপর হাত রেখে কিছুটা গম্ভীর হয়ে বলল, "হ্যাঁ, অবশ্যই! আসলে আমি একটি সায়েন্স ল্যাব তৈরির কাজ করছি গ্রিসে, তো আমার কিছু ধারণা আর অভিজ্ঞতা দরকার, তাই এখানে এসে কিছু ল্যাব ঘুরে দেখতে

চাই।”দূরে থেকে ফিওনা গলা তুলে জানাল, “ওহ, এইটা তো খুব বড়সড় কাজ! আমার গ্রান্ডপা, চেন শিং, চীনের বিখ্যাত বিজ্ঞানী। আমি আপনাকে তার ল্যাবে নিয়ে যেতে পারি।”

জ্যাসপার একটু হতাশার স্বরে বলল, “ও মাই গড, উনি তোমার গ্রান্ডফাদার? উনার নাম অনেক

শুনেছি। তবে উনি তো আমাকে এলাউ করবেন না।”

ফিওনা দ্রুত বলল, “আরেহ, আমি আপনাকে নিয়ে যাবো! গ্রান্ডপা একটা বিশেষ কাজে লন্ডনে গেছেন। এই সুযোগে আপনাকে আমি নাহয় সাহায্য করলাম। এতে তো আর কোনো ক্ষতি নেই, শুধু ল্যাবটা ঘুরেই তো দেখবেন।”

জ্যাসপার বললো,”আর ইউ সওর? তাহলে কবে নিয়ে যাবে ল্যাবে?” জ্যাসপার প্রশ্ন করল, তার কণ্ঠে আগ্রহের ছোঁয়া ছিল।

ফিওনা হাসিমুখে উত্তর দিল, “আগামীকালকেই নিয়ে যাবো। কালকে ভার্সিটির ক্লাস শেষেই।”

ফিওনা ধীরে ধীরে উঠে দাঁড়ায়, চোখে অদ্ভুত এক দৃঢ়তা। বিল দেওয়ার জন্য ক্যাশিয়ারের দিকে

এগিয়ে যায়, আর জ্যাসপার,প্রতিবাদ করতে চাইলে ফিওনা বাধা দেয় আজকে কফির বিল ফিওনাই দিতে ইচ্ছুক তাই জ্যাসপার কেবল তাকিয়ে থাকলো সেদিকে।বিল মিটিয়ে ফিওনা যখন ফিরে আসে, জ্যাসপারও ততক্ষণে উঠে দাঁড়িয়েছে। সে আরেকটা কফির অর্ডার করে নেয় হাতের “কফি

ট্রাভেল মগ” নিয়ে হাঁটা শুরু করে সেটাই তার সঙ্গী হবে।

কফি শপের দরজা দিয়ে বেরিয়ে এসে জ্যাসপার গাড়ির সামনে দাঁড়ায়। সূর্য তখন পশ্চিমাকাশে ম্লান আলো ছড়াচ্ছে, আর সেই আলোতে জ্যাসপারের অলিভ-সবুজ চোখে একধরনের অনবদ্য রহস্যের আভা দেখা যায়। ফিওনা ভার্সিটির দিকে পা বাড়ায়, কিন্তু কিছু দূর গিয়ে

পেছনে ফিরে তাকায় জ্যাসপার তখন তার কফির মগের স্ট্রুতে আলতো করে চুমুক দিচ্ছে, কিন্তু তার দৃষ্টি নিবদ্ধ ফিওনার দিকে—একধরনের অমোঘ তীক্ষ্ণতা,গভীর ভাবনায় নিমগ্ন।

ফিওনা মৃদু হেসে হাত নাড়ে বিদায়ের সংকেত দিয়ে। জ্যাসপার সামান্য মাথা ঝুঁকিয়ে সম্মতি জানায়, কিন্তু তার ঠোঁটের কোণে দেখা দেয়

এক ফ্যাকাশে, রহস্যময় হাসি। ফিওনা আবার সামনের দিকে তাকিয়ে ভার্সিটির পথে হাঁটা ধরে। জ্যাসপার তখনও দাঁড়িয়ে, কফির স্ট্রতে শেষ চুমুক দিয়ে, ঠোঁটের কোণায় আরও স্পষ্ট হয় তার ঠান্ডা, ব্যঙ্গাত্মক হাসি। মনে মনে বলে, “বোকা মানবী! কত সহজে ভোলানোর মতো। হিউম্যানরা

আসলেই খুব বোকা— তারা যা দেখে তাই বিশ্বাস করে।”

গাড়ির দরজা খুলে, গাড়িতে উঠে পড়ে জ্যাসপার ইঞ্জিন চালু করতেই গাড়ির ভেতর থেকে তার মুখে ফুটে ওঠে এক অব্যক্ত আত্মতুষ্টির ছাপ। “কালকের পরিকল্পনা সফল হবেই,” তার নিজের মনেই বিড়বিড় করা। সমস্ত পথ ধরে, তার মাথায় ঘুরছে সেই সুক্ষ্ম চক্রান্ত, যার শিকার

ফিওনা হতে যাচ্ছে,আর ফিওনা বোকা হয়ে তা বুঝতেও পারছে না। জ্যাসপার জানে, তার উদ্দেশ্য পূরণ হতে আর দেরি নেই।কেমন ঘটনার পরিণতি অপেক্ষা করছে আগামীকাল? ফিওনাকে কি বিপদের মুখোমুখি হতে হবে? জ্যাসপারের পরিকল্পনা কি সফল হবে, নাকি তা ভেস্তে যাবে? ফিওনা কি তার স্বাভাবিক জীবন ফিরিয়ে পাবে, নাকি

সে জ্যাসপারের অন্ধকার জগতে পা রাখবে?পিকিং ইউনিভার্সিটির ক্লাসরুমে আজকের সন্ধাটা এক ভিন্ন আবহ বয়ে এনেছে। পরিক্ষার সুবাদে ভার্সিটি বন্ধ তবে ভার্সিটিতেই কোচিং ক্লাস শুরু করা হয়েছে।

প্রফেসর চি-ঝাং আজ জীববিজ্ঞানের এক অদ্ভুত, রহস্যময় অধ্যায় নিয়ে আলোচনা করছেন—ড্রাগন নামের কিংবদন্তি প্রাণী। শীতল বাতাসের

স্পর্শে শিক্ষার্থীরা ড্রাগনের ইতিহাসে হারিয়ে যাচ্ছে, তাদের কল্পনার পটে ভেসে উঠছে ভয়ঙ্কর, কিন্তু একই সাথে মোহময় এক সত্তা।প্রফেসর তার গভীর, গম্ভীর কণ্ঠে ব্যাখ্যা করতে শুরু করলেন, "ড্রাগন... মহাকালের বুকে লিপিবদ্ধ এক প্রাচীন রহস্য। ইতিহাস বলছে, ড্রাগনরা ছিল এক বিশালাকার মনস্টার, বিশ ফুটেরও বেশি দীর্ঘ,

শক্তিশালী পাখা আর অগ্নি নিক্ষেপের ক্ষমতা ছিল তাদের বিশেষত্ব। তাদের আঁশ ছিল যেমন ধাতব শক্ত, তেমনই অলঙ্কৃত, প্রতিটি আঁশে সূর্যের আলো প্রতিফলিত হয়ে এক ভয়ঙ্কর সুন্দর বর্ণালী তৈরি করত।

তারা বায়ুর স্রোতের মতোই উড়তে পারত, আর তাদের তীক্ষ্ণ নখর আর দাঁত ছিল যেন শাণিত তলোয়ার। তবে সবচেয়ে ভয়ঙ্কর ছিল তাদের

আগুন—একবার কোনো শিকারকে লক্ষ্য করলে, সেই আগুন তার আত্মাকেও পুড়িয়ে ফেলত।”ফিওনা ক্লাসে বসে, তার চোখ প্রফেসরের দিকে থাকলেও, মন ড্রাগনের ভয়াল ছায়ায় ঢেকে যাচ্ছে। তার মনের গহীনে এক ভয় জাগ্রত হয়—এমন এক প্রাণী যদি বাস্তবেই সামনে এসে দাঁড়ায়, তাহলে কি তার সাহস থাকবে মুখোমুখি দাঁড়ানোর?

ফিওনার চিন্তায় ভেসে আসে এক চিত্র, ড্রাগন বিশাল ডানা মেলে তার সামনে দাঁড়িয়ে আছে, আগুনের ফুলকি ছড়াচ্ছে চারদিকে। ফিওনা নিজেই সেই আগুনে দগ্ধ হতে বসেছে, তার সারা শরীরে ভয় এক প্রবল কম্পন এনে দিচ্ছে।

তার মনে প্রশ্ন জাগে, “এই ড্রাগনরা নিশ্চয়ই মানুষ খেয়ে ফেলে। যদি আমি কখনো এমন কোনো

মনস্টারের সামনে পড়ি, নিশ্চিতভাবে হার্ট অ্যাটাক করেই মরে যাব!” তার কল্পনা এক মুহূর্তের জন্য তাকে বাস্তবের মাটিতে ফিরিয়ে আনে।“ড্রাগনরা কেন বিলুপ্ত হলো?” প্রফেসরের প্রশ্ন ফিওনাকে বাস্তবতায় ফিরিয়ে আনে। প্রফেসর গভীর ভাবে উত্তর দেন, “অনেকে বলে ড্রাগনরা মানুষের লোভ আর ক্ষমতার চাপে হারিয়ে গেছে। কিছু বিজ্ঞানী বিশ্বাস

করেন, তাদের শক্তি এতটাই প্রবল ছিল যে, তাদের বাঁচিয়ে রাখা মানুষের জন্য বিপজ্জনক হয়ে দাঁড়িয়েছিল। তবে প্রকৃতপক্ষে, ড্রাগনদের বিলুপ্তির কারণ আজও রহস্যের আড়ালে ঢাকা।”

ফিওনার শরীর শিরশির করে ওঠে। তার ভেতরের সন্দেহ আরও গভীর হয়, “তাহলে... ড্রাগন কি এখনো কোথাও আছে? যদি আমি একদিন

সত্যিকারের ড্রাগনের সামনে পড়ি, আমি কি বেঁচে ফিরব?”ফিওনা আজ ক্লাস শেষ করে ভারি মেঘলা মনের সঙ্গে পিকিং ইউনিভার্সিটির সবুজ গলি ধরে একা একা হাঁটছে। তার মনে আজ একটা অস্থিরতা কাজ করছে, ড্রাগনের গোপন ইতিহাস তার চিন্তাধারার সাথে মিশে গেছে। সবকিছুতেই অনাকাঙ্ক্ষিত টানাপোড়েন। লিয়া ডরমিটরিতে

ফিরে গেছে অনেক আগেই, আর লিনের বিশেষ কাজ থাকায় সে বাড়িতে চলে গেছে। ফিওনা নিজের মধ্যে অজানা অস্বস্তি নিয়ে একাই হাঁটছে।

ঠিক তখনই, হঠাৎ সামনে এসে দাঁড়ায় একজন—প্রথমে চমকে ওঠে ফিওনা, মনে হচ্ছিল কারও উপস্থিতি আগে টের পায়নি। কিন্তু কয়েক সেকেন্ডের মধ্যেই চিনতে পারে সে।

হাসপাতালের সেই পরিচিত চেহারা—ডক্টর লিউ ঝান! ওয়াং লির নাতি। ফিওনার চোখে অবাকের ছাপ পড়ে। “আপনি এখানে?” ফিওনার কণ্ঠে বিস্ময়।

ডক্টর লিউ ঝান হালকা হেসে উত্তর দিলেন, “হ্যাঁ, এদিকেই যাচ্ছিলাম। হঠাৎ তোমাকে দেখে ভাবলাম, একটু কথা বলি।”ফিওনা কিঞ্চিত অপ্রস্তুত। “আচ্ছা, মিস ঝাং কেমন

আছেন? আজ সন্ধ্যায় ওনাকে দেখতে যাবো ভাবছিলাম।”

“উনি আগের থেকে অনেকটাই সুস্থ।” লিউ ঝান একটু থেমে বললেন, “তোমার কোনো আপত্তি না থাকলে বা সময় থাকলে চলো সামনের কফি শপে এক কাপ কফি খেয়ে নিই?”

ফিওনার মাথায় হঠাৎই জ্যাসপারের কথা মনে পড়ল। আজ সন্ধ্যায় তার

সঙ্গে ল্যাবে যাওয়ার কথা। সে তাড়াতাড়ি মাথা ঝাঁকিয়ে বলল, “সরি, মিস্টার লি আজ না, আরেকদিন খাবো। প্রমিস করছি, অন্যদিন সময় দেব। আজ একটু বিশেষ কাজ রয়েছে।”

লিউ ঝান ফিওনার মৃদু হাসিতে সমাধান পেয়ে বিদায় জানালো, তবে ফিওনা লক্ষ্য করেনি—দূর থেকে একজোড়া তীক্ষ্ণ চোখ তাদের দিকে

সজাগ দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে। শপের সামনে দাঁড়িয়ে থাকা সাদা গাড়ির কাচ ভেদ করে তাকিয়ে ছিলো জ্যাসপার।

তার গভীর সবুজ চোখে শীতল রাগ জমা হচ্ছে।মনে মনে জ্যাসপার নিজেকে বলল, “এই মানবটা আবার কে? ফিওনার বয়ফ্রেন্ড নাকি? কেন এত কাছাকাছি? এইসব

হিউম্যানদের মধ্যে কেবল আবেগ আর আবেগ।”

জ্যাসপার পুনরায় নিজের মনে প্রান্তর থেকে পর্যবেক্ষণ করতে থাকে, এক ধরনের ঠান্ডা, বিশ্লেষণাত্মক ভাব নিয়ে।

“হিউম্যানরা কতোটা নির্বোধ। তারা বিশ্বাস করে যে তারা সবকিছু বুঝতে পারে।”

এদিকে ফিওনা নিজের পথ ধরে এগিয়ে যায়, অজান্তেই সেই রহস্যময় তীক্ষ্ণ দৃষ্টি তার প্রতিটি পদক্ষেপ অনুসরণ করছে।ফিওনা হাঁটতে হাঁটতে হঠাৎ থেমে যায়, তার চোখে ধরা পড়ে সামনেই দাঁড়িয়ে থাকা সাদা রঙের গাড়িটি—যা তার জন্য একদমই অপরিচিত নয়। গাড়িটির শীতল, মসৃণ শরীর আকাশে ঝুলে থাকা সাদা মেঘের

মতো।ফিওনার মনে কোনও সন্দেহ থাকে না, এটাই জ্যাসপারের গাড়ি। মুহূর্তেই তার চিন্তাগুলো একত্রিত হয় আর তার পদক্ষেপ দ্রুত হয়ে যায়।

গাড়ির জানালার সামনে এসে দাঁড়াতেই, গাড়ির দরজা যাদুকরীভাবে খুলে যায়। জ্যাসপার ভেতরে অপেক্ষমাণ, সময়ের কোনও সীমা নেই তার জন্য। ফিওনা এক

মুহূর্তও দেরি না করে গাড়িতে বসে পড়ে, তার মনে কৌতূহলের ঢেউ।“কতক্ষণ ধরে এসেছেন?” ফিওনার কণ্ঠে এক ধরনের অস্থিরতা, সে তার চিন্তার স্রোত থামাতে পারছে না।

জ্যাসপার তার দৃষ্টিকে এক নিমেষে শক্ত করে,তীক্ষ্ণ কণ্ঠে পাল্টা প্রশ্ন ছুঁড়ে দেয়, “ছেলেটা কে ছিলো?”

ফিওনা হকচকিয়ে যায়, কিন্তু দ্রুত উত্তর দেয়,

“ওহ, উনি তো আমার গ্র্যান্ডপা চেন শিংয়ের পার্টনারের গ্রান্ডসান ডক্টর লিউ ঝান। মিস ঝাং যে হাসপাতালে ভর্তি, উনিই তার চিকিৎসা করছেন।”

জ্যাসপার নীরব থাকে, তার ঠোঁটের কোণে হালকা এক অবজ্ঞার রেখা। কোনও শব্দ না করে গাড়ির ইঞ্জিনে

জীবন সঞ্চার করে সে, তার চোখ সামনের রাস্তার দিকে স্থির। ফিওনা বুঝতে পারে না কী ঘটছে, কিন্তু তার মনে হয় কিছু একটা অনিশ্চিতভাবে বদলে যাচ্ছে।

ফিওনা আবার প্রশ্ন করে, “তারমানে, আপনি অনেকক্ষণ ধরেই অপেক্ষা করছিলেন?”

জ্যাসপার ঠোঁটের কোণ দিয়ে এক ঠান্ডা হাসি দেয়, তার কণ্ঠে শীতল

দৃঢ়তা ভেসে আসে, “আমি কারো জন্য অপেক্ষা করিনা,ফিওনা। সময় উল্টো আমার জন্য অপেক্ষা করে।”ফিওনার হৃদয় তখনো বিড়বিড় করছে, চোখে অদ্ভুত বিস্ময়। জ্যাসপার ধীরে ধীরে তার মনে জড়িয়ে পড়া প্রশ্নগুলোকে আরও গভীরে ঠেলে দিচ্ছে।তবে,তার চোখে আত্মবিশ্বাস, যা ফিওনাকে আরও বিভ্রান্ত করে।

গাড়িটি মসৃণভাবে এসে থামে ফিওনার বাড়ির সামনে। রাতের আলোর নিচে সাদা দেওয়ালগুলো আরও স্ফটিকের মতো ঝকঝক করছে। ফিওনা গাড়ির জানালা দিয়ে তাকিয়ে দেখে, তার বাড়ির চেনা চেহারা, কিন্তু তার মনে তখন একটাই প্রশ্ন ঘুরপাক খাচ্ছে—জ্যাসপার কীভাবে তার বাড়ির

ঠিকানা জানলো? একবারও তো ফিওনা তাকে বলেনি।

তার কপালে একটুখানি ভাঁজ পড়ে। সে চিন্তায় ডুবে থাকে, কিন্তু জ্যাসপার তার প্রতিটি চিন্তাকে সহজেই পড়ে ফেলতে পারে। তার মুখে এক ধরনের প্রশান্তি, কিন্তু সেই প্রশান্তির আড়ালে এক নিখুঁত শীতলতা।

“ভাবছো কিভাবে তোমার ঠিকানা জানলাম, তাই না?” জ্যাসপার ঠোঁটের কোণে হালকা হাসি নিয়ে বলে ওঠে। কণ্ঠে অদ্ভুত এক আত্মবিশ্বাসের ধারা,মনে হলো পৃথিবীর সবকিছুই তার নখদর্পণে।“মিস ফিওনা আমি এখানে ল্যাব তৈরির কাজে এসেছি। চিনের প্রতিটি বড় বিজ্ঞানীর নামই আমার মুখস্থ। আর মিস্টার চেন

শিং-এর মতো বিখ্যাত বিজ্ঞানীর বাড়ি চিনবো না, তা কি কখনো হয়?”

ফিওনা একটু হেসে ফেলে, মৃদু হলেও সেই হাসিতে কিছুটা অস্বস্তি মিশে থাকে।

“আপনি সবই জানেন, তাই না?”

ফিওনা একটু দ্বিধায় বলল, “সব কিছুই যেন আপনার জানা।”

“সব কিছু নয়,” জ্যাসপার তার তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে বলল, “কিছু কিছু জিনিসের জন্যও আমার অপেক্ষা করতে হয়।”

ফিওনা তার কথার অর্থ পুরোপুরি বুঝতে পারে না,তবে মনে হয় এই লোকটা প্রতিটি মুহূর্তেই ধাঁধার মতো কিছু রেখে যায়।

জ্যাসপার হঠাৎ প্রশ্ন করে,”আচ্ছা, বাড়িতে এই মুহূর্তে কে কে

আছে?”জ্যাসপার তার দিকে এক পলক তাকিয়ে থাকে, সে উত্তরটি আগে থেকেই জানে। ফিওনার উত্তরের আগেই তার ঠোঁটের কোণে এক অদ্ভুত হাসি ফুটে ওঠে।

“আহ, কেউ নেই বললাম না!” ফিওনা একটু হাসি নিয়ে বলে। “গ্র্যান্ডপা লন্ডনে আর মিস ঝাং হাসপাতালে। আমরা সোজা ল্যাবে

প্রবেশ করবো, এতে কোনও সমস্যা হবে না।”

জ্যাসপার তখন আর কোনও কথা না বলে ফিওনার দিকে এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে,তার চোখের ভেতরে ফিওনার সমস্ত কথা লুকানো। তার চোখ গভীরতা,যা কোনও সাধারন মানুষের পক্ষে বোঝা সম্ভব নয়। সে কেবল বললো, “চলো, সময় অপচয় করার কোনও মানে নেই।”

তারপর ফিওনা দ্রুত সামনের পথ ধরে এগিয়ে যায়, আর জ্যাসপারও তার পেছনে সঙ্গ দেয়।তাদের দুজনের গন্তব্য একটাই—মিস্টার চেন শিং-এর সেই গোপন ল্যাব।

ল্যাবের সামনে এসে দাঁড়ালো দুজন। ফিওনা দ্রুততার সাথে কীপ্যাডে পাসকোড টাইপ করল। মুহূর্তের মধ্যে সয়ংক্রিয় দরজাটি এক মৃদু শব্দে খুলে গেলো।

ফিওনাআর জ্যাসপার একসাথে ধীরে ধীরে ল্যাবের ভেতরে প্রবেশ করল। ভেতরে ঢুকতেই ফিওনার চোখের সামনে ধরা পড়ল তার পরিচিত সেই বিশাল রুম।সাদা দেয়ালগুলো থেকে প্রতিফলিত আলো গোটা পরিবেশটাকে এক ধরনের উজ্জল মোলায়েম আভা দিয়েছে।

চারপাশে সারি সারি দাঁড়িয়ে থাকা বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতি। প্রতিটি যন্ত্র,

প্রতিটি মেশিন নিখুঁতভাবে সাজানো—যেন এখানে এক মুহূর্তের জন্যও বিশৃঙ্খলা ছিল না।

“এটা হলো মাইক্রো সেল ডিটেক্টর,” ফিওনা একটার পর একটা যন্ত্রের দিকে ইঙ্গিত করতে থাকে, “এটা দিয়ে কোষের পরিবর্তন দেখা হয়। আর ওটা হলো জেনেটিক এনহ্যান্সার, যা মূলত প্রানীদের ডিএনএ পরীক্ষার জন্য

তৈরি।”ফিওনার প্রতিটি কথায় জ্যাসপার তার পাশে পায়চারি করে। তার হাত একের পর এক যন্ত্রের ওপর দিয়ে যায়, সে প্রতিটি বস্তুকে স্পর্শ করে দেখে যাচ্ছে। সে দেখে প্রতিটি যন্ত্র নতুনের মতো ঝকঝক করছে,পরিষ্কার আর গোছানো—ঠিক তার করা কিছুদিন আগের সেই ধ্বংসযজ্ঞের কোনো চিহ্নই নেই।

জ্যাসপারের ঠোঁটে এক বিদ্রূপাত্মক হাসি ফুটে ওঠে। সে স্মরণ করে সেদিনের সেই প্রলয়। যখন তার অগ্নিদৃষ্টিতে এই গোটা ল্যাব ছাই হয়ে গিয়েছিলো—যন্ত্রপাতি গুঁড়িয়ে,কাঁচ ভেঙে তছনছ হয়ে গিয়েছিলো। আর আজ?আজ আবার সবকিছু নতুন করে গোছানো। হাসি চাপতে পারল না জ্যাসপার। তার ঠোঁটের কোণে বিদ্রূপ জমে উঠলো।

“সবকিছুই কেমন পরিষ্কার, সুন্দরভাবে সাজানো হয়েছে,” তার কণ্ঠে হালকা তাচ্ছিল্যের আভাস।”এই ল্যাব তো সেদিন কিয়ৎক্ষণের মধ্যেই তছনছ হয়ে গিয়েছিলো... এখন একদম নতুন। খুব দক্ষতা দেখিয়েছে তারা।”

ফিওনা তার দিকে কৌতূহলী চোখে তাকায়, “আপনি কি কিছু বললেন?”

“কিছু না, মিস। শুধু ভাবছি, মানুষ জিনিস মেরামত করতে খুবই দক্ষ, কিন্তু সম্পর্ক মেরামতের সময়, তারা তেমন সফল হয় না।” তার কণ্ঠের শীতলতা ফিওনার মনে আরও কৌতূহল তৈরি করে, কিন্তু সে কিছু জিজ্ঞেস না করেই একপাশে সরে দাঁড়ায়।জ্যাসপার চারপাশটা আবার একবার ভালো করে পর্যবেক্ষণ করে। তার চোখ চকচক করে ওঠে

ল্যাবের নিখুঁত বিন্যাস দেখে। “আমার ল্যাবটাও ঠিক এমনভাবেই তৈরি করবো। মিস্টার চেন শিং এর রুচি খুবই উন্নত।” একরকম প্রশংসার সুরে বলে উঠল জ্যাসপার। ফিওনা তার দিকে এক নজর তাকিয়ে বলে, “হ্যাঁ, গ্রান্ডপা সত্যিই খুব খুঁতখুঁতে। প্রতিটি ছোটো বিষয়েও তার অগাধ মনোযোগ।”

এবার তার দৃষ্টি হঠাৎ পড়ে পাশের সেই গোপন কক্ষের দরজার দিকে। সেটি যেখানেই আছে, ঠিক তার পেছনে জমে থাকা রহস্যের বাতাস। দৃষ্টির ইঙ্গিত বুঝতে পেরে, জ্যাসপার পায়চারি করতে করতে দরজাটার কাছে এসে দাঁড়ায়। হালকা গম্ভীর কণ্ঠে বলে, “আচ্ছা, ফিওনা, এটা কিসের রুম?”

ফিওনার কণ্ঠ একটু কম্পিত হয়ে যায়। “এটা সিক্রেট রুম, এখানে গ্রান্ডপা আর ওয়াং লি কোনো এক গোপন প্রকল্পের কাজ করছে। এখানে কেউই প্রবেশ করতে পারে না, বিশেষ অনুমতি ছাড়া।”

জ্যাসপার কিছুক্ষণ চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকে। মুখে এক অদ্ভুত হাসির ছায়া খেলে যায় সে এরই মধ্যে একটা চিন্তা ভেবেছে।“তাহলে তো আমার

ল্যাবেও এমন একটা সিক্রেট রুম তৈরি করতে হবে। এই ধারণাটা বেশ আকর্ষণীয়।”

জ্যাসপার এবার নিজের চোয়াল শক্ত করে বলে উঠল, “আচ্ছা চলো এই রুমে প্রবেশ করি। দেখা যাক এখানে কী কী রাখা আছে । এটাও দেখে নেওয়া উচিত।”

ফিওনা দ্রুত মাথা নেড়ে বলল, “না, এটা তো নিষিদ্ধ! গ্রান্ডপা অনুমতি

ছাড়া কাউকেই এখানে ঢুকতে দেন না। আমাকেও না।”

জ্যাসপার তার গাঢ় চোখে এক ঝলক বিদ্রুপের হাসি আনল। “ফিওনা, তুমি এতটাই বোকা এটা জানোনা যে এই পৃথিবীতে যা কিছু নিষিদ্ধ, তা আরও বেশি আকর্ষণীয় হয়ে ওঠে।” তার কথার মধ্যে ছিলো এক ধরনের তীক্ষ্ণতা, যা ফিওনার বুকের গভীরে কাঁপন তুলল।ফিওনা

একটু থেমে, নিঃশ্বাস নিয়ে জ্যাসপারের দিকে ফিরে বলল, “আমি... আমি এই রুমের পাসকোড জানি না।” তার কণ্ঠে হতাশা ছিল,সে নিজেই এই অজানার দ্বারে পৌঁছে হতাশ হয়েছিলো পুর্বে।

জ্যাসপার তার দিকে এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল, ফিওনার মনের গভীর কথা সে পড়ে ফেলেছে।তার ভ্রু একটু কুঁচকে গেল, তবে সেটা

কিছুটা বিদ্রুপের মিশ্রণ। “তুমি চাইলেও গ্রান্ডপা তোমাকে এই রুমে ঢোকার অনুমতি দেয়নি?” সে শান্ত গলায় প্রশ্ন করল।

ফিওনা একটু ইতস্তত করে বলল, “হ্যাঁ... মাঝে মাঝে এই রুম থেকে অদ্ভুত শব্দ আসে। আমার মনে হয়েছে ওখানে কিছু আছে, কিন্তু গ্রান্ডপা কখনো আমায় কিছু বলেনি।

আমারও ইচ্ছা হয়, ভিতরে কি লুকিয়ে আছে তা দেখার।”

জ্যাসপারের ঠোঁটে সেই বিদ্রুপের হাসিটা আরও গভীর হয়ে উঠল। “অদ্ভুত শব্দ, বলছো? হয়তো কিছু এমন লুকিয়ে আছে যা তোমার কল্পনার বাইরে। অথবা... এমন কিছু যা সত্যিই ভয়ঙ্কর।” তার গলার স্বরে একটা অন্ধকার শিহরণ ছিল, যা ফিওনার মেরুদণ্ড বেয়ে নেমে

গেল।“সায়েন্টিস্টরা সবসময় কিছু না কিছু লুকিয়ে রাখে, ফিওনা। বিশেষত যখন সেটা বিপজ্জনক।”

জ্যাসপার এবার দরজার প্যানেলের দিকে তাকিয়ে নিজের চোয়াল শক্ত করল। “তবে মনে হচ্ছে, এটা জানার সময় হয়ে গেছে।”

ফিওনার মনে ভয় মিশ্রিত কৌতূহল দানা বাঁধল।

জ্যাসপার ফিওনার দিকে একরকম অবিশ্বাসের দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে, তার গভীর চোখদুটোতে সন্দেহের আভা। “মেইন দরজার পাসওয়ার্ড জানো, আর এটা জানো না? কীভাবে সম্ভব, ফিওনা?” তার কণ্ঠে অবিশ্বাস স্পষ্ট।

ফিওনা একটু পিছিয়ে গিয়ে মাথা নিচু করে বলল, “আমি সত্যিই জানি

না। গ্রান্ডপা কখনো এই রুমের পাসওয়ার্ড আমাকে বলেনি।”

জ্যাসপারের ঠোঁটের কোণে বিদ্রুপের ছাপ ফুটে ওঠে। তার চোখে মৃদু অস্বস্তি সে কিছুতেই বিশ্বাস করতে পারছে না যে ফিওনা এমন গুরুত্বপূর্ণ তথ্য জানে না। কিন্তু তার চোখ দুটো হঠাৎ চকচক করে ওঠে, সে কোনো কৌশল বের করে ফেলেছে। “এটা তো বায়োমেট্রিক

পদ্ধতি। তোমার আঙুল রাখো ডিসপ্লেতে”।

ফিওনার চোখ বড় বড় হয়ে যায়। “না, না,” সে দ্রুত বলল, পেছনে সরে এসে, “গ্রান্ডপার কাছে এটা সিক্রেট এলার্ট থাকতে পারে। যদি আমার আঙুলের ছোঁয়া পড়ে, সিগন্যাল সরাসরি তার কাছে চলে যেতে পারে! আমি জানি না তিনি কী ব্যবস্থা রেখেছেন।”জ্যাসপারের

মুখের হাসি মিলিয়ে যায়, তার ভ্রু কুঁচকে যায়। এক ধরণের ধৈর্যহীনতা তার চোখে ফুটে ওঠে। “তুমি কি সত্যিই এতটাই বোকা? নাকি বোকা বানাচ্ছো আমাকে? তুমি কি জানো না এই রুমের মধ্যে কী ধরনের তথ্য লুকানো থাকতে পারে?

ফিওনার বুকের মধ্যে শিরশিরে উত্তেজনা ভর করে, কিন্তু সে দ্বিধায় ভুগছে। “আমি... আমি জানি না,

মিস্টার জ্যাসপার। গ্রান্ডপা আমাকে নিষেধ করেছেন। আমি তার বিশ্বাস ভাঙতে চাই না।”

জ্যাসপার এবার এক পা সামনে এগিয়ে এসে ধীরে ধীরে তার মুখের কাছে গিয়ে বলল, “বিশ্বাস? এই পৃথিবীতে একটাই নিয়ম কাজ করে, ফিওনা, আর তা হলো ক্ষমতা। তুমি যদি দুর্বল হও, তাহলে কেউ তোমাকে বিশ্বাস করবে না, আর

যদি শক্তিশালী হও, তাহলে কাউকে বিশ্বাস করতে হবে না। এখন তুমি যা করছো, তা হচ্ছে তোমার দুর্বলতা দেখানো।”

ফিওনা স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে। তার মনের ভেতর একধরনের উত্তেজনা তীব্রতা বেড়ে যায়।ফিওনার নিরবতা দেখে জ্যাসপারের চোয়াল তীব্রভাবে শক্ত হয়ে উঠল,তার ভেতরে জমে থাকা ক্রোধ এখন আর

সামলানো যাচ্ছে না। তার তীক্ষ্ণ অলিভ-গ্রিন চোখের চারপাশ রক্তিম আভায় আচ্ছন্ন, সেই চোখের গভীরে তাণ্ডবের আগুন ঝলসে উঠছে। তার নাকের ডগা রাগে লাল হয়ে উঠেছে, আর মুখের সেই সাধারণ সৌন্দর্য এখন কোনো পৈশাচিক রূপ ধারণ করেছে।

সে এক মুহূর্ত দেরি না করেই কড়া স্বরে বলে উঠল, “ফিওনা, আমি

বলছি তোমাকে—এই দরজাটা খোলো। এখনই।”ফিওনা স্তম্ভিত হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে। তার চোখগুলো বিস্ময়ে বড় বড় হয়ে যায়,জ্যাসপারের আচরণে সে সম্পূর্ণ হতভম্ব হয়ে গেছে। জ্যাসপারকে এমন অবস্থা সে কখনো দেখেনি। এই ঠাণ্ডা, দৃঢ়প্রতিজ্ঞ মানুষটা এভাবে কি করে তার ওপর এত রেগে যায়?

তার অবাক দৃষ্টি এখন জ্যাসপারের ওপর স্থির হয়ে আছে।

কোনো সাড়া না পেয়ে জ্যাসপার এক মুহূর্ত দেরি না করেই ফিওনার হাত শক্ত করে চেপে ধরে। হঠাৎ করেই এক প্রবল টানে তাকে দরজার ডিসপ্লের সামনে নিয়ে গেল,মনে হলো কোনো দুর্বল পুতুলকে টেনে আনা হচ্ছে। ফিওনার মুখে যন্ত্রণার ছাপ ফুটে ওঠে, কিন্তু

জ্যাসপারের মুখে কোনো দয়া বা অনুশোচনা নেই।

“ছাড়ুন আমাকে, জ্যাসপার... আমার লাগছে!” ফিওনার কণ্ঠে ব্যথা ফুটে ওঠে, কিন্তু তাতে কোনো কাজ হয় না।

জ্যাসপার জোর করে ফিওনার বুড়ো আঙুলটা ডিসপ্লেতে চেপে ধরে। প্রথমে ডান হাত, তারপর বাম হাত—কিন্তু প্রত্যেকবারই ডিসপ্লেতে

ভেসে ওঠে একটাই বার্তা: “পাসওয়ার্ড ডিনাইড”। সেই বার্তা দেখে জ্যাসপারের চোয়াল আরও কঠোর হয়ে ওঠে, তার মুখের ভেতরে ক্রোধের ঢেউ আছড়ে পড়ছে।

ফিওনা হাত ছাড়ানোর চেষ্টা করে, কিন্তু তার শক্তি এতটাই কম যে জ্যাসপারের হাতে বন্দী হয়ে যায়।

“ছাড়ুন আমাকে! জ্যাসপার, বলছি,

আমার খুব লাগছে!” ফিওনার কণ্ঠে কাতরতা স্পষ্ট।

জ্যাসপার থেমে যায়, তার অগ্নিদৃষ্টিতে তাকায় ফিওনার দিকে। তার চোখের চারপাশে রক্তাভ আলো জ্বলছে, আর সে ক্রোধে এতটাই তীব্র হয়ে উঠেছে যে তার সামনের মানুষকেও যেন গিলে ফেলতে পারে। কিছুক্ষণ চুপ করে দাঁড়িয়ে থেকে, জ্যাসপার ধীরে ধীরে

ফিওনার হাত ছেড়ে দিল, কিন্তু তার মুখের সেই রাগ আর ভেতরের উত্তেজনা এখনও স্পষ্ট।ফিওনা তার হাতটা ধরে একটু দূরে সরে গেল, তার হৃদয় দ্রুত বেগে ধুকপুক করছে। জ্যাসপারের এই অচেনা রূপ তাকে স্তব্ধ করে দিয়েছে।

ফিওনার কণ্ঠ রাগে কাঁপছিল, তীক্ষ্ণতায় ভরা প্রশ্ন তার ঠোঁট থেকে ঝরল, “আপনার সাহস কীভাবে হয়

আমার সাথে এমন ব্যবহার করার? আপনার আসল উদ্দেশ্য কী? কে আপনি?”

জ্যাসপারের ঠোঁটে এক বিদ্রুপের হাসি ফুটে উঠল, তার চোখে একরকম দম্ভ ঝলসে উঠছে। “বোকা মানবী,” সে মৃদু হেসে বলে উঠল, “তুমি সত্যিই বুঝতে পারো না, তাই না? আমি বুঝেছি, তোমার সাথে এভাবে কিছু হবে না। তবে

তোমাকে হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করতেই হবে।”তার কণ্ঠে শীতলতা ফুটে উঠল,এক অজানা শক্তির ছায়া ফিওনার চারপাশে নামতে শুরু করেছে। জ্যাসপার ধীরে ধীরে এগিয়ে এলো, তার চোখে এক অদ্ভুত দৃষ্টির ছায়া। “তার আগে, তোমাকে আমার আসল পরিচয়টা দিয়েই দেই। দেখবে আমার আসল রূপ?” তার কণ্ঠে ছিল হুমকি।

“তুমি কি ঠিক থাকতে পারবে? যদি নিজের ভালো চাও, তাহলে এখনই বলো,সিক্রেট রুমের দরজার কেমিক্যাল প্রতিরোধ করার উপায় কী?”

ফিওনার চোখ ভয়ে বড় হয়ে গেল। তার সারা শরীর আতঙ্কে জমে গেল, কিন্তু সে মুখ শক্ত করে জবাব দিল, “আমি কিচ্ছু জানি না, প্লিজ, এখান থেকে বেরিয়ে যান।”

জ্যাসপারের মুখ এক মুহূর্তের জন্য পাথরের মতো কঠিন হয়ে গেল। তার চোখে আগুনের ঝলকানি ফুটে উঠল। “ঠিক আছে,” সে শীতল গলায় বলল, “তাহলে দেখো আমি কী করতে পারি।”ফিওনা ভয় আর বিস্ময়ে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে রইল,যখন সে দেখল জ্যাসপারের সারা শরীর এক অদ্ভুত শক্তির ঢেউয়ে আচ্ছন্ন হয়ে যাচ্ছে। তার গায়ের রঙ

পাল্টাতে শুরু করল, আর এক প্রবল শক্তির ঝড় তাকে চারপাশ থেকে ঘিরে ধরলো। তার পেশীগুলো ফুলে উঠল, তার চোখের রং বদলে এক তীব্র লালাভ আভায় রূপান্তরিত হলো। তার শরীরের প্রতিটি অংশে এক অমানবিক পরিবর্তন ঘটতে শুরু করল—তাকে আর মানুষ বলা যায় না, সে এখন এক

প্রাচীন,ভয়ঙ্কর ড্রাগনের রূপ ধারণ করছে।

ফিওনার পা থেকে মাথা পর্যন্ত আতঙ্ক ছড়িয়ে গেল। সে ধীরে ধীরে পেছাতে লাগল, কিন্তু তার চোখের সামনে ভয়ানক দৃশ্য থেকে চোখ সরাতে পারল না। জ্যাসপার এখন সম্পূর্ণ রূপে ড্রাগন হয়ে উঠেছে। তার লম্বা ডানা দুটো ছড়িয়ে আছে, তার মুকুটের মতো মাথা, সেই

বিশাল চোয়াল,আর তার দেহের চারপাশে ঘুরে বেড়ানো আগুনের শিখা—এইসবই ছিল এমন কিছু যা ফিওনার কল্পনাতেও আসেনি।

“এবার বুঝলে তুমি কার সাথে কথা বলছো?” জ্যাসপারের ড্রাগনের মতো গম্ভীর, ভয়ানক কণ্ঠ ফিওনার কানে প্রবেশ করল। “তুমি বেছে নাও, ফিওনা। দরজা খুলবে নাকি আমার আসল শক্তির স্বাদ পাবে?”

মুহূর্তের মধ্যে ফিওনার শরীর অসাড় হয়ে গেল। বিশাল চেহারার ড্রাগন, যে উচ্চতা বিশ ফুট, তার সামনে দাঁড়িয়ে ছিলো।তার বিশাল ডানা ছড়িয়ে আছে,সেগুলো বনভূমির অংশ, সবুজ রঙের শরীর অরণ্যের গহনে লুকিয়ে থাকা গাছের রংকে ধূসরিত করেছে। চোখ দুটি অলিভ গ্রিন, মর্মান্তিকভাবে উজ্জ্বল, অন্ধকারে দীপ্তিময় উজ্জ্বলতার এক

অশুভ দিক। লেজটি সাপের মতো সরু আর ক্ষিপ্র, ধারালো নখগুলো শত্রুর জন্যে একটি ভয়ংকর প্রতীক হয়ে দাঁড়িয়ে ছিল।

ল্যাবটি বিশাল,উচ্চতার কারণে সেখানে তার নিজস্ব রূপে ফিরে আসা জ্যাসপারের জন্য তেমন সমস্যা হয়নি। জ্যাসপারের ড্রাগন রূপের বিশালতা এক মর্মভেদী বাস্তবতার অভিজ্ঞতা এনে দিল, যা

ফিওনার মনকে পুরোপুরি আচ্ছন্ন করে ফেলল। ভয়ের এক শীতল ঢেউ তার শরীর জুড়ে ছড়িয়ে পড়ল। কিভাবে সম্ভব—এমন কিছু কি সত্যি?

জ্যাসপারের গভীর কণ্ঠ ফিওনার কানে বেজে উঠল। “তুমি কী বুঝতে পারছো, ফিওনা? আমি আর তোমার পরিচিত জ্যাসপার নই; আমি তোমার সামনে দাঁড়িয়ে আছি ড্রাগন

প্রিন্স জ্যাসপার অরিজিন।”ফিওনার মনে হচ্ছিল,সবকিছু থেমে গেছে। তার মন শুধুই একটাই চিন্তায় ভরে গেছে—এই অদ্ভুত প্রাণী, যে রূপে এখন সে তাকিয়ে আছে সত্যি কি এটা নাকি কোনো মতিভ্রম? ভয়ের কারণে তার হাত-পা স্থির হয়ে গেল, সারা শরীর বরফ হয়ে গেল। তার জ্ঞান কিছুটা অন্ধকারে চলে যেতে লাগল।

“না!” সে মনে মনে চিৎকার করতে চাইছিল, কিন্তু কিছুই বলতে পারল না। শেষপর্যন্ত, তার চোখের সামনে সবকিছু কালো হয়ে গেল, আর সে জ্ঞান হারাল।

জ্যাসপার,এখন ড্রাগনের রূপ ধারণ করে, তার শক্তি আর প্রতিশ্রুতি নিয়ে সেই গোপন রুমের দিকে তাকাল।

ফিওনার অজ্ঞান হয়ে যাওয়ার সাথে সাথে জ্যাসপার ধীরে ধীরে নিজের মানব রূপে ফিরে আসে। তার শক্তিশালী ড্রাগনের চেহারার উজ্জ্বলতা ম্লান হয়ে যায়, আর বদলে আসে একটি পরিচিত, কিন্তু চেহারার সৌন্দর্যে তীব্র বিরক্তির ছাপ।“উফ,” সে নিঃশ্বাস ফেলে বলে ওঠে, “এই মানবজাতি কেন এত দুর্বল? তাদের

সুরক্ষিত রাখতে সক্ষম এমনকি একজনেরও শক্তি নেই।”

দরজার পাশে দাঁড়িয়ে, সে ফিওনার দেহের দিকে তাকায়। হতাশা আর তাচ্ছিল্যেতা তার চোখে। “কিভাবে সম্ভব? তোমাদের জ্ঞান, তোমাদের সমৃদ্ধি—এগুলো কিসের কাজ যদি এমন সামান্য ভয়ে তোমরা অজ্ঞান হয়ে যাও?”

অর্থহীনভাবে তার মাথা ঝাঁকিয়ে দেয়। সে ভেবেছিল, মানবজাতির শক্তির খোঁজে এসে কিছু আলোকিত দৃষ্টি পাবে, কিন্তু এখানে এসে তার প্রত্যাশা বিপরীত প্রান্তে ঠেকে গেছে। “তবে অপেক্ষা কর,” সে অদ্ভুত এক হাসি মুখে এনে বলে, “এটা তো কেবল শুরু। আমি তোমার জন্য আরও চ্যালেঞ্জ নিয়ে আসব। ”জ্যাসপার ধীর পায়ে ফিওনাকে

কাঁধে তুলে নেয়,তার শক্তিশালী বাহু ঘিরে ধরে থাকে অপার বিশ্বাসের এক আবেগ। ফিওনার মাথাটি ঝুকে আছে,অজ্ঞান অবসন্নতা তার মুখাবয়বে। তার দীর্ঘ বাদামী চুলগুলো জ্যাসপারের পিঠে ঝুলে পড়ে একধরনের কোমল আচ্ছাদনে। ল্যাবের রহস্যময় পরিবেশে, জ্যাসপারের মনোযোগ গাঢ় সংকল্পের দিকে ফিরিয়ে নেয়। সে এক পাশে

একটি কম্পিউটার স্ক্রীনের দিকে তাকিয়ে, দ্রুত কয়েকটি কিপ্যাডে আঙুল চালাতে শুরু করে। তার প্রতি অঙ্গভঙ্গি একটি সংকেত বহন করে —

“মিস্টার চেন শিং,” সে টাইপ করতে থাকে, প্রতিটি অক্ষরে ভবিষ্যতের পাণ্ডুলিপি রচনা করছে। “আমি আপনার আদরের একমাত্র নাতনী এলিসন ফিওনাকে আমার

সাথে করে নিয়ে গেলাম।আমার ভাই এথিরিয়নকে যেদিন মুক্ত করবেন, সেদিন আবার নিজের একমাত্র নাতনীকে দেখতে পারবেন আর যদি এথিরিয়নের আর বিন্দুমাত্র ক্ষতি হয়, তাহলে ফিওনার কি অবসাদ হবে আপনি স্বপ্নেও কল্পনা করতে পারবেন না,সবশেষ আমার ইমেইল আইডি দিয়ে গেলাম আমার সাথে যোগাযোগ করবেন।”ল্যাবের

সাইফার আর সিক্রেটসের মাঝে, জ্যাসপার তার কাজ সম্পন্ন করে। ঞলিখিত বার্তার শেষে, সে নিশ্চিত করে যে, প্রয়োজন হলে সবকিছু উল্টে দেওয়ার জন্য প্রস্তুত। এই লড়াইয়ের মাঝে, ফিওনাকে তার বাহুতে বয়ে নিয়ে চলা তারই এক অঙ্গ।

জ্যাসপার ফিওনাকে কাঁধে নিয়ে ল্যাবের প্রবেশদ্বার অতিক্রম করে।

তার পা জোড়া একাত্ম হয়ে গেছে এই অন্ধকার জগতে,যেখানে বিজ্ঞান আর রহস্যের অবিরাম তাপ আবহাওয়ার মতো ঘিরে রেখেছে। চাঁদ আলো ফোটাতে ব্যর্থ, তবে তার ভেতরে ধূসর সমুদ্রের অন্তর্নিহিত গোপনীয়তা আবিষ্কারের সংকল্প।

ফিওনাকে পাজায় তুলতে, জ্যাসপারের শক্তি তার রক্তনালীতে রক্তের মতো প্রবাহিত হয়। অজ্ঞান

অবস্থায় ফিওনার দেহটি পেশীশক্তির অভাব ভোগ করছে; অথচ তার সৌন্দর্য সেই ঘরানার আলো। জ্যাসপার ফিওনাকে গাড়ির আসনে বসিয়ে রাখে, তার কোমল মুখটি শিশিরবিন্দুর মতো ঝরে পড়েছে। যখন সে ড্রাইভিং সিটে বসে, তার অলিভ গ্রিন চোখের অভিব্যক্তি হয়ে উঠে অন্তর্গত যুদ্ধের সাক্ষী। সে ফিওনাকে কয়েক মুহূর্তের জন্য

নিবিড়ভাবে দেখে সময় থেমে যায়। তার গাঢ় চিন্তাভাবনায়, জ্যাসপার বুঝতে পারে, ফিওনার জীবন এখন তার হাতে, আর এথিরিয়নের মুক্তি ফিওনার হাতে।

গাড়ির স্টার্ট দেওয়ার জন্য জ্যাসপার গভীর নিশ্বাস নিয়ে তাতে চাপ দেয়। ইঞ্জিনের গর্জন গভীর অরণ্যের গর্জনের মতো, সেই অন্ধকারের সাথে সাহসী পাড়ি জমাতে চায়।

ফিওনার অজ্ঞান দেহটি নিরাপদে বসে আছে, সে এখন এক বিপদগ্রস্ত চিত্র।অন্ধকার পথ ধরে গাড়ি চলতে থাকে, যেখানে প্রতিটি পাঁকা ঘনিষ্ঠ মনে করিয়ে দেয় নতুন অধ্যায়ের কথা। জ্যাসপারের অঙ্গীকার—ফিওনাকে বন্দি করা তার অজানা পথে নিয়ে যাওয়া, যেখানে এক নতুন বন্দী জীবন,এ ক নতুন লক্ষ্য তাকে অপেক্ষা করছে।ফিওনা

চেতনাহীন অবস্থায় শুয়ে রয়েছে, তার জ্ঞান এখনো ফেরেনি। তবু,মস্তিষ্কের কোনো গভীর কোণ থেকে ক্ষীণ সিগন্যাল আসছে, যা তাকে মৃদুভাবে আশ্চর্য অনুভূতি দিচ্ছে।

সেই অনুভূতিতে মনে হচ্ছে সে শূন্যতায় ভাসছে—কোনো নির্দিষ্ট বোধ ছাড়াই।তার শরীরকে ঘিরে রয়েছে এক ঠান্ডা,শীতল বাতাসের

স্পর্শ,যা তার স্নায়ুগুলোতে হালকা শিরশিরানি এনে দিচ্ছে।মনে হচ্ছে যেন কোনো কিংবদন্তির পঙ্খিরাজ ঘোড়ায় চড়ে, চারপাশে অসীম মেঘের সমুদ্র তাকে ঘিরে রেখেছে। তবে, এই সবই ফিওনার জন্য এক স্বপ্নের মতো, এক কাল্পনিক দৃশ্য ,অথচ এই অনুভূতিগুলো বাস্তবের চেয়েও বেশি জীবন্ত,ফিওনার ধারণার বাইরে।

আসলে,ফিওনা শুয়ে আছে জ্যাসপারের ড্রাগন রূপের কঠিন,ধাতব আঁশের পিঠে। তার বিশাল,শক্তিশালী ডানা বাতাসকে চিরে দিচ্ছে, আর ফিওনাকে বহন করে নিয়ে যাচ্ছে অজানার দিকে। জ্যাসপারের দানবীয় ড্রাগন সত্তা এখন প্রখরভাবে উপস্থিত, তার কণ্ঠহীন প্রতিশ্রুতি একমাত্র এটাই—এক অনন্ত যাত্রা, যেখানে কোনো

গন্তব্য নেই, শুধু মেঘমালা আর অসীম আকাশ। ফিওনা সেই পিঠে শুয়ে আছে,তার শরীর মেঘের শীতল বায়ুর নিচে সমর্পিত,অথচ তার মন এখনো পুরোপুরি জেগে ওঠেনি এই অদ্ভুত অভিজ্ঞতার সামনে।মেঘের রাজ্যের সেই অসীম আকাশের মাঝ দিয়ে অভিজাত জ্যাসপার ধীরে ধীরে মাটিতে নেমে আসে। এক মুহূর্তে তার বিশাল ড্রাগন রূপ গৌরবময়ী

কল্পনার ছায়া রূপান্তরিত হয়ে যায় মানব রূপে।এক অলৌকিক পরিবর্তন, সে উজ্জ্বল আকাশের নিচে শুস্ক মাটির স্পর্শ অনুভব করে।

ফিওনাকে পাঁজায় কোলে তুলে নিয়ে সে অগ্রসর হয় সামনের দিকে,তার দেহে অলসতা অশ্রাব্য। ফিওনার হাত দুটো ঝুলে আছে,সম্পূর্ণরূপে নির্ভর করছে জ্যাসপারের ওপর। অসহায়ত্বে তার নিথর শরীর এক

পশমী বালিশের মতো, কিন্তু সে নিজেকে অসার মনে করলেও, এই মুহূর্তে সে জ্যাসপারের শক্তি আর সাহসে শেল্ফায়িত।

জ্যাসপারের মুখে নিবিড় সংকল্প ফুটে ওঠে। সে ধীরে ধীরে পদক্ষেপ নেয়, পায়ের তলে পৃথিবীকে আলিঙ্গন করে।তার অনবদ্য দৃষ্টি সামনে,এ ক গন্তব্যের দিকে এগিয়ে চলে, যেখানে ফিওনার অসহায়তার

পেছনে এক নতুন শুরু অপেক্ষা করছে।রাত প্রায় ১টা ছুঁইছুঁই। ডক্টর লিউ ঝানের ডিউটি শেষ হয়েছে অনেক আগেই, কিন্তু ফিওনার জন্য অপেক্ষা করতে হয়েছে তাকে। হসপিটালের ভেতর বারবার সময় দেখতে দেখতে মনে হয় সময় থেমে গেছে। আজ মিস ঝাং-এর ফিওনাকে দেখতে আসার কথা ছিল, তাই তার চোখের মণি হয়ে ওঠে

অপেক্ষা। ডক্টর লিউ ঝান ভেতরে ভেতরে আশা করে, কিন্তু ফিওনার মোবাইল ফোনে কল করতেই শুনতে পায়,ফোনটি বন্ধ।

এদিকে, লিয়া মনমরা হয়ে ফিওনার চিন্তায় আছে।

“মেয়েটা এত রাতে ডরমিটরিতে ফিরে আসেনি,” সে ভাবতে থাকে। তার মনে হয়,হয়তো সে হাসপাতালে রয়েছে অথবা নিজের বাড়িতে। কিন্তু

ফোন করে তো জানাবে, তাই না? লিয়া মন থেকেই বলল।

চেন শিং কয়েকবার ফিওনার ফোনে কল দেয়,কিন্তু প্রতিবারই ফোনটি বন্ধ পায়।মিস ঝাং-এর বর্তমান অবস্থার খবর জানার জন্য ফোন করেন, তবে মনে মনে ভাবেন, “হয়তো ফিওনা ঘুমিয়ে পড়েছে।” তাই আর ফোন করলো না।

মিস্টার চেন শিং আর ওয়াং লি আগামীকালকেই চীনে ফিরে যাওয়ার পরিকল্পনা করেছেন। তাদের মনেও চিন্তার মেঘ। এথিরিয়নকে ভালোই ভালোই লন্ডনের ল্যাবে ট্রান্সফার করতে হবে। এই সব চিন্তা যা সবকিছুকে গাঢ় রঙে রাঙিয়ে তোলে। অবশেষে রাতের গভীরতা ভেঙে ভোরের আলোর সিঁড়ি বেয়ে ঢুকতে শুরু করেছে। ঘরের প্রতিটি কোণ

সুর্যের সোনালী আলোতে ভরে গেছে,অথচ এই আলোর মাঝে ফিওনার শরীরের ওপর শীতলতা আলিঙ্গন করেছে।সূর্যের কিরণগুলো যে কতটা তেজস্বী,তা অনুভব করতেই ফিওনার ঘুম ভেঙে যায়। তার জ্ঞান ধীরে ধীরে ফিরতে শুরু করে; চোখ খুলে ফিওনা পিটপিট করে তাকায়। কিন্তু মুহূর্তের

জন্য,চারপাশের দৃশ্য তার কাছে অস্পষ্ট।

“আমি কি নিজের রুমে আছি এই মুহূর্তে?”—এই ভেবে ধীরে ধীরে বিছানার ওপর বসে পড়ে। চোখ ভালোভাবে মেলতেই ফিওনার রক্তচাপ বাড়তে থাকে; চারিদিকে যে দৃশ্য তার দেখা নয়। এটা তার রুম নয়—এটা কোন স্থান, কার কক্ষ? আশেপাশে কেবল কাচ আর কাচ;

দরজা কিংবা জানালা কিছুই নেই—শুধু পুরু কাঁচের দেয়াল।

ফিওনার চোখে পড়ে, সেই দেয়ালের অপর পাশে প্রকৃতির অপরূপ দৃশ্য। আকাশ তার মাথার ঠিক ওপরে, সুদূরবর্তী মেঘগুলোর সান্নিধ্যে। হঠাৎ করেই কর্নকুহরে আসে ঝর্নার পানি প্রবাহের মৃদু আওয়াজ, কিন্তু তার মন এখনও বুঝতে পারছে না সে আসলে কোথায় অবস্থান করছে।

অজানা আশঙ্কা তাকে তাড়িত করে, ফিওনা দ্রুত বিছানা ছেড়ে নামতে থাকে। বিছানার ডান পাশের কাঁচের দেয়ালের সামনে এসে দাঁড়িয়ে, সে উঁকি দেয়। নিচে কি আছে, তবে কিছুই দেখা যাচ্ছে না—মনে হচ্ছে, সে এক পাহাড়ের চূড়ায় দাঁড়িয়ে রয়েছে, অসীম গভীরতার দিকে তাকিয়ে। আতঙ্কের শিহরণ ফিওনার শরীরে বইতে থাকে, সে বোধগম্য

করতে পারে না—এটা তো কোনো মাউন্টেন?

ল্যাবের ঘটে যাওয়া সব ঘটনা ধীরে ধীরে ফিওনার স্মৃতিতে ফিরে আসে, একেকটি পাথর তার মনে জড়ো হলো।ভয়ের আবহে কাঁচের দেয়ালের পাশে নিঃশব্দে বসে পড়ে ফিওনা। তার হাঁটু দুটো একসাথে জড়ো করে, দুহাত দিয়ে শক্তভাবে পেঁচিয়ে রাখে।

তন্ময় চোখে, সে কাঁপতে শুরু করে। সে বুঝতে পারে, জ্যাসপার সেই ড্রাগন—অর্থাৎ, সে এখন সেই ভয়ঙ্কর আগুনের মনস্টা*রের কবলে।“আমি এখন কিভাবে বাসায় যাবো?”—মনে মনে উচ্চারণ করে সে।সঙ্কটের মুহূর্তে, তার হৃদয়ে এক দানা আশা খোঁজার চেষ্টা করে। “গ্র্যান্ডপা, তুমি কোথায়? আমাকে উদ্ধার করো!”

আকাশের নীচে, নিঃশব্দে আকাশের বিশালতা অনুভব করতে করতেই, তার কল্পনায় এক গাঢ় অন্ধকার ভেসে ওঠে। মনে হয়, সেই ড্রাগন তার ওপর নজর রাখছে, তার দৃষ্টির তলায়।এভাবেই ফিওনার অন্তরে বয়ে চলে এক বিশাল উত্তেজনা, এক অনিশ্চিত ভবিষ্যতের ভয়—কিন্তু তার চেতনা দৃঢ়, সে এই পরিস্থিতি থেকে বেরিয়ে আসার উপায় খুঁজে

পেতে চায়।জ্যাসপার অরিজিন মুহূর্তের জন্যই নয়, বরং দীর্ঘকালের জন্য ফিওনাকে তার নিয়ন্ত্রণে নিয়ে এসেছে “পুষ্পরাজ” পাহাড়ের চূড়ায়, যেখান থেকে ফিওনা জ্যাসপারের ইচ্ছা ব্যতীত ফিরে যাওয়ার চিন্তাও করতে পারবেন না। এটা এক গোপন পৃথিবী, যেখানে প্রবেশ করতে হলে একজন মানুষকে অতিক্রম করতে হয় অজানা বিপদ

আর অসীম বাধা। গভীর সমুদ্রের ওপরে অবস্থানরত এই পাহাড়,এমন এক রহস্যময় স্থান যেখানে প্রাকৃতিক সৌন্দর্য আর বিপদের পরস্পর বিয়োগান্তক সমন্বয় ঘটেছে।পাহাড়ের চূড়ায় প্রতিষ্ঠিত "মাউন্টেন গ্লাস হাউজ," এক অনন্য সৃষ্টির উদাহরণ, যার দৈর্ঘ্য প্রায় ৫৫ ফুট আর প্রস্থ ৪০ ফুট, দুই তলা বিশিষ্ট। বাড়িটির দেয়াল সম্পূর্ণ

কাঁচের, যা বাহিরের প্রকৃতির সৌন্দর্যকে ভেতরে ধারণ করে। প্রথম তলার উচ্চতা ৩০ফুট, আর দ্বিতীয় তলার ২৫ ফুট, যা পেছনের দেয়ালকে উন্মুক্ত ছাদে রূপান্তরিত করেছে।এখানে প্রতিটি ভোরের সূর্যের আলো আর রাতের চাঁদের প্রতিফলন এক বিমূর্ত শিল্পকর্মের মতো, যা মনকে জুড়িয়ে দেয়।

প্রথম তলায় প্রবেশ করলেই একটি বিশাল লিভিং রুম সবার চোখে পড়ে। এখানে একটি বড় কাঁচের টেবিল, আরামদায়ক সোফা,আর বেশ কয়েকটি দৃষ্টিনন্দন আসবাব রয়েছে। আসবাবপত্রগুলি সাদা আর নীল রঙের মিশ্রণে সাজানো, যা শান্তিআর প্রশান্তির অনুভূতি প্রদান করে। চারপাশের দেয়ালগুলি শোভিত হয়েছে নানা রকম ফুলের

পেইন্টিং আর আধুনিক শিল্পকর্মে, যা বাড়িটিকে কাল্পনিক গ্যালারির রূপ দিয়েছে।দ্বিতীয় তলায় উঠলেই দেখা যায় এক অপূর্ব দর্শনীয় স্থান, যেখানে কাঁচের দেয়াল দিয়ে সারা দুনিয়ার প্রকৃতির অপরূপ দৃশ্য উপভোগ করা যায়। এখানে কিছু টব রাখা হয়েছে, যেখানে জীবন্ত ফুলের বাগান সাজানো হয়েছে,যা বাড়িটিকে প্রাণবন্ত আর রঙিন করে

তুলেছে। জানালার বাইরের ঝর্ণার ধারা জীবনের সঙ্গীত, যাকে শুনতে শুনতে মানুষ অথবা যেকোনো জীব জ’ন্তু উভয়েই বিমোহিত হয়ে পড়বে।

এই গ্লাস হাউজের একটি বিশেষত্ব হলো,এটি আসলে প্রকৃতির এক অভিজ্ঞান, যেখানে বৃষ্টি পড়লে কাঁচের ওপর চিকন চিকন জলকণার অর্কেস্ট্রা গায়। আর ঝর্ণার

জলপ্রপাতের আওয়াজ এক আধ্যাত্মিক সঙ্গীত, যা তাদের চারপাশকে এক অনন্য পরিবেশে নিয়ে যায়। এখানে থাকা মানে প্রকৃতির একটি অংশ হয়ে যাওয়া, যেখানে সময়ের কোনো সীমানা নেই।এই মুহূর্তে "মাউন্টেন গ্লাস হাউস"-এর দ্বিতীয় তলার মাঝের রুমে অবস্থান করছে ফিওনা। রুমটি সামান্য হলেও তার উচ্চতা প্রায় ২০

ফুট,দেয়ালগুলো সম্পূর্ণ কাঁচের, যা বাইরের ঝর্ণার পানি ও প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের অভ্যুত্থানের প্রতিফলন ঘটায়।যেখানে পৃথিবীর বাস্তবতা থেকে দূরে, এক মায়াবী জগতের সৃষ্টি ঘটে।

রুমটির কেন্দ্রবিন্দুতে থাকা বিশাল কুইন সাইজের বিছানা,যার সাদা চাদরগুলো মেঘের বিশ্রামস্থল। বিছানার পাশে দুটি চকচকে সাদা

টেবিল, যা সম্পূর্ণরূপে সাদা রঙে রঞ্জিত,অতি যত্নে তৈরি।

সেখানে একটি বিশাল কাঁচের আয়না,যা কেবল রুমটির আকারকে প্রসারিত করে না, বরং যে কারো আত্মাকে উপলব্ধি করার এক অদ্ভুত সুযোগ দেয়।

এই বাড়িটি নির্মিত হয়েছে জ্যাসপারের পূর্বপুরুষদের হাতে, যারা পৃথিবীতে অবস্থান করার জন্য

এই স্থানটিকে এক বিশেষ কাজে প্রস্তুত করেছিলেন। তাঁদের প্রজ্ঞা আর দক্ষতায় তৈরি এই বাড়িটি একটি আদর্শ বাসস্থান, যা মানবজাতির অবাধ প্রবেশকে সম্ভাব্য করে তুলেছে। এখানে অবস্থান করলেই মনে হয়, সময় ও স্থান কেবল এক প্রবাহিত নদীর মতো—অস্থির, অথচ প্রশান্ত।

আরো গভীরে গেলে,এই ঝর্ণার গুহার অন্তরালে একটি বিশাল ল্যাবরেটরি গড়ে তোলা হয়েছে। সেখানে বিদ্যমান প্রযুক্তি আর বৈজ্ঞানিক গবেষণা মেলবন্ধন ঘটায়,এই ল্যাবরেটরিতে রয়েছে গবেষণার অসংখ্য উপকরণ, যা জীবন ও মৃত্যুর রহস্য উন্মোচন করতে উৎসুক।ফিওনা এখনও জড়সড় হয়ে বসে আছে,তার দৃষ্টি

একদিকে স্থির হয়ে গেছে, পৃথিবী তাঁর চারপাশে থমকে গেছে।অশ্রু তাঁর গাল বেয়ে পড়ে যাচ্ছে,কান্না করে যাচ্ছে সে অনবরত। জ্যাসপারের রূপে ভাসমান সেই ভয়ঙ্কর ড্রাগনের চেহারা তার মনের পটে ঘুরছে—ময়নাকে ধারন করা সেই মনিষী, যে তার আশ্রয়, নিরাপত্তা আর বন্ধুতের প্রতীক ছিল।

হঠাৎ,একটি প্রবল ধ্বনিতে ভেঙে ওঠে শান্ত পরিবেশ। কোথাও একটি বিশাল কিছু পাহাড়ের মাটিতে ধপ করে পড়ার আওয়াজ। ভূমিকম্পের মতো সেই প্রবল ঝাঁকুনি ফিওনাকে কেঁপে ওঠার জন্য বাধ্য করে। বুকের ভেতর এক ভয়ের ঢেউ এসে আছড়ে পড়ে, তাঁর হৃদয় লড়াই করছে—পালাতে চাইছে, কিন্তু

শরীরের কোন অঙ্গ অবশ হয়ে গেছে।

ফিওনা, যে ছিল স্ট্রং গার্ল অথচ এই মুহূর্তে পৃথিবীর সবচেয়ে ভীতু আর অসহায় অবস্থায় নিজেকে আবিষ্কার করছে। চারপাশে শুধু ভয়ংকর প্রাণীর উপস্থিতি তাকে গ্রাস করছে। এই অদ্ভুত পরিবেশে প্রতিটি নিঃশ্বাস তার গলায় আটকে যাচ্ছে।

তার কল্পনায় উঁকি দিয়ে উঠে সেই মায়াবী ড্রাগনের মুখ—ফিওনার এই মুহূর্তে কেবল একটি চিন্তা—কিভাবে সে এই ভয়ের জায়গা থেকে মুক্তি পাবে? তার গ্রান্ডপা কি কোনোদিন ও জানতে পারবে ফিওনা এখানে রয়েছে।জ্যাসপার গ্লাস হাউজের নিচ তলায় লিভিং রুমে বিশাল সোফায় আরাম করে বসে ছিল।সে মিষ্টি তৃপ্তির ভাব নিয়ে সারা কক্ষ

পর্যবেক্ষণ করছিল, যখন হঠাৎ করেই হাউজের দরজা খুলে প্রবেশ করে আলবিরা, রুপালি ড্রাগন মেয়েটি। তার মুখশ্রী তাজা তুষারপাতের মতো সাদা, তার উপস্থিতি মুহূর্তে চারপাশের বাতাসে অন্যরকম শীতলতা এনে দিল।

“প্রিন্স অরিজিন,” আলবিরা মাথা নত করে সম্মান প্রদর্শন করে বলল, “আপনাকে এই মুহূর্তে ল্যাবে যেতে

হবে। কিং ড্রাকোনিস আপনার সাথে যোগাযোগ করতে চান।”

জ্যাসপার গভীর নিঃশ্বাস নিয়ে আলবিরার দিকে তাকিয়ে বলল, “ঠিক আছে, আলবিরা। তুমি এখন চলে যাও, আমি আসছি। আর তোমাকে পরে বিশেষ প্রয়োজন হলে ডাকতে হতে পারে, প্রস্তুত থেকো।”

“যেমনটি বলবেন, প্রিন্স অরিজিন।” আলবিরা সম্মান আর কর্তব্যবোধ নিয়ে উত্তর দিল।

অতঃপর, সম্মান প্রদর্শন করে আলবিরা হাউজ ত্যাগ করল। জ্যাসপার ল্যাবে প্রবেশ করে,তার দৃষ্টি নিবদ্ধ করে ড্রাকোনিসের দিকে।কক্ষটি ছিল গাঢ় নীল আলোতে আলোকিত, যেখানে বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতির মাঝে সঙ্কীর্ণ

পথ তৈরি করেছে। জ্যাসপারের চোখে উজ্জ্বলতার আভা সে আগ্রহে আর আশায় ঊর্ধ্বমুখী।

“বলুন, ড্রাকোনিস!” সে বলল, কণ্ঠে প্রতিশ্রুতি।

ড্রাকোনিস সেদিকে তাকিয়ে, তার মৃদু গম্ভীর গলায় উত্তর দিল, “জ্যাসপার,মাই সান! তোমার মিশনের কতদুর এগোলো? এথিরিয়ন কোন অবস্থায় রয়েছে ?”

“চিন্তা করবেন না, খুব শীঘ্রই এথিরিয়ন মুক্তি পাবে,” জ্যাসপার বলল, তার কণ্ঠে আত্মবিশ্বাসের রেশ। “মুক্তির পর, আমাদের দ্বিতীয় মিশন শুরু করার পালা।”

“সঠিক বলেছ, তবে মনে রেখো, ড্রাগন রাজ্যের নিয়ম ভঙ্গ না করাই আমাদের মূল কর্তব্য,” ড্রাকোনিস সতর্কভাবে বললেন। “অযথা কোন মানবের ক্ষতি যেন না হয়।”

“আমার ওপর ভরসা রাখুন, ড্রাকোনিস। আমি কখনো খামখেয়ালি হয়ে কাউকে শাস্তি দিই না। আপনি তো ভালো করেই জানেন আমাকে।”“আমি জানি, মাই সান!এজন্যই তোমাকে ভেনাসের প্রিন্স হিসেবে আখ্যায়িত করেছি,” ড্রাকোনিস বললেন, তার গম্ভীর কিন্তু স্নেহময় কণ্ঠে।

এই কথাগুলোতে এক নতুন প্রত্যয়ের সূচনা হলো। জ্যাসপার নীরবতা ভেঙে মনে মনে বলল, “আমার এই মিশনে আমার ড্রাগন বংশের গৌরব অক্ষুণ্ন রাখতে কতদিন পারবো জানিনা।”জ্যাসপার গ্লাস হাউজের অভ্যন্তরে প্রবেশ করে, তার পদক্ষেপে এক রহস্যময়তা ছড়িয়ে পড়ে। শীতল কাচের দেয়ালগুলো আকাশের

নীলতায় প্রতিফলিত হচ্ছিল, আর ভেতরে প্রবাহিত বাতাসে ছিল গম্ভীরতা। সে নীরবভাবে সবাইকে একত্রিত করার নির্দেশ দিল। আলবিরা থারিনিয়াস আর অন্যান্য ড্রাগন সদস্যদের চোখে উদ্বেগ আর কৌতূহল।

“শোনো, সবাই,” জ্যাসপার শুরু করল, তার কণ্ঠে গম্ভীর সুর।

“আমাদের একটা জরুরি বিষয় আলোচনা করতে হবে।”

সকলের দৃষ্টি তার দিকে নিবদ্ধ হলো। “আমি আজকে সবাইকে একটা বিষয়ে নিষেধ করে দিচ্ছি । আমাদের একমাত্র লক্ষ্য হলো এথিরিয়নকে মুক্ত করা, আর তাকে মুক্ত করতে অনেক কিছুই এমন করতে হবে যা আমাদের ড্রাগন রাজ্যের রুলস ভঙ্গ করতে হবে তবে

সাবধান ড্রাকোনিস যেন এই মানবী মেয়েটির কথা কোনোভাবেই জানতে না পারে। যতদূর সম্ভব, তার অবস্থান গোপন রাখতে হবে। এথিরিয়নের মুক্তি নিশ্চিত করা জরুরি, তাই আমি বারবার সবাইকে সতর্ক করে দিচ্ছি”“কিন্তু প্রিন্স,” আলবিরা দ্বিধা প্রকাশ করল, “মানব মেয়েটি যাকে আপনি তুলে এনেছেন কি যেনো নাম ফিওনা তার প্রতি

আমাদের কি করণীয়?সে কি আমাদের বিরুদ্ধে হুমকি হয়ে উঠতে পারে?”

“তাকে বিপন্ন মনে করার কোনো প্রয়োজন নেই সে একজন সাধারণ মানবী তবে আমাদের অস্তিত্বের জন্য যে কোনো দুর্বলতার সম্ভাবনা আমাদের জন্য বিপদের কারণ হতে পারে,” জ্যাসপার বলল, তার চোখে তীব্র দৃঢ়তা। “যদি ড্রাকোনিস জানে

আমরা কোনো সাধারন মানুষকে ব*ন্দি করে রেখেছি তবে আমাদের পরিকল্পনাগুলি বিপর্যস্ত হবে। তাই, আমাদের চুপচাপ থাকতে হবে, আর ওই মেয়েটিকে আপাতত আমার ওপর ছেড়ে দাও, যখন দরকার হবে তখন জানাবো কি করতে হবে সবাইকে”।“আমরা আপনার নির্দেশ মান্য করব, প্রিন্স,” থারোনিয়াস সম্মতি জানালো। “আপনার জন্য

আমাদের প্রতিটি পদক্ষেপে সমর্থন থাকবে।”

“আমরা একসাথে থাকলে, কোনো বাধাই আমাদের আটকাতে পারবে না। এখন চলো আমরা আমাদের পরবর্তী পদক্ষেপ পরিকল্পনা নিয়ে চিন্তা করি, জ্যাসপার বললো, গম্ভীর কণ্ঠে।ভেনাস(শুক্র গ্রহ):

ভেনাস (Venus) সৌরজগতের দ্বিতীয় গ্রহ আর এটি সূর্য থেকে

দূরত্বের দিক থেকে দ্বিতীয়। এটি পৃথিবীর সবচেয়ে কাছের প্রতিবেশী গ্রহ আর প্রায়ই “পৃথিবীর যমজ” বা “পৃথিবীর বোন গ্রহ” নামে পরিচিত কারণ আকার এবং গঠনগতভাবে এটি পৃথিবীর সাথে অনেকটা মিল রাখে। তবে ভেনাসের পরিবেশ পৃথিবীর থেকে একেবারে ভিন্ন।

ভেনাস পৃথিবীর চেয়ে কিছুটা ছোট, এর ব্যাস প্রায় ১২,১০৪ কিলোমিটার (পৃথিবীর ব্যাস প্রায় ১২,৭৫৬কিমি)। ভেনাস—একটি অগ্নিময় গ্রহ, যেখানে প্রকৃতি তার চরম রূপে বিরাজমান। আকাশে চিরকালীন ঘন মেঘের আস্তরণ, যা পৃষ্ঠ থেকে সূর্যালোককে রুদ্ধ করে রাখে। বায়ুমণ্ডল এক বিষাক্ত কারাগার; কার্বন ডাই অক্সাইডে ভরা এই বায়ুতে এক

ফোঁটা শ্বাস নেওয়ার উপায় নেই। সালফিউরিক অ্যাসিডের মেঘ ঢেকে রাখে আকাশের সবুজাভ-হলদে রঙ। মেঘের নিচে, তপ্ত বাতাসে ভেসে বেড়ায় গরম কণা—প্রতিটি শ্বাসের সঙ্গে শরীরে আগুন ঢোকে।ভেনাসের পৃষ্ঠ এমন গরম যে, পাথরও এখানে গলে বাষ্প হয়ে ওঠে। তাপমাত্রা প্রায় ৪৬৫ ডিগ্রি সেলসিয়াস, যা পৃথিবীর কোনো জায়গায়

কল্পনাতীত। এর উপরে দিন-রাতের কোনো প্রভেদ নেই; একবার সূর্য ওঠে তো আবার নামতে কয়েক মাস লেগে যায়। এই দীর্ঘ দিনের শেষে রাতের আসা এক অমোঘ কালো ছায়া। কিন্তু এখানে রাত মানে কোনো শান্তি নয়—কারণ পৃষ্ঠে তেমন ঠাণ্ডা পড়ে।

হ্যাঁ, ভেনাসের এমন বিপদসঙ্কুল পরিবেশে শুধুমাত্র ড্রাগনের মতো

শক্তিশালী আর অসাধারণ প্রজাতি টিকে থাকতে পারে। ড্রাগনের শরীরের গঠন, তাদের প্রতিরোধ ক্ষমতা আর আগুনের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ক্ষমতা এই চরম পরিবেশে টিকে থাকার জন্য পারফেক্ট। তারা আগুনের উত্তাপ আর বিষাক্ত বায়ুমণ্ডলকে সহ্য করতে পারে, কারণ তাদের নিজস্ব শারীরিক রক্ষা-কবচ রয়েছে যা তাদের অত্যন্ত

প্রতিকূল পরিবেশেও সুরক্ষা প্রদান করে।তবে কৃত্রিম উপায়ে এখানে চাদের ব্যাবস্থা রয়েছে এবং দিন থেকে রাত হয় কৃত্রিম উপায়ে।

সেই কারণে, ভেনাস ড্রাগনদের জন্য একটি স্বাভাবিক বাসস্থান, যেখানে তারা স্বাধীনভাবে উড়ে বেড়ায় এবং নিজেদের রাজত্ব স্থাপন করে।এল্ড্র রাজ্য:

যা ভেনাসের গাঢ় সবুজ প্রকৃতি আর উজ্জ্বল নক্ষত্রমণ্ডলের আড়ালে অবস্থান করে। একটি রহস্যময় এবং শক্তিশালী রাজ্য। রাজ্যের আকাশে উড়ে বেড়ায় বিশাল ড্রাগন, তাদের সোনালী রঙের পাখা ঝলমল করে। এই রাজ্যটির সৌন্দর্য ও গৌরব ভেঙে যেতে পারে, কিন্তু এর হৃদয়ে বাস করে একটি গোপন অন্ধকার।

এলড্র রাজ্যটি প্রাচীন এক ড্রাগন রাজা দ্বারা প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল, যিনি তাঁর প্রজাদের নিরাপত্তা ও সুখ নিশ্চিত করার জন্য যুদ্ধ করে গেছেন। কিংডমের উন্মুক্ত প্রান্তর, মণিরঙের ফুল আর ঝর্ণার সুরেলা সঙ্গীতের মধ্যে লুকিয়ে আছে হাজার হাজার বছরের ইতিহাস। এখানে প্রতিটি পাথর একেকটি গল্প,প্রতিটি

বাতাসে ছড়িয়ে রয়েছে ঐতিহ্যের গন্ধ।

রাজ্যের কেন্দ্রে দাঁড়িয়ে আছে রাজপ্রাসাদ, যেখানে প্রিন্স জ্যাসপার তার শাসন ক্ষমতা প্রতিষ্ঠা করার জন্য কঠোর পরিশ্রম করছেন। তবে সম্প্রতি এল্ড্র রাজ্যে এক নতুন বিপদ দেখা দিয়েছে; অজানা বিপদ ড্রাগনের মধ্যে একটি অস্থিরতা সৃষ্টি হয়েছে। এই অশান্তির কারণ,

রাজ্যের শান্তি আর সমৃদ্ধির জন্য মারাত্মক হুমকি।জ্যাসপার,যে ড্রাগনদের মধ্যে ভিন্নতার রূপ নিয়ে এসেছে,এই অশান্তি প্রশমিত করার জন্য সংকল্পবদ্ধ।

ভেনাসের এল্ড্র রাজ্যের রাজপ্রাসাদের সিংহাসনে অবস্থিত ছিলেন রাজা জেনোথ ড্রাকোনিস, যার দৃষ্টিতে ছিল গভীর চিন্তার ছাপ। বিশাল সিংহাসনটি ধনুকের আকৃতির

আর নান্দনিক ডিজাইনে তৈরি, সেখান থেকে দূরের শাঁখার সুর্য রশ্মি প্রবাহিত হচ্ছিল। এই প্রাসাদের প্রতিটি কোণে ছিল জাদুকরী ফুলের ঝরনা,যা ভেনাসের অদ্ভুত সৌন্দর্যকে আরো উজ্জ্বল করে তুলছিল।

রাজা জেনোথের দুটি পুত্র,জ্যাসপার অরিজিন আর এথিরিয়ন ফায়ারলক, এ মুহূর্তে তার চিন্তার কেন্দ্রে ছিল। জ্যাসপার, এল্ড্র রাজ্যের একমাত্র

প্রিন্স, ভবিষ্যতের সম্ভাবনাময় রাজা হিসেবে যে সমস্ত দায়িত্বের ভার ধারণ করতে যাচ্ছিল,সেই চিন্তায় রাজা জেনোথের মনে কিছুটা উদ্বেগ ছিল। তবে অদ্ভুতভাবে, জ্যাসপার সম্পর্কে তার একটি বিশেষ দুশ্চিন্তা ছিল।

ভেনাসের উষ্ণ বাতাসের মধ্যে, রাজা মনে মনে ফিরছিলেন অতীতে, যখন তার ছোট ভাই ড্রাইগনাস, এক

শক্তিশালী ড্রাগন, একজন সাধারণ মানবীর প্রেমে পড়েছিল। সেই প্রেমের পরিণতি ছিল বিধ্বংসী।

এই কারণেই জন্মের পর থেকেই জ্যাসপারের মনের গভীরে ভালোবাসার অনুভূতি সম্পূর্ণরূপে মুছে দিয়েছিলেন রাজা। তিনি চাইতেন, তার পুত্র যেন কোনো মানুষের প্রেমে না পড়ে, যেন তার অন্তরের গভীরতায় কেবল শক্তি

আর দায়িত্বের ভার থাকে।ভেনাসের এল্ড্র রাজ্যের রাজপ্রাসাদের অন্তরালে, রাজা জেনোথ ড্রাকোনিস একটি গোপন গবেষণাগারে প্রবেশ করেছিলেন। এখানে,জ্যাসপারের ব্রেইন সফটওয়্যার উন্নত প্রযুক্তি দ্বারা নির্মিত হয়েছিল,যা তার পুত্রের অনুভূতিগুলিকে নিয়ন্ত্রণ করতে সক্ষম ছিল। রাজা জানতেন, সাধারণ মানুষের প্রতি ভালোবাসা তার

পুত্রের জন্য বিপজ্জনক। তাই তিনি নির্মমভাবে সিদ্ধান্ত নিলেন, যাতে জ্যাসপারের হৃদয়ে কখনো কোনো মানবীর জন্য প্রেমের অনুভূতি জাগ্রত না হয়।

রাজা প্রযুক্তির এক অনন্য সুবিধা গ্রহণ করে, একটি বিশেষ কৌশল ব্যবহার করে ভালোবাসার লাভ ফাংশনাল ডিলিট করে দিলেন। সেই সফটওয়্যার, যা জ্যাসপারের মনের

গভীরে ভালোবাসার অনুভূতিকে সংরক্ষণ করেছিল, তা সম্পূর্ণরূপে নিষ্ক্রিয় করে দিলেন তিনি।এর ফলে, জ্যাসপারের মনের চেতনায় চিরকালীন শূন্যতা সৃষ্টি হলো। তার হৃদয়ে প্রেমের আলো নিভে গেল,এক নিঃসঙ্গ রাতের অন্ধকারে একটুকরো তারাও হারিয়ে গেল। রাজা জানতেন, এই সিদ্ধান্ত নিলে হয়তো তার পুত্রের জীবনে কোনো

সাধারণ মানবীর আগমন ঘটবে না, কিন্তু তার হৃদয়ে কোনো আবেগের স্পর্শও থাকবে না।

জেনোথ বুঝলেন, একজন রাজা হিসাবে তার পুত্রের ভবিষ্যৎ সুরক্ষিত রাখতে হলে কখনো কখনো কঠিন সিদ্ধান্ত নিতে হয়। রাজ্যের শাসন করার জন্য জ্যাসপারকে একজন শক্তিশালী ও অবিচল প্রিন্স হিসেবে গড়ে তুলতে হবে। এই

কারণেই তিনি রাজ্যের শান্তি আর নিরাপত্তার জন্য এই অমানবিক পদক্ষেপ গ্রহণ করতে বাধ্য হলেন।

এখন, জ্যাসপার এল্ড্র রাজ্যের ভবিষ্যৎ শাসক হিসাবে যে পথচলার দিকে এগোচ্ছিল, তার মধ্যে কোনো মানবিক অনুভূতির অন্তর্ভুক্তি ছিল না। রাজা জানতেন, এই সিদ্ধান্ত তাকে ভেঙে ফেলবে, কিন্তু সামগ্রিক স্বার্থের জন্য যা প্রয়োজন, তা

করতেই হবে। রাজা জেনোথের হৃদয়ে কেবলমাত্র একটিই ভাবনা ছিল—”এখনই সময়, আমাদের রাজ্যকে বিপদের হাত থেকে রক্ষা করার!”ফ্লোরাস রাজ্য:

এল্ড্র রাজ্যের কাহিনী যখন গভীর অন্ধকারে মগ্ন, তখন ফ্লোরাস রাজ্যের রাজকুমারী অ্যালিসা,যে এতক্ষণ বক্তব্য রেখেছিলো তার

মুখাবয়বে উত্তেজনা আর হতাশার রেখা স্পষ্ট।

“বাবা, তোমরা আমার সাথে এমন কেনো করলে?” তাঁর কণ্ঠে সজোর ক্ষোভ ছিল। “আমার প্রিন্স পৃথিবীতে গিয়েছে আর আমি এটা জানলাম অন্যজনের কাছে। এ কী অসঙ্গতি, কী বেদনাদায়ক! আমি এই মুহূর্তে পৃথিবীতে যাবো।”

তার কথায় ঝরছে বিরক্তি, কিন্তু ভিতরে চলছিল এক অদৃশ্য যুদ্ধ।

রাজা জারেনের মুখাবয়বে অসন্তোষের ছাপ ফুটে উঠল। তিনি বললেন, “অ্যালিসা, তুমি জানো আমাদের রাজ্যের নিরাপত্তা কতটা গুরুত্বপূর্ণ। তোমার প্রিয়জনের কাজগুলোতে তোমার মধ্যে কোনও ধরনের অনুভূতি জাগার আগেই আমরা তাকে দূরে রাখতে

চেয়েছিলাম। আমাদের জাতি বিপদের সম্মুখীন।”

অ্যালিসা দৃষ্টিতে আরেকবার সংকল্প বদ্ধ হয়ে বলল, “আমি আমার প্রিন্সকে দেখতে চাই। তোমরা যদি আমাকে আটকাও, আমি তখনও যাবো। আমার প্রিন্স একা একা কেনো বিপদের সম্মুখীন হবে।”

ফ্লোরাস রাজ্যের আলো, যেখানে সে রাজকুমারী, কিন্তু তাঁর মন ও হৃদয়ে

ড্রাগনের সেই প্রাচীন মানসিকতার অঙ্গীকার রয়েছে।এল্ড্র রাজ্যের বিয়ের প্রথা অত্যন্ত অভিনব ও আধুনিক। রাজ্যের অভিজাতরা নিজেদের পছন্দের সঙ্গী নির্বাচন করার জন্য একটি বিশেষ সফটওয়্যার ব্যবহার করে, যা যান্ত্রিক মেলবন্ধনের ভিত্তিতে কাজ করে। এই সফটওয়্যারের নাম “কনেক্ট-অ্যান্ড-হারমনি”।

অ্যালিসা আর জ্যাসপারের সম্পর্কের ক্ষেত্রেও এই সফটওয়্যারটি একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। তারা যখন নিজেদের সংযোগের জন্য আবেদন করেছেন, তখন সফটওয়্যারটি তাদের দুটি হৃদয়ের মধ্যে মিলন ঘটানোর জন্য নিরীক্ষণ শুরু করে।

যখন পরীক্ষা শেষ হয়, তখন ফলাফলটি আসে একদম উজ্জ্বল।

কম্পিউটারে লেখা হয়: “মেলবন্ধন স্কোর: ১০০%।” এই ফলাফল রাজ্যের জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হয়ে ওঠে, কারণ এটি প্রমাণ করে যে তাদের সম্পর্কটি কেবল সঙ্গীত ও অনুভূতির জোরেই নয়, বরং একটি অটোমেটেড সিস্টেমের বিচারে সম্পূর্ণ সঠিক।অ্যালিসার কাছে এসব ভালোবাসা হলেও জ্যাসপারের কাছে শুধুই প্রোগ্রামিং,

তার ড্রাকোনিসের কথায় আর বংশ বিস্তারের জন্য এই সিদ্ধান্তে রাজি হয়েছিলো।

রাজা জারেন এবং রাজা ড্রাকোনিস আর রাজ্যবাসী এই ফলাফলকে সম্মানিত করেন আর অ্যালিসাও জ্যাসপারকে বিয়ের জন্য প্রস্তুত করতে শুরু করেন। এল্ড্র রাজ্যের ড্রাগনরা জানে যে, এই সফটওয়্যারটি শুধু প্রযুক্তির অগ্রগতি

নয়, বরং বংশ বিস্তারে একটি নতুন দৃষ্টান্তও স্থাপন করে।অ্যালিসার মনোভাব তীব্র ছিল,একপ্রকার সংকল্পে ভরা।ফ্লোরাস রাজ্যের সবাই যখন তাঁর পৃথিবীতে যাওয়ার চিন্তাকে অবহেলা করছিল, তখন সে একটি বিপ্লবী সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন। প্রতিটি কথার মধ্যে যখন নিষেধাজ্ঞার সুর বাজছিল, তখন তাঁর হৃদয়ে স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষা গাঢ়

হচ্ছিল।“আমার প্রিন্স অরিজিন পৃথিবীতে গেছে,” সে একান্তে বললো। “কেন আমি নিজেকে সীমাবদ্ধ রাখব? আমার ভালোবাসাকে আমি একা ছাড়তে পারিনা । জ্যাসপারের সাথে দেখা করা আমার জন্য অপরিহার্য।”

রাজ্যের নিরাপত্তা আর শাসক পরিবারের নিয়ম-কানুনের বেড়াজালে ব*ন্দি থাকা অ্যালিসা

জানতো, তবে তাঁর মনে দৃঢ় বিশ্বাস ছিল যে ভালোবাসা আর সম্পর্কের জন্য কিছু ঝুঁকি নেওয়া প্রয়োজন। তাই অ্যালিসা সিদ্ধান্ত নেয় সবাইকে উপেক্ষা করে কিছুদিন পরেই পৃথিবীতে যাবে জ্যাসপারের কাছেদুপুরের নীরবতা ভেদ করে জ্যাসপার পা রাখল ফিওনার বন্দিশালার দিকে। কাল রাতের ঘটনাবলী তাঁর মনের এক কোণে

গোপন থাকলেও,সেই মানব কন্যার অস্তিত্ব ক্রমশ তাঁর চিন্তায় ভারী হয়ে উঠছিল। কাল রাতে, কোনো প্রকার অনুভূতির বহিঃপ্রকাশ না করেই ফিওনাকে সেই বিছানায় ফেলে রেখে চলে গিয়েছিলো, কিন্তু সে জানে, একজন মানুষকে বেঁচে থাকার জন্য পানি আর খাদ্য প্রয়োজন। আর আপাতত ফিওনা জীবিত থাকা অধিক জরুরী সেই তাগিদেই সে

হাতে কিছু তাজা ফল আর বোতলজাত পানি নিয়ে কাচের সিঁড়ি বেয়ে উঠতে শুরু করল।

এখানে কেউ যেনো ফিওনার ধারে কাছে ঘেঁষতে না পারে —এটা জ্যাসপারের একান্ত ইচ্ছা। সেই কারণেই সে নিজেই খাবার পৌঁছে দিতে আসছে, কাউকে নিযুক্ত করার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেনি। ফিওনা তখন হতাশার গভীরে

নিমজ্জিত,বিছানায় নীরব বসে আছে,এক নিষ্প্রাণ পাথরের মূর্তির মতো। হঠাৎই কাঁচের দেওয়ালের সামনে কিছু একটা নড়ে উঠল—একটি স্লাইডিং প্যানেল,যা এতক্ষণ অদৃশ্য ছিল, হঠাৎ সশব্দে সরে গেল।কোনো রহস্যময় দ্বারপথ তার সামনে উপস্থিত হয়ে গেলো।

ফিওনার বিস্ময় যেনো শেষ হবার নয়; তার মনের মধ্যে একটাই প্রশ্ন

—এখানে এমন গোপন দরজা থাকতে পারে, সেটা কখনো তার কল্পনার মধ্যেও আসেনি।

ঠিক সেই মুহূর্তে, জ্যাসপার রুমে প্রবেশ করল। তার উচ্চকায় অবয়ব আর নিঃশব্দ গতিবিধি ফিওনার মনে আগুনের মতো ছড়িয়ে দিল সেই ভয়াবহ স্মৃতি—সেই ড্রাগনের রূপ। যদিও এই মুহূর্তে জ্যাসপার মানব রূপে ছিল, তার উপস্থিতি ফিওনার

মনে ড্রাগনের আদিম ভয়ঙ্কর রূপটিকে আরও জোরালো করে তোলে।

ফিওনার দৃষ্টি মুহূর্তেই জড়সড় হয়ে গেল,তার হৃদস্পন্দন থেমে যাবার উপক্রম। মানব দেহে হলেও, জ্যাসপার তার কাছে এক নিষ্ঠুর অপ্রতিরোধ্য শক্তির প্রতীক। জ্যাসপার তার দিকে তাকিয়ে

কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকে, চোখের কোনো অভিব্যক্তি প্রকাশ না করেই। জ্যাসপার কিছুক্ষণ স্থির দৃষ্টিতে ফিওনাকে পর্যবেক্ষণ করল। তার চোখের গভীরে এক অদ্ভুত নিষ্ঠুরতা, যা প্রকাশের অপেক্ষায় ছিল। তারপর এক নিঃশব্দে, সে বেডের পাশে রাখা ছোট টেবিলটির দিকে এগিয়ে গেল। হাতের ফল আর পানির বোতল সেখানে নামিয়ে

রেখে, সে পুনরায় ফিওনার দিকে তাকাল।

ফিওনার হৃদয় তীব্র ধাক্কায় বাজছিল। ভয় আর ক্ষোভে কণ্ঠস্বর ফেটে বেরিয়ে এলো, “আমাকে এখানে কেনো নিয়ে এসেছো? কোথায় এনেছো আমাকে? জবাব দাও!আমি তোমার কী ক্ষতি করেছি? কেনো এমন করলে আমার সঙ্গে?”

জ্যাসপার ততক্ষণে এক নিস্পৃহ মুখ নিয়ে তার দিকে তাকিয়ে ছিল। কিছুক্ষণ স্তব্ধতার পর, সে অবিচলভাবে উত্তর দিল। “বাহ! সোজা ‘আপনি’থেকে ‘তুমিতে’চলে এসেছো?... এনি ওয়ে! আমি তোমাকে জবাব দিতে বাধ্য না, মানবকন্যা। সময় হলে নিজেই জানতে পারবে। শুধু জেনে রাখো, এই মুহূর্তে তুমি আমার হাতিয়ার।

খাবার রেখে গেলাম, খেয়ে নিও।”ফিওনার চোখে প্রতিরোধের অগ্নি জ্বলল। তবু ভেতরে ভয় ছিল অসীম। তবুও সে কঠোর কণ্ঠে বলল, “আমি খাবো না! যদি সত্যিই আমি তোমার হাতিয়ার হই, অথবা কোনো কাজের যোগ্য হই, তবে আমি না খেয়ে নিজেকে শেষ করে দিবো। তাহলে তোমার কোনও কাজেও আসব না।”

জ্যাসপারের চোখে এক মুহূর্তের জন্য এক শীতল হাসির ঝলক দেখা গেল। সে এক পা, দু পা করে ধীরে ধীরে ফিওনার দিকে অগ্রসর হতে থাকল। ফিওনার কণ্ঠে যতই সাহস থাকুক, তার পায়ে তা ছিল না।

সে অজান্তেই পেছাতে শুরু করল,যতক্ষণ না পিঠ গিয়ে ঠেকে কাঁচের দেয়ালে। ফিওনার চোখের সামনে ভয়াবহ ড্রাগন রূপের স্মৃতি

আবারও হানা দিল।জ্যাসপার তখন ফিওনার বরাবর দাঁড়িয়ে, তাদের মধ্যে দুই ইঞ্চি দুরত্ব মাত্র। ফিওনার মাথার ডান পাশে একটি হাত রেখে তার দিকে ঝুঁকল। তার মুখমণ্ডলে রাগের ছায়া ছড়িয়ে পড়ল, গর্জে উঠল তার কণ্ঠ,

“যদি নিজের ভালো চাও,তবে ভালোয় ভালোয় আমার কথামতো চলবে। আমার কথার অবমাননা

করলে, এমন শাস্তি পাবে যে কল্পনাও করতে পারবেনা।

“আর মৃ’ত্যু—মৃ’ত্যু আমার ইচ্ছার বিরুদ্ধে তোমাকে ছুঁতে পারবে না। তোমার ইচ্ছায় মরার সুযোগ নেই এখানে। মাথায় রাখো কথাটা।”কথাগুলি ফিওনার হৃদয়ে কাঁপন ধরিয়ে দিল। জ্যাসপারের কণ্ঠে এমন কঠোরতা আর অপ্রতিরোধ্য শক্তি ছিল,তার প্রতি

কথায় ফিওনার সমস্ত ইচ্ছাশক্তি দমিয়ে দেয়ার ক্ষমতা রয়েছে।

“আমি কিছুক্ষণের মধ্যেই আবার আসব,” জ্যাসপার বলল। “যদি তখন দেখেছি তুমি খাবার স্পর্শ করোনি, তবে তারপরেরটা দেখতেই পাবে।”

তার কণ্ঠে এতটাই আক্রমণাত্মক সুর ছিল যে ফিওনার শরীর শীতল হয়ে গেল।জ্যাসপার আর এক মুহূর্তও

দেরি না করে কঠোর পদক্ষেপে হনহন করে বেরিয়ে গেল। কাঁচের দেয়ালটি তার পেছনে নিজে থেকেই মসৃণভাবে স্লাইড করে বন্ধ হয়ে গেল,মনে হলো তার অস্তিত্বের কোনো চিহ্ন সেখানে ছিল না। ফিওনার চোখে বিস্ময়ের আলোড়ন, “এই নির্জন জায়গায় দরজা ছিল কোথায়? অথচ ফিওনা সে সেদিকে দৌড়ে গিয়ে চারপাশে হাত দিয়ে

ছুঁয়ে দেখল—চিহ্নমাত্র নেই। যেন কিছুই ঘটেনি। কাঁচ ছিল যেমন, তেমনই। কখনো খোলেনি।

ফিওনা হতাশার নিঃশ্বাস ফেলল, কিন্তু তার ভেতরের বুদ্ধি তখন ব্যস্ত ছিল বিশ্লেষণে। নিজের মনে সে গভীর এক উপলব্ধি আওড়াতে শুরু করল,“এই ফায়ার মনস্টারটারের কোনও ভয়ঙ্কর উদ্দেশ্য আছে। তাই তো আমাকে এখনো মেরে ফেলেনি।

তার মানে যতক্ষণ পর্যন্ত তার কাজ না হবে, আমি নিরাপদ। তাহলে এখন আপাতত ভয় পেয়ে লাভ নেই। ফিওনা, তুই যাই করিস না কেনো—ও তোকে মেরে ফেলবে না,কারণ ওর তোর ওপরেই নির্ভর করছে কোনো একটা বিষয়।এখন আগে বুঝতে হবে ও আসলে চায় কী। তবে একটা ব্যাপার পরিষ্কার, আমি সহজে তার ফাঁদে পড়বো না।

আর এসব ফল-মূল? দুপুরবেলা এসব খাওয়া যায় নাকি!”মুখে এক ধরনের বিদ্রূপ ফুটে উঠল। সে আপত্তি প্রকাশ করে বলল, “আমি এসব খাবোই না। দেখা যাক, ফায়ার মনস্টারটা কী করে! আমি না খেলে তো আর আমাকে মেরে ফেলবে না!”

ফিওনার ভেতরের বুদ্ধিমত্তা আর সাহস তখন প্রতিটি সংকল্পকে দৃঢ়

করে তুলল। সে নিজের ইচ্ছাশক্তির বিরুদ্ধে কেউ ক্ষমতাশালী নয়—এমন ধারণা নিয়ে সেই নিষ্ঠুর গেমের একটি নতুন চাল চালতে তৈরি হল। এদিকে, এই যুদ্ধটা শুধু বাহ্যিক নয়, এটা ছিল এক ধরনের মনস্তাত্ত্বিক যুদ্ধ। ফিওনা জানে, তাকে যুদ্ধে যেতে হবে, কিন্তু অস্ত্রের বদলে তার মস্তিষ্ক আর যুক্তিই তার প্রধান হাতিয়ার।ফিওনা চুপচাপ বিছানায়

বসে ছিল, মনটা উত্তপ্ত হলেও বাইরে থেকে তাকে শান্ত দেখাচ্ছিল। চোখের কোনা দিয়ে সে টেবিলের ওপর সাজানো ফলগুলো দেখছিলো ইচ্ছে করছিল এক ঝটকায় সবকিছু উড়িয়ে দিতে। কিছুক্ষণ পর, ধীর পদক্ষেপে জ্যাসপার পুনরায় রুমের দিকে অগ্রসর হতে থাকে। সেই নীরবতা ভেদ করে, কাঁচের স্লাইডিং দরজাটি নরম আওয়াজে খোলে,

আর জ্যাসপার রুমে প্রবেশ করে। তার গম্ভীর দৃষ্টি ফিওনার ওপর স্থির হয়। এক ঝলক ফিওনার মুখে, আরেকবার টেবিলের অপ্রচলিত ফলের দিকে।

“তোমাকে আমি কি বলেছিলাম?” তার গভীর, কাঁপন ধরানো কণ্ঠস্বর রুমের নিস্তব্ধতা ভেঙে দেয়। “কথাটা বোধহয় তোমার কানে যায়নি, তাই না?”ফিওনার ঠোঁটগুলো

শুকিয়ে আসে, কিন্তু তার কণ্ঠে রাগের তীক্ষ্ণতা ফিরে আসে, “আমি বলেছি, আমি এসব খাই না। যদি খাবার দিতেই চাও, ভালো কিছু নিয়ে আসো।”

জ্যাসপার হঠাৎ হেসে ওঠে, একধরনের নির্মম কৌতুকমাখা হাসি। আমি পাঁচ গুনবো, এর মধ্যে খাবার শুরু করবে।”

ফিওনা বিছানা ছেড়ে উঠে দাঁড়ায়, মাথা উঁচু করে। কিন্তু তার হৃদয় দ্রুত ধুকপুক করছে। তার সামনে দাঁড়িয়ে থাকা পুরুষটি কোনো সাধারণ মানব নয়, বরং এক বিস্ময়কর ক্ষমতার অধিকারী ড্রাগন। জ্যাসপার একে একে পাঁচ পর্যন্ত গুনতে থাকে, সময় থমকে গেছে।

“এক... দুই... তিন...” তার গুনতি কণ্ঠে নিখুঁতভাবে এগিয়ে চলে, কিন্তু

ফিওনা নিজের জায়গা থেকে নড়েনি। পাঁচে পৌঁছানোর সাথে সাথে জ্যাসপারের ক্রোধ বিস্ফোরিত হলো। তার চোখ দুটো বন্ধ করে ক্রোধ সংবরণ করার চেষ্টা করলো, কিন্তু নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করতে ব্যর্থ হলো।হঠাৎ ঝাঁপিয়ে পড়ল, তার আক্রমণের তীব্রতায় ফিওনা হতবাক হয়ে গেল। জ্যাসপার এক হাত দিয়ে ফিওনার চোয়াল শক্ত করে চেপে

ধরলো, এতটাই শক্ত করে যে ফিওনার নরম গালগুলো ব্যাথায় ককিয়ে উঠলো। তার আঙুলের আঘাতে ফিওনার মুখ পাথরের মতো শক্ত হয়ে গেল।

“তুমি কি ভেবেছো, তুমি আমার বিরুদ্ধে যাবে?” জ্যাসপার হিসহিসিয়ে বললো, তার কণ্ঠে চরম রাগের স্পর্শ। ফিওনা নিজের হাত দিয়ে তার হাত সরানোর চেষ্টা করে,

কিন্তু তার ড্রাগনশক্তির কাছে মানুষের সামান্য প্রতিরোধ কোনো কাজ করছিল না।“তোমাকে আমি একবার বলেছি, আর বলছি না,” জ্যাসপার গর্জন করে উঠল, “আমার ইচ্ছার বিরুদ্ধে কিছু করলে পরিণতি খুবই ভয়া’বহ হবে। আমাকে তুমি এখনো চিনতেই পারোনি।”

ফিওনার চোখ দুটো বিস্ফারিত হয়ে গেল,তার শ্বাসপ্রশ্বাস ধীরে ধীরে থেমে আসে।

জ্যাসপার ধীরে ধীরে ফিওনাকে ছেড়ে দেয়,তার হাতের গ্রিপ শিথিল করে।পাশের টেবিলে রাখা ফলের ঝুড়ি থেকে আপেলটি হাতে নিয়ে ঠান্ডা নীরবতায় ছুরির সাহায্যে কেটে নেয় কয়েকটি টুকরো।তারপর, এক টুকরো আপেল নিয়ে ফিওনার দিকে

এগিয়ে যায়,তার চোখে অদ্ভুত নিষ্ঠুরতা ফুটে উঠছে।

মুহুর্তেই ফিওনার ঘাড়ের পেছনে হাত দিয়ে চেপে ধরলো শক্ত করে, কোনো রকম মানবিকতা ছাড়াই জোর করে আপেল টুকরোটি ফিওনার মুখের মধ্যে ঠুসে ধরে রাখলো। ফিওনা মাথা এদিক ওদিক করে বাঁচার চেষ্টা করে,কিন্তু জ্যাসপারের অপরিসীম শক্তির

সামনে সে ব্যর্থ। অগত্যা, ফিওনা বাধ্য হয় সেই আপেল চিবিয়ে গিলে খেতে।

জ্যাসপার একটু পিছিয়ে দাঁড়ায়,তার কণ্ঠে তিরস্কার ঝরে পড়ে, “এবার বলো, বাকি ফলগুলো খাবে, নাকি সেটাও আমাকে খাওয়াতে হবে? আমার হাতে খাওয়ার খুব শখ, যদি চাও তবে অন্য পন্থা অবলম্বন করে বাকিগুলো খাইয়ে দেবো!”ফিওনা

আতঙ্কিত কণ্ঠে বলে উঠল, “না! না! আমি খাচ্ছি, আমি খাচ্ছি!” তার গলায় আতঙ্কের স্পষ্ট ছাপ। বিছানায় বসে একে একে আপেলের টুকরো, আঙুর—সবকিছুই তাড়াহুড়ো করে মুখে দিতে থাকে, যেন প্রাণ হাতে নিয়ে লড়ছে।

জ্যাসপার আর কোনো কথা না বলে রুম ত্যাগ করে, তার মুখে এক অবজ্ঞার ছাপ ফুটে ওঠে। কাঁচের

দরজাটি পুনরায় স্লাইডিং হয়ে বন্ধ হয়ে যায়,রুমের শীতল পরিবেশটা ফিওনার মনের মধ্যে আরও বেশি ঠান্ডা অনুভূতি নিয়ে আসে। ফিওনা বড় করে নিঃশ্বাস ফেলে, চোখের কোণে জমে থাকা জল এবার নিঃশব্দে গড়িয়ে পড়ে।

তার কণ্ঠ একেবারে নিস্তেজ হয়ে আসে। “জ্যাসপার... সে নির্দয় পাষাণ ছাড়া কিছুই না। এমন

আচরণ তো কল্পনাও করিনি।”
ফিওনার মনের গভীরে এক অনুচ্চারিত প্রশ্ন জেগে ওঠে—”সে তো মনুষ্য নয়, সে এক ভয়ংকর দানব। ফায়ার মনস্টার। তাহলে তার থেকে মানবিক আচরণ আশা করাই তো বোকামি”
এই ভাবনা ফিওনাকে ক্রমেই আরও গভীর এক অন্ধকারে ঠেলে দেয়, যেখানে তার ভয় ও হতাশা মিলে

তৈরি করেছে এক অনির্দিষ্ট ভবিষ্যতের ছায়া।জ্যাসপারের ভালোবাসা অনুভূতির ফাংশনাল ডিলিট করার কারণে তার ব্যক্তিত্বে একটি গভীর পরিবর্তন এসেছে। সে এখন এক প্রকার রেড ফ্ল্যাগ ব্যক্তিত্বে পরিণত হয়েছে, যা তাকে ভীতি প্রদর্শনকারী এবং অত্যাচারী (intimidating and abusive) করে তুলেছে। তার আচরণ এমন

হয়েছে যে, সে ক্ষমতার অপব্যবহার করে আর অন্যদের ছোট ছোট ভুল বা দুর্বলতাকে বড় অপরাধ মনে করে কঠোর শাস্তি দিতে চায়। তার মধ্যে সহানুভূতি বা প্রেমের অভাব তাকে দুর্দমনীয় আর হৃদয়হীন করে তুলেছে, যেখানে সে মানুষকে কেবল একটি হাতিয়ার মনে করে। জ্যাসপারের মধ্যে শুধুমাত্র রয়েছে অপরকে নিয়ন্ত্রণ করা,ভীতি প্রদর্শন

করা,আর কোনো ভুলের জন্য নির্মম শাস্তি প্রদান করা।তার ভালোবাসা অনুভবের ক্ষমতা না থাকায়, সে মানুষের অনুভূতির প্রতি সম্পূর্ণ উদাসীন, তবে জ্যাসপারের আপন চাচার সাথে এক নির্মম ঘটনা ঘটে যাওয়ার কারনে জ্যাসপার মানব জাতীর বিশেষ করে মেয়ে মানব জাতীকে ঘৃনা করে। অথচ তার বাবা ড্রাকোনিস জানেইনা তার ছেলের

লাভ ফাংশনাল ডিলিট করার প্রভাব কতোটা ভয়াবহ হয়েছে।যেখানে তাদের ড্রাগন রাজ্যের নিয়মাবলী অনুযায়ী অযথা কোনো মানুষকে হার্ম করা যাবেনা সেখানে জ্যাসপারের কথার অবাধ্য হলে তার জীবনও কেড়ে নিতে দুবার ভাববে না।তিনি কখনোই তার ছেলের এমন রুপের বিষয়ে অবগত নন কেননা আজ পর্যন্ত কেউ জ্যাসপারের বিরুদ্ধে

যায়নি, যাওয়ার প্রয়োজন পড়েনি। পরদিন বিকেলবেলা, মিস্টার চেন শিং লন্ডন থেকে ফিরে আসেন। এক দীর্ঘ ভ্রমণের ক্লান্তি তার চেহারায় স্পষ্ট, তবুও বাড়িতে প্রবেশ না করে সোজা হসপিটালের দিকে রওনা হন। তার আগমন নীরব হাওয়ার মতোই নিঃশব্দ, তবুও ভারী। মিস ঝাংয়ের শারীরিক অবস্থার খোঁজ নেওয়ার জন্যই তার এই তাড়াহুড়ো।

হসপিটালে পৌঁছে ডক্টর লিউ ঝানের সাথে সাক্ষাৎ হয়। ডক্টর লিউ তার পরিচিত মৃদু হাসিতে অভ্যর্থনা জানায় চেন শিংকে।

“মিস্টার চেন শিং, কেমন আছেন আপনি, আপনাদের লন্ডন ভ্রমন কেমন কাটলো আর সেই গবেষনা কতটুকু সফল হলো?” ডক্টর লিউ বলেন।

“সবকিছু ঠিকঠাক আর গবেষনা সেটা সফল হওয়ার দ্বারপ্রান্তে” চেন শিং সোজাসুজি কথায় আসেন, “মিস ঝাং কেমন আছে?”ডক্টর লিউ এক পলক থেমে বলেন, “তার অবস্থা স্থিতিশীল, কিন্তু ফিওনার কাল রাতে আসার কথা ছিলো। কিছু গুরুত্বপূর্ণ পরীক্ষা করানো দরকার ছিল, কিন্তু সে এখনও আসেনি।”

এই কথাটি শোনার সঙ্গে সঙ্গে চেন শিংয়ের কপালে গভীর ভাঁজ পড়ে। “ফিওনা আসেনি?” তার কণ্ঠে স্পষ্ট উদ্বেগের ছাপ। “কোনো খোঁজ নিয়েছিলে?”

“না,” ডক্টর লিউ মাথা নাড়লেন, “আমি ভেবেছিলাম হয়তো কিছু কাজে ব্যস্ত।”

চেন শিং কিছুক্ষণ নীরবে দাঁড়িয়ে রইলেন, তারপর হঠাৎ বললেন,

“মিস ঝাংকে দেখাশোনা করবে, আমি কিছুক্ষণ পর আবার আসবো।” চেন শিং দ্রুত হসপিটাল ত্যাগ করে সোজা ফিওনার বিশ্ববিদ্যালয়ের ডরমিটরির দিকে রওনা দেন। তার মন ভারাক্রান্ত। হাওয়া থেমে গেছে, আর তিনি অস্থির। ডরমিটরিতে পৌঁছে ফিওনার রুম নম্বর জেনে, ভেতরে প্রবেশ করেন। ফিওনার ঘরে পৌঁছে দরজায় কড়া নাড়েন,

কিন্তু কোনো সাড়া নেই। তিনি পরমুহূর্তেই লিয়া নামের রুমমেটের সাথে কথা বলেন। লিয়ার কণ্ঠে চিন্তার সুর স্পষ্ট।

“ফিওনা?” লিয়া বলে, “ও তো কালকে সন্ধা থেকেই আসেনি। আমি ভেবেছিলাম ও হয়তো হসপিটালে বা নিজের বাড়িতে থাকবে।”চেন শিংয়ের মাথায় যেন বিদ্যুৎ খেলে গেল। তিনি প্রায় দিশাহারা হয়ে

পড়েন। তার মনের কোণে শীতল আতঙ্কের কাঁটা বিঁধতে থাকে। ফিওনা কোথায় গেল? কী ঘটেছে তার সাথে? তিনি দ্রুত ফোন বের করে ওয়াং লির সাথে যোগাযোগ করেন। ওয়াং লি দ্রুত সাড়া দেন।

“ওয়াং লি, ফিওনার কোনো খবর পাওয়া যাচ্ছেনা ?” চেন শিংয়ের কণ্ঠ তীক্ষ্ণ ও চঞ্চল।

“কি বলছেন চেন শিং,আমি কিছুক্ষণের মধ্যেই আসছি,” ওয়াং লি বলেন, কণ্ঠে সজাগতা।

চেন শিং আর দেরি না করে সোজা তার ব্যক্তিগত ল্যাবের দিকে রওনা হন।ল্যাবের ভারী দরজাটি খোলার সঙ্গে সঙ্গেই মিস্টার চেন শিংয়ের মনে অদ্ভুত শীতলতা নেমে আসে। চারদিকে এক নিস্তব্ধতা, যার প্রতিটি মুহূর্ত বুকে ভারী পাথর চাপিয়ে

দিচ্ছে। তার চোখে ধরা পড়ে কম্পিউটারের স্ক্রিনে ভেসে ওঠা অচেনা বার্তা।

জ্যাসপার!!

জ্যাসপারই ফিওনাকে নিয়ে গেছে।

চেন শিং কিছুক্ষণ নিঃশব্দে দাঁড়িয়ে থাকে, শ্বাসগুলো ভারী হতে থাকে, প্রতিটি শ্বাস তার আত্মার এক টুকরো নিয়ে যাচ্ছে। সে কম্পিউটারের দিকে এগিয়ে যায়,

কাঁপা কাঁপা হাতে কী-বোর্ড স্পর্শ করে। তবে তার চোখের সামনে ছড়িয়ে থাকা কোড আর গোপন সংকেতের জাল তাকে বিপর্যস্ত করে তোলে। জ্যাসপারের বার্তা ছাপিয়ে থাকা তথ্যের ভার তার মস্তিষ্কে গজাল হয়ে বিঁধে।সে বার্তার মধ্যে লুকিয়ে থাকা প্রতিটি শব্দ, প্রতিটি সংকেত খুঁজে খুঁজে দেখতে থাকে। হ্যাকিংয়ের নানা পদ্ধতি ব্যবহার

করে, কোনো অদৃশ্য চাবি দিয়ে জ্যাসপারের অবস্থান বের করার চেষ্টা করে। সে টের পায়,প্রতিটি মুহূর্তের সাথে সাথে ফিওনার জীবন আরো গভীর অন্ধকারের দিকে ডুবে যাচ্ছে।

“কোথায় নিয়ে গেলো আমার ফিওনাকে?” নিজের মনেই ফিসফিস করে বলে ওঠে চেন শিং। তার হাতের মুঠো শক্ত হয়, ঠোঁট শক্ত

হয়ে আসে, চোখে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি। জ্যাসপার ছায়ার মতো সরে গেছে, তার অস্তিত্বের কোনো ছাপ রেখে যায়নি। তার লোকেশন খুঁজে বের করার জন্য চেন শিং নানা পদ্ধতি অবলম্বন করে, কম্পিউটার সিস্টেমের গভীরে প্রবেশ করে।কিন্তু কোথাও কোনো চিহ্ন নেই, কোনো ফাঁক নেই। চেন শিংয়ের মাথায়

আকাশ ভেঙে পড়ার মতো অনুভূতি হয়।

তারপর তিনি উঠে দাঁড়ান, ভ্রু কুঁচকে একমাত্র প্রতিজ্ঞাই করে বসেন, “ফিওনাকে আমি খুঁজে বের করবো, যদি সবকিছু চূর্ণ ও করতে হয়!”

ওয়াং লি তাড়াহুড়ো করে ল্যাবে প্রবেশ করে। তার পদক্ষেপের ভারী শব্দেই চেন শিং বুঝতে পারে ওয়াং

লি ল্যাবে প্রবেশ করেছে। ওয়াং লি চেন শিং-এর সামনে এসে দাঁড়ায়, মুখের গভীর রেখাগুলো উদ্বেগের চিহ্ন বয়ে নিয়ে এসেছে।

“মিস্টার চেন শিং, ফিওনার কোনো খোঁজ পেয়েছেন?” তার কণ্ঠস্বরের মধ্যে তীব্র উদ্বেগ স্পষ্ট।

চেন শিং নিঃশব্দে মাথা নিচু করে থাকা কম্পিউটার স্ক্রিনের দিকে ইশারা করে। ওয়াং লি সামনে

এগিয়ে যায়, স্ক্রিনের গাঢ় অক্ষরে ভাসমান সেই বার্তাটির দিকে চোখ পড়তেই তার ভেতরটা শীতল হয়ে যায়। আতঙ্কের শীতল হাওয়া মেরুদণ্ড বেয়ে নেমে আসে।“তারমানে, ওই ড্রাগনটা ফিওনাকে নিয়ে গেছে?” ওয়াং লির কণ্ঠে অবিশ্বাস্য।

চেন শিং-এর চোখে ক্রোধের আগুন জ্বলে ওঠে, তবে তার কণ্ঠে থেমে

আসা অসহায়তা ফুটে ওঠে। ” মিস্টার ওয়াং লি, এখন আমরা কী করবো? কোথায় খুঁজবো তাকে?”

ওয়াং লি হঠাৎ মনোযোগ দিয়ে বার্তাটির প্রতি গভীরভাবে লক্ষ্য করে। তার তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে একটুখানি ভেসে থাকা ইমেল ঠিকানাটি ধরা পড়ে। “এক মিনিট, দেখো তো, এই ইমেল ঠিকানাটি রেখেছে।”

“এটা যোগাযোগের মাধ্যম হতে পারে,” ওয়াং লি বলে।

এক মুহূর্তও দেরি না করে চেন শিং সেই ইমেল ঠিকানাটি কপি করে দ্রুত মেসেজ টাইপ করতে শুরু করে। তার আঙুলগুলো দ্রুতগতিতে কী-বোর্ডের ওপর চলতে থাকে।“জ্যাসপার! আমার ফিওনাকে কোথায় নিয়ে গেছো? ওকে ফেরত দাও। তোমার ভাইয়ের বন্দির সাথে

ওর কোনো যোগসূত্র নেই। ও কিছুই জানে না। আমি তোমার কাছে অনুরোধ করছি, ওর কোনো ক্ষতি করোনা। দয়া করে, ওকে ছেড়ে দাও!”

বার্তা পাঠানোর পর চেন শিং এক মুহূর্তের জন্য নিঃশ্বাস নেয়। মনে হয়, তার সমস্ত আশা এখন ইমেলের উত্তরেই সীমাবদ্ধ।জ্যাসপার অরিজিন শান্তভাবে তার কাঁচের

রুমে শুয়ে, পাহাড়ের চূড়া থেকে নীচের অসীম নীলাভ শূন্যতা পর্যবেক্ষণ করছিলো। পৃথিবীর এত উঁচু থেকে পৃথিবীর সীমানা প্রায় অস্পষ্ট। তার শরীর এই অনন্ত মহাকাশের সঙ্গে মিলেমিশে একাকার।

ঠিক এই মুহূর্তে, থারিনিয়াস ভেতরে প্রবেশের অনুমতির জন্য সংকেত পাঠায়। জ্যাসপারের ইঙ্গিতে স্লাইডিং

দরজা মসৃণভাবে খুলে যায়। থারিনিয়াস তার প্রতিরূপ শুদ্ধ সম্মান নিয়ে প্রবেশ করে।

“প্রিন্স অরিজিন,” থারিনিয়াসের গভীর প্রভাশালী কণ্ঠস্বর কক্ষের নির্জনতা ভঙ্গ করে, “আপনাকে বিরক্ত করার জন্য সরি, কিন্তু আপনার জন্য জরুরি বার্তা এসেছে ল্যাব থেকে।”

জ্যাসপার ধীরে ধীরে উঠে বসে। তার চোখে তেমন কোনো ভাবান্তর নেই, তবে ঠোঁটের কোনায় এক অদ্ভুত উষ্ণতা দেখা যায়।“বার্তা কে পাঠিয়েছে?” তার প্রশ্নে কোনো উত্তেজনা নেই, কেবল জিজ্ঞাসা।

“মনে হচ্ছে, মিস্টার চেন শিং,” থারিনিয়াস নিঃশব্দে উত্তর দেয়, তার কণ্ঠে কিঞ্চিৎ দ্বিধার ইঙ্গিত।

“তুমি যাও, আমি আসছি।”

থারিনিয়াস মাথা নত করে বেরিয়ে যায়, দরজাটি মৃদু স্বরে স্লাইড হয়ে বন্ধ হয়। সারা ঘরে আবারো একপ্রকার নির্জনতা নেমে আসে।

জ্যাসপার বিছানা থেকে ধীরে ধীরে উঠে দাঁড়ায়।আলমারির কাছে গিয়ে একটা সাদা ফিনফিনে শার্ট গায়ে তোলে। এতক্ষণ সে উদোম গায়েই শুয়ে ছিলো, ঠান্ডা বাতাস তার শরীরকে প্রশান্ত করেছিলো।

রুম থেকে বের হয়ে করিডোর পার করার সময়,কয়েক মুহূর্ত থেমে ফিওনার কক্ষের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করে। সেই নজরে কোনো উষ্ণতা ছিল না, শুধু গভীরভাবে অনুধাবন করার ইচ্ছা, সে দূর থেকে কিছু পর্যবেক্ষণ করে কিছু আবিষ্কার করতে চাচ্ছে। কিন্তু ফিওনার কক্ষে প্রবেশের জন্য প্রস্তুত নয়, সে নির্লিপ্তভাবে কাঠের সিঁড়ি বেয়ে নিচে

নেমে যায়।লিভিং রুমে পৌঁছানো মাত্রই, আলবিরা থারোনিয়াস আর অন্যান্য ড্রাগন সদস্যরা সম্মানসূচক অভিবাদন জানায়। তারা সবাই দাঁড়িয়ে পড়ে প্রিন্সের আগমন উপলব্ধি করে। কোনো শব্দের আদানপ্রদান ছাড়াই, জ্যাসপার তাদের সকলের দিকে এক পলক দৃষ্টিপাত করে আর নিরবে তার গন্তব্যের দিকে অগ্রসর হয়।

সে গোপন পথ ধরে তার ল্যাবের দিকে চলে যায়, যেখানে সে বার্তার রহস্য উন্মোচনের জন্য অপেক্ষা করছে।পাহাড়ের গহীন ঝর্ণার কোল ঘেঁষে, এক প্রাচীন গুহার ভেতরে তার বিশাল বৈজ্ঞানিক ল্যাবরেটরি।

জ্যাসপার প্রবল উদাসীনতার সঙ্গে কম্পিউটারের স্ক্রিনের দিকে তাকালো। চেন শিং-এর বার্তাটি তার জন্য কোনো গুরুত্বই বহন করছে

না, বরং তার মুখে এক তীব্র বিদ্রূপের ছায়া ফুটে উঠলো।

“আহ, মানব সাইন্টিস্টরা!” নিজের মনে ফিসফিসিয়ে বলে উঠলো জ্যাসপার, “তাদের কথাবার্তায় এতো আবেগ, এতো দুর্বলতা! এসব বোধ হয় সাধারণ মানুষদের থেকে কোনো অংশে ভিন্ন নয়। বিশেষত্ব? এরাই যদি ‘বিশেষ’ হয় তবে এই পৃথিবীর অধিকার কী করে দাবি করে?”

সে ধীরে ধীরে কম্পিউটারের কীবোর্ডের উপর আঙুল চালিয়ে বার্তা লিখতে শুরু করলো। তার প্রতিটি অক্ষরে দৃঢ়তা ফুটে ওঠে।“মিস্টার চেন শিং,” টাইপ করলো সে, **”যদি আপনার প্রিয় নাতনিকে অক্ষত অবস্থায় ফেরত পেতে চান, তবে আগে আমার ভাই এথিরিয়নকে সুস্থ আর নিরাপদে আমার কাছে ফিরিয়ে দিতে হবে। আপনি যদি

মনে করেন আপনার বৈজ্ঞানিক দক্ষতা আমাকে প্রভাবিত করতে পারবে, তবে তা ভ্রান্ত। মনে রাখবেন, ফিওনা এলিসন আমার কাছেই বন্দি থাকবে,আর আমার শর্ত না মানলে সে সারাজীবন আমার অধীনেই থেকে যাবে। আমার ভাইয়ের যদি একটি তিল পরিমাণ ক্ষতিও হয়, তবে পৃথিবী যে আলোতে আজ ফিওনার জীবন

আলোকিত, সেই আলো চিরতরে নিভে যাবে।

বার্তাটি পাঠিয়ে সে দাঁড়িয়ে কিছুক্ষণ এক নিশ্চুপ অন্ধকারে নিমজ্জিত রইলো। সেই মুহূর্তে সমগ্র পৃথিবীই তার হাতে বন্দি, সময় আর বাস্তবতা তার অধীনেই কৃত্রিমভাবে পরিচালিত হচ্ছে।মিস্টার চেন শিং আর ওয়াং লি তৎক্ষণাৎ নড়েচড়ে বসলেন। কম্পিউটারের স্ক্রিনে ঝলসে ওঠা

বার্তাটি তাদের হৃদপিণ্ডে তীব্র আঘাত হেনে গেল। মিস্টার চেন শিং-এর মুখে উদ্বেগের ছায়া ফুটে উঠলো, তিনি দ্রুত ওয়াং লির দিকে ফিরে বললেন:

“মিস্টার ওয়াং লি, আমার মনে হচ্ছে আমাদের এথিরিয়নকে মুক্তি দিতে হবে। তুমি এখনই সিক্রেট রুমের দরজা খোল। ফিওনার জীবন ঝুঁকির মধ্যে আছে।”ওয়াং লি সেই

প্রস্তাব শুনে হতভম্ব হয়ে উত্তর দিলো, “মিস্টার চেন শিং! আপনি কি সজ্ঞানে আছেন? এই ড্রাগনটাকে কতোদিন ধরে আমরা বন্দি করে রেখেছি, সেটা আপনি ভুলে গেছেন? এখন যদি তাকে মুক্তি দেই, ও আমাদের ছাড়বে না। আমাদের মে’রে ফেলবে, সেই ব্যাপারে আপনি নিশ্চিত থাকতে পারেন। আর যদি একবার কারো কাছে প্রকাশ হয়ে

যায় যে আমরা তাকে বন্দি করে রেখেছি, তাহলে আপনি আর আমি চিরতরে কারাগারে প’চে মর’বো।”

ওয়াং লি কণ্ঠে আরও দৃঢ়তা এনে বললো, “আর একটা কথা মনে রাখুন, আপনি কী গ্যারান্টি দিচ্ছেন যে ওই ড্রাগনটাকে মুক্তি দিলেই সে আমাদের ফিওনাকে ছেড়ে দিবে? সে হয়তো প্রতিশোধ নেওয়ার সুযোগ খুঁজছে। আর ও যদি আমাদের

কোনো ক্ষতি করে, তবে? আমি বলছি, ড্রাগনের কোনো বিশ্বাস নেই।”

চেন শিং হতাশভাবে নি:শ্বাস ফেললেন। চোখের কোণে উদ্বেগ জমে উঠল। “তাহলে আপনি কি বলতে চান, আমি আমার নাতনিকে মর*তে দেবো? সেই ভয়ংকর ড্রাগনদের মাঝে ফিওনাকে ফেলে নিশ্চিন্তে থাকবো? আমি তো জানি

না সে কোথায় আছে, কেমন আছে! যদি তার কোনো ক্ষতি হয়ে যায়?”ওয়াং লি শান্ত স্বরে বলল, “মিস্টার চেন শিং, আপনি ঠাণ্ডা মাথায় ভাবুন। অন্য কোনো উপায় বের করতে হবে। এই ড্রাগন প্রিন্স আমাদের শুধুই ভয় দেখাচ্ছে। ভেনাসের ড্রাগনরা সহজে কাউকে আ*ঘাত করে না। আমি জানি ফিওনা নিরাপদে আছে। ওরা

ফিওনাকে কোনো ক্ষ*তি করবে না কারণ সে নির্দো*ষ! কিন্তু আমাদের বিপদ হতে পারে। যদি বিষয়টা ফাঁস হয়ে যায়, ফিওনা-সহ আমরা সবাই বিপদে পড়বো। ফিওনা ওই ল্যাবে প্রবেশ করেছে, তারও শাস্তি হবে। আপনি চাইলে একবার ভেবে দেখুন।”

চেন শিং কপালের ঘাম মুছলেন। সবকিছু দুঃস্বপ্নের মতো লাগছিল, যে

দুঃস্বপ্নের শেষ কোথায় তিনি বুঝতে পারছেন না। তিনি কিছুক্ষণ স্তব্ধ থেকে ওয়াং লির কথাগুলো ভাবলেন, কিন্তু তার চোখে জ্বলজ্বল করছে নাতনির জন্য এক প্রবল উদ্বেগের ছায়া।জ্যাসপারের চোখের সামনে ভেসে উঠল মিস্টার ওয়াং লির পাঠানো রিপ্লাই বার্তা- বরফ-ঠান্ডা সতর্কবার্তা, যেখানে মিশে ছিল হুম'কির আগুন।

“আমি জানি, তোমাদের ড্রাগনরা বিনা কারণে মানুষকে ক্ষতি করে না, আর ফিওনা নির্দোষ। তবে তোমার ভাইকে আমরা ছেড়ে দেব না। আমাদের কাজ সম্পূর্ণ হবে, তারপর। হ্যাঁ, তোমার ভাই মর’বে না, তবে ড্রাগনের শ’ক্তি হারাবে। তুমি যদি চাও যে আমরা তাকে পুরোপুরি শেষ না করি, তবে ফিওনাকে ছেড়ে দাও।”

বার্তাটি পরার সাথে সাথেই জ্যাসপারের শিরায় শিরায় র**ক্ত ধা**ক্কা খেল। এক মুহূর্তের জন্যও নিজেকে সং**যত রাখতে পারল না। তার শরীর আগু**নের মতো জ্ব*লছিল, রা'গে আর প্রতি*শোধের ক্ষু'ধায়। তার সামনে থাকা কম্পিউটারটিকে একটানে তুলে আছা'ড় দিলো মেঝেতে। মুহূর্তের মধ্যে সেটি ভে'ঙে চুর'মার হয়ে

গেল। তার ড্রাগনের চোখে বিদ্রো'হের আগুন জ্বলতে লাগল।"তোমরা আমাকে এখনো চিনতে পারনি, মিস্টার চেন শিং" নিজের মনে ফুঁসে উঠল জ্যাসপার কণ্ঠে প্রতিশোধের সুর। "তোমার নাতনীর এমন করুণ পরি'ণতি ঘটবে, যা তোমার অপরাধের মূ'ল্য বহন করবে। আমার ভাইকে আমি মুক্ত করব, তবে ফিওনাকে আর

তুমি পাবে না। তোমার নাতনী এবার তার গ্র্যান্ডফাদারের পাপে**র শা**স্তি পাবে।”

জ্যাসপার তার দান*বীয় ড্রাগন মনে জানত, যখন প্রিন্স অরিজিনের কথা অমান্য করে, তখন মৃ*ত্যু তার জন্য অপেক্ষা করে।ফিওনার ক্ষুধার যন্ত্রণায় পেট মোচড়ে উঠছিল, সে গুটিসুটি মেরে বিছানায় শুয়ে ছিল। হঠাৎ করেই দরজার শব্দে চমকে

উঠল। কক্ষে প্রবেশ করলো জ্যাসপার, দ্রুত পদক্ষেপে এগিয়ে এলো, তার মুখে গম্ভীর আর কঠোর অভিব্যক্তি। ফিওনা কোনোরকমে উঠে বসল, চোখে উদ্বেগ আর হতাশার ছাপ।

জ্যাসপার বিছানার সামনে দাঁড়িয়ে গভীর দৃষ্টিতে তাকিয়ে বললো, “ভেবেছিলাম আমি একমাত্র হৃদয়*হীন... কিন্তু তোমার

গ্রান্ডফাদার তো তার চেয়েও বড় নি**ষ্ঠুর। ভাবতাম মানুষের মধ্যে আবেগ থাকে, কিন্তু তোমার নানা খুবই বিচক্ষ*ণ।”ফিওনার ভ্রু কুঁচকে উঠল, সে কিছুই বুঝতে পারল না। “তুমি কী বলছো?” তার কণ্ঠে অস্পষ্ট উদ্বেগ।

জ্যাসপার এক গভীর শ্বাস নিলো, চোখে তীব্রতা ফুটে উঠল। “তোমার নানাকে বার্তা পাঠিয়েছিলাম। তোমার

মুক্তির বিনিময়ে আমি শর্ত দিয়েছিলাম। কিন্তু তোমার জীবনের চেয়ে তার কাছে অন্য কিছু বেশি মূল্যবান।”

ফিওনা ফিসফিস করে বলল, “কখনোই না! আমার গ্রান্ডপা কখনোই এ কথা বলতে পারে না! মিথ্যা বলছো! আর তুমি কী শর্ত দিয়েছো?”

জ্যাসপার একটু ঝুঁকে ফিওনার চোখের গভীরতায় তাকালো। “তুমি কি সত্যিই জানো না, ফিওনা? তোমার নানার সিক্রেট রুমে কী আছে?”

ফিওনার হৃদয় দ্রুত বেগে ধুকপুক করতে লাগল, মাথা ঝিমঝিম করতে শুরু করল। “না... আমি জানি না...” তার কণ্ঠস্বর কাঁপছিল, চোখের কোণে জল জমে উঠছিল।জ্যাসপার

মুহূর্তেই ফিওনার গ*লা চে’পে শুন্যে তুলে ধরল। তার শক্তপোক্ত পুরুষালী হাতের শক্তি এতো ছিল যে, ফিওনা নিঃশ্বাস নিতে পারছিল না। সে হতাশার সঙ্গে হাত দিয়ে ছাড়ানোর চেষ্টা করছিল আর পা ছটফট করতে লাগলো, কিন্তু কোনো লাভ হচ্ছিল না। জ্যাসপারের চোখে ক্ষো*ভ আর প্রতি*শোধের অ*গ্নি জ্বলছিল।

“শুনে রাখো,” জ্যাসপার গম্ভীর কণ্ঠে বললো, “তোমার প্রিয় নানা আমার ড্রাগন ভাই এথিরিয়নকে বন্দি করে রেখেছে সেই সিক্রেট রুমে। তাকে শারীরিকভাবে যন্ত্র*ণা দিয়ে যাচ্ছে দিনের পর দিন। এবার তার ভুলের শা*স্তি তুমি পাবে, ফিওনা”।ফিওনার চোখে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ল।” আমাকে ছাড়ো!” তার কণ্ঠস্বর

অস্পষ্ট হয়ে গেল, কিন্তু জ্যাসপার কঠোর।

“তোমাকে আমি এমন হাল করবো,” জ্যাসপার বললো তার ঠোঁটের কোণে অদ্ভুত হাসি ফুটে উঠলো, “যে তুমি নিজেই মর’তে ভি*ক্ষা চাইবে। কিন্তু সেই করুনাও আমি করবো না তোমার প্রতি।”

ফিওনার বুকের ভেতর ভয়াবহ শিহরণ বয়ে গেল। তার চোখের

কোণে জল জমে উঠলো, আর সে মনে মনে প্রার্থনা করতে লাগল— প্রার্থনা তার নানার কাছে, প্রার্থনা সৃষ্টিকর্তার কাছে। কিন্তু জ্যাসপারের চোখের কঠিনতা আর প্রতিশোধের অঙ্গীকারের দিকে তাকিয়ে তার মনে হচ্ছিল, সব আশা মুহূর্তেই চুরমার হয়ে গেছে।জ্যাসপার অবশেষে ফিওনার গলা ছেড়ে দিল। ফিওনা ধব করে ফ্লোরে পড়ে গেলো। আর

জ্যাসপার দ্রুত পেছনে সরে গিয়ে দরজার দিকে অগ্রসর হল। ফিওনা একেবারের জন্য অচেতন হয়ে পড়ে, তার শরীর মাটির সাথে মিশে গেছে। মুহূর্তের জন্য অনুভূতি ছিল শূন্য,আর তার মাথা ঘুরছিল। তারপর যখন জ্ঞান ফিরে এল, যখন সে তার মাথায় হাত বুলিয়ে আঘাতের তীব্রতা উপলব্ধি করল।

সে ব্যথার তীব্রতায় চিৎকার করতে চাইল, কিন্তু কণ্ঠনালী দিয়ে শব্দ বের হলো না। পায়ের নিচে মাটির ঠাণ্ডা স্পর্শ তাকে স্মরণ করিয়ে দিল সে একা। শত চেষ্টার পরেও সে উঠে বসতে পারল না। তার পা দুটো কিছুক্ষণের জন্য অসাড় হয়ে গেল। জ্যাসপার একবারও পেছন ফিরে না তাকিয়ে, ভারি পদক্ষেপে বেরিয়ে গেল। ফিওনা তখনো মাটিতে পড়ে,

নিজের শরীরের প্রতিটা আঘাতের যন্ত্রণায় কাতরাচ্ছে, আর মনের গহনে শুধুমাত্র একটি চিন্তা—কিভাবে সে এই অন্ধকার আর ভয়ঙ্কর জগত থেকে মুক্তি পাবে।রাত গভীর হয়ে আসে, অন্ধকারে চারপাশে বিরূপ নিরবতায় বিরাজ করে। ফিওনা বিছানায় কষ্টে গা গুটিয়ে শুয়ে ছিল, অনুভূতিহীনতার মধ্যে তার শরীরের প্রতিটি অংশে অসহ্য ব্যথা দানা

বেঁধে আছে। মাথায় অসহ্য চাপ অনুভব করছে,সমস্ত পৃথিবী তার উপর ভারী হয়ে পড়েছে। ক্ষুধার্ত পেটের গুঞ্জনে তার সারা শরীর কাঁপছে।

হঠাৎ, নির্জন গভীর রাতের অন্ধকারে কারো আগমন ঘটে কক্ষের মধ্যে। ফিওনা অবাক হয়ে চোখ মেলল, অস্পষ্ট কায়ায় ছায়ার মতো কিছু দেখতে পেল। সেই ছায়ার হাতে

খাবার। আজকে জ্যাসপার ভারী কিছু খাবার নিয়ে এসেছে। তীব্র ক্ষুধায় বুকের ভিতর কষ্ট অনুভব করলেও,ফিওনা উঠতে পারেনি।

জ্যাসপার, অদ্ভুতভাবে তার দুর্বলতার দিকে তাকিয়ে, মনে মনে বলল, উফ,দুর্বল মানবী। তার কণ্ঠস্বর কঠোরতম—অথচ একদিকে ফিওনার শরীরের অবস্থা দেখলে মনে হয়,

তার অস্তিত্ব প্রায় নিঃশেষ হয়ে আসছে।

খাবার আর পানি টেবিলে রেখে, জ্যাসপার পুনরায় চলে যায়,তার দায়িত্ব শেষ হয়েছে। খাবারটা ছিলো ফিওনার জন্য এক অনুপ্রেরণা। পেটের খিদের তীব্রতা চরম সীমায় পৌঁছেছে, কিন্তু জ্যাসপারের আগমন কেবল তার দুর্বলতা জাগিয়ে তোলে। রাতের পর সকালের আলো ধীরে

ধীরে কক্ষের ভেতরে প্রবেশ করতে শুরু করলো। মিস্টার চেন শিং তখনও গভীর চিন্তায় নিমজ্জিত, ল্যাবের টেবিলে একাকী বসে আছেন। তার চোখে ক্লান্তির ছাপ, কিন্তু মন এখনো অটুট—প্রিয় নাতনীকে উদ্ধারের প্রচেষ্টা তাকে প্রতিটি মুহূর্তে গ্রাস করছে। বারবার বিভিন্ন ডেটা পরীক্ষা করছেন, কোথাও যদি কোন সূত্র খুঁজে পান।

এই সময় হসপিটাল থেকে খবর এলো—মিস ঝাংকে রিলিজ দেওয়ার সময় হয়েছে। কিন্তু মিস্টার চেন শিং তাকে এখনই বাসায় ফিরিয়ে নিতে চান না। “মিস ঝাং এর কিছুদিন আরো বিশ্রাম করা দরকার,” নিজের মনের সঙ্গে যুদ্ধ করে বলে উঠলেন তিনি।”হসপিটালেই রাখতে হবে মিস ঝাংকে নার্সেরাই যত্ন নেবে। তার নিজের হাতে এখন কোন সময়

নেই, কারণ পরিস্থিতি ক্রমেই জটিলতর হয়ে উঠছে।

অন্যদিকে, পিকিং ইউনিভার্সিটির ক্যাম্পাসে লিয়া আর লিন ক্লাসরুমে বসে আছে। দুইজনেই ফিওনার অনুপস্থিতি নিয়ে উদ্বিগ্ন। ফিওনা কেনো কয়েকদিন ধরে ভার্সিটিতে আসছে না, তার কোন খবর নেই। দুজনের চোখে চোখ পড়তেই এক নীরব সংকল্প হলো।

“আমরা ফিওনার বাসায় যাবো,” লিয়া স্থির কণ্ঠে বললো।

লিন মাথা নাড়ল, সম্মতি জানিয়ে। “হ্যাঁ, ওর খোজ নেয়াটা জরুরী।”এদিকে সকালের নরম আলো ধীরে ধীরে ফিওনার চোখেমুখে এসে পড়লো। দীর্ঘশ্বাস ফেলে সে ধীরে ধীরে চোখ খুললো। প্রতিটি পেশি, প্রতিটি অস্থি অবশ হয়ে আছে। মাথা ভারী লাগছে,

শরীরে গভীর ব্যথা। আস্তে করে উঠে বসার চেষ্টা করলো,তবে প্রতিটি নড়াচড়াই কষ্টের। তার মনের ভেতরকার যুদ্ধ আরও গভীর হলো। ফিওনা নিজের চারপাশে তাকিয়ে কোন উপায় খুঁজতে চেষ্টা করে, কিন্তু নিজেকে এতটাই নিঃস্ব অনুভব করছে যে এক মুহূর্তের জন্য সবকিছুই স্থির হয়ে যায়।

জ্যাসপার মাত্রই কোন দূরবর্তী জায়গা থেকে ফিরে এসেছে। গ্লাস হাউজের গভীর নীরবতা তাকে ঘিরে ধরেছে। ক্লান্ত দেহ নিয়ে সোজা নিজের কক্ষে প্রবেশ করলো। কিন্তু মাথায় কিছু অস্থির চিন্তা কিলবিল করছে। দীর্ঘ সময় রুমের এক কোণে স্থির দাঁড়িয়ে রইল, চিন্তার জালে আবদ্ধ—কি যেন একটা ঠিক মিলছে না। আচমকাই উঠে দাঁড়ালো,

মনে মনে একটা সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেললো।ফলমূল আর পানির বোতল হাতে নিয়ে পুনরায় ফিওনার রুমের দিকে পা বাড়ালো। দরজায় হালকা শব্দ করে স্লাইডিং হয়ে খুলে গেল। ধীরে ধীরে রুমের ভেতরে প্রবেশ করলো।

ফিওনা বিছানার এক কোণায় পেট চেপে গুটিসুটি মেরে বসে আছে। তার শরীরের ভঙ্গিতে দুর্বলতার ছাপ

স্পষ্ট। কিন্তু জ্যাসপারের দৃষ্টি সরাসরি তার দিকে নয়, বরং বিছানার সাদা চাদরে আটকে গেল। সফেদ রঙের চাদরের জায়গায় জায়গায় ছোপ ছোপ র’ক্তের দাগ স্পষ্ট।

জ্যাসপারের ভ্রু কুঁচকে গেল। সে কিছুক্ষণ র’ক্তে’র দাগগুলো পরীক্ষা করে দেখল। চিন্তিত গলায় বলে উঠলো,

“এটা কিসের র’ক্ত?”

ফিওনা তার দুর্বল হাত দিয়ে পেট চেপে ধরে থাকল, কোনো উত্তর দেয়ার শক্তি তার নেই। মুখ বুজে আছে, দেহটা কাঁপছে। জ্যাসপারের মনে একটু ধাক্কা লাগলো। যতদূর মনে আছে, কাল রাতে ফিওনাকে এমন কোনো আঘাত করেনি যাতে র’ক্ত ঝরে।

“তুমি.... র*ক্তে চাদর ভরে আছে কেনো?” তার কণ্ঠে চিন্তার আভাস।
“তোমাকে আমি তো সেরকম কিছু করিনি যাতে... র*ক্ত বের হয়।”ফিওনা কষ্টে ফিসফিস করে বলল, “আমি জানি না... আমার মনে হচ্ছে আমি অসুস্থ।”
জ্যাসপারের চিন্ত আরো জটিল হয়ে উঠলো। একদিকে তার ভেতরে

ক্রোধ, অন্যদিকে ফিওনার দুর্বলতা তাকে কেমন অস্বস্তিতে ফেলেছে।

জ্যাসপার ফল আর পানি টেবিলে রেখে দ্রুত ফিওনার দিকে এগিয়ে গেল। শক্ত হাতে তাকে বিছানা থেকে টেনে নামাল। ফিওনা এতটাই দুর্বল যে কোনো প্রতিরোধ করতে পারল না। জ্যাসপার তার চোখে গভীর দৃষ্টি নিয়ে একটুখানি স্থির হলো—সে পর্যবেক্ষণ করছে।

কোথায় সেই ক্ষত? কোথা থেকে এই র’ক্ত বের হচ্ছে? র’ক্ত যদি এইভাবে অব্যা’হত’ভাবে ঝরতে থাকে, তবে ফিওনা মা’রা যাবে আর ফিওনা মা’রা গেলে তার পরিকল্পনা সম্পূর্ণ ভে’স্তে যেতে পারে।ফিওনার শরীরটা ঘুরিয়ে পেছনের দিকে খুঁজতে লাগল। হঠাৎ তার চোখে পড়লো ফিওনার সাদা স্কার্টের পেছন দিকটা ভিজে গেছে র’ক্তে। তার

কপালে ভাঁজ পড়লো, চোখে বিরক্তির ছাপ। কিছুই বুঝতে পারছে না, সে তো মনে করতে পারছে না ফিওনাকে এমন কোনো আঘাত করেছে যেখানে এমন ক্ষ’ত হতে পারে।

ফিওনাকে আবারও নিজের দিকে ঘুরিয়ে নিল, দৃঢ় কণ্ঠে প্রশ্ন ছুঁড়ল, “আমি তো কাল রাতে তোমাকে এমন কোনো আঘাত করিনি যা

থেকে র’ক্ত ঝরবে! তবে এটা কীভাবে হলো?”

ফিওনা কোনো উত্তর দিল না। মাথা নিচু করে নিস্তব্ধ হয়ে থাকল। তার ক্লান্ত চোখ মাটির দিকে স্থির হয়ে আছে, সমস্ত কথা তার গলায় আটকে গেছে।জ্যাসপার এবার বিরক্তির সঙ্গে ধমকে উঠল, “শুনছো না আমি কী বলছি? উত্তর দাও! এভাবে চুপ করে থাকলে আমার

ধৈর্যের বাঁধ ভেঙে যাবে। তুমি কি সুই'সাই'ড করার চেষ্টা করেছিলে? এই ঘরে তো তেমন কিছু ছিল না, যা দিয়ে তুমি সুই*সাইড করবে!"

ফিওনা ধীরে ধীরে মাথা তুলে তাকাল। জ্যাসপারের চোখে তীব্র কৌতূহল। ফিওনা কষ্টে কথা বলতে শুরু করল, ভাঙা ভাঙা কণ্ঠে বলল, "আসলে... আমার... আমার পিরিয়ড হয়েছে।"

এই কথা বলেই ফিওনার মুখে কেমন সংকোচ দেখা দিল, চোখ বন্ধ করে ফেলল, লজ্জার ভার সহ্য করতে পারছে না।জ্যাসপার কিছুক্ষণ তাকিয়ে রইল, তার ভ্রু আরও কুঁচকে গেল। “পিরিয়ড? এটা আবার কী?”

ফিওনার চোখ বড় হয়ে গেল। বিস্ময় কণ্ঠে জিজ্ঞেস করল,”আপনি জানেন না?”

“না। জানলে কি আর জিজ্ঞাসা করতাম?” জ্যাসপার বললো।

ফিওনা কিছুটা বিব্রত হয়ে ধীরে ধীরে বলল, “এটা... এটা মেয়েদের হয়।”

জ্যাসপার তার কথা কিছুতেই বুঝতে পারল না। মুখে বিরক্তির ছাপ ফুটিয়ে খাবার রেখে দ্রুত চলে গেল। ফিওনা কয়েকবার পেছন থেকে জ্যাসপারকে ডাকল, কিন্তু জ্যাসপার

কোনো সাড়া দিল না, একবারও ফিরে তাকাল না।

ফিওনা বিষণ্ণ হয়ে পুনরায় বিছানায় পুনরায় গুটিসুটি মেরে বসে রইল। শীতল, নির্জন ঘরে বাতাসের নিঃশ্বাসটা ওর অনুভূতিগুলোকে আরও ভারাক্রান্ত করে তুলছে। রুমে শুধু একটা ছোট বাথরুম আছে, যার মধ্যে মাত্র একটি কমোড—গোসলের কোনো ব্যবস্থাই নেই সেখানে। এই

নিঃসঙ্গ বন্দিদশায় শারীরিক আর মানসিক ক্লান্তি তাকে আরও অবসন্ন করে তুলছে।

এদিকে, জ্যাসপার দ্রুত লিভিং রুমে প্রবেশ করল।তার মুখে চিন্তার ছাপ স্পষ্ট। সে থারিনিয়াস আর আলবিরাকে ডাকার জন্য সংকেত দিল। তারা দুইজন তৎক্ষণাৎ হাজির হলো, মুখে ধোঁয়াশামাখা ভাব।

জ্যাসপার গভীর দৃষ্টি নিয়ে তাদের দিকে তাকিয়ে প্রশ্ন করল, “আচ্ছা, ‘পিরিয়ড’ কি? তোমাদের কেউ কি এর সম্পর্কে কিছু জানো?”

থারিনিয়াস আর আলবিরা একে অপরের দিকে তাকিয়ে বিস্ময়ে ঠোঁট কাম*ড়াল। থারিনিয়াস ধীরস্বরে বলল, “প্রিন্স অরিজিন, আপনি কোন বিষয়ের কথা বলছেন? আমরা তো কিছুই বুঝতে পারছি না।”

জ্যাসপার বিষণ্ণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল, তার মনে সন্দেহ। সে আলবিরার দিকে ঘুরল, “আচ্ছা, যেহেতু এটা মেয়েদের হয়, তোমার তো জানার কথা, আলবিরা। তুমি কি কিছু জানো?”আলবিরা মাথা ঝাঁকাল, “প্রিন্স, আমি কিছুই জানি না। আমার তো এমন কোনো অভিজ্ঞতাই হয়নি।”

জ্যাসপার হতবুদ্ধি হয়ে ভাবতে থাকল। চারপাশের কারো কাছ থেকে কোনো তথ্য পাওয়ার আশা নেই দেখে সে মনস্থির করল। এক মুহূর্তের জন্য গভীর চিন্তায় নিমগ্ন হলো, তারপর ধীরপদক্ষেপে নিজের ল্যাবের দিকে রওনা হলো

ল্যাবে পৌঁছে সে দ্রুত টার্মিনাল চালু করল, নিজে থেকেই ফাইল অনুসন্ধান শুরু করল—'পিরিয়ড'

শব্দটি সম্পর্কে তথ্য জানতে। কিছুক্ষণ পরে,সে ধীরে ধীরে বুঝতে পারল, মানুষের জীবনে নারীদের মধ্যে মা*সিক চক্রের এই প্রক্রিয়া অত্যন্ত প্রাকৃতিক, কিন্তু তার অভিজ্ঞতা কিংবা ধারণার বাইরে। এই ধারণা তাকে নতুন এক প্রশ্নের দিকে ঠেলে দিল—এই জৈবিক বাস্তবতা, যা এতটাই স্বাভাবিক, সে

কি আদৌ এই মানবজীবনের সরলতাকে কখনো অনুভব করেছে? জ্যাসপার দীর্ঘশ্বাস ফেলল, টার্মিনাল থেকে চোখ সরিয়ে নিল। “উফ! এই মানব জাতির জীবনে আর কত জটিলতা আছে কে জানে?” সে বিরক্তির স্বরে বলে উঠল। মানুষের শরীরের এই প্রাকৃতিক প্রক্রিয়া, যা তার কাছে এতটাই অপরিচিত, এখন এক নতুন ধাঁধার মতো তার সামনে

দাঁড়িয়ে আছে। তবে এই মুহূর্তে ফিওনার যন্ত্রণাগ্রস্ত অবস্থা তার মস্তিষ্ক থেকে মুছে ফেলতে পারছে না।যন্ত্রণা সম্পর্কে আরও জানতে পেরে আর কীভাবে সেই যন্ত্রণাকে লাঘব করা যায়, সেই নির্দেশনাগুলো পড়ে জ্যাসপার মনে মনে সিদ্ধান্ত নিলো ফিওনার এই মুহূর্তে প্রয়োজনীয় জিনিস দরকার। সে জানে,তার পরিকল্পনা টিকিয়ে

রাখতে ফিওনার সুস্থ থাকা অত্যাবশ্যক।

জ্যাসপার ল্যাবের শেলফগুলো তন্ন তন্ন করে খুঁজেও কিছুই পেল না। মানুষের এমন অদ্ভুত সমস্যার জন্য কোনো প্রস্তুতিই তার ছিল না। হতাশ মনে গ্লাস হাউজে ফিরে আসার পর, সে দ্রুত আলবিরাকে ডেকে পাঠালো।

“আলবিরা!” গম্ভীর স্বরে জ্যাসপার ডাক দিলো।

“প্রিন্স, আপনি আমাকে ডেকেছেন?” আলবিরা অবাক হয়ে এগিয়ে এলো।

“তুমি শহরের দিকে যাও। পিরিয়ডের জন্য যা যা লাগে, যেমন প্যাড আর কিছু ওষুধ—এসব দ্রুত নিয়ে এসো।”

আলবিরা একটু বিভ্রান্ত হলেও কিছু না বলেই মাথা নেড়ে সম্মতি

জানালো। তার জানা ছিল না মানুষের এই প্রক্রিয়ার ব্যাপারে, কিন্তু প্রিন্সের নির্দেশ মেনে দ্রুত রওনা দিলো।মিস্টার চেন শিং ল্যাবে একাকী বসে আছেন, চিন্তার ভারে ক্লান্ত, কিন্তু আজ তার সিদ্ধান্ত দৃঢ়। দিন যত গড়াচ্ছে, ততই ওয়াং লির সঙ্গে মুখোমুখি বসে কথা বলার প্রয়োজন অনুভব করছেন। তিনি জানেন, এথিরিয়নকে মুক্তি না দিলে

জ্যাসপারের প্রতিশোধ আর বেশি দিন ঠেকানো যাবে না।

কিন্তু হৃদয়ের গোপন কোণে একটাই চিন্তা ঘুরছে—তার প্রিয় নাতনি ফিওনার নিরাপত্তা। পৃথিবীর সমস্ত ক্ষমতা, গবেষণা, আর আবিষ্কার তার কাছে মূল্যহীন হয়ে পড়েছে, কারণ ফিওনাই তার জীবনের শেষ আশ্রয়। অথচ এখন, এই দুঃসময়ে, জ্যাসপারের সাথে কোনোভাবেই

যোগাযোগ করতে পারছেন না। তার প্রযুক্তি, বুদ্ধি, কোনো কিছুই কাজে আসছে না।

মিস্টার চেন শিং একটা গভীর দীর্ঘশ্বাস ফেললেন, মনে মনে বললেন, “ফিওনার জন্য সবকিছু ত্যাগ করতেও আমি প্রস্তুত। পৃথিবীর সমস্ত প্রাপ্তি আর সফলতা তুচ্ছ, যদি আমার নাতনির জীবন বিপন্ন হয়।”আলবিরা নিঃশব্দে ঘরের

দরজায় এসে দাঁড়ায়, হাতে প্যাড ও কিছু ওষুধ। তার মুখে কোনো কথা নেই,শুধু চোখে চিন্তার রেখা। জ্যাসপার তার দিকে একবার তাকিয়ে মাথা নাড়ে, আলবিরা দ্রুত সবকিছু তার হাতে তুলে দেয়।

জ্যাসপার মুহূর্তের জন্য থেমে গিয়ে ফিওনার রুমের দিকে এগিয়ে যায়। পায়ের পদক্ষেপগুলো ভারী, মনে

হচ্ছিল এক অদ্ভুত দ্বন্দ্বে জড়িয়ে আছে।

ফিওনাকে শারীরিক যন্ত্রণা থেকে মুক্তি দিতে হবে, অথচ তার প্রতি জ্যাসপারের মনোভাব কঠোর—সে নিজেও বুঝতে পারছে না কেন এই মেয়েটির জন্য কিছু করতে হচ্ছে। তার হাতে প্যাড আর ওষুধ, কিন্তু মন এক অজানা প্রশ্নে ভরে আছে—মানব জাতির এ কেমন দুর্বলতা?

রুমের দরজার সামনে এসে সে মুহূর্তের জন্য থেমে যায়। এরপর এক গভীর নিঃশ্বাস নিয়ে কক্ষের ভেতরে প্রবেশ করে, ফিওনার দিকে পা বাড়ায়, মনে মনে প্রস্তুত হয় সেই অচেনা মানবিক অনুভূতির মুখোমুখি হতে।

জ্যাসপার রুমে প্রবেশ করতেই চোখ আটকে গেল ফাঁকা বিছানার দিকে। ফিওনা কোথায়? দৃষ্টিটা দ্রুত ঘুরে

গেলো বাথরুমের দিকে। দরজা আধখোলা, আর ফিওনাকে দেখা গেল স্ল্যাবের ওপরে দাঁড়িয়ে, পেছনের দিকে হাত বাড়িয়ে হ্যান্ড শাওয়ারের পানি দিয়ে তার র’ক্তমাখা স্কার্ট ধুচ্ছে।

এক মুহূর্তের জন্য জ্যাসপার স্থির দাঁড়িয়ে থাকে। চোখে বিরক্তির ছায়া ফুটে ওঠে, তবে তার গলা বরফের মতো ঠান্ডা, শক্ত আর

থমথমে:“তোমার জিনিসপত্র,” জ্যাসপার বললো, এক হাতে প্যাড আর ওষুধ এগিয়ে দিয়ে।

ফিওনা চমকে উঠলো, শাওয়ার বন্ধ করে ধীরে ধীরে নিচে নামতে চেষ্টা করলো। মাথা নিচু করে জ্যাসপারের সামনে এসে দাঁড়ালো, মাটির দিকে তাকিয়ে। ওর শরীর তখনও ক্লান্ত, দুর্বল, কিন্তু মুখে একটা কৃতজ্ঞতার ছাপ ফুটে ওঠে।

জ্যাসপার তার দৃষ্টিতে কোনো আবেগ বা সহানুভূতির লেশমাত্র দেখাতে চায় না, তবে ভেতরে ভেতরে সে উপলব্ধি করছে, এই মানবীর দুর্বলতা তার কাছে এক রহস্যময় বোঝা হয়ে দাঁড়িয়েছে।

জ্যাসপার রুম ত্যাগ করার আগমুহূর্তে ফিওনার কণ্ঠ ভাঙা, ক্লান্ত।

“শুনুন,” ফিওনা ধীরে ধীরে বলল, “আমাকে শাওয়ার নিতে হবে, আর ড্রেসও পাল্টাতে হবে। দু’দিন ধরে একই জামা পরে আছি, এখনতো দাগও লেগেছে। আমার এলার্জির সমস্যা আছে... ড্রেস চেঞ্জ না করলে সমস্যা বাড়বে। আর এখানে তো শাওয়ারও নিতে পারব না।”জ্যাসপার থমকে দাঁড়ায়, ঘাড় ঘুরিয়ে ফিওনার দিকে তাকায়। তার

চোখের গভীরে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকে, মানব জীবনের এইসব প্রয়োজনীয়তার সামনে সে এক নতুন প্রশ্নের সম্মুখীন হয়েছে।

“ব্যবস্থা করছি,” বলল সে সংক্ষিপ্ত অথচ নিশ্চিত ভঙ্গিতেতারপর পুনরায় ঘুরে দ্রুত রুম ত্যাগ করল, দরজার শব্দটি ফিওনার কানে একধরনের আশ্বাসের প্রতিধ্বনি তুলে দিয়ে গেল।

জ্যাসপার দ্রুত লিভিং রুমে প্রবেশ করেই সবাইকে একত্রিত করল, গম্ভীর কণ্ঠে বলল, “আলবিরা, আমি সিদ্ধান্ত নিয়েছি, ওই মানবী মেয়েটা এখন থেকে রুমের মধ্যে বন্দি থাকবেনা। সে বাইরে বের হবে,তবে আমাদের নিয়ম মেনে। আর এত দূর থেকে খাবার আনার প্রয়োজনও হবে না আমাদের পৃথিবীতে টিকে থাকতে হলে আমাদের এখানকার

খাবারই খেতে হবে, তাই সে মেয়েটাই আমাদের জন্য রান্না-বান্নার সমস্ত কাজ করবে। এই গ্লাস হাউজের সমস্ত কাজকর্মও তার দায়িত্বে থাকবে।”আলবিরার চোখে শঙ্কার ছায়া পড়ল। “কিন্তু প্রিন্স, যদি সে পালিয়ে যায়?”

জ্যাসপারের ঠোঁটের কোণে এক নির্মম হাসি ফুটে উঠল। “আলবিরা, তুমি কি ভুলে যাচ্ছো আমরা কোথায়

আছি? এটা পুষ্পরাজ পাহাড়। এখানে কোনো মানুষ প্রবেশ করতে পারে না। আজ পর্যন্ত কোনো বিজ্ঞানীও এই স্থানে আসতে পারেনি। এখান থেকে পালানো এতো সহজ নয়, বিশেষ করে যখন এই পাহাড়কে ঘিরে রয়েছে এক গভীর সমুদ্র আর প্রলয়ংকরী জলপ্রপাত।”

তার কণ্ঠে ছিল অমোঘ শক্তি,তার কথায় কোনো প্রতিরোধের সুযোগ নেই।

জ্যাসপার তার নির্দেশগুলো একে একে দিতে লাগল। গভীর কণ্ঠে বলল, “থারোনিয়াস, তুমি শহরের দিকে যাও। মেয়েদের জন্য কিছু পোশাক আর জুতো নিয়ে আসো। ওই মেয়েটা শাওয়ার নিতে চাচ্ছে। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব কাজ শেষ

করে ফিরে এসো।”তারপর আলবিরার দিকে তাকিয়ে বলল, “আলবিরা, তুমি মেয়েটিকে পাহাড়ের ডান পাশের হ্রদে নিয়ে যাবে। ওখানে শাওয়ার নিতে পারবে। আর খেয়াল রাখবে কোথাও যাওয়ার সুযোগ না পায়।”

জ্যাসপারের কণ্ঠে ছিল অমোঘ আদেশ, প্রতিটি শব্দ অক্ষরে অক্ষরে পালন করা হবে। থারোনিয়াস আর

আলবিরা তার আদেশ মেনে নীরবে মাথা নাড়ল, প্রত্যেকে নিজের কাজে বেরিয়ে পড়ল।

জ্যাসপার আলবিরাকে নিয়ে ফিওনার রুমের দিকে পা বাড়ালো, আলবিরাকে দরজার সামনে দাড় করিয়ে, জ্যসপার প্রথমে একাই কক্ষে প্রবেশ করলো।

জ্যাসপার কণ্ঠে কঠোরতা ছিল, তার প্রতিটি শব্দ ফিওনার কানে শূলের

মতো বিঁধছিল। সে ধীরে ধীরে রুমে প্রবেশ করে বললো,য়”এই বোকা মানবী, শোনো। তোমার গোসলের ব্যবস্থা হয়ে গেছে। সবকিছু শেষ করে তৈরি হও। তোমার জন্য অনেক কাজ অপেক্ষা করছে। এই গ্লাস হাউজের ধুলো মোছা, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা করা আর আমাদের জন্য রান্নাবান্না করতে হবে।”ফিওনা

বিস্ময়ে তাকিয়ে রইল, “কী! আমি এসব কখনোই করিনি, পারিও না!” জ্যাসপার অগ্নিমূর্তি ধারণ করে বলল, “তোমার কি মনে হয়, আমি তোমায় এখানে বসিয়ে বসিয়ে খাওয়াবো? তিন বেলা খাবার এনে দেবো? আমি তোমার চাকর নাকি?” ফিওনার চোখে অবিশ্বাসের ছাপ ফুটে উঠল। কিন্তু জ্যাসপারের চোখে কোনো দয়া বা নম্রতার লেশমাত্র

দেখা যাচ্ছিল না। সে কঠোরতার প্রতিমূর্তি।

ফিওনা মনে মনে ভাবতে থাকে, এই রুমে বন্দি থাকার চেয়ে বাইরে যাওয়াটা অনেক বেশি উপকারী। সুযোগ বুঝে পালানোর পরিকল্পনা সে মনে মনে গঠন করতে থাকে। তার ভিতরে এক অদৃশ্য শক্তি জন্ম নিতে থাকে—একটি সাহসী সিদ্ধান্তের বুদ্ধি।

জ্যসপার সিগন্যাল পাঠাতেই আলবিরা রুমে প্রবেশ করে। জ্যাসপার আলবিরাকে নির্দেশ দিলো, “আলবিরা, এই মেয়েটাকে গ্লাস হাউজের বাইরের হ্রদে নিয়ে যাও।”ফিওনা আলবিরাকে দেখে কিছুটা

অবাক হয়ে যায়। অতিব সুন্দরী একজন রমনী আলবিরা, চোখমুখে কিছুটা গাম্ভীর্যতা।

নবনীতা নিকুঞ্জ পোশাক পরিহিত মেয়েটি হালকা লুজ সবুজ রঙের গাউন জাতীয় এই পোশাক। ছোট ছোট কাঁধ পর্যন্ত চুল ধুসর সোনালী রঙের চুল তবে অদ্ভুত সুন্দর।

“এই মেয়েটা কে? এখানে কেন?” ফিওনার কণ্ঠে এক ধরনের বিস্ময়।

“ওর নাম আলবিরা, ও তোমাকে গোসলের জায়গায় নিয়ে যাবে।

ফিওনার মনে একরকম দ্বিধা ছিল—একদিকে মুক্তির আশায়, অন্যদিকে জ্যাসপারের কঠোর নির্দেশনার ভয়ে। কিন্তু সে জানত, এই সুযোগটা হারানো যাবে না।

ফিওনা আলবিরার পেছনে পেছনে হাঁটতে শুরু করে। ধীরে ধীরে করিডোরের শেষে পৌঁছতেই তার চোখে পড়লো লিভিং রুমের বিস্তৃতি।

সেখানে অবস্থানরত গ্লাস হাউজের আভিজাত্য তাকে অভিভূত করে।

গ্লাসের দেওয়ালগুলো সূর্যের আলোতে রাঙিয়ে উঠেছে, প্রতিটি কোণ থেকে আলো ঝরে পড়ছে। সবুজ প্রকৃতির সঙ্গে একাত্ম হয়ে গ্লাস হাউজটি মনে হচ্ছে স্বপ্নের রাজ্য। ফিওনার মনে মনে অনুভব করে, এই বিশাল মাউন্টেন গ্লাস হাউজেটা সত্যি সুন্দর।“এটা তো

একদম স্বর্গের মতো!” ফিওনা কৌতূহলের সঙ্গে বলে। “এভাবে এত বড় জায়গা... সবকিছু এত সুন্দর!” ফিওনা মনে মনে আওড়ালো।

ফিওনার গাঢ় তাকান দেখে বোঝা যাচ্ছে যে সে গ্লাস হাউজের প্রতি আগ্রহী। কাঠের সিঁড়ি বেয়ে নেমে আসে লিভিং রুমে চারদিকে

পর্যবেক্ষণ করতে করতে ফিওনা গ্লাস হাউজের বাইরে পা রাখলো।

গ্লাস হাউজের বাইরে যখন ফিওনা পা রাখে, তখন সে এক অপূর্ব দৃশ্যের মুখোমুখি হয়।

পাহাড়টি মহিমান্বিতভাবে উঁচু, যা মেঘের ওপর প্রসারিত,আর তার মাথায় সূর্যের আলো ঝলমল করছে। চারপাশে সবুজ গাছপালা, যা পাহাড়ের তলদেশে ছড়িয়ে রয়েছে

প্রাকৃতিক চাদরের মতো। সেখানে থাকা ফুলের নানা রঙ এই প্রাকৃতিক সৌন্দর্যকে আরো চিত্তাকর্ষক করে তুলেছে।

ফিওনার পা যখন মাটিতে পড়ে, তখন সে অনুভব করে মাটির তাজা গন্ধ, পাহাড়ের আকাশ-বাতাসও তাকে স্বাগত জানাচ্ছে। পাহাড়ের পাথুরে অংশে ছোট ছোট ঝর্ণার

পানি ঝরে পড়ছে, তার আওয়াজ প্রকৃতির মধুর সঙ্গীত।

আলবিরা বাম পাশের হ্রদের দিকে এগিয়ে যায়, ফিওনা ও তার পেছন পেছন এগিয়ে যায় হ্রদের দিকে সোজা। মেঘলা পানির মাঝে নিজেকে হারানোর জন্য। কিছুক্ষণ হ্রদের পাড়ে দাঁড়িয়ে, ফিওনা গভীর চিন্তায় ডুবে যায়। হ্রদের জলরাশির

দিকে তাকিয়ে সে প্রশ্ন করে,“আচ্ছা, তুমিও কি ড্রাগন?”

আলবিরা সপ্রাণ গলায় উত্তর দেয়, “হ্যাঁ,আমি রুপালি ড্রাগন, ড্রাগন আলবিরা।”

ফিওনা আর কিছু বলেনা, কেবল সেদিকে তাকিয়ে থাকে। তার মনে উদ্ভাসিত হয় এক অদ্ভুত ভাবনা — আগে মনে হতো ড্রাগন কেবল গল্পের কাল্পনিক চরিত্র আর এখন

বুঝতে পারলো বাস্তবে তাদের অস্তিত্ব আছে।

আস্তে আস্তে ফিওনা হ্রদে নামতে থাকে। জলটা হালকা ঠান্ডা, কিন্তু সুর্যের তাপে কিছুটা গরম অনুভব হচ্ছে। যখন সে হাঁটু পর্যন্ত ঢুকে পড়ে, তখন মনে হয় সে এক নতুন পৃথিবীতে প্রবেশ করছে। ঝর্নার পানি জমে জমে এই হ্রদ তৈরি

হয়েছে, আর ফিওনা সেই জলের সঙ্গে একাত্ম হয়ে যায়।

আলবিরা হ্রদের কিনারায় দাড়িয়ে আছে, ফিওনাকে পাহাড়া দেয়ার উদ্দেশ্যে।

“হ্রদটা খুব সুন্দর!” ফিওনা অবাক হয়ে মনে মনে বলে। পানির স্পর্শ তার চিন্তাগুলোকে পরিষ্কার করে, সমস্ত দুর্ভাবনা দূরে ঠেলে দেয়। কোমড় পর্যন্ত পানিতে নেমে পড়ার

পর, ফিওনা ধীরে ধীরে শরীরের পানি লাগাতে থাকে। পানির শীতলতা তার মনে কিছুটা সতেজতা নিয়ে আসে, সে অনুভব করে, এই মুহূর্তে সে শুধুই সে, পৃথিবীর একটি সাধারণ মেয়ে, যে এক ভিন্ন জগতে প্রবেশ করেছে।

এদিকে, থারিনিয়াস পোশাক নিয়ে হাজির হয়, সে চুপচাপ পোশাকের ব্যাগ গুলো জ্যাসপারের হাতে দিয়ে

দেয়। জ্যাসপার পোশাক আর জুতোগুলো ফিওনার রুমে রেখে দেয়। আর অন্য একটি ড্রাগন যার নাম ডরাডো সোনালী রঙের ড্রাগন তাকে আদেশ দেন,

“তুমি গিয়ে ফিওনার রুম পরিষ্কার করে আসো।

সেখানে কোনও জিনিস যেন অগোছালো না থাকে।” ডোরাডো

মাথা নেড়ে সম্মতি জানিয়ে কাজ শুরু করে দেয়।

ফিওনা কিছুটা বিচলিত হয়ে উঁচু পানির মধ্যে দাঁড়িয়ে, আলবিরার দিকে তাকায়। “আমি এখন পোশাক কোথায় পাল্টাবো? আর আমার পোশাক কোথায়?... ” সে প্রশ্ন করে কিছুটা সংকোচে।

“তোমার পোশাক তোমার কক্ষে, সেখানেই তোমাকে পোশাক

পরিবর্তন করতে হবে। আলবিরা সোজাসাপ্টা উওর দেয়।ফিওনা কিছুটা অবাক হয়ে ভাবতে থাকে, কিন্তু তারপরই সে পানি থেকে উঠে আসে।

ফিওনা পানির ভিজা থেকে উঠে এসে হাউজের দিকে অগ্রসর হয় আলবিরার সাথে।

ফিওনা গোসল করা ভেজা অবস্থায় আলবিরার সাথে গ্লাস হাউজের

অভ্যন্তরে প্রবেশ করে। সিঁড়ি বেয়ে নিজের কক্ষের সামনে দাঁড়ায়। দরজা স্লাইডিং হয়ে খুলতেই ফিওনা ভেতরে প্রবেশ করে আর তার চোখের সামনে এক অন্যরকম দৃশ্য খুলে যায়। তার কামরাটি পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে গোছানো। নতুন চকচকে সফেদ রঙের চাদর। কাঁচের দেয়ালে সূর্যের আলো মিশে

সোনালী আভা ছড়িয়ে পড়েছে কক্ষে।

বিছানার উপর “সুশৃঙ্খলভাবে রাখা কয়েকটি সুন্দর ড্রেস আর জুতা,যা তার জন্য প্রস্তুত।

কিছুটা অদ্ভুত অনুভূতি নিয়ে ফিওনা ধীরে ধীরে এগিয়ে যায়। বিছানার কাছে গিয়ে একটি জামা হাতে তুলে নিয়ে সে অনুভব করে একটি নতুন পরিচয়ে রূপান্তরিত হচ্ছে।এরপর

একটি প্যাডও নিয়ে, তার মন থেকে কিছুটা চিন্তা-ভাবনা দূর হয়ে যায়। এখন তার হৃদয়ে সামান্য প্রশান্তির বাণী বাজতে থাকে।

কিছুক্ষণ বাদে জ্যাসপার আলবিরাকে পুনরায় নির্দেশ দিয়ে বললো,, “আলবিরা, তুমি ফিওনার রুমে যাও। তাকে বলো যেনো রান্নার প্রস্তুতি নেয়। বাজার কিচেনে রাখা আছে ”

আলবিরা দ্রুত মাথা নাড়িয়ে সম্মতি জানায় আর ফিওনার রুমের দিকে পদক্ষেপ করে। দরজা খোলার পর, সে ভিতরে প্রবেশ করে আর ফিওনাকে দেখার সাথে সাথে গম্ভীর ভাবে বলে,"ফিওনা, প্রিন্স জ্যাসপার তোমাকে দুপুরের রান্নার করার প্রস্তুতি নিতে বলেছেন।"

ফিওনা জামাটি পরতে পেরে কিছুটা আত্মবিশ্বাসী হয়ে ওঠে। সে মাথা

তুলে আলবিরার দিকে তাকিয়ে বলে, “কিন্তু আমি রান্না করতে পারি না।”আলবিরা ধার গলায় বলে, “এটা সম্পুর্ন তোমার ব্যাপার প্রিন্স আমাকে যা হুকুম করছেন আমি শুধু সেটুকু পালন করতে পারি। আমার সাথে চলো তোমাকে কিচেন দেখিয়ে দিচ্ছি”।

ফিওনা কিছুটা হতাশ হয়ে আলবিরার সাথে পা বাড়ায়।

সিঁড়ি বেয়ে লিভিং রুমে নামার পরে ডান পাশে রয়েছে কিচেন। তারা একসঙ্গে রান্নাঘরের দিকে এগিয়ে যায়, আর সেখানে পৌঁছালে ফিওনা দেখতে পায়।

মাউন্টেন গ্লাস হাউজের রান্নাঘর আধুনিক আর প্রশস্ত স্থান, যেখানে সৌন্দর্য আর কার্যকারিতা একত্রিত হয়েছে। রান্নাঘরের দেয়াল আর ছাদ সম্পূর্ণ গ্লাসের তৈরি, যা প্রাকৃতিক

আলো প্রবাহিত করে আর চারপাশের পাহাড়ের দৃশ্যকে উন্মোচন করে।রান্নাঘরের কেন্দ্রে একটি বিশাল আয়তাকার কাউন্টার রয়েছে, যা সাদা মার্বেল পাথর দ্বারা তৈরি। কাউন্টারের উপর রাখা আছে নানা ধরনের রান্নার সরঞ্জাম, যেমন হাঁড়ি, কড়াই, আর প্যান। ডাইনিং এলাকার পাশে একটি আধুনিক রান্নার কল রয়েছে, যা ক্রোমিয়াম

লেভার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। কলের নিচে সজীব ও তাজা সবজি ও মশলা সাজানো আছে, যা রান্নার জন্য প্রস্তুত।

রান্নাঘরের পাশে একটি বড় প্যান্ট্রি রয়েছে, যেখানে বিভিন্ন ধরনের খাদ্যদ্রব্য সংরক্ষণের জন্য বিশেষ ব্যবস্থা করা হয়েছে। দেয়ালে রয়েছে গাছের টব, যেখানে তাজা হার্বস যেমন তুলসী, ধনে, আর পুদিনা

গজিয়ে উঠেছে, যা রান্নার জন্য সহজে ব্যবহার করা যায়।

রান্নাঘরের প্রতিটি কোণ আধুনিক জীবনযাত্রার সাথে প্রকৃতির স্পর্শ নিয়ে এসেছে। রান্নাঘরে থাকা বড় জানালাগুলি থেকে বাহিরের পাহাড়ি সৌন্দর্য দেখা যায়, যা রান্নার সময়কে আরও উপভোগ্য করে তোলে।

মাউন্টেন গ্লাস হাউজের রান্নাঘর সত্যিই একটি স্থাপত্যের নূতন উদাহরণ, যেখানে আধুনিকতা আর প্রকৃতি একসাথে মিলিত হয়েছে। এখানে রান্না করা যেন আনন্দের উৎসব, যেখানে স্বাদ আর সৌন্দর্য একসাথে মিশে যায়।

ফিওনার মনে নতুন এক উদ্দীপনা অনুভব হয়। সে রান্নাঘরের প্রতি মুগ্ধ হয়।যা তার রান্নার করার

আগ্রহ বাড়িয়ে তুললো।আলবিরা তার পাশে এসে দাঁড়িয়ে বলে, “আমি তাহলে আসছি, তুমি কাজ শুরু করো” বলেই আলবিরা রান্নাঘর ত্যাগ করলো। আলবিরা যাওয়ার সাথে সাথে ফিওনা দৃঢ় সংকল্প নিয়ে রান্নার প্রস্তুতি নিতে লাগল।

ফিওনা রান্নাঘরের সৌন্দর্যে মোহীত থাকলেও কিয়ৎক্ষন বাদেই অবাক হয়ে যায়।

চৌকিতে রাখা সবজি আর মশলাপত্রের বিশাল সম্ভার দেখে তার মনে শঙ্কা জাগে।

বিভিন্ন ধরনের অনেক তাজা সবজি,মসলা সুশৃংখলা ভাবে সাজানো রয়েছে মনে হচ্ছে কোনো ভিন্ন জগতের খাবারের স্বপ্ন সাজানো হয়েছে।“এতো সবজি আর বাজার কেন?”—মনে মনে চিন্তা করে ফিওনা। তার মাথায় একটাই প্রশ্ন,

“এতো কিছু রান্না করতে হবে? কিন্তু আমি তো জানি না কিভাবে রান্না করতে হয়।”

একটু হতাশায় ভেঙে পড়ে সে। আলবিরা তো কিছুই বলে যায়নি। রান্নার জন্য কোন বিশেষ পদ ঠিক করে দিয়েছে কি না, সে বিষয়েও কিছু জানায়নি। সে কেবল কিচেনে দেখিয়ে দিয়ে বলে গেলো , “শুরু করো,” কিন্তু শুরুটা কীভাবে

করবো? ফিওনা মনে মনে বিরক্ত হয়।

ফিওনার মনে হয়, এখানে অনেক কিছু রান্না করা হবে, অথচ তার হাতে কোনো নির্দেশনা নেই। সে জানে না, কোন পদটি প্রাধান্য পাবে, কিভাবে শুরু করবে, বা কিভাবে সঠিকভাবে প্রস্তুত করবে।

ফিওনা এক হাত দিয়ে মাথা চুলকে নেয়, আর মনে মনে চিন্তা করে,

“এখন কি করবো, কাকে জিজ্ঞাসা করবো?” তবে ফিওনা জানে, পিছু হটলে জ্যাসপারের হাত থেকে রক্ষা নেই। তাই সে গভীর শ্বাস নিয়ে কিচেনের কোণে গিয়ে দাঁড়ায়।“ঠিক আছে, একবার চেষ্টা করি,” বলে সে তাজা সবজিগুলো ঘেঁটে দেখে, কোনটি কোন রান্নার জন্য ব্যবহার করা যেতে পারে। আশা জাগানিয়া চিন্তা তার মনে কেঁদে ওঠে,

“ড্রাগনদের রান্না, খাবার সম্পর্কে কিছুই ধারনা নেই তার।

মনের মধ্যে বিভিন্ন উপকরণের সমাহার নিয়ে সে পরিকল্পনা তৈরি করতে শুরু করে ইউটিউব দেখারও উপায় নেই। হাতে স্মার্ট ফোনটাও নেই।ফিওনা রান্নাঘরের পরিচ্ছন্ন কাউন্টারটপে তাজা মাছ আর রঙিন সবজির ভাণ্ডারটি হাতে নিয়ে একা একা নাড়াচাড়া করতে করতে এক

গভীর চিন্তায় মগ্ন হয়। এই বাজারের প্রাচুর্য দেখে তার মনে হলো, কল্পনার রাজ্যে প্রবেশ করেছে—এখানে কমপক্ষে বিশাল এক ভোজসভা অনুষ্ঠিত হবে, যেখানে অতিথি হিসেবে প্রায় পনেরো বিশজন, কিন্তু বাস্তবতাতো অন্যরকম; এখানে আসলে মাত্র তিনজন।

হঠাৎ, আকাশে কালো মেঘ গা ঢাকা দেয় আর বৃষ্টি শুরু হয়। কাঁচের দেয়ালের পাশে যেয়ে দাঁড়ায় ফিওনা, অনুভব করে প্রকৃতি নিজেই তার অনুভূতিগুলোকে সুরেলা সঙ্গীতের মাধ্যমে প্রকাশ করছে। বৃষ্টির জল কাঁচের দেয়াল বেয়ে গড়িয়ে পড়তে থাকে। সে হতভম্ব হয়ে কাঁচের উপর তেলাক্ত জলাকৃতির দিকে তাকায়, যেগুলো মেঘের ফাঁক

গলিয়ে হালকা সুর্যের কিরন আলোতে রঙিন হয়ে উঠেছে।ফিওনা তার হাত বাড়িয়ে দেয় কাঁচের ঠান্ডা পৃষ্ঠে,জল বিন্দু-এর স্পর্শ অনুভব করে।

রান্নাঘরের ভিতর থেকে দৃশ্যটি শিল্পকর্মের মতো প্রতিভাত হয়, যেখানে চারপাশের প্রকৃতি আর তার ভাবনা মিলেমিশে এক মহাকাব্যিক সৌন্দর্য সৃষ্টি করেছে। ফিওনার

হৃদয়ে গেঁথে যায় সেই মুহূর্ত—একটি অমলিন স্মৃতি, যা সে কখনো ভুলবে না।

ফিওনা এখনো ধ্যানমগ্ন অবস্থায় বৃষ্টি দেখে যাচ্ছে। প্রকৃতির এই অপরূপ সিম্ফনিতে নিজেকে হারিয়ে ফেলেছে সে। হঠাৎ,একটি গভীর শক্তিশালী পুরুষালী কণ্ঠস্বর তার ভাবনায় বিঘ্ন ঘটায়।

“কী ব্যাপার, তোমাকে কিচেনে পাঠিয়েছি রান্না করতে আর তুমি এখানে দাঁড়িয়ে বৃষ্টি বিলাসে মগ্ন?”

ফিওনা দ্রুত পেছনে ঘুরে দাঁড়ায়। জ্যাসপার কিছুটা অবাক হয়ে যায়। এতদিন ফিওনা চাইনিজ পোশাক পরিধান করেছে,কিন্তু আজকের এই রূপে সে এক নতুন রূপে আবির্ভূত হয়েছে বাইরের বৃষ্টির মনোরম প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের সাথে ফিওনার

সৌন্দর্য মিশে একাকার। সফেদ রঙের হালকা চিকচিক লিলেনের গাউনটি তার গা থেকে ঝরে পড়ছে, বাদামী চুলের লকগুলি নিচের দিক থেকে কার্ল করা,ঝরে পড়া পাতার মতোই মাধুর্য ছড়াচ্ছে। তার বড় বড় বাদামী চোখ গভীর জলের ভাণ্ডার, আর গোলাপি অধরগুলো গোলাপের পাপড়ির ন্যায় নান্দনীক। মেকআপ

ছাড়াই কোনো রাজ্যের রাজকুমারীর কোমলতা ফুটিয়ে তুলছে।

যদি এখানে জ্যাসপারের জায়গায় সাধারণ কোনো মানব পুরুষ থাকতো, সে নির্ঘাত ফিওনার প্রেমে পড়ে যেত। কিন্তু সৌন্দর্যের মোহে হারিয়ে যাওয়ার ক্ষমতা তার নেই; সে ড্রাগন প্রিন্স, যার হৃদয়ে অন্য একটি বোধ জেগে উঠেছে—প্রেম নয়, বরং তার অন্তর্দৃষ্টির দৃষ্টি।

“তোমাকে রান্না করতে বলা হয়েছে কখন আর তুমি এখনো দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সময় নষ্ট করে যাচ্ছো ফিওনা। তোমার সৌন্দর্য মোহ এখানে কোনো লাভ নেই, রান্নার কাজটা সম্পুর্ন করো দ্রুত” জ্যাসপার তীক্ষ্ণ স্বরে ফিওনাকে নিজের কাজ স্মরণ করিয়ে দেয়। ফিওনা কিছুটা দৃষ্টিকে ভেঙে নিয়ে “বলছিলাম, ওই মেয়েটার নাম

যেনো কি?” ফিওনা জিজ্ঞেস করে, তার মনে কিছুটা উৎকণ্ঠা প্রবাহিত হচ্ছে।

“আলবিরা,” জ্যাসপার উত্তর দেয়, তার কণ্ঠে অস্পষ্ট এক গুরুত্বের ছোঁয়া।

“হ্যাঁ, আলবিরাতো কেবল কিচেন দেখিয়ে গেছে, কিন্তু কিভাবে আর কি কি পদ রান্না করতে হবে, তা তো কিছুই বলে যায়নি।”

“ওটা বলার কাজ ওর নয়,” জ্যাসপার স্থিরভাবে বলে। “কারণ আমি যা আদেশ করবো,তাই রান্না হবে। শোনো, তুমি কি কি রান্না করবে তা বলছি।”জ্যাসপার প্রায় বিভিন্ন দেশের, জাপান, চাইনিজ, থাইল্যান্ড, রাশিয়া দেশের কয়েকটা খাবারের আইটেম বলে দেয়।

আর কথার সাথে সাথে জ্যাসপার একটি বই তুলে ধরে, বইয়ের পৃষ্ঠাগুলি অক্ষর আর রঙে সজ্জিত।

“এখানে সবগুলোর রেসিপি দেয়া আছে। ঠিকঠাক ভাবে রান্নাটা করো।”

জ্যাসপার কিচেন থেকে বেরিয়ে যাচ্ছিল, তখনই ফিওনা ডেকে ওঠে, “শুনুন।”

জ্যাসপার থমকে দাঁড়িয়ে, এক মৃদু বিরক্তির প্রকাশ নিয়ে ঘুরে দাঁড়ায়। “আবার কি সমস্যা? আমার হাতে বেশি সময় নেই, তাড়াতাড়ি বলো যা বলার।”

ফিওনা কিছুটা অস্থিরভাবে উত্তর দেয়,“বলছি, আমরাতো মাত্র তিনজন এই বাড়িতে! এত খাবার কার জন্য রান্না করতে হবে?”“তোমাকে কে বলেছে আমরা তিনজন এই

হাউজে?” জ্যাসপার কিছুটা বিস্ময়ে বলে। “তুমি সহ আরো পাঁচজন।”

“মাত্র ছয়জনের খাবার অথচ রান্না করতে বলছেন যেন ২০ জন খাবে,” ফিওনা হতভম্ব হয়ে বলে।

“তো, তোমার মতো কি এখানে সবাই দুর্বল মানবী?” জ্যাসপার জিজ্ঞেস করে।

“সবাই ড্রাগন, তাই তাদের খাবারটাও বেশি খেতে হয়। আর

একটাও প্রশ্ন করবেনা। রান্না শুরু করো। কিছুক্ষণ পর পর আলবিরা এসে তোমাকে দেখে যাবে।”

জ্যাসপার-এর বক্তব্য ছিলো আদেশের মতো, যা আকাশে উচ্চারিত বজ্রপাতের-এর মতো। ফিওনা কিছুক্ষণ নীরব থাকে, এরপর গভীর নিঃশ্বাস নিয়ে রান্নার কাজে মনোযোগ দেয়। মনের মধ্যে

জ্যাসপারের কথাগুলি প্রতিধ্বনিত হতে থাকে।

রান্নাঘরের পরিবেশটি তাঁর জন্য এক অচেনা, অথচ কঠোরতম চ্যালেঞ্জ। মিস্টার চেন শিংয়ের মুখে একেবারে অস্থিরতা আর বিরক্তির ছাপ। ল্যাবের ভেতরে সামনে বসে থাকা ওয়াং লির দৃষ্টি গভীর, তীব্র।

“মিস্টার ওয়াং লি,” চেন শিং তাঁর সোজা হয়ে বসার মাঝে বললেন,

“আজ তিন দিন হয়ে গেল, আমি ফিওনার কোনো খোঁজ পাচ্ছি না। আমাদের উচিত ওই ড্রাগনকে মুক্ত করতে দেয়া, আর আমি আজকেই ড্রাগনটাকে মুক্ত করতে চাই।”

ওয়াং লি কিছুটা অস্থির হয়ে উঠে। “মিস্টার চেন,” তিনি দৃঢ় কণ্ঠে বললেন, “আপনাকে তো সেদিনই বলেছিলাম—ফিওনা একদম ঠিক

আছে, যেখানেই থাকুক।ওরা আমাদের ভয় দেখাচ্ছে।”

চেন শিংয়ের মুখে চিৎকারের প্রস্তুতি স্পষ্ট। “আপনি প্লিজ,” তিনি কিছুটা উচ্চকণ্ঠে বললেন, “আরেকটা কথা বলবেন না ওয়াং লি। আমি আমার নাতনিকে ফেরত চাই—আজকের মধ্যে। ব্যাস, আজকেই।”

এরপর মিস্টার চেন শিং তাঁর দীর্ঘ আঙুল দিয়ে সিক্রেট রুমের দরজার

পাশে ডিসপ্লে প্যানেলে রাখেন। প্যানেলের ওপর সেকেন্ড হাতের মতো নরম সুরে প্রতিটি অক্ষর স্থির হয়ে যায়। সেখান থেকে একটি চাপা সংকেত বাতাসে ছড়িয়ে পড়ে।ওয়াং লি হতাশার একটি দীর্ঘ শ্বাস ফেললেন। “মিস্টার চেন শিং আপনি জানেন যে এটা করা কতটা বিপজ্জনক? আপনি কি জানেন, ড্রাগনটার মুক্তি আমাদের জন্য

কিভাবে বিপদ ডেকে আনতে পারে?”

চেন শিংয়ের চোখে এক স্থিরতা,আর মনে সংঘর্ষের এক ছাপ। “আমার জন্য, ফিওনার জীবনই সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ,” তিনি বললেন, “আমি যেকোনো মূল্যেই আমার নাতনিকে ফিরিয়ে আনবো।”

এই বলে, চেন শিংয়ের মুখাবয়বের মধ্যে দৃঢ় সংকল্প ফুটে উঠল,সে

নিজেই এক মহাবিশ্বের সম্রাট, যে তাঁর রাজ্যের রত্নকে উদ্ধার করতে প্রস্তুত।

“শুনুন,” ওয়াং লি বললেন, “আপনি যদি এমন সংকল্প নিয়ে থাকেন, তবে আমাদের আরও প্রস্তুতি নিতে হবে। আমাদের নিশ্চয়তা নিতে হবে যে, ফিওনার জন্য কোনো বিপদ আসছে না।”

“আমার প্রস্তুতি নেওয়ার কোনো প্রয়োজন নেই,” চেন শিং কিছুটা জোরালো কণ্ঠে বললেন। “আমি জানি কী করতে হবে। আমাকে একবারের জন্যও দুর্বল মনে করবেন না।”সেখানে সেই আলোচনার মধ্যে, দুজনের মাঝে উত্তেজনারয়অদৃশ্য স্রোত প্রবাহিত হতে থাকে। দুজনেই জানেন, তাঁদের সিদ্ধান্তের ফলাফল শুধুমাত্র

তাঁদের নিজেদের নয়, বরং গোটা জগতের জন্য গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠতে পারে।

হঠাৎ করে সিক্রেট রুমের দরজা খোলার সাথে সাথে মিস্টার চেন শিংয়ের চোখে পড়ে এথিরিয়নের অবস্থা। তাঁর মনের মধ্যে ভয়াবহতা আর উৎকণ্ঠা ছড়িয়ে পড়ে। এথিরিয়ন—যে ছিলো এক শক্তিশালী ড্রাগন—এখন পণ্যের মতো শুয়ে

আছে, তাঁর শক্তি নিঃশেষিত হয়ে গেছে।

এথিরিয়নের পিঠের ওপরের স্কেলগুলো এখন সাদা হয়ে গেছে, একসময় যা ছিল চকচকে নীল, এখন তা মৃত শস্যের মতো ফ্যাকাশে। তাঁর দেহের মধ্যে অবশ্যম্ভাবী এক শূন্যতার চিহ্ন দেখা যায়,শক্তির বিশাল স্রোত ইতিমধ্যে কোথাও গিয়ে মিলিয়ে গেছে।

চেন শিং তার হৃদয়ে তীব্র এক সংকট অনুভব করেন। “এথিরিয়ন!” তিনি উঁচু কণ্ঠে ডাক দেন, “এই ড্রাগন টার এই অবস্থা কি করে হলো মিস্টার ওয়াং লি?”

এই দৃশ্য দেখে প্রায় হতবাক,জানতে চাইল, “কেউ এথিরিয়নের শক্তি নিয়ে নিচ্ছে? এটা অসম্ভব!”

চেন শিং অস্থির হয়ে বলেন,“আমিতো এই ড্রাগনটাকে

এক ফোঁটা টর্চার করিনি, তাহলে এই বেহাল দশা কি করে হলো”মিস্টার চেন শিং কিছুক্ষণ নীরবে ভেবে হঠাৎ খানিকটা অবাক হয়ে প্রশ্ন করে, “এই ড্রাগনটার অবস্থা এমন তাহলে কি আপনি?”

চেন শিং সম্পুর্ন বাক্য ব্যয় করার পুর্বেই, সে আর কথা বলতে পারেনা। হঠাৎ করেই, চারপাশের পরিবেশটি অন্ধকারে ডুবে যেতে

থাকে, তাঁর চোখের সামনে সবকিছু ঝাপসা হয়ে আসে। অবাক করে দিয়ে, সে নিজের ঘাড়ে হাত রেখে কিছু একটা অনুভব করে আর লুটিয়ে পড়ে ফ্লোরে।

চোখের সামনে প্রতিটি বস্তু অবাস্তব মনে হতে থাকে। তাঁর হৃদয়ের মধ্যে আতঙ্কের ঝড় বয়ে যায়,আর তিনি বুঝতে পারেন, এটা কোনো স্বাভাবিক অবস্থার ফল নয়। তাঁর

মনের মধ্যে ফিসফিস করে ভেসে আসে ওয়াং লির কৃপণ হাসির শব্দ।

“আপনি কি বুঝতে পারছেন না চেন শিং? আপনার নাতনি উদ্ধার হোক বা না হোক তাতে আমার কিছু আসে যায়না। আমার এতদিনের কঠোর পরিশ্রম করা গবেষনা আপনি ভেস্তে দিবেন ভেবেছেন।”

চেন শিং এখনো প্রতিবাদ করতে চায়, কিন্তু কণ্ঠস্বর তাঁর গলার মধ্যে

আটকে যায়। সমস্ত শক্তি তাঁর শরীর থেকে বের হয়ে যাচ্ছে।মিস্টার ওয়াং লি, ল্যাবে প্রবেশ করার পুর্বেই গভীর মনোযোগ সহকারে পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ করে, আন্দাজ করে ফেলেছিল যে মিস্টার চেন শিং আজ ড্রাগনটাকে মুক্ত করতে চাইবে। তাই নিজের পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করতে, সে তার পকেটে লুকিয়ে রেখেছিল তার আনা একটি ইনজেকশ।

ইনজেকশনটির মধ্যে ছিল ফেন্টানাইল, অত্যন্ত শক্তিশালী অ্যানালজেসিক, যা দ্রুত অজ্ঞান করতে সক্ষম।

যখন মিস্টার চেন শিং এথিরিয়নের এমন অবস্থা দেখছেন তিনি আন্দাজ করতে পেয়েছিলো এর পেছনে ওয়াং লি রয়েছেন আর সেটা সয়ং ওয়াং লি ও ধরতে পেরেছিলেন। তাই

তিনি নিরবে মিস্টার চেন শিং এর পেছনে এসে দাঁড়ায়।

চেন শিংয়ের কাছে পৌঁছে, সে নিঃশব্দে আর দ্রুততার সঙ্গে ইনজেকশনটি বের করে। এক মুহূর্তের জন্যও সে ভয় পায় না;সে চেন শিংয়ের ঘাড়ে ইনজেকশনটি গেথে দেয়।“এখন তো আর আপনি কিছু করতে পারবেন না,” ওয়াং লি বললো।

ইনজেকশনের প্রভাবে চেন শিংয়ের শরীরের শক্তি দ্রুত তলিয়ে যেতে থাকে। তার চোখে ভেসে ওঠে অবিশ্বাস, কিন্তু শরীরটাকে তখনই ধরাশায়ী করে দেয় ফেন্টানাইলের মারাত্মক প্রভাব।

মিস্টার চেন শিং মুহূর্তের মধ্যে মাথা ঝাকানিতে অস্থির হয়ে পড়লেন। তার চেতনাসম্পন্ন দৃষ্টিতে কিছুই দেখতে পান না। হালকা দোলানোর

পর, সে আস্তে আস্তে মেঝেতে পড়ে যায়, তার চোখে বিষণ্ণতার ছাপ।

“এখন আপনি আর কিছুই বলতে পারবেন না,” ওয়াং লি জিজ্ঞেস করে, জয়ের হাসি তার মুখে।

“ড্রাগনকে মুক্ত করার আর কোন আশা নেই, কারন ওই ড্রাগনের শক্তি আমাকে অমরত্ব লাভ করতে সাহায্য করবে শুধু অমর নয় আরো অনেক কিছু ভেবে রেখেছি আমি

এই ড্রাগনের শক্তি নিয়ে।” এ কথা বলেই ওয়াং লি সঙ্গে সঙ্গে সে বেরিয়ে যায় ল্যাব থেকে আর কিছুর অস্তিত্ব নেই, তার পরিকল্পনা সফল হয়েছে।হাসপাতালের জীবাণুমুক্ত পরিবেশে মিস ঝাংকে অবজারভেশনে রাখা হয়েছে, যেখানে হাসপাতালের সাদা দেয়ালগুলি কেবল জীবন-মৃত্যু*র বাস্তবতাকে ঘিরে রেখেছে।

“ফিওনা কোথায় চলে গেল হঠাৎ?” ডক্টর লিউ ঝান তার চিন্তায় মগ্ন। মেয়েটির ফোনটি বন্ধ; তার গতিবিধি একেবারে অজানা। লিউ ঝানের মন একটি কলসির মতো প্রতিনিয়ত পানির মত ভাবনার ভারে ভারী হয়ে উঠছে।

একদিকে মিস ঝাংয়ের স্বাস্থ্য, অন্যদিকে ফিওনাকে খুঁজে বের করার তাগিদ। “এখনো আসছে না

কেনো ? কী ঘটেছে মেয়েটার সাথে ?” এই প্রশ্নগুলো মাথায় ঘুরছে। আতঙ্কে সে নিজের অস্থির হাতটি চুলের ওপর চালায়, যাতে করে কিছু একটা খুঁজে পায়।হাসপাতালের সাদা আলো, চিকিৎসা সরঞ্জামের শূন্যতা,আর রোগীর স্নায়বিক অবস্থার মধ্যে আটকে থাকা মানুষের কষ্ট—সবকিছুই এই মুহূর্তে লিউ ঝানকে আরও হতাশ করে তুলছে।

“আমি তাকে খুঁজে বের করব,” সে মনে মনে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হলো।

এর মধ্যে, তার মনে একটি প্যানিকের বোধ সৃষ্টি হয়, “ক্যামেলিয়া, তুমি ঠিক আছো তো?”লিন আর লিয়া, ফিওনাদের বাড়িতে প্রবেশ করে অবাক হয়ে যায়। সমস্ত বাড়ি জুড়ে নিঃশব্দতা, প্রতিটি কোণায় ফিওনার উপস্থিতির

ছায়া, তবে সে নেই। হতাশা তাদের হৃদয়ে কষ্টের টান তৈরি করে।

“ফিওনা কোথাও নেই?” লিন মৃদু গুঞ্জন করে। কথাগুলি বাতাসে ভাসতে ভাসতে খুঁজে পায়, তবে উত্তর আসে না।

“আমাদের এখন কি করা উচিত?” লিয়া মাথা নিচু করে বলে, “এতদিন পর, এখনও সে ফিরে আসেনি।” ফিওনাকে না পেয়ে সেদিন তারা

দুজনেই ফিরে যায় যার যার বাড়িতে।

লিয়া ডরমিটরিতে ফিরে আসে। ডরমিটরিতে ফিওনার ব্যবহৃত জামাকাপড়, বইয়ের স্তূপ—প্রতিটি জিনিস সেভাবেই আছে কিন্তু ফিওনার হাসির গলা সেখানে অনুপস্থিত। লিয়ার মনের মধ্যে উথলাতে থাকা অসহায়তা সুনির্দিষ্ট

উপলব্ধির ছোঁয়া—এখন তার সঙ্গী না থাকায় এই স্থানটি শূন্য হয়ে গেছে।

“কোথায় চলে গেলে ফিওনা তুমি ,” লিয়া আঙ্গুলের ডগায় জামাকাপড়ের পাঁজর স্পর্শ করে বলে, “আমরা আবার কবে একসাথে হবো?”লিন তার বাসার জানালার সামনে বসে বসে ভাবতে থাকে ফিওনার সাথে কাটানো মুহূর্তগুলো।

মুখে এক কঠিন রেখা ফুটে ওঠে। “সে ফিরবে, আমার বিশ্বাস ফিওনা ফিরবেই।” তবে ভিতরে ভিতরে,সে নিজেই জানে যে চিন্তাটি সেই ফাঁকা বাড়ির নিঃশব্দতার মতোই ভঙ্গুর।

কখনও কখনও, একা থাকার এই সঙ্গী মুহূর্তগুলো যতই বিরক্তিকর হোক না কেন, ফিওনার অভাবের জন্য তারা অন্তরালের এক অদৃশ্য দেয়ালে বাধাপ্রাপ্ত। তাদের হৃদয়ে

অতলান্ত দুঃখ, আর প্রত্যাশা—ফিওনার ফিরে আসার।ফিওনা রান্নাঘরে ব্যস্ত, প্রতিটি পদে তাকে নতুন পরীক্ষার সম্মুখীন হতে হচ্ছে। পুরোপুরি অচেনা এই পরিবেশে, হাতের কাজ থেকে চোখ সরানোর সুযোগ নেই। নানা ধরনের সবজি, মসলা,আর মাছের অদ্ভুত গন্ধে পরিবেষ্টিত হয়ে আছে। রান্নার প্রক্রিয়ায় কখনও ভুলভাবে কাটা

সবজির টুকরো, কখনওবা হাতের আঙুলের ওপর কাটার আঁচড়।

অবশেষে,ঘণ্টার পর ঘণ্টা কাটিয়ে ফিওনা যখন রান্না শেষ করে, তখন বিকেলের আলো আবহাওয়াকে শান্ত করে দিয়েছে। হাঁড়িগুলোতে রান্না করা নানা পদ জমা হয়েছে, কিন্তু তার মাথায় এখনও আতঙ্কের ছায়া।

“এই মেয়ে, শোনো!” আলবিরার কণ্ঠস্বর তাকে ভেঙে দেয়।

“সবগুলো খাবার ওই লিভিং রুমের ডাইনিং টেবিলে সাজিয়ে রাখো।”ফিওনা দীর্ঘশ্বাস ফেলে, একে একে হাঁড়িগুলো ডাইনিং টেবিলের দিকে নিয়ে যেতে থাকে। প্রতিটি হাঁড়ির ভারীতা তার শরীরকে ক্লান্ত করে তুলছে,মনে হচেছ সমস্ত কাজ একাই করার জন্য তাকে শাস্তি দেওয়া হচ্ছে। অবশেষে, সবকিছু টেবিলে রেখে যখন সে দাঁড়িয়ে, মনে

হচ্ছে পৃথিবীর বোঝা তার কাঁধ থেকে মুক্ত হয়েছে।

“বলছি, কাজ তো শেষ, এবার কি আমি খাবার খেতে পারবো?” ফিওনা আলবিরার দিকে তাকিয়ে প্রশ্ন করে। আলবিরা তার দিকে ফিরে তাকিয়ে, “কাজ এখনো বাকি আছে। এখানে সব আমাদের খাবার দেয়া হয়েছে। প্রিন্স অরিজিন কি আমাদের সাথে বসে খাবে নাকি? ওনার খাবার

আলাদা রেডি করে ওনার রুমে দিতে হবে।”

“রুমে? ওনার রুম, আমি তো চিনিনা,” ফিওনা বিভ্রান্তির স্বরে উত্তর দেয়।“আমি চিনিয়ে দেবো। তাড়াতাড়ি করো, প্রিন্সের এতক্ষণে বোধহয় ক্ষিদে পেয়েছে”।

ফিওনার মনে অস্থিরতা জন্ম নেয়, কিন্তু সে চুপ করে কিচেনে ফিরে আসে। রান্নার অভিজ্ঞতা হয়তো খুব

একটা স্বস্তি এনে দেয়নি, কিন্তু প্রিন্সের জন্য তার তৈরি করা খাবারগুলো তাকে ভিন্ন আত্মবিশ্বাসের পথে নিয়ে যাচ্ছে।

ফিওনা পুনরায় কিচেনে ঢুকে সার্ভিং ট্রলিতে বড় বড় প্লেট আর বাটিতে খাবার সাজাতে শুরু করে। নানান পদ, সবজি, মাংস,আর ড্রাগনদের জন্য বিশেষ প্রস্তুত করা ব্যঞ্জনগুলো একের পর এক ট্রলিতে সযত্নে

রাখছে। একসময় আলবিরা কিচেনে প্রবেশ করে। গোছানো শেষ হতে দেখে সে স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে। ফিওনার দিকে এক নজর তাকিয়ে বলল, “সব প্রস্তুত?”

ফিওনা একটু ক্লান্ত স্বরে উত্তর দেয়, “হ্যাঁ, কিন্তু একটা প্রশ্ন আছে। এই কাঠের সিঁড়ি দিয়ে সার্ভিং ট্রলি দোতলায় কিভাবে নিয়ে যাবো?”আলবিরার মুখে এক চিলতে

হাসির রেখা ফুটে ওঠে, ফিওনার অনভিজ্ঞতা তাকে মজার কিছু মনে করাচ্ছে। “এটা নিয়ে চিন্তা কোরো না,” সে বলে, “এখানে ড্রাগন প্রাসাদে সবকিছুর জন্য ব্যবস্থা থাকে। আমি তোমাকে দেখিয়ে দিচ্ছি কীভাবে খাবার নিয়ে দোতলায় যাবে।দোতলায় উঠানোর জন্য আমাদের সিঁড়ির পেছনের দিকে

লিফট আছে, ট্রলি নিয়ে সেটা ব্যবহার করতে হবে।”

ফিওনা একটু ,স্বস্তি অনুভব করে বলে, “যাক কাজটা কিছুটা সহজ হয়ে গেল।”

“তবে তাড়াতাড়ি করো,” আলবিরা নির্দেশ দেয়, “প্রিন্স অরিজিন ক্ষুধার্ত, আর ওনার খাবারের সময়ে দেরি করা চলে না।”ফিওনা খাবারের ট্রলি নিয়ে সিড়ির পেছনের লিফটে উঠে

পড়ে, লিফট দ্রুত দোতলায় উঠে যায়। তার মনে উত্তেজনা আর বিভ্রান্তি, কারণ সে এই ধরনের পরিস্থিতির সাথে কখনোই আগে পরিচিত হয়নি। আলবিরা আগেই তাকে সতর্ক করে দিয়েছে—জ্যাসপারের রুমের সামনে এসে দাঁড়ালেই তাকে বুঝতে হবে কীভাবে খাবার পৌঁছে দিতে হবে।

লিফট থেকে নেমে করিডোর পেরিয়ে, ফিওনা নিজের কক্ষে পার হয়ে, শেষের দিকে পৌঁছে যায়। আলবিরার দেয়া নির্দেশ অনুযায়ী, সে দেখতে পায় একটা গ্লাসের তৈরি বিশাল কক্ষ। সম্পূর্ণ স্বচ্ছ কাচের দেয়াল, যা বাইরের দৃশ্যকে দৃষ্টিগোচর করে, কিন্তু ভেতরের কোনো কিছুকেই বাইরে থেকে

বোঝা যায় না।ফিওনা একটু অবাক হয়ে থেমে যায়।

ট্রলি একপাশে রেখে, সে গ্লাসের চারপাশে হাত বোলাতে থাকে,মনে হলো কোনো সিক্রেট মেকানিজম খুঁজে পেতে পারে। তার আঙুলগুলো কাচের ওপর দিয়ে ধীরে ধীরে বুলাতে থাকে, কিন্তু কিছুই ঘটে না। কোনো বোতাম নেই, কোনো শব্দ নেই—এ যেন রহস্যের চূড়ান্ত বিন্দু।

সে ভাবছে, কীভাবে ভেতরে প্রবেশ করবে বা খাবার পৌঁছাবে।

একটু হতাশ হয়ে, ফিওনা একবার পেছনে তাকায়। তার মনে প্রশ্ন জাগে—এতক্ষণে যদি কোনো প্রকার ভুল হয়ে যায়, তাহলে কী হবে?

ফিওনা কিছুক্ষণ আগেও দ্বন্দ্বে ছিল—কাচের দেয়াল কীভাবে পার হবে, কীভাবে পৌঁছে দেবে খাবার—কিন্তু হঠাৎ পেছন থেকে এক গভীর,

রহস্যময় কণ্ঠ তার মনোযোগ ভেদ করে যায়। “এই মেয়ে এখানে কি করছো? আমার কক্ষের সামনে?”আতঙ্কের ঘোর কাটিয়ে ঘুরে দাঁড়ায় ফিওনা। তার শ্বাস এক মুহূর্তে থেমে যায়, কারণ তার সামনে দাঁড়িয়ে আছে জ্যাসপার—অপার্থিব সৌন্দর্য আর গম্ভীর অভিজাত্যে ভরা। গায়ে সাদা সিল্কের বাথরোব, যার ওপর বিকেলের

সূর্যের সোনালি আলোকরশ্মি এসে পড়ছে, সেই আলোয় তার ত্বক সোনালি বর্ণে ঝলমল করছে। তার চুল, সদ্য ধোয়া, টপটপ করে পানি ঝরছে,আর সেই পানির ফোঁটাগুলো তার গালের ওপর মুক্তোর মতো চিকচিক করছে।

বাথরোবের ফাঁক গলিয়ে ঘাড়ের ট্যাটুটা অর্ধেক অংশ দেখা যাচ্ছে। ট্যাটুর রঙ সবুজ,যা নরম গাঢ় সাদা

বাথরোবের স্নিগ্ধতার মধ্যে ট্যাটুর তীক্ষ্ণ রেখাগুলি এক অনন্য কল্পনার উন্মোচন করছে।এ জ্যাসপারের সবুজ নেত্রপল্লব দুটো ফিওনার দিকে স্থিরভাবে তাকিয়ে আছে—গভীর, প্রশান্ত কিন্তু বর্ণনাতীতভাবে তীব্র। মনে হচ্ছে সেই চোখজোড়া ফিওনার আত্মা অবধি বিদ্ধ করছে। ফিওনার মনকে আচ্ছন্ন করে ফেলেছে সেই দৃশ্য। সে স্থবির হয়ে তাকিয়ে আছে,

সমস্ত পৃথিবী এই এক মুহূর্তে এসে থেমে গেছে। জ্যাসপারের চেহারার প্রতিটি রেখা, তার ভিজে চুলের ঝরঝরে ভাব, তার শরীরের প্রতিটি অনমনীয় ভঙ্গি ফিওনাকে কোনো মায়াজালে আটকে ফেলেছে।ফিওনার মনে হচ্ছিল, এই মুহূর্তে তার স্মৃতিরা ধোঁয়াটে হয়ে গেছে—সে কোথায়, কী করছে, কী উদ্দেশ্যে এখানে এসেছে—সবকিছু ধীরে ধীরে

মুছে যাচ্ছে। তার দৃষ্টি এখন কেবল একটি মাত্র বিন্দুতে আটকে গেছে, আর তা হলো জ্যাসপারের সেই অদ্ভুত আকর্ষণীয় উপস্থিতি।

জ্যাসপার ফিওনার এমন অন্যমনস্ক দৃষ্টিতে কিছুটা বিরক্ত হয়। ধীরে ধীরে তার দিকে এগিয়ে এসে ফিওনার একদম সামনে দাঁড়ায়, এতটাই কাছে যে তাদের মধ্যে দূরত্ব বলতে কিছুই রইল না। তার শীতল

দৃষ্টি তীক্ষ্ণ হয়ে ওঠে, চোখে এক ধরনের জিজ্ঞাসু তিরস্কার। কণ্ঠে গম্ভীর অথচ প্রখর সুরে প্রশ্ন করে, “কি হলো? জবাব দিচ্ছো না কেন? এভাবে কি দেখছো তাকিয়ে? কোনোদিন চোখের সামনে পুরুষ মানুষ দেখোনি নাকি?”

জ্যাসপারের তীক্ষ্ণ কণ্ঠে সম্বিত ফিরে পায় ফিওনা, তার কথাগুলো বাস্তবতার কষাঘাতে ফিওনাকে

ফিরিয়ে আনে। নিজের ওপরেই বিরক্তি তৈরি হয়—এতক্ষণ কীভাবে এমনভাবে তাকিয়ে ছিল? একজন পুরুষ মানুষের দিকে, তাও এই অদ্ভুত ড্রাগন-পুরুষের দিকে। বাহ্যিক সৌন্দর্য যেমনই হোক, ফিওনা জানে এই আগুনের দান*বটির আসল রূপ কতটা ভয়ঙ্কর।মৃদু স্বরে ফিওনা নিজেকে সামলে নিয়ে বলে, “আপনার খাবার নিয়ে এসেছি।

আলবিরা বললো আপনি নাকি কক্ষে বসে খাবেন তাই।”

জ্যাসপারের ঠোঁটের কোণে বিদ্রূপের হাসি খেলে যায়। “বাহ, এখন তো দেখছি আমার বিষয়ে ভালো যত্ন করছো! কী সুন্দর ভোল পাল্টে ফেললে!” তার কণ্ঠের সুরে ব্যঙ্গ ফুটে উঠলো।

তারপর হঠাৎই স্লাইডিং ডোরটি নীরবে খুলে যায়, ফিওনার সামনে

প্রকাশিত হয় জ্যাসপারের কক্ষ। সেখানে আলোছায়ার খেলায় ঘেরা স্নিগ্ধ পরিবেশ। জ্যাসপার নির্দ্বিধায় প্রবেশ করে, আর ফিওনা তার পেছন পেছন অনুসরণ করে, মনের ভেতরে দোলাচলে ডুবে গিয়ে, পায়ের তালে তাল হারাচ্ছে।

রুমটি অবাক করার মতো বিশাল, ছাদের শীর্ষবিন্দু থেকে গ্লাসের দেওয়ালগুলো বাইরের প্রকৃতি আর

অন্ধকার সাগরের অবিরাম ঢেউগুলোকে ফুটিয়ে তোলে,ফিওনা অস্থির হয়ে যায় ভেতরে ঢোকার পর, নিজের সত্তাকে সামলে রাখতে চেষ্টা করে।জ্যাসপার তার নিজের সাম্রাজ্যের অধিপতি, অনায়াসে সোফায় গা এলিয়ে দিয়ে বসে। তার চোখে অলস তৃপ্তির ছাপ, অথচ প্রত্যেকটি পদক্ষেপের মধ্যেই লুকিয়ে আছে এক ধরনের তীক্ষ্ণ শক্তি ।সে

ধীরে ধীরে ফিওনার দিকে তাকিয়ে নির্দেশ দেয়, সে ফিওনার প্রতিটি পদক্ষেপকে নিজের নিয়ন্ত্রণে রাখতে চায়।

“টেবিলে খাবার সাজিয়ে রাখো,” তার কণ্ঠে আদেশের সুর। ফিওনা তার কঠিন দৃষ্টির নীচে মাথা নিচু করে, একের পর এক পদ পরিবেশন করতে থাকে। হাঁড়ির ঢাকনা খুলে প্রতিটি খাবার টেবিলে

রাখছে আর সেই সঙ্গে তার মনের ভেতরে ক্ষোভের স্রোত বয়ে যাচ্ছে। হঠাৎ আবার সেই কঠোর কণ্ঠ, “কি হলো? প্লেটে পরিবেশন করে দিচ্ছো না কেন?”ফিওনার ভিতরটা কেঁপে ওঠে, কিন্তু সে তৎক্ষণাৎ নিজের অনুভূতি চেপে রেখে নিঃশব্দে চামচ হাতে নেয়। একে একে প্রতিটি খাবার প্লেটে তুলে দেয়। প্রতিটি পদ বেড়ে দিতে দিতে মনে মনে

অসহায়ভাবে ভাবতে থাকে—জীবনে কখনোই নিজের হাতে কাউকে খাবার পরিবেশন করেনি। তাকে সবসময় পরিবেশন করা হয়েছে, আর আজ এই মনস্টারকে নিজে হাতে খাবার বেড়ে দিতে হচ্ছে! এ কী দিন এলো ফিওনার জীবনে!তার আঙুলে খাবার স্পর্শ করছে, আর প্রতিটি স্পর্শে একটা বিদ্রুপের অনুভূতি জেগে উঠছে। এ এমন

এক পরিস্থিতি যেখানে তার মর্যাদাবোধ আঘাতপ্রাপ্ত হচ্ছে। কিন্তু সে জানে, এখানে তার প্রতিরোধের কোনো স্থান নেই।

খাবার পরিবেশন করার পর ফিওনা ধীরে ধীরে বলছিল, “আমি এবার যাই, আমি খাবার খাবো।”

জ্যাসপারের চোখে এক ধরনের তীক্ষ্ণ দৃষ্টি ঝিলিক দিয়ে উঠলো। তার কণ্ঠস্বর আগের মতোই কঠোর,

“আমি আদেশ দিয়েছি যেতে? আগে সবগুলো খাবার টেস্ট করবো, তারপরই যাওয়ার অনুমতি পাবে।”

ফিওনা কিছু না বলে চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইলো। তার হৃদপিণ্ড দ্রুত ধুকপুক করতে লাগলো, তবে সে কোনো প্রতিক্রিয়া দেখালো না।জ্যাসপার চামচ হাতে নিলো, ফিওনার রান্না করা খাবারের দিকে মনোযোগ দিলো। প্রথম এক চামচ মুখে

তোলার পরপরই, সে তৎক্ষণাৎ থু মেরে খাবার ছিটকে ফেলে দিলো। তার মুখে বিরক্তির ছাপ স্পষ্ট হয়ে উঠলো।

একটা নয়, একের পর এক খাবার পরীক্ষা করে দেখছে সে। প্রতিটিই মুখে তুলে ফেলেই ছিটিয়ে ফেলছে। জ্যাসপারের চোখে বিরক্তি ক্রমশ বাড়ছে।

“এসব কী রান্না করেছো?” তার কণ্ঠে ঝরে পড়লো তীব্র অপমান। “এগুলো কোনো খাবার? এগুলো খাওয়া যায়?”

ফিওনা অপমানে মাটির দিকে তাকিয়ে রইলো। সে জানতো রান্নাটা ভালো হয়নি, কিন্তু এইভাবে প্রত্যাখ্যান করা, এ যেনো তার আত্মসম্মানের ওপর সরাসরি আঘাত। জ্যাসপারের বিদ্রূপাত্মক

কথাগুলো তাকে তীরের মতো বিদ্ধ করছে।ফিওনার কণ্ঠে ক্ষোভ হতাশা একত্রিত হয়ে বেরিয়ে এলো, “আমি তো আগেই বলেছি, আমি কোনোদিন রান্না তো দূর, কিচেনের চেহারাও অব্দি দেখিনি। আমার গ্র্যান্ডপা আমাকে এক গ্লাস পানি পর্যন্ত ঢেলে খেতে দেয়নি।”

জ্যাসপার একেবারে শান্ত, কিন্তু তার কথাগুলোর মধ্যে তীব্রতা ছিল।

“শোনো, তোমার বাড়িতে তুমি কিভাবে ছিলে না ছিলে, এটা আমার দেখায় বিষয় না। তুমি এখন আমার হাউজে বন্দি হয়ে আছো। আমার সার্ভেন্ট হিসেবে তোমাকে রেখেছি, তাই আমি যা বলবো, যেভাবে বলবো, সেভাবেই থাকবে।”

তার কণ্ঠের কঠোরতা ফিওনাকে আরও বেশি অসহায় মনে করিয়ে দিলো।

“আর এসব খাবার খাওয়া সম্ভব নয়। যাও, এখনই নিয়ে যাও এসব। অন্য ব্যবস্থা করছি তোমার জন্য। এখন চোখের সামনে থেকে নিয়ে যাও এসব ফালতু খাবার নিয়ে।”জ্যাসপার সোফা থেকে উঠে দাঁড়ায়,তার উচ্চতা আর আধিপত্যপূর্ণ উপস্থিতি পুরো কক্ষকে ভরে দেয়। ফিওনার কাঁপা কাঁপা হাতে সবকিছু পুনরায় ট্রলিতে

রাখতে শুরু করে। প্রতিটি পদক্ষেপে তার আত্মবিশ্বাসের ভেঙে পড়া স্পষ্ট হয়ে ওঠে। তার মন কেমন করছে, সবকিছুই তার অক্ষমতার প্রতীক মনে হলো।

এতদূর এসে ফিওনা জানতে পারলো যে, তার চেষ্টা, তার পরিশ্রম—সবকিছুই অর্থহীন মনে হচ্ছে। সব খাবার আবারো ট্রলিতে তুলে নিতে

নিতে, ফিওনা মনে মনে নিজেকে বললো, “এটাই আমার জীবন।”

ফিওনা খাবারের ট্রলি নিয়ে ততক্ষনাৎ বেরিয়ে যায় জ্যাসপারের কক্ষ থেকে। ফিওনা চলে যাওয়ার সাথে সাথেই জ্যাসপার মনে মনে ভাবে “এই বোকা মানবী মেয়েটা আসলে পারেটা কি? কিছুই পারে না!”—মনে মনে আওড়ায় জ্যাসপার,তার কণ্ঠে বিদ্রূপপূর্ণ স্বর

ছিল।ফিওনার বিদায়ের পরপরই, জ্যাসপার দ্রুত লিভিং রুমে প্রবেশ করে, সেখানে পৌঁছে দেখতে পায় কেউই খাবার স্পর্শ করেনি। পুরো কক্ষ জুড়ে খাবারের বিষাদময় গন্ধ ভাসছিল, যা তার ধৈর্যের শেষ সীমায় নিয়ে আসে। তার কঠোর দৃষ্টিতে চারপাশটা এক নিমেষে নির্জীব হয়ে ওঠে।সে ঠাণ্ডা কণ্ঠে আদেশ দেয়,

“থারিনিয়াস, শহর থেকে যথাসম্ভব তাড়াতাড়ি খাবার নিয়ে এসো। এ খাবার আমাদের খাওয়ার যোগ্য নয়।” থারিনিয়াস দ্রুত বেরিয়ে যায়, কোনো প্রতিক্রিয়া না জানিয়ে।

অন্যদিকে, জ্যাসপার হালকা পদক্ষেপে বাড়ির পেছনের দরজা দিয়ে নিঃশব্দে বেরিয়ে যায়। তার লক্ষ্য গোপন ল্যাব, যেখানে শুধুমাত্র অল্প কয়েকজনের প্রবেশাধিকার

রয়েছে। বাতাসে তার উপস্থিতি ধোঁয়ার কণার মতো মিলিয়ে যাচ্ছে। একাকী সে সিঁড়ি বেয়ে গুহার গভীর অংশে প্রবেশ করে। নিস্তব্ধতায় ভরা ল্যাবটি তাকে স্বাগত জানায়। সেখানে পৌঁছে সে ধীরে ধীরে স্টারলিংক ডিভাইসটি চালু করে। ক্লান্ত অথচ দৃঢ় কণ্ঠে, সে ড্রাকোনিসের সাথে সংযোগ স্থাপন করে, “ড্রাকোনিস, যত দ্রুত সম্ভব

পৃথিবীতে অ্যাকুয়ারাকে পাঠান,” কণ্ঠে দৃঢ়তা প্রকাশ পেলেও, মনের ভেতর অসহায়ত্বের সুর ছিল।

ড্রাকোনিসের কণ্ঠে অদ্ভুত জিজ্ঞাসা ভেসে আসে, “ওকে হঠাৎ কেনো দরকার?”

জ্যাসপার চোখ তুলে তাকায়, উত্তর দেওয়ার আগে একটা গাঢ় ভাবনায় ডুবে ছিল, “শহর থেকে খাবার আনাটা ক্রমশ ঝামেলার হয়ে উঠছে।

থারিনিয়াসের বারবার শহরে যাওয়া আসা লক্ষ্য করলে, সাইন্টিস্টরা ঠিকই ধরতে পারবে যে সে একজন ড্রাগন। এ কারণেই অ্যাকুয়ারাকে চাই, ও রান্নার কাজটা দেখলেই নিরাপদ হবে।”

ড্রাকোনিস শ্বাস নিয়ে বলে, “ঠিক আছে, আজ রাতের মধ্যেই ওকে পাঠাবো।”

ড্রাকোনিস নিরুত্তর কিছুক্ষণ অপেক্ষা করে, তারপর জিজ্ঞাসা করে, “আর এথিরিয়নের কি খবর?”

জ্যাসপারের কণ্ঠ এবার আশ্বাসের ছোঁয়া পেল, “আপনি আমার ওপর ভরসা রাখুন। ওকে মুক্ত করতে একটু সময় লাগবে।”“ঠিক আছে, মাই সান! সাবধানে থাকবে, আর মানবদের কোনোরকম ক্ষতি যেন না হয়, সেটাও মনে রেখো,”

ড্রাকোনিসের কণ্ঠে পিতৃসুলভ কড়া আদেশ আর ভালোবাসা মিশে ছিল। জ্যাসপার ধীর চোখে ড্রাকোনিসের কথার প্রতি সম্মতি জানালেও, কোনো বাক্য না বলে, চুপচাপ ভিডিও কলটি কেটে দেয়। মনে এক অজানা আশঙ্কা—কিছু কঠিন সিদ্ধান্তের ভার প্রতিনিয়ত তার বুকের পাথরকে আরও ভারী করে তুলছে।

জ্যাসপার গ্লাস হাউজে ফিরে আসতেই এক প্রকার বিরক্তির সঙ্গে লক্ষ্য করলো, লিভিং রুমে ইতিমধ্যে থারিনিয়াস খাবারের আয়োজন করে ফেলেছে। নীরব পরিবেশে তার প্রবেশের সাথেই লম্বা টেবিলে সাজানো রকমারি সুস্বাদু খাবারের দৃশ্য। সূক্ষ্ম কাঁচের বাসনে সাজানো মাংসের পদ, তাজা সবজি, আর মশলাদার সসের ঝাঁজ ছড়িয়ে

পড়ছে। কিন্তু তার ভাবনা সেই দৃশ্যপটকে একটুও আলোড়িত করতে পারেনি।জ্যাসপার এক ঝটকায় মাথা ঝাঁকিয়ে আলবিরাকে আদেশ করে, “আমার খাবার কক্ষে পৌঁছে দাও।”

আলবিরা বিনয়ের সাথে এগিয়ে এসে প্রশ্ন করলো, “প্রিন্স অরিজিন, ওই মেয়েটার খাবার এখন দেবো?”

জ্যাসপার দৃষ্টিতে তীক্ষ্ণতা আর কঠোরতার ছোঁয়া, “কোন মেয়েটা? ফিওনা?” এক মুহূর্তের বিরতি নিয়ে ঠান্ডা কণ্ঠে পুনরায় বলল,”ওকে আমাদের আনা খাবার দেবে না। এটা আমার আদেশ। ওর করা বাজে রান্নাই ও খাবে। এটাই তার শাস্তি।”বলে সে এক মুহূর্ত দেরি না করে, হনহন করে কাঠের সিঁড়ি বেয়ে উপরের দিকে উঠে যায়, তার

পায়ের নিচে সিঁড়ির কাঠগুলো বিদ্রোহের আগুনে ফুঁসে ওঠার অপেক্ষায় ছিল।

আলবিরা প্রিন্সের আদেশ পালনে নিষ্ঠার সাথে খাবারের ট্রে জ্যাসপারের কক্ষে পৌঁছে দেয়। তারপর শান্তভাবে নিচে নেমে ডাইনিং টেবিলে বসে পড়ে, রাজকীয় খাবারের অপেক্ষায়। একটু পরই ফিওনা লিভিং রুমে প্রবেশ করে।

খাবারের টেবিল দেখে তার চোখ জ্বলজ্বল করে ওঠে। একপ্রকার তাড়াহুড়ো করেই সে টেবিলের সামনে চলে আসে, তার মুখে খিদের ছাপ স্পষ্ট।“খাবার চলে এসেছে? আমার খাবার কোথায়?” ফিওনা অধীর হয়ে প্রশ্ন করে।

আলবিরার মুখে একরকম শীতল নিষ্ঠুরতার ছায়া পড়ে, “প্রিন্স আদেশ দিয়েছেন তোমাকে এখানের কোনো

খাবার দেয়া হবে না । তোমার রান্না করা খাবারই তোমাকে খেতে হবে। যাও,কিচেন থেকে নিজের খাবার নিয়ে নাও।”

ফিওনা ভেঙে পড়ে অসহায়ভাবে। কাঁপা হাতে কিচেনের দিকে পা বাড়ায়। সে প্লেটে খাবার তুলে নেয়, তারপর ধীরে ধীরে সিঁড়ি বেয়ে নিজের রুমে উঠে আসে। বিছানায় বসে খাবার মুখে দেয়ার চেষ্টা করে।

এক চামচ খাবার তুলতেই মুখের স্বাদে তার মুখ বিকৃত হয়ে যায়। খাবারের স্বাদ এতটাই কদর্য যে সে থু মেরে ফেলে দেয়। নিজের ওপর অসীম রাগ আর হতাশায় চরম বিরক্তি ধরে তার। “আমি কি সত্যিই এতোটা অযোগ্য?” নিজেকে প্রশ্ন করতে করতে সে এক চামচ খেতে গিয়েই বিরক্তিতে মুখ ঘুরিয়ে নেয়।

তবু পেটের খিদের জ্বালায় কষ্ট করে আরও কয়েক চামচ গিলে ফেলে, গিলে নেয়া প্রতিটি খাদ্যকণা তার নিজের গ্লানিকে আরও গাঢ় করছে। খাবার গিলতে গিলতেই চোখের পানিতে ভেসে যায় সে, জলকণা তার গাল বেয়ে গড়িয়ে পড়ে, কিন্তু চুপচাপ, নিঃশব্দে।দুদিন পেরিয়ে গেছে.....

রাতের নিবিড় আঁধারে পৃথিবীর গাঢ় নিস্তব্ধতা ফিওনার ভেতরের শূন্যতাকে আরও প্রকট করে তুলছে। সে কাঁচের দেয়াল ঘেঁষে দাঁড়িয়ে, নিষ্পলক দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে বাইরে। মনের গহীন কোণ থেকে তুলে আসে স্মৃতির ঝাপসা ছবিগুলো—গ্রান্ডপা, মিস ঝাং, লিয়া, লিন—সকলেই যেন একেকটা স্বপ্নের মতো অস্পষ্ট হয়ে যাচ্ছে।

মিস ঝাং-এর রোগশয্যা আর গ্রান্ডপার উদ্বেগমাখা মুখ মনে পড়তেই বুকের ভেতর অচেনা এক শূন্যতা পেঁচিয়ে ধরে ফিওনাকে। কাঁচের দেয়ালের ওপার থেকে আকাশ মন্থিত কালো মেঘের সমুদ্র; মেঘেরা ঠাঁই দাঁড়িয়ে আছে সারি ধরে, কোনো বাধা ছাড়া। দেয়ালটা না থাকলে বোধহয় হাত বাড়িয়ে ছুঁয়েই ফেলা যেত এই আকাশের

মোহনীয় মেঘের পর্দা, ছুঁয়ে দেখা যেতো আকাশের অভ্রান্ত শূন্যতা।

হঠাৎই শুরু হয় ঝুমঝুম বৃষ্টি, মেঘগুলো তাদের ভারী বোঝা আর ধরে রাখতে পারেনি। এখানের আবহাওয়া এতটাই অপ্রত্যাশিত, কখনো মেঘ, কখনো বৃষ্টি,আবার কখনো উজ্জ্বল রোদ্দুর—এ যেন প্রকৃতির নিজস্ব এক খামখেয়ালি খেলা। ফিওনার মনে হয়, বাইরের

প্রকৃতির বৈচিত্র্যের ভেতর সে নিজের বিক্ষিপ্ত মনকেই খুঁজে পায়। কিন্তু বাইরে যতই বৃষ্টির নির্মল সৌন্দর্য তার সামনে উপস্থিত হোক না কেন, তার ভেতরে জমে থাকা বিষন্নতার অন্ধকার কোনোভাবেই মিলিয়ে যায় না।

আচমকা সারা গ্লাস হাউজ ভূমিকম্পের মতো কেঁপে উঠল, বিশাল কিছু পাহাড়ের ওপর ধপাস

করে আছড়ে পড়েছে। ফিওনার বুকের ভেতর আতঙ্কের স্রোত নেমে এলো; সে মূহুর্তে বোঝার চেষ্টা করল কিসের এমন প্রচণ্ড আওয়াজ, কিন্তু তার মনে কোনো ধারণাই এলো না। লিভিং রুমে জ্যাসপার, থারিনিয়াস, আর আলবিরা বসে গভীর আলোচনায় মগ্ন ছিলো। ঠিক তখনই হালকা পদশব্দে গ্লাস হাউজে প্রবেশ করল অ্যাকুয়ারা।

থারিনিয়াস সাড়া দিয়ে উঠল, “প্রিন্স অরিজিন,অ্যাকু তো এসে গেছে।”

জ্যাসপার তাকাল। শক্ত পাথরের মতো দৃষ্টি দিয়ে অ্যাকুয়ারাকে দেখলো, আর অ্যাকুয়ারা ধীরপায়ে এগিয়ে এসে সম্মান প্রদর্শন করল মাথা নুইয়ে।

“প্রিন্স অরিজিন,” অ্যাকুয়ারা বলল “আপনি আমাকে পৃথিবীতে ডেকে পাঠালেন হঠাৎ, কিং ড্রাকোনিস

বললেন রান্নার কাজে আমাকে নিয়োজিত করতে চান?”

জ্যাসপার তার গভীর কণ্ঠে উত্তর দিল, “হ্যাঁ,অ্যাকুয়ারা।যতদিন আমরা পৃথিবীতে আছি, রান্নার দায়িত্ব তোমার উপর। তবে, একা নয়। এখানে আরেকজন আছে। তুমি কেবল রান্না করবে, আর বাকি সব কাজ—কাটা, ধোঁয়া, প্রস্তুতি—ওই মেয়েটা করবে।”অ্যাকুয়ারা অবাক

হয়ে প্রশ্ন করল, “কার কথা বলছেন প্রিন্স?”

জ্যাসপার ঠাণ্ডা কণ্ঠে বলল, “আছে একজন বোকা,দুর্বল মানবী।”

“মানবী?” অ্যাকুয়ারা বিস্ময়ে ভ্রু কুঁচকে বলল, “এই হাউজে কোনো মানুষের আগমন?”

জ্যাসপার বিরক্ত চোখে তাকিয়ে বলল, “অ্যাকুয়ারা, বেশি কথা আর বেশি প্রশ্ন আমি একদম পছন্দ করি

না। শুধু আমার আদেশ মেনে কাজ করো, বাকিটা নিয়ে চিন্তা করার প্রয়োজন নেই।”

অ্যাকুয়ারা মাথা নত করে সম্মতি জানালো, প্রিন্সের প্রতিটি কথা ছিল শিলালিপির মতো,অবিচল আর চূড়ান্ত।

জ্যাসপার গম্ভীর চেহারায় ধীর পায়ে উঠে দাঁড়াল। তার চোখ আলবিরার দিকে নিবদ্ধ। ঠাণ্ডা কণ্ঠে বলল,

“আলবিরা, অ্যাকুয়ারাকে ওই মেয়েটার কক্ষে নিয়ে যাও। দেখিয়ে দাও তাকে, আর ওকে জানিয়ে দিও যে তার কাজ কি হবে আগামীকাল থেকে।”জ্যাসপারের কণ্ঠে আদেশের কঠোরতা, যা কোনো প্রশ্নের অবকাশ রাখে না। এক মুহূর্তের জন্যও থেমে না থেকে, জ্যাসপার হনহন করে সরে গেল, কাঠের সিঁড়ি

বেয়ে উপরের দিকে তার ব্যক্তিগত কক্ষে যাওয়ার জন্য।

জ্যাসপারের প্রতিটি পদক্ষেপ স্থির আর তার মুখের অভিব্যক্তি শীতল, নিঃশব্দে তুষারমণ্ডিত পাহাড়ের শীর্ষের মতো নিঃসংকোচ, যেখানে অনুভূতির কোনো চিহ্ন নেই, কেবল আদেশের শক্তিই বিদ্যমান।মিস্টার চেন শিংয়ের চোখ পিটপিট করে খুলে এলো।ধূসর আলোর আভায়

ধীরে ধীরে দৃষ্টিশক্তি ফিরে আসতে লাগল। সামনে যা দেখতে পাচ্ছে, তা অস্বচ্ছ, অস্পষ্ট। চেতনা ফিরে আসার সঙ্গে সঙ্গেই টের পেলেন, তাঁর শরীর শক্তভাবে চেয়ারের সঙ্গে বাঁধা,পায়ের নিচে মেঝের শীতলতা হাড় পর্যন্ত ঠাণ্ডা করে দিচ্ছে।তিনি শরীর ঝাঁকাতে চেষ্টা করলেন, কিন্তু প্রতিটি ধাক্কায় বোঝা গেল, শিকলগুলো মজবুত, তার চারপাশে

লোহার বেড়ি জড়িয়ে দিয়েছে কেউ। কক্ষটি অসীম খালি; সাদা দেয়ালের চারপাশে কোনো আসবাবপত্র নেই,মনে হচছ অন্তহীন শূন্যতার মধ্যেই আটকে পড়েছেন।চেন শিং'র নিশ্বাস ভারী হয়ে এলো। তাঁর কপালে ঘাম জমেছে, কিন্তু তিনি কোনো উপায় খুঁজে পাচ্ছেন না। শিকলগুলো এতটাই শক্ত,মনে হবে

কোনো প্রাচীন কাল থেকে ওগুলো অস্তিত্বে আছে, অবিচল, অমোচনীয়। মনের মধ্যে আচমকা সমস্ত ঘটনা ভেসে উঠল —ওয়াংলি প্রতারণা। বিশ্বাসঘাতকতা। প্রতিটি ভাবনা বিষের মতো প্রবাহিত হচ্ছে তার র*ক্তে। হঠাৎ করেই,তাঁর ধৈর্যের বাধ ভেঙে গেল। তিনি সশব্দে চিৎকার করে উঠলেন, “ওয়াং লি!

বিশ্বাসঘাতক!বেইমান কোথায় তুই? সামনে আয়, দেখিয়ে যা তোকে!”

চেন শিং’র কণ্ঠ প্রতিধ্বনিত হলো শূন্য কক্ষে,মনে হলো একা বনের মাঝে দাঁড়িয়ে চিৎকার করছে। কিন্তু উত্তর এল না, কেবল নিঃশব্দের প্রতিধ্বনি। কক্ষের সাদা দেয়ালগুলো তার কান্নার সাক্ষী হয়ে দাঁড়িয়ে আছে।ডক্টর লিউ ঝান ধীরে ধীরে চেন শিংয়ের বাড়ির দিকে এগিয়ে

আসে, মনটা কিছুটা ভারাক্রান্ত। মিস্টার চেন শিংয়ের কাছ থেকে ফিওনার কোনো খোঁজ পেতে এসেছিলো। দরজায় কড়া নাড়লো, কিন্তু উত্তর এল না।বাড়ি খাঁ খাঁ করছে, কোনো মানুষের সাড়া নেই। কিছুক্ষণ অপেক্ষা করে ল্যাবের দিকে রওনা দিল। মনের মধ্যে শঙ্কার মেঘ জমাট বাঁধছে—এতক্ষণে দেখা হয়ে গেলো ওয়াং লির সাথে।

ওয়াং লি বিস্ময়ভরা কণ্ঠে বলে উঠলেন, “একি, লিউ ঝান! তুমি এখানে?”

“গ্রান্ডপা!” লিউ ঝান কিছুটা অস্বস্তি নিয়ে বললো, “আমি তো এসেছিলাম মিস্টার চেন শিংয়ের সাথে দেখা করতে, ফিওনার কোনো খোঁজ পেয়েছেন কিনা জানতে।”

ওয়াং লি এক মুহূর্ত থেমে বললেন, “ওহ,হ্যাঁ,পেয়েছে।”

লিউ ঝান উত্তেজিত হয়ে জিজ্ঞাসা করলো,”সত্যি? কোথায় ফিওনা?”

ওয়াং লি কিছুটা স্থির কণ্ঠে বললেন, “ফিওনা একটা বিশেষ কাজে তার খালার বাসায় গিয়েছে হঠাৎ করেই। গ্রিসে। মিস্টার চেন শিংও ওখানে গেছেন কালকে, ফিওনাকে আনতে।”

লিউ ঝান কিছুটা স্তম্ভিত হলো,”ওহ! কিন্তু কোনো কিছু বললো না তো

আমাকে মিস্টার চেন শিং। আর মিস ঝাং তো এখনো হাসপাতালে, তার কি হবে?”ওয়াং লি কিছুটা নির্লিপ্তভাবে বললেন, “হয়তো চেন শিং সুযোগ পায়নি তোমাকে বলার। তুমি মিস ঝাংয়ের চিকিৎসা চালিয়ে যাও। চেন শিং আর ফিওনা দ্রুত ফিরে আসবে।”

লিউ ঝান মাথা নত করে বলল, “ঠিক আছে, গ্রান্ডপা। তবে...কেন জানি মনে শান্তি আসছে না।”

ওয়াং লি এক হালকা হাসি দিয়ে বললেন, “এটাই তো মানুষের জীবন, কিছু না কিছু বোধহয় সর্বদা আমাদের অস্থির করে রাখে।”লিউ ঝান প্রস্থান করে, কিন্তু তার অন্তরে উদ্বেগের বীজ বপন করে দিয়ে যায় এই কথোপকথন। ফিওনার জন্য

মনটা এখনো আনচান করছে। মুখের কথায় শান্তি আসছে না, যতক্ষণ না চোখে দেখে নিশ্চয়তা মেলে।

ফিওনা তখনও নিরাবেগ ভঙ্গিতে কাঁচের দেয়াল ঘেঁষে দাঁড়িয়ে থাকে, বাইরের দৃশ্য তার চোখে যতটা স্থির, মনে ততটাই প্রগাঢ় নিঃসঙ্গতা।

আচমকা দরজা স্লাইডিংয়ের শব্দে খুলে গেল,কিন্তু ফিওনা কোনো

প্রতিক্রিয়া দেখাল না। নীরবতার মধ্যে কক্ষে প্রবেশ করলো আলবিরা, সঙ্গে আরেকজন।

আলবিরা কণ্ঠে একরকম তাচ্ছিল্যের সুর নিয়ে বলল "এই যে মেয়ে,বাইরে কি দেখছো এতক্ষণ ধরে?"

ফিওনা ধীরে ধীরে ঘুরে দাঁড়ালো, চোখে বিস্ময়। তার সামনে দাঁড়িয়ে আছে এক অপরিচিত মেয়ে—গায়ের

রঙ তুষারের ন্যায় শুভ্র আর চুলের রং আকাশের মতো নীল, চোখে অতলান্ত মহাসাগরের গভীরতা। ফিওনা কিছুই বলতে পারল না,বাকশক্তি হারিয়ে গেছে।আলবিরা ঠোঁট কামড়ে বিরক্তির ছাপ রেখে বলল, “শোনো মেয়ে, ও হচ্ছে অ্যাকুয়ারা, ড্রাগন সদস্য। ও এসেছে রান্নার জন্য। তবে মনে রেখো, রান্নার বাইরে সমস্ত কাজ তোমার

দায়িত্ব। অ্যাকুয়ারা শুধুমাত্র রান্না করবে। আর যা পারো না, ও সব দেখিয়ে দেবে। এখন কি বোঝা গেছে?”

ফিওনা জবাব দিল না, মুখে কিছু বলার শক্তি কোথাও হারিয়ে ফেলেছে। আলবিরার চোখে বিরক্তি চেপে বসেছে, কিন্তু সে তা প্রকাশ করল না। কয়েক মুহূর্ত ফিওনার দিকে তাকিয়ে থেকে শেষে হালকা

শ্বাস ফেলে বলল, “ঠিক আছে,অ্যাকুয়ারা, তুমি এবার এই মেয়েটাকে নিয়ে রাতের খাবারের আয়োজন শুরু করো।”

এটা বলেই আলবিরা ঘুরে দাঁড়ালো, নীরবে কক্ষ থেকে বেরিয়ে গেল।

ফিওনার চোখে প্রশ্ন, মনের অস্থিরতা বেড়ে গেল। তার সামনে দাঁড়িয়ে থাকা অ্যাকুয়ারা এই অজানা জীবনের নতুন অধ্যায়ের আরেকটি

উপাখ্যান।অ্যাকুয়ারা নিঃশব্দে ফিওনার সামনে এগিয়ে এসে দাঁড়ায়। তার মুখে অমায়িক হাসির আভাস।

“হাই! আমি অ্যাকুয়ারা, আকাশী ড্রাগন সদস্য। তোমার নাম কী?” তার কণ্ঠে একধরনের অদ্ভুত মাধুর্য ফুটে ওঠলো।

ফিওনা কিছুটা ইতস্তত করে বলল, “আমার নাম এলিসন ফিওনা।”

অ্যাকুয়ারার ঠোঁটের কোণে হাসি উঁকি দেয়। “বাহ,তোমার নামটা ঠিক তোমার মতোই সৌন্দর্যে ভরা।”

ফিওনা অবাক হয়ে যায়। এটাই প্রথমবার, যখন কোনো ড্রাগন তার সঙ্গে এতো কোমল আর স্নিগ্ধ ভাষায় কথা বলছে। একটু দ্বিধাগ্রস্ত কণ্ঠে সে প্রশ্ন করে, “তুমি কি সত্যিই ড্রাগন?”

অ্যাকুয়ারা ঠোঁটের ওপর আঙুল রেখে খেলাচ্ছলে বলে, “তোমার কি সন্দেহ আছে?”“না, কিন্তু এখানে আসার পর থেকে এতগুলো ড্রাগন দেখেছি, কেউ তো এত মিষ্টি করে কথা বলে না।”

অ্যাকুয়ারার চোখের তারায় একপ্রকার গভীর রহস্য জ্বলে ওঠে। সে ধীর কণ্ঠে উত্তর দেয়, “আসলে আমি অন্যদের চেয়ে ভিন্ন। আমাদের

কয়েকজন ড্রাগনের মধ্যে মানুষের মতো আবেগ অনুভূতির ফাংশনটা অনেক বেশি সক্রিয়। এটাই আমাকে আলাদা করে তুলেছে।”

ফিওনার মনে একটু প্রশান্তি ঢেউ খেলে যায়।অবশেষে, কারো সঙ্গে কথা বলে শান্তি পাওয়ার মতো কাউকে পাওয়া গেল। সে মনে মনে চিন্তা করে,এই শীতল, নিঃসঙ্গ

পরিবেশে এমন কারো উপস্থিতি সত্যিই স্বস্তি এনে দিল।

অ্যাকুয়ারার কথার মধ্যে ছিল এক প্রকার কোমল অভিজ্ঞান, যা তাকে অন্য সব ড্রাগনের চেয়ে আলাদা করে তুলেছিল।অ্যাকুয়ারা ফিওনার দিকে একটু মৃদু হেসে বলে, “শোনো ফিও, আমার নামটা বেশ দীর্ঘ আর কঠিন, তাই না? তুমি আমাকে সংক্ষেপে অ্যাকু বলেই

ডেকো। আর আমি তোমাকে ফিও বলে ডাকব, কেমন?”

ফিওনা মাথা নেড়ে সম্মতি জানায়। “ঠিক আছে, অ্যাকু।”

অ্যাকুয়ারা তার চিরচেনা অমায়িক হাসিটি আরও প্রসারিত করে বলে, “আচ্ছা তাহলে, চলো রাতের খাবারের আয়োজন করি। তারপর রাতে তোমার সঙ্গে একটু আড্ডা দেওয়া যাবে।”

ফিওনা কোনো কথা না বাড়িয়ে অ্যাকুয়ারার পিছু পিছু হাঁটতে থাকে। অ্যাকুয়ারা,যে অন্য ড্রাগনদের মতো নির্ভীক আর তীক্ষ্ণ হলেও, তার ব্যবহারে এক ধরনের মনোহর স্নিগ্ধতা লুকিয়ে ছিল, যা ফিওনাকে অল্প সময়েই টানতে সক্ষম হয়েছে। দুজন একসঙ্গে নিচে, কিচেনের দিকে ধীর পদক্ষেপে এগিয়ে যায়। এই নির্জন পর্বতের শীর্ষে, গ্লাস

হাউজের শীতল নিস্তব্ধতার ভেতরে, তাদের পায়ের নিচের কাঠের মেঝেতে প্রতিটি পদক্ষেপ এক ধরনের সঙ্গীত হয়ে প্রতিধ্বনিত হচ্ছিল।

রাতের নীরবতা ভেদ করে রান্নাঘরে প্রবেশ করা মাত্রই,কক্ষটি কিছুটা উষ্ণতা লাভ করে। ফিওনার মনেও ধীরে ধীরে একপ্রকার স্বস্তির বাতাস বইতে শুরু করে। তাদের সামনে

রাতের খাবারের আয়োজন অপেক্ষা করছে, আর রাতের গভীরে জমে উঠবে এক নতুন বন্ধনের গল্প।

ফিওনা তখন নিঃশব্দে সবজি আর মাছ কাটতে ব্যস্ত, আর অ্যাকুয়ারা রান্না করার জন্য মৃদু উত্তাপের মধ্যে পাতিলে মনোযোগী।

ফিওনা ধীরে ধীরে অ্যাকুয়ারার দিকে তাকিয়ে প্রশ্ন করে, “আচ্ছা অ্যাকু, তোমরা ড্রাগনরা এত খাবার খাও?

এই ধরনের পরিমাণ কীভাবে সম্ভব?”

অ্যাকুয়ারা মৃদু হাসি হেসে বলে, “হ্যাঁ, আমাদের রাজ্যে আমরা সঠিক পরিমাণে খাই। তবে সেই খাবারের পুষ্টিমূল্য পৃথিবীর তুলনায় অনেক বেশি। আমাদের এক প্লেট খাবারে যে পুষ্টি থাকে, তা পৃথিবীর দশ পাতিল খাবারের চেয়ে বেশি

শক্তিশালী।”ফিওনার মস্তিষ্কে তখন একটা ধাক্কা লেগে যায়।

পৃথিবীর খাবার? সে একমুহূর্ত চুপ থেকে আবার প্রশ্ন করে, “পৃথিবীর খাবার? তোমাদের রাজ্য বলতে তুমি কোন রাজ্যের কথা বলছ? পৃথিবী তোমাদের রাজ্য নয়?”

অ্যাকুয়ারা তখন ফিওনার দিকে তাকিয়ে একটু মৃদু বিরক্তি নিয়ে বলে, “বোকা মেয়ে, তুমি কি বলছ?

পৃথিবী থেকে তো ড্রাগন কবেই বিলুপ্ত হয়ে গেছে।আমরা তো ভেনাস থেকে এসেছি।”

ফিওনার মুখ থেকে নিঃশব্দে একটা ছোটো শ্বাস বেরিয়ে আসে। তার চোখ বিস্ফোরক দৃষ্টিতে অ্যাকুয়ারার মুখের দিকে স্থির হয়ে আছে। হাত থেকে সবজি কাটার ছুরি পড়ে যায় ফ্লোরে। শব্দটি রান্নাঘরের নির্জনতাকে ভেঙে দেয়, আর ফিওনা

মনে মনে দুলে ওঠে। এই নতুন সত্য তার সমগ্র বিশ্বাসকাঠামোকে ছিন্নভিন্ন করে দিচ্ছিল।

ফিওনার ঠোঁট কাঁপতে কাঁপতে বেরিয়ে এলো একটি প্রশ্ন,গলার স্বর একেবারে শীতল, “তোমরা সবাই ভেনাস থেকে এসেছো?”অ্যাকুয়ারা নির্দ্বিধায় বললো, “হ্যাঁ,পুরো ভেনাসটাই ড্রাগনের রাজ্য।”

ফিওনার শরীরজুড়ে বিদ্যুতের মতো কেঁপে উঠল।ভেনাস—যে গ্রহের দিকে সে ছোটবেলা থেকে অপার মুগ্ধতায় চেয়ে থেকেছে, সেই উজ্জ্বল, নক্ষত্রময় স্বপ্নের জগত। অথচ এখন, অ্যাকুয়ারার মুখ থেকে বেরিয়ে আসা এই নির্মম সত্য সেই স্বপ্নকে কঠিন বাস্তবতার শিকলে বন্দী করে ফেলছে। ভেনাস—যেখানে সে কল্পনা করতো শান্তি, সৌন্দর্য আর অপার্থিব

আলোর উপস্থিতি, সেখানে জ্যাসপারের মতো ফায়ার মনস্টারদের রাজত্ব?

ফিওনা আবারও কাঁপা গলায় প্রশ্ন করল,“তাহলে তোমরা পৃথিবীতে কেন এসেছো?”

অ্যাকুয়ারা গভীর এক নিঃশ্বাস নিল, প্রাচীন এক ইতিহাস বয়ে আনলো তার মনে। “কারণ আমাদের প্রিন্সের ভাই, আমাদের আরেক ড্রাগন সদস্য

এথিরিয়নকে পৃথিবীর কোনো এক বিজ্ঞানী ব*ন্দি করে রেখেছে। তাকে উ'দ্ধার করতেই আমরা এসেছি।"এই কথা শুনে ফিওনার মনের ভেতর গভীর এক চিন্তার ঢেউ উঠল। জ্যাসপার বারবার এই বন্দিত্বের কথা বলেছে, কিন্তু তার গ্রান্ডপা—বিশ্বখ্যাত বিজ্ঞানী মিস্টার চেন শিং—এমন কাজ করতে পারেন? তার গ্রান্ডপা কখনোই এমন

নিষ্ঠুর কাজ করবে না। নিশ্চয়ই কোনো কারণ আছে! হয়তো ওই ড্রাগন পৃথিবীর মানুষের ওপর আ'ক্রমণ চালিয়েছে, নয়তো এত বড় বিজ্ঞানী এমন কাজ করতে পারে না। ফিওনার বিশ্বাস করতে ইচ্ছে হলো না, কিন্তু একইসঙ্গে সন্দেহের বীজটাও মাথা চাড়া দিচ্ছে।

জ্যাসপার প্রতিবার বলেছে, “আমার ভাইকে মুক্ত করলেই, তোমার মুক্তি মিলবে।”খাবারের প্রস্তুতির তুমুল ব্যস্ততার মধ্যে হঠাৎ করে কিচেনের প্রবেশপথে আলবিরার উপস্থিতি গম্ভীর এক ছায়া ফেলল। তার পদক্ষেপের শব্দ মেঝেতে ধ্বনিত হলো, আর চোখের এক কোণে ফিওনা দেখল তাকে, মুখে কঠোর এক নির্দেশের ভাব ফুটে উঠেছে।

“এই অ্যাকুয়ারা শোনো,” আলবিরার কণ্ঠ শীতল অথচ কর্তৃত্বপূর্ণ, “প্রিন্সের কফিটা তৈরি করে, ফিওনাকে দিয়ে পাঠাও।”

অ্যাকুয়ারা মাথা নত করল, তার চোখে অবিচল দৃঢ়তা। “হ্যাঁ, আলবিরা। আমি এক্ষনি কফি তৈরি করছি।”

ফিওনা তাকিয়ে রইল, প্রত্যেকের আচরণের মাঝে এক অদ্ভুত শৃঙ্খলা আর কঠোর নিয়মের ছাপ।

অ্যাকুয়ারার হাত দ্রুত, কফির বয়ামে নড়ে উঠল।

অ্যাকুয়ারা নিঃশব্দে একটা সসপ্যানে পানি গরম করতে দিলো, ধোঁয়া ধীরে ধীরে পাকিয়ে উঠতে শুরু করলো।অন্যদিকে সে দক্ষ হাতে সুমাত্রা কফি বিনগুলোকে কফি

গ্রাউন্ডারে নিয়ে পিষতে লাগলো। বড় আকারের দানা গুলো ক্রমেই মিহি গুঁড়োয় পরিণত হলো, বিশেষ যত্নে এগুলো পিষা হচ্ছিলো।ফিওনার দিকে তাকিয়ে অ্যাকুয়ারা বললো, “কফি মেকারে এগুলো দাও, ফিও। প্রিন্সের জন্য সুমাত্রা ডার্ক রোস্ট কফি তৈরি করো। এই সুমাত্রা কফি উনার প্রিয়।তবে মনে রেখো, দুধ দেবে, কিন্তু চিনি একদম না।”

ফিওনার তখন মনের গভীরে একটা পুরনো স্মৃতি জেগে উঠলো। সেই দিন, যখন জ্যাসপার তাকে নিয়ে কফি শপে গিয়েছিলো, ঠিক এই একই কফিটা অর্ডার করেছিলো। কিছুক্ষণ তার মন সেই দৃশ্যের স্মৃতিতে হারিয়ে গেলো।

“কি হলো ফিও?” অ্যাকুয়ারা কৌতূহলী দৃষ্টিতে প্রশ্ন করলো।

“তাড়াতাড়ি করো, কফি মেকারে ঢালো এগুলো।”

ফিওনা ধীরে ধীরে কফি মেকারের সামনে চলে এলো।মনের ভেতরে অসহ্য একটা ভাবনা খেলা করছিলো —“কী ভয়ংকর গন্ধ! এটার মধ্যে আবার চিনি ছাড়া কিভাবে পান করে জ্যাসপার?” মনের সেই গোপন কথাগুলো আওড়াতে আওড়াতে সে কফিটা তৈরি করতে শুরু করলো।

ফিওনার হাতে কফির মগ, ধীরে ধীরে শিরদাঁড়া বেয়ে শীতল স্রোত বয়ে যাচ্ছে। সে স্থির দাঁড়িয়ে আছে, দৃষ্টিতে দ্বিধার ছাপ।

অ্যাকুয়ারা এক দৃষ্টিতে তার দিকে তাকিয়ে বলে উঠলো,"কি হলো, ফিও? দাঁড়িয়ে আছো কেনো? যাও, প্রিন্সের কক্ষে দিয়ে এসো কফিটা।"

ফিওনার কণ্ঠে অজান্তেই অনিচ্ছার আভাস ফুটে উঠলো। “আমাকে যেতে হবে?”

অ্যাকুয়ারা হালকা হাসি দিয়ে জবাব দিলো, “হ্যাঁ,আলবিরার কথা মনে নেই? আমার কাজ শুধু রান্না। আর প্রিন্সের আদেশকে আমি উপেক্ষা করতে পারবো না, ফিওনা। এটা তোমাকেই করতে হবে।”

ফিওনার বুকের ভেতর এক অজানা অস্থিরতা ছটফট করে উঠলো। জ্যাসপারের সামনে আবার যেতে হবে!সেই অগ্নিদৃষ্টি, সেই নির্দয় স্বর—যখনই তার সামনে গেছে, একরকম শাস্তির মতো মনে হয়েছে সবকিছু। কী জানি এবার কী অপেক্ষা করছে?অ্যাকুয়ারা আবারও বললো,"কি হলো ফিওনা?এত ভাবছো কেনো?"

ফিওনা হালকা কাঁপা গলায় বললো,”না, কিছু না... যাচ্ছি।”

কফির মগটা শক্ত করে ধরে ফিওনা ধীরে ধীরে কাঠের সিঁড়ি বেয়ে উপরের দিকে উঠলো। প্রতিটি পদক্ষেপে অজানা শঙ্কার মেঘ জমতে থাকলো। করিডোরটা সুনসান, নিঃশব্দ। ফিওনার পায়ের আওয়াজই এ খাঁ-খাঁ নির্জনতার মধ্যে সবচেয়ে কর্কশ শব্দ হয়ে উঠছিল।

ফিওনা জ্যাসপারের কক্ষের সামনে এসে দাঁড়াল। মনে হচ্ছিল,এটাই তার জীবনের সবচেয়ে অস্বস্তিকর মুহূর্ত—কিভাবে ভেতরে প্রবেশ করবে, সে নিজেই জানে না।দরজায় নক করার সাহস তার নেই,অথচ দরজাটিও অদৃশ্য স্বপ্নের মতোই গায়েব হয়ে আছে।হঠাৎই, কোনো জাদুর ছোঁয়ায়, স্লাইডিং দরজাটি আপনাআপনি খুলে গেল। চোখের

সামনে উন্মোচিত হলো জ্যাসপারের কক্ষ, যার দেয়ালগুলো কাচের মতো স্বচ্ছ আর পোক্ত।

অন্যপক্ষে, জ্যাসপার দাঁড়িয়ে ছিলো কাঁচের দেয়ালের সামনে উল্টো দিকে ঘুরে। যখন ফিওনা কক্ষের সামনে পৌঁছালো, ঠিক তখনই তার উপস্থিতির সংকেত এল জ্যাসপারের কাছে। ভেতর থেকে জ্যাসপার ফিওনাকে দেখে নিলো—এই কক্ষের

ভেতর থেকে বাইরের দৃশ্য সবসময় পরিষ্কার।

ফিওনার কাঁপা হাতে ধীরে ধীরে কক্ষের ভেতরে প্রবেশ করলো। প্রতি পদক্ষেপে তার হৃদস্পন্দন দ্রুত গতিতে বাজতে লাগলো।

জ্যাসপার তাখনো উল্টোদিকে ঘুরে দাঁড়ানো।ফিওনা কাঁপা কাঁপা গলায় বলল, “আপনার কফি নিয়ে এসেছি।”

জ্যাসপার,তার কণ্ঠস্বর ঠান্ডা কাচের মতো অদৃশ্য প্রাচীরের পিছনে লুকিয়ে ছিল। “টেবিলের ওপর কফি রেখে চলে যাও,” সে নির্দেশ দিলো। ফিওনা, যদিও তাঁর নির্দেশ মেনে কফির মগ টেবিলের ওপর রাখল, কিন্তু সে সেখানে থেকে গেল—সাহস সংগ্রহ করে, সে একক প্রচেষ্টায় প্রশ্ন করল, “বলছি,আমাকে আর কতদিন এখানে আটকে রাখবেন?”

জ্যাসপার এরূপ প্রশ্ন শুনে সঙ্গে সঙ্গে ঘুরে তাকালো।প্যান্টের পকেটে দু হাত গুঁজে রাখা তাঁর ভঙ্গি ছিলো বাঘের, প্রস্তুত, কিন্তু কৌতূহল নিয়েও।

ফিওনার হৃদয়ে হালকা ভয় নাড়া দিল—ফিওনা বুঝতে পারলো, এখানে সে শুধুই এক প্যাচানো চাকা, যা জ্যাসপারের দুর্ভেদ্য খেলার অংশ।

কফির তীব্র গন্ধের মাঝে, তাঁর চোখের দিকে তাকিয়ে থাকা ওই আগুনের মনস্টারের সম্মুখীন হতে, ফিওনার মনে নানা প্রশ্নের কুয়াশা ছিল। কিন্তু, সেই ভয়ানক অনুভূতির মধ্যে, সে আশাও খুঁজছিল—একটি সম্ভাবনা, যা হয়তো তাকে মুক্তির দিকে নিয়ে যাবে।জ্যাসপারের কঠোর গলার আওয়াজ ঘুরে ফিরে অন্ধকারের মাঝে প্রতিধ্বনিত হলো।

“তোমাকে আমি আদেশ করেছি, কফি রেখে চলে যেতে, অযথা প্রশ্ন করতে নয়।” তার কথায় ছিল শাসকের নির্দেশ, এক অমোঘ আইন যা ভঙ্গ করা যায় না।

ফিওনার মনে এক চাপা বিরক্তি উদিত হলো। সে দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললো ,“আচ্ছা,আজব! আমাকে আটকে রেখেছেন। আর আমি তা প্রশ্ন করবো না। মানে, আমার

এখানে থাকতে খুব শখ লাগছে? মনে হচ্ছে আমি পাহাড়ের বনভোজনের জন্য এসেছি, প্রশ্ন করতে নয়, বরং এ-সব কিছু উপভোগ করতে!”

ফিওনার কণ্ঠস্বরের তীব্রতা পাহাড়ের শীর্ষ থেকে অবতীর্ণ এক ঝরনার মতো,বিস্ফোরক আর প্রবাহিত।

“কতবার বলবো, যেদিন তোমার নানা আমার ভাইকে মুক্তি দিবে,

সেদিন তুমি মুক্তি পাবে। তার আগে নয়," জ্যাসপার তার গম্ভীর কণ্ঠে চূড়ান্ত ঘোষণা দিলো। একটা নিষেধাজ্ঞা যা অমান্য করা যাবে না।

"দেখুন, যদি সত্যিই আপনার ভাইকে আমার গ্রান্ডপা আটকে রাখে," ফিওনা কিছুটা আবেগপূর্ণ কণ্ঠে বললো, "আমি তাকে অনুরোধ করবো। আমার গ্রান্ডপা আমার কথা রাখবে। আমি জানি, প্লিজ, আমাকে

দিয়ে আসুন আমার বাড়িতে। আমি নিজে আপনার ভাইকে উদ্ধার করে দিবো, কথা দিচ্ছি।”

জ্যাসপার তার কথায় বিদ্রূপ হাসি ফুটিয়ে তুললো। ফিওনার কথাগুলো তার কাছে শুধুই বাচ্চাদের কল্পনা মনজ হলো।জ্যাসপার এক পা দু পা করে ধীরে ধীরে ফিওনার দিকে এগিয়ে আসতে লাগলো। তার

প্রত্যেক পদক্ষেপ অন্ধকারের গহ্বরে একটি নতুন আতঙ্কের জন্ম দিচ্ছিল। ফিওনার হৃদয়ের ধুকপুকানি বাড়তে লাগল। ভয়ের অনুভূতি তাকে গ্রাস করছিল। ফিওন সমান তালে এক পা দু পা করে পিছিয়ে যেতে যেতে এক পর্যায়ে কাঁচের দেয়ালে এসে ঠেকে গেল। তার পিঠের সাথে দেয়ালটি এক শীতল ও শ্বাসরুদ্ধকর বন্ধন তৈরি করছিল,এই মুহূর্তে সে

বুঝতে পারলো এই পরিস্থিতি থেকে বেরিয়ে আসা তার জন্য কতটা কঠিন।ফিওনার চোখে তখ আতঙ্কের ঝিলমিল জ্যাসপারের অতি কাছে আসার সাথে সাথে মনে হলো, তার চারপাশের সবকিছু হঠাৎ স্তব্ধ হয়ে গেছে, সে অনুভব করলো জ্যাসপার তার শ্বাসপ্রশ্বাসের আওয়াজ শুনতে পাচ্ছে।

জ্যাসপার ফিওনার কাছে এসে দাঁড়ালো, তার উচ্চতা এক উঁচু পাহাড়ের মতো, যেখানে ফিওনার মতো ছোট্ট একজন মানুষের জন্য সবকিছু অতি বিশাল আর ভীতিকর। তার শরীরকে কিছুটা সামনে ঝুঁকিয়ে ফিওনার দিকে নজর রাখল,মনে হলো পেশীবহুল শিকারী তার শিকারের দিকে মনোযোগ দিচ্ছে।

ফিওনার মাথার দুই পাশের কাঁচের দেয়ালের বিরুদ্ধে জ্যাসপারের শক্তিশালী হাত দুটি স্থাপন হলো ফিওনাকে তার গ্রাসে নিয়ে আসার জন্য প্রস্তুত।কাঁচের পৃষ্ঠের ঠান্ডা স্পর্শ তার পিঠে লাগছিল, প্রতিটি শ্বাসে ফিওনার মনে অশুভ অনুভূতি তৈরি করছিল। জ্যাসপারের স্নিগ্ধ অথচ ভয়ঙ্কর দৃষ্টি তার প্রতিটি ইন্দ্রিয়কে সচেতন করে তুলছিল।

ফিওনার দৃষ্টি জ্যাসপারের দিকে নিবদ্ধ হলো,কিন্তু সে কোনোরকম শব্দ উচ্চারণ করতে পারছিল না।

জ্যাসপার মাথা কিছুটা ঝুঁকে ফিওনার সামনে এসে বললো, “ইউ আর সাচ আ ব্লাডি ফুলিশ হিউম্যান! এন্ড আই হেইট হিউম্যান।”

জ্যাসপারের গম্ভীর কণ্ঠস্বর প্রচণ্ড ঝড়ের পূর্বাভাস দিলো, তার কথায় বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে। “কারণ, তোমরা

হিউম্যানরা অনেক সেলফিশ আর বেইমান হয়ে থাকো। তোমার মনে হয় আমি তোমাকে বিশ্বাস করবো? বোকা দুর্বল মানবী।”

ফিওনার দৃষ্টি জ্যাসপারের চোখের গভীরতায় তলিয়ে যেতে চেষ্টা করছিল, কিন্তু সে জ্যাসপারের অভিব্যক্তিতে এক নির্দয় সত্তা দাঁতে ফেলো —যা তাকে আরো বিভ্রান্ত আর হতাশ করে তুললো।জ্যাসপার

পুনরায় তার গভীর, গম্ভীর কণ্ঠস্বর তুলল, “কি হলো, এখন কথা বলছো না কেন? শেষ সব কথা?” তাঁর কথায় ছিল বিদ্রূপের রেশ, যা ফিওনার হৃদয়ে র*ক্তপাতের মতো অনুভূত হচ্ছিল।

ফিওনা নিজের মাথা নিচু করে নিল মাটির দিকে তাকিয়ে থাকা তার জন্য নিরাপত্তার আড়াল। সেই সময়, জ্যাসপার তার কানের কাছে মুখ

নিয়ে যায়, তাঁর গরম নিঃশ্বাস ফিওনার কানে উষ্ণ হাওয়ার ঝাপটা নিয়ে আসলো।

“আগে নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করতে শেখো, বোকা মানবী।আমি কাছে আসলে তো দুনিয়াই ভুলে যাও।”

ফিওনার মধ্যে যে আতঙ্ক কাজ করছিল, জ্যাসপারের কথার ভারে আরও বাড়তে লাগল। জ্যাসপারের এই হাস্কি স্বরের মধ্যে ছিল এক

অদ্ভুত ক্ষমতা, যা ফিওনার হৃদয়ে প্রবেশ করে তাকে এক অসাধারণ, ভয়ঙ্কর আকর্ষণের আবহে বাঁধছিল। সে জানতো, এই ভয়ঙ্কর ড্রাগন রাজপুত্রের সামনে দাঁড়িয়ে থাকা মানে এক কঠিন যুদ্ধের সম্মুখীন হওয়া।

জ্যাসপার ফিওনার থেকে কিছুটা দূরে সরে এলো তাঁর বিরূপ আচরণের ভার থেকে নিজেকে মুক্ত

করলো।এদিকে, ফিওনা দাঁড়িয়ে ছিল মাথা নিচু করে।

হঠাৎ, জ্যাসপার কফির মগ হাতে নিয়ে এক চুমুক দিল, কফি একদম ঠান্ডা হয়ে গেছে। তাতে তার রাগের আগুন প্রজ্বলিত হলো। সে ক্ষোভে কফি সজোরে ফিওনার দিকে ছুঁড়ে মারলো।

কফির তরল আকাশের বৃষ্টির মতো ফিওনার গায়ে ঝরে পড়ল। ফিওনার

মুখ থেকে শুরু করে গলা পর্যন্ত ভিজে গেলো সেই কালো কফির রস দিয়ে। তার সাদা গাউনটি কফির স্রোতে সম্পূর্ণ নষ্ট হয়ে গেল,মনে হলো নির্মলতার প্রতীকের পবিত্র স্থান অপবিত্র হয়ে পড়ল।

ফিওনা হতভম্ব হয়ে তাকিয়ে রইলো, সে উপলব্ধি করতে পারছে না—এতো বড় অপমান সে সহ্য করতে পারে না। তার চোখে অশ্রুর জল

জ্বলে উঠল।রাগ,দুঃখ,আর লজ্জা মিলেমিশে একাকার হয়ে গেল, ফলে তার হৃদয়ের গভীরতা থেকে কান্নার আওয়াজ বেরিয়ে আসতে শুরু করল।জ্যাসপার অমানবিকভাবে বললো, “এই মেয়ে, এই কফির মগটা নিয়ে এখনি আমার কক্ষ থেকে বেরিয়ে যাও। তোমার জন্য আমার কফিটা ঠান্ডা হয়ে গেছে।”

তার স্বরে ছিল নিষ্ঠুর অথচ ঔদ্ধত্যপূর্ণ কর্কশতা।

ফিওনার হৃদয়ে তখন অদ্ভুত ক্ষোভ জাগ্রত হলো।সে কেবলমাত্র কফির জন্য কষ্ট পাচ্ছিল না; বরং তার আত্মসম্মানের প্রতি এমন নৃশংস আঘাত সে সহ্য করতে পারছিল না। ফিওনা মগটি হাতে নিয়ে একপ্রকার দৌড়ে কক্ষ থেকে বেরিয়ে গেল। তার চোখে জল আর হৃদয়ে দগ্ধ

বিষণ্ণতা,প্রতিটি পদক্ষেপে কষ্টের স্রোত প্রবাহিত হচ্ছিল। সিঁড়ি বেয়ে নামতে নামতে, তার মন কেবলমাত্র জ্যাসপারের অমানবিক আচরণের বিষণ্ণ স্মৃতি দ্বারা গ্রাসিত ছিল। কিচেনে প্রবেশ করে, অ্যাকুয়ারা তাকে দেখে আঁতকে ওঠে। ফিওনার হাতে কফির মগ, আর তার মুখ আর গলায় কফির দাগে ঢাকা পড়েছে। চমকিত হয়ে অ্যাকুয়ারা

প্রশ্ন করলো,“একি, ফিওনা? তোমার এই অবস্থা কেন? কফি নিয়ে পড়ে গিয়েছিলে নাকি?”

ফিওনা কাঁদতে কাঁদতে উত্তরে বলে, “তোমাদের প্রিন্স আমার ওপর কফি ছুড়ে মেরেছে।”

অ্যাকুয়ারা বিস্ময়ের সাথে জিজ্ঞাসা করে, “কি বলছো?প্রিন্স এটা করেছে? কিভাবে সম্ভব? আমাদের রাজ্যের রুলসে এসব করা তো

নিষিদ্ধ!তাহলে উনি তোমার সঙ্গে এমন আচরণ কেন করলো, ফিওনা?”

ফিওনার চোখে শুধুই জল সে শুধু কেঁদেই যাচ্ছে, কোনো উত্তর দেওয়ার শক্তি তার মধ্যে আর অবশিষ্ট নেই। তার মন খারাপ, পুরো পরিস্থিতি তাকে অতল অন্ধকারে ডুবিয়ে দিয়েছে। শেষে,কফির মগ কিচেনে রেখে,

ফিওনা এক প্রকার দৌড়ে কিচেন থেকে বেরিয়ে যায়। তার উদ্দেশ্য একটিই—নিজের কক্ষে ফিরে যাওয়া, যেখানে অন্তত কিছুক্ষণ একাকিত্বের নিরাপদ আশ্রয় পাবে। রাতের আকাশে নক্ষত্রেরা জ্বলে উঠেছে, কিন্তু বাড়ির ভেতরে গভীর এক নীরবতা বিরাজমান। রান্নাঘরের চারপাশে অ্যকুয়ারা ব্যস্ত হাতে খাবারের পাতিল গুছিয়ে রাখছে,

তার নিখুঁত নৈপুণ্য এই মহলের জন্য এক শৃঙ্খলিত কাজ। অপরদিকে, ফিওনা ডাইনিং টেবিলে ধীরে ধীরে থালা-বাসন সাজাচ্ছে, তার মনোজগতে আজকের দিনের অপমানের কালো ছায়া ভেসে বেড়াচ্ছে।

টেবিলের কেন্দ্রে, হৃষ্টপুষ্ট খোদাই করা এক সিংহাসনের মতো বিশাল চেয়ার জ্যাসপারের জন্য রাখা

হয়েছে, এক রাজপুত্রের উপযোগী আসন।মোমের আলোর নরম আভা টেবিলের ওপরে পড়ে থালাগুলোর রুপালি প্রান্তগুলোকে দ্যুতি দিচ্ছে। ফিওনা একটার পর একটা পদ সাবধানে টেবিলে রাখছে, তার হাতে কাঁপুনি নেই, কিন্তু তার মন বিক্ষিপ্ত। আজকে হঠাৎ, জ্যাসপারের উপস্থিতির সংবাদ এসে পৌঁছায়। তার আজকের নির্দেশ—ডাইনিং

আজকে সবার সাথে বসে খাবার খাবে তাই এই রাজকীয় চেয়ারের আয়োজন। সেই উচ্চাকাঙ্ক্ষিত শক্তিমান পুরুষটি যখন তার রাজকীয় আসনে বসবে, তখন টেবিলের ওপর চাপা,অথচ অসহনীয় এক পরিবেশ ভর করবে।

আসবাবপত্র, থালাবাটি, খাবারের প্রতিটি থালা, অপেক্ষা করছে সেই

সর্বশক্তিমান ড্রাগন রাজপুত্ররের প্রবেশের।

ফিওনার মনোজগতে আজ ভয় আর দ্বিধার ঢেউ চলছে। বারবার মনে পড়ছে জ্যাসপারের হাত থেকে তার উপর বর্ষিত সেই কফির মুহূর্ত, তার আত্মসম্মানের মর্মান্তিক আঘাত। এখন আবার তার সম্মুখীন হতে হবে? সবার সামনে তাকে পুনরায় অপমান করবে কিনা—এই ভাবনাই

তাড়া করে ফিরছে ফিওনাকে। কিন্তু এই বিশাল গ্লাস হাউজের শৃঙ্খলিত জীবনে তার কোনোই বিকল্প নেই। বাধ্য হয়ে তাকে এই ডাইনিং টেবিলে থাকতে হবে, সেই র*ক্তচক্ষু ড্রাগনের সামনে।ডাইনিং টেবিলে ইতোমধ্যে সবাই জড়ো হয়েছে। আলবিরা,থারিনিয়াস, আর বাকি ড্রাগন সদস্যরা নিজেদের আসনে ধীরেসুস্থে বসে পড়েছে। তারা একে

অপরের সঙ্গে নিস্তব্ধ কথোপকথনে কিন্তু ফিওনার মন অন্যদিকে, তার চোখের কোণে সারাক্ষণ তাকিয়ে রয়েছে সেই কাঠের সিঁড়ির দিকে, যেখান দিয়ে জ্যাসপারের নামার প্রতীক্ষা করছে।

অবশেষে, সেই প্রতীক্ষার অবসান ঘটে। কাঠের সিঁড়ির প্রতিটি ধাপে জ্যাসপারের ভারী পায়ের শব্দ শোনা যায়, প্রতিটি পদক্ষেপ তার

অপরিসীম শক্তি আর ত্রাসের আভাস। সিঁড়ি বেয়ে নামতে থাকা জ্যাসপারের উপস্থিতি ঘরের প্রতিটি কোণে প্রতিধ্বনিত হয়। তার উচ্চতা, আভিজাত্য, আর তীক্ষ্ণ দৃষ্টি সবার সম্মুখে এক প্রভাব বিস্তার করে— ডাইনিং টেবিলের চারপাশের বাতাস ভারী হয়ে ওঠে তার আগমনে।

ফিওনার হৃদয় মুহূর্তের জন্য থমকে যায়। অন্যরা গভীর শ্রদ্ধায় তাকিয়ে আছে তাদের প্রিন্সের দিকে,কিন্তু ফিওনার মন দোলাচল করে—আজ আবার কীভাবে তার ভাগ্য নিয়ে খেলা হবে?জ্যাসপার তার রাজকীয় আসনে বসে পড়লে, তার দেহভঙ্গিতে এক ধরনের প্রচণ্ড গাম্ভীর্য ছড়িয়ে পড়ে। সম্রাটের মতো আভিজাত্য আর একচ্ছত্র ক্ষমতার

প্রতীক হয়ে সেই আসনে তার অধিষ্ঠান বাতাসকেও ভারী করে তোলে। তার সামনে দাঁড়িয়ে থাকা ফিওনা আর অ্যাকুয়ারাকে একনজর দেখে সে ঠান্ডা গলায় নির্দেশ দিল, “অ্যকুয়ারা বসে পড়ো টেবিলে তোমার আসনে, আমাদের সঙ্গে খাবার গ্রহণ করবে।”

অ্যাকুয়ারা এক মুহূর্তের জন্য ফিওনার দিকে তাকায়, তার চোখে

ফুটে ওঠে দ্বিধা আর মায়া। এক অজানা বোধ তার অন্তরকে স্পর্শ করে। ফিওনার এই নিস্তব্ধ কষ্ট, এই নিরব প্রতিবাদ তার মনকে আলোড়িত করে, তবু অ্যাকুয়ারা অবশেষে তার প্রিন্সের আদেশ মেনে নিয়ে আস্তে করে চেয়ারে বসে পড়ে।কিন্তু ফিওনার ভাগ্যে কোনো বসার অনুমতি নেই।জ্যাসপারের নির্দেশে সে একা একাই সবার

খাবার পরিবেশন করবে। তার হাত ধীরে ধীরে এগিয়ে যায় টেবিলের দিকে, একের পর এক প্লেটে নিস্তরঙ্গ দক্ষতায় খাবার তুলে দিচ্ছে। খাবারের গন্ধে টেবিলের অন্যরা তৃপ্তি পেলেও, ফিওনার মনে সেই কাজ কোনো আনন্দ বয়ে আনে না।প্রতিটি পরিবেশনের সঙ্গে সঙ্গে তার আত্মমর্যাদা ক্ষতবিক্ষত হচ্ছে, কিন্তু তবুও সে নিরুপায়—নির্বাসিত এক

বন্দীর মতো গ্লাস হাউজের এই শৃঙ্খলে জড়িয়ে আছে।

অ্যাকুয়ারা দূর থেকে ফিওনার অসহায়তাকে লক্ষ্য করে। তার চোখে মিশে থাকে অপরাধবোধ, কিন্তু সে কিছুই করতে পারে না। ফিওনার প্রতিটি পদক্ষেপে তার অন্তরের গভীরে ঝাঁকুনি লাগে, কিন্তু জ্যাসপারের দৃষ্টির সামনে সে নীরব থেকে যায়।অ্যাকুয়ারা মনে মনে

দ্বিধাগ্রস্ত। ফিওনার মতো একটা মেয়েকে এভাবে অপমান আর কষ্ট দেওয়া, তা সে কিছুতেই মেনে নিতে পারছে না। তার মিষ্টি স্বভাব, শান্ত আচরণ—সবকিছুই তো প্রমাণ করে যে ফিওনা কোনো জীবের ক্ষতির কারণ নয়। তবু কেন তাকে এভাবে শাস্তি দেওয়া হচ্ছে? অ্যাকুয়ারা নিজের মনকে প্রশ্ন করে, "শুধু মানুষ বলেই কি সে এতোটা অপদস্থ

হবে? নাকি ড্রাগন রাজ্যের নিয়মের বাইরে কিছু চলছে?”

ফিওনার প্রতি এ অন্যায় আচরণ ড্রাগনদের গর্বিত ঐতিহ্যের সাথে বেমানান। ড্রাগন রাজ্যের নিয়ম তো বরাবরই কঠোর হলেও ন্যায়বিচারের উপর ভিত্তি করে ছিল। আর সেখানে এই মানবীর প্রতি এমন নির্মমতা? অ্যাকুয়ারার বুকের ভেতর গুমরে ওঠে। প্রিন্সের এই কঠিন রীতি কি

সঠিক? অ্যাকুয়ারা বুঝতে পারে না, কিন্তু তার মনের ভেতর এক ধরনের অস্বস্তি ঘনীভূত হয়।

“প্রিন্স অরিজিন এই সাধারণ একটা মানবীর সাথে এমন আচরন কেনো করছেন ?” এই প্রশ্ন ক্রমেই তার চিন্তার গভীরে প্রতিধ্বনিত হতে থাকে, কিন্তু রাজকীয় আদেশের সামনে সে যে অসহায়।রাতের নীরবতায় ডাইনিং কক্ষের গুঞ্জন

থেমে গেলে জ্যাসপার সবাইকে নিয়ে গুরুত্বপূর্ণ এক মিটিংয়ে বসল। অন্ধকারে ঝলমল করতে থাকা চাঁদের আলো বড় বড় কাঁচের দেয়ালের বাইরে ছড়িয়ে পড়ছিল। কক্ষের ভেতর ড্রাগনদের একত্রিত উপস্থিতি গম্ভীর এক আবহ তৈরি করল। ফিওনা তখন নিজের কক্ষে ফিরে গেছে, আর অ্যাকুয়ারা, যার এ ধরনের মিটিংয়ে থাকার প্রয়োজন

নেই, শুধুমাত্র কিচেনের কিছু কাজ শেষ করতে এসে নিস্তব্ধভাবে দূরে দাঁড়িয়েছিল।জ্যাসপার থারিনিয়াসকে নির্দেশ দিলো, “মিস্টার চেন শিং আর ওয়াং লি ওদের পরিকল্পনা সম্পর্কে যেভাবেই হোক খোঁজ নাও। এথিরিয়নের মুক্তির পথে এটাই একমাত্র ধাপ যা এড়ানো যাবে না, ওদের পরবর্তী পদক্ষেপ অনুযায়ী

আমরা আমাদের পরিকল্পনা করবো।”

থারিনিয়াস সম্মতি জানিয়ে মাথা নিচু করল, তার ডানা মেলে ধরল চীনের আকাশে উড়তে। সে জানত, আজকের রাতটা গুরুত্বপূর্ণ। সে বিশেষ এক সংবাদ নিয়ে ফিরতে চায়, যা এই মিশন সম্পূর্ণ বদলে দিতে পারে।

জ্যাসপার এরপর তার মনোযোগ ফেরালো আলবিরার দিকে। “ফিওনাকে দিয়ে গ্লাস হাউজ পরিষ্কার করাও।কদিন হলো কাঁচগুলো অপরিষ্কার হয়ে পড়ে আছে, পুরো লিভিং রুমের কাঁচগুলো ক্লিন করতে হবে। তবে মনে রেখো,অ্যাকুয়ারা ওকে কোনোকিছু দেখিয়ে না দেয়, সাহায্য করার কোনো অধিকার নেই তার।”

আলবিরা মাথা নোয়ালো, তার মধ্যে ক্ষীণ এক সংশয় ছিল। কিন্তু জ্যাসপারের চোখের কঠোরতা তাকে নীরব রাখল। কক্ষের বাইরে থারিনিয়াস তখন প্রবল গতিতে চীনের আকাশপথে ছুটে চলেছে, রাতের বাতাস তার ডানা স্পর্শ করছে। আজকের রাতের শেষে, জ্যাসপার এক বিশেষ বার্তা পেতে চলেছে, যা তার চিন্তার গতিপথে

নতুন মোড় আনবে।আলবিরা নিঃশব্দে ফিওনার কক্ষে প্রবেশ করল।ফিওনা তখন একটুখানি বিশ্রামের জন্য চোখ বুজেছিল, সারাদিনের ক্লান্তি তার মুখে স্পষ্ট। আলবিরা তার কণ্ঠকে অদ্ভুতভাবে শীতল করে বলল, “এই মেয়ে, শোনো। লিভিং রুমের গ্লাস এখনই পরিষ্কার করতে হবে। প্রিন্সের আদেশ।”

ফিওনা তার চোখ খোলার সাথে সাথে আলবিরার আদেশের কাঠিন্য বুঝে গেল, কিন্তু কোনো প্রতিক্রিয়া দেখালো না। নিঃশব্দে উঠে দাঁড়াল, তার ভেতরের ক্লান্তি তার চাহনির গভীরে লুকিয়ে রইল।কিছুক্ষণ পর ফিওনা লিভিং রুমে পৌঁছায়, যেখানে গ্লাস পরিষ্কারের সরঞ্জামগুলো অগোছালোভাবে ছড়িয়ে রাখা। একটা বালতি, গ্লাস ক্লিনার, শুকনো

সাদা কাপড়, আর একটা পুরোনো মই। আধুনিক এই গ্লাস হাউজের শোভামণ্ডিত সৌন্দর্যের সাথে এ সরঞ্জামগুলো যেন মেলাতে পারলো না। সারা ঘরজুড়ে কাঁচের যে আভিজাত্য ছড়িয়ে আছে, সেখানে তাকে এনালগ পদ্ধতিতে গ্লাস পরিষ্কার করতে হবে, যা নিঃসন্দেহে অপমানের এক সূক্ষ্ম অস্ত্র।

ফিওনা বুঝতে পারল, এটা শুধুই শাস্তি নয়,বরং একটা উপহাস। জ্যাসপার তার সাথে খেলা করছে, অকারণেই তাকে এই প্রতিটি পদক্ষেপে হেনস্তা করছে। ফিওনার মন এক মুহূর্তের জন্য থমকে যায়। এই শক্তিশালী ড্রাগন রাজপুত্রের বিরুদ্ধে তার অপরাধটা আসলে কী, যে তাকে এমন কঠিন পরীক্ষার মধ্যে ফেলে রেখেছে?

তার চোখের কোণে অজান্তেই জল জমতে থাকে, কিন্তু সে সেই জলকে দেখিয়ে দেয় না। গ্লাসের পাশে দাঁড়িয়ে এক কঠিন দীর্ঘশ্বাস ফেলল, কাপড় হাতে তুলে নিয়ে কাজ শুরু করল,ৎএটাই তার একমাত্র পথ। ফিওনা রাতভর নিঃশব্দে লড়াই করেছে গ্লাসের সাথে।প্রতিটি কাঁচের পৃষ্ঠ তার আত্মার প্রতিফলন ধরে রেখেছে—সেখানে ছিল তার ক্লান্তি,

নীরব যন্ত্রণা, আর অপমানের দাগ। একের পর এক গ্লাস পরিষ্কার করতে করতে, কেবল ফ্লোরই নয়, তার মনও ঘোলাটে হয়ে উঠেছে। চারপাশে ছড়িয়ে থাকা সাবানের ফেনা তাকে উপহাস করছিলো।

ভোরের হালকা আলো যখন জানালার কাঁচে ধাক্কা দিল, ফিওনা একরাশ ক্লান্তি নিয়ে মই থেকে নেমে এলো। মইটা একপাশে ঠেলে রেখে,

হাতে থাকা বালতি নিয়ে খুব ধীরে ধীরে পা ফেলল। প্রতিটি পদক্ষেপ সাবধানী,এক ভুলে তার পরিশ্রম ভেস্তে না যায়।সাবানের পানিতে ফ্লোর সাদা হয়ে গেছে, আর সেই সাথে তার আত্মবিশ্বাসও ক্ষয় হয়ে যাচ্ছে। ফ্লোর পরিষ্কার করতে হবে, কিন্তু ফিওনার শরীরে আর সেই শক্তি নেই।বালতিতে নতুন করে পানি ভরে, ফ্লোরের শেষ অংশের

দিকে সে এগিয়ে যায়, ফিওনার উদ্দেশ্য আগে সিঁড়ি মুছবে তাই খুব ধীরে ধীরে উঠতে যাচ্ছিলি আর তখনি জ্যাসপার সিঁড়ি বেয়ে নামছে, দ্রুত পদক্ষেপে, কিছু জরুরি কাজের তাড়া নিয়ে। ফিওনা তখনো সিঁড়ি বেয়ে উঠার প্রস্তুতি মাত্র এক সিঁড়িতে পা রেখেছে চোখ ঠিকমতো না তুলে সে এগিয়ে আসছিল।

এক মুহূর্তে দুজনের পথ এক হয়ে গেল। জ্যাসপার সজোরে ফিওনার সাথে ধাক্কা খায়। ফিওনার হাতে থাকা বালতি মুহূর্তেই মাটিতে পড়ে যায়, আর সেই সাথে সব পানি ছিটকে পড়ে ফ্লোরে। সাবান আর পানি মিশে পুরো লিভিং রুমের ফ্লোর পিচ্ছিল হয়ে যায়।জ্যাসপার সামান্য হোঁচট খেয়ে পা ঠেকালেও নিজেকে সামলে নিলো, কিন্তু ফিওনা

ততক্ষণে ভারসাম্য হারিয়ে ঢলে পড়েছে।ফিওনার শরীর তখন ভারসাম্য হারিয়েছে, সে ঝট করে জ্যাসপারের ধুসর রঙের শার্টের কাঁধে আঁকড়ে ধরেছে, যাতে পড়ে না যায়। জ্যাসপারের দিকে টান লেগে শার্টটা কুঁচকে গেছে,আর পুরো ঘটনাটা এত দ্রুত ঘটে যে, জ্যাসপার বুঝে ওঠার আগেই জ্যাসপার ফিওনাকে নিয়ে মেঝেতে

লুটিয়ে পড়েছে। তবে ভাগ্যের নির্মম পরিহাসে, ফিওনার পতন সরাসরি জ্যাসপারের ওপরেই হয়েছে।

জ্যাসপার হঠাৎ আঘাতে মৃদু ব্যথা অনুভব করে মাথায়, কিন্তু তার ধ্যান তখন সম্পূর্ণ অন্যদিকে। ফিওনা তার বুকের ওপর পড়ে গেছে, শ্বাসকষ্টের মতো নীরবতা ঘিরে ধরে মুহূর্তটাকে। ফিওনার চোখগুলো বিস্ময়ে বড় বড় হয়ে গেছে, সে মাথা

তুলতেই দেখতে পেল জ্যাসপারের রাগান্বিত মুখ, যার দৃষ্টিতে একপ্রকার ভ্রুকুটি লুকিয়ে আছে, আর তার সেই অলিভ গ্রিন চোখ দপদপ করছে আগুনের মতো। ফিওনার চুল আর মুখমণ্ডল সাবানের সাদা ফেনায় আচ্ছন্ন হয়ে আছে। জ্যাসপারের বুকের ওপর পড়ে থাকা ফিওনার চেহারা এতোই বিচ্ছিন্ন দেখাচ্ছে, পুরো পরিস্থিতির একমাত্র

প্রত্যক্ষদর্শী সাবানের সেই ফেনা। এক অদ্ভুত নীরবতা গ্রাস করে চারপাশকে,শুধু জ্যাসপারের রাগান্বিত দৃষ্টির চাপ ফিওনাকে ভস্ম করে দিতে চাচ্ছে।

জ্যাসপারের কণ্ঠের কঠোরতা লোহার শিকলের মতো ফিওনার কানে আঘাত করে, “এই মেয়ে, কোনো কাজ কি শিখোনি ঠিকমতো? সারা ফ্লোর সাবান পানিতে ভাসিয়ে

ফেলেছো! ওঠো আমার ওপর থেকে!”

ফিওনা তাড়াহুড়ো করে উঠে দাঁড়াতে চেষ্টা করলেও সাবান পানির পিচ্ছিলতা তাকে ফের ব্যর্থ করে দেয়। পা পিছলে আবারও সে জ্যাসপারের ওপর পড়ে যায়। জ্যাসপার এক নিঃশ্বাসে ব্যথার মৃদু শব্দ করে, তার মুখের অভিব্যক্তি স্পষ্ট বিরক্তিতে ভরা। ফিওনা

পুনরায় মাথা তুলে তাকায়, চোখে লজ্জার ছাপ।

“উঠতে পারছি না তো,” ফিসফিস করে বলে ফিওনা, গলার সুরে একপ্রকার অসহায়ত্ব।

জ্যাসপার গভীর বিরক্তির সুরে তাচ্ছিল্য করে বললো, “আমার ওপর পড়ে থাকতে নিশ্চয় খুব আনন্দ হচ্ছে, তাই না? তাই ওঠা হচ্ছে না তোমার?”তার রাগান্বিত দৃষ্টির

তীব্রতা ফিওনার মনে চাবুকের মতো আঘাত হানে, আর ফিওনার শরীরের ওপর ছড়িয়ে থাকা সাবানের ফেনা আরো প্রকটভাবে হাস্যকর করে তোলে পুরো পরিস্থিতি।

জ্যাসপার হঠাৎই ফিওনাকে এক ঝটকায় ঘুরিয়ে নেয় ,মুহূর্তের ভেতরই ফিওনা তার নিচে আর সে নিজে ফিওনার ওপরে। চারপাশে সাবানের পিচ্ছিল জলধারায়

নিমজ্জিত ফ্লোরে। ফিওনার চোখে বিস্ময় আর জ্যাসপারের চোখে অগ্নি, রাগ আর অদ্ভুত এক টান স্পষ্ট হয়ে ওঠে।

জ্যাসপারের শরীরের ওজন ফিওনার ওপর ভর করে আছে, তার উষ্ণ নিঃশ্বাস ফিওনার মুখে এসে ঠেকে। ফিওনার হৃদস্পন্দন দ্রুত হয়ে ওঠে, আর জ্যাসপার কিছুক্ষণ তার দিকে তাকিয়ে থাকে, ফিওনার মুখের

কাছাকাছি জ্যাসপারের চেহারা, সেই মুহূর্তে তাদের চারপাশের সাদা ফেনা আর ঠাণ্ডা ফ্লোর এক অদৃশ্য মায়াজালের অংশ হয়ে যায়।ফিওনা বাকরুদ্ধ হয়ে পড়ে, তার শরীরের উপর জ্যাসপারের উপস্থিতি তাকে স্তব্ধ করে রেখেছে।

জ্যাসপার উঠে দাঁড়ানোর চেষ্টা করতেই, তার ভারসাম্য হারিয়ে যায়। পিচ্ছিল সাবান পানিতে পা

পিছলে ফিওনার ওপর আবারও ধপাস করে পড়ে যায়। এবার তার মুখ সরাসরি ফিওনার ঘাড়ে এসে ঠেকে। সেই মুহূর্তে ফিওনার সারা দেহ শীতল স্রোতে শিহরিত হয়ে ওঠে,চারপাশের সব শব্দও স্তব্ধ হয়ে গেছে।

ফিওনার ঘাড়ে জ্যাসপারের গরম নিঃশ্বাসের আভাস স্পষ্টভাবে অনুভূত হয়, তার ত্বকে অজান্তেই স্পর্শের

নীরব ঝড় বয়ে যায়। জ্যাসপারের চুলের ভেজা অনুভূতি ফিওনার ত্বকে মিশে গিয়ে অদ্ভুত অনুভূতির জন্ম দেয়,ঘরের প্রতিটি কোণায় গ্লাসের দেয়ালের প্রতিফলন সেই অদ্ভুত দৃশ্যের সাক্ষী হয়ে আছে।

জ্যাসপার নিজেও কিছুক্ষণের জন্য স্তব্ধ হয়ে থাকে,তার মুখ ফিওনার ঘাড়ের কাছে নিবিড়ভাবে স্থির। ফিওনার শ্বাস দ্রুত হয়ে আসে,তার

মনের অজস্র চিন্তা এক মুহূর্তের জন্য আটকে গেছে।

তারপর জ্যাসপার ধীরে ধীরে ফিসফিসিয়ে বলে, “তোমার এসব বোকা বোকা কাজের জন্য আমাকেও বিপদে পড়তে হয় কেনো বারবার ফিওনা?।”ফিওনা কোনো উত্তর দিতে পারেনা, তার দেহের প্রতিটি স্নায়ু সেই ঘনিষ্ঠ স্পর্শে বিদ্যুৎপ্রবাহিত হয়ে উঠেছে,আর তার

মনের ভেতরে জ্বলতে থাকা প্রশ্নগুলোর কোনো উত্তর খুঁজে পাওয়া যায় না।

জ্যাসপার পুনরায় খুবই সাবধানতার সাথে ধীরে ধীরে ফিওনার ওপর থেকে সরে যেতে চায়, কিন্তু হঠাৎই টের পায় যে তার গলার সেই রহস্যময় লকেট ফিওনার জর্জেটের ফ্রকের বুকের কাছের কাপড়ের সাথে জট পাকিয়ে গেছে। তাদের

দুজনের মাঝের শূন্যতা আরেকবার বন্ধ হয়ে আসে, ফিওনার শ্বাস ধীরে ধীরে ভারী হয়ে ওঠে।জ্যাসপার কিছুক্ষণের জন্য হতবুদ্ধির মতো চেয়ে থাকে। তার হাতে স্পর্শ করে লকেটটি ছাড়ানোর চেষ্টা করে, কিন্তু কাপড়ের সূক্ষ্মতা আর লকেটের ধারালো অংশগুলো তাদের দুজনকে আরও ঘনিষ্ঠভাবে আবদ্ধ করে রেখেছে।

ফিওনা নিঃশ্বাস বন্ধ করে স্থির থাকে। তার চোখে আতঙ্ক আর অস্বস্তির ছাপ স্পষ্ট, কিন্তু নিজের অবস্থা থেকে মুক্ত হওয়ার জন্যও কিছু বলতে পারছে না। সেই অদ্ভুত লকেট জ্যাসপারের সাথে তার অবিচ্ছেদ্য কোনো বাঁধনের মতো তাকে আটকে রেখেছে।“আবারো শুরু হলো আরেক ঝামেলা।”

জ্যাসপার এক প্রকার বিরক্তির সুরে বলে, তার গলার স্বর গভীর তীক্ষ্ণ।
কিন্তু তার হাতের প্রতিটি স্পর্শে ফিওনার মন কেঁপে ওঠে, যা তাদের ইচ্ছের বিরুদ্ধে হলেও প্রতিটি ক্ষণে আরো নিবিড় হয়ে আসছে।
জ্যাসপারের ধৈর্যের বাঁধ ভেঙে গেল,সে চিৎকার করে ডাকে আলবিরাকে,আর তার কণ্ঠের সেই

কমান্ড গোটা গ্লাস হাউজ কাঁপিয়ে তোলে।

মুহূর্তেই আলবিরা ছুটে আসে, সিঁড়ির ওপর থেকে দৃশ্যটি দেখে তার মুখে বিস্ময়ের ছাপ। সাদা সাবানের ফেনায় ভরা সেই পিচ্ছিল ফ্লোরে ফিওনা আর জ্যাসপার গাঁটছড়া বাঁধা অবস্থায় পড়ে আছে—দৃশ্যটি যেমন অপ্রত্যাশিত, তেমনি অবাক করার মতো।

আলবিরা নিচে না নেমেই দৃশ্যের গভীরতা বুঝে নেয়। নীচের ফ্লোর দুঃস্বপ্নের মতো পিচ্ছিল; এই অবস্থায় সে নিজেও সাহায্য করতে পারবে না। তার মুখ থেকে নির্গত হয়, “প্রিন্স অরিজিন এসব কিভাবে হলো?”

জ্যাসপার রাগান্বিত আর তীব্র বিরক্তের স্বরে চেঁচিয়ে। “আলবিরা অযথা প্রশ্ন না করে, ফ্লোরে পানি

ঢালার ব্যবস্থা করো, দ্রুত!”আলবিরা তাড়াতাড়ি দোতলা থেকে একটি মোটা পাইপ নিয়ে আসে,আর দ্রুততার সঙ্গে পানি ঢালতে শুরু করে। উপর থেকে ঝরে পড়া সেই শীতল পানি ধীরে ধীরে ফ্লোরকে ধুয়ে দিচ্ছে,আর সেই সঙ্গে ভিজিয়ে দিচ্ছে জ্যাসপার ফিওনাকে।

পানির স্রোতে চারপাশ ভেসে যাচ্ছে, আর ফিওনার কাঁধে ভিজে চুলের

ঢেউয়ের মতো তার চারপাশে বয়ে চলেছে। জ্যাসপার ফ্লোরে হাত দিয়ে ভিজে যাওয়া সত্ত্বেও তার ভ্রু কুঁচকে থাকে, ফিওনার দিকে রাগে-অপমানে তাকিয়ে।

অবশেষে, ফেনা আর পানির স্রোত ধুয়ে তাদের মুক্ত করে,কিন্তু সেই মুহূর্তের বোঝা তাদের মনে এক গভীর রেখাপাত করে দেয়।

ফিওনার ঠোঁট মৃদু কাঁপছে,কোনো অব্যক্ত আবেগ গোপন করতে পারছে না। তার চোখের কোণে জমে থাকা ভেজা ভাবটুকু এক অদ্ভুত অনিশ্চয়তার জন্ম দেয়। সে জানে না কেন এই মুহূর্তে তার শরীর এমনভাবে সাড়া দিচ্ছে। তার সামনে থাকা জ্যাসপারের সবুজ নেত্রপল্লব এক গভীর রহস্যময়তা নিয়ে ঝলমল করছে।জ্যাসপার

কিছুক্ষণ ফিওনার দিকে স্থির, নিঃশব্দে তাকিয়ে থাকে। তার চোখের সেই গভীরতা—আকর্ষণ নাকি রাগ, তা ফিওনা ঠিক বুঝে উঠতে পারে না। তার সবুজ চোখের সেই স্থির দৃষ্টিতে কোনো অদৃশ্য তলোয়ার ঝুলে আছে, যা তাদের মাঝে ক্রমাগত দূরত্ব সৃষ্টি করেও এক অদম্য টানে ফিওনাকে তার দিকে টেনে নিচ্ছে।

জ্যাসপার হঠাৎই তার দৃষ্টির অচেনা কোমলতা দূরে ঠেলে দেয়, তার ভেতরের রাগের ঝলক ফিরে আসে, কিন্তু সেই মুহূর্তে কি এক নিমিষের জন্য তার চোখে অন্য কিছু ছিল?

জ্যাসপার ফিওনার কোমড়ে জরিয়ে ধরে, এক ঝটকায় ফিওনাকে নিয়ে উঠে দাঁড়ায়,আর মুহূর্তের জন্য মনে হয় সময় থেমে গেছে, কিন্তু বাস্তবতা নিষ্ঠুর; যখন সে ফিওনাকে ছেড়ে

দিয়ে সড়ে দাঁড়ায়,ততক্ষণে তার জামার বুকের অংশে থাকা কিছু সূতো আর কাপড় জ্যাসপারের লকেটের সাথে ছিঁড়ে যায়, সম্পর্কের একটি অংশ অচিরেই বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল।জ্যাসপার একবার পেছনে ফিরে তাকায় না, হনহন করে গ্লাস হাউজের ভেতর থেকে বেরিয়ে যায়, ভেজা শরীরের স্নিগ্ধতা নিয়েই।

আলবিরা এবার নিচে নেমে আসে, মনে হলো অগ্নিসংযোগের পর একমাত্র উদ্ধারকারী। তার কণ্ঠে চরম অসন্তোষ; “এই মেয়ে, কোনো কাজ ঠিকমত পারো না? কী করেছো, এ কী বাড়িঘরের অবস্থা!”

ফিওনা কিছু বলে না,মাথা নিচু করে থাকে, সমস্ত অভিযোগের বোঝা তার উপর চেপে বসেছে। সে অনুভব করে, এই পরিস্থিতিতে তার নীরবতা

অপরাধের স্বীকৃতি, যেখানে তার ভাবনা, আবেগ—সব কিছুই এক অব্যক্ত কান্নায় রূপ নিচ্ছে।বেইজিং শহরের এক নিস্তব্ধ প্রান্তে ছোট্ট পাথরের ব্রিজে দাঁড়িয়ে আছে জ্যাসপার আর থারিনিয়াস। চারপাশে নগরীর ঝলমলে আলো, দূরে আকাশের দিকে মিশে যাওয়া পুরোনো স্থাপত্য আর ঝুলে থাকা বিদ্যুতের তারগুলো দুই বিপরীত

জগতের সংঘর্ষে আলোকিত।নিস্তব্ধ রাতের নিঃসীমতায়, হালকা বাতাস বয়ে চলেছে, তাদের পোষাকের কোলাহলে হারিয়ে যাচ্ছে শহরের মৃদু কোলাহল।

জ্যাসপার ব্রিজের প্রান্তে দাঁড়িয়ে,দৃঢ়তার এক অবিচল চিত্র,চোখের দৃষ্টি সোজা নদীর ওপারে অদেখা লক্ষ্যবিন্দুর সন্ধানে মগ্ন। থারিনিয়াস এক পা পিছনে,

তাঁর মুখে রহস্যের ছায়া। আজ সে এমন কিছু খবর এনেছে যা জ্যাসপারের জন্য এক দীর্ঘ অপেক্ষার অবসান, নতুন পরিকল্পনার দ্বার উন্মোচন। জ্যাসপারের চোয়ালে দৃঢ়তা খবরটি তার হৃদয়ে অনির্বচনীয় তৃপ্তির অগ্নিশিখা জ্বালিয়েছে। এবার তার পরিকল্পনার প্রতিটি ছক কার্যকর হবে। থারিনিয়াসের কণ্ঠস্বরে গভীর

গম্ভীরতা, সারা পৃথিবীর রহস্য সেই কথায় বাঁধা। সেই ছোট্ট ব্রিজে দাঁড়িয়ে, দুজন নিয়তির এক অমোঘ খেলায় পরস্পরের সঙ্গী, যে খেলা জ্যাসপারের হাতে সমস্ত পৃথিবী পাল্টে দিতে প্রস্তুত।“প্রিন্স অরিজিন! লন্ডনের খ্যাতিমান বিজ্ঞানী ড.আর্থার ব্লেক যিনি আগামীকাল মিস্টার ওয়াং লির সঙ্গে চুক্তিবদ্ধ হবেন। তারা দুজনে মিলে এথিরিয়নকে নিয়ে

নতুন পরিকল্পনা করতে যাচ্ছেন। আজ রাতেই মিস্টার ওয়াং লি লন্ডনের উদ্দেশ্যে যাত্রা করবেন—এখন পর্যন্ত এটাই নিশ্চিত খবর।”

থারিনিয়াসের দিকে শান্ত চোখে তাকিয়ে জ্যাসপার বলল, “আমি সিদ্ধান্ত নিয়েছি, আমাকে কী করতে হবে।তবে তুমি, আমি,আর আলবিরা—আমরা ওয়াং লির লন্ডন যাত্রার

পূর্বেই ড.আর্থার ব্লেকের কাছে পৌঁছে যাবো।”

থারিনিয়াস মুখে বিষণ্ণ ভাব ফুটিয়ে বলল,“প্রিন্স,আমাদের পরিকল্পনাটি কী?”

জ্যাসপার তার উত্তরে রহস্যময় মৃদু হাসি ফুটিয়ে বলল, “এখনই সব জানতে হবে না, তবে গ্লাস হাউজে ফিরে গিয়েই বিস্তারিত আলোচনা

হবে। আর সেটাই হবে আমাদের পরবর্তী পদক্ষেপ।”

এই বলে, গ্লাস হাউজের উদ্দেশ্যে হনহন করে রওনা দিলো জ্যাসপার,থারিনিয়াসকে সঙ্গে নিয়ে, অন্ধকারে হারিয়ে যেতে থাকা রাস্তার সেই গভীর দৃশ্যাবলী এক রহস্যময় অভিসারের সাক্ষী হয়ে রইল।ফিওনা নীরবে গ্লাসের দেয়াল ভেদ করে গভীর রাতে বাইরে চাঁদের দিকে

এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে। এখানে দাঁড়িয়ে চাঁদটাকে বিশাল রূপোলি থালার মতো লাগে, তার জ্যোৎস্নার শুভ্র আলো পাহাড় আর চারপাশের গাছপালায় মেলে ধরা। মৃদু আলোয় তার চুলগুলো সেই জ্যোৎস্নার আলোয় এক অদ্ভুত মায়াবী আভা ধারণ করেছে। ফিওনার মুখের অভিব্যক্তিতে এক ধরনের প্রশান্তি,

এই দৃশ্য তার সমস্ত অস্থিরতাকে ভুলিয়ে দিতে সক্ষম।

কিন্তু হঠাৎ করে প্রকৃতি যেন প্রচণ্ড কোনো শক্তির দ্বারা প্রকম্পিত হলো। পুরো গ্লাস হাউজ ভূকম্পনের মতো দুবার প্রবলভাবে নড়ে উঠল। কিন্তু ফিওনার মুখে কোন আতঙ্কের ছাপ নেই। এখন আর এই কম্পনে সে চমকে ওঠে না, কারণ সে জানে যে এগুলো তাদেরই পদচারণার

প্রভাব—বিশাল দেহধারী ড্রাগনদের ভারি পদক্ষেপে পাহাড় বারবার এইভাবে কেঁপে ওঠে, তাদের আভিজাত্য আর ক্ষমতা প্রকৃতির বুকেও গভীর রেখাপাত করে।

জ্যাসপার গ্লাস হাউজে প্রবেশের সাথে সাথেই সমস্ত ড্রাগনরা একত্রিত হলো গুরুতর আলোচনা সভায়। তার অভিজাত উপস্থিতি আর তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে চারপাশ নিস্তব্ধ

হয়ে উঠল।আলবিরা আর থারিনিয়াসসহ উপস্থিত সমস্ত ড্রাগনের চোখে অনিশ্চয়তার ছায়া।“প্রিন্স,” আলবিরা অধীর আগ্রহে প্রশ্ন করল, “আমাদের পরবর্তী পদক্ষেপ কী?”

জ্যাসপার কিছুক্ষণ নিস্তব্ধভাবে সামনে তাকিয়ে রইলো।তার চেহারায় এক অনমনীয় অভিব্যক্তি ফুটে উঠল, সে বহু কৌশল আর

তীক্ষ্ণ চিন্তায় নিমগ্ন। “আজ রাতেই,” জ্যাসপার ধীর অথচ কঠিন স্বরে বললেন, “আমরা লন্ডনে প্রবেশ করব। ড.আর্থারের সাথে আমরা ওয়াং লির সাথে মিটিং এ বসবো যেখানে মিস্টার ওয়াং লি আর চেন শিং তাদের গোপন পরিকল্পনার ছক আঁকবেন।”থারিনিয়াস কিছুটা দ্বিধায় প্রশ্ন তুলল, “তবে প্রিন্স,ডঃ আর্থার কি আমাদের সেই সুযোগ দেবেন?

আমরাতো বিজ্ঞানী নই, আর যদি সন্দেহের বশে বুঝে যান যে আমরা সাধারণ কেউ নই, বরং ড্রাগন...?”

জ্যাসপার থারিনিয়াসের কথায় ক্ষণিকের জন্য স্থির থাকলো, তারপর তীক্ষ্ণ অথচ আস্থাময় এক হাসি তার ঠোঁটে ফুটে উঠল। “তাদের অনুমোদন নেওয়া আমাদের হাতে নেই; তবে তাদের চিন্তাশক্তিকে নিয়ন্ত্রণে রাখা আমাদের

ক্ষমতয় আছে ।একবার তাদের ব্রেইনে প্রবেশ করলেই, সব বাধা ভেসে যাবে আমাদের সামনে।”

আলবিরার চোখে ঝলসে উঠল সাহসের অগ্নি,আর সভার সমস্ত ড্রাগনের চোখে ফুটে উঠল এক অমোঘ সংকল্প।

আলবিরার প্রশ্ন থেমে যায়নি। গভীর অনিশ্চয়তায়,সে বলল, “কিন্তু কিভাবে, প্রিন্স? ডঃ আর্থারকে কি

সত্যিই আমরা মুঠোর ভেতর এনে ফেলতে পারব?”জ্যাসপার তার গভীর সবুজ দৃষ্টিতে স্থির হয়ে আলবিরার দিকে তাকালো, “আমার ড্রাগন শক্তির সাহায্যে তাকে হিপনোটাইজ করবো,” তার কণ্ঠে ছিল শীতল সংকল্প, সিদ্ধান্তের প্রতি সামান্যতম দ্বিধাও নেই।

তবে থারিনিয়াস অমনি সতর্কবার্তার সুরে প্রতিবাদ করে উঠল, “প্রিন্স, এ

কাজের মধ্যে ঝুঁকি আছে। কিং ড্রাকোনিস নিজেই তো সাবধান করেছিলেন—পৃথিবীতে মাত্র দুবার আপনি এই কৌশল ব্যবহার করতে পারবেন, এর চেয়ে বেশি নয়। মাত্র একবারের ব্যবহারে আপনার শক্তির সীমা অতিক্রম হতে পারে। আপনি জানেন তো,প্রিন্স,এই ক্ষমতার তীব্র প্রভাব কতটা ভয়ঙ্কর হতে পারে; একবার ব্যবহারের পরও আপনি

প্রচণ্ড দুর্বল হয়ে পড়বেন। এমনকি, তার পরিণতি কী হতে পারে তা কিং ড্রাকোনিসও অনুমান করতে পারেননি।”

জ্যাসপারের মুখে উদাসীন এক মৃদু হাসি ফুটে উঠল।তার কণ্ঠ আরও দৃঢ়তর হলো, “থারিনিয়াস, আমি আমার ভাইকে মুক্ত করতে যে কোনো সীমা পার হতে পারি। ড্রাগনের সম্মান তো এটাই বলে—যে

আমরা আমাদের লক্ষ্য পূরণের জন্য আত্মদানে দ্বিধা করি না।ভুলে যেও না, আমরা ড্রাগন; আমাদের হৃদয় ওই হিউম্যানদের মতো সেলফিশ নয়”।জ্যাসপার গভীর,শীতল গলায় বলল, “মন দিয়ে শোনো। আমি, আলবিরা, আর থারিনিয়াস আজ রাতেই লন্ডনের উদ্দেশ্যে রওনা দেবো। আমাদের অনুপস্থিতিতে হাউজের প্রতিটি কোণ, প্রতিটি পথ

তোমাদের পাহারায় থাকতে হবে। আর ওই মেয়েটি ফিওনা—তার প্রতিটি পদক্ষেপের ওপর নজর রাখবে।যেনো কোনো অবস্থাতেই সে এই গ্লাস হাউজের সীমা পেরোতে না পারে।” তার মুখের অভিব্যক্তি ছিল কঠিন,তীক্ষ্ণ,এই আদেশে কোনো প্রশ্ন বা ব্যাখ্যার প্রয়োজন নেই।

“আমাদের না ফেরা পর্যন্ত,” সে আরও দৃঢ়ভাবে বলে চলল, “তোমাদের কেউই এই আদেশ থেকে বিচ্যুত হবে না। এই হাউজ, এই পরিসর—এখানেই তার অবস্থান সীমাবদ্ধ থাকবে।”“যথা আজ্ঞা, প্রিন্স,” মাথা নত করে সম্মান প্রদর্শন করে প্রত্যুত্তর দিলো এক ড্রাগন। তার চোখে ছিল কঠোর সংকল্প আর প্রতিশ্রুতির অটুট

আভা। “আপনি নিশ্চিত থাকুন, আমাদের ওপর আপনার ভরসা অটল থাকবে।”

প্রত্যেকের কণ্ঠে প্রতিধ্বনিত হলো এক অভিন্ন প্রতিজ্ঞা। পাহাড়ের এই নিবিড় অরণ্যে,চাঁদের ম্লান আলোয় সেই প্রতিজ্ঞা প্রতিধ্বনিত হয়ে গেল, প্রকৃতির বুকে ছড়িয়ে পড়ল ড্রাগনের অনন্ত আনুগত্য।

জ্যাসপার মাথা হেলিয়ে সন্তুষ্টি প্রকাশ করল, তার সবুজ দৃষ্টি প্রতিটি ড্রাগনের অন্তরে সঞ্চারিত হলো। হঠাৎ তার চেহারায় এক প্রশান্তির আভা ফুটে উঠল, সে জানে যে তার আদেশ এক মুহূর্তের জন্যও ভঙ্গ হবে না।

আলবিরা,জ্যাসপার,আর থারিনিয়াস তাদের প্রকৃত ড্রাগন রূপ ধারণ করল। এক এক করে পাহাড়ের

উপত্যকা থেকে নেমে এসে তারা মাটি থেকে আকাশে উত্থিত হলো। তাদের ডানাগুলির ভীষণ বিস্তৃত আর শক্তিশালী ঝাপটায় চারপাশের গাছপালাও নড়ে উঠল।প্রত্যেকের দেহে সূক্ষ্ম আঁকাবাঁকা আঁচড়ে ভরা তাদের গৌরবময় অতীতের সাক্ষ্য,আর তারা এক এক করে আকাশের দিকে উঠে গেল। আলবিরার বিশাল রুপালি ডানার

ছটায় প্রতিফলিত হলো রাতের জ্যোৎস্না,জ্যাসপার, তার গাঢ় সবুজ রঙের দেহে সূক্ষ্ম সোনালি রশ্মির আভা ধারণ করে, অনির্বচনীয় শক্তির এক প্রতিচ্ছবি। আর থারিনিয়াস, ধূসর ছায়ায় ঘেরা তার দেহ, তার গা থেকে উদ্ভাসিত হচ্ছে এক অজেয় গাম্ভীর্য।

তিনটি বিশাল ড্রাগন একত্রে মহাসমুদ্রের উপর দিয়ে উড়ছে,

আকাশ নিজেই তাদের পথ তৈরি করে দিচ্ছে মহাসমুদ্রের অসীম জলরাশি তাদের প্রতিফলনে পূর্ণ, এই গন্তব্যই তাদের পরম লক্ষ্য—লন্ডন, যেখানে তাদের আগমনে ইতিহাস নতুন করে রচিত হবে। ফিওনা নিঃশব্দে কিচেন থেকে বেরিয়ে লিভিং রুমের দিকে পা বাড়ালো। চারপাশের শূন্যতা তাকে আরও বেশি অস্থির করে তুলছে।

সবকিছুই অস্বাভাবিকভাবে নিস্তব্ধ—প্রায় শূন্য এই বিশাল গ্লাস হাউজ অজানা আতঙ্কে মগ্ন। ফিওনার মনে কৌতূহল আর ভয় একসাথে ঢেউ তুলছে। প্রায় ছায়ার মতো নিস্তরঙ্গ পায়ে সে মূল দরজার কাছে গিয়ে দাঁড়াল। দরজা খোলার জন্য কৌশল ভাবছে—একটু একটু করে আশার আলো দেখছিল যে সে এবার এই জায়গা থেকে বের হতে পারবে।

ঠিক সেই মুহূর্তেই, পিছন থেকে অ্যাকুয়ারার গভীর আর নিস্তরঙ্গ কণ্ঠস্বর ভেসে এল, “ফিওনা, এতো রাতে এখানে কী করছো?”

ফিওনা চমকে পিছন ফিরে তাকাল। অস্বস্তি আর লজ্জা মিশ্রিত কণ্ঠে উত্তর দিল,“না, দেখছিলাম হাউজটা আজ অদ্ভুত নীরব। সবাই কোথাও চলে গেছে নাকি ।”অ্যাকুয়ারা তার দিকে স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে বলল,

“প্রিন্স জ্যাসপার, আলবিরা, আর থারিনিয়াস বিশেষ মিশনে গিয়েছে। তবে বাকিরা হাউজেই আছে।”

কৌতূহল সামলাতে না পেরে ফিওনা বলল,“কিসের মিশন?”

“এথিরিয়নকে মুক্ত করতে,” অ্যাকুয়ারার উত্তর তার ভিতর থেকে কোনো অজানা তীব্র ভয়কে জাগিয়ে তুলল।

ফিওনার মনটা অজান্তেই ভারী হয়ে গেল। তারা কি এই বিপজ্জনক পথে গিয়ে তার গ্রান্ডপার কোনো ক্ষতি করে ফেলবে? গ্রান্ডপার জীবনের জন্য তার মন আকুল হয়ে উঠল, অনন্ত শূন্যতার দিকে তাকিয়ে সে প্রার্থনা করল, “প্লিজ, ঈশ্বর! আমার গ্রান্ডপাকে ওই ভয়ঙ্কর ড্রাগনের হাত থেকে রক্ষা করো।”

ফিওনার নিঃশব্দ প্রার্থনার শব্দ অন্ধকার আকাশের দিকে ভেসে যেতে লাগল।গাড়ি থামতেই, একে একে গাড়ি থেকে নামলো জ্যাসপার, আলবিরা আর থারিনিয়াস। তারা অন্ধকার রাতের পরিপ্রেক্ষিতে এলিগ্যান্ট পোশাকে জ্বলজ্বল করছে, রাতের গাঢ়তায়ও তাদের অভিজাত রূপ প্রতিফলিত হচ্ছে।

জ্যাসপারের দেহে গভীর কালো রঙের স্লিম ফিট স্যুট, যার নিচে পরিপাটি সাদা শার্ট আর সম্মানের প্রতীক হিসেবে গাঢ় কালো টাই ঝুলছে, হাতে ধরে আছে কিছু ল্যাব নোট, তার গাম্ভীর্যের গৌরব আরও স্পষ্ট করছে।থারিনিয়াসের ধূসর স্যুটের উপর শোভিত বটল গ্রিন টাই তাকে গবেষণায় নিমগ্ন এক উচ্চকোটি বিজ্ঞানীর ছাপ দিয়েছে।

হাতে ধরা গবেষণার নোটপ্যাড আর আলবিরা—ধূসর ব্লেজার আর কালো ট্রাউজারে, হালকা সাটিন শার্টের আভিজাত্যে চোখে ধারালো চশমা; তার দৃপ্ত ও চঞ্চল দৃষ্টি অসীম বুদ্ধিমত্তার পরিচায়ক।

ড.আর্থারের ভবনের সামনে অটল অবস্থানে রয়েছে নিরাপত্তার বলয়। ভারী অস্ত্রে সজ্জিত গার্ড, সকল গার্ড অভিবাদন জানিয়ে সম্মান প্রকাশ

করলেন জ্যাসপারকে।কিন্তু ডঃ. আর্থারের অনুমতি ছাড়া ভেতরে প্রবেশ নিষিদ্ধ ।

জ্যাসপার দৃঢ় কণ্ঠে, আভিজাত্যের পরতে মোড়ানোঅতুলনীয় সংলাপে বলল,

“মিস্টার আর্থারের কাছে জানিয়ে দিন, গ্রিসের বিখ্যাত সাইনন্টিস জ্যাসপার অরিজিন তাঁর সাথে দেখা করতে চান বিশেষ একটা কাজে।।”

গার্ডরা মুহূর্তেই সংবিৎ ফিরে পেল,আর নিরবধি শ্রদ্ধায় প্রণতি জানিয়ে এগিয়ে গেল ড. আর্থারকে সংবাদ দেওয়ার জন্য।গার্ডরা অনুমতি নিয়ে ফিরে আসার পর, তাদের আধুনিক ইলেকট্রনিক যন্ত্রের সাহায্যে প্রবেশের আগে জ্যাসপার, থারিনিয়াস,আর আলবিরাকে নিবিড়ভাবে সার্চ করলো। গার্ডদের কার্যক্ষমতা আর প্রযুক্তিগত দক্ষতা

দেখে জ্যাসপারের মনে কৌতূহল জন্ম নিল, যদিও তার উদ্দেশ্য ছিল আরও মহতী। মেইন দরজা অতিক্রম করে তারা অন্ধকার করিডোর পার হয়ে ভেতরে প্রবেশ করলো।

লিভিং রুমে প্রবেশ করে তাদের চোখে পড়ল এক অত্যন্ত মার্জিত চেহারার পুরুষ—ড.আর্থার ব্লেক। সোফায় বসে তিনি ছিলেন একটি

গাঢ় বাদামী রঙের স্যুটে, যার উপরে সাদা শার্ট আর কাঁধে ছিল উষ্ণ কাশ্মীরি সোয়েটার।

জ্যাসপার তাঁর দিকে এগিয়ে গেলো। মৃদু হাসি দিয়ে ড. আর্থার হাত বাড়ালেন। “ওয়েলকাম মিস্টার জ্যাসপার। কাইন্ডলি বসুন আপনারা,” তিনি বললেন, তাঁর গম্ভীর কণ্ঠস্বর একদম নিখুঁত ছিল।

একসাথে বসে পড়ার পর,আলবিরা আর থারিনিয়াসের চোখে ছিল সূক্ষ্ম উদ্বেগ, কিন্তু জ্যাসপার তার দৃঢ়তা বজায় রেখে কথোপকথনের সূচনা করলেন।“ড. আর্থার, আমি জানি আমাদের উপস্থিতি আপনার জন্য অপ্রত্যাশিত। কিন্তু আমাদের একটা গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা আছে।”

ড. আর্থার বিষণ্ণ দৃষ্টিতে তাঁদের দিকে তাকালেন, যেন গভীর চিন্তায়

নিমজ্জিত। “কিন্তু আমি যতদূর জানি গ্রিসের এমন নামে কোনো সাইন্টিস নেই, আপনি বোধহয় নতুন কোনো সাইন্টিস আর অবশ্য এটাই হবে কারন ইউ আর লুকিং ইয়াং ম্যান।” জ্যাসপার স্বচ্ছন্দে হাসলেন, “জী, মিস্টার, আমি নতুন বিজ্ঞানী, আর এরা আমার এসিস্ট্যান্ট, থারিনিয়াস আর আলবিরা।”

ড.আর্থার তাঁর গম্ভীর চোখে তাঁদের দিকে তাকিয়ে রইলেন। “তো বলুন, কী আলোচনার জন্য এসেছেন আর আপনাদের আমি কিভাবে সাহায্য করতে পারি?”জ্যাসপার তাঁর বক্তব্যে স্থিরতা আনার চেষ্টা করে বললো, “আমি আপনার থেকে বয়সে ছোট তাই আপনি আমাকে তুমি করে বলুন সমস্যা নেই, তো আমরা আসলে অত্যন্ত বিশেষ প্রকল্পের

বিষয়ে আলোচনা করতে এসেছি। এটা আমাদের দুপক্ষের স্বার্থের জন্য গুরুত্বপূর্ণ। আমরা জানতে পেরেছি আপনি আর মিস্টার ওয়াং লি আর মিস্টার চেন শিং মিলে একটা ড্রাগনকে নিয়ে গবেষনা করছেন ।”

ড.আর্থার চোখ কুঁচকে গেল। “ড্রাগন? সে তো এক রহস্যময় বিষয়, তুমি কিভাবে জানলে?”

জ্যাসপার বিস্ময় আর বিরক্তির সংমিশ্রণে ভরা দৃষ্টিতে ড.আর্থারের দিকে তাকালো। “আমি কিভাবে জানলাম সেটা বড় কথা নয়, তবে এই পরিকল্পনায় আপনি আমাদেরকে সামিল করবেন। আপনার পরবর্তী মিটিংয়ে আমরা আপনার সাথে থাকবো।”“অসম্ভব!” ড.আর্থার গর্জন করে উঠলেন। “আর তোমার কি যা তা বলছো? ড্রাগন কোথা থেকে

আসবে? পৃথিবী থেকে তো ড্রাগন কবেই বিলুপ্ত হয়ে গেছে! কি সব বলছো? প্লিজ, ডোন্ট ওয়েস্ট মাই টাইম এন্ড প্লিজ, লিভ!!”

জ্যাসপার তাঁর স্থির দৃষ্টিতে ড.আর্থারকে লক্ষ্য করে বললেন, “মিস্টার ব্লেক, আপনার কি মনে হয় আমরা সঠিক তথ্য না পেয়েই এখানে চলে এসেছি, আপনি যেভাবে বিষয়টা অস্বীকার করছেন ,তা

আপনার বিজ্ঞানের প্রতি অবিচল বিশ্বাসের অভাব নির্দেশ করে ড্রাগনরা বিলুপ্ত নয়; তারা এখনো বিদ্যমান, আমাদের কাছে প্রমাণ রয়েছে।”

“প্রমাণ?” ড.আর্থার তীব্র ভঙ্গিতে বললেন। “আমি বিজ্ঞান বিষয়ক তথ্য ছাড়া অন্য কিছু বুঝিনা। তোমার কথাগুলো কল্পনার ফসল, এসব মনগড়া বিষয়ে আমি কোনো

টাইম ওয়েস্ট করতে চাচ্ছিনা।”“আপনি যদি আমাদের কথায় রাজি হন” আলবিরা তাঁর কথা বলতে চেষ্টা করলেন,“তাহলে আমরা এই রহস্যের আসল চিত্র ফুটিয়ে তুলতে পারবো। আমাদের হাতে এমন তথ্য রয়েছে যা আপনার গবেষণাকে এক নতুন দিগন্তে নিয়ে যেতে পারে।”

ড. আর্থার মাথা নাড়লেন, তাঁর চোখে সংশয়। “আমার কাছে সময় নেই। আমি বিজ্ঞানী, আর আমি এমন কিছুতে জড়িয়ে পড়তে চাই না যা বাস্তবে প্রতিস্থাপিত হয়নি। তাই আপনারা আমার কাছে এসে সময় নষ্ট করবেন না।”

থারিনিয়াস ডঃ. আর্থারের দিকে তাকালো, কিছু বলার আগে গভীর শ্বাস নিলো। “আমাদের সম্পর্কে

আপনি কি জানেন? আমরা আপনাকে এমন তথ্য দিতে পারি যা পৃথিবীর আর কোনো সাইন্টিস দিতে পারবে না।”

কিন্তু ড.আর্থার তাঁর ধৈর্য হারাতে বসেছিলেন। “আমি আপনাদের এই বিষয়টি নিয়ে আর কোনো কথা বলতে চাইনা এখন বিদায় নিন, আপনার গবেষণা অন্য কোথাও যেয়ে করুন।”তাদের মধ্যে গম্ভীরতা

নেমে এল,আর জ্যাসপার বুঝতে পারলো যে তাঁদের পরিকল্পনার জন্য নতুন কৌশল আবিষ্কার করতে হবে।

“ড.আর্থার,আমার দিকে তাকান,” জ্যাসপার স্থির কণ্ঠে বললো।

ড.আর্থার কিছুক্ষণ ধরে জ্যাসপারের দিকে তাকিয়ে থাকলেন, কিন্তু হঠাৎই জ্যাসপারের সবুজ চোখের গভীরতায় এক অদ্ভুত পরিবর্তন ঘটে। সেই চোখ থেকে একটা মৃদু,

কিন্তু প্রবল আলোর আভা বেরিয়ে এসে ড.আর্থারের মস্তিষ্কে ঢুকে পড়ল।

ড.আর্থার প্রথমে অপ্রস্তুত হয়ে গেলেন, কিন্তু অদূরেই তাঁর দৃষ্টিতে এক ধরনের মায়াবী অবস্থা বিরাজ করতে শুরু করল।তাঁর চারপাশের পৃথিবীটা ম্লান হতে শুরু করেছে আর একমাত্র জ্যাসপারই তাঁর পুরো দৃষ্টি আকর্ষণ করতে সক্ষম হয়েছে।

ড.আর্থার এক অবিনশ্বর স্বপ্নের মধ্যে নিমজ্জিত হলেন। জ্যাসপারের চোখের আভা তাঁর মস্তিষ্কের গভীরে প্রবাহিত হয়ে তাঁর চিন্তা-ভাবনাকে মুছে ফেলতে শুরু করল। এক অদ্ভুত,মায়াবী জাদুর মধ্যে তিনি পড়ে গেলেন,যেখানে শুধুমাত্র জ্যাসপারের শব্দরাই তাঁর জন্য অর্থবহ হয়ে উঠছিল।

“আপনার কাছে যে তথ্য আছে, তা আমাদের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ,” জ্যাসপার বললো ,তাঁর কণ্ঠস্বর দৃঢ়। “আপনি আমাদের পরিকল্পনায় সহায়তা করবেন।আমরা এথিরিয়ন ড্রাগনকে মুক্ত করতে চাই আর আপনি আমাদের এই কাজে সাহায্য করবেন।”ড.আর্থার,যিনি এখন জ্যাসপারের বশবর্তী,শুধু তাঁর নির্দেশনা অনুসরণ করতে শুরু

করলেন। “হ্যাঁ,আমি তোমাদের সহায়তা করব,” তিনি স্থিরতার সঙ্গে বললেন,যেন এটি তাঁর নিজস্ব ইচ্ছা। “এখন আমাকে আপনার পরবর্তী মিটিংয়ের সময় আর স্থানের বিষয়ে বলুন,” জ্যাসপার জিজ্ঞেস করলো, তাঁর চোখের আলো এখনও ড.আর্থারের মস্তিষ্কে প্রবাহিত হচ্ছিল। ড. আর্থার কিছুক্ষণ ভাবলেন, তারপর বললেন,

“পরবর্তী মিটিং আগামী সপ্তাহে, সেন্ট্রাল লন্ডনের একটি গবেষণা প্রতিষ্ঠানে। আমি সেখানে মিস্টার ওয়াং লির সাথে দেখা করব।”“প্রতিদিনের আপডেট আমাকে জানাবেন,” জ্যাসপার বললো। “এবার আপনি কি আপনার পার্টনার হিসেবে আমাদের নিতে প্রস্তুত ।”

ড.আর্থার মাথা নেড়ে সম্মতি জানালেন,তাঁর মনে কোনো সংশয় ছিল না। তিনি জ্যাসপারের নির্দেশনা গ্রহণ করতে পুরোপুরি প্রস্তুত ছিলেন।

জ্যাসপার,আলবিরা আর থারিনিয়াস একে অপরের দিকে তাকিয়ে বুঝলো যে তাঁরা প্রথম ধাপে সফল হয়েছে। এবার তাঁদের পরবর্তী পদক্ষেপের জন্য প্রস্তুতি নিতে হবে।

ড. আর্থারকে হিপনোটাইজ করা ছিল তাঁদের প্ল্যানের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ,আর এখন এই তথ্য তাঁদের কাজে লাগবে।

জ্যাসপার ড. আর্থারের কাছে একটি কার্ড দিয়ে বললেন, “এটি আমার ইমেইল। যোগাযোগের জন্য আপনি এটা ব্যবহার করবেন।”ড.আর্থার,যিনি এখনও হিপনোটাইজড অবস্থায় ছিলেন,

নিঃশব্দে কার্ডটি গ্রহণ করলেন,তাঁর চোখে কোনো ভাবনা ছিল না,শুধু একান্তভাবে জ্যাসপারের নির্দেশনা অনুসরণ করছিলেন।

কিছুক্ষণ পর,জ্যাসপার আলবিরা আর থারিনিয়াসের দিকে তাকিয়ে বললেন, “তোমরা গ্লাস হাউজে ফিরে যাও। আমার একটা বিশেষ কাজ আছে, যা আমাকে একা শেষ করতে হবে।”

“ঠিক আছে, প্রিন্স,” আলবিরা উত্তর দিল। তাঁর কণ্ঠে উদ্বেগের ছোঁয়া ছিল,আপনি সাবধানে থাকবেন?”

জ্যাসপার মাথা নেড়ে বললো, “ভয় পাওয়ার কিছু নেই। আমি সঠিক সময়ে ফিরে আসবো।”

থারিনিয়াস আলবিরার দিকে তাকিয়ে বললো, “আমরা এখনই চলে যাই। প্রিন্সের নির্দেশনায় আমাদের কাজ শেষ করতে হবে।”থারনিয়াস আর

আলবিরা একত্রে গাড়ির দিকে পা বাড়ালো, যখন জ্যাসপার স্থির দাঁড়িয়ে রইলো।তাঁর মনোযোগ ছিল ভবিষ্যতের প্রতি, যা এখন সম্পূর্ণরূপে তাঁর হাতে। তাঁদের পরিকল্পনা বাস্তবায়নে নতুন চ্যালেঞ্জ আসবে, কিন্তু সে জানতো যে সঠিক সময়ে সঠিক পদক্ষেপ নিলে সবকিছুই সম্ভব।

আলবিরা আর থারিনিয়াস গাড়িতে উঠে যাওয়ার পর, জ্যাসপার এক মুহূর্তের জন্য দাঁড়িয়ে রইলো সে এক দৃষ্টিতে সামনে তাকালো, তাঁর মনে দৃঢ় সংকল্প নিয়ে,আর আস্তে আস্তে সেই পথ ধরে এগিয়ে গেলো,যা তাঁকে নতুন পরীক্ষার দিকে নিয়ে যাবে।মিস্টার চেন শিং এখনো একটি নিঃসঙ্গ কক্ষে বন্দি। কক্ষটি অন্ধকারাচ্ছন্ন আর শীতল,

অভ্যন্তরে থাকা কোনো আশার আলো প্রবেশ করতে পারে না। প্রতিদিন কয়েকজন গার্ড তাঁর কাছে খাবার রেখে যায়, কিন্তু তাঁদের মুখাবয়বে কোনো সহানুভূতি বা কথা থাকে না—তারা একদৃষ্টে খাবার রেখে চলে যায়।

অথচ, ওয়াং লি তার সাথে দেখা করতে আসেনি,দিন গড়িয়ে যাওয়ার পরও তাঁর কোনো পদচারণা নেই।

চেন শিংয়ের মনে এক ধরনের উদ্বেগ আর অধৈর্যতা দেখা দিতে শুরু করেছে। তিনি জানেন, তাঁর বন্দিত্বের কারণ কেবল একটি—ড্রাগনের শক্তি আর তার সঙ্গে সম্পর্কিত গবেষণা। অথচ, এই মিসিং পিসটি তাঁর জীবনে এক অন্ধকারময় চিত্রের মতো রয়ে গেছে।দুদিন আগে, যখন গার্ডরা খাবার নিয়ে আসে,চেন শিং তাদের

জিজ্ঞাসা করেছিলেন, “ওয়াং লি কোথায়? কেন সে আমার সঙ্গে কথা বলতে আসছেন না ?” কিন্তু গার্ডরা উত্তর দিতে অস্বীকার করে, শুধুমাত্র চোখে চোখ রেখে চলে যায়।

চেন শিংয়ের মনের মধ্যে একটা পরিকল্পনা তৈরি হচ্ছে। সে জানে,যদি তাকে মুক্তি পেতে হয়, তাহলে তাকে নিজেই কিছু করতে হবে। তাঁর শারীরিক অবস্থার

অবনতি হলেও, তিনি তাঁর তথ্যের ব্যাপারে নিশ্চিত—যেকোনো মূল্যে তিনি এই পরিস্থিতি থেকে মুক্তি পেতে পারবেন।

গার্ডদের রুটিনের প্রতি নজর রেখেই, তিনি একটি সুযোগের অপেক্ষায় রয়েছেন।গভীর রাতের নিঃশব্দতা হঠাৎ করে ভেঙে পড়ে,যখন আকাশে প্রতিধ্বনিত হয় একটি ভয়ংকর গর্জন।আলবিরা আর

থারিনিয়াস অনেক আগেই হাউজে ফিরে এসে গভীর ঘুমে নিমজ্জিত হয়েছে,কিন্তু ফিওনার চোখে ঘুমের পাতলা আবরণও নেই। বিছানায় শুয়ে শুয়ে সে গ্লাসের দেওয়াল ভেদ করে রাতের আকাশের দিকে তাকিয়ে থাকে,তার মন কেবল অজানা চিন্তায় ভরে আছে।

হঠাৎ করে, নতুন করে একটি ভূমিকম্পের মতো কম্পন অনুভূত

হয়। ফিওনার হৃদয় মুহূর্তের জন্য থমকে যায়, তবে সে চমকায় না। সে জানে, রাতে যখন ড্রাগনরা আসে বা যায়, তখন এমনটা হওয়া স্বাভাবিক। তাদের বিশাল দেহের ভার এই পাহাড়ের স্থলকে নাড়িয়ে দেয়।ফিওনার মনে প্রশ্ন ঘুরপাক খাচ্ছে—গ্রান্ডপা ঠিক আছে তো? নাকি বিপদের সম্মুখীন হয়েছে? এই দুশ্চিন্তাগুলি তার মনকে তাড়িয়ে

বেড়াচ্ছে কিন্তু সে ভাবে কেনো গ্রান্ডপা তার খোঁজ করছেন না? তাহলে কি জ্যাসপার তাকে এমন জায়গায় এনে রেখেছে যেখানের খোঁজ পৃথিবীর কেউই পাবেনা।

জ্যাসপার মাটিতে শক্ত গড়নে পা রাখতেই এক ঝটকায় তার বিশাল ড্রাগন রূপ পাল্টে মানব রূপে ফিরে আসে।তবে, সেই মুহূর্তে তার শরীরের অবস্থা ভালো ছিল না।

পাহাড়ের চূড়ায় শুয়ে সে ধীরে ধীরে উঠার চেষ্টা করে, কিন্তু তার প্রতিটি সংকল্প শরীরের দুর্বলতার কাছে নতি স্বীকার করছে।হিপনোটাইজ করার সময় তার শক্তির সীমা অতিক্রম হয়ে গেছে। শ্বাস নেওয়াটাও তার জন্য কঠিন কাজ হয়ে দাঁড়ায়। সে অনুভব করে, তার ফর্সা গায়ের রঙ ধীরে ধীরে সবুজে রূপান্তরিত হচ্ছে,তার ড্রাগন

অভ্যন্তরের অসীম শক্তির প্রভাব প্রকাশ পাচ্ছে। গলায়, হাতের পায়ে, অস্থিরভাবে ড্রাগনের আঁশের মতো কাঁপুনি অনুভব করে। তার ঘাড়ের ট্যাটুটি সংকেত পাঠাচ্ছে, তাকে সতর্ক করছে। সে জানে,তার শরীর দুর্বল হয়ে পড়েছে আর সময়ের সাথে সাথে তা আরো খারাপ হতে পারে। তবে, সাহসের অভাব নেই। জ্যাসপার নিজেকে বললো, “আমি

ড্রাগন প্রিন্স, আমি দুর্বল হতে পারিনা।কোনো রকম বাধা আমায় থামাতে পারবে না।”এক হাতে পাহাড়ের জমিন ধরে সে নিজেকে টেনে তুলতে শুরু করে, তার মনযোগ কেন্দ্রীভূত করে আপাতত নিজের কক্ষের দিকে। ড্রাগনদের মধ্যে তার শক্তির অতিক্রম ঘটিয়েও সে এখনও তার মিশন সম্পন্ন করার জন্য প্রস্তুত।

আকাশের অন্ধকারের দিকে তাকিয়ে, জ্যাসপার নিজের ভিতরে রাগ আর সংকল্পের আগুন জাগিয়ে তোলে—“আমি যেকোনো মুল্য আমার ভাইকে রক্ষা করবো, ড্রাকোনিসকে দেয়া কথা আমি রাখবো, পৃথিবীর কোনো দুর্বলতা আমাকে থামাতে পারবেনা”জ্যাসপার দুর্বল, শক্তিহীন দেহটাকে কোনোরকম টেনে-হিঁচড়ে গ্লাস হাউজের ভেতরে প্রবেশ

করলো।প্রতিটি পদক্ষেপ তাকে আরো ক্লান্ত করে তুলছিল, মনে হচ্ছিল শারীরিক শক্তির অবসান ঘটছে। শরীরের রং প্রায় সবুজ হয়ে এসেছে, প্রাকৃতিক কোনো প্রক্রিয়ায় রূপান্তরিত হচ্ছে। জ্যাসপারের রক্তিম বেগুনি (crimson purple) ঠোঁটজোড়া সবুজ রঙের মিশ্রণে এক প্রকার ফ্যাকাসে বাদামী রঙ ধারন করেছে।তার মুখের এই পরিবর্তন

ভয়াবহ অভিজ্ঞতার ইঙ্গিত দেয়,তার শরীরের শক্তি আর রঙ উভয়ই হ্রাস পাচ্ছে। মৃদু আলোয় তার ঠোঁটগুলো মলিন আর অস্পষ্ট হয়ে উঠেছে, যা তার দুর্বলতা আর দুশ্চিন্তাকে আরও স্পষ্ট করে তোলে।

গলায়, বুকে,আর হাতে ড্রাগনের আঁশের মতো ফুটে উঠেছে অদ্ভুত চিহ্ন, যা তার ড্রাগন পরিচয়ের প্রতি ইঙ্গিত করে। এই আঁশগুলো তাকে

সতর্ক করে দিচ্ছে, বলছে যে সে এখনো সম্পূর্ণভাবে তার মানব রূপে ফিরে আসেনি। অদ্ভুত অনুভূতি, একদিকে শারীরিক দুর্বলতা, অন্যদিকে তার ড্রাগন শক্তির স্মৃতি,যা তাকে নাড়া দিচ্ছে।

গ্লাস হাউজের ভেতরে ঢুকে সে এক মুহূর্তের জন্য দাঁড়িয়ে পড়ল।“আমাকে সুস্থ হতে হবেই,” সে মনে মনে বলল, নিজেকে উদ্বুদ্ধ

করতে। তার হৃদয়ে,এথিরিয়নের জন্য আবেগ-গভীর ভালোবাসা,ৎযা তাকে আরও একবার শক্তি জোগানোর প্রতিশ্রুতি দিল।

জ্যাসপার নিজেকে মানসিকভাবে দৃঢ় করতে চেষ্টা করল, সিঁড়ির কাঠের হাতল ধরে ধীরে ধীরে দোতলায় ওঠার জন্য প্রচণ্ড পরিশ্রম করতে হলো তাকে। তার শরীর দুর্বল, প্রতিটি ধাপ তাকে আরও বেশি ক্লান্ত

করছে। সিঁড়ির প্রতিটি কাঠের শব্দ মনে হচ্ছিল তার দুর্বলতা আর ভেঙে পড়ার চিত্র ফুটে উঠছে।

উপর উঠে এসে, সে এক পলক চারপাশে তাকাল। মনে হল, নিজের শারীরিক অবস্থার জন্য কিছু জরুরি করার প্রয়োজন। তার বোধগম্য হচ্ছে যে, এই মুহূর্তে শরীরের বায়োকেমিক্যাল প্রয়োজন পড়বে। কিন্তু কেনো,সে তো মাত একবার

হিপনোটাইজ করেছে। এই প্রচন্ড অসুস্থতা তার মনের গভীরে এখনও পরিষ্কার নয়। সে জানে, পৃথিবীতে সার্ভাইব করাটা এখন সত্যিই কঠিন হয়ে উঠেছে।এছাড়া, এই মুহূর্তে ভেনাসে ফিরে যাওয়ার চিন্তা মনে আসতেই, তার মনে গভীর উদ্বেগ দেখা দিল। ড্রাগন রূপে ধরা তো অসম্ভব, কারণ সে জানে,সেই রূপের শক্তি আর ক্ষমতা এখন পুরোপুরি

বিলীন। দৃষ্টির সামনে ভাসতে থাকা এই সমস্যাগুলোর মধ্যে, জ্যাসপার ঠিক করতে পারছিল না কিভাবে সে তার অবস্থার পরিবর্তন ঘটাবে।

তার মনের অন্ধকারে একটাই চিন্তা —যেভাবেই হোক, তাকে পৃথিবীতে সার্ভাইব(টিকে থাকা) করতেই হবে ।

আরেকটু হেঁটে নিজের কক্ষে যাওয়া তার পক্ষে সম্ভব ছিল না। দোতলায়

পৌঁছাতেই ফিওনার কক্ষের দিকে তার চোখ চলে যায়। আপাতত, সেখানে প্রবেশ করতে হবে। স্লাইডিং দরজাটি খুলে যায়, আর জ্যাসপার ঝুঁকে পড়ে ফিওনার কক্ষে প্রবেশ করে।তারপরে, সে বিশাল ক্লান্তিতে কক্ষের মেঝেতে হুমড়ি খেয়ে পড়ে যায়। তখন ফিওনা,কাঁচের দেয়াল থেকে বাইরের দৃশ্য দেখছিল, হঠাৎ স্লাইডিং দরজার

মৃদু শব্দে পেছন ফিরে তাকায়। ঠিক তখনই তার দৃষ্টির সামনে পড়ে যায় জ্যাসপার, যে এই মুহূর্তে কক্ষের সামনে অবসন্ন অবস্থায় মাটিতে পড়ে আছ।

ফিওনার হৃদয়ে একটানে ঝাঁকুনি দিয়ে ওঠে। সে দ্রুততার সাথে জ্যাসপারের অবস্থা দেখার চেষ্টা করে।জ্যাসপারের শরীরের অবস্থা তার মনকে আতঙ্কিত করে তোলে—

তার গা সবুজ, ঠোঁটগুলো রক্তিম বেগুনির সাথে মিশে ফ্যাকাশে বাদামী রঙ ধারণ করেছে।

ফিওনার হৃদয়ে অজানা আতঙ্ক ভর করে ওঠে। জ্যাসপারের রূপ রীতিমতো ভয়ের উদ্রেক করে—সবুজ রঙের দেহ,বাদামী ঠোঁট, যেন সে এক অশুভ কিছুর ইঙ্গিত বহন করছে। এই চরম অচেনা রূপ তার মনের ভিতরে গভীর এক অস্বস্তি

সৃষ্টি করে। সে পা বাড়াতে সাহস পায় না, বরং একধরনের থমকে যাওয়া অনুভূতি তার প্রতিটি স্নায়ুকে গ্রাস করে।ফিওনা এক পা সামনে এগোতে গিয়ে থমকে যায়,তার পেটে মনে হচ্ছে একটি ভারী পাথর চেপে বসেছে।

“এটা কি হয়েছে?” চিন্তার গভীরে গিয়ে মনে আসে। তার মনে

ভয়ংকর চিন্তা উঁকি দেয়—এরকম ভয়ংকর রুপ কেনো?

এমনকি, ভয়ে শ্বাস নিতে কষ্ট হচ্ছে। ফিওনার চোখে জল আসতে থাকে, সে ধীরে ধীরে জ্যাসপারের দিকে এগিয়ে যায়, কিন্তু সাহসিকতার প্রত্যেক পদক্ষেপে তার অন্তরাত্মা এক অদ্ভুত দ্বিধায় রুদ্ধ হয়ে পড়ে।

জ্যাসপার চোখ তুলে ফিওনার দিকে তাকায়, তার দৃষ্টি কিছু না বলা কথা উড়ানোর চেষ্টা করছে। তার সবুজ চোখে তখন কষ্টের ছায়া ফুটে ওঠে,যা তার যন্ত্রণার সাক্ষী। ধীরে ধীরে,জীবনের সব শক্তি একত্রিত করে,সে অস্থিরভাবে উঠতে চেষ্টা করে। পা দুটি আলতোভাবে মেঝের দিকে চলে আসে, কিন্তু শরীরের দুর্বলতা তাকে বশীভূত করে।

অবশেষে জ্যাসপার বিছানার সামনে পৌঁছায় আর অত্যন্ত ধীর গতিতে শুয়ে পড়ে। বিছানার নরম ম্যাট্রেস তার জন্য প্রশান্তির আশ্রয়স্থল হয়ে ওঠে, কিন্তু তার মুখাবয়বের ক্ষোভ আর কষ্ট সে লুকাতে পারে না। মুখের বাঁক যখন অস্পষ্ট তখন তার ঠোঁটের মাঝে অদ্ভুত একটি বোধ নিহিত থাকে।“এই মেয়ে,” জ্যাসপার নিঃসৃত এক গম্ভীর হাহাকার তুলে

বলো। শব্দগুলো কষ্টের ভারে নুয়ে পড়ে।

ফিওনার হৃদয়ে এক ঝড় শুরু হয়। জ্যাসপারের গাঢ় সবুজ দেহ, যার ওপর এখনো ড্রাগনের আঁশের ছায়া,তাকে আরও ভীতিকর করে তুলেছে।

জ্যাসপারের মুখের ভাষায় অসহায়ত্ব ধরা পড়ে, যা ফিওনার অন্তরে কিছুটা অস্বস্তি জন্ম দেয়। তার মনের

অন্দরে প্রতিধ্বনিত হয়, “এই মেয়ে,শব্দটা।

ফিওনা আতঙ্কে এক পা এগিয়ে আসে, জ্যাসপারের রূপের ভীতি তাকে কিছুটা থমকে দেয়।

“আলবিরাকে ডাকো,” জ্যাসপার অগ্নিঝরা কাঁপা কাঁপা কণ্ঠে নির্দেশ দেয়। ফিওনা কিছু একটা প্রশ্ন করার ভাবমূর্তি ফুটিয়ে তুলে। তবে এর আগেই, জ্যাসপারের সবুজ

চোখজোড়া নিমেষে বন্ধ হয়ে যায়, এক মুহূর্তে সে পুরো পৃথিবী থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেলো।ফিওনা দ্রুত কক্ষ থেকে বেরিয়ে এসে মুহূর্তের কণ্ঠস্বর গিলে খাওয়ার চেষ্টা করল। তার হৃদয়ে আতঙ্কের স্রোত প্রবাহিত হতে লাগল, মনে হচ্ছিল,প্রতিটি মুহূর্তে অশুভ কিছু ঘটতে পারে। আলবিরার কক্ষের দিকে এগোতে গিয়ে, সে হঠাৎ একটি তীক্ষ্ণ বোধ

অনুভব করে—মনের গভীরে একটি ক্ষীণ স্বর তাকে বলছিল,এই মুহূর্তে সঠিক সিদ্ধান্ত নিতে হবে।

“না, এখান থেকে পালাতে হবে,” সে সিদ্ধান্তে স্থির হয়ে লিভিং রুমের দিকে চলে আসে।লিভিং রুমের মূল দরজার দিকে গিয়ে, ফিওনা তা খুলতে আপ্রাণ চেষ্টা শুরু করে। দরজার উপরে তার হাতের স্পর্শে জমে থাকা ধুলোর প্রতি তার চোখ

পড়ল।সেই ধুলো তার উদ্বেগের চিহ্ন —কতোদিন সে এখানে আটকানো ছিল। দরজাটি দুলতে শুরু করে, ফিওনার হৃদপিণ্ডের গতি বাড়তে লাগল মনে হচ্ছে সৃষ্টির প্রতিটি কোণে অদ্ভুত সংকট ঘনীভূত হচ্ছে। তার পায়ের তলায় মেঝে ভারী হয়ে উঠছে,আর সে নিজেকে এক খাঁচায় আবদ্ধ মনে করল।।

“দ্রুত!” সে দরজাটির হাতল টেনে ধরল,কিন্তু এটা যেনো তাকে বিরোধিতা করছে।সে জানে,জ্যাসপারের সঙ্গে অস্বাভাবিক কিছু ঘটেছে,আর এটাই সুযোগ পালানোর।কিন্তু ফিওনা পুনরায় ব্যর্থ হলো,দরজাটি এক নিষ্ঠুর প্রতিবন্ধকতার মতো তার সামনে দাঁড়িয়ে রইল। হতাশার শীতল হাওয়া তার শরীরে বয়ে গেল,মনে

হলো সেই দরজা খুলতে পারা ছিলো একেবারেই অসম্ভব।দৃষ্টি তখন দিগন্তে, কিন্তু মন মানসিকতা অন্ধকারের গভীরে ডুবে গেল।

এই মুহূর্তে জ্যাসপারের বিষয়ে এক নতুন আতঙ্ক কাতর করে উঠল ফিওনার হৃদয়ে। “যদি ওই ফায়ার মনস্টারটার কিছু হয়ে যায়,” সে চিন্তিত ভাবে, “তাহলে সবাই মিলে আমাকেই দায়ী করবে। তারা মনে

করবে, আমি নিশ্চয় কিছু করেছি।”অসহ্য দুশ্চিন্তার স্রোতে ভেসে চলছিল ফিওনা। সে নিজের ভেতরে এক প্রকার যুদ্ধ অনুভব করছিল, ঘরের চারপাশের আবহাওয়াও তার সাথে প্রতারণা করছিল; প্রতিটি মুহূর্তে মনে হচ্ছিল, অন্ধকারে লুকিয়ে থাকা প্রতিটি ছায়া তাকে লক্ষ্য করে হাসছে।

ফিওনা পুনরায় কাঠের সিঁড়ি বেয়ে আলবিরার কক্ষের সামনে উপস্থিত হলো। তবে এখানেও কোনো দরজা নেই; শুধু একটানা গ্লাসের দেয়াল। বিভ্রান্তির জালে আবদ্ধ হয়ে গ্লাসের টাচ করলো আর সে ভাবতে লাগল,"এখন আমি কি করব?"হঠাৎ, আলবিরার কক্ষের স্লাইডিং দরজা এক চঞ্চল শব্দে খুলে গেল। ফিওনা বুঝতে পারল,তার দুশ্চিন্তা আর

আতঙ্কের মধ্যে কিছুটা আশার আলো দেখা দিয়েছে। যখন সে দরজায় হাত দিয়েছে, তখনই কক্ষে আলবিরার কাছে সিগন্যাল পৌঁছে গেছে। এক মুহূর্তের মধ্যেই, সে দ্রুত আলবিরার কক্ষে প্রবেশ করে। আলবিরা তার কক্ষের প্রবেশদ্বারের পাশে দাঁড়িয়ে বিরক্তির সাথে বলল, “এই মেয়ে! এই এত রাতে তুমি আমার কক্ষের সামনে কি করছ?”

তার কণ্ঠে উল্টো দিকে ঢোকা ভাঁজ ছিল।

ফিওনা নিঃশ্বাস টেনে নিয়ে বলল, “বলছিলাম যে, আপনাদের প্রিন্স—জ্যাসপার, তার কি জানি হয়েছে?” তার চোখের উন্মাদনা আর আতঙ্ক স্পষ্ট ছিল,যেন সে কিছু হারানোর ভয়ে কাতর।

“কিহ? প্রিন্সের কি হয়েছে? আর উনি কোথায়?” আলবিরার কণ্ঠে

উদ্বেগের প্রতিধ্বনি ছিল, কিন্তু সেই উদ্বেগের মধ্যেও একধরনের অবিশ্বাস ছিল।

“উনি আমার কক্ষে...” ফিওনা কথাগুলো বলেই স্থির হয়ে রইল। আলবিরা হঠাৎ করে দরজার দিকে দৌড়ে বেরিয়ে গেলো। সে দ্রুত থারিনিয়াসকে সিগন্যাল পাঠালো থারিনিয়াসের সাড়া পাওয়ার আগেই,

ফিওনা আলবিরার পিছনে পিছনে ছুটতে লাগল।

আলবিরা আর থারিনিয়াস ফিওনার ঘরে প্রবেশ করার মুহূর্তে তারা যে দৃশ্যের সম্মুখীন হলো, তা ছিল ভীতিকর। জ্যাসপার বিছানায় উবুড় হয়ে হাত-পা ছড়িয়ে শুয়ে আছে,মনে হচ্ছে কোন অদৃশ্য শক্তি তাকে দখল করে রেখেছে। তার মুখাবয়ব নিস্তেজ, আর শরীরের রঙ এখনও

সবুজ আর ঠোঁটজোড়া বাদামী মিশ্রণে ধূসর হয়ে আছে।

“এটা কি হয়েছে?” থারিনিয়াসের কণ্ঠে উদ্বেগের ছাপ স্পষ্ট। সে দ্রুত জ্যাসপারকে সোজা করার জন্য এগিয়ে এল। আলবিরা কিছু না বললেও,তার চোখে উদ্বেগ আর সহানুভূতির চিহ্ন ছিল।

“হিপনোটাইজ করার ফলেই এরকম হয়েছে,” আলবিরা বলল। তার কণ্ঠে

বিচলিত ভাব ছিল, “আমাদের দ্রুত কিছু করতে হবে থারিনিয়াস।”জ্যাসপারের শরীরের অবস্থা দেখে মনে হচ্ছিল,সে কঠিন সংগ্রামের মধ্যে ছিল, যা তার অভ্যন্তরীণ শক্তির সীমা অতিক্রম করেছে।

থারিনিয়াস জ্যাসপারের মাথা তুলতে সাহায্য করে যাতে করে তার গলা সহজে নিঃশ্বাস নিতে পারে।

“আমরা এখন কি করব?” আলবিরা আতঙ্কিত গলায় জিজ্ঞাসা করল।

“মনে হচ্ছে প্রিন্সের শরীরে বায়ো ক্যামিকেলের ঘাটতি দেখা যাচ্ছে ,” থারিনিয়াস উত্তর দিলো, “তবে আমাদের আগে নিশ্চিত হতে হবে, কি কারণে তার এই অবস্থা।”

আলবিরা দ্রুত চারপাশে নজর রাখল। “তার শরীরের

বাহৌকেমিক্যাল প্রবেশ করানোর ব্যবস্থা করতে হবে।”

জ্যাসপারের নিথর শরীরের দিকে তাকিয়ে, আলবিরার মনে এক ধরনের দুশ্চিন্তা ভর করল। সে জানে জ্যাসপার তাদের জন্য কতটা গুরুত্বপূর্ণ আর তাকে সুস্থ করতে না পারলে তাদের ভেনাসের সবাইকে এক কঠিন পরীক্ষার মুখোমুখি হতে হবে।“আলবিরা, তুমি অ্যাকুয়ারাকে

ডাকো, ”থারিনিয়াস বলল, তার কণ্ঠে দ্রুততার আর জরুরি অনুভূতি। “ও কিছু ভেষজ ঔষধ তৈরি করতে পারবে। আর আমি এখনই ল্যাবে যাবো, ড্রাকোনিসের সাথে কথা বলতে হবে। সে আমাদের সাহায্য করতে পারে।”

“ঠিক আছে, আমি এখনই অ্যাকুয়ারাকে ডেকে আনছি,” আলবিরা নিশ্চিত কণ্ঠে বলল। তার

মুখে উদ্বেগের ছাপ ছিল, কিন্তু সে জানতো যে এই মুহূর্তে সময় খুব মূল্যবান।

থারিনিয়াস দ্রুত ল্যাবের দিকে রওনা হলো, সে জানতো যে ড্রাকোনিসের সাহায্য ছাড়া তারা এই সংকট থেকে বেরিয়ে আসতে পারবে না।

আলবিরা শীঘ্রই ফিওনার কাছে ফিরে আসলো, “আমি অ্যাকুয়ারাকে ডাকতে যাচ্ছি। তুমি এই মুহূর্তে

প্রিন্সের কাছে থাকো, আমরা খুব তাড়াতাড়ি ফিরে আসব।”অ্যাকুয়ারা আলবিরার ডাক শুনে দ্রুত ফিওনার কক্ষে প্রবেশ করলো। তার চোখে উদ্বেগের ছাপ, আর আলবিরার কথাগুলো শুনে বুঝতে পারল যে পরিস্থিতি কতটা জটিল।

“আলবিরা, প্রিন্সের অবস্থা খুব গুরুতর,” অ্যাকুয়ারা দ্রুত বলে উঠলো। “আমাদের হাতে সময়

নেই,আমাকে এখনই ভেষজ ঔষধ তৈরি করতে হবে।”

“তুমি এখনি যাও,” আলবিরা উত্তর দিলো,”তাড়াতাড়ি উপাদান সংগ্রহ করে ঔষধ তৈরির কাজে লেগে পড়ো। প্রিন্সের জন্য একেকটা সময় এখন খুব গুরুত্বপূর্ণ।”“ঠিক আছে,” বলল অ্যাকুয়ারা, মাথা নাড়িয়ে। “আমি বাইরে যাচ্ছি। প্রাকৃতিক

উপাদানগুলো খুঁজে বের করতে হবে।”

অ্যাকুয়ারা দৌড়ে বাইরে চলে গেল। পাহাড়ের পাদদেশে গিয়ে সে চারপাশের সৌন্দর্যকে এক ঝলকে দেখল।গাছের পাতাগুলো সবুজে মোড়ানো,আর ভেজা মাটির গন্ধ তাকে নতুন করে শক্তি দিল।

প্রথমে সে জিঙ্কের সন্ধানে বের হলো। কিছুক্ষণের মধ্যেই, সে এক

প্রাচীন গাছের গোড়ায় একটা সোনালী রঙের পাথর দেখতে পেলো, “এই তো জিঙ্ক,” সে নিজে থেকেই বলল।”

তারপর গিনসেঙ্গের খোঁজে বের হলো। এই গাছের মূলটি শক্তি বাড়ানোর জন্য বিখ্যাত। দূরে,একটি উঁচু টিলার ওপর সে দেখতে পেল কিছু গিনসেঙ্গের ফুল।সে এগিয়ে গেলো, মাথা নিচু করে কুঁড়ে কুঁড়ে

বের করল কিছু গাছের মূল। “এইগুলি ভেষজের জন্য খুবই প্রয়োজন,” সে মনে মনে ভাবলো। তারপর আরো কিছু সময় কাটিয়ে, অ্যাকুয়ারা হলোবার খোঁজে গেল। সে জানে এই ভেষজটি ক্লান্তি দূর করতে সাহায্য করবে। পাহাড়ের প্রান্তে, তাকে একটি ছোট্ট ঝর্ণার পাশের স্যাঁতসেঁতে মাটিতে হলোবা ফুলগুলি ফুটে থাকতে দেখল।

“এইগুলো পাওয়া গেছে!” সে উল্লাসিত হয়ে বলল আর দ্রুত কয়েকটি তুলে নিল।

অবশেষে,মোরিঙ্গা আর ক্যামোমাইলের জন্য সে আরো গভীরে চলে গেল। কিছুক্ষণ পর, সে একটি বন্য গাছের নিচে কিছু সুন্দর মোরিঙ্গার পাতা আবিষ্কার করলো। “এটি অবশ্যই কাজে লাগবে,” সে বলল, এক হাতে তুলে নিয়ে। বড়

শেষে, দূরে একটি ছোট মাঠে ক্যামোমাইলের ফুল দেখতে পেয়ে তার মুখে হাসি ফুটল। “এগুলি তো নিঃসন্দেহে ভেষজের জন্য প্রয়োজনীয়,” অ্যাকুয়ারা সেগুলি তুলে নিল।

সব উপাদান সংগ্রহ করে অ্যাকুয়ারা গ্লাস হাউজে ফিরতে শুরু করলো। তার হৃদয়ে আশা, “আমি প্রিন্সের জন্য কিছু একটা তো করতে

পারবো।”অ্যাকুয়ারা হাউজে ফিরে কিচেনের দিকে তীব্র গতিতে এগিয়ে গেল,সে জানে, জ্যাসপারের জন্য প্রতিটি সেকেন্ড অমূল্য। সব উপাদান একত্রিত করে, সে দ্রুততার সাথে রসটি প্রস্তুত করতে শুরু করলো। মিষ্টি গন্ধ আর তাজা প্রাকৃতিক উপাদানের মিশ্রণে কিচেনটি এক ঝলমলে আভায় ভরে উঠল। একবার কাঁচের বোতলে রসটি

ঢেলে, সে নিশ্চিত হলো যে সবকিছু সঠিকভাবে হয়েছে।

অন্যদিকে, থারিনিয়াস ড্রাকোনিসের সঙ্গে ল্যাবে বসে কথা বলেছিল। তার কণ্ঠে উদ্বেগ ছিল, আর সেই উদ্বেগের চিহ্ন ছিল তার চোখের গভীরে।

“কিং,প্রিন্স অরিজিন অসুস্থ হয়ে গেছে,” থারিনিয়াস বলল গভীর শ্বাস নিয়ে। সব ঘটনা খুলে বললো

থারিনিয়াস।পরিস্থিতি খুবই খারাপ জানালো ড্রাকনিসকে।

ড্রাকোনিসের মুখের অভিব্যক্তি মুহূর্তে পরিবর্তিত হলো, তার চোখে উদ্বেগের ছাপ। “কি বলছো? আমার পুত্রের কি হয়েছে?”

“প্রিন্সের শরীরে বিপর্যয় ঘটেছে। তাকে দ্রুত বায়ো ক্যামিকেল প্রবেশ করাতে হবে,” থারিনিয়াস ব্যাখ্যা করলো, তার কণ্ঠে তীব্রতা

ছিল।“কিন্তু কিং,” সে ধীরে ধীরে বলল, “ওই ক্যামিকেল পৃথিবীতে নেই। আমাদের দ্রুত কিছু করতে হবে।”

ড্রাকোনিস এক মুহূর্তের জন্য চিন্তা করল।

“অ্যাকুয়ারা প্রকৃতির উপাদানগুলো ব্যবহার করে ঔষধ তৈরি করছে,” থারিনিয়াস পুনরায় বলল। “যদি ভেষজ উপাদান ঠিকঠাক ভাবে কাজ

করে তবে হয়তো প্রিন্সের শরীরের অবস্থা কিছুটা উন্নতি হবে।”

ড্রাকোনিসের হৃদয়ে এক অসহনীয় কষ্ট অনুভূত হচ্ছিল। নিজের অন্য এক পুত্রকে বিপদ থেকে রক্ষা করতে গিয়ে কত কঠিন পরিস্থিতির সম্মুখীন হতে হল জ্যাসপারের কল্পনাও করতে পারছিল না। তার মনে হচ্ছিল, জ্যাসপারের জীবনের জন্য এই মুহূর্তে প্রতিটি সেকেন্ড

মূল্যবান।“এসব কিছু আমার জন্য হচ্ছে,” ড্রাকোনিস বলল, তার গলা কাঁপছে। “নিজের এক পুত্রকে বিপদ থেকে রক্ষা করতে গিয়ে অন্য এক পুত্রকে কত বড় বিপদের মুখে ঠেলে দিলাম। ওর ব্রেইনে ডোপামিন হরমোন নিষ্ক্রিয় না হওয়ার প্রভাবে এসব হচ্ছে। পৃথিবীতে সার্ভাইব করতে এই হরমোন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।”

থারিনিয়াস তার গুরুজনের উদ্বেগের গভীরতা বুঝতে পারল আর দ্রুত উত্তর দিল, “তাহলে কিং, এখন আমরা কী করব?”

ড্রাকোনিসের চোখে দৃঢ়তা ফিরে এল। “অ্যাকুয়ারা যদি প্রকৃতির উপাদানগুলো ব্যবহার করে কিছু সৃষ্টি করতে পারে, তবে আমাদের সেটার ফলাফলের অপেক্ষায় থাকতে হবে।

“যেভাবেই হোক,আমার পুত্রকে ঠিক করো থারিনিয়াস,” ড্রাকোনিস বলল, তার কণ্ঠে হতাশা।অ্যাকুয়ারা দ্রুত তার প্রস্তুতকৃত ঔষধের বোতলটি হাতে নিয়ে ফিওনার কক্ষে প্রবেশ করে। তার চোখের মধ্যে হতাশার ছাপ স্পষ্ট।

“এটা নাও,” অ্যাকুয়ারা বলল, বোতলটি আলবিরার দিকে বাড়িয়ে দিয়ে। “এতে আমি জিঙ্ক, গিনসেঙ্গ,

হলোবা,মোরিঙ্গা,আর ক্যামোমাইলের মিশ্রণ করেছি।আশা করি, এটি প্রিন্সের শরীরের জন্য কার্যকর হবে। তবে এটাও মনে রাখতে হবে, এটা একমাত্র সাময়িক সমাধান। আমাদের বায়োক্যামিকেল কিন্তু দরকার পড়বেই ।”

আলবিরা মাথা নেড়ে বলল, “অ্যাকুয়ারা,তুমি সঠিক বলেছো তবে তুমি কি নিশ্চিত যে, এই রসটি

প্রিন্সের জন্য যথেষ্ট হবে? যদি তার শরীরে বিপদ গভীর হয়?”

“এটা পরীক্ষিত,” অ্যাকুয়ারা কিছুটা সঙ্কল্পের সুরে উত্তর দিল। “যতটুকু সম্ভব করেছি, তবে বাকিটা ঔষধ খাওয়ানোর পর বোঝা যাবে”এদিকে থারিনিয়াস কম্পিউটারের সামনে বসে নতুন কোনো উপায় খুঁজে বের করার চেষ্টা করছিল। তার চোখের

সামনে অসংখ্য তথ্য আর গবেষণার নথি ঘুরতে লাগল।

ফিওনা হতাশা আর উদ্বেগের মাঝে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কেবল ঘটনাগুলো দেখে গেল। তার চোখে এক অজানা শঙ্কা ছিল,সে জানত কিছু একটা বড় বিপর্যয়ের দিকে এগিয়ে চলেছে। আলবিরা দ্রুত জ্যাসপারের মাথাটি একটু উঁচু করে, তার ঠোঁটে ভেষজ ঔষধটি ঢেলে দেয়।ঔষধটি গলিয়ে

যাওয়ার পর কিছুক্ষণ তারা অপেক্ষা করল। কিন্তু সময় কেটে গেল, আর কিছু পরিবর্তন ঘটল না।

জ্যাসপারের শ্বাস-প্রশ্বাসের ধারাবাহিকতা ঠিক থাকলেও, তার চোখের ছাপগুলো উজ্জ্বল হয়নি।

“কিছু হচ্ছে না,” আলবিরা অসন্তুষ্ট হয়ে বলল। “থারিনিয়াস এখনও কেন আসছে না? আমাদের দ্রুত কিছু করতে হবে।”“এখন কি হবে

আলবিরা?” অ্যাকুয়ারা বলল, তার কণ্ঠে চিন্তার স্পষ্ট প্রতিফলন।

অ্যাকুয়ারা তুমি প্রিন্সের কাছে থাকো আমি আসছি ল্যাব থেকে দেখি যদি কোনো উপায় মিলে।

আলবিরা দ্রুত ল্যাবে চলে যাওয়ার পর, কক্ষে কেবল অ্যাকুয়ারা আর ফিওনা বাকি রইল। উভয়ের মুখাবয়বে উদ্বেগ স্পষ্ট ছিল। ফিওনা অ্যাকুয়ারার দিকে তাকিয়ে বলল,

“আচ্ছা,অ্যাকুয়ারা, তোমাদের প্রিন্সের কী হয়েছে? কেন এত অসুস্থ?”

অ্যাকুয়ারা কিছুটা গম্ভীরভাবে উত্তর দিল, “আজকে একজনকে হিপনোটাইজ করেছেন। তাই এমনটা হয়েছে।তবে এভাবে এত অসুস্থ হওয়ার কারণটা বোঝা কঠিন।”

ফিওনা মাথা নেড়ে বলল, “কিন্তু অনেক সাইক্রেটিস তো মানুষকে

হিপনোটাইজ করে।তাদের তো এমন ভয়ংকর অসুস্থতা হয় না, তাহলে?”“সঠিক, কিন্তু সাইক্রেটিসদের হিপনোটাইজ ক্ষণস্থায়ী,” অ্যাকুয়ারা ব্যাখ্যা করল। “তাদের ক্ষমতা কেবল কিছু সময়ের জন্য কার্যকর। কিন্তু আমাদের প্রিন্স যখন কাউকে হিপনোটাইজ করে, সেটা সারাজীবনের জন্য কার্যকর হয়।

“তাহলে উনি অসুস্থতা জেনে কেনো হিপনোটাইজ করলেন?” ফিওনার কণ্ঠে বিস্ময় স্পষ্ট।

অ্যাকুয়ারা উওর দিলো “এথিরিয়নের জন্য? কিন্তু ড্রাকোনিস তো বলেছিল,পৃথিবীর মানুষের ওপর দুবার হিপনোটাইজ করতে পারবে প্রিন্স। প্রথমবার হালকা দুর্বলতা হবে, কিন্তু এভাবে কেনো গভীর অসুস্থতা হলো?”

অ্যাকুয়ারা গভীরভাবে ভাবতে লাগল। “আমার মনে হচ্ছে,এটি তার লাভ ফাংশনাল ডিলিট করার কারণে হয়েছে।

ফিওনা অবাক দৃষ্টিতে তাকিয়ে প্রশ্ন করলো “এভাবে লাভ ফাংশনাল ডিলিট করাটা আবার কিভাবে সম্ভব?”

“আমাদের জন্মের সময় ভেনাসে একটি প্রোগ্রামিং সিস্টেম থাকে,”

অ্যাকুয়ারা ব্যাখ্যা করতে শুরু করল। “তখন আমাদের বাবা-মা সেটি নিজেদের মতো করে কনফিগার করতে পারে। কিং ড্রাকোনিস প্রিন্সের প্রোগ্রামিং থেকে লাভ ফাংশনাল ডিলিট করে দিয়েছে। সুতরাং,সে ভালোবাসা সে অনুভব করতে পারে না।”“তাহলে, ওনার ভাইয়ের প্রতি এতো ভালোবাসা কিভাবে?” ফিওনা হতভম্ব হয়ে প্রশ্ন

করল। “মনে হচ্ছে, ভাইয়ের জন্য নিজের জীবন দিতে প্রস্তুত।”

“আরে,ওটা সেই ভালোবাসা না,” অ্যাকুয়ারা ব্যাখ্যা করল। “এটা অন্যরকম আবেগ। বিপরীত লিঙ্গের প্রতি যে ভালোবাসা নারীর প্রতি প্রেম।এই ধরনের প্রেমের ক্ষেত্রে ব্রেইনের ডোপামিন হরমোন নিষ্ক্রিয় হয়। কিন্তু আমাদের প্রিন্সের ক্ষেত্রে তা হয় না। হয়তো এ কারণে

আজকে হিপনোটাইজের ফলে এরকমটা হয়েছে।”

ফিওনা হতভম্ব হয়ে এইসব শুনতে লাগল।তার মনে নানা প্রশ্ন উঁকি দিচ্ছিল। “এই প্রথমবার এমন কিছু শুনলাম আদো কি এসব সম্ভব?”

“আচ্ছা,ফিওনা,তুমি প্রিন্সের সামনে থাকো। আমি আরেকটু চেষ্টা করি, কোনো ভেষজ উপাদান দিয়ে,” বলল অ্যাকুয়ারা। ফিওনার সে মাথা

নাড়িয়ে সম্মতি জানাল।অ্যাকুয়ারা চলে যাওয়ার পর, হঠাৎ জ্যাসপার একবার কেঁপে উঠলো,বিদ্যুতের শক খাওয়ার মতো। ফিওনা ভয় পেয়ে গেল। ফিওনা, ভয়ের আতিশয্যে, ধীরে ধীরে জ্যাসপারের নিথর দেহের দিকে এগিয়ে যায়। কিন্তু হঠাৎ, সে অপ্রত্যাশিতভাবে কার্পেটের ফাঁকফোকরে পা হোঁচট খায়। মুহূর্তের মধ্যে, তার ভারসাম্য

হারিয়ে যায় আর সে এক অসাধারণ গতিতে জ্যাসপারের ওপর পড়ে যায়।এই অপূর্ণ সামঞ্জস্যের ফলে, ফিওনার ঠোঁটগুলো সরাসরি জ্যাসপারের ফ্যাকাশে বাদামী ঠোঁটজোড়ার সাথে মিলে যায়। ফিওনার চোখ দুটি বিস্ফারিত হয়ে যায়, সময় এক ঝলকেই থেমে গেছে। তার হৃদয়ের কাঁপুনি মুহূর্তে উপলব্ধি করে, এই সজীব অদ্ভুত

আর অচিন আবেগের শিখা তাকে এক নতুন অভিজ্ঞতার সম্মুখীন করছে।জ্যাসপারের ফ্যাকাশে ঠোঁট, যেখানে ফিওনার সঙ্গে প্রথম স্পর্শের স্মৃতি গেঁথে গেছে,ৎআরও স্থির, অস্থির আর অনিশ্চিত হয়ে পড়ে ফিওনা।

কয়েক সেকেন্ডের মধ্যেই, জ্যাসপার ধীরে ধীরে তার চোখ খুলে নেয়,গভীর তন্দ্রা থেকে বেরিয়ে

আসছে। তার শরীরের সবুজ রঙের আভা গাঢ় থেকে হালকা হতে শুরু করে, একটি শক্তিশালী আবহে আবার জীবনের স্পন্দন ফিরে আসছে। শরীরের মধ্যে হালকা শক্তি অনুভব করতে থাকে, কোথাও একটি নতুন সূর্যের আলো উজ্জ্বল হচ্ছে।

যখন জ্যাসপারের চোখ বন্ধ ছিল তখন জ্যাসপারের মস্তিষ্ক আর শ্রবন

ইন্দ্রিয় সজাগ ছিলো, তখনি সে বুঝতে পেরেছিল —ফিওনা তার ওপর পড়ে গিয়েছিল।এক অদ্ভুত উপলব্ধিতে সে বুঝতে পারে, তার শরীরের অবস্থা এখন উন্নতির দিকে। এই সজাগ অনুভূতি তার মস্তিষ্কে পরিষ্কার হয়ে ওঠে, সে বুঝতে পারে যে ফিওনার অপ্রত্যাশিত চুম্বনই সম্ভবত তাকে পুনরুজ্জীবিত করার একটি উৎস

হিসেবে কাজ করেছে।জ্যাসপার অনুভব করে, ফিওনার ঠোঁটের স্পর্শে তার শরীর নতুনভাবে শক্তি অর্জন করছে। সে সেই অস্থিরতা থেকে বেরিয়ে এসে, আবারও নিজের শক্তি খুঁজতে চায়।

ফিওনা এক হাত দূরে দাঁড়িয়ে ছিল, জ্যাসপারের পরিবর্তনের দিকে লক্ষ্য রেখে। তার চোখে স্পষ্ট আতঙ্কের রেখা ছিল, তবে মুহূর্তটি ত্বরিতগতির

ছিল।কিছু বুঝে ওঠার আগেই, জ্যাসপার বিছানা থেকে হালকা মাথা হেলিয়ে ফিওনার এক হাত ধরে টান দেয়।অপ্রস্তুত ফিওনা হঠাৎ করেই জ্যাসপারের শক্তপোক্ত পুরুষালী বুকের ওপর হুমড়ি খেয়ে পড়ে। জ্যাসপার ফিওনার মাথা নিজের বুক থেকে তুলে এক হাত ফিওনার কোমড়ে পেঁচিয়ে ধরে আর এক হাত ফিওনার পেছনের চুলের মাঝে শক্ত

করে মুষ্টিবদ্ধ করে তার রক্তিম অধরদুটো ফিওনার গোলাপের পাপড়ির ন্যায় কোমল অধরের সাথে চেপে ধরে।এক গভীর চুম্বন।

ফিওনার অধরে যে সমস্ত রস, সেগুলো এক নিমিষেই শু'ষে নিচ্ছে জ্যাসপার। এই অপ্রত্যাশিত মুহূর্তে, সময় থমকে দাঁড়ায়,আর চারপাশের সমস্ত শব্দ মিশে যায়।

জ্যাসপার যখন ফিওনাকে উন্মাদের মতো চুম্বন করছিল, তখন তার ঠোঁটের সংস্পর্শে এসে ফিওনার জিভে অদ্ভুত, তেতো তরলজাতীয় স্বাদ ছড়িয়ে পড়েছিল। এটা ছিলো কোনো বিষাক্ত গ্যাসের মতো, যা মুহূর্তের জন্য তাকে বিভ্রান্ত করে দিয়েছিল।

সে মনে মনে ভাবলো, এটা হয়তো ড্রাগনদের এক ধরনের বিশেষ রস।

যতক্ষণ জ্যাসপার তার ঠোঁট আঁকড়ে ধরে রেখেছে, ততক্ষণ ফিওনা অস্বস্তিতে ভুগছিল। ঠোঁটের ওই অস্বাভাবিক তেতো স্বা তার মনে এক ধরনের ভীতির সৃষ্টি করছিল।

জ্যাসপারের শরীর যখন শক্তি ফিরে পাচ্ছিল, তখন তার প্রভাব ফিওনার অনুভূতিতে স্পষ্ট হচ্ছিল।

জ্যাসপার একনাগাড়ে ফিওনার ঠোঁট আঁকড়ে ধরে চুম্বন করে

চলেছে,পৃথিবীর সব কিছু একমাত্র এই মুহূর্তের কাছে সমর্পিত।তার শরীরের সবুজ বর্ণ ধীরে ধীরে পরিবর্তিত হয়ে তুষারের শুভ্রতার মতো উজ্জ্বল হয়ে উঠছে পুনর্জন্মের এক নতুন সূচনা হচ্ছে।

ফ্যাকাশে বাদামি ঠোঁটজোড়া পুনরায় রক্তিম বেগুনি রঙে ফিরছে,শক্তি আর প্রাণশক্তি পুনরুদ্ধার করছে, আর তার মধ্যে অব্যক্ত এক

শিহরণের অগ্নিশিখা জ্বলছে।ফিওনার শরীরের দুর্বলতা এখনো কাটেনি;কিন্তু জ্যাসপারের শক্তি তার সমস্ত সত্তাকে দখল করে নিয়েছে।

সে নিজেকে মুক্ত করার চেষ্টা করলেও,জ্যাসপারের শক্তির কাছে পরাজিত হয়,জ্যাসপার আরো শক্ত করে ফিওনার কোমড় জড়িয়ে ধরেছে আর অন্য হাত ফিওনার

চুলের মাঝে। প্রতিটি চুম্বন, তার আত্মাকে নাড়িয়ে দিচ্ছে।

কিন্তু সেই সঙ্গে, ফিওনার ঠোঁট ব্যথা অনুভব করতে শুরু করে। তার চোখ দিয়ে অশ্রু বেয়ে পড়ছে, যা শুধুমাত্র শারীরিক ব্যথারই নয়,বরং অনুভূতির এক জটিল প্রতিফলন। এই অপ্রত্যাশিত চুম্বনের প্রতিক্রিয়া তার হৃদয়ের গভীরতম স্রোত সৃষ্টি

করছে—একদিকে তেতো, অন্যদিকে ভয়ের অনুভূতি।

এখন,ফিওনা নিজেকে চুম্বনের সেই অদ্ভুত বাস্তবতায় বন্দী মনে করছে, যেখানে অস্থিরতা আর যন্ত্রণা।

পুরোপুরি শক্তি ফিরে পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই জ্যাসপার ফিওনার ঠোঁটজোড়া ছেড়ে দেয়, এক অসীম আবেগের বাঁধন থেকে মুক্তি পেয়ে সে নতুন দিগন্তে পদার্পণ করছে। ফিওনার

অশ্রুসিক্ত চোখ, সেই চুম্বনের উষ্ণতায় গরম হয়ে উঠা ঠোঁট,মুহূর্তের জন্য আটকে যায়।

জ্যাসপার তখন তার সেই চিরচেনা অগ্নিমূর্তি ধারণ করে সে দৃষ্টির বিভ্রম থেকে বেরিয়ে এসে নতুন এক বাস্তবতায় প্রবেশ করলো। ফিওনা হঠাৎ করে নিশ্বাস নিতে শুরু করে, তার বুকের গভীরতা থেকে নিঃশ্বাসগুলো ছিঁড়ে বের হয়ে

আসছে।সে আশ্চর্য হয়ে বুঝতে পারে যে, কীভাবে মুহূর্তের মধ্যে তার সারা দেহ এক অদ্ভুত অনুভূতির তরঙ্গকে ধারণ করেছে।

কিন্তু ঠিক এই সময়ে,জ্যাসপার তাকে এক ঝটকায় বিছানার পাশে ফেলে দেয়।

জ্যাসপার তখন বিছানা থেকে উঠে হনহন করে কক্ষ থেকে বেরিয়ে যায় এক মুহূর্তের জন্যও পেছন ফিরে

তাকায় না।তার শরীরের শক্তি আর উগ্রতা দিয়ে পুরো ঘরটি কাঁপছে। সে একদিকে অপ্রতিরোধ্য,অন্যদিকে একা, তার হৃদয়ে জ্বলন্ত প্রশ্নের আগুন।

ফিওনা এখনও হতভম্ব,মনে হতে থাকে নৈসর্গিক যাদুর ভেতর দিয়ে সে প্রবাহিত হচ্ছে। সেই মুহূর্তে,তার সমস্ত চিন্তা যেন অবশ হয়ে গেছে। ওই অদ্ভুত প্রাণী, সেই ভয়ঙ্কর

ড্রাগন,যে কিনা প্রথম দেখাতেই ফিওনার হৃদয়ে আতঙ্ক সৃষ্টি করেছিল, সে কিভাবে এইভাবে তার ঠোঁটের স্পর্শে তাকে জড়িয়েছে? অদ্ভুতভাবে, তাকে চুম্বন করেছে!

ফিওনার মনে ভেঙে পড়ে অশান্তি—ইশ!তার হাত অবশ হয়ে গেছে,মওনে হয় যেন ড্রাগনের কঠিন আর উষ্ণ ঠোঁটের স্পর্শ তাকে পাথর করে দিয়েছে। সে নিজেকে প্রশ্ন

করতে থাকে, এই মনস্টারটারটা তাকে এভাবে কি করে চুম্বন করতে পারে?ফিওনা দ্রুত উঠে গিয়ে কক্ষের ছোট্ট বাথরুমের দিকে চলে যায়। সেখানে পৌঁছানোর সাথে সাথেই সে হ্যান্ড শাওয়ারটি খুলে ঠাণ্ডা পানির প্রবাহ ছড়িয়ে দেয়।

তার ঠোঁটের ওপর পানি পড়তে শুরু করে, সে সেই অপ্রত্যাশিত চুম্বনের স্বাদ মুছে ফেলতে চায় প্রতিটি

গড়িয়ে পড়া পানির ফোঁটা তার অস্থির হৃদয়কে কিছুটা শান্ত করে।

সে টিস্যু নিয়ে ঠোঁটগুলোকে ডলতে শুরু করে, চুম্বনের নোংরা স্মৃতি থেকে নিজেকে মুক্ত করতে চায়।

“ছিঃ!”সে মনে মনে অভিযোগ জানায়,এ কেমন অদ্ভুত অবাঞ্ছিত অনুভূতি।

সে আশা করেছিল যে ওই ভয়ংকর ড্রাগনের থেকে সে কখনো এরকম

কিছু অনুভব করবে না। কিন্তু এখন সেই অবিশ্বাস্য ঘটনার স্বাদ তার ঠোঁটে লেগে রয়েছে, আর সে চাইছে যত দ্রুত সম্ভব তা মুছে ফেলতে।

“কী জঘন্য স্বাদ!” ফিওনা মনে মনে ভাবে, তার শ্বাসের সঙ্গে বেরিয়ে আসে অস্থিরতার ছাপ।ঠোঁটগুলোতে পানি পড়তে থাকলে তার মনে নতুন করে শিহরণ বয়ে যায়—পানি আর টিস্যুর সঙ্গে সাথে সেই অদ্ভুত

চুম্বনের চিহ্নও ধীরে ধীরে মুছে যাচ্ছে।জ্যাসপার যখন ল্যাবে প্রবেশ করল,তখন তার উপস্থিতিতে ল্যাবটি এক মুহূর্তের জন্য থমকে গেল। আলবিরা আর থারিনিয়াস, যাদের মুখাবয়ব চিন্তিত আর উদ্বিগ্ন ছিল, দ্রুত উঠে দাঁড়ালো দুজনে একসাথে।কম্পিউটারের পর্দা থেকে চোখ সরিয়ে জ্যাসপারের দিকে

তাকিয়ে তারা নতুন আশা খুঁজে পেলো।

“প্রিন্স অরিজিন, আপনি সুস্থ হয়ে গেছেন!” আলবিরা বিস্মিত হয়ে বলল। তার গলার উষ্ণতায় বিরাট এক আনন্দের ছোঁয়া ছিল। “আমরা তো ভীষণ চিন্তায় পড়ে গিয়েছিলাম।”

থারিনিয়াসও সাথে সাথে উত্তর দিল, “আপনার হিপনোটাইজের পর

আমরা ভেবেছিলাম আপনার শক্তি আপনি চিরদিনের জন্য হারিয়ে ফেলবেন,
সবকিছু শেষ হয়ে যাবে। কিন্তু এখন তো দেখা যাচ্ছে, অ্যাকুয়ারার ওষুধের কার্যকারিতা আসলে আপনাকে রক্ষা করতে পেরেছে”জ্যাসপার,এখনো এক প্রকার কৌতূহল আর আবেগে ভরা, দ্রুত তাদের বোঝাতে চাইল যে,

“এখন এসব বলার সময় নেই। আমার গুরুত্বপূর্ণ কাজ আছে, যেটা এক্ষনি করতে হবে।”

“প্রিন্স, আপনি বিশ্রাম করতেন এখন এই মুহূর্তে ল্যাবে প্রবেশ করাটা বোধহয় ঠিক হয়নি,” থারিনিয়াস বলল, “আমি কিং ড্রাকোনিসকে জানিয়ে দিচ্ছি আপনি যে অলৌকিক ভাবে সুস্থ হয়ে গেছেন।”

জ্যাসপার তাদেরকে কঠোর কণ্ঠে জবাব দিলো

“থারিনিয়াস আলবিরা আমি জানি তোমারা আমাকে নিয়ে অনেক চিন্তিত আর উদ্বিগ্ন ছিলে, এখনতো আমি ঠিক হয়ে গেছি তাইনা, একটুও ক্লান্ত বোধ নেই এই মুহূর্তে আমার ভেতর, তোমরা এখন হাউজে ফিরে যাও আমার ল্যাবে খুব গুরুত্বপূর্ণ কাজ আছে”।তারা দুজনে

এক মুহূর্তের জন্য দ্বিধায় পড়ে গেল, কিন্তু অবশেষে প্রিন্সের কঠোর সিদ্ধান্তের সম্মান জানিয়ে ল্যাবের দরজা থেকে বেরিয়ে গেল।

ল্যাবের শান্ত পরিবেশে এক অদৃশ্য চাপ অনুভব হচ্ছিল, আর জ্যাসপার জানত যে, এখন তাকে একা কিছু বিষয় রিসার্চ করতে হবে—দ্রুত।

জ্যাসপার কম্পিউটারের সামনে বসে এক মনোযোগী দৃষ্টিতে স্ক্রীনের

দিকে তাকাল। তার মাথায় অসংখ্য প্রশ্ন ঘুরপাক খাচ্ছিল আর সে জানত যে এই রহস্যের সমাধান খুঁজে বের করা তার জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

“মানুষের চুম্বনে কি কি ক্যামিকেল থাকে?” টাইপ করে সে সার্চ বক্সে চাপ দিল। কিছু সেকেন্ডের মধ্যে স্ক্রীনে বিভিন্ন তথ্য হাজির হল। জ্যাসপারের মনে উঁকি দিচ্ছিলো এক অজানা আশঙ্কা।পড়তে শুরু করলো:

“চুম্বনে প্রধানত থালা, প্রোটিন, গ্লুকোজ, ভিটামিন,ৎআর কিছু বিশেষ যৌগ থাকে।” কিন্তু তার গবেষণার ফলাফল অনুযায়ী, এই কেমিক্যালগুলো মানুষের মধ্যে প্রায়ই পাওয়া যায়, কিন্তু এর কোনোটাই তেমন জাদুকরী ক্ষমতার অধিকারী নয়।

“কিন্তু আমি তো সম্পূর্ণভাবে সুস্থ হয়ে গেছি,”সে মনে মনে পুনরাবৃত্তি

করলো। “ফিওনার ঠোঁটের চুম্বনই কি আমাকে সুস্থ করেছে?”

এখন, জ্যাসপার বুঝতে পারলো যে ফিওনার মধ্যে অন্য কিছু রয়েছে। সাধারণ মানুষের চুম্বনের যেসব যৌগ দেখা গেলো এর একটাও বায়ো ক্যামিকেল তৈরি করতে পারবেনা ড্রাগনের শরীরের তাহলে ফিওনার চুম্বন কি অন্য কোনো বিশেষ যৌগ ছিলো?অবশেষে,সে

ভাবল। “এটা হয়তো ফিওনার অজানা উৎস থেকে আসা কিছু বিশেষ জৈব রাসায়নিক হতে পারে?”

আবিষ্কৃত তথ্যের সঙ্গে জড়িত থাকা তার আসল উদ্বেগ মাথা চারা দিয়ে উঠলো। ফিওনা, যে কিনা সাধারণ এক মানবী, সে কি করে তার মধ্যে এমন কিছু ধারণ করে রেখেছে?

সে আরও গভীরভাবে চিন্তা করলো,”আমি নিশ্চিত, ফিওনার চুম্বন শুধুমাত্র মানবিক স্পর্শের জন্য নয়,বরং সম্ভবত শক্তিশালী,প্রাচীন উৎসর মাধ্যমে এসেছে—যা হয়তো ভেনাসের কোনো দীর্ঘকালীন প্রভাবের ফল তবে ওতো পৃথিবীর হিউম্যান?।”

এখন তার লক্ষ্য স্পষ্ট হয়ে উঠলো। যে করেই হোক এর রহস্য উন্মোচন

করতেই হবে আর তাকে জানতে হবে যে ফিওনার মধ্য এমন কি আছে?

জ্যাসপার একনাগাড়ে সিদ্ধান্ত নিল, “যাই হোক,অন্তত একটা কিছু তো পাওয়া গেলো পৃথিবীতে সার্ভাইব করার মতো—এটাই আমার জীবনের জন্য একটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা হিসাবে কাজ করবে।”জ্যাসপার তার ঠোঁটের কোণে এক রহস্যময় বাঁকা

হাসি ফুটিয়ে বললো, “এলিসন ফিওনা,এ জীবনে তোমার আর মুক্তি নেই—এই জ্যাসপার অরিজিনের শিকড়ে এখন তুমি চিরকালীনভাবে বন্দি। আমি ভেনাসের ড্রাগন প্রিন্স,আমার রক্তে বহমান অনন্ত শক্তি, আর সে শক্তির অধীনে এখন তুমি আমার কাছেই আবদ্ধ।যতদিন না আমি স্বেচ্ছায় এ পৃথিবী থেকে ত্যাগ করি ভেনাসের ফিরে না যাচ্ছি,

ততদিন তুমি আমার করাল ছায়াতেই থাকবে। তবে এর জন্য যে আমি দায়ি নই—তুমি নিজেই ফিওনা, ভুলবশত সেই অভিশপ্ত ফাঁদে পা দিয়েছো যা এক অনিবার্য পরিণতির দিকে নিয়ে যাবে তোমাকে।”তার চোখে অদ্ভুত দীপ্তি—মায়ার মোহ থেকে মুক্তি নেই সেখানে, বরং রয়েছে এক ক্ষমাহীন কঠোরতা।কম্পিউটারের দিকে দৃষ্টি

নিবদ্ধ করে সে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হলো, যে অন্ধকারের শেকল তার অন্তরে বন্ধন তৈরি করেছে, তা এতই দৃঢ় যে তা আর ভেঙে ফেলা সম্ভব নয়।

হঠাৎ জ্যাসপার গভীর চিন্তায় নিমজ্জিত হয়ে পড়লো, যখন তার মাথায় এক অজানা ব্যাথা বিদ্ধ করল। মনে হচ্ছিল, তার মস্তিষ্কের ভেতর কিছু নিষ্ক্রিয় হতে শুরু করেছে—একটা অদৃশ্য শক্তি, যা

তার চিন্তা আর অনুভূতিগুলোকে ছিন্নভিন্ন করার চেষ্টা করছে। প্রতিটি সেকেন্ডে, অসহ্য যন্ত্রণা বাড়ছিল, তার মাথা ঝিমঝিম করছিল।

“হঠাৎ ব্রেইনে কি হচ্ছে ?” ভাবতে ভাবতে সে অনুভব করল, তার মন-মগজের এক কোণায় অজানা তথ্যগুলো বিক্ষিপ্ত হয়ে যাচ্ছে। সেই চুম্বনের স্পর্শে কি ছিলো—যা তার

শারীরিক অবস্থাকে এতটুকু বদলে দিয়েছে?

জ্যাসপার মাথাটা ঝাঁকিয়ে বিষণ্ণভাবে স্বীকার করলো, “এত বছর ধরে আমি নিজের অস্তিত্ব টিকিয়ে রেখেছিলাম, কিন্তু আজকে প্রথমবার এমন কিছু হচ্ছে যা এর আগে কখনো ঘটেনি আমার সাথে কি এমন রহস্যপূর্ণ শক্তি মস্তিষ্কে হানা দিলো?”তার মনে উঁকি দিলো এক

ভীতিকর চিন্তা “এটা কি সম্ভব, মনে হচ্ছে কোনো হরমোন মস্তিষ্কে নিষ্ক্রিয় হচ্ছে ধীরে ধীরে ?”

জ্যাসপার কষ্টে চোখ বন্ধ করে নিল, তার মাথায় গর্জন শুরু হলো। মনে হচ্ছিল সবকিছু অন্ধকারে ডুবে যাচ্ছে।

“নাহ,এভাবে আমি আর যন্ত্রনা নিতে পারবো না।আমাকে অবশ্যই এই

পরিস্থিতির মোকাবিলা করতে হবে।”

কিন্তু মাথার ব্যাথা ক্রমশই বাড়ছিল। হঠাৎ করে, জ্যাসপারের মনে একটি ইঙ্গিত এল—একটি অতীতের কণ্ঠস্বর, তাকে স্মরণ করাচ্ছে, “কখনো হৃদয়ের অনুভূতিকে অগ্রাহ্য করোনা।”

জ্যাসপার বুঝতে পারলো এই যন্ত্রণার মধ্যে লুকিয়ে আছে একটি

সত্য, একটি উত্তর যা তার অপেক্ষায়।

তবে সেই সত্য উদঘাটন করতে হলে, তাকে ফিওনার সংস্পর্শে থাকতে হবে।

আলবিরা,থারিনিয়াস,আর অ্যাকুয়ারা বসে নিজেদের মধ্যে আলোচনা করছিলো,তাদের চিন্তায় নানা দুশ্চিন্তা আর আশাবাদ কাঁপছিল। “হয়তো ভেষজ ঔষধের প্রভাব কাজ করেছে

একটু সময় নিয়ে," আলবিরা বললো,"যদিও এটি সময়সাপেক্ষ, কিন্তু প্রিন্সের শারীরিক পরিস্থিতি কিছুটা উন্নতির দিকে গিয়েছে।"

থারিনিয়াস মাথা নেড়ে সম্মতি জানিয়ে বললো, "হ্যাঁ,তবে আমাদের সতর্ক থাকতে হবে। অনেক সময়ে, পরিবর্তনগুলি মুহূর্তের মধ্যে ঘটে—একটি মূহুর্তেই সবকিছু বদলে যেতে পারে।" তাঁর কথা শোনার সাথে

সাথে অ্যাকুয়ারা কিছুটা চিন্তিত হয়ে বললো। “আমি তো ভাবতেই পারিনি এই প্রাকৃতিক ভেষজ ঔষধ এভাবে কাজে লাগবে, কিন্তু আমরা তো জানি ড্রাগনদের শরীরে যেকোনো ঔষধ দ্রুত কাজ করে একদম সাথে সাথে আর না কাজ করলে একবারেই করেনা তাহলে?”এদিকে, ফিওনা ছিল অজ্ঞাত এক দুর্দান্ত সত্যের সামনে,

যা তার কাছে রহস্য হয়ে দাঁড়িয়েছিল। সে উপলব্ধি করতে পারছিল না যে জ্যাসপারের সুস্থতার পেছনে কেবল তার চুম্বনই ছিল প্রধান কারণ।

জ্যাসপারের ড্রাগন শক্তি ফিরে পাওয়ার ঘটনাটি ছিল রহস্যময় অভিজ্ঞতা, যার মূল কেন্দ্রে ছিল তার নিজস্ব উপস্থিতি, কিন্তু ফিওনা এই বিষয়ে অবগত না,তার কোনো

কিছুই বোধগম্য হয়নি, সে জানেও না তার কারনেই জ্যাসপার সুস্থ হয়ে উঠেছে।জ্যাসপার তার বাবাকে ভিডিও কল করলো।

ড্রাকোনিস স্ক্রিনে জ্যাসপারকে দেখেই আনন্দে বিস্ময়ে ভরে উঠলো। “ওহ,মাই সান! তুমি সুস্থ হয়েছো?” তার কণ্ঠে ছিল পরম ভালোবাসা আর গর্ব। “এখন কেমন

লাগছে তোমার? কোনো দুর্বলতা বা ক্লান্তি নেই তো?”

জ্যাসপার এক ঠান্ডা হাসি ছুঁড়ে দিলো, মুখে সেই চিরচেনা আত্মবিশ্বাসের রেখা ফুটে উঠলো। “রিল্যাক্স, ড্রাকোনিস! আমি পুরোপুরি ঠিক আছি। আগের চেয়েও শক্তিশালী অনুভব করছি মনে হচ্ছে নিজের শক্তির উৎস নিজেই পুনরায় আবিষ্কার করেছি।”

ড্রাকোনিসের মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠলো। “অবশেষে!তাহলে অ্যাকুয়ারার ভেষজ ওষুধই কাজ করলো,”সে গর্বিত সুরে বললো। কিন্তু জ্যাসপারের চোখে এক দুর্বোধ্য রহস্যের ছায়া। সে জানে, যা ঘটেছে,তার পেছনেতো অন্য কোনো রহস্য লুকিয়ে আছে—এক অনিবার্য সত্য যা তাকে প্রাচীন নিয়ম ভাঙতে বাধ্য করেছে। কিন্তু এই সত্যের

গোপনীয়তা এখনো অব্যক্ত। ড্রাকোনিস যেন বুঝতেও না পারে, তাই সে মুখে বিন্দুমাত্র সন্দেহ প্রকাশ না করে শান্তভাবে মাথা নাড়ল। ফিওনার স্পর্শ, সেই রহস্যময় চুম্বনের স্মৃতি, তার ভেতর রয়ে গেলো এক অন্ধকারে ঘেরা গোপন গভীরতায়—কোনো মানুষের বিশেষত কোনো মানবীর বিষয়ে,বাবাকে বলা যাবে না।

জ্যাসপার জানে, এই সীমানা পেরোতে গিয়ে সে নিজেই অজান্তে এক অভূতপূর্ব পরিণতির পথে পা বাড়িয়েছে।

জ্যাসপার ধীরে ধীরে তার এথিরিয়নের বিষয়ে পরিকল্পনার প্রতিটি খুঁটিনাটি জানাতে লাগলো ড্রাকোনিসকে।

ড্রাকোনিসও বুঝতে পেরে বললো, “আমি জানি,মাই সান! তোমার

ক্ষমতা বিচক্ষনতার পরিধি সীমাহীন। তবে তোমাকে সাবধান থাকতে হবে। মনে রেখো, তোমার হাতে মাত্র আর একটি হিপনোটাইজ করার সুযোগ বাকি আছে পৃথিবীতে। সেটা কোনো মহামূল্যবান বিশেষ কাজে লাগাবে”।জ্যাসপার হালকা মাথা নাড়িয়ে সম্মতি দিলো। “আমি জানি, ড্রাকোনিস!আপনার উপদেশ

আমি স্মরণে রাখবো। আর ভেনাসের পরিস্থিতি কেমন?”

ড্রাকোনিস কিছুটা চাপা কণ্ঠে উত্তর দিলো,“এখানে পরিস্থিতি অনেকটাই নিয়ন্ত্রিত। তবে তোমার দ্রুত ফিরে আসা প্রয়োজন। অ্যালিসা তোমার অপেক্ষায় আছে।”

ড্রাকোনিসের মুখ থেকে অ্যালিসার নাম শুনেও জ্যাসপারের মধ্যে বিন্দুমাত্র প্রতিক্রিয়া দেখা গেলো না।

তার মন এখন এই প্রথাগত দায়িত্বের শৃঙ্খলাকে উপেক্ষা করতে চাইছে। একসময় যা ছিল তার জন্য নিয়তি স্বরূপ, এখন সেই সম্পর্ক বা কর্তব্য তাকে আর আকর্ষণ করছে না। সফটওয়্যারের সৃষ্ট নিয়ম মেনে চলা, বিয়ে, সম্পর্ক—সবই যেনো তার মনের গহীন থেকে সরে যাচ্ছে।জ্যাসপার এখনো গভীর এক অজানা অন্বেষায় মগ্ন; তার

মানসিকতায় যে পরিবর্তন এসেছে, তা অ্যালিসার মায়াজালকে ম্লান করে দিয়েছে। তার অন্তরে অচেনা এক শূন্যতার প্রতিধ্বনি, যা প্রতিটি মুহূর্তে তাকে আরো রহস্যময় ভবিষ্যতের পথে টেনে নিয়ে যাচ্ছে। জ্যাসপারের মনে হচ্ছে এখন আর এসবের কোনো মুল্যে নেই, কোনো সফটওয়্যার দিয়ে আর যাই হোক সম্পর্কে জড়ানো যায়না তবে

জ্যাসপার ভেবে পাচ্ছেনা সে এসব কোনো ভাবছে এটাই তো ভেনাসের নিয়ম তাহলে এই নিয়ম সে কিভাবে উপেক্ষা করতে চাইছে?জ্যাসপার ল্যাব থেকে ধীর পায়ে গ্লাস হাউজে ফিরে এলো। বিছানায় গা এলিয়ে দিয়েও তার প্রশান্তি মিললো না, মাথার ভেতর তীব্র যন্ত্রণার প্রবাহ মস্তিষ্ককে ক্ষতবিক্ষত করছে। শক্তিশালী শরীরে ক্লান্তি না থাকলেও

এই অসহ্য মাথাব্যথা তাকে ভেতরে ভেতরে নিঃশেষ করে দিচ্ছে। ঘরে প্রবেশের আগেই সে অ্যাকুয়ারাকে আদেশ করেছিল কফির জন্য, যাতে হয়তো কিছুটা স্বস্তি পায়।

অন্যদিকে, অ্যাকুয়ারা প্রিন্সের কফি তৈরি করে দোতলায় যাচ্ছিল, ঠিক তখনই আলবিরা তার পথ আটকায়।

“অ্যাকুয়ারা,শুনো,একটা দরকারি কথা ছিলো,” আলবিরার কণ্ঠে চিন্তার আভাস।

অ্যাকুয়ারা কিছুটা থেমে প্রশ্ন করে, “কিন্তু প্রিন্স তার জন্য কফি নেয়ার আদেশ দিয়েছে, আগে কফিটা দিয়ে আসি।”

আলবিরা একটু থেমে গম্ভীর মুখে বলে। ”তোমার যেতে হবেনা, ওই

মানবী মেয়েটাকে পাঠাও। ওকে আদেশ দাও।

অ্যাকুয়ারার মুখে একটু কৌতূহল ফুটে ওঠে, তবে সে আলবিরার সিদ্ধান্ত মেনে নেয়। “ঠিক আছে, যেমন তুমি বলছো।”অ্যাকুয়ারা ফিওনাকে ডেকে নিয়ে আসে,কফির কাপ তার হাতে ধরিয়ে দেয়। ফিওনার ভেতরে অজানা শঙ্কা ভর করে। কফি হাতে ধরে দাঁড়িয়ে

থাকে, বুঝে উঠতে পারছে না তাকেই কেনো বারবার ওই জ্যাসপারের সামনে পাঠানো হয়।

অ্যাকুয়ারা কড়া কণ্ঠে বলে, “ফিওনা, প্রিন্সের কক্ষে কফিটা পৌঁছে দাও। সাবধান, একটুও না পরে যায়, এটাতে আয়ুর্বেদিক মিশিয়ে দিয়েছি ওনার মাথা ব্যাথা তাই।”

ফিওনা খানিকটা অস্থির মনে প্রশ্ন করে, “কিন্তু...আমি না গেলে হয়না আজকে ...?”

অ্যাকুয়ারা একটু বিরক্তির সুরে বলে, “আলবিরার নির্দেশ, খেলাপ করার জায়গা নেই। কফিটা নিয়ে যাও।

আর,মনে রেখো, প্রিন্সের সামনে সাবধান থাকবে।”ফিওনা মুখে কিছু না বললেও তার মন দুশ্চিন্তায় ভারী হয়ে ওঠে। তবে সে ধীরে ধীরে

কফির কাপ হাতে নিয়ে সিঁড়ি বেয়ে উপরে উঠে চলে, সেই অনিশ্চয়তার মাঝেই নিজের সাহসকে শক্ত করে ধরে।

ফিওনা নিঃশব্দে করিডোর পেরিয়ে চলেছে, প্রতি পদক্ষেপে তার হৃদস্পন্দন বেড়ে চলেছে। আজকের সেই ভয়াল চুম্বনের ঘটনার পর সেই অগ্নিসদৃশ প্রান্তরের দানবটির মুখোমুখি হওয়াটা ভীষণ অস্বস্তির।

তবুও,হাতে কফির কাপ ধরা অবস্থায় নিজের শঙ্কাকে নিবৃত্ত করে জ্যাসপারের কক্ষের সামনে এসে দাঁড়ালো।দরজাটা স্লাইডিং হয়ে খুলে গেল।

রাতের নিস্তব্ধতা ভেদ করে চাঁদের আলো কক্ষের ভেতর প্রবেশ করেছে, সারা ঘরকে এক অপার্থিব আলোকমালায় রাঙিয়ে তুলেছে। জ্যাসপার বিছানায় আড়মোড়া ভেঙে

শুয়ে আছে, এক পায়ের ওপর অন্য পা তুলে রেখেছে, একটি হাত অবহেলায় চোখের ওপর রাখা। তার উন্মুক্ত বক্ষ— শার্টহীন, শক্তিশালী পেশিগুলো প্রদীপ্ত চাঁদের আলোয় আরো ঝলমল করছে। চাদের স্নিগ্ধ আলোতে তার সিক্স-প্যাক আবির্ভূত, হাতে ফুটে উঠেছে ভেনাসের মতো নীলচে-সবুজ শিরা।ফিওনার দৃষ্টি থমকে যায়, কোনো কথা নেই,

কোনো শব্দ নেই। সেই নীরবতার ভেতর দাঁড়িয়ে ,সে অপার এক শক্তিমত্তার সামনে স্থির। তার অন্তরের গভীরে মিশে থাকা দ্বিধা আর সংযম তাকে থামিয়ে রেখেছে, জ্যাসপার এক জটিল ধাঁধা, যা সমাধানের অধিকার কেবল তার নিজের হাতে।

ফিওনা নির্বাক, বেখেয়ালি দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলো।জীবনে প্রথমবার

কোনো পুরুষের এমন খোলামেলা, অনাবৃত শরীর দেখছে সে—তাও এমন এক শরীর যা স্বয়ং প্রকৃতির নিপুণ শৈল্পিক সৃষ্টি। ফিওনার দৃষ্টি আকর্ষণ এড়াতে চাইলেও বারবার তার চোখ গিয়ে আটকে যাচ্ছে সেখানে, অবাধ্য হয়ে প্রতিটি বিশদে হারিয়ে যাচ্ছে।

তার ঠোঁট শুকিয়ে আসে, হৃদয় হঠাৎ তীব্র গতিতে ধুকপুক করতে থাকে।

এমন এক ধরনের অস্বস্তি আর মুগ্ধতার সম্মিলনে তার গাল লাল হয়ে উঠলো। এই পুরুষটি, যে কিনা তার জন্য দুর্বোধ্য আর ভয়ঙ্কর এক প্রাণী, তার শরীরের সৌন্দর্য ফিওনার সমস্ত সংযমকে অকার্যকর করে দিয়েছে।

জ্যাসপারের গম্ভীর কণ্ঠে ফিওনার মগ্নতা ভেঙে গেলো।

“কি হলো, অ্যাকুয়ারা? চুপচাপ দাঁড়িয়ে আছো কেনো?কফি কোথায়?”ফিওনা মুহূর্তে বাস্তবে ফিরে এলো,নিজের মনে অস্থির হয়ে উঠলো—ইশ,নিজেই নিজেকে গালমন্দ করতে লাগলো। “ছিঃ তুই এমন নির্লজ্জ কিভাবে হতে পারলি, ফিওনা? ওই ড্রাগনটাকে এভাবে দেখার কি আছে?”

ফিওনা যখন মৃদু পায়ে এগিয়ে এসে টেবিলে কফির মগটি রাখলো, তখন জ্যাসপার চোখের ওপর হাত রেখে অর্ধতন্দ্রায় শুয়ে ছিল। হঠাৎ,কোনো এক অদ্ভুত মিষ্টি সুবাস তার নাকে ভেসে এলো। এটা ছিলো এক অচেনা ঘ্রাণ—আশ্চর্যভাবে উষ্ণ,কোমল আর এমন এক মাদকতায় ভরা,তার মস্তিষ্কের প্রতিটি স্নায়ু শিথিল হয়ে আসলো।

একটা মেয়েলি হরমোনাল ঘ্রান যা সূক্ষ্ম, ফিওনার শরীর থেকে ভেসে আসা এই ঘ্রাণ কেমন উষ্ণ, কোমল, আর খানিকটা ফুলের মতো সতেজ। এটি এক ধরনের ম্যাগনোলিয়া ফুলের মিষ্টি, মৃদু চন্দনগন্ধের মতো, যা প্রাকৃতিকভাবে শীতলতর। আচমকা এরকম অপরচিত ঘ্রান নাকে আসতেই জ্যাসপার তার হাত সরিয়ে ধীরে ধীরে চোখ মেলে

তাকালো। সেই সুবাস বাতাসে ছড়িয়ে পড়েছে ঠিক যেন ফুলের বনে বসে আছে সে, যেখানে প্রতিটি শ্বাসের সাথে ঘ্রাণটি তার ভেতরে প্রবেশ করছে। ফিওনা সেখানেই দাঁড়িয়ে, নিরীহ ভঙ্গিতে; তবে তার শরীর থেকে ভেসে আসা সেই আকর্ষণীয় ঘ্রাণ জ্যাসপারের ইন্দ্রিয়জগতে নতুন এক অনুভূতির সঞ্চার করলো।

জ্যাসপার এক মুহূর্তের জন্য স্থির থেকে অবাক দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকলো—ফিওনা থমকে দাঁড়িয়ে পড়লো—তার চোখে চোখ পড়লো জ্যাসপারের তীক্ষ্ণ,গভীর দৃষ্টির সাথে। সেই দৃষ্টিতে এক অজানা স্রোত আছে, যা ফিওনার অন্তরে প্রবেশ করে তাকে তুমুলভাবে কাঁপিয়ে তুললো। মুহূর্তেই সে নিজের অব্যক্ত লজ্জা আর দুর্বলতা

চাপা দিয়ে অন্যদিকে তাকাতে চাইলেও পারলো না, সেই দৃষ্টির মায়ায় বন্দী হয়ে রইলো।ফিওনা থমকে দাঁড়িয়ে আছে, অদৃশ্য কোনো শক্তি তাকে পেছনে টেনে ধরে রেখেছে। জ্যাসপার প্রথমে সামান্য অবাক হলো, তারপর তার চোখ দু'টি ফিওনার দিকে নিবদ্ধ করলো—ধীরে ধীরে, প্রতিটি ভাঁজে লুকানো রহস্য উন্মোচন করতে চাইলো।

পায়ের পাতা থেকে মাথা পর্যন্ত দৃষ্টিতে আচ্ছন্ন করলো তাকে।

ফিওনার গায়ে খয়েরি রঙের ফ্রক, যা হাঁটু পর্যন্ত নেমে এসেছে। কাঁধ থেকে একটু নেমে আসা হাতাটা তার অনিচ্ছায় এক ধরনের নাজুক সৌন্দর্য এনে দিয়েছে।তার বাদামী চুলগুলো খোলা,আর চাঁদের আলোর মোলায়েম ঝলক সেই চুলের প্রতিটি রেশমী সুতায় জীবন্ত আলোর বুনন

এঁকে দিয়েছে।জ্যাসপার তাকিয়ে রইলো তার মুখের দিকে, কোনো কথা না বলে, কিন্তু তার দৃষ্টির গভীরতায় প্রশ্নের ঝড় বইছে। ফিওনার মনে হলো, এই দৃষ্টির প্রতিটি ছোঁয়া তার মনের গোপন আবরণকে খসিয়ে দিচ্ছে। অস্বস্তিতে সে এক পা পেছনে সরতে চাইল,কিন্তু সেখানে শিকল বেঁধে তাকে আটকে রেখেছে এই

অনিশ্চিত মুহূর্ত। সে নিজেকে সংবরণ করতে চেষ্টা করলো,কিন্তু সেই মনস্টারের এই তীক্ষ্ণ, অনুচ্চারিত দৃষ্টির সামনে নিজেকে পুরোপুরি হারিয়ে ফেললো।

জ্যাসপার হঠাৎই গম্ভীর অথচ কোমল স্বরে প্রশ্ন করলো, “এতোক্ষণ ধরে কক্ষে প্রবেশ করে চুপচাপ দাঁড়িয়ে ছিলে কেনো?”ফিওনা মুহূর্তেই বিচলিত

হয়ে উঠলো। কী বলবে সে? কীভাবে ব্যাখ্যা করবে এই বিব্রতকর সত্য যে, এই অচেনা অথচ দুর্নিবার আকর্ষণীয় পুরুষের অনাবৃত শরীর তার দৃষ্টি দিয়ে তাকে বন্দি করে রেখেছিলো। এক অস্বস্তিকর অনুভূতিতে তার মুখ লাল হয়ে উঠলো।নিজেরই মনের মধ্যে একটা ক্ষীণ কণ্ঠস্বর তাকে পুনরায় গালমন্দ করছে।

তবুও সে নিজেকে সঙ্কলিত করে কিছু বলতে চেষ্টা করলো, তবে শব্দগুলো গলার কাছে এসে আটকে গেলো। তার চোখ নীচে নামিয়ে ফেলা ছাড়া আর কোনো উপায় রইলো না, নিজের এই দুর্বলতাকে জ্যাসপারের কাছ থেকে আড়াল করতে চাইছে।

ফিওনার উত্তরের জন্য অপেক্ষা করে জ্যাসপার ধমকের স্বরে বলল,"এই

মেয়ে, তুমি সবসময় এমন কেনো? কোনো কথার উত্তর দিতে পারো না?”

ফিওনার হৃদয়ে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়লো। তার কণ্ঠস্বর কাঁপলো “না,আসলে আমি ভেবেছিলাম আপনি ঘুমিয়ে আছেন। তাই বিরক্ত না করে টেবিলে কফিটা রাখতে চেয়েছি।”জ্যাসপার তখন বিছানা থেকে উঠে বসলো, পাশেই থাকা

কফির মগটি হাতে তুলে নিল। উষ্ণ কফির ধোঁয়া বাতাসে ভাসতে লাগলো, আর সে কফির মগে চুমুক দিলো। ফিওনার চোখ সেই মগের দিকে আটকে গেল।রক্তিম বেগুনি ঠোঁটগুলো কফির মগে স্পর্শ করছিল, এক অদ্ভুত আকর্ষণে ভরা দৃশ্য ছিল।

সেই ঠোঁটগুলো, যা গতকাল তার ঠোঁটে লেগেছিল, এখন কফির সঙ্গে

চুমুক দিচ্ছে। ফিওনার মনে অদ্ভুত দ্বন্দ্ব সৃষ্টি হলো। সে বুঝতে পারলো না ঠোঁটজোড়া এতোটা আকর্ষণীয় অথচ এর স্বাদ এতো জঘন্য তিক্ত।

কফি শেষ করে জ্যাসপার মগটি ফিওনার হাতে ধরিয়ে দিয়ে বলল, “এই নাও,মগ। এন্ড গো টু হেল নাও।”

ফিওনার মনে রাগের আগুন জ্বলে উঠল। সে মনে মনে চিন্তা করতে

লাগলো, এই ড্রাগনটা নিজেকে কী ভাবে?হতে পারে সে ভেনাসের প্রিন্স? কিন্তু পৃথিবীতে সে একটা এনিমেল ছাড়া কিছুই না।

ফিওনার প্রতিক্রিয়ার সঙ্গে তার মুখাবয়বের ভঙ্গি প্রকাশ পেয়েছিল। বিরক্তি,আর ক্ষোভ—এই সবই একসাথে জমা হয়েছিল।ফিওনা কফির মগটা হাতে নিয়ে একপ্রকার হনহন করে ঘর থেকে বেরিয়ে

গেলো,তার পদক্ষেপে এক ধরনের তীব্রতা ছিল, যা জ্যাসপারের জন্য অবাককর ছিল। সে ভাবতে লাগলো, এভাবে হনহন করে ঘর থেকে বেরিয়ে যাওয়া তো আমার স্টাইল। ফিওনার এই আচরণ নতুন বার্তা নিয়ে আসছিল, যা জ্যাসপারের সঙ্গে তার সম্পর্কের মধ্যে একটা পরিবর্তন সূচিত করছিল। তার চোখে ছিল ক্ষোভের জ্বলন্ত

শিখা,আর সেই শিখা জ্যাসপারকে বিদ্ধ করে যাচ্ছিল।

ফিওনা চলে যাওয়ার সাথে সাথে সেই মেয়েলি হরমোনাল মিষ্টি ঘ্রানটাও হারিয়ে গেলো, ঘরের বাতাস থেকে এক মুহূর্তে স্পর্শময়তা উবে গেল। জ্যাসপার একপ্রকার বিভ্রান্ত হয়ে পড়লো, তার মন খুঁজে ফিরছিল সেই স্নিগ্ধ সুবাসের উৎস। জ্যাসপারের অনুভূতি এখন আস্তে

আস্তে গভীরতর হতে শুরু করেছে, কারণ তার লাভ ফাংশনালিটি ধীরে ধীরে সক্রিয় হচ্ছে। প্রথমবারের মতো ফিওনার শরীর থেকে বেরিয়ে আসা এক অদ্ভুত মিষ্টি ঘ্রাণ তাকে মোহিত করতে শুরু করেছিলো।

ফিওনার শরীরের এই ঘ্রাণকে কোনো সাধারণ সুগন্ধির মতো নয়, বরং এটা ফুলের মৃদু সৌরভ আর

গাঢ় মৌ মৌ সুবাসের সংমিশ্রণ, যা ঘিরে ধরেছিলো জ্যাসপারকে।

ঘ্রাণটি তার ভেতরের বায়ো-রিসেপ্টরদের আস্তে আস্তে উত্তেজিত করছিলো। তার মধ্যে এক ধরনের আসক্তি সৃষ্টি করছিলো।এর আগেও তো ফিওনার কাছে কতবার গিয়েছিলো, মনে মনে চিন্তা করতে লাগলো জ্যাসপার। তখন তো এমন কোনো ঘ্রান নাকে আসেনি আজ

হঠাৎ কী হলো?তার মনে প্রশ্নের খেলা চলতে লাগল। এই মেয়ে কি আজ কোনো বিশেষ পারফিউম মেখেছে?

জ্যাসপারের হৃদয়ে উঁকি দিল এক অদ্ভুত কৌতূহল।ফিওনার এই পরিবর্তন, তার শরীরের আশেপাশের নিঃশ্বাসে ভাসমান সেই অচেনা ঘ্রান, মনের মধ্যে উড়ে বেড়ানো ভাবনাগুলো অদৃশ্য এক

আকর্ষণে তাকে আরও বেশি কৌতূহলী করে তুলছিল।পরের দিন সকালে এক স্নিগ্ধ আলোতে ঘরটি উজ্জ্বল হয়ে উঠলো সূর্যের প্রথম কিরণগুলো আকাশের কোলে নেমে এসে সবকিছু নতুন করে সজীবতা দিয়েছে,ফিওনা আলতোভাবে ঘুম থেকে উঠলো, চোখ মেজাজের নিঃসঙ্গতা কাটিয়ে দৃষ্টিতে আলো নিয়ে আসার চেষ্টা করছে।

সেই মুহূর্তে অ্যাকুয়ারা তার রুমে প্রবেশ করলো,দ্রুতার চটপটে। “ফিও,তুমি উঠেছো! তাড়াতাড়ি করো,নাস্তা তৈরি করতে হবে তো!” ফিওনা অ্যকুয়ারার উত্তেজনা শুনে এক মুহূর্তের জন্য স্তম্ভিত হলো। নিজের মনকে একত্রিত করে সে উঠে পড়লো। হালকা করে ফ্রেশ হয়ে নাস্তা প্রস্তুতের কাজে অ্যাকুয়ারা সাথে কিচেনে প্রবেশ করলো।

দুজনের মধ্যে সজীবতা অনুভূত হচ্ছিল, ফিওনার হাতগুলো ঘুরছিল রান্নাঘরের সামগ্রীগুলোতে, অ্যাকুয়ারা আনন্দের সাথে নির্দেশ দিচ্ছিল। প্যানের ওপর ডিম ফেটানো, টোস্ট পুড়ানো—সবকিছুতে তাদের আলাপচারিতা আর হাসির ভঙ্গি ছিল।“আজকের মেনু কি হবে?” ফিওনা জিজ্ঞেস করলো,প্যানের মধ্যে তেল ঢালতে ঢালতে।

“অবশ্যই,প্যানকেক!” অ্যাকুয়ারা উত্তর দিলো, তার চোখে উজ্জ্বলতা। “তোমার হাতে যে মিষ্টি স্পর্শ, তাতে সবকিছুই আরও সুস্বাদু হয়!”

ফিওনা তার কথা শুনে হাসলো। এই সহজ স্নিগ্ধ সকালে, দুজনের মধ্যে বন্ধুত্বের বন্ধন আরও গভীর হতে লাগলো। রান্নাঘরের নিঃশ্বাসে তারা জীবনকে নতুন করে আবিষ্কার করছিল।

ফিওনা হঠাৎ বলে বসলো “বলছিলাম যে অ্যকু, অনেকদিন হয়েছে আমি ঠিকমতো গোসল করতে পারছিনা, ওই ছোট বাথরুমে, আজকে একটু হ্রদে গোসল করতে পারলে ভালো লাগতো, কি বলো?

ফিওনার মুখে এমন প্রস্তাব শুনে অ্যাকুয়ারা কিছুটা হেসে বলল, “ঠিক বলেছো। ছোট বাথরুমে সুবিধা হয়

না। আমরাও একদিন একটু আনন্দ করে গোসল করতে পারি ।”

ফিওনা চোখ বড় বড় করে তাকিয়ে বলল, “ওহ! তাহলে তো বেশ মজাই হবে।

অ্যাকুয়ারা মৃদু হাসি দিয়ে মাথা নাড়লো, “তাহলে আমি প্রিন্সের থেকে অনুমতি নিয়ে নিচ্ছি। আশা করি,তিনি অনূমতি দিবেন।”জ্যাসপার ধীরপায়ে ঘুম

থেকে উঠে গোসলের দিকে এগিয়ে যায়। তার প্রাত্যহিক অভিজাত গোসলের আয়োজন আগেই সম্পন্ন হয়েছে, অন্য এক ড্রাগন তার জন্য এই বিশেষ স্থানে সবকিছু প্রস্তুত করে রেখেছে।

জ্যাসপারের গোসলের জায়গাটা প্রকৃতির কোলে তৈরি এক স্বর্গের টুকরো। গ্লাস হাউজের বিশাল বারান্দার এক পাশে পাহাড়ের সাথে

ঝুলে রয়েছে গোসলখানা।উন্মুক্ত প্রকৃতির মাঝে অবস্থিত,এই স্থান এক রাজকীয় বিশ্রামস্থল। বারান্দার ওপর এক সুবৃহৎ বাথটাব রাখা, যা তৈরি হয়েছে আভিজাত্যের প্রতীক হিসেবে,তার চারপাশ সাদা মার্বেল পাথরে সাজানো।বারান্দার ঠিক পাশেই মেঘেরা এসে লেপ্টে থাকে হাত বাড়ালেই ছোঁয়া যায় তাদের। দৃষ্টিসীমার ওপারে বিস্তৃত সবুজ

পাহাড়ের সারি, মাঝে মাঝে ছোট ছোট ঝরনার শব্দ দূরের সুর মূর্ছনা এনে দেয়। কুয়াশায় মোড়ানো এই সৌন্দর্যের মাঝে, স্নিগ্ধ আলোর ঝলকানি এসে পড়ে বাথটাবের স্বচ্ছ জলের ওপর, সোনালী আভা এনে দেয় গোটা পরিবেশে। জ্যাসপারের গোসলের স্থানে রাখা রয়েছে ছোট ছোট প্রাকৃতিক পাথরের তৈরি সোপ আর অন্য উপকরণ, যা তার

রাজকীয় রুচির সাথে মিল রেখে মনোমুগ্ধকরভাবে সাজানো।

জ্যাসপারের গোসলের আগে বাথটাবে বরফের টুকরো ছড়িয়ে দেওয়া হয়, যেন গোসলটা তার জন্য আরামদায়ক হয়। ড্রাগনের তপ্ত তাপমাত্রাকে ঠান্ডা পানির স্নিগ্ধতায় প্রশমিত করার এক প্রাকৃতিক আয়োজন।

তার দেহের বাইরের তাপমাত্রা পৃথিবীর মানুষের মতোই সেই মেডিসিনের কারনে তবে ভেতরে লুকিয়ে থাকা ড্রাগনের উষ্ণতা বরফের ঠান্ডা পানির স্পর্শে খানিকটা স্থির হয়।বিশাল কাঁচের বারান্দায় ঝুলন্ত গোসলখানায় জ্যাসপার প্রবেশের সাথে সাথেই চারপাশের প্রাকৃতিক দৃশ্য তার অপেক্ষায় আছে। পাহাড়ের ঢাল ,সামনে উঁচু

মেঘ, দূরের সবুজ পর্বতমালা—সব মিলিয়ে এক অতুলনীয় দৃশ্য।

ধীরে ধীরে জ্যাসপার সব পোশাক খুলে ফেলল, রাজকীয় সাজসজ্জা ছেড়ে একান্ত নিরাভরণে নিজেকে প্রকৃতির স্নেহে সঁপে দিচ্ছে। এরপর পা ডুবিয়ে বসল বরফের ঠান্ডা পানিতে ভরা বিশাল বাথটাবে। প্রথম ছোঁয়াতেই ঠান্ডা পানির স্পর্শ তার ড্রাগনের অন্তর্গত তাপকে প্রশমিত

করে এক গভীর প্রশান্তির আস্বাদ এনে দেয়। হালকা শ্বাস ফেলে সে আরাম অনুভব করল,সেই শীতল স্রোত তার দেহের সব অবশিষ্ট উত্তাপ মুছে ফেলে।পাশে রাখা সুবাসিত বডি ওয়াশ নিয়ে ধীরে ধীরে দেহে সাবানের ফেনা তৈরি করল, সূক্ষ্ম ফেনায় তার মসৃণ ত্বক ঢেকে উঠল। ফেনার আস্তরণে তার শরীর আরো উদ্ভাসিত হয়ে উঠল,

মাথায় শ্যাম্পু করল নিখুঁত যত্নে,গা থেকে সমস্ত ক্লান্তি ধুয়ে নিয়ে আরেকবার নবজীবনের স্নিগ্ধতায় উদ্ভাসিত হলো। এভাবে,গোসলের প্রতিটি মুহূর্ত তার জন্য এক রাজকীয় অভিজ্ঞতা,একান্ত প্রশান্তির অনুভব, নিজেকে প্রকৃতির কোলে বিলিয়ে দেওয়া এক সূক্ষ্ম বিলাসিতা। জ্যাসপার নিজের কক্ষে প্রবেশ করে। আলমারির একটি দরজা

খুলে, সে একটি স্নিগ্ধ সাদা শার্ট গায়ে জড়িয়ে নিল। কালো আর সাদা রং তার পছন্দের,আর সাদা শার্টটি তার ফর্সা দেহের সাথে আরও উজ্জ্বল হয়ে উঠল। শার্টটি পরে,সে ভেনাসের বিশেষ পারফিউমটি নিয়ে তার ঘাড়ে,শার্টে আর হাতে লাগালো।পৃথিবীতে এই পারফিউম পাওয়া যায়না তাই জ্যাসপারের জন্য বিশেষভাবে তৈরি

করা হয়েছে ভেনাসের পারফিউমটি। “চন্দ্রমল্লিকা ফুলের -এর সুবাসটি একেবারে স্বর্গীয়—এটি শুরুতেই আনে এক হালকা,সুগন্ধি সৌর ঘ্রাণ,একদম সূর্যাস্তের পরে ভেনাসের গায়ে জমা বৃষ্টির মতো। এরপর উঠে আসে গভীর গন্ধের একটি স্তর, যাতে মিশে থাকে স্টার অ্যানিসও গ্রিন কেয়ারের মিশ্রণ, যা তার শক্তিময় সত্তার প্রকাশ। শেষ স্তরে,

এ সুবাসে রয়েছে একটি মিষ্টি স্যান্ডালউড আর অম্বারগ্রিসের উষ্ণতা, যা তার ড্রাগনের গোপন, অন্তর্নিহিত উষ্ণতার ইঙ্গিত দেয়।

“স্বর্গীয় এই ভেনাস সুগন্ধি এক আবেশে ভরা ঐশ্বর্য, যা অন্য কারো জন্য নয়, শুধুমাত্র জ্যাসপারের জন্য। এক মুহূর্তে, পুরো গ্লাস হাউজে সেই সুবাস ছড়িয়ে পড়ল। ফিওনা তখন টেবিলে নাস্তা সাজাচ্ছিলো,আর সবাই

উপস্থিত ছিল,শুধু জ্যাসপার বাদে। সবার মধ্যে পরিচিতি ছিল সেই ঘ্রানের তবে ফিওনার জন্য এটা ছিল নতুন এক অভিজ্ঞতা।একেবারে স্নিগ্ধ আর প্রাণবন্ত—ফিওনা সেই সুবাসের ঘ্রানে বিমোহিত হয়ে গেল,ফিওনা শ্বাস টেনে নিলো,সুবাসটি তার সারা শরীরে প্রবাহিত হতে লাগলো।

কিছুক্ষণ পর, যখন জ্যাসপার সিঁড়ি বেয়ে নামতে লাগলো, তখন ঘরটি তার উপস্থিতিতে নতুনভাবে আলোকিত হয়ে উঠল। সেই ভেনাসের বিশেষ পারফিউমের ঘ্রান আরও গাঢ় হয়ে পরিবেশকে ভরিয়ে দিল। যখন জ্যাসপার টেবিলে নিজের আসনে বসলো,ফিওনা তৎক্ষণাৎ বুঝতে পারলো— ঘ্রানটা ছিল জ্যাসপারের গায়ের পারফিউম।

ফিওনার হৃদয়ে অদ্ভুত অনুভূতি প্রবাহিত হতে লাগলো; ইচ্ছে করছিল জ্যাসপারের শরীরে নাক ডুবিয়ে সেই ঘ্রাণ গ্রহণ করতে।

নিজের ওপর রাগ হচ্ছে—এই অদ্ভুত নোংরা চিন্তা কেন তার মনে ঢুকে পড়ছে? ফিওনা নিজেকে প্রশ্ন করতে লাগলো, কেনো সে এসব ভাবছে ? তার ভিতরের কিছু একেবারে পরিবর্তন হয়ে যাচ্ছে, জ্যাসপারের

প্রতি আকর্ষণ এক নতুন মাত্রা অর্জন করছে।ফিওনার অন্যমনস্কতা হয়তো জ্যাসপার কিছুটা আন্দাজ করতে পারলো। তার চোখে যে অদ্ভুত দীপ্তি, সেটা দেখে মনে হলো, কিছু একটা চলছে তার মনে।কিন্তু ফিওনা তখন কোথায় হারিয়ে গেছে, সে নিজেই জানে না। জ্যাসপার যখন ফিওনাকে ডাকলো,তার কণ্ঠে এক ধরনের তীব্রতা ছিল।

“ফিওনা!”—এই শব্দটি তাকে বাস্তবে ফিরিয়ে নিয়ে এলো। ফিওনা কেঁপে উঠলো, তার ধ্যান ভেঙে গেল।

জ্যাসপার টেবিলে বসে তাকে লক্ষ করছিল,

“এভাবে বসিয়ে রাখবে নাকি? খাবার পরিবেশনটা তো করবে! প্রচুর খিদে পেয়েছে, আগে খাবারটা দাও। সবাই খেতে বসেছে, এসব

আকাশ-কুসুম ভাবনায় পরেও ডুবে থাকা যাবে।

ফিওনার পুনরায় নিজের ওপর নিজের রাগ হতে শুরু করলো। আর কোনো কিছু না বলেই সবাইকে খাবার বেড়ে দিলো।খাবারের মাঝে, অ্যকুয়ারা সরাসরি জ্যাসপারের দিকে তাকিয়ে বললো, “বলছিলাম যে,প্রিন্স অরিজিন, আপনি যদি অনুমতি দিতেন তাহলে আজকে ফিওনাকে

নিয়ে গ্লাস হাউজ থেকে বের হয়ে ওই হ্রদে একটু গোসল করতে যেতাম।”

জ্যাসপার কিছুটা নিসংকোচে উত্তর দিলো, “ওকে। কিন্তু খেয়াল রাখবে। এই মেয়েটা যেন আবার পালিয়ে না যায়। অবশ্য পালাতে পারবে না,তবুও ওর জন্য খামোখা আমি কোনো হয়রানি করতে চাই না।”

অ্যাকুয়ারা তার কথা সমর্থন করলো, না,না,প্রিন্স! আপনি আমার ওপর ভরসা রাখুন। ফিওনা এমন কিছুই করবেনা।”

“শুধুমাত্র অল্প সময়ের জন্য বাইরে যেতে পারবে,” জ্যাসপার বললো,”আমি চাই না,কিছু অপ্রত্যাশিত ঘটনা ঘটুক।”

অ্যাকুয়ারা হাসি মুখে বললো, “আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন,প্রিন্স। আমি সবকিছু নিয়ন্ত্রণে রাখবো।”

খাবার শেষ করেই ফিওনা আর অ্যাকুয়ারা গ্লাস হাউজের বাইরের দিকে বেরিয়ে পড়লো। কড়া রোদে প্রথমে কিছুটা অস্বস্তি লাগলেও, ধীরে ধীরে ফিওনা আবার বাইরের হাওয়ার প্রশান্তি অনুভব করলো।এটি তার দীর্ঘ বন্দিদশা থেকে মুক্তির

এক নতুন অধ্যায়ের সূচনা। চারিদিকে মুগ্ধ নয়নে তাকিয়ে সে দেখলো,পাহাড়গুলো সত্যিই অসাধারণ সুন্দর।বনভূমির মাঝে গাঢ় সবুজ রং ফুটিয়ে তুলেছে হ্রদের পানি গুলো—কতটা পরিষ্কার আর নীল!এক বিশাল নীল সুতোর মতো জলরাশি সারা পৃথিবীকে আলিঙ্গন করে আছে।

হঠাৎ,ফিওনার দৃষ্টি আকর্ষণ করলো অ্যকুয়ারা,যে একটি ছোট রঙিন নৌকা সেটাকে কত সুন্দরভাবে ফুল দিয়ে সাজিয়ে তুলেছে। ফিওনার চোখে-মুখে আনন্দের উচ্ছ্বাস।

“এটা কি তুমি সাজিয়েছো?” ফিওনা অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলো।

অ্যাকুয়ারা মাথা নেড়ে বললো, “হ্যাঁ! ভাবলাম, আজকের জন্য কিছু বিশেষ করি।ৎএই নৌকাটা আমাদের জন্য

আনন্দের মুহূর্তগুলো ভাগাভাগি করার জন্য তৈরি করলাম।“ফিওনা হাসি মুখে নৌকাটির দিকে আরও একবার তাকালো। ফুলগুলো নৌকার সৌন্দর্যকে দ্বিগুণ করেছে।

ফিওনা আর অ্যাকুয়ারা দুজনে নৌকায় উঠে পড়লো। নৌকাটা ফুলের মাঝে অবস্থান করছিল, ফিওনা মুগ্ধ হয়ে চারপাশে তাকালো; নৌকার পাশে থাকা রঙ-বেরঙের

ফুলগুলো তাদের হাসিকে আরও উজ্জ্বল করে তুলছিল।

সাবলীল হেসে ফিওনা দুই পা পানিতে ডোবালো।কোমল পানি তার পায়ের তলে ছুঁয়ে গেল, পায়ের তলায় নাচাতে নাচাতে, ফিওনা এক বাচ্চার মতো হাসতে লাগলো। প্রতিটি ঢেউ তার হাসির সাথে তাল মিলিয়ে নাচছিল।

“কী অসাধারণ!” ফিওনা উল্লাসের সাথে বললো,

“সত্যিই এক রুপকথার অনুভূতি হচ্ছে !”

অ্যাকুয়ারা তার পাশে বসে ফিওনার আনন্দ দেখে ভীষণ খুশি হলো। “ঠিক বলেছো!এটা আমাদের জন্য একটা রুপকথার আনন্দ”।ফিওনার মনে হচ্ছিল, এই প্রথম এখানে আসার পর এতটা আনন্দ সে

কখনো অনুভব করেনি। প্রকৃতির সাথে এই সংযোগ, মুক্ত বাতাসের স্রোত, আর ফুলের সৌন্দর্য—সবকিছু মিলিয়ে তার হৃদয়কে প্রশান্তি দিচ্ছিল।

“আচ্ছা, ফিওনা, চলো এবার হ্রদে নামি!” অ্যাকুয়ারা উৎসাহের সঙ্গে বললো। ফিওনা মাথা নেড়ে সম্মতি জানাল। দুজনে একসাথে পানির গভীরে নেমে গেলো, হালকা ডুব

দিয়ে একে অপরের মুখোমুখি দাঁড়ালো। হঠাৎ, ফিওনা দুষ্টুমি করে অ্যাকুয়ারার দিকে পানি ছিটিয়ে দিলো।“থামো ফিও!” অ্যাকুয়ারা হাসতে হাসতে হাত দিয়ে চোখ-মুখ ঢেকে নিলো। অ্যাকুয়ারার চোখে মুখে পানি পড়তে লাগলো, “দাঁড়াও,দেখাচ্ছি তোমাকে মজা!” এই বলে অ্যাকুয়ারা সৃষ্টির প্রক্রিয়ায় ড্রাগনের রূপে পরিণত হলো।বিশাল

আকাশী ডানা ঝাপটিয়ে উঠলো, আর সে পানির উপর দিয়ে গা ছমছম করা এক দারুণ দৃশ্য সৃষ্টি করলো। ফিওনা অবাক হয়ে তাকিয়ে রইলো। অ্যাকুয়ারা যখন ডানা ঝাপটালো,তখন তার বিশাল ডানা থেকে পানি ছিটকে ফিওনার দিকে এলো, আর স্রোতের সঙ্গে ভেসে যেতে লাগলো সে। হঠাৎ,তার মুখে,নাকে চোখে পানি ঢুকে

গেলো,মনে হলো এক জলোচ্ছ্বাসে ডুবে যাচ্ছে।

“অ্যাকু,থামো প্লিজ! এটা কিন্তু চিটিং!” ফিওনা অস্থির হয়ে চেঁচিয়ে উঠলো, এক হাতে জল ধরে রাখতে চেষ্টা করেও হাসি আর অস্থিরতা সামলাতে পারছিলো না।ফিওনা আর অ্যাকুয়ারা যখন আনন্দে মেতে উঠেছে, তখন দূরে একজোড়া চোখ তাদের দিকে গভীর দৃষ্টি নিবন্ধিত

করে ছিল। সেই শান্ত,পলকহীন চোখের অধিকারী, জ্যাসপার, তার বিশাল গ্লাস হাউজের ছাদে দাঁড়িয়ে ছিলো।তার মনযোগ সারা বিশ্বের সমস্ত কিছুকে ভুলিয়ে দিয়ে ফিওনার হাসিতে নিবিষ্ট হয়ে ছিল।

ফিওনার হাসির ঝড় তাঁর হৃদয়ে এক অস্থিরতা সৃষ্টি করছিল। প্রতিটি হাসির ঢেউ জ্যাসপারের ভেতরটা নাড়া দিচ্ছিল অদ্ভুত এক অনুভূতি।

ৎমাথায় অস্পষ্ট একটা চাপ অনুভব করছিল,মনে হলো মাথা থেকে কিছু নিষ্ক্রিয় হচ্ছে। এরই মাঝে তার হৃদস্পন্দন দ্রুত হয়ে উঠছিল,সেখানে এক অজানা শক্তির স্রোত প্রবাহিত হচ্ছে।

জ্যাসপার বুঝতে পারছিল, তার ভেতরে কিছু একটি ফাংশন এক্টিভ হয়ে উঠছে।রাত পেরিয়ে ভোরের হালকা আলোর আভা ছড়িয়ে

পড়লেও ফিওনার মন স্থির নয়, সে এখনো গ্লাস হাউজের স্বচ্ছ কাচের বাইরে তাকিয়ে আছে।য়এই পরবাসে, এই বন্দিত্বে আজ তার মনে পড়ছে গ্রান্ডপা, মিস ঝাং, লিয়া আর লিনের কথা—সেই চেনা মুখগুলো, সেই আন্তরিক হাসি আর পরিচিত যত্নের স্পর্শ। জীবন থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে সেই মায়াময় স্মৃতিগুলো আরও বেদনাদায়ক হয়ে উঠেছে,

আর তাঁর অন্তরে গভীর শূন্যতা জাগিয়ে তুলেছে।

তার পড়াশোনা, তার ভবিষ্যৎ সবকিছু এই পরাধীনতার অন্ধকারে ম্লান হয়ে গেছে। বারবার নিজেকে প্রশ্ন করছে—এই কাঁচের খাঁচার বাইরে কি আদৌ মুক্তি আছে? সে কি আবারও সেই চেনা পৃথিবীর আলোয় ফিরে যেতে পারবে, নাকি এই বন্দিত্বই তার চিরন্তন পরিণতি?

মনে পড়ছে সেই দিনের কথা, যখন তার বাবা-মায়ের সাথে উৎসবের আনন্দে ছুটে আসছিলো চীনের বেইজিং শহরে গ্রান্ডপার বাড়িতে। সেদিনের সেই বি*ধ্বংসী দুর্ঘ*টনা, সেই রক্তে*র লাল ছোপ আর প্রাণহীন দেহগুলোর মাঝে একমাত্র সে বেঁচে গিয়েছিল।এখন ভাবছে হয়তো সেদিনই মৃ*ত্যু তার জন্য সবচেয়ে সঠিক পরিণতি ছিল।

অলৌকিকভাবে বেঁচে থাকা, এই বেঁচে থাকার বোঝা এখন তাকে আরো ক্লান্ত করে তুলছে। তার অবচেতন মনে প্রার্থনা জাগে, যদি সে বাবা-মায়ের পাশে সেই রাতেই চলে যেতে পারতো, তবে হয়তো আজকের এই বন্দিত্ব আর অসহ্য একাকিত্ব তাকে আর সহ্য করতে হতো না।ফিওনার চোখে ম্লান অশ্রু ঝরছে, ভোরের হালকা আলোয়

মিশে যাচ্ছে। এই একাকিত্বে, তার অসহায় হৃদয়ে এক অদ্ভুত অবসাদ নেমে এসেছে, জীবনের প্রতি সবটুকু আশা মুছে গেছে।

ফিওনা এক দফা দীর্ঘশ্বাস ফেলে চুপচাপ মনে মনে স্বপ্ন বুনলো—যদি এমন হতো, কোনো এক অলৌকিকভাবে তার জীবনে প্রিন্স চার্মিং এসে হাজির হতো। এক দুর্দান্ত, সাহসী মানুষ, যে নির্ভীকভাবে

ওই শয়তান ড্রাগ*নের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে তাকে পরাস্ত করতে পারবে। তার স্বপ্নে সেই প্রিন্স যেন যুদ্ধের প্রতিমূর্তি, মুখে অপরাজেয় দৃঢ়তা, চোখে অটল বিশ্বাস। সে এগিয়ে এসে শক্ত হাতে তার হাত ধরে নিয়ে যায় তাকে, এই বন্দিত্ব,এই নিরাশার দেয়াল মুহূর্তেই ভেঙে পড়ে।ফিওনা কল্পনা করে, প্রিন্স চার্মিং তাকে মুক্তির আলোর পথে

নিয়ে যাচ্ছে, যেখানে নেই কোনো বাধা, নেই কোনো দ্বন্দ্ব,শুধু স্বাধীনতার নির্মল বাতাস।

তবু,তার মনের কোণায় এক ধরনের সংশয় রয়ে যায়।এমন এক বাস্তবতা,যেখানে স্বপ্ন আর বাস্তবের মাঝে ব্যবধান এক গভীর শূন্যতা। ফিওনার বুকের গভীর থেকে প্রশ্ন জাগে, সত্যিই কি এমন কেউ আছে? এই নির্জন পরবাসে কি সত্যিই তার

প্রিন্স চার্মিং আসবে তাকে বাঁচাতে? জ্যাসপারের চোখেও আজকে রাতে একবিন্দু নিদ্রা ছিলোনা। শীতল, ধূসর ভোররাত ধীরে ধীরে তাকে আচ্ছন্ন করে রাখছে এক অদ্ভুত ঘোরের মতো। এই প্রথমবার, তাঁর মস্তিষ্কের শিরায় শিরায় বয়ে চলেছে অচেনা এক আবেগের প্রবাহ, যা আগে কখনো অনুভব করেনি। মনে হচ্ছে,কোথাও কিছু ছিন্নভিন্ন হচ্ছে

ভেতরে কোনো শক্ত বন্ধন আস্তে আস্তে শিথিল হয়ে যাচ্ছে।

তার হৃদয় ব্যাকুল হয়ে উঠেছে এক অজানা আকাঙ্ক্ষায়, সেই উপলব্ধির উৎস কোথায়—সে নিজেই বুঝে উঠতে পারছে না। এক অমোঘ অস্থিরতা তার ভিতর দানা বাঁধছে, কেবলমাত্র যাকে অনুভব করা যায়,কিন্তু ভাষায় প্রকাশ করা দুঃসাধ্য। এই মনোযোগহীনতার

পথে কে তাকে টেনে নিয়ে যাচ্ছে, কোথায় তার সেই নির্দয় লক্ষ্য যে উদ্দেশ্যে এতদূর পথ পাড়ি দিয়েছিলো?

সে জানে, তার যাত্রার এক অমোঘ লক্ষ্য ছিলো—তার ভাইকে উদ্ধার, প্রতিশোধ, আর এক রাজ্যের সুরক্ষা।কিন্তু আজ সেই লক্ষ্য কুয়াশায় ঢাকা পড়েছে,আকাশে উড়ন্ত ধূমকেতুর মতো এক

রহস্যময় সুর তার পথ রুদ্ধ করে দাঁড়িয়েছে। জ্যাসপারের শক্ত মনের ভিতর আজ এক পলক কম্পন—তাকে দ্বিধার পথে ঠেলে দিচ্ছে,

স্বপ্নের অপূর্ণতার মতো অমোঘ রহস্যে আবদ্ধ করে রাখছে।জ্যাসপার সকাল সকাল বেরিয়ে গেছে, কোনো গোপন মিশনে। এটি সেই একই কাজ, যেটা সে এখানে আসার পর থেকে নিয়মিত করছে, অথচ

আলবিরা কিংবা থারিনিয়াস কেউই জানে না এর উদ্দেশ্য বা গন্তব্য।

এদিকে ফিওনা আর অ্যাকুয়ারা সকালের নাস্তা সেরে রান্নাঘর গুছাচ্ছে। সূর্যের আলোয় রান্নাঘর উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে, আর সকালের হালকা হাওয়াকিছুটা স্বস্তি এনে দিচ্ছে। এই সময়ে ফিওনা অ্যকুয়ারার পাশে এসে ফিসফিস করে বলল,

“বলছিলাম যে,অ্যাকু, তুমি আমাকে একটা সাহায্য করতে পারবে?”

অ্যাকুয়ারা তার দিকে তাকিয়ে মুচকি হেসে বলল, “হ্যাঁ, বলো কী সাহায্য?”

ফিওনার কণ্ঠে একটু নিরাশার ছাপ ফুটে উঠল, “এখানে তো টিভি, মোবাইল কিছুই নেই, সময় কাটানোটা বেশ কঠিন হয়ে যাচ্ছে। তুমি কি কিছু উপন্যাস, নোবেল বা

বই এনে দিতে পারবে? সেগুলো পড়ে অন্তত সময়টা কাটানো যেতো।”অ্যাকুয়ারা মাথা নেড়ে বলল,“হুম,বুঝতে পারছি। ঠিক আছে, আমি তোমার জন্য কিছু বইয়ের ব্যবস্থা করার চেষ্টা করব।” ফিওনার মুখে খুশির আভা ফুটে উঠল একটু মুক্তির স্বাদ পেল সে।

অ্যাকুয়ারা কিছুটা বিস্ময়ের সুরে বলল, “প্রিন্স সকাল সকাল কোথায় চলে গেলো?”

ফিওনা তার মনের মধ্যে এক চিলতে স্বস্তির হাসি নিয়ে ভাবল,”ভালোই হয়েছে। ওই ফায়ার মনস্টারটা যতক্ষণ থাকে, আশেপাশে এক অদ্ভুত অস্বস্তি ছেয়ে থাকে।এমন নয় যে সে তাকে দেখে শুধু আতঙ্কিত হয়,বরং তার উপস্থিতিতে

চারপাশের বাতাস ভারী হয়ে যায়। ফিওনার মনে হয়, তার স্বাধীনতা কোথাও হারিয়ে যায়, আর নিজেকে আরো ছোটো মনে হয় সেই অগ্নিসম শক্তির সামনে।

ফায়ার মনস্টার -এই নামটাই তার মন থেকে উঠে আসে। ফিওনার চোখে জ্যাসপারকে কেবল এই নামেই যেন চেনা যায়।বিকেল গড়িয়ে ধীরে ধীরে সোনালি আভা

মুছে সন্ধ্যার নরম আলো এসে মিশল আকাশের গাঢ় নীলের সঙ্গে। পাহাড়ের চূড়ায় বসে মুক্ত বাতাসের ছোঁয়া নিতে নিতে থারিনিয়াস আর আলবিরা দূরের দিগন্তের দিকে তাকিয়ে আছে—একটা প্রশান্ত নীরবতা তাদের ঘিরে রেখেছে।

আলবিরা হঠাৎ আনমনে প্রশ্ন করল, “আচ্ছা,থারিনিয়াস, তোমার কাছে

কোথায় বেশি ভালো লাগে? ভেনাসে নাকি পৃথিবীতে?”

থারিনিয়াস একটু হাসল, এ প্রশ্নে কোনো গোপন আনন্দ আছে। “আমার কাছে ভেনাসই ভালো লাগে,” সে ধীরে বলে উঠল, “সেখানেই আমি ড্রাগন রূপে নিজেকে প্রকাশ করতে পারি, নিজের সমস্ত শক্তি প্রয়োগের স্বাধীনতা পাই। এই পৃথিবীতে সে

স্বাধীনতা কোথায়?”আলবিরা একটু দূরে তাকিয়ে মৃদুস্বরে বলল, “কিন্তু থারিনিয়াস, আমার তো পৃথিবীতেই ভালো লাগে।এখানকার প্রকৃতি, এর হাওয়া, এর জলবায়ু অনেক সুন্দর। ৎআর... এর সাথে একটা জিনিসও ভালো লাগে।”

থারিনিয়াস ভ্রু কুঁচকে তাকাল, কিছুটা কৌতূহলী হয়ে বলল, “কোন জিনিস?”

আলবিরা কিছুক্ষণ চুপ করে রইল,তারপর তার চোখে এক বিষণ্ণ আলোর ঝিলিক ফুটে উঠল। “এই পৃথিবীর মানুষের জীবনধারা। তাদের সরলতা,আর সেই ছোটখাট স্বপ্নগুলো যা কখনো পূর্ণ হয়,আবার কখনো শুধু কল্পনায় রয়ে যায়।এখানে প্রকৃতির সাথে সেই মানুষগুলোর আবেগ মিশে গিয়ে একটা অদ্ভুত

সুন্দর সৃষ্টি করেছে, যা ভেনাসে কখনো পাইনি।”

থারিনিয়াস আলবিরার মুখের দিকে তাকিয়ে রইল—একটা গভীর প্রশান্তি তাদের দুজনকে অব্যক্তভাবে সংযুক্ত করে রেখেছে।

আলবিরা চুপ করে মাথা নিচু করে ফেলল।সন্ধ্যার হালকা বাতাসে তার চোখের কোণে জমে থাকা জল চিকচিক করে

উঠল।“দেখো,থারিনিয়াস,” আলবিরা কাঁপা কণ্ঠে বলল, “এখানে পৃথিবীর মানুষ নিজেদের মনের গভীরতম চাওয়াগুলোকে অবলম্বন করেই পথ চলতে পারে। যখন দুজন মানুষ একে অপরকে মন থেকে চায়,তখন তাদের মিল হয়ে যায়—অভ্যন্তরীণ সংযোগ, হৃদয়ের শক্তি... স্বাভাবিকভাবেই সবকিছু ঘটে যায়। আর আমাদের দেখো, আমাদের তো

সেই সংযোগ খুঁজে পাওয়ার জন্যই সফটওয়্যার ব্যবহার করতে হয়! যদি সেটা একশো শতাংশ না মেলে, তবে কিছুই হয় না।আমাদের অস্তিত্বের এই কৃত্রিমতায় সবকিছু আটকে আছে।”থারিনিয়াস বিস্ময়ে তাকিয়ে রইল,সে কখনো আলবিরাকে এমনভাবে দেখেনি। আলবিরার চোখে জমে থাকা অশ্রুথারিনিয়াসের মনের গভীরে

গিয়ে আঘাত করল। সে কিছু বলতে চাইল, কিন্তু তার কথাগুলো আটকে রইল।

আলবিরা তার চোখ মুছতে মুছতে বলল, “কখনো কখনো মনে হয়, যদি আমরাও পৃথিবীর মতো সহজে ভালোবাসতে পারতাম! আমাদের এই কৃত্রিম সীমাবদ্ধতা না থাকলে... হয়তো আমাদের জীবনটা ভিন্ন হতো।”

থারিনিয়াস তার কাঁধে হাত রাখল,কিন্তু কিছু বলার মতো শব্দ খুঁজে পেল না। সেই মুহূর্তে,দুজনেই বুঝতে পারল তাদের মাঝে এক অপূর্ণতা বাসা বেঁধে আছে—একটা আকাঙ্ক্ষা যা তারা স্পর্শ করতে পারে না।

থারিনিয়াস দীর্ঘশ্বাস ফেলে তাকিয়ে রইল আলবিরার দিকে।তার চোখে বেদনার এক গাঢ় ছাপ ফুটে উঠেছে,

যেটা ভাষায় প্রকাশ করা সম্ভব নয়।“তুমি ঠিকই বলছো,আলবিরা,” থারিনিয়াস শান্তভাবে বলল। “আমরা মন থেকে একে অপরকে চাই, কিন্তু এই সফটওয়্যারের প্রাচীর আমাদের মাঝখানে দাঁড়িয়ে আছে। আমাদের মধ্যে শতকরা পূর্ণ মিল না থাকলে আমাদের এক হতে দেওয়া হয় না। যদি পৃথিবীর মানুষ হতাম, তবে হয়তো এই বাধা ভেঙে পালিয়ে

যেতে পারতাম আমরা, নিজেদের মতো করে জীবন গড়ে নিতে পারতাম।”

আলবিরা মাথা নাড়ল, তার চোখে গভীর আক্ষেপ। “কিন্তু আমাদের তো পালানোর উপায় নেই, থারিনিয়াস।আমাদের জীবনের নিয়ন্ত্রণ এক কৃত্রিম অ্যালগরিদমের হাতে। পৃথিবীর মানুষদের মতো নিজেদের ইচ্ছেমতো জীবন গড়তে

পারা আমাদের জন্য শুধুই এক স্বপ্ন। আর আমাদের যদি ড্রাগন বংশের পরম্পরা ধরে রাখতে হয়, তবে এই সফটওয়্যার
বাধ্যতামূলক।”থারিনিয়াস চুপ করে রইল, তার মধ্যে এক গভীর কষ্ট জমা হতে লাগল। তাদের এই সম্পর্কের সীমাবদ্ধতা,এই বাধা... তার হৃদয়ের এক অজানা অংশে আঘাত হানল।আলবিরা ভেবেছিল

হয়তো থারিনিয়াস কোনো কথা বলবে, কোনো আশ্বাস দেবে। কিন্তু সে বুঝতে পারল—এই কঠোর বাস্তবতার সামনে, তাদের কিছুই করার নেই।

“এই নিয়মগুলো আমাদের ইচ্ছেগুলোকে কখনোই বোঝে না,” থারিনিয়াস মৃদুস্বরে বলল, “কিন্তু আমি জানি, আলবিরা, কোনো একভাবে... আমাদের মধ্যে এই

মনের মিল, এই চাওয়াটা হয়তো কখনো মিথ্যে নয়।তবুও, নিয়তির খেলা আমাদের সেই ইচ্ছেকে অস্বীকার করে দেয়।হঠাৎ আলবিরা প্রশ্ন করলো "তাও ভালো আমরা এই ভালোবাসার অনুভূতি উপলব্ধি করতে পারি কিন্তু প্রিন্স তার মধ্যে তো এসব কিছুই নেই, যদি তার মধ্যে ও এমন অনুভূতি থাকতো তাহলে কি হতো?"

থারিনিয়াস আলবিরার দিকে তাকিয়ে মৃদু হেসে বলল, “তুমি কি বলছো,আলবিরা? প্রিন্সের মধ্যে এই অনুভূতি অসম্ভব, সে শুধু দায়িত্ব পালন করেন, ভালোবাসার ধারণা তাঁর কাছে একেবারেই অজানা। আর তাছাড়া,তাঁর জন্য তো পার্টনার ইতোমধ্যেই ঠিক করা আছে—প্রিন্সেস অ্যালিসা। তাঁকে ভালোবাসা বা মায়া-মমতার মতো জটিল

অনুভূতিতে জড়ানোর কোনো প্রয়োজনই নেই।”আলবিরা মৃদু শ্বাস ফেলল। “তবে থারিনিয়াস, এমন যদি হতো প্রিন্সের মধ্যে হঠাৎ করে ভালোবাসার বোধ জেগে উঠতো? যদি কোনো অলৌকিকভাবে তাঁর হৃদয়ে অনুভূতির সঞ্চার হতো, তাহলে কী হতো?”

থারিনিয়াস একটু থেমে বলল, “তা হলে হয়তো তিনি বুঝতে পারতেন

যে এই অনুভূতিটা কেমন শক্তিশালী আর কেমন বিপজ্জনকও। কিন্তু প্রিন্স তো এমন কিছু অনুভবের জন্য তৈরি নন, আলবিরা। তার মধ্যে লাভ ফাংশনাল ডিলিট করে দেয়া হয়েছে—যেখানে অনুভূতির কোনো স্থান নেই।”

আলবিরা মাথা নাড়ল, “হয়তো তুমি ঠিকই বলছো।প্রিন্স যদি কখনো কাউকে ভালোবাসার মতো দুর্বল

হতেন তবে তাঁর এই শক্তি ও দায়িত্বের ভার হয়তো তাঁর জন্য বোঝা হয়ে যেত। তবু, মাঝে মাঝে ভাবি... হয়তো এই কঠোরতায়ও একধরনের শূন্যতা আছে। হয়তো তাঁর মধ্যেও কোথাও লুকিয়ে আছে ভালোবাসার মতো কোমল অনুভূতি, যা আমাদের মতো সাধারণ ড্রাগনও বুঝতে পারে না।”

থারিনিয়াস আবার চুপ হয়ে গেল। প্রিন্সের জীবন আর তাঁর দায়িত্বের কথা ভাবতে গিয়ে তাদের নিজেদের জীবনকেই আরও নিরানন্দ,আরও সংকীর্ণ মনে হলো।রাতের নিস্তব্ধতা ভাঙার মতো আর কোনো শব্দ নেই। ফিওনা একা একা ডাইনিং টেবিলে বসে খাবারের শেষ কাটা চালাচ্ছে। কক্ষের শূন্যতায় সে বারবার তাকিয়ে দেখে, কিন্তু জ্যাসপার এখনো

ফেরেনি। দূরের গুমোট অন্ধকারে, ফিওনার মনে শঙ্কার একটি ছায়া ছড়িয়ে পড়ছে।

অন্যদিকে, জ্যাসপার নিঃসঙ্গ পায়ে হাঁটছে চীনের নির্জন,শীতল রাস্তায়। চারপাশে এক অমোঘ অন্ধকার মেঘালির মতো জড়িয়ে রয়েছে। হঠাৎ,অন্ধকারের মধ্যে থেকে ছায়া-আঁধারে ঢাকা কিছু অবয়ব তার চারপাশে ঘিরে ধরে। জ্যাসপার

তাদের শনাক্ত করতে চেষ্টা করে, কিন্তু সে দ্রুতই অনুভব করে তাদের অভিসন্ধি। একে একে, তাদের মধ্যে একজন এগিয়ে এসে এক অশুভ কণ্ঠে বললো, “যা যা আছে,সব বের কর। মোবাইল, টাকা— সবকিছু এখুনি দে আমাদের কাছে।”জ্যাসপার স্থির চোখে তার চারপাশের মুখগুলো পর্যবেক্ষণ করছে। তার চোখে সানগ্লাস, মুখে

মাস্ক,তবুও তার মুখের রেখায় কোনো ভয় বা উদ্বেগের চিহ্ন নেই। একজন তীক্ষ্ণ ছুরির ঝলক তুলে ধরেছে তার দিকে, আরেকজন বন্দুকের নলের আঘাতে তাকে লক্ষ্যবস্তু করেছে।

হাতের ছুরি ঝলকাচ্ছে চাঁদের কিরণে,তাদের চোখে এক আগ্রাসী হিংস্র*তা ফুটে উঠেছে রাতের অন্ধকারে এদের রক্ত*পিপাসা শীতল

বাতাসকে আরও শীতল করে তুলছে।

জ্যাসপার একদৃষ্টিতে তাদের চোখে তাকিয়ে আছে একটা অদৃশ্য শক্তি তার চারপাশে ঢাল হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। তার চোখে সেই রহস্যময় দৃষ্টি, যা দেখে অপারাধীরা এক মুহূর্তে থমকে যায়।আচমকাই জ্যাসপারের চোখে আগুনের স্ফুলিঙ্গ জ্বলে উঠলো, আর এক মুহূর্তেই সে

ভুলে গেলো ভেনাসের সেই কঠোর নিয়ম—মানবজাতির প্রতি কোনো ক্ষতি না করার আদেশ। ফুরফুরে মেজাজের এক বদলে যাওয়া রূপে সে দ্রুততার সাথে নিজের কপালে ঠেকানো বন্দুকের দিকে হাত বাড়ালো। শক্ত হাতে বন্দুকসহ আক্রমণকারীর হাতটা মুচড়ে ধরলো,কোনোমতেই তার মাথায় এই

অস্ত্রের হুমকি মেনে নেওয়া সম্ভব নয়।

আকাশের গর্জনের মতো তার ক্রোধ ছড়িয়ে পড়তে লাগলো, চোখে ঘনীভূত মেঘের গাঢ় ছায়া—এ এক আদিম আর ভয়ংকর শক্তি,যার সম্মুখে কোনো মানুষকে দাঁড় করানো বিপজ্জনক।

জ্যাসপারের শক্ত হাতে মুচড়ে ধরা আক্রমণকারীর কণ্ঠ থেকে অসহায়

গোঙানির শব্দ বের হলো, কিন্তু এর মধ্যেই আরেকজন সাহসী এগিয়ে আসতে শুরু করল।তার চোখের পলকে জ্যাসপার সজোরে লোকটার বুকের মধ্যে এক লাথি মারলো, যার শক্তিতে লোকটি ছিটকে গিয়ে পাশের লোহার খাম্বার সাথে ধাক্কা খেলো।

ঠিক সেই মুহূর্তে জ্যাসপারের সানগ্লাস চোখ থেকে নিচে পড়ে

গেল।আশেপাশে দাঁড়ানো সব ছিনতাইকারী হতবাক হয়ে গেলো— তার চোখদুটো ঠিক সবুজ পান্নার মতো, সৌন্দর্যে অভিভূত কিন্তু তাতে প্রগাঢ় ভয় ছড়িয়ে আছে, এক আদিম হিং*স্রতা।এমন সময় আরেকজন লোক ছুরি হাতে এগিয়ে এসে তাকে আঘাত করতে উদ্যত হলো। জ্যাসপার ঝট করে নিজের হাত বাড়িয়ে ছুরিটা ঠেকিয়ে দিলো।

কিন্তু তার নিজের হাতে আঘাত লেগে গেল, আর হাতের কাটা থেকে ধীরে ধীরে রক্তের মতো এক ধরনের তরল বের হতে শুরু করল—লাল নয়, সবুজাভ, বিষাক্ত শৈলীর এক তরল। সে নিজেই বুঝল, এই রক্ত কোনো সাধারণ মানবীয় নয়, বরং এক ভিনগ্রহের রহস্যপূর্ণ প্রমাণ।

সবুজ রক্তের অদ্ভুত ঝলক দেখে উপস্থিত সবাই হতবাক হয়ে গেল। তাদের চোখ বিস্ময়ে বড় বড় হয়ে উঠল, কারণ তখনই স্পষ্ট হলো—জ্যাসপার কোনো সাধারণ মানুষ নয়। বুঝতে পেরে ভয় তাদের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ল, কিন্তু জ্যাসপারও বুঝল, এই মানুষগুলোকে ছেড়ে যাওয়া তার জন্য আরও বিপদ ডেকে আনবে।

এমন সময়,একজন লোক সাহস করে গালি ছুঁড়ে দিলো, “বাস্টার্ড, কে তুই?!”

শব্দগুলো আগুনের মত জ্বলন্ত তীর হয়ে তার রাগের স্ফুলিঙ্গে এসে পড়ল। মুহূর্তেই জ্যাসপারের ভেতর ধিকিধিকি জ্বলে ওঠা ক্রোধের আগুন দাবানলের মতো ছড়িয়ে পড়ল। নিজেকে আর সংযত রাখতে পারল না।হঠাৎ তাদের সামনে তার

মানবসত্তার সব বাঁধ ভেঙে গেল, আর সে ধারণ করল নিজের আসল রূপ—এক ভয়ঙ্কর, মহাকায় সবুজ ড্রাগন!তার ডানা বিশাল, আকাশ আচ্ছন্ন করে দেয়ার ক্ষমতা রাখে,আর তার দাতগুলো তীক্ষ্ণ,হিং*স্রতার এক নগ্ন প্রকাশ। এ ভয়াবহ রূপ দেখে গুন্ডারা প্রায় বোবা হয়ে গেল, তাদের ঠোঁট থেকে কোনো শব্দ বের হল না। তারা

কাঁপতে শুরু করল, মনে হলো,দম বন্ধ হয়ে আসছে তাদের।

জ্যাসপারের চোখের কঠিন সবুজ দৃষ্টিতে তারা বুঝে গেল—এ মৃত্যু,যা ধীরে ধীরে তাদের দিকে এগিয়ে আসছে,এক মহাশক্তির অবিস্মরণীয় শাস্তি।

গুন্ডাদের মুখে আতঙ্কের ছায়া স্পষ্ট হয়ে উঠল,হাত-পা কাঁপতে শুরু করল,আর তারা প্রাণভয়ে উল্টো

পায়ে ছুট লাগালো। কিন্তু তাদের সেই নিরর্থক পালানোর চেষ্টায় মুহূর্তেই ইতি টানল জ্যাসপারের নৃশংস প্রতিশোধ। তার বুকের গভীর থেকে এক গর্জনের সাথে সে আগুনের বিশাল গোলা ছুঁড়ে দিল তাদের দিকে, যেন দহনের শুদ্ধতায় তাদের সমূলে ভস্ম করে দেবার সংকল্পে।আগুনের গোলাটি ধেয়ে গেলো বাতাস চিরে,আর তাদের

শরীর ছুঁতেই জ্বলন্ত স্ফুলিঙ্গের কণা তাদেরকে চারদিকে ছড়িয়ে দিলো। মুহূর্তের ভেতরেই সেই গলন্ত অগ্নিশিখা তাদের শরীরকে গ্রাস করল,চিৎকার করার মতো সাহসটুকুও তাদের হারিয়ে গেল। জ্যাসপারের চোখে আগুনের আলো প্রতিফলিত হচ্ছিল,সে মৃত্যুর দেবতা রূপে নেমে এসেছে এই নির্বোধ মানুষগুলোর দম্ভকে চূর্ণ করতে।

ভেনাসের কঠোর শাসন ভঙ্গ করে ছয়জন মানুষকে হ*ত্যা করায়,জ্যাসপারের ঘাড়ের ট্যাটু সতর্ক সংকেতের আলোয় ধকধক করতে লাগল। প্রতিটি সিগন্যাল জানান দিচ্ছিল, পৃথিবীতে তার অস্তিত্বের সময়সীমা ফুরিয়ে আসছে—তার শরীরের জন্য এখনই প্রয়োজন একমাত্র বায়ো-কেমিক্যাল,

যা তার রক্তকে স্থিতিশীল রাখতে পারে।

কিন্তু এই সংকটময় মুহূর্তে কী করবে,তা স্থির করতে পারছিল না জ্যাসপার।মাথার ভেতর ঝড় বইছিল, প্রান্তরাহিত এক শূন্যতার মাঝে দাঁড়িয়ে থাকা নিজেকে অসহায় বোধ করল। শেষমেষ, নির্জনতা ভেঙে হঠাৎ এগিয়ে চলল সামনের দিকে।ঝড়ো পায়ে চলতে

চলতে লেইকের ধারে এসে পৌঁছল সে। সেখানে এক তরুণী দাঁড়িয়ে ছিল,গভীর রাতে একাকী, কোনো গাড়ির জন্য অপেক্ষমাণ। তার অবুঝ চোখে পৃথিবীর নিষ্পাপতা আর নির্বুদ্ধিত মূর্ত হয়ে উঠেছিল। জ্যাসপার পলকহীন দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল তার দিকে, আর ক্রমশ তার মনের গহীনে ছায়া ফেলতে শুরু করল অশুভ এক অভিপ্রায়।

“হাই, বিউটিফুল,” জ্যাসপারের কণ্ঠস্বর রাতের নিস্তব্ধতাকে ভেদ করে মেয়েটির অন্তরে ঢুকে পড়ল। মেয়েটি তাকিয়েই থমকে গেল, বিস্ময়ে অভিভূত। জ্যাসপারের সবুজ চোখদুটো অনন্ত রহস্যে ভরা, আর রক্তিম-বেগুনি ঠোঁট দুটো তার হাসিতে শীতল আগুনের মতো জ্বলছে। এক স্বর্গীয় সৌন্দর্যের অবতার তার সামনে এসে

দাঁড়িয়েছে। মেয়েটির মনে হলো, এ বুঝি কোনো দেবতার মূর্ত প্রতিমা, কোনো স্বর্গীয় রাজকুমার।

জ্যাসপার হালকা হেসে বলল, “বলছিলাম, এতো রাতে গাড়ি পাবেন না। আমার গাড়ি ওখানে দাঁড়ানো আছে... আসুন, পৌঁছে দিই আপনাকে।”মেয়েটি নিজের মুগ্ধতা সামলাতে পারছিল না। কোনো কথা বলার ক্ষমতা হারিয়ে তার সঙ্গেই

হাঁটতে শুরু করল, প্রতিটি পদক্ষেপে এক অপরিচিত তীব্র আকর্ষণের মধ্যে জড়িয়ে পড়ছে। তার মনে পড়লো না এমন অপরিচিত কারো প্রতি এত গভীর মোহের শিকলে বাঁধা পড়ার অনুভূতি। জ্যাসপারের পেছন পেছন এগিয়ে চলল, তার উপস্থিতিতে রাত আরও গভীর, আরও গাঢ় হয়ে উঠল।

জ্যাসপার ধীরে ধীরে গাড়ির দরজা খুলে ধরল,এ যেনো এক রাজকীয় আমন্ত্রণ। মেয়েটি তন্ময় হয়ে গাড়ির ভেতরে বসে পড়ল, তার হৃদয় এক অপার কৌতূহলে আটকে গেছে। জ্যাসপার নিজে ড্রাইভিং সিটে গিয়ে বসল, চাবি ঘুরিয়ে ইঞ্জিনে প্রাণ দিল, আর এক চমৎকার বাঁকা হাসি তার ঠোঁটে খেলে গেল।

“তা... এড্রেস কোথায়?” জ্যাসপার চোখের কোনায় রহস্যময় দৃষ্টিতে তাকিয়ে প্রশ্ন করল, কণ্ঠে একধরনের গভীর সুর।মেয়েটি একটু থমকালো,তারপর মুগ্ধতায় আচ্ছন্ন হয়ে মৃদু কণ্ঠে বলল, “আপনি যেখানে নিয়ে যাবেন।”

জ্যাসপার শুনে সামান্য মুচকি হাসলো,মনে হলো এই ছোট্ট পৃথিবীতে এই অনুরোধ তার বহু

পরিচিত। সেই হাসিতে ছিল অন্ধকারে মোড়ানো এক নিষ্ঠুর আমন্ত্রণ, যা প্রতিধ্বনিত হচ্ছিল তার সবুজ চোখের গভীরে।গাড়ি ধীরে ধীরে সামনে এগোল, আর রাত আরও রহস্যময় হয়ে উঠল।এ এক অজানা যাত্রা,যেখানে প্রত্যেকটি মুহূর্তে ঝুঁকি, অথচ একই সাথে এক অপ্রতিরোধ্য মোহ।

অবশেষে গাড়িটি এসে থামল মেয়েটির বাড়ির সামনে। গাড়ির ইঞ্জিনের শব্দ স্তিমিত হয়ে চারপাশের নীরবতা আরও গভীর হলো। মেয়েটি দরজা খুলে নামতে যাচ্ছিল, হঠাৎই জ্যাসপারের দিকে তাকিয়ে মৃদু কণ্ঠে বলল, “ধন্যবাদ আপনাকে।”জ্যাসপার তাকিয়ে রইল তার দিকে,চোখে রহস্যময় মায়ার ছায়া। তার ঠোঁটে সেই বাঁকা হাসির

ঝিলিক,যা মনে করিয়ে দেয় গভীর রাতের দুর্বোধ্য কোনো মায়াজালকে। তারপর শীতল অথচ গাঢ় কণ্ঠে বলল, “আই ডোন্ট নিড থ্যাংকস... আই নিড ইয়োর লিপস।”

তার কণ্ঠস্বরের প্রতিটি শব্দ ঝড় তুলল মেয়েটির মনের গভীরে। এমন সরাসরি তীক্ষ্ণ আবেদন, যা কোনো নিয়মের বাঁধনে আবদ্ধ নয়, যা কোনো মানবিক ভদ্রতার সাথে

পরিচিত নয়। এই কথা শুনে মেয়েটির গাল রক্তিম হয়ে উঠল, চোখের দৃষ্টিতে একরকম বিস্ময় আর আকর্ষণের দোলাচল। জ্যাসপারের মুখে সেই অদ্ভুত আত্মবিশ্বাস রাতের ছায়ার মতো রহস্যময়,যা কেউ বুঝতে পারে না, তবু যা থেকে দূরে থাকা অসম্ভব। আর কোনো সময় অপচয় না করে,জ্যাসপার তীব্র আবেগে তার

ঠোঁট মেয়েটির ঠোঁটে মিশিয়ে দিল। সেই স্পর্শ এক বিদ্যুৎপ্রবাহ,যা শরীরের প্রতিটি কোষে চমক তুলে দিল মেয়েটির। ঠোঁটের ওপর ঠোঁট, সেই গাঢ়,গভীর চুম্বনে ছিল একধরনের অপ্রতিরোধ্য অধিকার, এক অবর্ণনীয় শক্তি যা তাকে মুহূর্তেই জড়িয়ে ধরল।

মেয়েটির চোখ ধীরে ধীরে বন্ধ হয়ে গেল, বাস্তবতার সবটুকু অস্তিত্ব সে

হারিয়ে ফেলল।তার হৃদপিণ্ডের প্রতিটি স্পন্দনে জ্যাসপারের স্পর্শ অগ্নিকণার মতো জ্বলছিল, সেই ছোঁয়ায় ছিল আকাঙ্ক্ষার অতল গহ্বর, ছিল নিষিদ্ধতার মাদকতা। পৃথিবীর সমস্ত শব্দ স্তব্ধ হয়ে গেল। কিছুক্ষণ পর, জ্যাসপার অনুভব করল তার ঘাড়ের ট্যাটুটি এখনও সিগনাল দিচ্ছে, এক অশনি সংকেত হিসেবে। মনে হলো, তার শরীরে

বায়ো ক্যামিকেল প্রবেশ করছে না, যা তার জন্য বাঁচার একটি আবশ্যকীয় উপাদান। তাঁর ষষ্ঠ ইন্দ্রিয়ের মধ্যে একটি অদ্ভুত বার্তা ভেসে উঠল—এটা প্রমাণ করছিল যে, তার দুর্বলতা হ্রাস করতে হলে অন্য কোনো মানবীর চুম্বনে নয়, কেবল ফিওনার চুম্বনে রয়েছে তার আকাঙ্ক্ষিত জীবনদায়ক তরল।

তাকে এক অদ্ভুত অশান্তি গ্রাস করল। ফিওনার প্রতি একটি গভীর আর স্বতঃস্ফূর্ত আকর্ষণ অনুভব করে, তার উপস্থিতি জ্যাসপারের ভেতরের এক দুর্লভ নিদ্রা জাগিয়ে তুলেছে। সে ভাবতে লাগল, কেন শুধুমাত্র ফিওনা? কেন তার চুম্বনেই এই জাদুকরী ক্ষমতা বিদ্যমান?এ যেন একটি পুরনো গল্পের মতো—একজন কিংবদন্তি, যেখানে

কেবলমাত্র একজন নির্দিষ্ট নারীই পারে তার দুঃখের অন্ধকার থেকে মুক্তি দিতে।

ফিওনার সঙ্গে প্রথম চুম্বনের সেই মুহূর্তটি এক অলৌকিক অভিজ্ঞতা,যা তার ভিতরের গভীরতায় অনন্য এক পরিবর্তন নিয়ে এসেছে।জ্যাসপার বুঝতে পারছিল,তার জীবন এখন ফিওনার জীবন থেকে আবদ্ধ, যে ফিওনা শুধুমাত্র একজন মানবী—

তাঁর কোমলতা, তাঁর উষ্ণতা,আর সেই চুম্বন,যেখান থেকে বায়ো ক্যামিকেল প্রবাহিত হবে,তাকে আবার নতুন জীবন দেবে।এ এক অদৃশ্য বাঁধন,যা তাকে চিরকাল ফিওনার কাছে আবদ্ধ করে রাখবে,এক অতল অনিশ্চয়তার মাঝে।মুহূর্তেই জ্যাসপার সেই মেয়েটির ঠোঁট থেকে বিচ্ছিন্ন হল,আচমকাই তার আবেগের দাসত্ব

থেকে মুক্ত হয়ে, কঠোর এক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে, সে মেয়েটিকে প্রচণ্ড ধাক্কা মেরে গাড়ি থেকে ফেলে দিল। মেয়েটি হতবুদ্ধি হয়ে পিছন ফিরে দেখার আগেই, জ্যাসপার গাড়ির সিটে বসে মৃদু চাপ দিয়ে গাড়ির ইঞ্জিনের আওয়াজ বাড়িয়ে দিল।গাড়ি দ্রুত গতিতে সমুদ্রের পাড়ে চলে গেল। জ্যাসপারের মনে এক তীব্র আগ্রাসন;একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল

ফিওনা।গাড়ি থেকে নামার পর,সে নিজেকে ধীরে ধীরে রূপান্তরিত করতে শুরু করল।শরীরের প্রতিটি কোষে অনুভূত হল শক্তির একটা ঢেউ—সে এক ভয়ঙ্কর সবুজ ড্রাগনে পরিণত হল,তার বিশাল ডানা আর কাঁপন সৃষ্টিকারী দাত নিয়ে।

সমুদ্রের জলরাশি তার পায়ের নিচে চূর্ণবিচূর্ণ হতে লাগল, ওই ভয়ঙ্কর দৃশ্যের মধ্যে দিয়ে সে একজন

সমুদ্রের দানবের মতো তার পথ অতিক্রম করল। পুষ্প রাজ পাহাড়ের দিকে যাত্রা শুরু হল, যেখানে মাউন্টেন গ্লাস হাউজ তার জন্য অপেক্ষা করছিল। সেখানে তার একমাত্র উদ্দেশ্য—ফিওনার কাছে পৌঁছানো, সেই মানবী,যার মাধ্যমে সে আবার বায়ো ক্যামিকেল লাভ করতে পারবে।হঠাৎ পাহাড়ে জ্যাসপারের পদচারণা পড়তেই গ্লাস

হাউজ কেঁপে উঠল, তার উপস্থিতির ভয়ে আর শক্তির ভারে। হন্তদন্ত হয়ে সে দ্রুত হাউজের ভেতরে প্রবেশ করল, কোন বাধা তাকে আর থামাতে পারবে না।তার চোখে এক অদম্য দৃঢ়তা, একমাত্র লক্ষ্য ফিওনা। জ্যাসপার সিঁড়ির দিকে অগ্রসর হলো, দ্রুত দুখানি ধাপ উঠতেই হঠাৎ কিচেন থেকে একটা খসখস শব্দ ভেসে এল। সে থমকে দাঁড়াল,

চঞ্চল দৃষ্টিতে সেই দিকেই তাকাল। নিঃশব্দে নিচে নেমে এসে রান্নাঘরের দিকে এগিয়ে গেল। দরজার ফ্রেম ধরে দাঁড়িয়ে দেখল ফিওনা এক কোনায় দাঁড়িয়ে প্লেট পরিষ্কার করছে, এক অন্যমনস্ক নির্লিপ্ততায়। সেই দৃশ্য তাকে এক মায়াবী আবেশে জড়িয়ে ধরল।ফিওনার মাথার সামান্য ঝুঁকে থাকা অবস্থায় তার চুলগুলো কপালের ওপর

পড়েছে,আর তার হাতের প্রতিটি ক্ষীণ স্পর্শে এক মৃদু সুরের মূর্ছনা সৃষ্টি হচ্ছে।এক অজানা আকর্ষণে জ্যাসপার ফিওনার দিকে এগিয়ে গেল, কিন্তু তার হৃদয়ের গভীরে চাপা আতঙ্কও বেজে উঠল—সে জানে, ফিওনাই তার অস্তিত্বের একমাত্র মুক্তি। ফিওনার অলক্ষ্যে দাঁড়িয়ে, জ্যাসপার এক মুহূর্তের জন্য স্থির হয়ে গেল।ফিওনার চোখে হঠাৎ

করেই জ্যাসপারের উপস্থিতি ধরা পড়ল, আর তার ভিতরটা শীতল হয়ে গেল এক চমকে। তার হৃদস্পন্দন দ্রুত হয়ে উঠল, কিন্তু জ্যাসপারের চোখে ক্রোধ বা রাগের কোনো ছায়া নেই, বরং অদ্ভুত এক স্থিরতা।কিছু বলার আছে,কিছু জানাতে চায়—কিন্তু তবুও শব্দ আবরণে মোড়ানো।

হঠাৎ করেই জ্যাসপার গম্ভীর কণ্ঠে বলল,“ফিওনা,ঘরে চলো।”

ফিওনা বিস্মিত হলো। তার কণ্ঠের গভীরে কিছু ছিল,যা ফিওনার অজানা অথচ আকর্ষণীয়। সে ইতস্তত করে বলল, “আপনি যান,আমি আসছি। একটু কাজ আছে এখানে, এটা শেষ করেই আসব। যদি বিশেষ কিছু দরকার হয়, এখানেই বলুন না।”

জ্যাসপার সামান্য ঝুঁকে, অগ্নি ঝরানো চোখে তাকিয়ে বলল, “তুমি আমার মুখের ওপর না করছো? হাউ ডেয়ার ইউ!!!”তার কণ্ঠের মধ্যে এতটাই প্রচণ্ড শক্তি আর শাসন ছিল যে, ফিওনা অবাক হয়ে তাকিয়ে রইল।একটি মাত্র বাক্যে সে নিজের পুরো আধিপত্য প্রকাশ করল।

ফিওনা কাঁপা কাঁপা কণ্ঠে মৃদু স্বরে বলল, “আমি তো না বলিনি...

আপনি যান, আমি দশ মিনিটের মধ্যে কফি নিয়ে আসছি আপনার জন্য।”

জ্যাসপার ধীর পদক্ষেপে ফিওনার একদম সামনে এসে দাঁড়াল, তার তীক্ষ্ণ দৃষ্টি সরাসরি ফিওনার চোখে স্থির। চোখের ভাষায়ই সে আদেশের প্রচণ্ডতা প্রকাশ করতে চাইছে। তার ঠোঁটের কোণে এক তিক্ত হাসি খেলে

গেল, চোখে ঝলসে উঠল এক আদেশের গাঢ়তা।

“আই ডোন্ট নিড কফি রাইট নাও” সে কঠোর গলায় বললো “আই নিড ইউ।ডোন্ট আরগিউ উইথ মি;লেটস জাস্ট গো টু দ্য রুম।”

তার কণ্ঠের চাপে,ফিওনা নির্বাক হয়ে গেল।জ্যাসপার এমন এক আধিপত্য নিয়ে কথাগুলো বলল যে,ফিওনা আর কোনো উত্তর খুঁজে

পেল না।“কিন্তু.....” ফিওনা বাক্যটি শেষ করতে পারলো না—হঠাৎই জ্যাসপার তার হাতগুলো দিয়ে দৃঢ়ভাবে ফিওনার কোমড় জড়িয়ে ধরলো আর এক ঝটকায় তাকে নিজের শক্তিশালী বাহুর ভাঁজে কাঁধে তুলে নিলো। ফিওনার দীর্ঘ বাদামী চুল ঝরে পড়লো জ্যাসপারের পিঠে,মনে হলো কোনো রোদ্রছায়ায় আলোর ঢেউ দুলছে তার মসৃণ সাদা

শার্টের উপর। তার চুলগুলো জ্যাসপারের চলার তালে তালে নরমভাবে দুলছিল,ঠিক পাহাড়ের ঝরনায় পড়ে থাকা সূর্যালোকে সোনার ধারা। ফিওনার মুখে বিস্ময় আর শিহরণের রেখা; নিজের অবশ শরীরটাকে সে সংবরণ করতেও ভুলে গেছে।অন্যদিকে, জ্যাসপার সেই দৃঢ় ভঙ্গিতে,কোনো কথা না বলে,সোজা এগিয়ে চললো সিঁড়ি

বেয়ে—তার একমাত্র লক্ষ্য তাকে নিয়ে ফিওনার নির্জন কক্ষে পৌঁছানো, যেখানে তার সমস্ত দাবী প্রতিষ্ঠিত হবে।

ফিওনার ঘরের সামনে পৌঁছাতেই স্লাইডিং দরজা নীরবে খুলে গেল,দরজাটা তাদের প্রবেশের অপেক্ষাতেই ছিল।ঢ়জ্যাসপার,এক মুহূর্তের বিলম্ব না করেই,সোজা ফিওনাকে নিয়ে ঘরে প্রবেশ করলো

—তার শক্ত বাহুতে ফিওনাকে স্থির রেখেছে,ঠিক যেন কোনো মূল্যবান সম্পদ ধরে আছে।

তারপর,এক গভীর আবেগময় দৃঢ়তায়,ফিওনাকে কাঁচের দেয়ালের সাথে ঠেকিয়ে ধরলো। ফিওনার পিঠ ঠেকে গেল সেই শীতল কাঁচে,আর তার দীর্ঘ বাদামী চুল ছড়িয়ে পড়লো কাঁচের উপর।

ফিওনার পা দুটো জ্যাসপারের কোমরে পেঁচিয়েজ্যাসপারের সবুজ চোখজোড়ায় গভীর তীব্রতা, ফিওনার সমস্ত ভাবনা পড়ে ফেলতে চাইছে। তাদের মাঝে আর কোনো শব্দ নেই,শুধু দৃষ্টির ভাষায় কথা বলছে দু'জন। এই নীরব মুহূর্তে,ফিওনা বুঝতে পারলো,সে জ্যাসপারের এই শক্ত,গভীর আলিঙ্গনে নিজেকে সম্পূর্ণরূপে হারিয়ে ফেলেছে।

তবুও ফিওনা বারবার নিজেকে ছাড়ানোর চেষ্টা করছে।তার চোখে এক ভীতির ছাপ,মুখে দমবন্ধ কণ্ঠে অসহায় আকুতি—“ছাড়ুন আমাকে,প্লিজ! আপনি আসলে কি চাইছেন?”

জ্যাসপার কোনো উত্তর দেওয়ার প্রয়োজন মনে করলো না।তার কঠোর, নির্লিপ্ত দৃষ্টির আড়ালে এক অনড় সংকল্প। ফিওনার সমস্ত শক্তি

ব্যর্থ হয়ে যাচ্ছিল তার ইস্পাতের মতো দৃঢ় বাহু থেকে মুক্তি পাওয়ার চেষ্টায়।

তবুও হঠাৎ তার দৃষ্টি আটকে গেলো জ্যাসপারের ঘাড়ে।সেই প্রাচীন ড্রাগনের ট্যাটুটি রহস্যময়ভাবে সাড়া দিচ্ছে, সবুজ আর সোনালী আলোর দ্যুতি একে একে ঝলসে উঠছে আবার নিভে যাচ্ছে,কোনো আদি যন্ত্রণা বা আকাঙ্ক্ষা থেকে সাড়া

দিচ্ছে।জ্যাসপারের কাছে ছটফট করছিল ফিওনা,তার হাত দুটো দিয়ে জ্যাসপারের দুই কাঁধে ঠেলতে লাগলো,জ্যাসপারের থেকে নিজেকে মুক্ত করার চেষ্টা করছিল,মুখ দিয়ে অস্ফুটে বললো,“ছাড়ু...”
কিন্তু ফিওনার বাক্য শেষ হওয়ার আগেই,জ্যাসপার তার শক্ত হাতের একটি দিয়ে ফিওনার দুই হাতকে উপরে তুলে ধরে চেপে দিলো

কাঁচের দেয়ালে, মাথার ঠিক ওপরে। অন্য হাতটি ধীরে ধীরে চলে গেল তার গলায়, চেপে ধরে ফিওনাকে সামান্য নিঃসাড় করে ফেললো। ফিওনার ঠোঁট থেকে মৃদু এক চাপা আর্তনাদ বেরোল,“আহ্...”

কাঁচের দেয়ালের ওপর ভাসমান আলোর প্রতিফলন জ্যাসপারের চোখে এক ভয়াল ছায়া তৈরি

করেছিল। আর তার শ্বাস-প্রশ্বাস দ্রুততর হয়ে উঠছিল।

এক মুহূর্তের বিলম্ব না করে জ্যাসপার তার রক্তিম বেগুনি ঠোঁটজোড়া যা আগুনের শিখা,ফিওনার কোমল গোলাপী ঠোঁটজোড়া আঁকড়ে ধরলো। তার ঠোঁটের স্পর্শে ফিওনার সারা দেহে অসংখ্য বিদ্যুতের প্রবাহ ছড়িয়ে পড়ল। এই চুম্বন ছিলো দখলদারির,

চাহিদার আর গভীর আকাঙ্ক্ষার—এর প্রাথমিক আবেগ যা তাকে যেন মন্ত্রমুগ্ধ করে ফেলেছিল।ফিওনা তার চোখ বন্ধ করে ফেলল মনে পড়ে গেল সেদিনের সেই তেতো স্বাদের কথা, যখন জ্যাসপার প্রথম তাকে স্পর্শ করেছিল। কিন্তু আজকের চুম্বনটি ছিল ভিন্ন—অতীতের যন্ত্রণাকে ভুলিয়ে দেওয়ার জন্য বড্ড বেশি আবেগপ্রবণ।

জ্যাসপারের হাতগুলো তার হাতে আর গলায় বুনো একটি দুঃসাহসী খেলায় জড়িয়ে গেল,সে পৃথিবীর সমস্ত আবেগ এবং ইচ্ছাকে তার ভেতরে প্রবাহিত করতে চায়। ফিওনার নিঃশ্বাস জড়িয়ে আসছে,প্রতিটি পালক আকর্ষণের উন্মাদনাকে আরও জোরালো করছে। আশ্চর্যজনকভাবে,ফিওনা আজকের চুম্বনে একটি অদ্ভুত মিষ্টি তরল

জাতীয় স্বাদ অনুভব করল,যা তার জন্য এক ভিন্ন জগতের দরজা খুলে দিল।সেদিনের বিষাক্ত তেতো স্বাদের স্মৃতি ধীরে ধীরে মিলিয়ে যাচ্ছিল,আর তার স্থান দখল করে নিচ্ছিল এক অপার্থিব মিষ্টতা—যা পৃথিবীর কোনো পরিচিত মিষ্টির সাথে তুলনীয় নয়।

জ্যাসপারের চুম্বনের সাথে বের হওয়া এই মিষ্টি তরল আসলে এক ধরনের জটিল রাসায়নিক মিশ্রণ।

জ্যাসপারের ঠোঁটের স্পর্শে,ফিওনা অনুভব করল এক মধুময় ঝর্ণা তার ভেতর দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছে।সেই চুম্বনের সাথে মিশে থাকা গ্লুকোজের মিষ্টি স্বাদ তাকে বিমোহিত করে,তার জিহ্বার প্রতিটি কোষ জেগে উঠেছে এই অপার্থিব মাধুর্যের স্বাদ নিতে।

ডোপামিন আর সেরোটোনিনের কোমল স্পর্শে ফিওনার মস্তিষ্কে এক ধরণের সুখানুভূতির ঢেউ উঠে অক্সিটোসিনের প্রভাবে তার মনে জন্ম নেয় এক অজানা আকাঙ্ক্ষা,যা তাকে জ্যাসপারের প্রতি আরও গভীরভাবে টেনে নেয়।জ্যাসপারের ঠোঁটের স্সঞ্চারিত মিষ্টি তরল থাকা ফেনিলইথাইলামিন তার মনে এক উচ্ছ্বাসের সৃষ্টি করে,তার হৃদয় শুধু

জ্বলতে চাইছে এই অমোঘ আকর্ষণে।

ফিওনা নিজেও অবচেতনে জ্যাসপারকে আরও কাছে টেনে নিতে চায়,আর তার ঠোঁটের মাদকতা তাকে এক নতুন পৃথিবীর স্বাদ দিতে থাকে, যেখানে মিষ্টতা আর আবেগের গভীরতা এক সাথে মিলে তাকে আবিষ্ট করে রেখেছে।

জ্যাসপার এমন এক বিশেষ প্রাণী যে ড্রাগন আর মানব রূপের মিশ্রণে গঠিত,তাই তার শারীরিক কার্যক্রম মানুষের চেয়ে ভিন্ন আর অত্যন্ত রহস্যময়।চুম্বনের সময় তার শরীরে থাকা কিছু বিশেষ গ্রন্থি সক্রিয় হয় যা গ্লুকোজ বা মিষ্টি স্বাদের এক প্রকার তরল নিঃসৃত করতে পারে সে নিজ ইচ্ছায়।সেদিন জ্যাসপারের চুম্বনে তেতো স্বাদ পাওয়ার কারন

ছিলোসেদিন জ্যাসপার অসুস্থ ছিলো,তার চুম্বনে তেতো স্বাদ পাওয়া গিয়েছিল,যা তার দেহে তৈরি হওয়া এক ধরনের বিষাক্ত কেমিক্যালের কারনে এক ধরনের অ্যামাইন বা কেটোন কেমিক্যালের মতো, যা তার অসুস্থতার সময় দেহে তৈরি হয়েছিল।

সেদিন জ্যাসপারের শরীর থেকে হাইড্রোক্সি-ফেনাইল এসিটিক

অ্যাসিড নিষ্ক্রিয় হয়েছিলো তার চুম্বনের সাথে। ফেনোলিক যৌগগুলোতে সাধারণত তেতো স্বাদ থাকে,যা স্বাভাবিক স্বাদকে বিকৃত করছিলো।

ফিওনার ঠোঁটের কোমল স্পর্শ জ্যাসপারের জন্য এক অবশ্বাস্য আচ্ছন্নতার সৃষ্টি করছিল। অতঃপর ওর কাজ শেষ জ্যাসপার এবার ফিওনার ঠোঁটজোড়া ছেড়ে দিতে

চাইলো, কিন্তু আশ্চর্যজনক ভাবে ফিওনা মিষ্টি স্বাদের আবেশে জ্যাসপারের ঠোঁটজোড়া আঁকড়ে রেখেছে তার সব সত্ত্বা এই মূহুর্তে একত্রিত হতে চাচ্ছে।

ফিওনা তার কাঁধের শার্ট আঁকড়ে ধরে রেখেছে মুক্তির কোনো ইচ্ছে তার নেই।জ্যাসপার অনুভব করছিল,তার ভেতরের লুকায়িত সুপ্ত বাসনাগুলো ধীরে ধীরে সাড়া

দিচ্ছে,তার শরীরের ভেতরের উত্তেজনা এক মুহূর্তে জ্বলে উঠছে। এই রসায়নিক পরিবর্তন তার ভেতরের এক নতুন সেক্সুয়ালিটি উত্তেজনা এক্টিভ করে তুলেছে। তার দেহের প্রতিটি কোষ এই প্রাণস্পর্শী আকর্ষণে সাড়া দিচ্ছে, প্রতিটি শ্বাস তাদের আরও কাছে টেনে নিচ্ছে।

ফিওনা তার হাতের স্পর্শে তাকে এমন এক অনুভূতির জগতে নিয়ে

গেছে যেখানে যুক্তি-বুদ্ধি স্তব্ধ হয়ে যায়।জ্যাসপার নিজেকে নিয়ন্ত্রণে রাখার চেষ্টা করছে,কিন্তু সেই চেষ্টায় বারবার ব্যর্থ হচ্ছে। তার দেহের উত্তেজনা আর শারীরিক কামনা আবেগের দ্বন্দ্ব এক হয়ে তার ভেতরের পশুপ্রবৃত্তিকে একে একে জাগ্রত করছে।

জ্যাসপার বুঝতে পারছিল,তার ভেতরে যে কামনার ঢেউ উঠেছে,তা

এক অজানা গভীরতায় ডুবিয়ে দিতে চাইছে।তার কাঁধে ফিওনার হাতের মৃদু চাপ,ফিওনার কোমল ত্বকের উষ্ণতা,তাদের দম আটকে যাওয়া নিঃশ্বাসগুলো—সবই তাকে অনিয়ন্ত্রিত এক আকর্ষণের দিকে টেনে নিয়ে যাচ্ছে। কিন্তু তার মনের এক কোণায় ভীতিও উঁকি দিচ্ছে। সে জানে,এই আকর্ষণের গভীরতা তাদের দুজনকেই বিপদে ফেলতে

পারে, বিশেষ করে ফিওনাকে।এই গভীর মুহূর্ত থেকে বেরিয়ে আসার জন্য,নিজেকে এক ঝাঁকুনিতে ফিরিয়ে আনতে,জ্যাসপার হঠাৎ ফিওনার নরম, পাতলা নিচের ঠোঁটে প্রবল ভাবে একটা কামড় বসিয়ে দিলো। তার চোখে এক ধোঁয়াশাচ্ছন্ন আকাঙ্ক্ষা, আর ঠোঁটে সেই তিব্র কামড়ের চাপ।

ফিওনা ব্যথায় আতকে উঠল,কিন্তু সেই ক্ষণস্থায়ী ব্যথার সাথে সাথেই তার মনে উন্মুক্ত হলো এক আবেশময় অনুভূতি,জ্যাসপারের সেই মৃদু কামড় তার ভেতরে এক নতুন সাড়া জাগিয়েছে। তার কাঁধের আঁকড়ে ধরা হাতগুলো এক মুহূর্তে শিথিল হয়ে আসলো,জ্যাসপার দেখল ফিওনার ঠোঁটে তার প্রবল কামড়ের কারণে একটি ছোট কাটা

হয়েছে,আর সেখান থেকে র*ক্ত বের হচ্ছে।এই দৃশ্যটি তার হৃদয়ে এক অদ্ভুত অনুভূতি নিয়ে এলো—একদিকে অস্থিরতা,অন্যদিকে চরম আকর্ষণ।

ফিওনার চোখে প্রথমে ব্যথা,কিন্তু এরপর দ্রুত সেই ব্যথার জায়গাটির দিকে তাকাতে তাকাতে এক অদ্ভুত আবেশ প্রবাহিত হতে লাগল। জ্যাসপার হাত বাড়িয়ে ফিওনার

ঠোঁটের কাটা জায়গাটিকে স্পর্শ করার জন্য এগিয়ে এলো। পরক্ষনেই কিছু এটা ভেবে থেমে গেলো।

জ্যাসপার ধীরে ধীরে তার সবুজ চোখজোড়া ফিওনার বাদামী চোখে রাখল,এক নীরব কথোপকথনে বলছে—”নিজকে নিয়ন্ত্রণ করো বোকা মানবী।”

ফিওনা সেই উত্তপ্ত চোখের ভাষা বুঝতে পেরে শান্ত হলো। তাদের মধ্যে এক অনির্বচনীয় ইশারার আদান-প্রদান ঘটলো, যা কথা নয়,কিন্তু অনুভূতির স্তরে একে অপরকে ছুঁয়ে গেলো—এক মৃদু,গভীর, আর সূক্ষ্ম আকর্ষণ,যা তাদের এই মুহূর্তটাকে অমোঘ আর মোহনীয় করে রাখল।জ্যাসপার আর এক মুহূর্তও অপেক্ষা না করে

ফিওনাকে নিজের শক্তিশালী বাহু থেকে হঠাৎই নামিয়ে দিলো। ফিওনা ভারসাম্য হারিয়ে ধপাস করে মেঝেতে পড়ে গেল,কিন্তু এবার আগেরবারের মতো তীব্র আঘাত লাগল না,বরং তার শরীরে শুধুমাত্র মৃদু ব্যথার স্রোত খেলে গেল। জ্যাসপার কোনো কথা না বলেই হনহন করে ঘর থেকে বেরিয়ে

গেল,মনে হলো কোনো অশান্তি তার হৃদয় জুড়ে দানা বেঁধেছে।

ফিওনার শরীর তখনও জমে ছিল,তার মন কিছুটা বিভ্রান্ত। সে এখনও পুরোপুরি নিজের চেতনা ফিরে পায়নি। জ্যাসপারের সেই গভীর চুম্বন আর রহস্যময় দৃষ্টি তার মনে গেঁথে ছিল ফিওনা স্বপ্নের ঘোরে আটকে ছিল।

ফিওনার মনে হল, এই অদ্ভুত চুম্বন,এই নিষিদ্ধ মুহূর্তগুলি তার আত্মাকে নতুন এক আকর্ষণে আচ্ছন্ন করেছে।জ্যাসপারের চলে যাওয়ার পরও সেই অনুভূতি তার ভেতরে এক গভীর প্রভাব রেখে গেছে, যা কোনোভাবেই মুছে ফেলা সম্ভব নয়।

এ এক মাদকতার মতো,যা তাকে বাধ্য করছে সেই নিষিদ্ধ আকর্ষণের

কাছে ফিরে যেতে।ওয়াং লি বসে আছেন তার ল্যাবের আরামদায়ক চেয়ারে, চারপাশে বড় বড় পর্দায় নানা তথ্য ভেসে উঠছে,আর হঠাৎই নজরে এলো একটি বিশেষ ব্রেকিং নিউজ আপডেট।তার চোখের সামনে খবরটির লাল অক্ষরে ঝলসে উঠলো– “বিস্ময়কর হ*ত্যা: ছয়জনের ঝলসানো মৃত*দেহ

উ*দ্ধার, আগু*নের উৎস রহস্যজনক!”

খবরটা পড়ার সঙ্গে সঙ্গেই ওয়াং লির দৃষ্টিতে উদ্বেগের ছাপ ফুটে উঠল। সংবাদদাতার কণ্ঠে ধরা আতঙ্ক তাকে মুহূর্তেই শিহরিত করলো।সিসিটিভি ফুটেজগুলো পর্যন্ত আগুনের তাপে ঝলসে গেছে;কোথা থেকে আগুন লাগল,কীভাবে এত ভয়ং*কর মৃ*ত্যু ঘটল,কেউই বলতে

পারছে না।সাংবাদিকরা যেমন হতবাক,পুলিশ কর্মকর্তারাও তেমনি দিশেহারা।ওয়াং লি ধীরে ধীরে নিঃশ্বাস নিলেন।তার মনের গভীরে সেই পুরনো আশঙ্কাটি আবার মাথা তুলে দাঁড়ালো।তিনি নিজেকে সংবরণ করার চেষ্টা করলেন,কিন্তু তবুও মনে প্রশ্ন উঁকি দিল—ওই ড্রাগনের ভাইয়েরই কাজ নয় তো এটা? কি জানি নাম জ্যাসপার

অরিজিন। সম্ভবত সেই এই নৃ*শংস কাণ্ড ঘটিয়েছে।

ওয়াং লির চিন্তা ধীরে ধীরে দুশ্চিন্তায় পরিণত হলো।সে জানেন,এমন শক্তির মোকাবিলা করার মতো প্রস্তুতি তার কাছে নেই।ঐ অপ্রতিরোধ্য ড্রাগনের সাথে নিজেকে এক ভয়ংকর খেলায় জড়িয়ে ফেলেছেন তিনি,যার ফলাফল হতে পারে অকল্পনীয়।জ্যাসপার ল্যাবে

বসে আছে নিস্তব্ধতায় ডুবে, চারপাশের জগৎ থেকে বিচ্ছিন্ন। তার দৃষ্টি সামনে স্থির,কিন্তু মনের ভেতরে চিন্তার এক অশান্ত ঝড় চলছে।তার মাথায় একই প্রশ্ন ঘুরপাক খাচ্ছে—কেনো অন্য কারো মধ্যে সেই বিশেষ বায়ো-কেমিক্যাল পাওয়া গেলো না? কেনো শুধুমাত্র ফিওনা?

এই রহস্য তাকে দিন দিন আরও অধৈর্য করে তুলছে।সে নিজেই তো বহু সময় ধরে গবেষণা করেছে,পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালিয়েছে, ভেবেছে যে সে পৃথিবীর গোপন সব রহস্যকে বুঝে নিয়েছে। কিন্তু ফিওনা সেই সমস্ত জ্ঞানকে চ্যালেঞ্জ করছে। আর সবচেয়ে অদ্ভুত হলো,প্রতিবার ফিওনার কাছাকাছি গেলেই তার ভেতরে এক অজানা প্রবাহ খেলা

করে ওঠেছে, একধরনের আকর্ষণ,যা তাকে নিয়ন্ত্রণের বাইরে নিয়ে যাচ্ছে।

“এই মেয়েটা কি সত্যিই সাধারণ মানবী?” জ্যাসপার মনে মনে প্রশ্ন করে।তার ভাবনায় অদ্ভুত সন্দেহের বীজ জন্মাচ্ছে। ফিওনা কি কোনো ম্যাজিক জানে??

তার শিরায়-উপশিরায় বয়ে যাওয়া উত্তেজনা তাকে ক্রমেই একধরনের

অস্থিরতায় ভরে দিচ্ছে।তার চোখে ভাসছে ফিওনার চঞ্চল মুখ,তার হাসি,তার স্পর্শের স্মৃতি—যা শুধুমাত্র চমৎকার মুহূর্ত ছিল না বরং এক রহস্যময় নেশার মতো।হঠাৎ ল্যাবের নিস্তব্ধতা ভেঙে প্রবেশ করল থারিনিয়াস। দরজার পাশে দাঁড়িয়ে, সে গভীর শ্বাস নিল, নিজেকে শান্ত করার চেষ্টা করছে। কয়েক মুহূর্তের নীরবতার পর,কণ্ঠে অস্থিরতার ঝাঁঝ

নিয়ে বলল, “প্রিন্স,কাজটা আপনি করেছেন তাই না?”

জ্যাসপার চোখ তুলে তাকালো,কিন্তু মুখে কোনো ভাবান্তর নেই। “কোন কাজ,থারিনিয়াস?”

“চীনে ছয়জন মানুষের মৃত্যু*র খবরটা,” থারিনিয়াস দ্রুত বলল। “খবরে লা*শগুলো দেখে আমি বুঝে ফেলেছি এটা কোনো ড্রাগনের কাজ।

আর একমাত্র আমরা ছাড়া এই পৃথিবীতে আর কোনো ড্রাগন নেই।” জ্যাসপার সামান্য হাসল,কিন্তু তার চোখে কঠিনতা স্পষ্ট। “হ্যাঁ,ওদের আমিই মেরেছি।নাহলে ওরা আমাকে মেরে ফেলত।”থারিনিয়াস হতবাক হয়ে কিছুক্ষণ চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকল, তারপর সাহস করে বলল, “প্রিন্স,আপনাকে হ*ত্যা করা কি এতোই সহজ? কিন্তু আপনি তো

ভেনাসের রুলস ভঙ্গ করছেন। এটা আমাদের সবার জন্য বিপদজনক হতে পারে!”

জ্যাসপার এবার গভীর,স্থির দৃষ্টিতে তাকালো থারিনিয়াসের দিকে,তার চোখে একধরনের নির্ভীকতা, সে কারো প্রতি বিন্দুমাত্র জবাবদিহিতায় বাধ্য নয়।ঠান্ডা কণ্ঠে বলল, “এখন কি আমাকে তোমার কাছ থেকে রুলস শিখতে হবে, থারিনিয়াস?”

থারিনিয়াস কিছু বলার জন্য মুখ খুলে আবার চুপ করে গেল। সে জানত, প্রিন্স জ্যাসপারকে যুক্তি দিয়ে বোঝানো সহজ নয়। তার সামনে দাঁড়িয়ে থাকা এই প্রাচীন,অদম্য ড্রাগন এক অভেদ্য প্রাচীর,যার শক্তি সংকল্পে কোনো ফাটল নেই।

থারিনিয়াস কণ্ঠে স্নিগ্ধ অথচ দৃঢ় অনুরোধ নিয়ে বলল,“মাফ করবেন,প্রিন্স অরিজিন।আমি

আপনাকে রুলস শেখাচ্ছি না,শুধু অনুরোধ করছি—আপনি নিজের রাগ আর শক্তিকে কিছুটা নিয়ন্ত্রণ করুন। আমাদের পৃথিবীতে আসার মূল উদ্দেশ্য আমাদের লক্ষ্য পূরণ করা, দুর্বল মানুষের ক্ষতি নয়।”

জ্যাসপার নীরবে থারিনিয়াসের কথা শুনল,তবে কোনো প্রতিক্রিয়া দিল না।তার মনে কোনো প্রভাবই পড়েনি।

থারিনিয়াস আবার বলল, “প্রিন্স,আমি জানি আপনি এসব নিয়ে ভাবছেন না।তবে আমি আপনাকে নিয়েই চিন্তিত। আপনার যদি কোনো সমস্যা হয়,আপনি যদি নিজের ড্রাগন ক্ষমতা হারিয়ে ফেলেন—”

জ্যাসপার তার ঠোঁটের কোণে এক তির্যক হাসি ফুটিয়ে বলল,“তোমার কি আমাকে সাধারণ ড্রাগন মনে হয়,থারিনিয়াস? আমি প্রিন্স অফ

ড্রাগনস। আর পৃথিবীতে টিকে থাকার জন্য যে বিশেষ বায়োকেমিক্যাল প্রয়োজন, সেটার উৎস আমি পেয়েছি।”থারিনিয়াস কিছুটা চমকে উঠল,“কিভাবে,প্রিন্স?” জ্যাসপার চোখে রহস্যের ঝিলিক নিয়ে বলল,“ইটস আ সিক্রেট।”

এই কথার সঙ্গে সঙ্গে তার ভেতরে এক প্রবল আত্মবিশ্বাসের স্রোত বইল,এমন এক অনুভূতি যা পৃথিবীর

মানুষের আর ভেনাসের সাধারন ড্রাগনদের বোঝার বাইরে। থারিনিয়াসের সামনে দাঁড়িয়ে থাকা এই ড্রাগন প্রিন্স এক নতুন শক্তির খোঁজ পেয়েছে,যা তার উপস্থিতি আরো গভীর, আরো তীক্ষ্ণ করে তুলেছে।রাতের নিস্তব্ধতা গ্লাস হাউজেএর প্রতিটি কোণায় ছড়িয়ে পড়েছে। সবাই রাতের খাবার খেয়ে নিজের মতো ব্যস্ত, তবে আজ

জ্যাসপার ডাইনিং টেবিলে আসেনি। তার নির্দেশে খাবারটা তার ঘরেই পৌঁছে দিতে হবে, এবারো এই কাজটা করতে হবে ফিওনাকেই।

ফিওনা প্লেটে খাবার সাজাতে সাজাতে মনে মনে নিজেই নিজেকে দোষারোপ করছে, এক ধরনের অস্বস্তি তার বুকের ভেতর মোচড় দিয়ে উঠছে।

“উফ!ওই ফায়ার মনস্টারটারের সামনে কীভাবে যাবো আমি?” ফিসফিস করে বলল সে, নিজেই লজ্জায় লাল হয়ে যাচ্ছে। “ছি ছি ফিওনা,তুই কী করেছিস তখন?আমি কী করে ওকে চুম্বন করলাম? ঈশ্বর! মাথা তো পুরোপুরি ঘুরে গেছে আমার।”ফিওনার কপালে এক বিন্দু ঘাম জমেছে। সেই জ্যাসপারের মুখোমুখি দাঁড়ানোর কথা ভেবেই

ফিওনার মুখ শুকিয়ে যাচ্ছে,অথচ পায়ে পায়ে সে নিজেকে প্রস্তুত করেই চলেছে।

ফিওনা নিঃশব্দে পা টিপে টিপে জ্যাসপারের ঘরের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে।তার হৃদস্পন্দন তীব্র হতে থাকে,প্রতিটি পদক্ষেপে সে আরো এক অলৌকিক দুনিয়ার কাছে পৌঁছাচ্ছে।দরজার সামনে আসতেই দরজাটি নিজে থেকেই ধীরে ধীরে

খুলে যায়,এক রহস্যময় স্বাগত জানায় তাকে।ঘরের ভেতরে চাঁদের স্নিগ্ধ রূপালি আভা মিশে আছে ল্যাম্পের ম্লান আলোয়, এক আধ্যাত্মিক আভাসে পুরো কক্ষ ভরিয়ে রেখেছে।

জ্যাসপার বিছানায় নির্লিপ্ত ভঙ্গিতে শুয়ে আছে,কালো রঙের টি-শার্টে আবৃত তার সুঠাম দেহ,কপালে এক হাত রেখে গাঢ় চিন্তায় নিমগ্ন,

ডানপাশে প্রসারিত তার হাত,পায়ের ওপর পা তুলে শায়িত থাকা এই সত্ত্বার মুখে আছে এক প্রশান্ত অথচ দুর্বোধ্য রহস্যের ছাপ।

ফিওনা খাবারের প্লেট হাতে নিয়ে ধীরে ধীরে তার সামনে পৌঁছায়, আর ঠিক সেই মুহূর্তে তার চোখ পড়ে জ্যাসপারের বাঁ হাতে।হাতের তালুর মধ্যস্থলে এক গভীর কাঁটার দাগ,সেই ক্ষতচিহ্নে জমাট বেঁধে

থাকা এক সবুজ রঙের তরল—অস্বাভাবিক এক জৈবিক মিশ্রণ, কোনো মহাজাগতিক বিষের প্রতীক, যা পৃথিবীর বোধের বাইরে।

ফিওনা অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকে, এক চমকিত বিস্ময়ে তার দৃষ্টি স্থির হয়ে থাকে সেই দাগে।

ফিওনার হৃদয়ের গহীনে অচেনা কৌতূহল উঁকি দেয়।

জ্যাসপার হঠাৎ ফিওনার দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকায়,তার মনের গহীনে লুকিয়ে থাকা কৌতূহলটি নিঃসন্দেহে আঁচ করতে পেরেছে। “তুমি সবসময় কক্ষে প্রবেশ করে চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকো কেনো?” তার কণ্ঠে মৃদু বিরক্তির সুর।

ফিওনা সামান্য ঘাবড়ে গিয়ে বলল, “না মানে...আপনি যদি বিরক্ত হন তাই... আচ্ছা আপনার হাতে কি

হয়েছে আর সবুজ রঙের এটা... এটা কি?”জ্যাসপার এক মুহূর্তের জন্য নিজের হাতের দিকে তাকায়, চোখে এক নির্মম শীতলতা। “র*ক্ত।” কথাটা তার ঠোঁট ছুঁয়ে এমনভাবে বেরিয়ে আসে এটা কোনো সাধারণ তথ্য, অথচ তার প্রতিটি শব্দ শীতল বরফের ধারালো শলাকা ফিওনার মস্তিষ্কে বিদ্ধ হয়। ফিওনার চোখ বিস্ফারিত হয়ে যায়।

তার অর্থ কি, জ্যাসপারের শরীরের র*ক্ত সবুজ? এই অদ্ভুত দৃশ্য তাকে এক রহস্যময় জগতে প্রবেশ করিয়ে দেয়। তার নিজের মনে এক অদ্ভুত শিহরণ খেলে যায়—এটাও সম্ভব কী হচ্ছেটা কি জ্যাসপারের চুম্বনে একবার তেতো স্বাদ আরেকবার মিষ্টি স্বাদ আর এখন আবার রক্ত নাকি সবুজ রঙের ?ফিওনা জ্যাসপারের জন্য খাবার রেখে কক্ষ

থেকে বেরিয়ে করিডোর দিয়ে হাঁটছিল। হঠাৎ তার সামনে এসে দাঁড়ালো অ্যাকুয়ারা। ফিওনা কিছুটা দ্বিধাগ্রস্তভাবে বললো,“বলছিলাম যে, অ্যাকু, তোমাদের প্রিন্সের বোধহয় হাত কেটে গেছে। র*ক্ত বের হচ্ছে।”

অ্যাকুয়ারা চমকে উঠলো। “কি বলছো তুমি?”

“হ্যাঁ,” ফিওনা মাথা নাড়লো, “আর সেই র*ক্তের রঙ অদ্ভুত সবুজ কেনো?!”

অ্যাকুয়ারা হালকা হাসি দিয়ে বললো, “ওহ,তুমি জানো না, আমাদের রক্তের রং ভিন্ন আমার রক্ত আকাশী রঙের।”

ফিওনা অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলো, “কি বলছো? তোমার রক্ত আকাশী?”“হ্যাঁ, কারন মানুষের রক্তে

হিমোগ্লোবিন থাকে,যা অক্সিজেন পরিবহন করে আর এটা লাল রঙের হয়।কিন্তু আমার রক্তে হেমোকিয়ানিন উপস্থিত, যা অক্সিজেন পরিবহন করে,কিন্তু এটি আকাশী রঙের হয় কারণ এতে কপার থাকে। আর প্রিন্স ওনার রক্তে ক্রোমিয়াম উপস্থিত তাই ওনার রক্ত সবুজ রঙের।অ্যাকুয়ারা এবার বলে

থামলো চোখে মৃদু বিস্ময়। “তবে উনি এখন কোথায়?”

ফিওনা এতক্ষণ অবাক হয়ে শুনছিলো প্রতিটি কথা তারপর জবাব দিলো। “ওনার ঘরেই খাবার রেখে এসেছি। আমার মনে হয় ওনার হাতে মলম লাগানো দরকার,” ফিওনা বললো, কিছুটা উদ্বেগের সাথে।

অ্যাকুয়ারা ফিওনার দিকে তাকিয়ে হেসে বললো, “আরে না, পৃথিবীর কোনো মলমে আমাদের প্রিন্সের ক্ষত সারবে না। আমাদের ওষুধ একেবারে ভিন্ন রকম।আমাকে পাহাড়ের গা থেকে বিশেষ এক গাছের রস আনতে হবে।”

ফিওনা অবাক হয়ে প্রশ্ন করলো,“পাহাড়ের গাছের রস? এত দূর থেকে আনতে হবে?”“হ্যাঁ,”

অ্যাকুয়ারা মাথা নাড়লো। “এই রসই আমাদের রক্তের সঙ্গে মিল রেখে ক্ষত সারাতে পারে। পৃথিবীর কোনো উপাদানে আমাদের শরীর সাড়া দেয় না।”

ফিওনা মৃদু বিস্ময়ে মাথা নাড়ল। সে বুঝতে পারছিল, জ্যাসপার আর তার জাতির অনেক কিছুই পৃথিবীর মানুষের থেকে আলাদা।

“আচ্ছা ঠিক আছে যাও”। এটা বলেই ফিওনা নিজের ঘরে চলে যায় বিশ্রাম নিতে। অ্যকুয়ারা চলে যায় সেই বিশেষ রস আনতে।অবশেষে খুঁজে পায় সেটা দিয়ে এক ধরনের মলম তৈরি করে একটা বাটিতে করে ফিওনার রুমের দিকে যায়।

অ্যাকুয়ারা দরজা খুলে ফিওনার ঘরে ঢুকতেই দেখলো, ফিওনা গ্লাস হাউজের দেয়াল ধরে দাঁড়িয়ে বাইরে

তাকিয়ে আছে। সন্ধ্যার আলো তার মুখে পড়ে এক স্বপ্নময় ছায়া তৈরি করেছে।ফিওনার চোখ গভীর, দূর আকাশের কোনো অজানা জগতের দিকে খুঁজে চলেছে কিছু।

অ্যাকুয়ারা কিছুক্ষণ চুপচাপ দাঁড়িয়ে থেকে ফিওনাকে দেখছিল।তার মনে কৌতূহল জন্মাল—এই মেয়েটি সারাক্ষন বাইরে তাকিয়ে কি এমন ভাবে যা তাকে এতটা নিস্তব্ধ করে

রাখে?সে মাঝে মাঝে কেনো এভাবে চুপচাপ থাকে,যেন পৃথিবীর সব শব্দ তার কাছে নিষ্প্রাণ।

অ্যাকুয়ারা মৃদু হেসে মনে মনে ভাবলো, “মেয়েটা প্রায় এমন আকাশকুসুম চিন্তায় ডুবে থাকে!না জানি কত কষ্ট লুকিয়ে আছে তার এই শান্ত চোখের গভীরে?”

সে ফিওনার কাছে গিয়ে বললো, “এই নাও,প্রিন্সের জন্য সেই বিশেষ

মলম নিয়ে এসেছি। তাকে গিয়ে দিয়ে আসো।”ফিওনা বিরক্তিভরে বললো, “বলছিলাম,অ্যাকুয়ারা,তুমি যাওনা, তুমি যেয়ে লাগিয়ে দিয়ে আসো মলমটা,এই কাজটা আমি না করলে হয়না?”

অ্যাকুয়ারা হেসে বললো, “আরে,উনি আমাদের নিজের ব্যক্তিগত কক্ষে ঢোকার অনুমতি দেন না।কেবল

থারিনিয়াসের জন্যই সেই ছাড় রয়েছে।”

ফিওনা কিছুটা অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলো, “কেনো?কেন এমন নিয়ম?”

অ্যাকুয়ারা কাঁধ ঝাঁকিয়ে উত্তর দিলো, “উনি প্রাইভেসি পছন্দ করেন বিশেষ করে মেয়েদের প্রবেশের ক্ষেত্রে খুব কঠোর। কক্ষের ভেতরে

কোনো মেয়ে প্রবেশ করতে পারবে না, এমনটাই ওনার নিয়ম।”

ফিওনা বিরক্তি চেপে বললো, “তাহলে আমি কি ছেলে?”

অ্যাকুয়ারা চোখ কুঁচকে বললো, “সেটা জানি না।তবে শুধু তোমাকেই অনুমতি দিয়েছে।”

ফিওনা মনে মনে বললো, “হ্যাঁ,অবশ্যই অনুমতি তো দেবেই,

আমাকে দিয়েই তো খাটিয়ে মারবে! যেনো আমিই ওনার একমাত্র দাসী!” তারপর এক দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলে ফিওনা জ্যাসপারের ঘরের দিকে রওনা হলো,মনে মনে নানা রকম কথা বলছিলো তাকে নিয়ে।ফিওনা একরকম অনিচ্ছাসত্ত্বেও মলমের বাটি হাতে নিয়ে পুনরায় জ্যাসপারের কক্ষে প্রবেশ করলো।ঘরের ভেতরে ঢুকতেই সে লক্ষ্য করলো, টেবিলে

খাবার আগের মতোই পড়ে আছে—অক্ষত।জ্যাসপার খাবার ছুঁয়েও দেখেনি,যেন তার ক্ষুধার অনুভূতিও হারিয়ে গেছে।

জ্যাসপার তখন গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন,তার দীর্ঘ,ভারী শ্বাস নীরব কক্ষটিকে আরও নি:শব্দ করে তুলেছে। ফিওনার চোখ তখন ধীরে ধীরে তার দিকে চলে গেল। জ্যাসপারের এক হাত বিছানা থেকে

ঝুলে ফ্লোরে পড়ে আছে,সেখান থেকে এক ফোঁটা সবুজ রক্ত মেঝেতে পড়ে গিয়েছে।

ফিওনা কিছুক্ষণ থমকে দাঁড়িয়ে রইলো।তার চোখ সেই সবুজ রক্তের বিন্দুটির দিকে স্থির হয়ে আছে,আর তার মনে নানা প্রশ্ন জাগছে—এইরকম ও হয়?তার শরীরের ভেতরে সবকিছু আর রক্ত এমন ভিন্ন রকম!

সে ধীরে ধীরে বিছানার কাছে বসে, নিচু হয়ে জ্যাসপারের হাতে মলম লাগাতে শুরু করলো।যতই তাকে স্পর্শ করছিল, ততই তার মধ্যে এক অদ্ভুত অনুভূতির স্রোত খেলে যাচ্ছিল,জ্যাসপার ঘুমে থাকলেও তার মুখের প্রশান্তি আর শক্তি ফিওনার মনকে এক আকর্ষণে আবদ্ধ করে ফেলছে।ফিওনা মনোযোগ দিয়ে ধীরে ধীরে জ্যাসপারের হাতে মলম

লাগাচ্ছিল,যাতে তার ক্ষত সঠিকভাবে সেরে ওঠে।হঠাৎ সে অনুভব করলো,তার আঙ্গুলের নিচে এক নড়াচড়া।ঠিক তখনই জ্যাসপারের চোখ দুটো ধীরে ধীরে খুলে গেলো। ফিওনার হাতের মধ্যে তার হাতটি দেখে জ্যাসপার তৎক্ষণাৎ ধপ করে শোয়া থেকে উঠে বসলো।

ফিওনা অবাক হয়ে তাকিয়ে রইলো তার দিকে, তার বুকের মধ্যে অজানা এক শীতল স্রোত বয়ে গেলো।তার চোখে অল্প আতঙ্কের ছায়া পড়লো,সে একটু পিছিয়ে বসলো। জ্যাসপারের তীক্ষ্ণ,রহস্যময় চোখ দুটি সরাসরি তার দিকে তাকিয়ে রইলো,তার মধ্যে লুকানো সব গোপন কথা বুঝে নিচ্ছে।

জ্যাসপার কিছুক্ষণ ফিওনার দিকে চুপচাপ তাকিয়ে থেকে মৃদু স্বরে বললো, “তুমি এখানে কী করছো?”
ফিওনা একটু কাঁপা কণ্ঠে বললো, “আপনার হাতে মলম লাগাচ্ছিলাম... আপনার হাত দিয়ে র*ক্ত পড়ছিল।”
জ্যাসপার একটু নরম হলো,কিন্তু তার চোখে একটা গভীর প্রশ্নের ছায়া ফুটে উঠলো। ধীরে ধীরে সে তার হাতের দিকে তাকিয়ে বললো,

“এসব কাটাছেঁড়া নিতান্তই তুচ্ছ জিনিস।”ফিওনা কিছু না বলে চুপচাপ বসে রইলো,কিন্তু তার হৃদস্পন্দন দ্রুত থেকে দ্রুততর হয়ে চলছিল।তার মুখে কোনো কথা আসছিল না,শুধু জ্যাসপারের চোখে গভীরভাবে চেয়ে রইলো।

পুনরায় ফিওনা ধীরে ধীরে,একদম সযত্নে জ্যাসপারের হাতে মলম লাগাচ্ছিল।তারপর সে হালকা করে

তার ক্ষত স্থানে ব্যান্ডেজ বেঁধে দিলো।জ্যাসপার নিঃশব্দে তার দিকে তাকিয়ে রইলো—তার চোখে এক শান্ত অথচ গভীর বিস্ময় ফুটে উঠেছে। এমনকি তার মুখে সামান্য মৃদু প্রশান্তির ছোঁয়া ছিল।

এই প্রথমবার,জীবনে প্রথমবার,জ্যাসপার অনুভব করলো কেউ তার এভাবে যত্ন নিচ্ছে। ভেনাসে যুদ্ধের ময়দানে কিংবা

কোনো দুর্ঘ*টনায় আ*হত হলে সে নিজের ক্ষত নিয়ে কখনো ভাবেনি। তার জন্য ওষুধ, মলম—এসব সবকিছুই ছিলো বাহুল্য, অপ্রয়োজনীয়।মায়ের ধ্বং*সের পর আদর বা স্নেহ তার জীবনে ছিলো নিষিদ্ধ কোনো অনুভূতি, যা সে কখনো অনুভব করেনি।ছোটবেলায় মায়ের যত্ন কি ছিলো, তাও সে ভুলে

গেছে কবে। সে জানেই না স্নেহ বা মমতার ছোঁয়া কেমন লাগে।

কিন্তু আজ,এই অদ্ভুত পৃথিবীর ছোট্ট এক মেয়ে,যার নাম ফিওনা,তাকে প্রথমবারের মতো এই অনুভূতির স্বাদ দিলো। মৃদু,স্নেহময় হাতের স্পর্শ তার আহত হাতটিতে এসে পড়তেই, এক অনির্বচনীয় উষ্ণতা তার হৃদয়ের ভেতর থেকে সারা শরীরে ছড়িয়ে পড়লো।তার মনে

হলো,সেই গভীর শূন্যতা সামান্য ভরাট হলো। ফিওনার স্পর্শে এক ধরনের প্রশান্তি,এক ধরনের সান্ত্বনা সে অনুভব করলো। তার মুখে কিছু বলতে ইচ্ছে করলো, কিন্তু সে চুপ রইলো,কারণ এই অনুভূতিকে ধরে রাখতে চেয়েছিল—যতটা সম্ভব ধরে রাখতে চেয়েছিল এই নতুন অনুভূতিটাকে।

ফিওনা জ্যাসপারের দিকে তাকিয়ে বললো,”বলছিলাম যে, আপনি আজকে খাবার খাননি কেনো?”

জ্যাসপার একটু অন্যমনস্ক ভঙ্গিতে উত্তর দিলো,”খিদে নেই তাই।”

ফিওনা সামান্য বিরক্তির সুরে বললো, “কিন্তু খাবার অপচয় করা উচিত না। খেয়ে নিন,” এই বলে সে আর এক মুহূর্ত অপেক্ষা না করে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলো।

জ্যাসপার ফিওনার চলে যাওয়ার পানে দেখলো,কিন্তু কিছু বললো না। ফিওনা চলে গেলে সে ধীরে ধীরে নিজের হাতে নজর দিলো—সেই হাত,যেখানে ফিওনা সযত্নে মলম লাগিয়েছিল।তার চোখ সেই ব্যান্ডেজের দিকে নিবদ্ধ রইলো,সেখানে ফিওনার স্পর্শের উষ্ণতা এখনো টিকে আছে।নিজের মধ্যে এক অজানা অনুভূতির জন্ম

হতে দেখে সে কিছুটা বিস্মিত হলো। এই অনুভূতি কিছুটা অন্যরকম—না সম্পূর্ণ প্রশান্তি,না একেবারে অস্বস্তি। একটা নীরব ধ্যানমগ্নতায় তার মন আটকে রইলো,আর ভাবলো—কেনো একজন সাধারণ মানব মেয়ে তাকে এতটা যত্ন করতে গেলো, কেনো সে তাকে এমন একটি অনুভূতির দিকে ঠেলে দিলো যা সে কখনো বুঝতে চায়নি?

অবশেষে,খাবারের দিকে একবার তাকিয়ে নিয়ে সে ধীরে ধীরে চামচ হাতে তুলে নিলো,সে ফিওনার কথাটা রাখতে চাচ্ছে—অপচয় নয়,বরং তার জন্য অদ্ভুতভাবে যত্নে রাখা সেই খাবারটি গ্রহণ করতেই হবে।গভীর রাতে,জ্যাসপার তার বিশাল গোপন কক্ষে থারিনিয়াস আর আলবিরাকে নিয়ে একটি বিশেষ মিটিংয়ে বসলো। কক্ষের

পরিবেশটি ছিল একদম নীরব,এক অদ্ভুত শান্তি বিরাজমান,যেখানে প্রতিটি শব্দ গুনগুন করছিল, প্রতিটি চিন্তা তীক্ষ্ণ হয়ে উঠছিল।

“এথিরিয়নকে মুক্ত করার সময় চলে এসেছে ” জ্যাসপার তার পরিকল্পনা স্পষ্টভাবে বলল।তার চোখে একটা দৃঢ় লক্ষ্য, আর কোনো বাধা তাকে থামাতে পারবেনা। মিটিংয়ের দিনেই

আমি ওকে মুক্ত করে আনবো একেবারে ।”

থারিনিয়াস আর আলবিরা একে অপরের দিকে তাকিয়ে, এক মুহূর্তের জন্য কিছু বললো না। তারপর তাদের মুখে একটা সূক্ষ্ম হাসি ফুটে উঠলো। তারা জানতো,জ্যাসপারের সিদ্ধান্ত আর পরিকল্পনা শুধুমাত্র তার ক্ষমতার পরিচয় নয়, বরং তার অদম্য

ইচ্ছাশক্তিরও চিহ্ন।“এবার তো সত্যিই বোধহয় চমৎকার কিছু ঘটতে যাচ্ছে ,” থারিনিয়াস হালকা হাসি দিয়ে বললো। “ওয়াং লির ধারনাও নেই,আপনি কীভাবে সবকিছু পাল্টে দিতে পারেন।”

“তবে,সবকিছু সাবধানে করতে হবে,” আলবিরা সতর্ক করে বললো, “এথিরিয়নাকে মুক্ত করতে হলে,

আমাদের সকলেরই প্রস্তুতি নিতে হবে।”

জ্যাসপার মাথা নাড়িয়ে সম্মতি জানালো, “তোমরা ঠিক বলেছো। কোনো ভুল নয়,সবকিছু ঠিকঠাক করতে হবে। আজকের মিটিংয়ে যা যা বলবো মন দিয়ে শোনো,তার ভিত্তিতেই আমরা পরবর্তী পদক্ষেপ নেব।”

এতটুকু বলেই,জ্যাসপার আবার তার পরিকল্পনায় ডুবে গেলো,এক মস্তিষ্কে লুকিয়ে থাকা রাজনীতি আর কৌশলগুলো এখন সম্পূর্ণভাবে তার নিয়ন্ত্রণে।থারিনিয়াস আর আলবিরা একে অপরকে এক টুকরো হাসি দিয়ে দেখলো—এই মুহূর্তে তারা জানতো জ্যাসপারের পরিকল্পনা সফল হলে,অচিরেই এল্ড্র রাজ্যের ইতিহাসে নতুন এক অধ্যায় শুরু

হবে।পরের দিন সকাল থেকে দুপুর পর্যন্ত সময়টা বেশ নিরিবিলি কেটেছে।সকালের নাস্তা আর দুপুরের খাবার ফুরিয়ে গেছে, কিন্তু জ্যাসপার কোথাও বাইরে বেরিয়েছে। প্রায় দুপুর গড়িয়ে যাচ্ছে,আর এই সুযোগে অ্যাকুয়ারা ফিওনাকে নিয়ে বাইরে যাওয়ার জন্য জ্যাসপারের অনুমতি চেয়ে নিয়েছে।

জ্যাসপার তেমন আপত্তি করেনি; তার মনে ছিল এক ধরনের নির্ভার আত্মবিশ্বাস সে জানে,এই পাহাড়ি এলাকা আর ড্রাকোনিস শিখরের মতো প্রতিরক্ষামূলক হাউজের অবস্থান ফিওনাকে পালাতে দেবে না।ফিওনার পালানোর চিন্তা থাকলেও, সে পাহাড়ের এই গোপনীয় জায়গা থেকে কোথাও

যেতে পারবে না,যতক্ষণ না জ্যাসপার অনুমতি দেয়।

তারপরও জ্যাসপার ভেতরে একটা নিশ্চিত বোধ রেখেছে—থারিনিয়াস আর আলবিরা হাউজে রয়েছে,তাদের উপস্থিতিতে নিরাপত্তার কোনো অভাব হবে না।বিকেলের নরম আলোয় অ্যাকুয়ারা আর ফিওনা গ্লাস হাউজ থেকে বের হলো। ফিওনার চোখ ধীরে ধীরে চারপাশের সৌন্দর্যে

আটকে গেলো।হঠাৎই তার নজরে পড়লো পাহাড়ের একদম কিনারায় একটা কাঠের দোলনা।দোলনাটি প্রকৃতির এক অলৌকিক সৌন্দর্য নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে—চারপাশে হালকা হাওয়ায় দুলছে আর বিভিন্ন রঙের অচেনা ফুল দিয়ে সাজানো।

ফুলগুলোর রঙ সাধারণ নয়,কিছুটা অদ্ভুত আর রহস্যময়।এমন ফুল ফিওনা আগে কখনো দেখেনি।

ফুলগুলো একদিকে যেমন লোভনীয়,তেমনি তাদের ভেতরে এক ভয়ঙ্কর সৌন্দর্য আছে যা তাকে কিছুটা আতঙ্কিত করছে।দোলনাটিকে ঘিরে থাকা এই ফুলগুলোর সুগন্ধ মিষ্টি হলেও গভীর আর ভারী।কিন্তু যা ফিওনাকে সত্যিই ভয় ধরিয়ে দিলো,তা হলো দোলনার অবস্থান। পাহাড়ের একদম কিনারায়,যেখানে বসা মানেই বিপদের মুখোমুখি

হওয়া।নিচের গভীর খাদের দিকে তাকিয়ে ফিওনার শিরদাঁড়া দিয়ে ঠান্ডা স্রোত বয়ে গেলো।যদি দোলনাটি ছিঁড়ে যায় কিংবা ভারসাম্য হারিয়ে ফেলে, তাহলে নিঃসন্দেহে তার পতন অবধারিত।

অ্যাকুয়ারা ফিওনার ভয় বুঝে একটু হেসে বললো, “এই দোলনায় বসা নিরাপদ,চিন্তা করো না। এটা আমাদের নিয়ন্ত্রিতভাবে তৈরি,তাই

কোনো সমস্যা নেই।তুমি যদি একটু সাহস করে বসতে পারো।তবে এই দোলনায় বসে পাহাড় আর আকাশের সৌন্দর্য উপভোগ করতে পারবে।”

ফিওনা কিছুটা দ্বিধাগ্রস্ত হয়ে বললো,সত্যিই কি নিরাপদ? এত উঁচুতে এমন দোলনায় বসতে আমার মনে হয়...”

অ্যাকুয়ারা তার হাত ধরে আশ্বস্ত করলো,”ভয় পেয়ো না আমিতো আছি তাইনা? তুমি পরে গেলে আমি ড্রাগন রুপে ধরে তোমাকে বাঁচিয়ে নিবো।”ফিওনা সাহস সঞ্চয় করে ধীরে ধীরে দোলনার দিকে এগিয়ে গেলো,মনে মনে কিছুটা সাহসী বোধ করলো।তবে তার মনে এখনো এক ধরনের অদ্ভুত আতঙ্ক কাজ করছিল।

অ্যাকুয়ারা প্রথমে নিজেই দোলনায় বসে পড়ে,তারপর দোল খেতে শুরু করে।ফিওনা পেছন থেকে তার আনন্দ উপভোগ করছে মাঝে মাঝে সে নিজেই হাত দিয়ে ঠেলে দোলনায় নতুন গতি যোগ করছে। হালকা হাওয়ায় অ্যাকুয়ারা দোলনার প্রতিটি দোলায় মুক্তির স্বাদ পাচ্ছে,আর ফিওনা মুগ্ধ হয়ে তার হাসি দেখে যাচ্ছে।

অনেকক্ষণ পর,অ্যাকুয়ারা ফিওনার দিকে ফিরে মুচকি হেসে বললো,”এবার তোমার পালা, ফিওনা।”

ফিওনা কিছুটা দ্বিধা নিয়েই অ্যাকুয়ারার বাড়ানো হাত ধরে দোলনার দিকে এগিয়ে গেলো।ধীরে ধীরে দোলনায় বসলো,চারপাশের দড়িগুলো শক্ত করে ধরে নিলো যাতে করে কোনোভাবেই হাত

ফসকে না যায়।প্রথমেই অ্যাকুয়ারা দোলনায় একবার হালকা দোল দেয়।ফিওনা ভয়ে চোখমুখ শক্ত করে বন্ধ করে ফেলে।

দোলনার প্রথম দোলের সাথে ফিওনার হৃদয়ের ধুকপুকানি আরও বেড়ে গেলো।সে চোখ খুলে চারপাশের উঁচু পাহাড়,নীল আকাশ,আর সবুজ গাছপালার সৌন্দর্য উপভোগ করার চেষ্টা

করলো,কিন্তু মনের ভেতর সেই ভয়টা এখনও কাটছে না।অ্যাকুয়ারা একটু হাসি চাপা দিয়ে বললো, “ফিওনা,চোখ খুলে দেখো।এই দৃশ্য দেখতে কতোটা সুন্দর অথচ এই উচ্চতা থেকে দেখা সৌন্দর্য ক’জন দেখতে পায়!”

ধীরে ধীরে ফিওনা সাহস করে এক চোখ খুলে তাকালো, তারপর আস্তে আস্তে পুরোপুরি চোখ খুলে

চারপাশের দৃশ্য দেখতে লাগলো। পাহাড়ের সেই নিঃসীম দৃশ্য,দিগন্তে মিশে যাওয়া নীল আকাশ,আর প্রকৃতির সেই মনোমুগ্ধকর রূপ দেখে ফিওনার মনে হলো হয়তো এই সাহসটুকু করার জন্যই তার এখানে আসা দরকার ছিলো।

অনেকক্ষণ দোল খেতে খেতে ফিওনার ভয় পুরোপুরি কেটে গেছে। সে এখন মুক্তভাবে দোলনার দোলের

প্রতিটি মুহূর্ত উপভোগ করছে,বাতাসের সাথে নিজের চুলের খেলা আর চোখের সামনে পাহাড় আর আকাশের অপরূপ দৃশ্য দেখে সে মুগ্ধ।হঠাৎ করেই অ্যকুয়ারার নজরে পড়লো দূরে একটা খরগোশ দৌড়াচ্ছে,আর সেটা দেখেই অ্যাকুয়ারা আনন্দে সেই খরগোশ ধরতে ছুটে গেলো,ফিওনাকে ওই অবস্থায় রেখে।

ফিওনা এখন একা একাই দোল খাচ্ছে,কিন্তু কিছুক্ষণ পর দোলনার দোলটা খুবই হালকা মনে হতে লাগলো।সে মজাটা হারিয়ে ফেললো,দোলনাটা স্থির হয়ে আসছে। ফিওনা একটু বিরক্ত হয়ে বলে উঠলো,"কি হলো অ্যাকুয়ারা? থেমে গেলে কেনো?"

তার কথার সাথেই হঠাৎ করে দোলনায় আবার একটা তীব্র দোল

আসে,কেউ জোরে ঠেলে দিলো। ফিওনা আচমকা চমকে উঠলো,তার মন কিছুটা বিভ্রান্ত হয়ে গেলো। আশেপাশে তাকালো,বাতাসের শোঁ শোঁ শব্দ আর দোলনার তীব্র গতির সাথে তার বুকের ধুকপুকানি বাড়তে লাগলো।কিছুটা ভীতস্বরে ফিওনা আবার বললো, “অ্যাকুয়ারা? দোলনাটা এত জোরে দুলছে কেন?”

কোনো উত্তর না পেয়ে ফিওনার মনে একটা অদ্ভুত শীতল ভয় কাজ করতে লাগলো।

হঠাৎ উপলব্ধি করলো ফিওনা,নাকে একটানা সেই পরিচিত পারফিউমের ঘ্রাণ এসে ধাক্কা দিতে লাগলো,জ্যাসপারের পারফিউম। প্রথমে সে ভাবলো,হয়তো ভুল হচ্ছে,কিন্তু গন্ধটা এতটাই স্পষ্ট ছিল যে সে আর উপেক্ষা করতে পারলো

না। আতঙ্কে কৌতূহলে ঘাড় ঘুরিয়ে তাকাতেই দেখতে পেলো জ্যাসপার তার পেছনেই দাঁড়িয়ে আছে তার ঠাণ্ডা অথচ গভীর দৃষ্টি নিয়ে। ফিওনার বুক ধুকপুক করতে লাগলো,হাত-পা ঠান্ডা হয়ে এলো। জ্যাসপারের দৃষ্টি এতটা তীক্ষ্ণ আর নির্লিপ্ত যে তার মনে এক মুহূর্তের জন্য ভাবনা এলো,হয়তো জ্যাসপার তাকে এখানে পাহাড়ের কিনারায়

দোলনা থেকে ফেলে দিয়ে মেরে ফেলার পরিকল্পনা করেছে।তার এই নিয়ন্ত্রণহীন দোল খাওয়ার অনুভূতিটাও আরও ভয়ংকর হয়ে উঠলো।

কিছুটা কাঁপা কাঁপা গলায় ফিওনা জিজ্ঞেস করলো, “আ...আপনি এখানে?”

জ্যাসপার নির্লিপ্তভাবে তাকিয়ে রইলো,তার চোখের গভীরে এক

ধরনের অদ্ভুত শান্তি,অথচ রহস্যময় ঝলক।

ফিওনা পরপর দু’বার ঘুরে তাকালো, তার নিজের চোখকে বিশ্বাস করতে চাইলো।বিকেলের স্নিগ্ধ আলোয় জ্যাসপারের অবর্ণনীয় সৌন্দর্য আরো গভীর হয়ে উঠেছে।জ্যাসপারের সবুজ চোখজোড়া বিকেলের মৃদু আলোয় অন্যরকম সুন্দর লাগছে আর ঘাড়ের ট্যাটু টা জলজল করছে

বরাবরের মতোই আজকে ও সাদা শার্ট আর বুকের কাছে তিনটে বাটান খোলা,এনটিকের অদ্ভুত লকেটটাও আলো ছড়াচ্ছে আর কানের সাদা পাথরের দুলটাও কেমন চিকচিক করছে।ফিওনার হৃদস্পন্দন দ্রুত হয়ে গেলো।

ফিওনা হালকা ফ্যাকাশে নীল রঙের চাইনিজ জিন্সের স্কার্ট আর সাদা টপস্ পরে ছিলো।দোলনায় বসার

কারণে টপস্ একটু ওপরের দিকে উঠে গিয়ে তার পেট আর কোমড়ের সামান্য অংশ বেরিয়ে ছিলো।হঠাৎ দোলনা পিছনে দুলে উঠতেই ফিওনার ভারসাম্য নড়ে গেলো ,সে যখন পেছন দিকে দোলনায় ফিরে তাকালো ঠিক সেই মুহূর্তে জ্যাসপার তার পেছন থেকে এগিয়ে এলো। অবলীলায় তার হাত ফিওনার পেটের চারপাশে মুড়ে ধরলো।

ফিওনা চোখ বড় করে তাকালো। তাদের দেহ একেবারে একে অপরের সাথে লেপ্টে ছিলো,এতটা কাছাকাছি যে জ্যাসপারের গরম নিঃশ্বাস তার মুখে স্পষ্টভাবে অনুভূত হচ্ছিলো।তার হৃদস্পন্দন থেমে যাওয়ার উপক্রম করলো। জ্যাসপার কেবল তাকিয়ে আছে তার দিকে,গভীরতর এক দৃষ্টিতে,কোনো

অজানা কথা বিনা বাক্যে বলতে চাইছে।

ফিওনার মুখে কথা আসছিল না,কেবল তাকিয়েই রইলো। তার নীরবতার মাঝে এক অদ্ভুত আবেদন ছিল,আর জ্যাসপারও নড়ল না।

জ্যাসপার গভীর এক দৃষ্টিতে ফিওনার দিকে তাকিয়ে বললো, “তোমাকে আমি এখানে কিডন্যাপ

করে এনেছি কোনো পাহাড়ের ভ্রমণের জন্য নয়,ফিওনা।”

ফিওনা তার কথায় হতভম্ব হয়ে কিছুটা অবাকভাবে প্রশ্ন করলো,”আমি আবার কী করেছি?”

জ্যাসপার কঠোর গলায় বললো,”এই যে তোমাকে হ্রদে গিয়ে নির্ভাবনায় গোসল করতে দেখলাম,নৌকায় উঠলে এখন এই দোলনায় বসে দোল খাচ্ছো,মনে হচ্ছে কোনো টুরে

এসেছো তুমি কি সত্যিই বুঝতে পারছোনা?কেন তোমাকে এখানে আনা হয়েছে?”ফিওনার কপালে ভাঁজ পড়লো,কিন্তু সে চেষ্টা করলো নিজেকে শান্ত রাখতে। “আমি তো শুধু একটু খোলা হাওয়া উপভোগ করছি কারো ক্ষতি তো করিনি তাইনা? বন্দী হয়ে থাকলেও,একটু তো স্বস্তির প্রয়োজন আমার।”

জ্যাসপার দীর্ঘশ্বাস ফেললো।সে কিছুক্ষণ চুপ থেকে বললো, “আনন্দের করার জন্য তোমাকে এখানে নিয়ে আসিনি ফিওনা। আমি তোমাকে এখানে এনেছি তোমাকে প্রতি পদে পদে কষ্ট দিতে।এই জায়গার প্রতিটি শ্বাস,প্রতিটি মুহূর্ত আমার নিয়ন্ত্রণে।আর অ্যাকুয়ারা তোমার বান্ধবী নয়,সে ড্রাগন আর আমার সহকারী।”

ফিওনা একটু স্তব্ধ হয়ে গেলো,তবে তার ভেতরে কোথাও এক ধরনের বিদ্রোহ দানা বাঁধলো।“আমাকে ছাড়ুন,” ফিওনা মৃদু স্বরে বললো,একটু কাঁপা কাঁপা গলায়।

জ্যাসপার চমকে তাকাল, কথাটা ঠিক বুঝতে পারছে না। “মানে, কি ছাড়বো?”

“এই যে...আমাকে ধরে রেখেছেন।” ফিওনার কণ্ঠে হালকা ভর্ৎসনার

আভাস ছিল,তবে দৃষ্টি অন্যদিকে নিবদ্ধ।

তখনই জ্যাসপারের মনে হলো, সে কীভাবে ফিওনার পেট জড়িয়ে ধরে তাকে নিজের কাছে টেনে রেখেছে। ফিওনার দেহ তার দেহের এতটাই কাছে মিশে আছে যে এক অপরের অংশ হয়ে গেছে।অবচেতনে তার হাতটা পেটের আশেপাশে জড়িয়ে

ছিল,আর এই সামান্য ছোঁয়া ফিওনাকে একটু থমকে দিয়েছে। জ্যাসপার ছাড়লো না,বরং ধীর গলায় বললো,“নামো দোলনা থেকে।” ফিওনা ধীরে ধীরে দোলনা থেকে নেমে এলো।ঠিক সেই মুহূর্তে,জ্যাসপারের হাতটা নিজের অজান্তেই সরে গেল তার পেটের অংশ থেকে। কিন্তু সরে যাওয়ার সময় পেটের চারপাশে একটা মৃদু

স্পর্শ রেখে গেল—অদ্ভুত, অথচ নিঃশব্দে বিদ্যুতে আছন্ন করা মতো। সেই হালকা স্পর্শ ফিওনার মনে উত্তেজনার ঢেউ তুলল,আর জ্যাসপারও সেই অজানা অনুভূতিতে আবৃত হলো।নতুন,আবিষ্কারের মতো এই অনুভূতির কাছে দুজনেই খানিকটা থমকে গেল—ভুলে গেলো সবকিছু, এই ক্ষণিক স্পর্শে শুধু থেকে গেল কিছু না-বলা অনুভূতি।

ফিওনা ধীরে দোলনা থেকে নামতেই জ্যাসপার হনহন করে হাউজের ভেতরে চলে গেলো। ততক্ষণে পাহাড়ের আকাশে সন্ধ্যার আভা ছড়িয়ে পড়েছে,চারপাশে ম্লান আলো,দিন-রাতের সীমানায় দাঁড়িয়ে আছে।

ঠিক তখনই অ্যাকুয়ারা ছোট্ট গোলাপী খরগোশটি হাতে নিয়ে ছুটে এলো।

“একি, ফিওনা! তুমি একা একা নামলে কিভাবে?” অ্যাকুয়ারার চোখে বিস্ময়।

ফিওনা মৃদু হেসে বললো, “এভাবেই ব্যালেন্স রেখে।”

অ্যাকুয়ারা ভ্রু কুঁচকে বলে,“সর্বনাশ! যদি পড়ে যেতে?”

তারপর খরগোশটি দেখিয়ে বললো,“এইটা কি তোমার হাতে?”

ফিওনা বিস্ময়ে তাকালো খরগোশটির দিকে।অ্যাকুয়ারা আনন্দিত ভঙ্গিতে “দেখো তো,কি সুন্দর খরগোশ।

ফিওনা অবাক হয়ে “ওমা,গোলাপী রঙে খরগোশ!আগে তো কখনও এমন খরগোশ দেখিনি!”

অ্যাকুয়ারা মাথা নাড়িয়ে বললো,“এটা এই পাহাড়ের খরগোশ।ওরা বেশ বিরল।”

ফিওনা খুশি হয়ে বললো,“ভালোই করেছো,অ্যাকু।এটাকে নিয়ে একটু সময় কাটানো যাবে।”

খরগোশের গোলাপী পশমে স্নিগ্ধ সন্ধ্যার আলো মিশে যেতেই,পাহাড়ের পরিবেশ আরো মোহনীয় হয়ে উঠল। অ্যাকুয়ারা মৃদু হেসে বলল, “পরের বার তোমাকে পাহাড়ের ফুলের বাগানটা ঘুরিয়ে দেখাবো।আর কালকে তোমাকে গ্লাস হাউজের

ছাদে নিয়ে যাবো।সেখানে আরও অনেক ধরনের ফুল আছে।”

ফিওনার চোখে উচ্ছ্বাসের ঝিলিক ফুটে উঠল।

“সত্যি বলছো?”“হ্যাঁ,সত্যি,” অ্যাকুয়ারা ফিওনাকে আশ্বস্ত করে বললো। “প্রিন্সের অনুমতি নিয়ে কাল আমরা ছাদে উঠব।”

ফিওনা কৌতূহলী হয়ে জিজ্ঞেস করল,”আচ্ছা,তাহলে ছাদের ফুলগাছগুলোর যত্ন কে নেয়?”

অ্যাকুয়ারা হেসে বলল “আরেহ! ওগুলো যত্ন করতে হয় না।তারা এমনিতেই সবসময় তাজা আর সুন্দর থাকে।প্রকৃতিই তাদের যত্ন নিচ্ছে।”

অবাক হয়ে ফিওনা ভাবল,এই পাহাড়ের ফুলগুলোও কি তবে

কোনো জাদুকরী শক্তির অধিকারী? তাদের নিরবচ্ছিন্ন সৌন্দর্যের রহস্যে মোহিত হয়ে পড়ল সে।

অবশেষে আজকের মতো ঘোরাঘুরি শেষে তারা গ্লাস হাউজে ফিরে এল। সেখানে ঢুকতেই হঠাৎ অ্যাকুয়ারা কিছু উপন্যাসের বই ফিওনার দিকে বাড়িয়ে দিলো।ফিওনা অবাক হয়ে বইগুলোর দিকে তাকিয়ে বলল, “এগুলো কিভাবে

আনলে,অ্যাকু?”অ্যাকুয়ারা মৃদু হেসে জবাব দিলো, “আরেহ, থারিনিয়াসকে দিয়ে আনিয়েছি আমার কথা বলে।”

ফিওনার মুখে উজ্জ্বল হাসি ফুটে উঠল।সে অভিভূত হয়ে বলল, “তুমি সত্যিই অনেক ভালো,অ্যাকু।ইচ্ছে করছে তোমাকে জড়িয়ে ধরি।”

অ্যাকুয়ারার সেই বন্ধুত্বপূর্ণ সান্নিধ্যে ফিওনার মনটা আনন্দে ভরে

উঠল,অ্যকুয়ারা তার কাছে লিন আর লিয়ার মতোই হয়ে উঠলো।রাতের রান্না শেষে খাবার একে একে পরিবেশন করতে লাগলো ফিওনা। টেবিলের চারপাশে নীরবতা জমে আছে, শুধুমাত্র থালায় খাবারের মৃদু শব্দ শোনা যাচ্ছে। জ্যাসপার চেয়ারে বসে ধীরে ধীরে খাবার খাচ্ছে,তবে তার দৃষ্টি বারবার আড়চোখে ফিওনার দিকে চলে যাচ্ছে। আজ

ফিওনার মুখে এক অন্যরকম আভা—স্বাভাবিকের চেয়ে অনেক বেশি উজ্জ্বল, আনন্দে ভরপুর। এই উজ্জ্বলতা দেখে জ্যাসপারের মনের কোণে অদ্ভুত অনুভূতি জেগে উঠছে। এতদিন সে দেখেছে,ফিওনা সাধারণত খাবার বাড়ার সময় ম্রিয়মান থাকে, মুখে ফ্যাকাশে এক আবরণ। কিন্তু আজ তার চোখে এক নতুন দ্যুতি খেলা করছে।মনে হচ্ছে

বাইরের দোলনায় সময় কাটিয়ে,হাওয়ার স্পর্শে একটু প্রশান্তি খুঁজে পেয়েছে। জ্যাসপার ভাবছে,কেনো আমি এই মানবী মেয়েটার সব বিষয়ে এতো ভাবছি? রাতের নিস্তব্ধতায় ল্যাবের মৃদু আলোর নিচে জ্যাসপার প্রবেশ করলো,গ্লাসের গাঢ় প্রান্ত ঘিরে চারপাশে ছড়িয়ে থাকা যন্ত্রপাতির দিকে এক এক করে তাকাল।

আজকের রাতটি ছিলো অন্যরকম। ল্যাবে সে এসেছে নিজেকে বোঝার জন্য, নিজের মনে জমে ওঠা একটি অদ্ভুত অনুভূতির সঠিক পরিচয় জানার জন্য।ফিওনার প্রতি তার আকর্ষণটা কি কেবল কৌতূহল,নাকি এর গভীরে লুকিয়ে আছে আরও কিছু?

প্রথমে সে অক্সিটোসিন পরীক্ষা শুরু করলো।এই হরমোনটি,যাকে

“প্রেমের হরমোন” বলে—তার ভেতর কি সত্যিই ভালোবাসার কোনো বীজ বপিত হয়েছে?নিজের শরীর থেকে নমুনা নিয়ে সে ল্যাবের স্বয়ংক্রিয় যন্ত্রে রাখলো। কিছু মুহূর্তের মধ্যে যন্ত্রটি জ্বলে উঠলো, স্ক্রিনে ফুটে উঠলো “অক্সিটোসিনের মাত্রা হাই,” যা কোনো শারীরিক টান বা গভীর আকর্ষণের প্রথম চিহ্ন। জ্যাসপারের চোয়াল শক্ত হলো।

নিজের অবচেতন মনে ফিওনার প্রতিচ্ছবি তার শরীরের সাড়া ফেলছে।এরপর জ্যাসপার তার ফিজিওলজিক্যাল রেসপন্স পরীক্ষা করলো। এই পরীক্ষাটি তার শ্বাসের গতি, হৃদস্পন্দন,আর রক্তচাপের পরিবর্তন পরীক্ষা করছে।যন্ত্র থেকে প্রাপ্ত তথ্য স্ক্রিনে ফুটে উঠলো: “শরীরে সামান্য উত্তেজনা, এবংহার্টবিট বেড়ে গেছে।” ফিওনার

কাছে যাওয়ার মুহূর্তগুলো তার শরীরের প্রতিটি ভাঁজে লুকিয়ে রয়েছে।মনে হলো,অজান্তেই সে হৃদয়ে কোনো এক দুর্বলতার বীজ রোপণ করেছে।

পরের পরীক্ষা ছিল গ্লুকোজ লেভেল। সাধারণত রোমাঞ্চ বা উদ্বেগের মুহূর্তে এই স্তর পরিবর্তিত হয়, যা অনেক সময় প্রেমের আবেগের কারণে হতে পারে। সে টেস্টটি শুরু

করতেই স্ক্রিনে দেখা দিলো,”গ্লুকোজের মাত্রা কিছুটা বেড়ে গেছে,” যা ইঙ্গিত করছে তার মনের উত্তেজনা। সে ভাবল,তবে কি ফিওনার প্রতি অনুভূতিটা সত্যিই প্রেমের প্রথম ধাপ?এরপর এল অফলাইন স্ট্যাটাস টেস্ট।এখানে সে চাচ্ছিলো দেখতে,ফিওনার চিন্তা বা সঙ্গ ছাড়া এই অনুভূতি কতটা গভীরে পৌঁছায়।স্ক্রিনে ফুটে উঠলো:

“প্রতিবন্ধকতা থাকা সত্ত্বেও মানসিক সংযোগ।” মনে হলো,ফিওনা তার কাছে অনুপস্থিত থাকলেও তার মনের প্রান্তে এক ধরনের অদৃশ্য বন্ধনের সৃষ্টি হয়েছে।

শেষ পরীক্ষা ছিল সাংস্কৃতিক সংযোগ।ল্যাবের স্ক্রিনে ফুটে উঠলো, “মনের মধ্যে সংযোগ প্রতিষ্ঠিত,” যার ফলে তার মনে আরো দৃঢ় হলো যে, ফিওনার প্রতি এই অনুভূতি

কেবল দৃষ্টি বা উপস্থিতি নয়,বরং তার জীবনে এক গভীর ভালোবাসার প্রকাশ।

এই সমস্ত পরীক্ষার শেষে, স্ক্রিনে এক সংক্ষিপ্ত শব্দ ফুটে উঠলো:"ইউ ফল ইন লাভ।"

জ্যাসপার এক মুহূর্ত স্তব্ধ হয়ে তাকিয়ে রইল,মনে হলো,সমস্ত পরীক্ষার ফলাফল তার মনের গোপন অংশগুলো উন্মোচিত

করলো।ল্যাবের স্ক্রিনে টেস্টের ফলাফলগুলো দেখার সাথে সাথেই জ্যাসপারের মুখটা কঠিন হয়ে উঠলো। তার চোখেমুখে ফুটে উঠলো বিস্ময় আর ক্রোধের ছাপ,সে বিশ্বাসই করতে পারছে না। সে চিৎকার করে বললো,

“নো! দিস ইজ ইম্পসিবল! আমি কিভাবে ওই ফুলিশ হিউম্যান গার্লটার প্রেমে পড়তে পারি?”

এক মুহূর্ত থমকে দাঁড়িয়ে নিজের ভেতরে তোলপাড় হওয়া অনুভূতিগুলোর বিরুদ্ধে লড়াই করছিল সে। কিন্তু তার মনের সমস্ত যুক্তি অদৃশ্য হয়ে গেলো। টেস্ট মেশিনগুলোর দিকে রাগান্বিত চোখে তাকিয়ে বললো, “এই ডিভাইসগুলো আসলে কোনো কাজেরই না!”

তারপর ক্রোধে জ্বলে উঠে একে একে টেস্ট যন্ত্রগুলোকে আঘাত করে

মাটিতে ভেঙে গুঁড়িয়ে দিলো। তার দৃষ্টিতে ছিল অভিমান আর অস্বীকারের এক কঠিন মিশ্রণ,নিজের অনুভূতিকে মুছে ফেলতে চাইছে কিন্তু পারছে না।

সব ভেঙে চুরমার করে,অবশেষে জ্যাসপার এক্সিকিউটিভ চেয়ারে এসে বসল।মাথা পেছনে হেলান দিয়ে চোখ বন্ধ করল এক মুহূর্তের জন্য, নিজের ভিতরে জমে থাকা

রাগের আগুনটাকে কিছুটা নিয়ন্ত্রণে আনতে চায়।

কিন্তু,চোখ বন্ধ করতেই তার মনে ভেসে উঠলো ফিওনার উজ্জ্বল হাসি,যত্ন নিয়ে তার হাতে মলম লাগানো দৃশ্য, আর সেই কোমল স্পর্শ—যা তাকে ছুঁয়ে যায়।মনে পড়লো সেই মিষ্টি চুম্বন,যে চুম্বন তার হৃদয়ের গভীরে এক কোমল স্পন্দন সৃষ্টি করেছিল।জ্যাসপারের

মনের তীব্র রাগ ধীরে ধীরে গলে যেতে লাগলো। অনুভব করল এক অজানা শীতলতা, ফিওনার স্মৃতিগুলো তাকে শান্ত করতে চাইছে।এক গভীর নিঃশ্বাস ফেলে নিজের সত্তাকে তিরস্কার করে বিড়বিড় করে বলল,“জ্যাসপার,অরিজিন ড্রাগন প্রিন্স!!নিজের ধ্বং*স নিজেই ডেকে আনলে...”

এই মুহূর্তে তার ভেতরে দ্বন্দ্বের স্রোত বয়ে গেলো—একদিকে তার অহংকার,অন্যদিকে ফিওনার প্রতি গোপন সেই আবেগ,যা তাকে ধীরে ধীরে আবদ্ধ করছে,তার সমস্ত শক্তি শিথিল করে দিয়ে নিঃশব্দে তার মনের গভীরে প্রবেশ করেছে। সারারাত ল্যাবেই কাটানোর পর,সকালে জ্যাসপার বাড়ি ফিরে আসল। তার সারা শরীর ক্লান্ত, মন

ভারাক্রান্ত। কিন্তু যখন সে হাউজে প্রবেশ করলো, তাঁর চোখে পড়লো এক অদ্ভুত দৃশ্য। কিচেনে, সবার আগে ফিওনা আর অ্যকুয়ারা ব্যস্ত ছিল,কিন্তু হঠাৎ এক গোলাপী খরগোশ ছুটে এসে দাঁড়াল জ্যাসপারের পায়ের কাছে।

এটা কোনো অদৃশ্য শক্তি ছিল, যা ফিওনার দিকে তাকে টেনে আনছে। ফিওনা দ্রুত কিচেন থেকে বেরিয়ে

এসে, খরগোশটা ধরতে চাইল। সে তাড়াতাড়ি এগিয়ে গিয়ে, জ্যাসপারের পায়ের কাছ থেকে খরগোশটা তুলে নিলো। কিন্তু, এই সময়ই তার চোখগুলো অদ্ভুতভাবে জ্যাসপারের দিকে উঠে গেলো। চোখে এক গভীর চুপচাপ ভাব,এক অপ্রকাশিত ভাব ছিল,যা দেখে জ্যাসপার বুঝতে পারলো কিছু একটা ঘটছে।

ফিওনা খরগোশটা কোলে নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকলো, চোখে চোখ রাখলো।তার প্রশান্ত মুখের ওপর কিছু অব্যক্ত কথা ছিল,সে নিজে বুঝতে পারছে,এই মুহূর্তে তাদের মধ্যে কিছু পরিবর্তন হচ্ছে,যা তাদের সম্পর্ককে এক নতুন দিশা দেখাতে চলেছে।ফিওনা কিছুক্ষণ স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে রইল,তার চোখে ধরা পড়ে জ্যাসপারের মুখের গম্ভীরতা।

জ্যাসপার কিছু না বলে,তীক্ষ্ণ চোখে একবার তাকিয়ে হনহন করে সিঁড়ি বেয়ে উপরের দিকে চলে গেলো।

ফিওনা ধীরে ধীরে খরগোশটাকে নিজের কোলে নিলো,তার কোমল হাত দিয়ে তাকে সামলে,কিচেনের দিকে হাঁটা দিলো।চোখের কোণে এক মৃদু হাসি ফুটে উঠলো, খরগোশটাকে আদর করে বলল,

“পিংকি,তুমি আর কাউকে পেলেনা? ওই দানবটার পায়ের কাছেই যেতে হলো?আমি না থাকলে এতক্ষণে তোমাকে হা করে আগুন ছুড়ে ভস্ম করে দিতো।” খরগোশটা তার কথার অর্থ না বুঝলেও,ফিওনার কোলের উষ্ণতায় এক রকম নিশ্চিন্ত হয়ে ওর দিকে বড় বড় চোখে চেয়ে থাকল।আজকের সারাটা দিন ফিওনা নিজেকে বইয়ের মধ্যে ডুবিয়ে

রেখেছিল,একটি নতুন উপন্যাসের আকর্ষণে ভেসে চলছিলো।খরগোশটি তার পাশে ছিল সারাক্ষণ,নীরব আর আদরপ্রিয়,সব সময় তার সঙ্গী হয়ে থাকলো। তবে হঠাৎ করেই দরজায় খোলার মৃদু শব্দ শুনতে পায় ফিওনা। অ্যকুয়ারা ফিওনার কক্ষে আসে,খরগোশটার অবস্থা দেখতে। খরগোশটি দরজার পাশেই ঘুরঘুর

করছিল,তার চোখে কিছুটা আতঙ্ক ছিল,কিছু ঘটতে চলেছে।

স্লাইডিং হয়ে দরজা খুলতেই খরগোশটি দ্রুত দৌড়ে বেরিয়ে যায়, অ্যকুয়ারা কিছু বুঝে ওঠার আগেই,খরগোশটি তীব্র গতিতে করিডোরে চলে যায়।

“ফিওনা! ওকে আটকাও,আলবিরা আর থারিনিয়াস দেখলে, সর্বনাশ হয়ে যাবে!” অ্যকুয়ারা চিৎকার করে

বললো, তার গলা তীক্ষ্ণ আতঙ্কে ভরা।

ফিওনা তড়িঘড়ি বিছানা থেকে উঠে,পা ফাঁক করে খরগোশটিকে ধরার জন্য দৌড়ে চলে গেলো।কিন্তু খরগোশটির গতিও ছিল অপ্রতিরোধ্য,সে অজানা এক শক্তি নিয়ে করিডোরে দৌড়াচ্ছিল। শেষ পর্যন্ত,সে করিডোরের শেষ প্রান্তে চলে যায়,একদম জ্যাসপারের

কক্ষের সামনে এসে থেমে দাঁড়ায়। চুপচাপ বসে পড়ে, মনে হলো তার গন্তব্য শেষ হয়ে গেছে।ফিওনা তার পিছনে এসে দাঁড়ালো, একটু বিরক্ত,আবার একটু উদ্বিগ্ন।

ফিওনা খরগোশটাকে ধরতে ছুটে এসে দাঁড়ালো জ্যাসপারের কক্ষের সামনে। তার হয়তো ধারণাই ছিল না যে, জ্যাসপারের ঘরের দরজা শুধুমাত্র নির্দিষ্ট কয়েকজনের জন্যই

স্বয়ংক্রিয়ভাবে খুলে যায়। তাই সে সেখানে দাঁড়াতেই দরজা স্লাইডিং হয়ে নিঃশব্দে খুলে গেলো।

খরগোশটি সেই সুযোগে ফাঁক গলে দ্রুত জ্যাসপারের ঘরের ভেতরে ঢুকে পড়লো। ফিওনা একটু ইতস্তত করলেও দরজার সামনে দাঁড়ানোতেই দরজাটি বন্ধ হচ্ছিল না,তাই বাধ্য হয়েই সে আরও কিছুটা এগিয়ে গেল।ভেতরে ঢুকতেই

তার দৃষ্টি থমকে গেল।জ্যাসপার খালি গায়ে,একেবারে নিস্তব্ধ হয়ে উবুড় হয়ে শুয়ে আছে। তার শক্তিশালী কাঁধ আর পেশিগুলো আবছা আলোয় স্পষ্ট হয়ে ফুটে উঠছে। ফিওনার মন কিছুটা অস্থির হলো, কিন্তু সে দ্রুতই নিজেকে সামলে নিল।

ফিওনা আস্তে আস্তে জ্যাসপারের ঘরে ঢুকলো। তবে এই পন্ডিত

খরগোশটা আরেক কাণ্ড করলো। সে হঠাৎই লাফিয়ে পড়লো জ্যাসপারের পিঠের ওপর, আর সাথে সাথেই জ্যাসপার চমকে লাফিয়ে উঠলো। ধীর দৃষ্টিতে তাকিয়ে দেখলো সামনেই ফিওনা, আর তার পিঠের ওপর সেই উচ্ছৃঙ্খল খরগোশ।

জ্যাসপার ক্ষুব্ধ হয়ে দ্রুত বিছানা থেকে নামতেই খরগোশটা সারা বিছানাজুড়ে এদিক-ওদিক দৌড়াতে

শুরু করলো, সাথে সাথে বিছানাটাকেই উলটপালট করে দিয়ে গেলো। জ্যাসপার কড়া গলায় বললো, “এটাকে এই হাউজে এনেছে কে? সবকিছু নষ্ট করে দিচ্ছে! ফিওনা, এক্ষুণি এটা সড়াও এখান থেকে!”

ফিওনা জ্যাসপারের রাগ দেখে চুপচাপ না থেকে দ্রুত খরগোশটাকে ধরার চেষ্টা করলো। সে বিছানায়

উঠেই খরগোশের পেছনে পেছনে ছোটাছুটি শুরু করলো, একবার এদিকে তো আরেকবার ওদিকে। বিছানার ওপর দু’জনের সেই ছোটাছুটির মাঝে এক অদ্ভুত বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি হলো।জ্যাসপার এখন পুরোপুরি রেগে গিয়ে ফিওনাকে বিছানার সাথে চেপে ধরলো। তার শক্তিশালী হাতগুলো ফিওনার হাতের আঙুলের ভাঁজে

গভীরভাবে চেপে ধরলো। আরও এক পা এগিয়ে তাকে আটকানোর চেষ্টা করছে। ফিওনার শরীরটা বিছানায় রীতিমতো চেপে গেলো,সে স্নায়ুর উপর চাপ অনুভব করলো—একদিকে শ্বাস রুদ্ধ,আরেকদিকে জ্যাসপারের উপস্থিতি তাকে ঘিরে নিয়ে আসে।

জ্যাসপারের নিঃশ্বাস সোজা ফিওনার নাকে ঠোঁটের ওপর পড়তে

লাগলো,মুহূর্তের মধ্যে তার সত্তা তাকে পুরোপুরি ঘিরে ফেললো। ফিওনার বুক উঠানামা করছে,গলা শুকিয়ে কাঠ হয়ে যাচ্ছে। প্রতিটি শ্বাস নিতে তার জন্য কঠিন হয়ে উঠছে। সে নিজেকে হারিয়ে ফেলেছে,সারা দেহে এক অজানা শিহরণ ছড়িয়ে পড়ছিল।

“কি করছিলে টা কি? ফিওনা,ওই খরগোশটা আমার গ্লাস হাউজে

প্রবেশ করার সাহস কিভাবে পেলো?”—জ্যাসপারের গর্জন আরও তীব্র হলো।ফিওনার শরীরে কোনো শব্দের শক্তি ছিল না,শুধু তাঁর মধ্যে কষ্টকর শিহরণ ছড়িয়ে পড়ছিল।তার পেটের ভেতর উত্তাল একটি সমুদ্র বয়ে যাচ্ছিল। এক মুহূর্তে,তার মাথায় এক দমকা ভাবনা এল,”আপনার মতো এমন আস্ত বড় একটা ড্রাগন মনস্টার এই হাউজে

থাকতে পারলে, এই ছোট কিউট প্রাণীটা কেনো পারবেনা?”

তবে সে কথাগুলো কেবল মনে মনে বললো,মুখে কিছু উচ্চারণ করতে পারল না।জ্যাসপারের উপস্থিতি,তার শক্তি, সব কিছু মিলিয়ে এক অদ্ভুত নিষ্ঠুরতা ফিওনার মনের মধ্যে থমকে দাঁড়িয়েছিল।

জ্যাসপারের সবুজ চোখজোড়ায় ফিওনা এক টানে হারিয়ে যাচ্ছিল।

চোখ দুটি ছিলো গভীর কোনো সাগর, যেখানে ডুব দিলে আর কখনো ফিরিয়ে আনা সম্ভব হতো না। তার কণ্ঠস্বর মৃদু কাঁপছিল —”সরি,আর হবেনা...আমি পিংকিকে খাঁচায় আটকে রাখবো, ও আর আপনাকে বিরক্ত করবে না।”

ফিওনার ঠোঁটের কোণগুলো অল্প একটু কাঁপছিল, কথাগুলো বলার সময় তার ভিতর থেকে কোনো এক

অচেনা অনুভূতি উঠে আসছিল।সেই কোমল কম্পন,তার গলার স্বরের মিষ্টি টান,সব কিছু মিলিয়ে জ্যাসপারের ভেতরে এক অজানা শিহরণ জাগিয়ে তুলল।জ্যাসপার ধীরে ধীরে তার ঠোঁট ফিওনার আরো কাছে নিয়ে এল।আজকে আর কোনো বায়োক্যামিকেলের প্রয়োজনে না আজকে তার চোখে এক ধরনের আকর্ষণ ছিল,আরো একবার

ফিওনাকে চুম্বন করার তীব্র ইচ্ছা। তবে কিছু একটা তাকে থামিয়ে দিয়েছিল—আজ তার অনুভূতিতে কিছুটা অস্থিরতা ছিল,কিছুটা বাধা ছিল।ফিওনার অবস্থা যে এতটা দুর্বল হয়ে গেছে,তা সে বুঝতে পারছিল।

তার ঠোঁট প্রায় ফিওনার ঠোঁটের সাথে ছুঁই ছুঁই করছিল,ফিওনার চোখ দুটো আস্তে আস্তে বন্ধ হয়ে

গিয়েছিল,তার শ্বাস কিছুটা ভারী হয়ে উঠেছিল।

সে নিজেকে সম্পূর্ণভাবে সেই মুহূর্তের ভেতর হারিয়ে ফেলতে চাচ্ছিল।

হঠাৎ করে,জ্যাসপার তার ঠোঁট ফিওনার কাছ থেকে সরিয়ে নিয়ে থেমে গেল।এক মুহূর্তের জন্য, পুরো পৃথিবী থেমে গিয়েছিল।তারপর,তার গম্ভীর কণ্ঠে সেই শব্দগুলো ছুঁড়ে

দিল—”আমার কাছে তুমি আর আসবে না, আমার থেকে দূরে দূরে থাকবে, সেটাই তোমার জন্য মঙ্গল।”ফিওনার হৃদয়ে সেই শব্দগুলি আছড়ে পড়ল,হঠাৎ করে কোন অদৃশ্য ভারী জিনিস তার বুকে চেপে বসে। সে চুপচাপ চোখ খুলে তাকালো।তার দৃষ্টি ফিসফিস করে,কিন্তু জ্যাসপারের চোখের মধ্যে যা দেখল,তা তাকে অবাক করে

দিল।জ্যাসপারের কথা বলার মাঝে কোনো ক্রোধ বা রাগের ছোঁয়া ছিল না। বরং, জ্যাসপারের চোখে ছিল এক অদ্ভুত শীতলতা, সেই সব অনুভূতি,যা সে চেপে রেখেছে, সেগুলোই প্রতিফলিত হচ্ছিল।

ফিওনা নিজেও বুঝতে পারলো না,জ্যাসপার যখন তাকে দূরে থাকতে বললো,তখন তার ভেতর এক অদ্ভুত অস্থিরতা কাজ করছিল।

তার মনে ছিল এক ধরণের প্রশান্তি আসার কথা—যেহেতু সে এতদিন ধরে এক অনির্দিষ্ট আকর্ষণের মাঝে বন্দি ছিল,যা কখনো একদম স্পষ্ট ছিল না।কিন্তু আজ,যখন জ্যাসপার তাকে দূরে থাকতে বললো,তার অনুভূতিতে কোনো স্বস্তি ছিল না। বরং,এক অজানা শূন্যতা তার ভেতরে কুণ্ঠা তৈরি করছিল।

তার মন একটি অবর্ণনীয় যন্ত্রণায় ডুবে যাচ্ছিল—এমন এক যন্ত্রণা,যা সে শুধু অনুভব করছিল,কিন্তু প্রকাশ করতে পারছিল না।জ্যাসপার ফিওনার হাতের ভাঁজ থেকে নিজের হাতের বাঁধন সড়ালো।ধীরে ধীরে,সে ফিওনার ওপর থেকে উঠে পড়লো। ফিওনার শরীর ক্ষণেই অবশ হয়ে গিয়েছিল,মাথা ঘুরছিল,গা কিছুটা ঝিমিয়ে পড়েছিল।তার শক্তি,তার

অস্থিরতা—সবকিছু এক মুহূর্তে স্থির হয়ে গিয়েছিল।কিন্তু তারপর,একটু একটু করে,সে নিজেকে সামলে উঠে দাঁড়ালো।

জ্যাসপার এখনো তার দিকে না তাকিয়ে অন্য দিকে ফিরে ছিল। ফিওনা তার দিকে না তাকিয়ে,চুপচাপ সোফায় বসে থাকা খরগোশটিকে কোলে তুলে নিয়ে কক্ষ থেকে বের হয়ে গেলো।তার

পায়ের আওয়াজ মিলিয়ে যাওয়ার সাথে সাথেই, ঘরটা নিঃশব্দ হয়ে গেলো।

জ্যাসপার ধীরে ধীরে তার দৃষ্টি দরজার দিকে ফেরালো। ফিওনার অনুপস্থিতিতে,কক্ষের বাতাসে এখনও সেই মিষ্টি ঘ্রানটা ছিল—হরমোনাল,আকর্ষণীয়,যা ফিওনার শরীর থেকে অল্প বিস্তর ছড়িয়ে পড়েছিল।সেই ঘ্রান,যা একসাথে

তাকে টানছিল আর আবার দূরে সরিয়ে নিচ্ছিল।এখন,তার বুকের ভেতর একটা অস্থিরতা অনুভূত হচ্ছিল। এক টুকরো কিছু—তার অন্তরের গভীরতা থেকে—কেউ ছিঁড়ে নিয়ে চলে গেছে। সে কী চেয়েছিল? কী বলেছিল?কেন এই শূন্যতা তাকে এতটা আঘাত করেছে?এক অজানা অনুভূতির মধ্যে তলিয়ে যাচ্ছিল

জ্যাসপার,যা তার নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যাচ্ছিল।

জ্যাসপার এক দীর্ঘশ্বাস ফেলে, তার মনের গভীরে গুমোট এক অনুভূতি ঘুরপাক খাচ্ছিল।সে নিজেকে শান্ত করার চেষ্টা করছিল,কিন্তু তারপরও এক অদৃশ্য চাপ তার বুকের ভেতর জমে উঠছিল।তার চোখ দুটি কিছু খুঁজছিল,তবে সে জানতো, সে যা খুঁজছে,তা সম্ভব নয়।মনে মনে

বিড়বিড় করল, “আমাকে ফিওনার কাছ থেকে দূরে থাকতেই হবে।” কথাগুলো নিজের ওপর এক কঠোর নিয়ম চাপানোর মতো,তবে তার প্রতিটি অক্ষরে ছিল এক অজানা দ্বন্দ্ব। “আমার ভেতরের লাভ হরমোন তৈরি হওয়ার উৎস একমাত্র এই মেয়ে। ওর থেকে দূরে থাকলেই সব আগের মতো হয়ে যাবে।” এ কথা বলার সময় তার

চোখে এক অদ্ভুত তীব্রতা ছিল,সে নিজের অন্তর্দ্বন্দ্বকে চিরকাল চুপচাপ লুকিয়ে রাখতে চাচ্ছে।জ্যাসপার মাথা তুলে,ধীরে ধীরে তার চারপাশে তাকালো,নিজের ভেতরের গহীনতাগুলিকে খুঁজে বের করার চেষ্টা করছে। এই পৃথিবীতে তার আসার লক্ষ ছিল অতি বিশেষ—এথিরিয়ন আর একটি গোপন মিশন। প্রেম, ভালোবাসা—এগুলো

তার জন্য ছিল একেবারে নিষিদ্ধ, এক অনিশ্চিত রাস্তা। “কোনো প্রেম ভালোবাসা না,” সে মনে মনে কথাগুলো আওড়ালো, নিজের সঙ্গেই সমঝোতা করতে চাইছে।

কিন্তু মনের গভীরে,তার শরীরের প্রতিটি কোণে কিছু একটা টের পাচ্ছিল।এক ধ্বংসাত্মক অস্থিরতা, যে অস্থিরতা সে বহু বছর ধরে চাপিয়ে রেখেছিল,এখন আর সইতে

পারছিল না।সকালে ঘুম থেকে উঠেই ফিওনা সোজা খরগোশটির দিকে গেল। আজ তাকে খাঁচায় রেখেছে,তাই খাবারটুকু দিয়ে নিশ্চিন্ত হল। এরপর তার পা চলল অ্যাকুয়ারার কক্ষের দিকে, কিন্তু কক্ষ খালি দেখে একটু অবাক হল। কিছুটা চিন্তিত হয়ে দ্রুত কিচেনে এল ফিওনা,সেখানে গিয়ে দেখল

অ্যাকুয়ারা ইতিমধ্যেই কাজ শুরু করে দিয়েছে।

ফিওনা মৃদু ভ্রু কুঁচকে জিজ্ঞেস করল, “কি হলো, অ্যাকুয়ারা? আজ আমাকে ডাকলে না কেনো? আর একা একা কাজ করছো? কেউ দেখে ফেললে তো সমস্যা হয়ে যাবে।”

অ্যাকুয়ারা একটু হাসল, “আরেহ, চিন্তা করো না, ফিও। এদিকে কেউ

নেই। আলবিরা, থারিনিয়াস আর প্রিন্স সবাই কোথাও বাইরে গেছে।”ফিওনা গভীর স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল। “ওহ, যাক বাবা, তাহলে তো বেঁচে গেলাম।”

অ্যাকুয়ারা ফিওনার দিকে তাকিয়ে মুচকি হেসে বলল,”চলো, দু’জনে নাস্তা সেরে নেই। একটু পরেই ছাদে যাবো।”

ফিওনা একটু দ্বিধার সুরে বলল, “কিন্তু তোমাদের প্রিন্সের অনুমতি ছাড়া ছাদে যাওয়া কি ঠিক হবে?”

অ্যাকুয়ারা নির্ভার ভঙ্গিতে উত্তর দিল, “প্রিন্স তো সকালেই বেরিয়ে গেছেন। ওদের ফিরতে রাত হবে। আমরা তাড়াতাড়ি গিয়ে আবার ফিরে আসব। কেউ জানতেও পারবে না।”

ফিওনা হালকা হাসি দিয়ে সম্মতি জানিয়ে বলল, “ঠিক আছে, তাহলে

আমি নাস্তা করে একবারে গোসল সেরে নেবো।”

এরপর দুজনে একসঙ্গে মনোযোগ দিয়ে ব্রেকফাস্ট বানাতে লাগল সামনের কিছু মুহূর্তের জন্য নিজেরাই নিজেদের নির্ভীক সঙ্গী হয়ে উঠলো।অন্যদিকে প্রিন্স জ্যাসপার, থারিনিয়াস আর আলবিরা এক গোপন স্থানে উপস্থিত ছিল। স্থানটি নির্জন, মেঘাচ্ছন্ন আকাশের

নীচে চারপাশ রহস্যের ছায়ায় ঢাকা। আলো-আঁধারিতে আবৃত এই পরিবেশে থারিনিয়াস কিছুটা উত্তেজিতভাবে বলল,

“প্রিন্স,একটা বিশেষ খবর আছে।”

জ্যাসপার গভীর দৃষ্টিতে তাকাল, তার কণ্ঠে সুপ্ত উৎকণ্ঠার সুর, “কি খবর?”

থারিনিয়াস কিছুটা গম্ভীর ভঙ্গিতে বলল, “আমি দীর্ঘদিন ধরেই

ব্যাপারটি পর্যবেক্ষণ করছি, কিন্তু মিস্টার চেন শিং সম্পর্কে কোনো খোঁজ পাচ্ছি না। এমনকি তাকে দেখাও যাচ্ছেনা কোথাও, অনেক দিন হয়ে গেল। ব্যাপারটা খুবই অস্বাভাবিক লাগছে আমার, উনি আবার নতুন কোনো পরিকল্পনা করেন নিতো এথিরিয়নকে নিয়ে?।”

এই কথায় জ্যাসপার চিন্তিত হয়ে গেল। চেন শিংয়ের আচমকা এই

অন্তর্ধানকে সে সহজভাবে মেনে নিতে পারছিল না। তবুও পরক্ষনেই ব্যাপারটা স্বাভাবিক ভাবেই নিলো।

জ্যাসপার কঠিন দৃষ্টি নিয়ে থারিনিয়াসের দিকে তাকিয়ে বলল, “এটা আমাদের দেখার বিষয় নয়। আমাদের এখন পূর্ণ মনোযোগ দিয়ে মিটিং এর বিষয়ে ফোকাস করতে হবে। প্রতিটা প্রস্তুতি নিখুঁত হতে হবে কোনো ভুল কর যাবেনা ।

ডঃ আর্থার যেদিন তারিখ নির্ধারণ করবেন, সেই দিনই আমি একটুখানি শান্তি পাবো। মিটিংয়ের আগ পর্যন্ত আমি আর কোনো বিষয় নিয়ে মাথা ঘামাতে চাই না,থারিনিয়াস।”

তার কণ্ঠের অটলতায় থারিনিয়াস বুঝতে পারল, জ্যাসপারের মনের মধ্যে কোনো দ্বিধা নেই।দিনের পর দিন, রাতের পর রাত ধরে মিস্টার

চেন শিং বন্দি অবস্থায় রয়েছেন। প্রতিদিনের মতো তাকে খাবার সরবরাহ করা হচ্ছে, তিনি একটা বিশেষ উদ্দেশ্যের জন্য জীবিত। কারণ তার কাছে এমন কিছু মূল্যবান তথ্য রয়েছে যা ওয়াং লি নিজেও জানেন না। এই তথ্যের আশায়ই তাকে বন্দি অবস্থায় রেখে যত্নসহকারে তার পরিচর্যা করা হচ্ছে।

অন্যদিকে, মিস ঝাং প্রায় সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে উঠেছেন।তাকে জানানো হয়েছে যে মিস্টার চেন শিং আর ফিওনা গ্রিসে গেছেন বিশেষ কাজে। এই সংবাদ দিয়েছে ডক্টর লিউ ঝান। কিন্তু ফিওনার অনুপস্থিতি নিয়ে ডক্টর লিউ ঝান এখনও উদ্বিগ্ন। প্রায়শই সে ফিওনার খোঁজখবর নিতে চেষ্টা করে। ফিওনার বান্ধবী লিন লিয়ার সাথেও সে দেখা করেছিলো, কিন্তু

লিন লিয়াও তার বন্ধুর কোনো খবর জানে না। তারাও এই নিখোঁজের ঘটনায় গভীর উদ্বিগ্ন, যেখানে অদৃশ্য কোনো রহস্য তাদের তাড়া করছে। অবশেষে ফিওনা ছাদে যাওয়ার জন্য প্রস্তুতি নিলো। আজকের সাজে তার মৃদু, স্বচ্ছন্দ্য স্পর্শ। সে বেছে নিয়েছে একটি সাদা, হালকা,মিহি কাপড়ের লম্বা কোটি, কোটির নিচে ছিলো এক টুকরো গোলাপি ছোঁয়া—

একটা ছোট্ট, পাতলা ক্রপ টি-শার্ট যা তার কোমরের সূক্ষ্মতা প্রকাশ করেছে। তার সাথে ছিল একটা জিন্সের শর্ট প্যান্ট যা হাঁটুর অনেক উপরে এসে থেমেছে, চীনের ঐতিহ্যের ছোঁয়া থাকা সত্ত্বেও এতে আধুনিকতা স্পষ্ট।

চুল আঁচড়ে সাজাতে খুব বেশি সময় লাগেনি, কিন্তু তার অবিন্যস্ত চুলগুলোও একরকম নান্দনিকতার

ছোঁয়া নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। যদিও কোনো মেকাপ ছিল না তার কাছে, তার মুখের স্নিগ্ধতায় অভিব্যক্তির কোনো অভাব ছিল না। তবে এই বন্দি জীবনে সাজগোজের কোনো আগ্রহও নেই তার। একঘেয়েমি আর অবরুদ্ধতার ভার তার মনের উপর চাপিয়ে রেখেছে এক অদৃশ্য শৃঙ্খল। তার সাজতে ইচ্ছে করে না, এমনকি আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে

নিজেকে দেখার রুচিটুকুও হারিয়ে গেছে। এই সীমাবদ্ধ জীবনের প্রতিটি দিন একই রকম বিষণ্ণতায় ঢাকা, সাজানোর মতো কোনো স্বপ্ন কিংবা খুশি আর অবশিষ্ট নেই ফিওনার মনে।

অ্যাকুয়ারা ফ্লোরা-স্টাইলের একটি ফ্রক পরেছে, যার কোমল ডিজাইনে তাকে এক স্বপ্নিল, অন্য গ্রহের পরির মতো লাগছে। তার নীল

রঙের চুলের সাথে ফ্রকের নকশা এমনভাবে মিশেছে যে, তাকে দেখে মনে হয় কল্পনার কোনো রাজকুমারী।ফিওনাকে দেখে অ্যাকুয়ারা মৃদু হাসি দিয়ে বললো

“বাহ আজকে তোমাকে অন্যরকম লাগছে, ফিও।”

ফিওনা একটু লজ্জা পেয়ে উত্তর দিলো, “বেশি খারাপ লাগছে? আসলে আমার এই ড্রেসটা চীনে

বেশ জনপ্রিয়, এরকমই পোশাক পড়ে ওখানকার মেয়েরা। তবে থারিনিয়াস মাঝে মাঝে বিভিন্ন ধরনের ড্রেস নিয়ে আসে।”

অ্যাকুয়ারা মাথা নাড়িয়ে বললো, “হ্যাঁ,বারবার একই শহর থেকে পোশাক আনতে গেলে একটু ঝুঁকি আছে। তাই ও বিভিন্ন শহর থেকে ভিন্ন ভিন্ন ধরনের জামাকাপড় কিনে আনে ।”

কথার ফাঁকে তারা ছাদের দিকে যেতে শুরু করলো।

কাঠের সিঁড়িগুলো বেয়ে উপরে উঠতে উঠতে ফিওনা আর অ্যাকুয়ারার মধ্যে হালকা কথা চলতেই থাকলো, এই ছোট ছোট মুহূর্তগুলো তাদের বন্দি জীবনের একঘেয়েমি কিছুটা হলেও দূর করে। অবশেষে ফিওনা ছাদের ভেতরে পা রেখেই কিছুটা থমকে দাঁড়ালো।

ছাদটি ছিল এক বিস্ময়কর স্থান, যেখানে প্রতিটা কোণা প্রতিটা বক্রতা এক অজানা রহস্য লুকিয়ে ছিল। চারপাশে নির্মিত ছিল গ্লাস রেলিং, যার মাধ্যমে ছাদের অপর প্রান্তের দৃশ্য স্পষ্টভাবে দেখা যাচ্ছিল। গ্লাসের উপর সূর্যের আলো যখন পড়ছিল তখন সেটার এক অদ্ভুত ঝলকানি সৃষ্টি হচ্ছিলো। পায়ের নিচের ফ্লোরও ছিল অন্যরকম এক

ধরনের পাথরের ওপর সূক্ষ্ম রঙিন কারুকাজ করা হয়েছে।

ফিওনা স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে থাকলো, চোখের সামনে ছাদের চারিপাশে টবে ফুটে থাকা ফুলগুলো তাকে মন্ত্রমুগ্ধের মতো আকর্ষণ করছিল। প্রতিটা ফুলের আকার,রঙ,গন্ধ এক ভিন্ন দুনিয়ার কথা বলছিল।তার চোখে কিছুক্ষণ হারিয়ে গিয়েছিল— এত সব ফুল, এত নতুন রূপের

সমাহার, যা সে আগে কখনোই দেখেনি।

অ্যকুয়ারা তার পাশ দিয়ে আসতে আসতে এক এক করে ফুলগুলোর পরিচয় দিতে শুরু করল। ফিওনা অ্যকুয়ারার পিছে পিছে হাঁটছে আর মন দিয়ে ফুলের বর্ননা শুনছে।একটা ফুলের সামনে যেয়ে অ্যকুয়ারা বললো "স্ফটিক মণি (Crystal Gem)" এটি দেখো ফিওনা এই

ফুলটা স্ফটিকের মতো উজ্জ্বল তার প্রতিটি পাপড়ি রূপালি রশ্মির মতো আলো বিকিরণ করে।

“আর এইটা,” অ্যকুয়ারা বলল, “ধূসর পাতা ফুল, যেটার পাপড়ির রঙ সাদা আর ধূসস ছিলো, মেঘের মধ্যে সূর্য ওঠার দৃশ্য।

এই ফুলটা হচ্ছে অগ্নিপথ (Path of Fire) নাম অ্যকুয়ারা বললো। এই

ফুলের পাপড়ি লাল আর সোনালী ছিলো। অগ্নিময় আভার মতো

এই ফুলটা (কসমিক ব্লসম (মহাকাশী) এটার পাপড়িগুলি নীলাভ আর সোনালী আভার ছিলো।

অ্যকুয়ারা আবার ও বললো "আলোর মুকুট (Crown of Light): "এই ফুলটির সৌন্দর্য দেখো, এটার পাপড়িগুলি সাদা আর হলুদ ছিলো

চাঁদনী ঝর্ণা (Moonfall): “এটি চাঁদনী ঝর্ণা,” অ্যকুয়ারা আরও এক পা এগিয়ে বলল, “এই ফলের পাপড়ি সাদা আর নীলাভ।

ধ্বংস ফুল (Doomflower): “এটি হলো ধ্বংস ফুল। এটার পাপড়ি ছিলো ডার্ক মেজেন্ডা আর নীলের মধ্যে।

ফিওনা এক এক করে প্রতিটি ফুলের সৌন্দর্য আর রহস্যে আচ্ছন্ন

হয়ে পড়ছিল। তার চোখে নতুন পৃথিবী উন্মোচিত হচ্ছিল—অ্যকুয়ারার কথাগুলি তার মনের গভীরে নুয়ে যাচ্ছিল,তার অনুভূতি একে একে ফুটে উঠছিল ছাদের প্রতিটি কোণে। একপাশের ফুল দেখা শেষে অ্যকুয়ারা ফিওনাকে আরেক পাশে নিয়ে গেলো সেখানকার ফুল দেখাতে।

অ্যকুয়ারা ফিওনাকে আরেক পাশের

কিছু ফুলের বর্ণনা দিতে শুরু করল, আর ফিওনা একে একে প্রতিটি ফুলের সৌন্দর্য মুগ্ধ চোখে দেখছিল। তার সামনে ফুলগুলি ছিলো একেকটি জীবন্ত কবিতা।

হিমবাহ গোলাপ (Glacier Rose): “এটি হিমবাহ গোলাপ,” অ্যকুয়ারা বলল, “এটার পাপড়ি ছিলো বরফের মতো সাদা, তবে মাঝে মাঝে একটু নীলাভ আভা আছে।

নীল কমল (Blue Lotus) “আর এই নীল কমল,” অ্যকুয়ারা বলে, “এটা এমন এক ফুল,যা জলের মধ্য থেকে উঠে আসা। এটার পাপড়ি নীলাভ রঙের ছিলো।

লাভলেস ফুল (Lovelorn Flower)” এই ফুলটি খুবই বিশেষ,”অ্যকুয়ারা জানাল, “এটা এতটাই সুন্দর আর দুঃখময়, এটার পাপড়ির মধ্যে মিষ্টি রঙের সঙ্গে

একটা র*ক্তচোখের ছাপ আছে। ফিওনা অবাক হয়ে প্রশ্ন করলো, “আচ্ছা,অ্যকুয়ারা, এই ফুলগুলো কি কখনো যত্ন নিতে হয় না? পানি দিতে হয় না?”

অ্যাকুয়ারা হাসতে হাসতে বলল, “না, সবসময় নয়, শুধু গ্রীষ্মকালীন সময় পানি দরকার হয়, তবে সেটা খুব কম। ওই যে,ছাদের ফ্লোরের নিচে একটা সিস্টেম আছে। “অটো-

স্প্রিং ওয়াটারিং সিস্টেম”। অ্যকুয়ারা পুনরায় বললো।

“এটা এমন একটা সিস্টেম যা প্রাকৃতিকভাবে বা আধুনিক প্রযুক্তির মাধ্যমে গাছগুলোর স্বয়ংক্রিয় পানি সরবরাহ করে, যেখানে পাইপের ছিদ্র দিয়ে পানি ছড়িয়ে পড়ে একাধিক বাটন দিয়ে নিয়ন্ত্রণ করা যায়।

অনেকগুলো মোটা লোহার পাইপ পাতা আছে, আর সেই পাইপগুলোর মধ্যে ছিদ্র রয়েছে।একে একে,পানি দেওয়ার সময় ওই ছিদ্রগুলো দিয়ে পানি ছড়িয়ে পড়ে পুরো ছাদে।”

ফিওনা অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলো, “তাহলে,এভাবেই পানি দিতে হয়, কোনো সমস্যা তো হলোনা ফ্লোরে হাঁটার সময়?”ছাদের এক কোণে দাঁড়িয়ে, ফিওনা অ্যকুয়ারা থেকে

গাছগুলোর পরিচর্যার এক অদ্ভুত সিস্টেমের কথা শুনে অবাক হয়ে গেল।

অ্যকুয়ারা গর্বিত ভাবে উওর দিলো “এটা হচ্ছে অত্যাধুনিক পানি সিস্টেম,যা ফ্লোরের নিচে থাকা লোহার পাইপের মাধ্যমে কাজ করবে। এগুলোতে ছোট ছোট ছিদ্র আছে যেগুলো থেকে পানি বের হয়ে সোজা গাছের গোড়ায় পৌঁছাবে।

“তবে সবচেয়ে আশ্চর্যের বিষয়,” অ্যকুয়ারা ফিওনাকে বলল, “এখানে কোনো রকমের জলদূষণ বা সমস্যা হয় না। শুধু এই বাটনগুলো প্রেস করতে হবে।” সে একটি সাদা গোলাকার বাটনের দিকে নির্দেশ করল, যেটি ছাদের ফ্লোরে এক কোণে স্থাপন করা ছিল।

ফিওনা কৌতুহলী হয়ে প্রশ্ন করল, “এই সিস্টেমটা কি খুবই

জটিল?”“না, খুবই সহজ,” অ্যকুয়ারা হাসতে হাসতে বলল,”ফ্লোরের নিচে পাইপগুলো তৈরি করা হয়েছে এমনভাবে যেন, যখন তুমি বাটনটি চাপবে, সিস্টেম অটোমেটিক্যালি সক্রিয় হবে আর পানির প্রবাহ শুরু হবে যা বাটনগুলো এমনভাবে রাখা হয়েছে যাতে হাঁটার সময় কোনো অসুবিধা না হয়, তারা সূক্ষ্ম আর মসৃণ অবস্থায় আছে।”

ফিওনা আরও অবাক হয়ে বলল, “এটা তো খুবই ইন্টারেস্টিং সিস্টেমটি তো একদম নিখুঁত!”

অ্যাকুয়ারা মৃদু হেসে ফিওনাকে বলল, “তুমি একটু থাকো, আমি আসছি। একটা জিনিস ভুলে গেছি, দাঁড়াও, আসছি একটু সময় লাগবে।”

ফিওনা মাথা নেড়ে সম্মতি জানাল, “ঠিক আছে, অ্যকু, তাড়াতাড়ি

আসো।”অ্যাকুয়ারা দ্রুত পা চালিয়ে ছাদ থেকে নেমে গেল। তার চলে যাওয়ার মুহূর্তে, ফিওনার চারপাশে শান্তি ভর করল। ছাদের ফুলগাছগুলো, সেই অদ্ভুত ফুলের সুগন্ধ, আর হালকা বতাসের মৃদু নিঃশ্বাস তাকে অদ্ভ প্রশান্তির মধ্যে ডুবিয়ে দিল। ফিওনা নিঃশব্দে দাঁড়িয়ে থাকলো, তার চোখে কিছুটা চিন্তা, কিছুটা বিরক্তি। এত সুন্দর

এই জায়গা, তবুও কিছু একটা ছিল, যা তার মনকে অস্থির করে তুললো। ছাদের কিনারায় এসে দাঁড়ালো ফিওনা। চারপাশে তাকালেই শুধু পাহাড়, পাহাড় আর পাহাড়। সবুজে আচ্ছাদিত প্রকৃতি অশেষ,আর একেবারে আকাশের সীমানায় মিশে গেছে। মেঘগুলো এত কাছের, হাত বাড়ালেই ছুঁয়ে দেয়া যাবে। এই দৃশ্য ছিল কোনো স্বপ্নের মতো।

ফিওনা চোখ বন্ধ করে কিছুটা অবাক হয়ে হাত বাড়াল। মেঘের নরম গাঁথনে প্রথমে হাতটি ছুঁইয়ে গেল। ঠাণ্ডা অনুভূতি সারা শরীরে ছড়িয়ে পড়ল।হঠাৎ ফিওনার মাথায় এক দুষ্টু বুদ্ধি এলো। “আচ্ছা, অ্যাকুয়ারা যে পানি দেওয়ার সিস্টেমের কথা বলছিল, যদি আমি সেটা চালু করি,তাহলে তো দেখতে পারব কিভাবে গাছগুলোকে পানি দেওয়া

হয়!” এই চিন্তা মনে আসতেই, ফিওনা ফ্লোরের কাছে থাকা একটি বাটান প্রেস করলো।

ঠিক তখনই সিস্টেমের ভেতর থেকে একটা নড়াচড়া শুরু হলো। এক মুহূর্তের মধ্যে চারপাশে থাকা ফ্লোরের সব পাইপ থেকে পানি বের হতে শুরু করলো,মনে হচ্ছে কোন ঝর্ণা থেকে তারিফের মত স্রোত বেরিয়ে আসছে।প্রথমে অল্প কিছু,

তারপর আরো দ্রুত গতিতে পানি ছড়িয়ে পড়লো, সবগুলো পাইপ থেকে একসঙ্গে বেরিয়ে আসছিলো।

ফিওনা অবাক হয়ে দাঁড়িয়ে থাকলো, পুরো ছাদ এক নিমিষে পানিতে ভিজে গেলো। তার শরীরের জামাকাপড় একেবারে ভিজে গেলো, স্যাঁতসেঁতে হয়ে গিয়েছে।

সে চিৎকার করে করে ডাকতে থাকলো , “অ্যাকুয়ারা!” তবে কোনো

সাড়া শব্দ পাওয়া গেল না। ফিওনা হতভম্ব হয়ে আবার একাধিক বার বাটন প্রেস করতে লাগলো, কিন্তু কোনো কাজ হল না। পানির প্রবাহ থামলো না, বরং আরো জোরে বের হতে লাগলো।এদিকে, ছাদে প্রবেশ করা আর বের হওয়ার সিস্টেম ফিওনা জানেনা। একদম নিজেই তার ভুল বুঝতে পারলো। সে যে সিস্টেম চালু করেছিল, তা কাজ

করছে, কিন্তু বন্ধ করার উপায় সে জানে না। সেখান থেকে বের হওয়া পানি থামানো সম্ভব ছিল না—অ্যাকুয়ারাই জানতো এই সিস্টেমের সঠিক কৌশল।

ফিওনা একাধিক বার বাটন প্রেস করার ফলে জলপ্রবাহ এতটাই তীব্র হয়ে ওঠে যে,ফিওনার শরীরে পড়া প্রতিটি ফোঁটা মনে হচ্ছে ধারালো কাঁটার মতো। পানি শক্ত হয়ে গা'য়ে

আঁচড়ে পড়ছিল। সে সরে যেতে চেষ্টা করলো, কিন্তু চারিদিক থেকে আসা পানি তাকে এক জায়গায় আটকে রেখেছে।

প্রথমে সামান্য অস্বস্তি, তারপর ধীরে ধীরে ব্যথার অনুভূতি হতে লাগলো। ফিওনা ভিজে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তার পুরো শরীর তীক্ষ্ণ ঠাণ্ডায় কাঁপতে শুরু করল।পানি এতটাই প্রবল ছিল যে,তার শরীরের ওপর

আছড়ে পড়তে পড়তে এক ধরনের ভারী অনুভূতি সৃষ্টি হচ্ছিল।

হঠাৎ করেই ফিওনার কনুই ধরে একটা শক্ত হাতে টান দিয়ে তাকে নিজের দিকে ঘুরিয়ে দিল। প্রথমে কিছুই বুঝে উঠতে পারল না ফিওনা। চোখের সামনে অন্ধকারের মধ্য দিয়ে একটি অবয়ব স্পষ্ট হতে লাগলো। তার হৃদস্পন্দন কিছুটা দ্রুত হয়ে উঠলো কিন্তু ঠিক কী

অনুভব করছে—আশ্বস্ত হবে নাকি ভয় পাবে, সে মুহূর্তেই ঠিক করতে পারছিল না।তার সামনে দাঁড়িয়ে থাকা পুরুষটি এক চমকানো দৃষ্টিতে তাকে দেখে যাচ্ছিল। সেই সবুজ চোখ দুটি গভীর কোনো রহস্যে মোড়া ছিল। সেই চোখগুলো সরাসরি ফিওনার দিকে তাকিয়ে তার আত্মাকে ছুঁয়ে যাচ্ছিল। তার দৃষ্টিতে ছিল তীক্ষ্ণ।

জ্যাসপার কঠোর কণ্ঠে বললো, “এই মেয়ে,তুমি ছাদে কি করছো? কার অনুমতি নিয়ে এখানে এসেছো? আর এসব কি করেছো তুমি?”

তার কথায় অসন্তুষ্টির গম্ভীরতা ছিল,কিন্তু সেই মুহূর্তে ফিওনা শুধু এক মুহূর্তের জন্য তীব্র শীতলতা অনুভব করলো। জ্যাসপারও পুরোপুরি ভিজে গেছে, তার কালো ব্লেজারের উপর পানি কাঁপছে।

ফিওনাকে শক্তভাবে ছেড়ে দিয়ে, জ্যাসপার দ্রুত সেই বাটন প্রেস করতে শুরু করল। তবে,বাটনগুলো একাধিক বার প্রেস করার কারণে কান্ট্রোল সিস্টেম সম্পূর্ণরূপে বন্ধ হয়ে গিয়েছে। বাটান কাজ না করায় জ্যাসপার হতাশ হয়ে, একেবারে সিস্টেমটা ঠিক করতে চেষ্টা করছিল, তার চোখে চাপের ছাপ স্পষ্ট।হঠাৎ করেই জ্যাসপারের চোখ চলে গেলো

ফিওনার দিকে। ফিওনা যে পোশাকটি পরেছিল, তার হালকা গোলাপী আর সাদা রঙের জামা ভিজে যাওয়ার পর একে একে তার শরীরের প্রতিটি ভাঁজ স্পষ্ট হয়ে উঠলো। জামার কাপড়টি এতোটুকু পাতলা হয়ে গিয়েছিল যে,পানি চলতে চলতে তা দেহের সঙ্গে আঁটসাঁট হয়ে ছিল,ফিওনার কোমর,

বুকের রেখা, শারীরিক গঠন পরিষ্কার দেখা যাচ্ছিল।

এমন দৃশ্যের কারণে জ্যাসপার এক মুহূর্তের জন্য স্তব্ধ হয়ে গিয়েছিল। জামাটি ভিজে গিয়ে তার ত্বকের সঙ্গে লেগে থাকা অনেক কিছু একে একে উন্মোচিত হয়ে গিয়েছিল,যা চোখে পড়ার মতো।

জ্যাসপার দ্রুত উঠে এসে ফিওনার সামনে দাঁড়ালো, তার চোখে তীব্র

অস্থিরতা। তার হাত তড়িঘড়ি করে নিজের কালো ব্লেজারটি খুলে ফিওনার দিকে বাড়িয়ে দিলো। ফিওনার বুকের দিকে ব্লেজারটি ধরার সাথে সাথেই,ফিওনার ভিজে পোশাকের কিছুটা আড়াল হয়ে গেলো। ফিওনা অবাক হয়ে তাকালো, কিছু বুঝতে পারলো না, তার মুখে অজ্ঞতা ফুটে উঠলো। জ্যাসপার আবার ফিরে যায় নিজের

জায়গায় সিস্টেমের কাছে, বাটানটি ঠিক করার প্রচেষ্টা চালায়, তার চোখে গভীর তৎপরতা। কিছুটা পানি কমছে, তবে পুরোপুরি বন্ধ হয়নি। ছাদের ভেজা পটভূমিতে,পানি ছড়িয়ে পড়ছিল,পুরো ছাদটাই ঢেকে যাচ্ছে। ফিওনার মাথা ঘুরে যাচ্ছিলো, তবে কোনো উত্তর ছিল না, সঠিক পরিস্থিতি সে নিজেও বুঝে উঠতে পারছিল না।

পানি হঠাৎ আরও কয়েকটি ছিদ্র দিয়ে গলগল করে বেরিয়ে আসতে শুরু করলো, আর তার ঝাপটায় জ্যাসপার পুরো ভিজে গেলো। তার পরনে ছিলো সাদা শার্ট আর কালো টাই, যা দ্রুত পানিতে ভিজে গাঢ় হয়ে গায়ে লেগে আছে। বিরক্তির সঙ্গে, কিন্তু অভ্যস্ত দক্ষতায়, সে একটানে টাই খুলে ফেললো, আর যখন ঝাপটানো পানি শার্টের ওপর

এসে পড়ল, তাতে কয়েকটি বোতামও ঢিলে হয়ে খুলে গেলো। তার শক্তপোক্ত বুক স্পষ্ট হয়ে উঠলো।

তার চুলগুলোও ভিজে গিয়ে কপালে এসে লেপ্টে যাচ্ছিলো, তাই ভেজা আঙুলের সাহায্যে সেগুলো পিছনের দিকে ঠেলে সরাতে লাগলো, দূরে দাঁড়িয়ে ফিওনা মুগ্ধ হয়ে তাকিয়ে ছিল—ফিওনার হৃদস্পন্দন তীব্র হয়ে

উঠেছে, বুকে ঢেউ তুলছে প্রতিটি ধুকপুক।তার চোখের সামনে এক হাঁটু ভেঙ্গে বসে থাকা জ্যাসপার, ভেজা শার্ট গায়ে লেপ্টে গেছে, তার মসৃণ ত্বক আর মজবুত পেশীগুলো স্পষ্ট। ।

ফিওনা নিজেকে সামলাতে পারছে না, তার চোখ পলকহীন, জ্যাসপারকে ঠিক এই মুহূর্তে গিলে খাচ্ছে।এমন অস্বাভাবিক,আবেগে

ভরা দৃশ্যে ফিওনার সমস্ত জগৎ থেমে গেছে, তার দৃষ্টি নির্লজ্জের মতো আটকে আছে এই অপরূপ মুহূর্তে।

জ্যাসপার ফিওনার দিকে আবার তাকাল, তার দৃষ্টিতে তীক্ষ্ণতা ফুটে উঠল। ভ্রু দুটি কুঁচকে গেল কিছু অনুমান করতে চেষ্টা করলো। ফিওনা এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে ছিল তখন ও তার চারপাশের সবকিছু

থেকে সে বিচ্ছিন্ন, এতটাই গভীরভাবে ডুবে ছিল যে, কখন যে জ্যাসপারের জড়িয়ে দেওয়া ব্লেজারটি তার বুক থেকে পড়ে গেছে, তার কোনো হুঁশই ছিল না।ফিওনার নজর ছিল কেবল জ্যাসপারের দিকে,তার চারপাশের বাস্তবতা তখন অর্থহীন। আর সে তো বুঝতেও পারেনি কেনো জ্যাসপার তার গায়ে ব্লেজার জড়িয়ে দিয়েছিলো।

পানি একবারে বন্ধ হয়ে গেলেও, ঝিড়ি ঝিড়ি করে একটু একটু করে ছড়াতে থাকল। জ্যাসপার ধীর পায়ে উঠে এসে আবার ফিওনার দিকে এগিয়ে আসতে শুরু করলো।

কিন্তু ঠিক তখনই ফিওনার ধ্যান ভেঙে গেল। এক পলকেই,ফিওনা নিজেকে সামলে নিলো কিন্তু তার মনে এক ধরনের অস্থিরতা চলছিল।

“উফ,ফিওনা!” মনে মনে নিজেকে আবার গালি দিতে লাগলো,”আবারও তুই এইভাবে তাকে দেখছিলি। এই ফায়ার মনস্টারটা বোধহয় বুঝে ফেলেছে তুই তাকে চোখ দিয়েই... সর্বনাশ করছিলি। এখন কি করবি? কিভাবে সামলাবি এই পরিস্থিতি?”

জ্যাসপার হঠাৎ করে ফিওনার একদম সামনে এসে দাঁড়ালো, তার ভাবভঙ্গি থেকে রাগ আর অবাক

করা এক ধরনের ঠান্ডা তীব্রতা বের হয়ে আসছিল।“আমাকে সিডিউস করতে চাইছো?”— তার কণ্ঠে চরম অবিশ্বাস আর কঠোরতা ছিল। “সিরিয়াসলি, একজন ড্রাগনকে তুমি নিজের প্রতি অ্যাট্রাক্ট ফিল করাতে চাইছো? নিজের বডি এভাবে শো করিয়ে কী প্রমাণ করছো? এভাবেই সব পুরুষকে বডি শো করিয়ে সিডিউস করো?”

ফিওনা হতভম্ব হয়ে একটুও নড়তে পারেনি। তার মনে একের পর এক প্রশ্ন উঠছিল কিছু বুঝতেই পারছিল না। এই লোকটা কী বলছে? তার চোখ ছলকে উঠল, অস্বস্তিতে গা ঠাণ্ডা হয়ে গেল। কি সব কথা? কেন সে এমন কথা বলছে?

ফিওনা এক মুহূর্তের জন্য দাঁড়িয়ে রইলো, সঠিক শব্দ খুঁজে পাচ্ছিল না। জ্যাসপারের কথাগুলোর মধ্যে

তীব্রতা ছিল, কিন্তু তার ওপর থেকে উনি এমনভাবে কথা বলছিলেন মনে হলো সে ফিওনার একান্ত জীবন সম্পর্কে সব জানে।

এই ব্যক্তির কঠোর বাক্য আর অবহেলা তাকে পুরোপুরি অপ্রস্তুত করে রেখেছিল, পৃথিবীটাও থমকে গেছে এক মুহূর্তে।“আপনার কি মাথা খারাপ?”—ফিওনা বিরক্তি নিয়ে মুখের প্রতিটি শব্দ উচ্চারণ

করলো,”কি সব বাজে কথা বলছেন? আমি কেনো আপনাকে সিডিউস করতে যাবো? আর আমি আজ পর্যন্ত কোনো ছেলের সামনে যাইনি, আমার কোনো ছেলে বন্ধুও ছিল না।”

জ্যাসপারের তীক্ষ্ণ চোখে এক মুহূর্তের জন্য কিছুটা বিরতি এলো,সে আরো অটল হয়ে বললো, “ও তাই? তাহলে ডক্টর লিউ ঝান?

যার সাথে রাস্তায় দাঁড়িয়ে একদিন কথা বলছিলে?”

জ্যাসপার তার দিকে কিছুক্ষণ তাকাল, তারপর ফিওনা অবলীলায় উত্তর দিলো, “উনি মিস ঝাং এর ডক্টর আর আমার গ্র্যান্ডপার পার্টনারের নাতি তাই। আর মাত্র একদিন তার সাথে কিছু সময়ের জন্য দেখা হয়েছিল।আর আপনাকে কেনো কৈফিয়ত দিচ্ছি, আপনার

কি?”ফিওনার কথা শেষ হতে না হতেই তার গলা কিছুটা কাঁপলো, কিন্তু সে নিজেকে ধরে রেখেছিল। সে জানতো, এখন এই মুহূর্তে, তার শুদ্ধতা আর নির্দোষতা স্পষ্ট হওয়া উচিত ছিল।জ্যাসপার কোনো পূর্বাভাস ছাড়াই ফিওনার কোমরে তার শক্ত হাত পেঁচিয়ে নিলো,আর তাকে নিজের শরীরে এমনভাবে মিশিয়ে নিলো আকাশের কোনো

প্রলয় আসন্নের মতো। তার দৃঢ় বাহুর বন্ধনে ফিওনা এতটাই অবশ হয়ে গেল যে, শ্বাস নেওয়াও কঠিন হয়ে উঠল।

জ্যাসপারের উচ্চতা এতটাই যে ফিওনার মুখ এসে ঠেকেছে তার শক্ত বক্ষের কাছে। ফিওনা চোখ তুলে তাকাতে বাধ্য হলো—তাকে অতিক্রম করে থাকা সেই গভীর,

নিষ্ঠুর সবুজ চোখের গভীরে কী এক অজানা আকর্ষণের টান।

এক মুহূর্তে হারিয়ে গেল চারপাশের সবকিছু।ফিওনার মনের ভেতর ধীরে ধীরে ঢেউ তুলল এক নিঃশব্দ প্রতিধ্বনি, এক অভাবনীয় আকাঙ্ক্ষা। তার বুকের গতি ক্রমেই তীব্র হয়ে উঠল, আর তার অনুভূতি ধোঁয়ার মতো জড়িয়ে ধরল তাকে। এই ড্রাগন মনস্টারটারটা আসলে

চায় কী? তার স্পর্শে কেন এমন এক অচেনা উত্তাপে পুড়ে যাচ্ছে সে? জ্যাসপার একদম কাছে এসে গভীর, আবেশী স্বরে বলে উঠল, “তোমাকে না বলেছিলাম আমার কাছে আসবে না? নিজেকে আমার থেকে দূরে রাখবে মনে নেই?”

ফিওনা অবাক হয়ে তাকিয়ে জবাব দিল, “কিন্তু আজকে তো আমি

আপনার কাছে আসিনি; আপনি নিজেই এসেছেন।”

জ্যাসপারের চোখে এক অদ্ভুত কিছু ফুটে উঠল। “তুমি আসতে বাধ্য করেছ। কেনো করো বাধ্য? এমন এমন কাজ করো যে, আমি সামনে আসতে বাধ্য হই!”

ফিওনা বিভ্রান্ত হয়ে বলল, “আমি আবার কী করেছি?”

“এই যে, আমি যখন গ্লাস হাউজে ঢুকছিলাম, ছাদের দিকে তাকিয়ে দেখলাম পানির ঝরনা ছড়াচ্ছে।
তখনই বুঝলাম, কিছু তো একটা ঘটেছে ছাদে। তাই ছুটে এসেছি।”
ফিওনার চোখে বিস্ময় “আপনার কেন মনে হলো এটা আমি করেছি ছাদে ?”
জ্যাসপার ঠোঁট বাঁকিয়ে এক রুক্ষ তিরস্কারে বলল, “এমন বেয়াক্কেল

কাজ আর কে করবে এই মাউন্টেন গ্লাস হাউজে ?”এই কথায় ফিওনার রাগে গা জ্বলে উঠল। নিজেকে জ্যাসপারের শক্ত বন্ধন থেকে মুক্ত করার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করল, কিন্তু সে আরো শক্ত করে তার সরু, কোমল দেহটিকে নিজের বুকে চেপে ধরে রাখল। এমন এক অদম্য বন্ধনে ফিওনার শরীর ক্ষীণ হয়ে যাচ্ছে, কিন্তু সেই বন্ধনের গভীরে

এক প্রচণ্ড আকর্ষণের স্রোত বইছে—যা তাকে তার অজান্তেই এক গভীর তীব্র আবেশে আচ্ছন্ন করে তুলেছে।

জ্যাসপারের শক্তিশালী বাঁধনে বন্দী ফিওনা এক পলকে বলল, “ছাড়ুন আমাকে, ব্যথা পাচ্ছি।”

জ্যাসপার নিচু কণ্ঠে তির্যক ভঙ্গিতে উত্তর দিলো, “ছাড়বো কেন? এটাই তো চেয়েছিলে—আমি তোমার প্রতি

আকর্ষিত হয়ে তোমার কাছে আসি?”

ফিওনা বিস্ময়ে বলল, “আপনাকে কে বলেছে যে আমি এটা চেয়েছি?”

জ্যাসপারের তীক্ষ্ণ চোখে বিদ্রুপ ফুটে উঠল “তাহলে ব্লেজার খুলে ফেলে দিয়েছ কেন? এখনও কি বুঝতে পারছো না, তুমি কী অবস্থায় আছো? একবার নিজের দিকে তাকাও।”

ফিওনার কোমড়ের পেঁচিয়ে রাখা জ্যাসপারের হাত কিছুটা শিথিল হলেও তার কর্ষিত বাঁধন পুরোপুরি মুক্ত হলো না। ফিওনা ধীরে ধীরে নিজের দেহের দিকে তাকাতেই তার চোখ বিস্ময়ে বড় হয়ে উঠলো। জ্যাসপারের বলা কথাগুলো তখনই তার কাছে অর্থবহ হয়ে উঠলো। পলকের মধ্যে নিজেকে জ্যাসপারের হাত থেকে মুক্ত করে নিয়ে ফিওনা

লজ্জায় পেছন ফিরে দাঁড়ালো। তাড়াতাড়ি হাত দুটো বুকের সামনে আড়াআড়িভাবে এনে নিজের সম্ভ্রম রক্ষা করার চেষ্টা করলো, তার নিঃশ্বাস তখনো দ্রুততায় ওঠানামা করছে, অথচ কথার উত্তর খুঁজে পাচ্ছিল না।

জ্যাসপার লক্ষ্য করলো ফিওনার সারা শরীর ঠান্ডায় কাঁপছে। কোনো কথা না বলে, সে মাটিতে পড়ে

থাকা ব্লেজারটি তুলে আবারো ফিওনার কাঁপনধরা শরীরের ওপর আলতো করে জড়িয়ে দিলো। তারপর নিঃশব্দে পেছন থেকে কানের কাছে মুখ নিয়ে ফিসফিসে কণ্ঠে বলল, “চলো, কক্ষে যাই। সেখানেই তোমার সবকিছু দেখাবে।” ফিওনার র*ক্ত মাথায় ছুটে এলো; তার কান দুটি লজ্জায় আগুনের মতো গরম হয়ে উঠলো। এমন

নির্লজ্জ উক্তির জবাব খুঁজে না পেয়ে, সে তাড়াতাড়ি হাত দিয়ে নিজের দুই কান চেপে ধরে শব্দগুলোকে তাড়াতে চাইলো।

একই মুহূর্তে দূর থেকে অ্যাকুয়ারা সবকিছু লক্ষ্য করছিল। তার চোখে বিস্ময় ঝলসে উঠলো— এ কেমন নতুন প্রিন্স, এমন আচরণ এক অনন্য বৈপরীত্য!প্রিন্স জ্যাসপারের আচরণে অ্যাকুয়ারার মনে দ্বিধার

স্রোত বইতে লাগলো। যে প্রিন্স কোনোদিন নারীর দিকে ভালো করে তাকায়নি, অ্যালিসার মতো অভিজাত ড্রাগন কন্যার সঙ্গেও যার বিবাহ ঠিক করা তার হাতটাও আজ পর্যন্ত ধরেনি জ্যাসপার। সেই তিনিই কী করে আজ এক মানব কন্যাকে এমন স্নেহময় তত্ত্বাবধানে জড়িয়ে নিচ্ছেন! ফিওনার কাঁপন দেখে ব্লেজারটি নিজের হাতে তাকে জড়িয়ে দিতে

দেখা যেনো অ্যাকুয়ারার চোখে নতুন এক জ্যাসপারকেই উপস্থাপন করলো। সন্দেহ আর বিস্ময়ে অবশিষ্ট না থাকতে পেরে, জ্যাসপারের পিছু ফিরে তাকানোর আগেই অ্যাকুয়ারা ছাদের দরজা থেকে সরে গেল।এদিকে, ফিওনার দিকে তাকিয়ে জ্যাসপার এক শান্ত অথচ গভীর কণ্ঠে বললেন, “চলো,এবার নিচে যাই।”

কাঁপতে কাঁপতে ফিওনা তার পিছু নিলো। নিস্তব্ধ সিঁড়িতে তাদের পদক্ষেপের শব্দ আরও গভীর হয়ে উঠলো, ফিওনার শ্বাস আর জ্যাসপারের দীর্ঘ ছায়া—সিঁড়ি বেয়ে নামতে নামতে সেই বিকেলেই এক নতুন অধ্যায়ের সূচনা হলো।

দুজন একসাথে ছাদ থেকে নামতেই জ্যাসপার নিরবে নিজের কক্ষে চলে গেলো। ফিওনা করিডোর ধরে

নিজের কক্ষের দিকে পা বাড়াতেই হঠাৎ অ্যাকুয়ারার সামনে এসে পড়ে। চোখে-মুখে জিজ্ঞাসা আর উদ্বেগের ছাপ নিয়ে ফিওনা জিজ্ঞেস করলো, “অ্যাকুয়ারা, তুমি আমাকে ছাদে একা রেখে কোথায় চলে গিয়েছিলে?”

অ্যাকুয়ারা খানিকটা বিব্রত হেসে বললো, “আসলে, একটা গুরুত্বপূর্ণ কাজের কথা হঠাৎ মনে পড়ে

গিয়েছিল, তাই নিচে নেমেছিলাম। আর অনেকক্ষন পরেই দেখি থারিনিয়াস আর আলবিরা হাউজে প্রবেশ করেছে। ওদের সামনে তো ছাদে আসা সম্ভব ছিল না, নইলে ওরা ঠিকই ধরে ফেলত যে তুমিও ছাদে আছো।ভেবেছিলাম,কিছু সময় পরে কৌশলে তোমাকে নামিয়ে আনবো। কিন্তু তখনই দেখি প্রিন্স হনহন করে ছাদের দিকে উঠে

যাচ্ছেন, তাই আর সাহস পাইনি।”ফিওনা একটু ভ্রূকুটি করে বললো,”সরি,অ্যাকু। আসলে আমি কৌতূহল সামলাতে না পেরে বাটনটি চাপ দিয়েছিলাম।”

অ্যাকুয়ারা চিন্তান্বিত দৃষ্টিতে ফিওনার দিকে তাকিয়ে বললো, “ফিওনা, এমন কোনো কাজ আর কোরো না,প্লিজ। এতে শুধু তুমি না, আমাদের সবার বিপদ হতে পারে।

এখন বরং নিজের ঘরে যাও, জামা কাপড় পাল্টে বিশ্রাম নাও।”

ফিওনা একরকম মাথা নেড়ে সম্মতি জানিয়ে অ্যাকুয়ারার কাছ থেকে বিদায় নিয়ে নিজের কক্ষে চলে গেলো। অ্যাকুয়ারা করিডোরের নিস্তব্ধতায় দাঁড়িয়ে থেকে এক অজানা আশঙ্কায় মগ্ন হয়ে হাঁটতে থাকে তার মনে প্রশ্ন, কী এমন ঘটছে প্রিন্সের মধ্যে, যার ফলে সে

এমন আচরন করছে?কক্ষে প্রবেশ করে ফিওনা ভেজা কাপড় পাল্টানোর সময় ব্লেজারটা গা থেকে খুলতেই এক অদম্য আকর্ষণ অনুভব করলো।এক অদৃশ্য শক্তি তাকে সেই ব্লেজারের দিকে টানছিলো। তার হাত স্বয়ংক্রিয়ভাবে ব্লেজারের ওপর রেখে চোখদুটো বন্ধ করে, অল্প সময়ের জন্য তা উপরের দিকে টেনে নিয়ে ঘ্রান নিতে থাকলো।

সেই ঘ্রাণ,এক স্নিগ্ধ,মাতাল করা সুবাস যা তার স্নায়ুতে অজান্তে প্রবাহিত হচ্ছিল।

জ্যাসপারের গায়ের পারফিউমের ঘ্রান—তাতে ছিলো কিছুটা মিষ্টি আর উষ্ণ আর আকর্ষণীয় ঘ্রাণ,যা হালকাভাবে এক ধরনের দারুচিনি আর সিগনেচার স্যিজলিং মসলার। ব্লেজারের প্রতিটি ভাঁজে সেই অদ্ভুত সুবাস মিশে আছে ফিওনার দৃষ্টি

জড়িয়ে এলো সেই ঘ্রাণের প্রতি,এই অদৃশ্য আর্কিটেকচারের মধ্যেই লুকিয়ে ছিলো কিছু এক গভীরতা, যা তাকে আকর্ষণ করছিলো,তার হৃদয়ের গহীনে। সে ক্ষণিকের জন্য ঘ্রানটিকে নিজের মধ্যে পূর্ণভাবে ধারণ করতে চাইলো সেই মুহূর্তে জ্যাসপারের উপস্থিতি প্রতিটি শ্বাসে মিশে গিয়েছিলো।সারাদিন কেটে গেল, ফিওনার আর জ্যাসপারের

সঙ্গে দেখা হলো না। সূর্য ঢলে পড়তেই জ্যাসপার তার ল্যাবের নির্জনতা আঁকড়ে ধরে ড্রাকোনিসের সাথে সংযোগ স্থাপন করল।গভীর মনোযোগে সে তার ভাইকে উদ্ধারের পরিকল্পনা নিয়ে আলোচনা চালিয়ে যাচ্ছে, এক গভীর প্রত্যয় তার চোখেমুখে বিরাজ করছে।

রাত গড়িয়ে গেছে।কিন্তু জ্যাসপার সেই ল্যাবেই রয়ে গেছে,কাজ আর

আলোচনা তাকে গ্রাস করে রেখেছে। অন্যদিকে, ফিওনা বিশ্রামের ঘোরে তলিয়ে গেছে।আজকের দিনের ক্লান্তি আর শরীরের মৃদু অসুস্থতায় ঘুম তার কাছে একমাত্র আরাম। গভীর নিদ্রায় ডুবে গেছে সে, দিনের ঘটনাগুলোর ভার ঘুমের চাদরে মুছে যাচ্ছে, এক অচেনা শান্তি তার জগতটাকে ঢেকে রেখেছে।ভোরের আলো ফোটার সঙ্গে সঙ্গেই

অ্যাকুয়ারা প্রতিদিনের মতো ফিওনাকে ডেকে তোলার জন্য তার কক্ষে প্রবেশ করে। কিন্তু আজ সবকিছুই ভিন্ন মনে হলো—ফিওনা সাদা কম্বলের নিচে সম্পূর্ণভাবে ঢেকে নিশ্চল শুয়ে আছে। অ্যাকুয়ারা একবার, দুবার তার নাম ধরে ডাকল, কিন্তু ফিওনা সাড়া দিল না সে গভীর ঘুমে নিমগ্ন।

মৃদু উদ্বেগে, অ্যাকুয়ারা ফিওনাকে হালকা ধাক্কা দিতে গিয়ে হঠাৎ থমকে গেল। ফিওনার শরীর স্পর্শ করতেই অবাক হয়ে লক্ষ্য করল যে তার ত্বক অস্বাভাবিক উষ্ণতায় দহন করছে,আগুনের উত্তাপে ঝলসে উঠেছে।এই তাপমাত্রা তাদের ভেনাসের স্বাভাবিক উষ্ণতার সমান, অথচ পৃথিবীতে এমন তাপমাত্রা অস্বাভাবিক আর অস্বস্তিকর।

অ্যাকুয়ারা তৎক্ষণাৎ বুঝল,পৃথিবীর মানুষের জন্য এমন উত্তাপ কোনো সুস্থতার লক্ষণ নয়; এই তীব্র উষ্ণতা জ্বরের ইঙ্গিত দিচ্ছে, মানবদেহে অসুস্থতার প্রথম পদক্ষেপ। ফিওনার অসুস্থতা তার উদ্বেগকে আরও গাঢ় করে তুলল, সে ভাবতে লাগল কিভাবে দ্রুত সাহায্য আনা যায় এই অসুস্থ মানব-কন্যার জন্য।

অ্যকুয়ারা দ্রুত পায়ে সিঁড়ি ভেঙে নেমে এসে থারিনিয়াস আর আলবিরাকে সবটা জানাল। ফিওনার অবস্থা শুনে তাদের চেহারাতেও গভীর উৎকণ্ঠা ভেসে উঠল। তারপর, তারা সবাই নিঃশব্দে অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে রইল, প্রিন্সের ল্যাব থেকে আসার প্রতীক্ষায়। অবশেষে, গ্লাস হাউজের দরজা খুলে এক দুর্বার অথচ স্থির উপস্থিতিতে

জ্যাসপার প্রবেশ করল। লিভিং রুমে সে সবার মুখে গাঢ় চিন্তার ছাপ খেয়াল করল, সে মুহূর্তে, পুরো স্থানটির বায়ু ভারী হয়ে উঠল তার আভিজাত্যের প্রভাবেই।

প্রতিটি পদক্ষেপে তার নির্ভীক চাহনি, কঠোর মুখাবয়ব, আর প্রখর নির্লিপ্ততার আভাস ফুটে উঠল।সবার কৌতূহল আর উৎকণ্ঠা ভেদ করে, জ্যাসপার ধীর কণ্ঠে বলল "কী

হয়েছে? সবাই এমন ভাবে দাড়িয়ে আছো কেনো একসাথে ?”

তার প্রশ্নের প্রতিধ্বনিত সুরে সবাই আরও সঙ্কুচিত হয়ে পড়ল। থারিনিয়াস কিছুক্ষণ চুপ থেকে অবশেষে বলল,

“প্রিন্স,ওই মানব মেয়েটির প্রবল জ্বর এসেছে। তার অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয়।”

জ্যাসপারের মুখে এক মুহূর্তের জন্য চিন্তার রেখা পড়লেও, সে নিজেকে অটল রেখে মুখের ভাব পাল্টালো না। নিজের সমস্ত উদ্বেগকে লুকিয়ে রেখে দাঁড়িয়ে রইল সবার সামনে, নিরাসক্ততার অদৃশ্য আড়ালে গভীর চিন্তায় ডুবে।

জ্যাসপার থারিনিয়াসকে গভীর কণ্ঠে নির্দেশ দিলো, “ল্যাবে যাও,পৃথিবীর মানুষের জ্বর সাড়াতে কী কী

পদক্ষেপ নেওয়া দরকার, তা জেনে এসো।”থারিনিয়াস আদেশ পেয়ে দ্রুত ল্যাবের দিকে এগিয়ে গেল। এরপর জ্যাসপার অ্যাকুয়ারার দিকে তাকিয়ে বলল, “থারিনিয়াস আসার পর যা যা করতে হবে, সেসব সবকিছু তুমি সম্পন্ন করবে।”

অ্যাকুয়ারা সাহস করে একটু এগিয়ে এসে বলল, “প্রিন্স, আপনি একবার ফিওনাকে দেখে এলে কেমন হয়?

তার কী অবস্থা, তা নিজের চোখে দেখে আসতেন।”

জ্যাসপারের চোখে হালকা নির্লিপ্ততা ফুটে উঠল, “কোনো প্রয়োজন নেই,” বলেই সিঁড়ি বেয়ে ধীরে ধীরে উপরে উঠে গেল।

নিজের কক্ষে পৌঁছে, দরজা বন্ধ করেই সে এক গভীর দীর্ঘশ্বাস ফেলল, হৃদয়ের কোনো চাপা কষ্টকে

বাইরে বের না হতে দেওয়ার জন্য নিজেকে সামলে নিলো।

অ্যাকুয়ারা দূর থেকে তাকিয়ে বুঝে গেল, প্রিন্সের অন্তরে আদতে কোনো পরিবর্তন আসেনি—সে এখনো আগের মতোই কঠোর আর নিজের আবেগের প্রতি সম্পূর্ণ নির্মোহ। অবশেষে থারিনিয়াস শহর থেকে প্রয়োজনীয় ওষুধপত্র একটি থার্মোমিটার নিয়ে গ্লাস হাউজে ফিরে

এলো।অ্যকুয়ারা ধীর পায়ে ফিওনার পাশে এগিয়ে গেল।থার্মোমিটার তার মুখে রেখে জর পরিমাপ করল—১০৪ ডিগ্রি। কাল বিকেলে ছাদে প্রচণ্ড ভিজে থাকার কারণেই এমন তীব্র জ্বর আক্রমণ করেছে তাকে। ফিওনার মুখে ক্লান্তির ছাপ স্পষ্ট; তার শরীর সমস্ত শক্তি হারিয়েছে।

অ্যকুয়ারা প্রথমে তাকে সামান্য হালকা খাবার খাইয়ে দেয়। ফিওনার

চোখে এক ধরনের ধোঁয়াটে আচ্ছন্নতা, চোখ মেলতে চাইলেও অনিচ্ছাসত্ত্বেও একটানা বুজে আসতে থাকে। শীতল হাত ধরে ধরে অ্যকুয়ারা তাকে ধীরে ধীরে বসিয়ে দেয়, যত্নের সঙ্গে ওষুধ মুখে তুলে দেয়।

সবকিছু সম্পন্ন করার পর, অ্যকুয়ারা ফিওনাকে আবার আলতো করে শুইয়ে দেয়। কক্ষ ছেড়ে বেরিয়ে

যাবার সময়, অ্যকুয়ারা একবার নিঃশব্দে তার ক্লান্ত মুখপানে চেয়ে থাকে।দিনের আলো অস্তমিত হয়েছে, রাতের নিস্তব্ধতায় ঘেরা গ্লাস হাউজে ধীর পায়ে ফিরলো জ্যাসপার। পুরো বাড়িটা নিস্তব্ধ—সবাই নিজ নিজ কক্ষে গভীর বিশ্রামে নিমগ্ন। করিডোর দিয়ে হাঁটার সময় হঠাৎ ফিওনার কক্ষের সামনে এসে থমকে দাঁড়ায় সে।

কক্ষের ভেতর থেকে ক্ষীণ কণ্ঠে ফিওনার কথা ভেসে আসছে, মনে হচ্ছে কাউকে উদ্দেশ্য করে কিছু বলছে।

জ্যাসপারের মনে হলো কেউ তাকে এক অদৃশ্য সুতায় টেনে নিয়ে যাচ্ছে। কৌতূহল চাপতে না পেরে কক্ষের দরজা খোলে সে। ভেতরে প্রবেশ করতেই ফিওনার অবস্থায় চমকে ওঠে—বিছানায় শুয়ে, শরীর

প্রচণ্ড কাঁপছে, অগ্নিশিখার মাঝে তপ্ত হয়ে জ্বলছে। তার বিবর্ণ মুখে ক্লান্তির ছাপ স্পষ্ট, আর ঠোঁটের কোণে অস্থির বিড়বিড় ধ্বনি। অস্পষ্ট শব্দগুলো অজানা কোনো আর্তি বহন করছে।জ্যাসপার নিরবে তার দিকে কিছুক্ষণ চেয়ে থাকে, তার মুখে বিষাদময় কৌতূহলের রেখা ফুটে ওঠে।

জ্যাসপার নিঃশব্দে ফিওনার কক্ষের কাছে এগিয়ে দাঁড়ায়, তার কান ফিওনার মৃদু বিড়বিড় শব্দের দিকে নিবদ্ধ করে। ফিওনার কণ্ঠে ক্লান্তি আর একাকীত্বের গভীর ছাপ, সে অতীতের কারো উদ্দেশ্যে কিছু বলছে।

ফিওনা অস্পষ্ট কণ্ঠে বিড়বিড় করে উঠে, “মিস ঝাং... কোথায় আপনি? গ্রান্ডপা কেনো আসছেন না? আমার

এতো জ্বর, তিনি এখনো আমাকে দেখতে আসলেন না... মিস ঝাং, আপনি জানেন না... জ্বর এলে আমার ভয় করে, একা ঘরে এইভাবে থাকতে পারি না।”জ্যাসপার স্থির চোখে তাকিয়ে থাকে তার দিকে, তার হৃদয় ক্ষণিকের জন্য নীরব অনুভূতির ভারে আবদ্ধ হয়।সে অনুভব করতে পারে ফিওনার সেই নিঃসঙ্গতা, যা

হয়তো এই মানব কন্যার কোমল জীবনে প্রাচীন স্মৃতির জ্বালা বহন করছে।

কিছুক্ষণ নীরবতা, হঠাৎ ফিওনার কণ্ঠ আবার প্রতিধ্বনিত হয়, ভেঙে পড়ে স্মৃতির ভারে, “বাবা-মা,কোথায় তোমরা? কেনো আমাকে রেখে চলে গেলে? ঈশ্বর আমাকে বাঁচিয়ে দিল কেনো? তোমাদের ছাড়া আমি অসহায়।”

ফিওনার কণ্ঠের এই যন্ত্রণার আকুতি অদৃশ্য শূন্যতার গভীরে তলিয়ে যাচ্ছে। জ্যাসপার স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে, তার মনে এক চাপা কৌতূহল আর অজানা অনুভূতির স্রোত বয়ে যায়। কিন্তু তা বুঝতে না দিয়ে, নির্বিকার চিত্তে উল্টো ঘুরে কক্ষ থেকে বেরিয়ে যেতে উদ্যত হয় সে যাতে করে এই মানব মেয়ের

একাকীত্ব তার শক্তিময় সত্ত্বাকে ছুঁতে না পারে।

ফিওনা পুনরায় মৃদু গলায় বললো, “মিস ঝাং,আমার খুব তৃষ্ণা পেয়েছে...পানি প্লিজ...আমি পানি খাবো।” তার কণ্ঠে দুর্বলতা, ক্লান্তি আচ্ছন্ন।জ্যাসপার মুহূর্তেই থেমে যায়, তার চোখে কিছু চিন্তা চলে আসে। তারপর,এক আর্দ্র নিঃশ্বাসে ঘুরে দাঁড়ায়, তখনও ফিওনা বিড়বিড়

করে পানি চাইছে। জ্যাসপার ধীরে ধীরে ফিওনার দিকে এগিয়ে আসে। ফিওনার পাশে বসে, তার পিঠ বেড হেডের সাপোর্টে ঠেকিয়ে, অতি সাবধানে পানির গ্লাস হাতে নিলো ফিওনার মাথাটা একহাতে নরমভাবে উঁচু করে, জ্যাসপার তার ঠোঁটের কাছে গ্লাসটি নিয়ে আসলো।ফিওনার ঠোঁটগুলো অল্প একটু খুলে পানির স্পর্শে সাড়া দিল। কিছু পানি তার

ঠোঁটের কোণ থেকে ঝরে পড়ে, যা ঠোঁটের কিনারা বেয়ে বুকের কাছের জামাটা খানিকটা ভিজে যায়। ৎজ্যাসপার চোখে চোখে অবলোকন করে, তার কোমলতায় কিছু অজানা অনুভূতি জাগিয়ে তোলে।ফিওনার অজান্তেই হাতের সঙ্গে ঠোঁট বেয়ে পড়া পানি আবার শরীরের নরম ছোঁয়ার মতো অনুভব হয়।তখন, জ্যাসপারের মন ধীরে ধীরে

কাঁপছিলো, না জানি কেমন এক অনুভূতির তরঙ্গে।

জ্যাসপার পানি খাইয়ে ফিওনাকে আলতো করে শুইয়ে দিয়ে উঠে যেতে উদ্যত হয়, কিন্তু হঠাৎ ফিওনার অবশ হাতটি তার কনুই ধরে ফেলে। মৃদু স্পর্শে থমকে যায় জ্যাসপার; ফিওনার স্পর্শে এমন এক নির্ভরতা তাকে গভীর কোনো টানেই টেনে রাখে।

ফিওনার কণ্ঠে অসহায় আকুতি, ফিওনা অনবরত কাঁপছে,তা র গরম হাতটি জ্যাসপারের কনুই আঁকড়ে ধরেছে। সে ফিসফিসিয়ে বলে উঠলো, “প্লিজ,মিস ঝাং, আমাকে একা রেখে যাবেন না। আমি অসুস্থ হলে আপনি তো সবসময় আমার পাশে সারারাত ধরে থেকেছেন যেমনটা ছোটবেলায় মা থাকতো। প্লিজ, আমার ভয় লাগছে, আমার

কাছেই থাকুন না।”অসুস্থতায় দুর্বল ফিওনার সেই কথাগুলো তার হৃদয়ের এক নিভৃত কোণে আঘাত করে।

জ্যাসপার থমকে যায়। ফিওনার হাতের তপ্ত স্পর্শ তাকে থামিয়ে দেয়। কোনো কথা না বলে, সে ধীরে ধীরে ফিওনার হাতের ওপর নিজের হাত রাখে, অনুভব করে সেই মানবীয় তাপ আর অসহায়ত্ব।

ফিওনা ধীরে ধীরে জ্যাসপারের হাতটি নিজের গালের পাশে চেপে ধরে মৃদু স্বরে বলে উঠলো,”আপনার হাতটা খুব শীতল, মিস ঝাং... মনে হচ্ছে আমার জ্বর এখনই সেরে যাবে।”

তার কণ্ঠে গভীর প্রশান্তির আভাস, সেই শীতলতার স্পর্শে যন্ত্রণা মুছে যাবে। জ্যাসপারের কঠিন দৃষ্টি কিছুটা নরম হয়ে আসে, তবে মুখের

রেখায় কোনো ভাবান্তর ফুটে ওঠে না। তবুও,তার হাতের শীতলতা নিঃশব্দে ফিওনার অবসন্ন মনকে আশ্রয় দেয়, সেই মুহূর্তে তাদের চারপাশে এক নীরবতার আচ্ছাদন নেমে আসে।জ্যাসপার ফিওনার গালের স্পর্শে এক গভীর তাপ অনুভব করল, তার শরীরের উত্তাপ অশান্ত আগুনের মতন জ্বলছে। মেয়েটির ক্ষীণ, অবিরাম কাঁপুনি

কম্বলের নিচে ধীরে ধীরে বেড়ে চলেছে, আর তা দেখে এক মুহূর্ত চিন্তায় ডুবে যায় জ্যাসপার। এরপর, কিছু না ভেবে ফিওনাকে আলতো করে নিজের বুকে টেনে নেয়, দু'হাতে তাকে নিবিড় করে জড়িয়ে ধরে রাখে— তার নিজের উষ্ণতায় এই অসহায় দেহটির শীতল যন্ত্রণাকে প্রশমিত করার তাগিদে।

ফিওনা সেই উষ্ণতার আশ্রয়ে শিথিল হয়ে জ্যাসপারের কোমরে শার্টটা শক্ত করে ধরে রাখে,যাতে করে তাকে একা রেখে সে আর যেতে না পারে। তবে অসুস্থতায় ফিওনার চোখ ভারী হয়ে আসে, চোখ বেয়ে ধীরে ধীরে নীরব অশ্রুধারা গড়িয়ে পড়ে। সেই মুহূর্তে,জ্যাসপার তার গালে হাত রেখে মৃদু স্পর্শে মুখটা একটু তুলে ধরে।ফিওনার চোখের

কোণ বেয়ে গড়িয়ে পড়া অশ্রু তার বুড়ো আঙুলে এসে ঠেকে। এ স্পর্শের নিঃশব্দে কেবল এক অনাবিল প্রশান্তির ছায়া, যে নীরবভাবে তাদের দুজনকে এক নিবিড় আশ্রয়ে জড়িয়ে রেখেছে। জ্যাসপার নিজে বুঝতে পারছিল না কেন সে ফিওনাকে এত কাছাকাছি টেনে নিয়ে আসছে, কেন তার অসুস্থতা তাকে এত গভীরভাবে ছুঁয়ে

যাচ্ছে। তার চোখের সামনে মেয়েটির দুর্বল, কাঁপতে থাকা শরীর আর সেই কষ্ট যা সে নিঃশব্দে সহ্য করছে—এগুলো সব কিছুই এক অদ্ভুতভাবে জ্যাসপারের হৃদয়ের গহীনে কোথাও গভীর আঘাত করছে। তার ভেতরের ড্রাগন সত্তা, যে একসময় সর্বভুক শক্তি আর শীতল নিঃসঙ্গতায় ডুবে থাকতো, আজ এক অতিরিক্ত সূক্ষ্ম অনুভূতির

কাছে পরাজিত হচ্ছিল। “এটা কি? কোন এক অপরিচিত টান তাকে বেঁধে ফেলেছে?”

জ্যাসপার জানতো, ডিভাইসের নির্দেশে তাকে ফিওনাকে দূরে রাখতে হবে, কিন্তু সে না চাইলেও এক অজানা আবেগ তাকে বাধ্য করছে তাকে আঁকড়ে ধরতে। কি তা? প্রেম কি সত্যিই তার হৃদয় এখন সেই মুহূর্তে কিছু চায় যা সে

কখনও অনুভব করেনি?ফিওনার কাঁপতে থাকা দেহ তার চঞ্চল হৃদয়ে কোনো গভীর কিছু ছুঁয়ে যাচ্ছিল, ফিওনার নরম শ্বাসপ্রশ্বাস, তার ত্বকের উষ্ণতা—এগুলি জ্যাসপারের কাছে মুহূর্তের জন্য ভীষণ মধুর এক স্বপ্ন হয়ে উঠেছিল। তার মুখটা আরো কাছে এনে, সে ফিওনার নিঃশব্দ কান্না, তার অসুস্থতা—সবকিছুর গভীরে প্রবাহিত হচ্ছিল।

কেন এমন অনুভূতি হচ্ছে? কেন তার হৃদয়ে এত গভীর টান সৃষ্টি হচ্ছে? তার ড্রাগন সত্তা, যে জানতো কীভাবে নিজেকে শাসন করতে হয়,আজ এক নিঃস্ব ভীরু প্রেমিকের মতো একে অপরের অগোছালো হৃদয়ের সামনে দাঁড়িয়ে ছিল। জ্যাসপার বুঝতে পারলো, তার অস্তিত্বের কোনো জায়গায় এই অনুভূতি ছিলই। সম্ভবত সে কখনো

অনুভব করতে পারেনি, কিন্তু আজ, এই মুহূর্তে,যখন তার হাত ফিওনার মুখের কাছে ছিল, যখন তার চোখ ফিওনার চোখের দিকে তাকিয়ে ছিল —তার হৃদয়ের গহীনে এক নীরব পরিবর্তন ঘটছিল। ফিওনা,যার প্রতি সে এতদিন কঠোর নিষ্ঠুর ছিল, আজ তার প্রতি এক গভীর আকর্ষণ অনুভব করছে।জ্যাসপার মনে মনে আওড়ালো, তার চোখ ফিওনার

মুখের দিকে স্থির ছিল,সে নিজেই কোনো অজানা চুম্বকতার কাছে বাধ্য হয়ে চলে আসছে।

“তবে কি আমি সত্যি সত্যি এই হিউম্যান গার্লটার প্রেমে পড়েছি?” তার মুখে অস্থিরতা ফুটে উঠলো অস্বাভাবিক প্রশ্নে।সকালবেলার নরম আলো কাঁচের দেয়ালের ফাঁক দিয়ে ঘরের প্রতিটি কোণে ছড়িয়ে পড়েছে। ফিওনা ধীরে ধীরে চোখ

খুলে আলোর তীব্রতা সহ্য করতে চেষ্টা করে।চোখ পিটপিট করতে করতে সে উঠে বসে, মাথার ভেতর খানিকটা ভারি ভাব। ঘরজুড়ে ছড়ানো আলোয় তাকে ঘিরে থাকা কাচের দেয়ালগুলো আরও উজ্জ্বল,স্বচ্ছ হয়ে উঠেছে।

বিছানায় বসে ফিওনা নিজেকে একবার ভাবতে শুরু করে। শরীর দুর্বল, তবে অবাক ব্যাপার হলো,

জ্বর একেবারেই নেই। তার অভ্যস্ততা অনুযায়ী, এভাবে ভেজার পর অন্তত কয়েকদিন অসুস্থ থাকতে হয়। এই হঠাৎ সুস্থতা অলৌকিক কিছু!মাথায় নানা প্রশ্ন ভিড় জমায়। নিজের হাতের তালু দুটো দেখে বুঝতে চেষ্টা করে, কিন্তু কোনো জবাব খুঁজে পায় না এই রাতের কোনো ঘটনা এক গভীর রহস্যের আভাস দিয়ে গেছে, যার ব্যাখ্যা শুধু

জ্যাসপারের উপস্থিতি আর তার অদ্ভুত যত্নের মাঝেই লুকিয়ে আছে। হঠাৎ ফিওনার নাকে আচমকা একটুকরো ঘ্রাণ এসে আঘাত হানল, খুবই চেনা, পরিচিত কোনো মৃদু সৌরভ তার নাসারন্ধ্র ভেদ করে মস্তিষ্কে পৌঁছে গেছে। একটু বিভ্রান্ত হয়ে নিজের জামার কলার ধরে শুঁকলো। সেই পরিচিত সুবাস, যা

তাকে তীব্রভাবে মনে করিয়ে দেয় কোনো কাছের মুহূর্তের স্পর্শকে। ঘ্রাণটা জ্যাসপারের, সেই বিশেষ পারফিউমের যা তাকে সবসময় এক রহস্যময় অভিজাততার মোহে ঘিরে রাখে। কিন্তু ফিওনা এখনো ভেবে কূল পাচ্ছে না—তার পোশাক থেকে কিভাবে জ্যাসপারের পারফিউমের ঘ্রান আসছে? সেই সৌরভ তার সত্তার এক অংশ হয়ে আছে। মনে

হতে থাকে,এই রাতে তার অবচেতনে কিছু ঘটে গেছে, যা সে পুরোপুরি স্মরণে আনতে পারছে না। ফিওনা ধীরে ধীরে বিছানা ছেড়ে উঠল,তার ক্লান্ত শরীরে এক নতুন সজীবতার ছোঁয়া। মস্তিষ্ককে আর প্রশ্নের ভারে ক্লান্ত না করে, সে সোজা বাথরুমে প্রবেশ করল, মুখে ছিটিয়ে নিলো শীতল পানির ঝাপটা। হালকা সজীবতার স্পর্শে কিছুটা

সতেজ অনুভব করল, রাতের ক্লান্তির সমস্ত ভার জলেই ভেসে গেল।

কিছুক্ষণ পর আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে ফিওনা একটা আরামদায়ক পোশাক বেছে নিল, যা তার শরীরকে হালকা উষ্ণতার ছোঁয়া দেবে। নিজেকে পরিপাটি করে গুছিয়ে নিয়ে ধীর পায়ে সিঁড়ি বেয়ে নিচে নেমে এল, কিচেনের দিকে পা

বাড়াল—এক নতুন সকালের আলোকে আলিঙ্গন করতে প্রস্তুত।

গতকাল রাতের নিস্তব্ধতায় জ্যাসপার ফিওনাকে নিবিড়ভাবে আঁকড়ে ধরে রেখেছিল, তার উষ্ণতায় ফিওনার জ্বর কমে যায়। কখন যে ঘুম তার চোখের পাতায় ভর করেছিল,তা সে নিজেও জানে না। ভোরের আলো ফোটার আগেই হঠাৎ তার ঘুম ভাঙে। জেগে দেখে, ফিওনার গায়ের

ঘাম তার শার্টে মিশে আছে, শরীর শান্তির এক স্পর্শে ডুবে রয়েছে। মৃদুভাবে কপালে হাত রেখে সে অনুভব করল, ফিওনার জ্বর সেরে গেছে। এক নিঃশ্বাসে স্বস্তির ছায়া ফুটে উঠল তার চোখে। ধীরে ধীরে ফিওনাকে বিছানায় শুইয়ে দিয়ে উঠে দাঁড়ায়। নীরবে এক টুকরো সাদা, নরম সুতি কাপড় ভিজিয়ে আলতো করে ফিওনার ঘাম মুছে দেয়—মুখ,

গলা, সেই ছোঁয়ায় ফিওনার অসুস্থতা মুছে যায়।তারপর সযত্নে কম্বল ঠিক করে দিয়ে, একবার পেছনে তাকিয়ে নীরবে ঘর থেকে বেরিয়ে যায় জ্যাসপার।

সকালবেলা ফিওনাকে রান্নাঘরে দেখে অ্যাকুয়ারার বিস্ময়ের অন্ত রইল না। ফিওনার সুস্থতার এই দ্রুত পুনরুদ্ধার তার মনোবিজ্ঞানকে চমকে দিল। গতকাল সে ফিওনাকে

ঔষধ খাইয়ে দিয়ে চলে এসেছিলো, কিন্তু একবারও ফিওনার ঘরে ফেরেনি। ড্রাগন হওয়ার অভ্যাসে মানবিক যত্নের সূক্ষ্মতার কথা সে ভাবে না—অবহেলায় ফেলে আসা সেবার প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে তার বোঝার অক্ষমতা প্রকট।অ্যাকুয়ারা জানে না, মানুষের শরীর যেমন নাজুক, তেমনি অসুস্থতার সময় তাদের মন আরো বেশি দুর্বল হয়ে

পড়ে, যখন তাদের প্রিয়জনের সাহচর্য, সেবা আর যত্ন একান্ত প্রয়োজন। অসুস্থ শরীরে তারা একা থাকতে পারেনা,তাদের পাশে কেউ না থাকলে সেই একাকীত্ব তাদের মনের ওপর প্রভাব ফেলে। কিন্তু ড্রাগনের সরল, নির্বিকার মনোভঙ্গি মানব মনের সেই জটিলতা বোঝে না— তার কাছে শুধু ঔষধই সেবার সমাধান।

সকালবেলার স্নিগ্ধ আলোয় অ্যাকুয়ারা নিরিবিলি মনোযোগী হাতে ব্রেড তৈরি করছিল। ফিওনাও ওর পাশে এসে সাহায্যের হাত বাড়ায়, মাঝে মাঝে আটা গুছিয়ে দিচ্ছে, কখনো অ্যাকুয়ারার ইশারায় কিছু উপকরণ এগিয়ে দিচ্ছে। কিচেনের এই শান্ত মুহূর্তে, চারপাশে এক নীরব আনন্দের আবহ ছড়িয়ে ছিল।

ঘরের অন্য প্রান্তে থারিনিয়াস আর আলবিরা এখনও ঘুমে আচ্ছন্ন, তাদের নিঃশ্বাসের শব্দও এই শান্ত সকালের সঙ্গে মিশে গেছে। আর জ্যাসপার, কাল রাতে ঠিকমতো ঘুমোতে পারেনি সেই ভোর বেলায় নিজের কক্ষে এসেছিলো তাই অবশেষে গভীর ঘুমে মগ্ন এখনো। খানিক সময় বাদে ধীরে ধীরে আলবিরা আর থারিনিয়াস ডাইনিং এ

এসে বসে। থারিনিয়াস তাদের জানায় যে জ্যাসপারকে এখন বিরক্ত করতে নিষেধ করা হয়েছে, কারণ সে এখন ঘুমে আচ্ছন্ন। তাই সকালের নাস্তার টেবিলে শুধু থারিনিয়াস আর আলবিরা বসে খেতে শুরু করে। তাদের মধ্যে এক ধরনের নিশ্চিন্ত অনুভূতি, দীর্ঘ অপেক্ষার পর একটা স্নিগ্ধ সকাল এসেছে।

অবশেষে,অ্যাকুয়ারা আর ফিওনাও নাস্তা শেষ করে।ফিওনা ধীর পায়ে নিজের কক্ষে ফিরে আসে, অনুভব করে যে আজকের সকালের এই প্রশান্তি তার শরীরে ও মনে এক ধরনের আরাম এনে দিয়েছে। এদিকে, অ্যাকুয়ারা কিছু প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র আনতে গ্লাস হাউজ থেকে বাইরে বের হয়ে যায়, সকালের এই কাজগুলোও নিঃশব্দে

সম্পূর্ণ করার জন্য।অ্যকুয়ারা ধীরে ধীরে বাড়ির কিচেনে ফিরে আসে, তার চোখে সেই শান্ত, কিন্তু গভীর এক প্রজ্ঞা ছিল। দুপুরের খাবার সে একাই প্রস্তুত করে নিয়েছে—একেবারে নিখুঁত আর স্বাদে সুমিষ্ট। তবে,খাবার তৈরি করার পর তার মন আর কিছুটা অন্য দিকে চলে গিয়েছিল। সে কিচেনে দাঁড়িয়ে এক এক করে কিছু উপকরণ সংগ্রহ

করল, যা ছিল কেবল প্রকৃতির হাতে তৈরি উপহার—হালকা সুগন্ধি তেল, ফুলের রস, মধু আর কিছু ভেষজ মিশ্রণ, যা তার দক্ষ হাতের কাজ। সে এগুলোকে অতি যত্নে ছোট ছোট কৌটায় ভরে সুরুচিপূর্ণভাবে সাজাল, একে একে কৌটাগুলো ট্রেতে সাজানো হল, আর তার চোখে এক তৃপ্তি ফুটে উঠলো, এই উপকরণগুলো শুধু এক প্রাকৃতিক

রূপ নয়, বরং ফিওনার জন্য এক নিখুঁত মনোভাব আর ভালোবাসার চিহ্ন।এবার, সে ট্রেটি হাতে তুলে নিল, সুনিপুণ দৃষ্টিতে সমস্ত কিছু ঠিকভাবে সাজিয়ে নেয়ার জন্য। অ্যকুয়ারা কিচেনের দরজা দিয়ে বের হয়ে সিঁড়ি বেয়ে ফিওনার কক্ষের দিকে অগ্রসর হলো।

ফিওনার কক্ষের দরজা খুলে যেতেই কক্ষে প্রবেশ করে ফিওনার সামনে

এসে দাঁড়াল, কাঁপা কাঁপা হাতের ট্রেটি একটু শ্বাষ ফেলে ঠিক তার সামনে রেখে বলল, “এগুলো তোমার জন্য, এনেছি, কিছু বিশেষ উপকরণ,আজকে তোমাকে আমি আমার নিজের মতো করে সাজিয়ে দিবো।”

ফিওনার চোখে এক নতুন আশ্চর্যতা ঝলমল করল, তার সামনে সাজানো

কৌটাগুলো দেখে সে আশ্চর্য হয়ে গিয়েছিল।

ফিওনা অবাক হয়ে অ্যকুয়ারার দিকে তাকালো, তার চোখে প্রশ্নের ঝিলিক। মৃদু কণ্ঠে জিজ্ঞেস করলো,“এগুলো কি, অ্যকুয়ারা?”

অ্যকুয়ারা একদৃষ্টিতে ফিওনার দিকে তাকিয়ে হালকা হাসি দিয়ে বললো, “এগুলো মেকআপ আইটেম।”

ফিওনার মুখে বিস্ময়ের ছাপ, “মেকআপ? কোথায় পেলে এসব?”

অ্যকুয়ারা তার হাতের ট্রেটি কিছুটা এগিয়ে দিয়ে বললো, “পাইনি আমি নিজে বানিয়েছি, প্রাকৃতিক উপাদান দিয়ে।”

ফিওনার চোখে অবিশ্বাসের ঔজ্জ্বল্য ফুটে উঠলো, “কি বলছো! প্রাকৃতিকভাবে মেকআপও তৈরি করা যায়?”

অ্যকুয়ারা এক মুহূর্তে মাথা নাড়িয়ে বললো, “হ্যাঁ, আমি তোমাকে দেখাচ্ছি, এখন দাঁড়াও।”

তারপর অ্যকুয়ারা নরম মৃদু হাতে কৌটাগুলোর এক একটি খুলে নিয়ে, ফিওনাকে মেকআপের উপকরণগুলো দেখাতে লাগলো। অ্যকুয়ারা এক এক করে কৌটাগুলি খুলে ফিওনার সামনে রাখলো। তার মুখে এক অবর্ণনীয় উচ্ছ্বাস ছিল, সে

তার প্রিয় সৃষ্টির মধ্যে দুনিয়ার সকল সৌন্দর্য ঢেলে দিয়েছে।

“এই দেখো,” বলে অ্যকুয়ারা একটি ছোট কৌটা তুলে ধরলো, “এটা হচ্ছে লিপস্টিক। গোলাপ ফুল, বেগুনিয়া ফুল, আর জবা ফুল একসাথে মিক্স করে আমি তৈরি করেছি।

ফিওনা বিস্ময়ে অবাক হয়ে কৌটাটির দিকে তাকালো, আর

অ্যকুয়ারা অন্য কৌটাটি তুলে বললো,”আর এটা হচ্ছে কাজল। চারকোল আর কালো শিমুলের গুঁড়ো দিয়ে তৈরি।

অ্যকুয়ারা এরপর এক দৃষ্টি দিয়ে একটি গোলাপি রঙের কৌটাটি দেখিয়ে বললো, “এটা ব্লাশন, যা আমি পলাশ ফুলের পাপড়ি আর চাপা ফুলের পাপড়ি মিলিয়ে তৈরি করেছি।

শেষে, একটি উজ্জ্বল কৌটাটি তুলে ফিওনাকে দেখিয়ে বললো, “আর এই দেখো, এটা হাইলাইটার। মুক্তা ফুলের গুঁড়ো দিয়ে তৈরি করেছি, সঙ্গে মধু আর হালকা দুধ মিশিয়ে। ফিওনার চোখে এক ধরনের বিস্ময় ছড়িয়ে পড়লো, সে কোনো অদৃশ্য জাদুর মাঝে হারিয়ে গেছে। প্রতিটি উপকরণ, তার রঙ, গন্ধ আর অনুভূতি—এগুলো এক মধুর

কল্পনা,যা অ্যকুয়ারার হাতে জীবন্ত হয়ে উঠেছে।

“জানো অ্যাকুয়ারা,” ফিওনা ধীরে ধীরে বললো, “আমি সাজতে অনেক ভালোবাসি। আমার অনেক কসমেটিক আইটেম ছিলো—জিবনে রঙ আনন্দ সব কিছুই ছিলো। কিন্তু এখানে আসার পর সব কিছু নিঃশেষ হয়ে গেছে।সাজার ইচ্ছেটাও আর নেই। তবে এগুলো দেখেই

আজকে সাজতে ইচ্ছে করছে অনেক।”

অ্যকুয়ারা তার কথাগুলো শুনে হালকা এক হাসি দিয়ে বললো,”হ্যাঁ, ফিওনা। তোমার জন্যই তো এনেছি।” সে হাতে তুলে ধরে একটি সুন্দর রঙিন প্যাস্টেলে পিংক ড্রেস, যা ফিওনার জন্যই তৈরি। “আর এইযে, এই ড্রেসটা পড়ে আসো। আমি সাজিয়ে দেবো

তোমাকে।”ফিওনা ড্রেসটিকে হাতে তুলে নিলো, তার মধ্যে যেন পুরনো স্মৃতির মতো একটা আবেগ খেলা করছিলো। এই ছোট্ট মুহূর্ত, যেখানে সে তার প্রিয় সাজগোজের জগত ফিরে পাচ্ছিলো।

অবশেষে ফিওনা ড্রেসটি হাতে তুলে নিয়ে, ধীরে ধীরে তা পরিধান করলো। ড্রেসটি ছিল মিষ্টি,কোমল হালকা গোলাপী রঙের জর্জেটের

ফ্রক, যা তার কোমল সিলুয়েটকে আরও বেশি সুন্দরভাবে তুলে ধরছিল।ড্রেসটির দৈর্ঘ্য ছিল হাঁটুর ওপর পর্যন্ত, তার হাতা ছিল কাঁধের নিচে ,গলা উন্মুক্ত যা তার কোমল আর স্নিগ্ধ বাহুতে অদ্ভুতভাবে অনুরণিত হচ্ছিল। এই সাদামাটা তবুও রাজকীয় পোশাক, তার আভিজ্ঞানকে নতুনভাবে চিত্রিত করছিল।

ফিওনা বিছানায় এসে বসতেই অ্যকুয়ারা সাবধানে তার কাছে এগিয়ে গেলো, প্রথমে কাজলটি ফিওনার চোখের নিচে লাগিয়ে দিলো।একদম সূক্ষ্ম হাতে ফিওনার চোখের অঙ্কন জীবন্ত হয়ে উঠলো। তারপর, ধীরে ধীরে ব্লাশনটি তার গালের হাড়ে মৃদু হাতে ছড়িয়ে দিলো। গোলাপী রঙের মিশ্রণে ফিওনার গাল একেবারে আভায়

ঝলমল করতে শুরু করলো। হাইলাইটার তার গালের উপরের অংশে আর নাকের ডগায় হালকা করে লাগিয়ে ফিওনার সৌন্দর্য আরো ফুটে উঠলো। এর পর,অ্যকুয়ারা লিপস্টিকটি সযত্নে ফিওনার ঠোঁটে লাগালো,একদম ন্যাচারাল গোলাপী শেডে, যা তার মুখাবয়বকে এক নতুন উজ্জ্বলতা দিলো।

ফিওনার গলায় এক সুন্দর মুক্তোর মালা পরিয়ে দিলো অ্যকুয়ারা, মালাটি গলার সাথে এত সুন্দরভাবে বসে, মনে হলো প্রাচীন যুগের কোনো রাজকুমারীর শোভা। শেষেই ফিওনার বাদামী চুলে ছোট ছোট সাদা চন্দ্রমল্লিকা ফুলগুলি দিয়ে দিলো অ্যকুয়ারা, তার চুলে এক ফোঁটা শীতলতা আর কোমলতার ছোঁয়া এসে পড়লো।

ফিওনার পুরো রূপ প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের এক অনন্য প্রতিচ্ছবি হয়ে উঠলো, যেখানে প্রতিটি উপকরণ তাকে আরো এক ধাপ এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছিলো তার গভীর আর রহস্যময় ব্যক্তিত্বের দিকে।

ফিওনাকে দাঁড় করিয়ে রেখে অ্যকুয়ারা তার চোখে অবিশ্বাস্য দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলো। এক মুহূর্তের জন্য পৃথিবী থমকে

গিয়েছিলো, কোনো শব্দ ছিল না, শুধুমাত্র ফিওনার সৌন্দর্যেই মগ্ন ছিলো। তার মুখে মিষ্টি হাসি, চোখে স্নিগ্ধতা আর গালে সেই পল্লবিত রং —সবকিছুই এক অনবদ্য চিত্র।“পৃথিবীর মানবীরা এতো সুন্দর হয়, আজ বুঝলাম।একদম কোনো রূপকথার পরী লাগছে ফিওনা তোমাকে,”— অ্যাকুয়ারা বলে

উঠলো, তার চোখে এক গভীর প্রশংসা।

ফিওনা একটু হাসল, “যাও, অ্যকুয়ারা, তুমি তো একটু বেশি বেশি বলছো। তোমার রূপ দেখেছো কখনো?তোমার সৌন্দর্য কতোটা?”

“নাহ, ফিওনা,” অ্যকুয়ারা আসলেই সোজাসুজি বলল, “তোমার মতো না। তোমার সৌন্দর্যের তুলনা কোনো ফুলের সাথেই

নেই।”ফিওনার মুখে মৃদু হাসি এল, “কিন্তু অ্যকুয়ারা, আমি তো দেখতেই পাচ্ছি না, আমাকে কেমন লাগছে?”

অ্যাকুয়ারা তখন ফিওনার সামনে একখানা শুদ্ধ সিলভার গ্লাসের প্রতিবিম্ব ধরলো ফিওনা নিজের প্রতিবিম্ব দেখে চমকে উঠলো। সারা শরীরের প্রতিটি কোণে এক অদ্ভুত ঝিলমিলানি দেখতে পাচ্ছিলো সে—আজকের সাজে, এই প্রাকৃতিক

মেকআপে,সে নিজের সৌন্দর্য প্রথমবার দেখতে পেলো। আজকের সাজে তার অস্থির বোধটাও একেবারে দূরে সরে গিয়েছিলো।

ক্যামিকেল মেকআপের সাজে এতোটা সুন্দর লাগেনি। আজকের সাজে সে নিজেকে এক নতুন রূপে আবিষ্কার করলো—এক রূপকথার রাজকুমারী, যার সৌন্দর্যের কোনো তুলনা নেই।দুপুর বেলা ডাইনিং

টেবিলে জ্যাসপার, আলবিরা, আর থারিনিয়াস বসে অপেক্ষা করছে, আর অ্যকুয়ারা খাবারগুলো একে একে সাজিয়ে দিচ্ছে। তবে বরাবরের মতোই পরিবেশনের দায়িত্বটা ফিওনার উপরেই।

ফিওনা নিচে নামতে চায়নি, কিন্তু জ্যাসপারের রাগের কথা মনে পড়তেই তার আর অন্য কোনো উপায় থাকলো না। মনে মনে বিরক্ত

হলেও আসতে হলো, কারণ না এলে জ্যাসপার আবার নতুন কোনো উপহাস ছুঁড়ে দেবে, সেই রাগও সহ্য করতে হবে।এই মুহূর্তে সৌন্দর্যের ভার তার মনে কোনো প্রশান্তি এনে দিচ্ছেনা; বরং খাবার পরিবেশনের মতো একটি সাধারণ কাজ তার কাছে আজ অভ্যস্তির চেয়ে অনেক বেশি তিক্ত লাগছে। নিজের কষ্ট আর অপছন্দ লুকিয়ে মুখে কঠোরতা

নিয়ে সে ধীরে ধীরে এগিয়ে আসতে লাগলো লিভিং রুমের দিকে।

জ্যাসপারের প্রচণ্ড ক্ষুধা পেয়েছে; সকালে নাস্তা না করে থাকার পর এখন অপেক্ষা করা তার পক্ষে সম্ভব নয়। ফিওনার অপেক্ষায় না থেকে অ্যকুয়ারাকে খাবার পরিবেশন করতে বলে সে। আলবিরা, থারিনিয়াস,আর অ্যকুয়ারাকে সঙ্গে নিয়ে জ্যাসপার খাবার খেতে শুরু

করে। ঠিক তখনই কাঠের সিঁড়ি বেয়ে ধীরে ধীরে নিচে নামতে শুরু করে ফিওনা।অ্যকুয়ারা হঠাৎ তাকিয়ে বলে, “ওই তো, ফিওনা চলে এসেছে।”

জ্যাসপার এক মুহূর্তের জন্য সিঁড়ির দিকে তাকায়, তারপর চোখ নামিয়ে ফেলে। কিন্তু মনে মনে কিছু একটা উপলব্ধি করেই আবার তাকায়। ফিওনার নতুন সাজে আবির্ভাব, তার

সেই স্নিগ্ধ আর স্বপ্নিল রূপ দেখে জ্যাসপারের মুখে কোনো কথা আসে না, এক অসম্ভব চমক ভরে যায় তার দৃষ্টিতে, যদিও মুখে সে কিছু প্রকাশ করে না।

ফিওনা ধীরে ধীরে সিঁড়ির শেষ ধাপে এসে দাঁড়ায়।ততক্ষণে টেবিলে বসে থাকা সবাই খেতে শুরু করে দিয়েছে। কিছুক্ষণ সে একপাশে দাঁড়িয়ে থাকে, কী করবে বুঝতে

পারছে না। ফিওনাকে এখন সবার সামনেই পুরোপুরি দেখা যাচ্ছে। জ্যাসপারের দৃষ্টি আটকে গেলো ফিওনার উপর, তার সৌন্দর্যের মৃদু আলোয় লিভিং রুমটা কিছুক্ষণের জন্য থমকে গেছে। ফিওনার দিকে তাকিয়েই জ্যাসপার এক টুকরো গাজর চামচে নিয়ে মুখে তোলে। কিন্তু টেবিলে না তাকিয়েই এমনটা করায় একসময় খেয়াল করল,

আসলে সে খালি চামচই কামড়ে ধরেছে।

চামচটা মুখে রেখেই জ্যাসপার চারপাশে একবার চোখ বোলালো। থারিনিয়াস, আলবিরা,অ্যাকুয়ারা— সবাই যার যার মতো খাওয়াতে ব্যস্ত। তাদের কেউই তার সেই ছোট্ট অপ্রস্তুত মুহূর্তটি লক্ষ করেনি। এতেই জ্যাসপার একটু স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল। দ্রুত এক গ্লাস

পানি তুলে মুখে ঢেলে নিলো, নিজের অস্বস্তি মুছে ফেলার চেষ্টা করলো।

জ্যাসপার আচমকাই উঠে দাঁড়ায়, “আমার খাওয়া শেষ,” বলে তাড়াহুড়ো করে ডাইনিং টেবিল ছেড়ে বাইরে বেরিয়ে যায়। তার গন্তব্য ল্যাব, লিভিং হাউজের বাইরে দ্রুত পায়ে এগিয়ে যায় সে।

ফিওনা কিছুক্ষণ চুপচাপ তাকিয়ে থাকে, তার গমনপথে চোখ স্থির।

এরপর ধীরে ধীরে কিচেনের দিকে পা বাড়ায়, নিজের খাবার নেয়ার উদ্দেশ্যে।ল্যাবে প্রবেশ করেই জ্যাসপার ক্লান্ত শরীরে এক্সিকিউটিভ চেয়ারে বসে পড়ল। মাথাটা হেলান দিয়ে চোখ দুটো এক মুহূর্তের জন্য বন্ধ করে নিলো, সামনে কম্পিউটারের স্ক্রিনে তার অজান্তেই কাজ চলছে। কিন্তু চোখ বন্ধ করতেই ফিওনার সেই চিত্র আবারও

তার মনের পর্দায় ভেসে উঠল— গাঢ় কাজলে মোড়ানো গভীর চোখ, গোলাপী রঙে রাঙানো ঠোঁট,গালে মৃদু গোলাপি আভা, মাথায় ছোট ছোট সাদা ফুলের শোভা আর গলায় ঝলমলে মুক্তোর মালা। দৃশ্যটি এতটাই স্পষ্ট ছিল যে, জ্যাসপারের মন তারই মধ্যে বন্দী।

হঠাৎ করেই কম্পিউটারের স্ক্রিন থেকে “টুং” শব্দে তার চিন্তাভাবনার

ধারাবাহিকতা ভেঙে যায়। চোখ খুলে তাকায় স্ক্রিনের দিকে, যেখানে একটি নতুন ইমেইল এসেছে। জ্যাসপার দ্রুত ইমেইলটি খুলল,আর স্ক্রিনে ভেসে উঠল প্রেরকের নাম— ডঃ আর্থার।ইমেইলটা পড়ার সঙ্গে সঙ্গেই জ্যাসপারের মুখে এক প্রশান্তির হাসির রেখা ফুটে উঠল। ডঃ আর্থার জানিয়েছেন, আগামীকাল রাতেই গুরুত্বপূর্ণ মিটিংটি হবে,আর

লোকেশন—মিস্টার চেন শিং-এর ল্যাব। কাল রাতেই এথিরিয়নের শক্তি সম্পূর্ণ রূপে সংগ্রহ করে তা সরাসরি লন্ডনে পাঠানো হবে, যেখানে গবেষণার পরবর্তী ধাপ সম্পন্ন হবে।

জ্যাসপার এক মুহূর্ত থমকে থাকল। তার মুখের হাসির ঝিলিক এক অজানা বিজয়ের আভাস দিচ্ছে। রাতের আকাশটা আগুনে জ্বলা

নক্ষত্রের অরণ্য।মাউন্টেন গ্লাস হাউজের পাহাড়ের চূড়া থেকে নিচে তাকালে শুধুই অন্ধকার আর সাগরের তরঙ্গের একটানা গর্জন শোনা যায়। এই পাহাড়ের পাথুরে ঘর পেরিয়ে আজ তিনজন এক বড় অভিযানে বের হবে। জ্যাসপার, থারিনিয়াস, আর আলবিরা।। পাহাড়ের চূড়ায় দাঁড়িয়ে জ্যাসপার, থারিনিয়াস, আর আলবিরা একে

অপরের দিকে তাকিয়ে সংকেতের অপেক্ষায়। মাউন্টেন গ্লাস হাউজের আলো দূর থেকে ক্ষীণতায় হারিয়ে যাচ্ছে।আজকের গন্তব্য বেইজিং, চীনের মিস্টার চেন শিং এর ল্যাব, যেখানে ওয়াং লি আর ডঃ আর্থার তাদের অপেক্ষায়।জ্যাসপার প্রথমে গভীর নিশ্বাস নিয়ে বলল,

“সবাই প্রস্তুত তো, সবকিছু ঠিকঠাক ভাবে করতে হবে।”থারিনিয়াস ছোট হাসি দিয়ে জবাব দিল,

“আমরা প্রস্তুত প্রিন্স অরিজিন।”আলবিরা কাঁধ ঝাঁকিয়ে বলল, “তাহলে চল, আজকের রাতটাই হবে আমাদের জন্য পৃথিবীতে সেরা রাত।”তিনজনের চোখ এক মুহূর্তের জন্য আকাশের দিকে উঠল। তারপরই একসঙ্গে

তাদের দেহ ভিন্ন আকার নিতে শুরু করল। জ্যাসপারের চেহারা বদলে গেল বিশাল, শক্তিশালী সবুজ ড্রাগনের রূপে, থারিনিয়াসের গাঢ় ধুসর রঙের ড্রাগন রূপে বিশাল ডানা মেলে, আর আলবিরার রুপালি ড্রাগন শরীরে এক সৌন্দর্যের মূর্ত প্রতীক হয়ে উঠল।তারা তিনজন আকাশে উড়ে উঠল। বিশাল ডানা বাতাস কেটে সামনে এগিয়ে যাচ্ছে।

সাগরের ওপরে দিয়ে উড়তে উড়তে তাদের প্রতিটি ডানা ঝাপটায় পানি ছিটকে পড়ছে নিচে।ৎতারা শব্দের চেয়ে দ্রুত গতিতে ছুটে চলেছে। বেইজিং-এর প্রান্তে পৌঁছাতে খুব বেশি সময় লাগল না। দূর থেকে শহরের আলোর ঝলকানি দেখা যাচ্ছে।ৎজ্যাসপার গর্জন দিয়ে তাদের সংকেত দিল। “নামার সময় হয়েছে। সবাই সাবধান।”তারা

তিনজন মাটির কাছাকাছি এসে নিজেদের ড্রাগন রূপ থেকে আবার মানব রূপ ধারণ করল।তারা দ্রুত রাস্তার পাশে দাঁড়ানো ডঃ আর্থারের গাড়ির দিকে এগিয়ে গেল। ডঃ আর্থার ইতিমধ্যেই প্রস্তুত, চোখে এক ধরনের রহস্যময় চাহনি। জ্যাসপার সংক্ষিপ্ত কণ্ঠে বলল, “সব ঠিক আছে?”ডঃ আর্থার হালকা হাসি দিয়ে জবাব দিল, “এখন পর্যন্ত সব

পরিকল্পনামাফিক চলছে।”তারা গাড়িতে উঠে বসে। বেইজিং-এর আলোয় ঢাকা শহর পেরিয়ে তাদের সামনে অপেক্ষা করছে এক নতুন অধ্যায়, এক রহস্যময় রাতের মিটিং।গাড়িটি ধীরে ধীরে থামল ফিওনার বাড়ির সামনে।চারপাশের পরিবেশ ছিল স্তব্ধ, একদম নীরব। পুরো বাড়ি জনমানবহীন, এক অদ্ভুত শূন্যতায় ভরা।বাড়িটির সামনের

বাগান, যা একসময় প্রাণচাঞ্চল্যে ভরা ছিল,ৎআজ মৃ*তপ্রায় মনে হচ্ছে।জ্যাসপার, থারিনিয়াস, আর আলবিরা একে একে গাড়ি থেকে নেমে এল। ডঃ আর্থার তাদের পিছু নিলেন। সামনের গেটে কয়েকজন সশস্ত্র গার্ড আধুনিক যন্ত্রের সাহায্যে তাদের স্ক্যান করল।প্রতিটি যন্ত্রের ঝিকমিক আলো তাদের গতিবিধি গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করল। কেউ

কোনো আপত্তি তুলল না। জ্যাসপারের চোখ দ্রুত চারপাশ পর্যালোচনা করছিল। সে ফিসফিস করে বলল,“সবকিছু ঠিকঠাক মনে হচ্ছে, তবে ভেতরে কী অপেক্ষা করছে, সেটা জানা নেই।”ডঃআর্থার মৃদু মাথা ঝাঁকালেন, তার মুখে এক চিলতে চাপা উদ্বেগ।“এখানে যা চলছে, তা কল্পনার বাইরে।”তারা গার্ডদের অনুমতি নিয়ে বাগান

পেরিয়ে বাড়ির পেছনের দিকে এগিয়ে গেল। ডঃ আর্থার একটি ছোট প্যানেলের দিকে এগিয়ে গেলেন।ৎসেখানে একটি পাসকোড ইনপুট করার পরপরই দরজাটি গম্ভীর এক শব্দে খুলে গেল।দরজার ওপাশে ছিল একটি সংকীর্ণ সিঁড়ি, যা গভীরভাবে নিচের দিকে নেমে গেছে। সিঁড়ির প্রতিটি ধাপে তাদের পায়ের আওয়াজ প্রতিধ্বনিত

হচ্ছিল। মনে হচ্ছিল,ৎপ্রতিটি শব্দ তাদের ধৈর্য পরীক্ষা করছে। নিচে নামতেই তাদের সামনে এক অত্যাধুনিক গবেষণাগার উন্মুক্ত হল। জ্যাসপার এর আগে যখন এই ল্যাবে এসেছিলো তখন গবেষণাগার ওপরেই ছিলো কিন্তু আজকে সিঁড়ির নিচে, এই সিক্রেট গবেষনাগার আজকেই উন্মুক্ত হলো।গ্লাসে ঘেরা কক্ষের ভেতরে আলো ঝলমল

করছে।মেঝে থেকে ছাদ পর্যন্ত নানা ধরনের যন্ত্রপাতি সাজানো। সেখানে ওয়াং লি একটি ডেস্কে বসে গভীর মনোযোগে কাজ করছে। তার হাত দ্রুত চলছিল একটি স্ক্রিনে,মনে হলো সময়ের সাথেই প্রতিযোগিতায় নেমেছে।জ্যাসপারের চোখ সজাগ হয়ে উঠল। তার কণ্ঠ গভীর অটল। “ওয়াং লি কী পরিকল্পনা করছে, সেটা এখনই জানা

দরকার।”আলবিরা আস্তে করে বলল, “কিছু একটা ঠিক নেই, এই নীরবতার আড়ালে কিছু একটা তো পরিকল্পনা হচ্ছে প্রিন্স।”ওয়াং লি তাদের উপস্থিতি অনুভব করলেও কোনো প্রতিক্রিয়া দেখাল না। তার প্রতিটি নড়াচড়া ছিল নিখুঁত আর কৌশলগত, মনে হলো তার চারপাশের জগৎ অদৃশ্য।ডঃআর্থার আস্তে করে কানে ফিসফিস করে

বললেন, “সাবধান,কোনো ভুল করা যাবে না।”জ্যাসপার এগিয়ে গেল তার চোখে একধরনের শীতল দৃঢ়তা। এই মুহূর্তে ল্যাবের বাতাসে উত্তেজনা আর দ্বন্দ্বের ঝড় বইছে। এই গবেষণাগারে কি চলেছে,ৎতা আবিষ্কার করাই এখন তাদের একমাত্র লক্ষ্য।ডঃআর্থারের সাথেই জ্যাসপারের আগেই সবকিছু পরিকল্পনা করা ছিলো। আর্থার তো

জ্যাসপারের হিপটোনাইজের স্বীকার তাই জ্যাসপারের নির্দেশ অনুযায়ী সে কাজ করবে।ডঃআর্থার দরজার পাশে দাঁড়িয়ে গভীর গলায় বললেন, “মিস্টার ওয়াং লি, আমরা এসে গেছি।”ওয়াং লি মাথা তুলে তাদের দিকে তাকালেন। তার চোখে একধরনের আত্মবিশ্বাস আর ঠান্ডা প্রবলতা। মৃদু হাসি দিয়ে বললেন, ভেতরে আসুন।বসুন সবাই।”তারা

একে একে বসে পড়ল।ৎচারপাশের পরিবেশ ভারী আর অস্বস্তিকর ছিল, প্রতিটি শব্দও পরিকল্পনা করে উচ্চারিত হচ্ছে। ওয়াং লি নিজেও তাদের সামনে চেয়ারে বসলেন।তিনি একটু সময় নিলেন, তারপর একটি গভীর দৃষ্টিতে জ্যাসপার আলবিরা,আর থারিনিয়াসের দিকে তাকালেন। মৃদু কণ্ঠে বললেন, “ওনারা তাহলে আপনার সেই

পার্টনার?”ডঃ আর্থার মাথা নেড়ে সম্মতি জানালেন।

“হ্যাঁ, এরা “লিওন গ্রে” জ্যাসপারের দিকে তাকিয়ে তারপর থারিনিয়াসের দিকে ইশারা করে বললো “ড্যানিয়েল ব্লাক” আর আলবিরাকে পরিচয় করালো “সিরেনা হোয়াইট’ নামে।”পরিচয়ের সময় তিনজনকেই অন্য নামে পরিচিত করল, তাদের আসল পরিচয় গোপন থাকলো।ওয়াং

লি তাতে বিন্দুমাত্র অবাক হলেন না। তার মুখে সেই একই নিয়ন্ত্রিত অভিব্যক্তি।কিছুক্ষণ নীরব থাকার পর ওয়াং লি সোজাসাপ্টা গলায় বললেন, “আমাদের হাতে খুব বেশি সময় নেই। কাজ দ্রুত শেষ করতে হবে। কারণ আপনারা জানেন, ওই ড্রাগনটার ভাই এখনো পৃথিবীতে আছে। ও যতদিন আছে,ততদিন ঝুঁকি কমছে না।”তার ঠোঁটের কোণে

একধরনের কৌশলী হালকা হাসি ফুটে উঠল। “তাই আজ রাতেই এথিরিয়নের সমস্ত শক্তি সঞ্চয় করার কাজ শেষ করতে হবে।আমি প্রয়োজনীয় সব ব্যবস্থাই করে রেখেছি।আমাদের আর দেরি করা যাবে না।”জ্যাসপারের ঠোঁটের কোণে সামান্য টান পড়ল। তার চোখে এক ঝলক রহস্যময় দৃঢ়তা ফুটে উঠল।ভেতরে ভেতরে তার মন

অস্থির হয়ে উঠলেও,ৎবাইরে থেকে সে ছিল স্থির। তার দৃষ্টিতে চ্যালেঞ্জের আভাস ফুটে উঠল।এর মাঝে এক অবর্ণনীয় নীরবতা ঘিরে ফেলেছিল।হঠাৎ, জ্যাসপারের কণ্ঠ শোনা গেল, তীক্ষ্ণ জিজ্ঞাসু,

“মিসটার চেন শিং কোথায়?”ওয়াং লি চোখের কোণে এক ঝলক চিন্তা ভাসিয়ে, ঠাণ্ডা স্বরে জবাব দিলেন, “সে চেয়েছিল ড্রাগনটাকে মুক্ত

করতে, তার নাতনীকে ফিরিয়ে আনতে। তার এই উদ্দেশ্য আমার জন্য বিপজ্জনক ছিলো। তাই তাকে আটকে রাখা হয়েছে।”ওয়াং লির কথা এক মুহূর্তে বাতাসে ভেসে উঠল,আর পুরো ঘরটি যেন ঘুরে দাঁড়িয়ে ছিল, এক অদৃশ্য উত্তেজনার সাথে। জ্যাসপারের চোখে কোনো অনুভূতি ছিল না শুধু তীক্ষ্ণ দৃষ্টি, যেটি প্রত্যেকটি শব্দ গভীরভাবে

শোষণ করছিল।থারিনিয়াস নিচু স্বরে আলবিরার দিকে ফিসফিস করে বলল,”সবকিছু ঠিকঠাক মনে হচ্ছে, কিন্তু এতটা নির্বিঘ্ন কেন? কোনো ফাঁদ আছে কি না দেখতে হবে।”আলবিরা গম্ভীর মুখে মাথা নাড়ল। রাতের আবরণে তাদের লক্ষ্য যতই স্পষ্ট হয়ে উঠছে, ততই উত্তেজনার ঘনঘটা ছড়িয়ে পড়ছে চারপাশে।জ্যাসপার পকেটের ভেতর

আঙুল চালিয়ে অনুভব করল তার আনা ডিভাইসটি। “সায়নেট্রিক্স হ্যাক-মডিউল”—ভেনাসের অত্যাধুনিক প্রযুক্তির গর্ব। ছোট্ট, হেক্সাগোনাল আকৃতির এই ধাতব চিপটি দেখতে খুবই সাধারণ, কিন্তু এর ক্ষমতা ছিল অপ্রতিরোধ্য। ধাতব পৃষ্ঠে ভেনাসীয় প্রাচীন চিহ্ন খোদাই করা, যার মাঝখানে একটি নীলচে আলো ক্ষীণভাবে জ্বলছিল। ল্যাবের

নিরাপত্তা বেষ্টনীর মাঝে বসে থাকা এই ডিভাইস ছিল জ্যাসপারের একমাত্র ভরসা।জ্যাসপার ডিভাইসটি পকেটের ভেতর আড়াল করে রাখল। “সায়নেট্রিক্স হ্যাক-মডিউল এক্টিভ করার জন্য এটিই সঠিক সময় নয়।পরিকল্পনামাফিক এগোতে হবে। ওয়াং লি কিছু আঁচ করতে না পারে, সেটাই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। তার ঠোঁটে হালকা হাসি খেলে গেল।

এখন তাকে অপেক্ষা করতে হবে সঠিক মুহূর্তের জন্য।ওয়াং লি ইতিমধ্যে নির্দেশ দিয়েছে এথিরিয়নকে সামনে আনার জন্য। ল্যাবের ভেতর ভারী যন্ত্রপাতির আওয়াজ ধীরে ধীরে জোরালো হয়ে উঠল। কাচের দেয়ালের ওপারে দেখা গেল একটি বড় কাচের ধাতব বাক্স ধীরে ধীরে ওপর থেকে নেমে আসছে। ভেতরে এথিরিয়নের

অর্ধচেতনা অবস্থায় শুয়ে থাকা মানব দেহ স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে।জ্যাসপারের চোখ এথিরিয়নের দিকে নিবদ্ধ হলো। এথিরিয়নের গা নীল রং ধারন করেছে তবে হালকা আঁশগুলো নিস্তেজ হয়ে গেছে, তার ভেতরের শক্তি শুকিয়ে গেছে। পাশে থারিনিয়াস আর আলবিরা নিঃশব্দে দাঁড়িয়ে রইল, তাদের ভঙ্গিমায় সতর্কতা।ওরা জানত, যেকোনো

মুহূর্তে পরিস্থিতি জটিল হতে পারে। ওয়াং লি গর্বিত ভঙ্গিতে বলল, “এথিরিয়নের শক্তি সম্পূর্ণরূপে সঞ্চয় করার জন্য সমস্ত প্রস্তুতি সম্পন্ন। আজকের রাতেই আমরা এক নতুন যুগের সূচনা করব।”জ্যাসপার ঠাণ্ডা চোখে ওয়াং লির দিকে তাকাল।চেয়ারের পেছনে হেলান দিয়ে মৃদু হেসে বলল,“নিশ্চিতভাবেই আজকের

রাতটি ঐতিহাসিক হবে।তবে আগে আমাদের কাজটা নিখুঁতভাবে করতে হবে,তাই না?”ওয়াং লি তার কথায় একমত জানিয়ে সায় দিল।তার পুরো মনোযোগ এখন এথিরিয়নের দিকে। এই ফাঁকে জ্যাসপার তার পকেটের ভেতর ডিভাইসটি এক্টিভ করল। ছোট্ট নীল আলো এক মুহূর্তের জন্য জ্বলে উঠল আর তৎক্ষণাৎ নিভে গেল। ডিভাইসটি

এখন পুরো ল্যাবের সিস্টেমে নিঃশব্দে প্রবেশ করছে, কোনো অ্যালার্ম না বাজিয়ে।জ্যাসপার জানে, ডিভাইসটি ধীরে ধীরে পুরো নেটওয়ার্ক হ্যাক করে ফেলবে। তবে আপাতত তাকে ধৈর্য ধরে অপেক্ষা করতে হবে। তার লক্ষ্য এথিরিয়নকে মুক্ত করা, আর সেই সুযোগটি তৈরি হবে ঠিক তখনই, যখন ওয়াং লি তার নিজের

পরিকল্পনা বাস্তবায়নে ব্যস্ত থাকবে। ল্যাবের ভেতর নিস্তব্ধতা নেমে আসে।য়এক মুহূর্তের জন্য চারপাশের সবকিছু স্থির হয়ে গেল। জ্যাসপারের পকেটের ডিভাইসটি তার কম্পন শুরু করেছিল ঠিক যেনো নিজেকে প্রস্তুত। মুহূর্তেই ডিভাইসটি সক্রিয় হয়ে পুরো ল্যাবের সিস্টেমে প্রবেশ করল।কাঁচের বাক্সের ভিতরে রাখা এথিরিয়নের

ওপরের সুরক্ষামূলক রাসায়নিক আবরণ ধীরে ধীরে তার কার্যকারিতা হারাতে শুরু করল। গ্লাসের নীল রেখাগুলো দ্রুত নিস্তেজ হয়ে গেল। এর সাথে সাথেই পুরো ল্যাবের আলো এক ঝলক জ্বলে উঠে নিভে যায়। হঠাৎ করেই সবকিছু অন্ধকার।ওয়াং লি হতবাক হয়ে গেলেন। “এটা কী হচ্ছে? সিস্টেম তো নিখুঁত ছিল!” তিনি আতঙ্কে

চিৎকার করলেন, তাঁর গার্ডদের দিকে তাকিয়ে।জ্যাসপার তার সুযোগ কাজে লাগাল। অন্ধকারে তার চোখগুলো সবুজ আভা ছড়াল, যা তাকে শিকারীর মতো পথ দেখাল। সে এক নিঃশব্দ লাফ দিয়ে ওয়াং লির সামনে উপস্থিত হলো।“এবার তোমার পালা,” জ্যাসপার গর্জে উঠল, তার ড্রাগনের শক্তি পুরোপুরি উন্মুক্ত করে। থারিনিয়াস আর

আলবিরা নিজেদের অবস্থান নিয়ে দ্রুত গার্ডদের সামাল দিতে শুরু করল।ওয়াং লি পালানোর চেষ্টা করল। ওয়াং লি পালানোর জন্য পা বাড়াতেই জ্যাসপার ড্রাগনের অসাধারণ গতি দিয়ে তার সামনে এসে দাঁড়ায়। “তোমার আর পালানোর উপায় নেই,” গম্ভীর কণ্ঠে বলল সে।জ্যাসপার এক হাতে মেঝেতে পড়ে থাকা একটি ভাঙা

ধাতব টুকরো তুলে নিল। সেটি ছিল ল্যাবের একটি ভেঙে যাওয়া সরঞ্জামের অংশ।সে শক্তভাবে ওয়াং লির হাত ধরে পেছনের দিকে মোচড় দিল, ওয়াং লি যন্ত্রণায় কুঁকড়ে উঠল।“থারিনিয়াস, একটু সাহায্য লাগবে,” জ্যাসপার নির্দেশ দিল।থারিনিয়াস দ্রুত এগিয়ে এসে ল্যাবের একটি ধাতব তার এনে দিল। এটি ছিল বৈদ্যুতিক তারের

একটি মজবুত অংশ, যা জ্যাসপার দ্রুততার সাথে ওয়াং লির কব্জি জুড়ে শক্ত করে পেঁচিয়ে বাঁধল।ওয়াং লি ফোঁস করে বলল,”তোমরা কিছুই করতে পারবে না। আমি পুরো ল্যাবের নিয়ন্ত্রণে ছিলাম, আর এখন সব ধ্বংস হয়ে যাবে।”জ্যাসপার ঠাণ্ডা হাসল। “তোমার পরিকল্পনা ধ্বংস হয়েছে,ওয়াং লি। এখন দেখো কীভাবে আমরা তোমার তৈরি দুঃস্বপ্ন

থেকে এথিরিয়নকে মুক্ত করি।”এরপর জ্যাসপার নিশ্চিত করল, বাঁধন এমনভাবে শক্ত করা হয়েছে যে ওয়াং লি এক ইঞ্চিও নড়তে পারবে না।এদিকে, সিস্টেম ধ্বংস হয়ে যাওয়ার সাথে সাথে এথিরিয়নের বন্দি গ্লাস বাক্স পুরোপুরি ফেটে গেল।এথিরিয়নের দেহ নিস্তেজ থেকে ধীরে ধীরে নড়াচড়া শুরু করল। তার চোখ খুলে

গেল, সেই মুহূর্তে জ্যাসপার বুঝতে পারল, যুদ্ধ শুরু হয়েছে।জ্যাসপার এক মুহূর্তের জন্যও দেরি না করে দ্রুত আর দৃঢ়ভাবে নির্দেশ দিল "এখনই ল্যাব থেকে বের হতে আমাদের!" তাঁর কণ্ঠে কোনো আবেগ ছিল না, একেবারে নিঃশব্দ অথচ শক্তিশালী। তাঁর চোখের পলকও ফেলল না, মুহূর্তের মধ্যে সমস্ত পরিস্থিতি বিশ্লেষণ করে

নিয়েছে।ড.আর্থার, থারিনিয়াস, আলবিরা সবাই তৎক্ষণাৎ তার নির্দেশ অনুসরণ করল, দ্রুততার সাথে ল্যাব থেকে বেরিয়ে যাওয়ার প্রস্তুতি নিলো। এই সময় কিছুই আর বদলাবে না, সমস্ত কিছুর শেষের দিকে পৌঁছানো হয়ে গেছে। এথিরিয়নের দুর্বল নিস্তেজ মানব দেহ, থারিনিয়াস তার কাঁধে তুলে ধরে অদৃশ্য হয়ে যাচ্ছে ল্যাবের

প্রতিটি কোণ থেকে। জ্যাসপার ছিল সেই একমাত্র,যার নজর সর্বত্র ছিল। তার দৃঢ় মনোভাব আর শারীরিক শক্তি একত্রে কাজ করছে, সে সবার নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে চায়।কিন্তু, একদিকে, ওয়াং লি, যিনি এই মুহূর্তে চিৎকার করছে,তার হাহাকার কোনও সীমানা মানে না। “আমাকে বাঁচাও!আমি...আমাকে ফেলে যেওনা প্লীজ!” ওয়াং লির গলা কাঁপছে,

চোখে দুঃখ আর রাগ।কিন্তু জ্যাসপারের দৃষ্টি তার দিকে একটুও তাকানোও ভুলে গিয়েছিল। তার চোখে কোনো দয়া বা করুণা ছিল না। তার ভেতরে ছিল এক ধরনের গ্ল্যাডিয়েটরীয় মনোভাব, যে জানে—শত্রুদের জন্য কোনো জায়গা নেই।“ড্রাগন প্রিন্স জ্যাসপার অরিজিন কাউকে মাফ করেনা,” এক কঠোর স্বরে বলে উঠে

জ্যাসপার।তার কথায় শেষ সিদ্ধান্ত ছিল—অনেকটা পাথরের মতো যে কোনো কিছুর বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে ছিল। সে আর সময় নষ্ট করতে চাইছিল না। দুনিয়ার সব শত্রু আর দুশমনকেই এক অবিশ্বাস্য দ্রুততায় নির্মূল করতে চেয়েছিল।জ্যাসপার আর তার দল ল্যাবের প্রাচীরের দিকে এগোচ্ছিল, চূড়ান্ত বিপদের মুহূর্তে, যখন একের পর এক দরজা

বন্ধ হয়ে যাচ্ছিল। সময় আর খালি ছিল না, শুধুমাত্র এক অবিচল সিদ্ধান্তকে বাস্তবে পরিণত করার মুহূর্ত ছিল।আলবিরা থারিনিয়াসের হাত ধরে দ্রুত চলছিল,তার চোখে এক ধরনের চিন্তা ছিল, কিন্তু এখন কোনো কিছু ভাবার সময় ছিল না। অবশেষে তারা ল্যাব থেকে বেরিয়ে এলো রাস্তায়।এদিকে, ল্যাবের ভেতর থেকে একটা তীব্র

বিস্ফোরণের মতো শব্দ এলো। পুরো স্থলটি কেঁপে উঠল। জ্যাসপার জানত, তার পরিকল্পনা অনুযায়ী এখনই প্রতিটি অংশ পুড়ে যাবে—সব কিছু ধ্বংস হয়ে যাবে, আর যতটুকু প্রয়োজনীয় ছিল,
তাও বিলীন হয়ে যাবে। যেভাবে ধ্বংস হবে ল্যাব, সেভাবে প্রমাণগুলোও মুছে যাবে। আর সে জানত, এতে একাধিক সমস্যাও সৃষ্টি

হবে, তবে যেহেতু এর ফলাফল জানানো সম্ভব নয়, তাই সিদ্ধান্ত নেওয়া তাকে বাধ্য করেছিল।ওয়াং লি এখনও চিৎকার করে যাচ্ছে, তাঁর যন্ত্রণা, তাঁর অক্ষমতা, সব কিছু ভেঙে পড়ছে। কিন্তু জ্যাসপার,থারিনিয়াস আলভিরা ডঃ আর্থার তাদের গন্তব্যে পৌঁছানোর জন্য নির্বিঘ্নে চলে যাচ্ছিল।তাদের পিছু নিয়ে আর কেউ নেই,শুধু

নিঃশব্দ ধ্বংসের পেছনের কাহিনিই রয়ে গিয়েছিল।এথিরিয়নের অচেতন দেহ গাড়ির ওপর রাখা হল, তার শ্বাস-প্রশ্বাস কঠিনভাবে চলছিল, শরীরের এক কোণে দুর্বলতা স্পষ্ট। জ্যাসপার, আলবিরা,থারিনিয়াস, আর ড.আর্থার সবাই আশপাশে দাঁড়িয়ে, একে অপরকে দেখে দ্রুত পরিস্থিতি বিশ্লেষণ করছিল। ততক্ষণে ল্যাবের ধ্বংসাবশেষে যে ঝুঁকি ছিল, তাও

স্পষ্ট হয়ে গেছে।ড.আর্থার, তার সব চিন্তা একত্রিত করে, গুরুতর স্বরে বলল, “ওর যে অবস্থা, ওর শক্তি নিস্তেজ হয়ে গেছে। ওকে রক্ষা করতে হলে, ওর ভেতরে ড্রাগন শক্তি স্থাপন করতে হবে।”তারা সবাই চুপ, কিছুক্ষণ সময় নিল। জ্যাসপার মনের মধ্যে দ্রুত চিন্তা করতে থাকে—এই মুহূর্তে, যেভাবে সবকিছু বিপর্যস্ত তেমন পরিস্থিতিতে

কি কিছু করা সম্ভব? ল্যাব, যার ভিতর থাকা সকল প্রয়োজনীয় উপকরণ পুরোটাই ধ্বংস হয়ে গেছে।যদি কিছু করতে হয়, তবে ভেনাসের ল্যাব ছাড়া আর কোথাও উপায় নেই।থারিনিয়াস মাথা ঝাঁকালো, তার মুখে অবিশ্বাসের চিহ্ন, “কিন্তু ল্যাব তো আর নেই, আর যেভাবে সব কিছু ছড়িয়ে পড়েছে, সেখানে যাওয়া

অসম্ভব।”ড.আর্থার তখনই শান্তভাবে বলল, “আমি জানি, ওকে আমাদের লন্ডনের ল্যাবে নিয়ে চলো।সেখানে উন্নত প্রযুক্তি রয়েছে যা এথিরিয়নের শরীরে ড্রাগন শক্তি পুনঃস্থাপন করতে পারবে।”জ্যাসপার অবিলম্বে তার সিদ্ধান্তে পৌঁছাল। তার চোখে তীক্ষ্ণ লক্ষ্য ছিল, তবে মনে কিছুটা দ্বিধা। “এটা অনেক সময়ের ব্যাপার। যদি আমরা এখনো রওনা

দেই তাও পৌঁছাতে অনেক সময় লেগে যাবে।”তখন, জ্যাসপার গভীরভাবে চিন্তা করে বলল, “আলবিরা, থারিনিয়াস,আমাদের হাতে এখন সময় কম। আমাদের এখন ড্রাগন রূপে লন্ডনে যেতে হবে।”অবশেষে, যখন সময় ছিল একেবারে কাছাকাছি, জ্যাসপার,থারিনিয়াস, আর আলবিরা একসঙ্গে ড্রাগন রূপে পরিণত হলো।

তাদের শক্তিশালী ড্রাগন দেহগুলি আকাশে বাজ পড়লো, পৃথিবী কাঁপিয়ে উঠল। জ্যাসপার তার বিশাল পিঠে এথিরিয়নের নিস্তেজ দেহটি নিল, আর থারিনিয়াস তার পিঠে ড.আর্থারকে সতর্কভাবে স্থান দিল।“আমাদের দ্রুততার সাথে যেতে হবে,” জ্যাসপার বলল, তার তীক্ষ্ণ চোখে অদৃশ্য কোনো সংকেত ছিল। আকাশের বিশালতা তাদের

নিচে কেমন অদৃশ্য হয়ে গেল। একে একে তারা খুব সতর্কতার সাথে আকাশে উড়তে শুরু করল, তাদের ড্রাগন দেহগুলি দ্রুত গতি নিয়ে ছুটে চলল।তাদের গন্তব্য ছিল লন্ডন,আর সময় ছিল একেবারে কম।শেষে, দীর্ঘ পথ পেরিয়ে, তারা ড.আর্থারের ল্যাবের সামনে পৌঁছাল। আকাশে অসীম গতি,পৃথিবীর সাথে তাদের সংযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে গিয়েছিল।

যখন তারা আকাশ থেকে মাটিতে নেমে এল, তখন সব কিছু স্থির হয়ে গেল।জ্যাসপার দ্রুত তার ড্রাগন রূপ থেকে মানব রূপে পরিণত হলো। সঙ্গী-সহ, তাদের রূপান্তরের মধ্যে এক মুহূর্তের জন্য আকাশে একটা অদ্ভুত নীরবতা বিরাজ করল। একে একে, থারিনিয়াস,আলবিরা, তাদের ড্রাগন রূপ থেকে মানব রূপে ফিরল।“এখানে সবাই নিরাপদ,”

ড.আর্থার বললেন, তাদের চারপাশে শান্তি ফিরিয়ে এনে। তার চোখে অসীম চিন্তা ছিল,কেননা তারা জানত, এই মুহূর্তের পরেও অনেক কিছু অপেক্ষা করছে। কিন্তু তবুও তারা এখন ল্যাবের সামনে,এই আশ্রয়ে পৌঁছাতে পেরেছিল,যেখানে তাদের পরবর্তী পদক্ষেপ নির্ভর করবে রক্তের শক্তি ও জ্ঞানকে কাজে লাগানোর উপর।ডঃ আর্থার

সজাগ পদক্ষেপে বিশাল ল্যাবের দিকে এগিয়ে চলল, তার পদধ্বনিতে ল্যাবের নিরবতা ভঙ্গ হলো। একের পর এক স্বয়ংক্রিয় দরজা খুলে যায়, আর তাদের সামনে উন্মুক্ত হলো এক অবিশ্বাস্য প্রযুক্তির জগত। আধুনিক যন্ত্রপাতি, উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন কম্পিউটার আর ন্যানো-মেশিনের সারি সব মিলিয়ে একটি অত্যাধুনিক গবেষণাগার,

যেখানে ভবিষ্যতের চিকিৎসা ও শক্তির অগণিত গবেষণা চলমান। এথিরিয়নের অবস্থা একেবারেই শোচনীয়। তার দেহ ছিল থমকে, শক্তি নিঃশেষিত, তার রক্ত স্রোতও অশক্ত হয়ে পড়েছে। সমস্ত অঙ্গপ্রত্যঙ্গ ক্ষতিগ্রস্ত, তবে তার মধ্যে কিছু শক্তি এখনো লুকিয়ে ছিল। ডঃ আর্থার এক মুহূর্তের জন্য পেছনে ফিরে বললেন, “এথিরিয়নকে যদি

বাঁচাতে হয়, তবে কোনো এক শক্তিশালী ড্রাগনের শক্তি তার মধ্যে প্রবাহিত করতে হবে। এটাই একমাত্র উপায়।”জ্যাসপার তার অন্ধকার চোখে গভীর চিন্তায় মগ্ন হল। এথিরিয়নের জন্য একমাত্র উপায়, তার দেহে একটি শক্তিশালী ড্রাগনের শক্তির স্থানান্তর—তবে সেই শক্তি কোথা থেকে আসবে? তার মাথায় একটি দ্রুত চিন্তা আসলো,

সে একাধিক বার চেষ্টা করেছে, কিন্তু তা কোনোভাবেই সহজভাবে সম্ভব নয়।ডঃ আর্থারের চোখে এক ঝলক আশার আলো দেখা দিল। “আমার ল্যাবের উন্নত প্রযুক্তি দিয়ে এটি করা সম্ভব। কিন্তু,এটা শুধুমাত্র সঠিক সময় ও শক্তি উপাদানের মাধ্যমে সম্ভব।”জ্যাসপার কোনোমতে দাঁড়িয়ে তার শরীরের মধ্যে থেকে শক্তির তরঙ্গ অনুভব করতে শুরু

করল। তার শরীরে অশান্তি চলছিল, কিন্তু সে জানত, এথিরিয়নকে বাঁচাতে এখন একমাত্র পথ এটাই। “আমি ট্রান্সফার করব,” জ্যাসপার গভীর কণ্ঠে বলল। “এথিরিয়নের মধ্যে আমার শক্তি প্রবাহিত করতে হবে।”ডঃ আর্থার দ্রুত সরঞ্জাম আর ন্যানো-রোবটগুলি প্রস্তুত করার জন্য নির্দেশনা দিল। তিনি একটি শক্তিশালী “বায়ো-রিজেনারেশন

চেম্বারের” দিকে নির্দেশ করলেন। এটি ছিল একটি অত্যাধুনিক প্রযুক্তি যা জীবন্ত কোষের গঠন পুনর্গঠন করতে পারে। চেম্বারের মধ্যে স্নাতক প্রযুক্তি আর শক্তিশালী সেলুলার মেশিন ছিল, যা অল্প সময়ের মধ্যে শক্তি পুনরুদ্ধার করতে সক্ষম। জ্যাসপার ডঃ আর্থার এথিরিয়নকে নিয়ে সেই চেম্বারে প্রবেশ করল। জ্যাসপার তার শরীরের শক্তি

একত্রিত করতে শুরু করল। অদৃশ্য শক্তির তরঙ্গ বয়ে যাচ্ছিল তার শরীরের মধ্যে। এথিরিয়নের শরীরে প্রবাহিত হওয়ার জন্য শক্তির অণু-কণার প্রবাহ একত্রিত হচ্ছিল। এথিরিয়নের রক্তে প্রবাহিত শক্তি পেতে, একটি বিশেষ বায়ো-এনার্জি কন্ট্রোল সিস্টেম ব্যবহার করতে হবে।এখন, যন্ত্রপাতিগুলি কাজ শুরু করল। একটি ক্রিস্টাল স্পিনার—যা

শক্তির তরঙ্গ সঞ্চালন করবে—চেম্বারের মাঝখানে উজ্জ্বল হয়ে উঠল। ক্রিস্টালটির মধ্যে আলো পরিবর্তন হতে শুরু করল, যার ফলে শক্তির তরঙ্গ দ্রুত এথিরিয়নের রক্তে প্রবাহিত হতে শুরু করল। এথিরিয়নের কোষগুলি সংকুচিত হয়ে আবার প্রসারিত হতে লাগল, তার শরীরের মধ্যে শক্তির রূপান্তর শুরু হলো।জ্যাসপার তার হাত

বাড়িয়ে দিল, আর তার ড্রাগন শক্তি সরাসরি এথিরিয়নের ভেতরে প্রবাহিত হতে লাগল। এতে শক্তি তরঙ্গ একাধিক কোষের মধ্যে প্রবাহিত হতে শুরু করল আর তার শক্তি বৃদ্ধি পেতে থাকল। কিন্তু এক্ষেত্রে সমস্যা ছিল—এথিরিয়নের শরীর যতই শক্তি গ্রহণ করুক, তার নিজস্ব শক্তির পরিমাণ এখনও অনেক কম ছিল।তাই সঠিক সমন্বয়

প্রয়োজন ছিল।ডঃ আর্থার একটি বিশেষ মেশিন ব্যবহার করলেন, যা এথিরিয়নের শরীরের প্রতিটি কোষের সাথে সঙ্গতি রেখে শক্তির ট্রান্সফার প্রক্রিয়া শুরু করল। মেশিনের ভিতর থেকে একটি আলোকিত তরঙ্গ এথিরিয়নের দেহের কোষগুলিতে প্রবাহিত হতে শুরু করল। তার রক্তে দ্রুত ন্যানো-রোবটগুলির প্রবাহ বৃদ্ধি পেল, যা

শক্তির সঙ্গে তার শরীরের বিকিরণ আর পুনর্গঠন প্রক্রিয়া শুরু করল। এই প্রক্রিয়া চলাকালীন ,ড্রাগনের শক্তি ক্রিস্টালগুলি কনট্রোল করছিল শক্তির সঞ্চালন।একে একে, তারা শক্তির সম্পূর্ণ ধারায় প্রবাহিত হয়ে এথিরিয়নের ক্ষতিগ্রস্ত কোষগুলো পুনরুজ্জীবিত করতে শুরু করল। কয়েক মিনিটের মধ্যে এথিরিয়নের শরীরের মধ্যে শক্তির শক্তিশালী

চাঞ্চল্য সৃষ্টি হতে লাগল।জ্যাসপার ধীরে ধীরে মনোযোগীভাবে শক্তি সঞ্চালন করছিল, তার হাত দিয়ে শক্তির তরঙ্গ প্রবাহিত হচ্ছিল, আর এথিরিয়ন গভীর নিঃশ্বাস নিল। তার শরীরে শক্তির অনুভূতি ফিরে আসছিল, তার রক্ত আরও উত্তেজিত হচ্ছিল আর তার স্নায়ুতন্ত্র আবার সচল হচ্ছিল। এভাবে, জ্যাসপার শক্তির স্থানান্তর প্রক্রিয়া সম্পন্ন

করল আর তাকে নতুন শক্তি দান করল।এথিরিয়ন ধীরে ধীরে তার চোখ খুলল। প্রথমে তার চারপাশে সবকিছু ঝাপসা লাগছিল, তবে আস্তে আস্তে দৃশ্যগুলো পরিষ্কার হতে শুরু করল। তার শরীরে শক্তি ফিরে আসছিল, কিন্তু একেবারে প্রাকৃতিকভাবে নয়—একটি অন্য শক্তির ধারায়। সে অনুভব করল, কিছু একটা পরিবর্তন হয়েছে, কিন্তু

তার শরীরে এখনো অস্থিরতা বিদ্যমান।ডঃ আর্থার, যিনি এথিরিয়নের দিকে নিবদ্ধ ছিলেন, স্নিগ্ধ কণ্ঠে বললেন, “তুমি এখন ভালো আছো, কিন্তু তোমার শরীর এখনো একেবারে সুস্থ হয়নি। তোমাকে আরও কিছুদিন ড্রাগন রূপে ফিরে যেতে বিরত থাকতে হবে, অন্যথায় তোমার শক্তি আবার নিঃশেষ হয়ে যেতে

পারে।”এথিরিয়ন মাথা নাড়ল। সে বুঝতে পারছিল, যদিও তার শক্তি ফিরে এসেছে, তবুও পুরোপুরি সুস্থ হতে আরো সময় লাগবে। তার শরীরের প্রতিটি কোষে নতুন শক্তি প্রবাহিত হচ্ছিল, কিন্তু তা স্থায়ী করতে তাকে কিছু সময় দিতে হবে। এদিকে, জ্যাসপার তার শক্তির অতিরিক্ত প্রবাহের প্রভাবে অসুস্থ হয়ে পড়ছিল। তার শরীর ক্রমাগত

দুর্বল হয়ে যাচ্ছিল। সে জানতো যে এথিরিয়নের শরীরে শক্তি স্থানান্তর করা সহজ নয়, আর নিজেকে অনেক বেশি ক্ষতি করে ফেলেছে ,তার গা হালকা ছিল,তবে মাথায় অদ্ভুত ঝাপসা অনুভূতি হচ্ছিল, চারপাশটা ঘোরে ঘোরে চলে যাচ্ছে। শরীরে প্রচণ্ড তাপ অনুভব হচ্ছিল, তার নিজের শক্তি নিজেকেই ধ্বংস করে ফেলছে।“এটা ঠিক নয়,”

জ্যাসপার নিজেকে বলতে থাকল,“আমি ঠিক আছি। কিন্তু...” সে শব্দে শেষ করতে পারলো না। তার শরীরের প্রতিটি অঙ্গ একে একে কাজ করা বন্ধ করে দিচ্ছিল। জ্যাসপার ল্যাবে থেকে সিঁড়ি বেয়ে ল্যাবের ছাদে চলে গেল। সেখানে হালকা বাতাস তাকে স্বস্তি দিতে চাইছিল। ছাদে দাঁড়িয়ে,সে আকাশের দিকে তাকাল। পৃথিবী আর আকাশ

এক মুহূর্তে এক হয়ে গিয়েছিল, আর জ্যাসপার বুঝতে পারছিল, তার শরীরের মধ্যে দূর্বলতা তাকে বড্ড বেশি জর্জরিত করছে।প্রচণ্ড গরম অনুভুতি হচ্ছে। ঘূর্ণায়মান মাথা নিয়ে সে অস্থিরভাবে নিঃশ্বাস নিল। তার পিঠের সমস্ত মাংস ক্লান্তিতে ঝুলছিল, আর মাথার মধ্যে পেঁচানো অনুভূতিটি বাড়ছিল।ছাদের প্রশান্ত পরিবেশে জ্যাসপার এক মুহূর্তের

জন্য সবকিছু ভুলে গেল। তার শরীরের অস্বস্তি, মাথার ঘূর্ণন—সবকিছু কিছুটা হলেও থেমে গেল। সে শুধু এক টুকরো শান্তি খুঁজছিল, আর হঠাৎ সেখানেই তার সামনে এক অসম্ভব দৃশ্য ঘটল।কোথা থেকে যেন এক ছোট্ট পাখি উড়ে এসে তার হাতের তালুর মধ্যে স্থির হয়ে দাঁড়ালো। পাখিটি এতই ছোট যে, এক টুকরো রেশমের মতো—

অত্যন্ত নরম, প্রায় স্বচ্ছ। জ্যাসপার ঠিক বুঝতে পারছিল না, কীভাবে এ পাখি তার কাছে এসেছে,কিংবা এর বিশেষত্ব কী।পাখিটি ছোট্ট রত্নের মতো, যা পৃথিবী থেকে সরাসরি তার হাতে এসে পড়েছে। তার অদ্ভুত রঙিন পালকগুলো কিরকম আলোকিত হয়ে উঠছিল, মনে হলো আকাশের তারাদের আলো তার শরীরে ফুটে উঠছে।জ্যাসপারের

অনুপস্থিত টের পেয়ে, তখনই আলবিরা ধীর পদক্ষেপে ছাদে প্রবেশ করলো, তার মুখাবয়বে তীব্র আগ্রহ। জ্যাসপারের হাতে পাখিটিকে দেখেই বিস্মিত হয়ে বলল, “প্রিন্স অরিজিন! এটা তো সেই পাখি—পৃথিবীর সবচেয়ে ছোট পাখি, হামিংবার্ড!”জ্যাসপার অবাক হয়ে হাতের তালু আরও একটু উঁচু করলো,পাখিটি আরও স্পষ্টভাবে

দেখতে পারলো। তার চোখে এক অদ্ভুত মুগ্ধতা ভর করলো,এই ক্ষুদ্র জীবটি পৃথিবীর এক কোণায় এত ছোট, অথচ এত সুন্দর।জ্যাসপারের চোখের সামনে মুহূর্তের জন্য একটি দৃশ্য ভেসে উঠলো, যা তার মনকে গভীরভাবে স্পর্শ করেছিল। সে মনে করল, সেই দিনটি—যেদিন প্রথমবার ল্যাবের ভেতরে ফিওনার সামনে সে তার ড্রাগন রূপে উপস্থিত হয়েছিল।

ফিওনা তখন তার সামনে ছিল, ঠিক যেমন এই হামিংবার্ড—ছোট, কোমল, আর রেশমের মতো নরম।ফিওনা তখন তার কাছে ঠিক এই ছোট পাখির মতোই মনে হয়েছিল। কোমল,মিষ্টি,আর এতটাই ছোট যে,তাকে হাতের তালুতে ধরে রাখাও সম্ভব মনে হয়েছিল।তবে সেদিন তার ভেতর রাগের আগুন জ্বলছিল। সে ফিওনাকে কেবল প্রতিশোধের

মাধ্যম হিসেবে দেখেছিল—একটা পাখি, যা সহজেই বন্দি করা যায়। কিন্তু আজ, এই মুহূর্তে, জ্যাসপারের মনে হলো,সেই পাখির জায়গায় এখন যেন ফিওনাই রয়েছে তার হাতের তালুর ভেতর।এই মেয়ে কেমন করে এত গভীরভাবে তার মন আর ইন্দ্রিয়কে আন্দোলিত করে ফেলল?জ্যাসপার নিঃশব্দে চোখ দুটি বন্ধ করল।অন্তরালের গভীরে, তার

স্মৃতির ভেতর ভেসে উঠল একটা কাল্পনিক মুহূর্তের চিত্র—ড্রাগনরূপে নিজের বিরাট, শক্তিশালী অবয়ব, আর তার সামনে দাঁড়িয়ে থাকা ছোট্ট, নাজুক ফিওনা। সেই মেয়েটি,যার উপস্থিতি তাকে প্রথমবারের মতো নিজের শক্তির ভার অনুভব করিয়েছিল।তার মন এই স্মৃতির গভীরে হারিয়ে গেল। কীভাবে ফিওনা তার দিকে

তাকিয়েছিল, ভয়ে নয়,বরং এমন এক জেদ আর কোমলতায় মেশানো দৃষ্টিতে, যা ড্রাগনের তীব্র দহনেও অনড় থাকতে পারে।জ্যাসপারের বুকের ভেতর হঠাৎ একটা ভারী অনুভূতি জন্মাল। সেই মেয়েটি—তার "হামিং বার্ড"—যার কোমলতা তার রক্তে প্রবাহিত আগ্রাসী ঝড়কে শান্ত করেছিল। নিজের গভীর মনোভাব আর আকাঙ্ক্ষার জালে আটকে গিয়ে

সে নিঃশব্দে ফিসফিস করল, “আমার হামিংবার্ড...”তার কণ্ঠে এমন এক আকুতি মিশে গেল, এই কথাগুলো বলতে গিয়ে সে নিজেকেও ধরে রাখতে পারছে না। এই মেয়ে, যে তার রাগের আগুনে পুড়ে যাওয়া একান্ত শীতল ছায়া, তাকে এত গভীরভাবে কীভাবে নিজের অন্তরে স্থান দিয়েছে?তার মুখের কোণে একটা ক্ষীণ হাসি

ফুটল—একটা কষ্টের হাসি। ফিওনা, তার শক্তির বিপরীত মেরু, তার অদম্য হৃদয়ের প্রথম পরাজয়। আলবিরা হতভম্ব হয়ে জ্যাসপারের দিকে তাকিয়ে রইল। তার চোখে অবিশ্বাস স্পষ্ট—যেখানে জ্যাসপারের দুর্বল হয়ে পড়া উচিত, সেখানে সে এক ছোট্ট পাখিকে দেখে এতটা খুশি হচ্ছে,আর অদ্ভুতভাবে বিড়বিড় করছে।“প্রিন্স,” আলবিরা শেষ পর্যন্ত

বলল, “আপনার তো মনে হয় শরীর খারাপ লাগছে। আমাদের এখন উচিত রওনা দেয়া।”জ্যাসপার ধীরলয়ে পাখিটার দিকে চোখ রেখে বলল, “হ্যাঁ,আলবিরা,ঠিক বলেছো। তুমি যাও।আমি আসছি।”আলবিরা এক মুহূর্ত চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল, তারপর মাথা নাড়ল তারপর ধীরে ধীরে ছাদ থেকে নেমে গেল। জ্যাসপার নরমভাবে পাখিটাকে

উড়িয়ে দিল, আকাশে তাকে তার স্বাধীনতা উপহার দিলো।একটা মৃদু হাসি ফুটে উঠল তার মুখে,দুর্বলতায় ভারী হয়ে থাকা শরীর সত্ত্বেও।সে আরেকবার আকাশের দিকে তাকাল,সেখানে কিছু খুঁজলো। তারপর নিজেও ধীরে ধীরে ছাদ থেকে নেমে এলো।এথিরিয়ন অবশেষে প্রায় পুরোপুরি সুস্থ হয়ে উঠেছে। সে এখন দাঁড়িয়ে

আছে,তার ধুসর নীল চোখজোড়ায় এখনও ক্লান্তির মৃদু ছাপ। আলবিরা আর থারিনিয়াস ওর দিকে এগিয়ে এলো অনেকদিনের এক অনিশ্চয়তার পরে তাদের প্রিয় বন্ধুকে ফিরে পেয়েছে।থারিনিয়াস ওকে শক্ত করে জড়িয়ে ধরলো, আর আলবিরা তার পিঠে এক বন্ধুত্বপূর্ণ চাপড় দিয়ে বলল,"অবশেষে তোকে ফিরে

পেলাম, রিয়ন।” ভেনাসে ওদের মধ্যে যে বন্ধুত্বের সম্পর্ক ছিল, সেটি এই মুহূর্তে আরও গভীরভাবে প্রকাশ পেল।এথিরিয়নের কালো চুলে ছড়িয়ে থাকা হালকা আকাশী লেয়ারগুলো অদ্ভুতভাবে আলো ছড়াচ্ছিলো, ওর ভেতরে জমে থাকা জীবনশক্তির নতুন প্রকাশ। তার বাদামি ঠোঁটজোড়া নিঃশব্দে এক ক্লান্ত কিন্তু তৃপ্তি মাখা হাসি ফুটিয়ে

তুলল।এই দৃশ্যটি তাদের জন্য এক নীরব প্রতিজ্ঞার মতো যে যাই হোক না কেন, তারা একে অপরের পাশে থাকবে—জীবন আর সমস্ত সংকটের মুখোমুখি।জ্যাসপার ল্যাবে পা রাখতেই তার চোখে আনন্দের ঝিলিক খেলে গেল। সামনে এথিরিয়ন দাঁড়িয়ে আছে,অনেকটা সুস্থ।এথিরিয়ন জ্যাসপারকে দেখে মুগ্ধ কণ্ঠে বলল, “জ্যাসু ভাইয়া!”

আর পরম আবেগে ছুটে গিয়ে তাকে জড়িয়ে ধরল।জ্যাসপার আলগোছে পিঠে হাত রেখে শান্ত গলায় জিজ্ঞেস করল, “তুই ঠিক আছিস এখন?”এথিরিয়নের নীল চোখে একচিলতে হাসি ফুটল। “হ্যাঁ ভাইয়া, আমি এখন পুরোপুরি ঠিক আছি। কিন্তু তুমি?আমাকে বাঁচাতে নিজের শক্তি দিয়ে দিলে,তুমি তো দুর্বল হয়ে পড়েছো।”জ্যাসপার ঠোঁটে এক মৃদু

হাসি এনে বলল, “তোর ভাই কি তার ভাইকে মরতে দেবে? তুই ঠিক আছিস, সেটাই তো আমার সবচেয়ে বড় তৃপ্তি।ড্রাকোনিস তোকে এভাবে সুস্থ দেখে কতটা খুশি হবে, ভাবতে পারছিস?”আলবিরার কণ্ঠ শোনা গেল পিছন থেকে, “হ্যাঁ প্রিন্স, কিন্তু আমাদের এখন এখান থেকে রওনা দেওয়া উচিত।”জ্যাসপার একটু গম্ভীর হয়ে মাথা নেড়ে বলল, “ঠিক

বলেছো।জ্যাসপার ড. আর্থারের দিকে তাকিয়ে হাত বাড়িয়ে দিলো হ্যান্ডসেক করে। বিনয়ের সঙ্গে বলল,”আপনাকে ধন্যবাদ, ড. আর্থার।আপনার সাহায্য ছাড়া আমার ভাইকে উদ্ধারের মিশন সফল করা অসম্ভব হতো।”যদিও ড.আর্থার জ্যাসপারের হিপনোটাইজের প্রভাবের অধীনে ছিল,তবু জ্যাসপার তার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে

ভুল করল না। আলবিরা আর এথিরিয়ন নীরবে পাশে দাঁড়িয়ে ছিল, মুহূর্তটির গুরুত্ব অনুভব করছিল। কোনো জবাব না দিয়ে ড.আর্থার স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলেন,মনে হলোতার কৃতকর্মের স্মৃতি আর কোনো অনুভূতিকে ছাপিয়ে গেছে। জ্যাসপার একবার চোখ বুলিয়ে আশেপাশের প্রযুক্তি-সজ্জিত ল্যাবের দিকে তাকাল,তার প্রতিটি কোণ মনে

রাখার চেষ্টা করলো।এরপর সবাই একসঙ্গে ল্যাব ছেড়ে বেরিয়ে পড়ল,এক নতুন অধ্যায়ের দিকে অগ্রসর হতে।রাস্তায় সবাই ধীরে ধীরে হাঁটছিল।ৎতাদের লক্ষ্য ছিল যত দ্রুত সম্ভব এখান থেকে দূরে সরে যাওয়া।এথিরিয়ন ছাড়া বাকিরা ড্রাগন রূপে ফিরে যাওয়ার প্রস্তুতি নিচ্ছিল।আলবিরা থারিনিয়াস একে একে বিশাল ড্রাগনে পরিণত হলো।

তাদের ডানার ছায়া পথের উপর পড়তে শুরু করল।কিন্তু ঠিক তখনই, জ্যাসপার ড্রাগন রূপ ধারণ করার জন্য প্রস্তুত হচ্ছিল, হঠাৎ করেই সে জ্ঞান হারিয়ে মাটিতে লুটিয়ে পড়ল।থারিনিয়াস আর আলবিরা সঙ্গে সঙ্গে মানব রূপে ফিরে এল।এথিরিয়ন দ্রুত দৌড়ে এসে জ্যাসপারকে ধরে রাখল।তার মুখে দুশ্চিন্তার ছাপ স্পষ্ট।“জ্যাসু

ভাইয়া! ওঠো! তুমি কি শুনতে পাচ্ছ?” এথিরিয়নের গলায় ভয় ফুটে উঠল, কিন্তু কোনো সাড়া পাওয়া গেল না।আলবিরা নিচু হয়ে জ্যাসপারের পালস পরীক্ষা করে বলল,”প্রিন্সের অবস্থা ভালো মনে হচ্ছে না।আমরা এখানে আর দেরি করতে পারি না।”থারিনিয়াস গভীর গলায় বলল, “আমি প্রিন্সকে নিয়ে যাই।এথিরিয়ন, তুই আলবিরার পিঠে

ওঠ।আমাদের এখনই উড়ে যেতে হবে।”এথিরিয়ন আর আলবিরা একসঙ্গে জ্যাসপারকে ধরে টেনে তুলল। তার নিথর শরীর ভারী হলেও তারা কোনোভাবেই তাকে মাটিতে পড়ে থাকতে দিতে রাজি নয়। ক্লান্ত হাত দুটো তুলে সাবধানে থারিনিয়াসের গলায় জড়িয়ে দিল এথিরিয়ন।থারিনিয়াস ধীরে ধীরে ড্রাগন রূপে ধারণ করল।বিশাল

ডানা ছড়িয়ে সে শক্ত পায়ে দাঁড়াল। জ্যাসপার তার পিঠে নিস্তেজভাবে পড়ে রইল, একমাত্র থারিনিয়াসের শক্ত ডানা তাকে ভরসায়।আলবিরা দ্রুত নিজেও ড্রাগন রূপ নিল।তার রূপালী রঙের ডানা ঝলমল করে উঠল চাঁদের আলোয়। এথিরিয়ন তার পিঠে উঠে শক্ত করে আঁকড়ে ধরল,কোনোভাবেই পড়ে না যায়।“চল,” থারিনিয়াস গভীর গলায়

বলল।আকাশে একসঙ্গে ডানা মেলে তারা উড়ে উঠল।বাতাসে তাদের ডানার ভারী ঝাপটানি সমুদ্রের তীরে পৌঁছাল।বিশাল নীল সমুদ্রের ওপর দিয়ে তারা ছুটে চলল, সময় তাদের পেছনে ধাওয়া করছে।আলবিরার চোখে চিন্তার ছাপ,এথিরিয়নের মুখে গভীর সংকল্প। আর থারিনিয়াস? সে জ্যাসপারকে তার পিঠে আগলে রেখেছে মনে হচ্ছে নিজের জীবনের

থেকেও মূল্যবান কিছু বহন করছে। আলবিরা আর থারনিয়াস ধপাস করে পাহাড়ের মাটিতে পড়ার পরই তারা তৎপর হয়ে উঠল।নিস্তেজ জ্যাসপারকে হাতে ধরে পাহাড়ের পথে নামালো। ভোরের আলো পাহাড়ের শিখর ছুঁয়ে যাচ্ছিল, পাহাড়ে কম্পনের শব্দেই অ্যকুয়ারা আর ফিওনা বুঝে যায় তারা যে ফিরে এসেছে।অ্যাকুয়ারা তখনই

লিভিং রুমে ছিল,কিন্তু ফিওনা নিজের কক্ষেই।পাহাড়ের ভূমি কাঁপিয়ে আগমন বুঝে অ্যাকুয়ারা দ্রুত বাইরে এলো। জ্যাসপারকে সেই অবস্থায় দেখে তার মুখে দুশ্চিন্তার ছাপ স্পষ্ট হয়ে উঠল। তবে এথিরিয়নকে দেখে তার চোখে এক ঝলক স্বস্তির ছায়া ফুটে উঠল। এথিরিয়ন ততক্ষণে দৌড়ে এসে অ্যাকুয়ারাকে জড়িয়ে ধরেছে। তার

ক্লান্ত চোখ আর ভাঙা কণ্ঠের মধ্যেও ছিল তীব্র আনন্দ সে বুঝতে পেরেছে যে এই দুঃস্বপ্নের পথ পেরিয়ে তারা সবাই নিরাপদে ফিরেছে।সবাই মিলে জ্যাসপারকে গ্লাস হাউজে নিয়ে গেল।ক্লান্ত, আহত জ্যাসপারকে বিছানায় শুইয়ে দেওয়ার সময় সবাই নীরব ছিল। তাদের চোখে উদ্বেগের ছায়া, কিন্তু হৃদয়ে ছিল আশার ক্ষীণ আলো।থারিনিয়াস আর এথিরিয়ন

দেরি করল না।জ্যাসপারকে শুইয়ে দিয়ে দুজন দ্রুত ল্যাবের দিকে রওনা দিল। তাদের লক্ষ্য একটাই—ড্রাকোনিসের সঙ্গে যোগাযোগ করে এই পরিস্থিতির সমাধান খুঁজে বের করা।আলবিরা দৃঢ় কণ্ঠে অ্যাকুয়ারাকে নির্দেশ দিল,"তুমি সেই ভেষজ ওষুধটি তৈরি করতে শুরু করো। তবে আজ এই ওষুধ কাজ করবে কিনা তা জানি না।তবু চেষ্টা

করা দরকার।” অ্যাকুয়ারা মাথা নেড়ে তৎক্ষণাৎ নিজের কাজে লেগে গেল। আলবিরা একটু দাঁড়িয়ে থেকে চারপাশে তাকালো, নিশ্চিত হতে চাইছে আর কিছু বাকি নেই। এরপর সে দ্রুত ফিওনার কক্ষের দিকে রওনা দিল।ফিওনা তখন বিছানায় চুপচাপ শুয়ে ছিল।দরজা খুলে আলবিরা ভেতরে ঢুকতেই তার গম্ভীর কণ্ঠ ভেসে এলো, “এই

মেয়ে,শোনো।”ফিওনা চমকে উঠে বসে জিজ্ঞাসু চোখে তাকাল। আলবিরা এক মুহূর্ত থেমে বলল,”প্রিন্সের কক্ষে যাও।আমি ল্যাবে যাচ্ছি।হাউজে এই মুহূর্তে আর কেউ নেই। উনি কক্ষে একা,আর তার শরীর মোটেও ভালো নেই। ওনার পাশে কেউ থাকা দরকার।”ফিওনার মুখে চিন্তার ছাপ ফুটে উঠল। এক মুহূর্ত অপেক্ষা না

করেই সে বিছানা থেকে উঠে দাঁড়াল।আলবিরা ততক্ষণে কক্ষ থেকে বেরিয়ে ল্যাবের পথে পা বাড়িয়েছে।ফিওনা ধীরে ধীরে পা ফেলতে ফেলতে জ্যাসপারের কক্ষে পৌঁছালো। জ্যাসপারের কক্ষে প্রবেশ করতেই, তার চোখে পড়ল জ্যাসপার বিছানায় শুয়ে অচেতন,কপালে ঘামের বিন্দু।তার শরীর একদম দুর্বল হয়ে পড়েছে। ফিওনার মনটা

ভীষণভাবে চিড়িচিড়ে হয়ে উঠল। সতর্ক পায়ে এগিয়ে এসে ফিওনা ধীরেসুস্থে জ্যাসপারের পাশে বসে। ফিওনা নিঃশব্দে এক দৃষ্টি ফেললো জ্যাসপারের অচেতন মুখের উপর। চাঁদের আলো আর কক্ষের মৃদু ল্যামসিডের হালকা সোনালী আভা মিশে,তার মুখটা আরও মলিন, আরও ক্লান্ত মনে হচ্ছিলো। সেই অচেতন অবস্থায় জ্যাসপারের মুখে

যে এক ধরনের গভীর অবস্থা,মনে হচ্ছে সে পৃথিবী থেকে দূরে চলে গেছে,ফিওনার হৃদয়কে আরও অস্থির করে তুললো।ফিওনার মন আর শরীর এক অদ্ভুত আকর্ষণে আবদ্ধ হয়ে পড়লো। জ্যাসপারের শারীরিক অবস্থা দেখে, তার অচেতন মুখ দেখে,মনে এক অজানা জিজ্ঞাসা জেগে উঠেছিলো। সেই দিনটিই মনে পড়ছিলো, যখন জ্যাসপার অসুস্থ

ছিল, আর তার চুমুতেই সুস্থ হয়ে উঠেছিলো। তখন সে জানতো না কী ঘটেছিলো,কিন্তু আজ সব কিছু স্পষ্ট হয়ে উঠেছিলো।ফিওনা তার হৃদয়ের গভীর অনুভূতির দিকে তাকালো। কোনো অদৃশ্য টান তাকে এই মুহূর্তে একদিকে পরিচালিত করছে। সে জানতো,একমাত্র এই চুমুই সম্ভবত তাকে সুস্থ করে তুলবে, আর কিছু নয়।তার অস্থির হাতে সে ধীরে ধীরে

জ্যাসপারের মুখের কাছে এসে বসলো। চোখে কিছু ছিল, কিছু অনির্দেশিত কিন্তু প্রগাঢ়। তখন, এক নিঃশব্দ শক্তিতে বাঁধা পড়া তার ঠোঁট আস্তে করে জ্যাসপারের ঠোঁটের দিকে এগিয়ে গেলো।এটা ছিল এক মুহূর্তের সিদ্ধান্ত, কোনো সন্দেহ বা দ্বিধা ছাড়া,তার অজান্তেই হৃদয়ের তাগিদে, সে জানতো—এটাই একমাত্র উপায়।ফিওনা জ্যাসপারের

ঠোঁটজোড়ার সাথে নিজের ঠোঁট মেলালে,অতি ক্ষুদ্র এক মুহূর্তের জন্য পৃথিবী থেমে গিয়েছিলো। তার মুখ থেকে নিঃশব্দ একটি শ্বাস প্রশ্বাস বের হলো, আর সেই শ্বাসে কোনো এক অজ্ঞাত শক্তি ছিল।এটি ছিল না এক সাধারণ চুমু—এটা ছিল একটি অদৃশ্য যোগসূত্র, এক অপ্রত্যাশিত সংযোগ যা ফিওনার শরীরের ভেতর থেকে বেরিয়ে এসে জ্যাসপারের

শরীরে প্রবাহিত হচ্ছিল।এটা ছিল এক ধরনের মেলবন্ধন,যা তার কোষের ভিতরে বায়ো-ক্যামিকেল প্রবাহ ছড়িয়ে পড়ছিল।এই শক্তি এক ধরনের জীবনদায়ী তরঙ্গ হয়ে জ্যাসপারের শিরায় প্রবাহিত হতে শুরু করলো।ধীরে ধীরে, জ্যাসপারের চোখের পাতা কাঁপতে শুরু করলো। তার দেহের প্রতিটি কোষ নতুন করে সচল হয়ে উঠছিল,তার শরীরে

শক্তি ফিরছিল। ফিওনা খুব অল্প সময়ের জন্য হলেও অনুভব করলো যে, কিছু অসম্ভবভাবে জাদুকরী ঘটছে, আর তা তার নিজের চুমুর মাধ্যমেই।জ্যাসপার একটু একটু করে চোখ খুললো,তার মুখে এক গভীর অনুভূতি ফুটে উঠলো। জ্যাসপারের চোখের পাতা ধীরে ধীরে সরে গিয়ে তার গভীর অলিভ গ্রিন চোখ দুটো ফিওনার দিকে

তাকালো। সেকেন্ডের মধ্যে,সময় থেমে গেলো, তাদের দৃষ্টি একে অপরের মধ্যে আটকে গেলো। ফিওনার বুকের ভিতর অস্বস্তির সঙ্গে এক অজানা টান উঁকি দিলো।ফিওনা নড়তে চাইল, উঠে যাওয়ার প্রস্তুতি নিলো।তার শরীরের প্রতিটি কোষে উত্তাপ ছড়িয়ে পড়ছে।কিছু একটা হচ্ছিল, যা সে বুঝতে পারছিল না,কিন্তু তা সত্ত্বেও,তার মন

কোনোভাবেই থামছিল না। জ্যাসপারের চোখে ধীরে ধীরে একটি অন্ধকার টান ফুটে উঠলো। তার হাত ফিওনার চুলের মুঠি আঁকড়ে ধরে তাকে তার কাছে আরও কাছে টেনে আনলো।তার কানের কাছে আবেশী কণ্ঠে জ্যাসপার বললো,"হামিংবার্ড...আরো বায়ো ক্যামিকেল লাগবে।"এরপর, তার ঠোঁট ফিওনার ঠোঁটে আছড়ে

পড়লো।প্রথমে খুব ধীরে,একধরনের অপ্রত্যাশিত কোমলতা নিয়ে,তারপর এক মুহূর্তের মধ্যে চুম্বনটা গভীর হয়ে উঠলো।ফিওনার শ্বাস আটকে গেলো,তার শরীরের সমস্ত শক্তি এক জায়গায় জমে গিয়েছিল, আর তার মধ্যে এক অদ্ভুত শিহরণ ছড়িয়ে পড়ছিল।সারা দুনিয়া কেমন থেমে গিয়েছিল,আর শুধুমাত্র এই চুমু, এই স্পর্শ, এই টান একমাত্র সত্য হয়ে

উঠলো।জ্যাসপারের এক হাত ফিওনার কোমর থেকে তার পিঠ পর্যন্ত বিচরন করে যাচ্ছে। প্রতিটি মুহূর্তে তার স্পর্শ আরও গভীর আরও তীব্র হয়ে উঠলো।ফিওনার শরীর শিহরণে কাঁপছিল,তার সমস্ত অনুভূতি একসঙ্গে জাগ্রত হয়ে উঠলো।জ্যাসপার তার চুল আরও শক্ত করে মুঠোচাপ দিলো,তাকে আরো কাছে টানতে চায়, আর

ফিওনার ঠোঁটের মধ্যে এক তীব্র চুম্বন রেখে নিজের সব কিছু উজাড় করে দেয়।জ্যাসপার তার ঠোঁটগুলো ফিওনার ঠোঁটে আরো গভীরভাবে স্থির করেধীরে ধীরে নিজের ঠোঁটের গহ্বরে ফিওনার জিভকে টেনে নিলো।তাদের শ্বাস একে অপরের মধ্যে মিশে গেলো,তার জিভ ধীরে ধীরে ফিওনার জিভের সাথে মিলে, এক অদ্ভুত অনুভূতিতে ভরিয়ে দিলো

তাদের দুজনকে। তাদের ঠোঁট আর জিভ একে অপরকে শুষে নিতে লাগলো। ফিওনার শরীর থেকে এক অস্বাভাবিক উত্তাপ বেরিয়ে আসলো, তার শ্বাস দ্রুত হতে লাগলো, তার চোখ বন্ধ হয়ে গেলো।জ্যাসপার আরো গভীরভাবে তার ঠোঁটগুলো ফিওনার ঠোঁটে শোষণ করতে শুরু করলো।জ্যাসপারের তীব্র আবেগ আর নিয়ন্ত্রণে ছিল না।আকর্ষণ আর

আবেগের এক গভীর ঢেউয়ে ভেসে গিয়ে জোরে কামড়ে ধরল ফিওনার নিচের ঠোট।ব্যাথায় ফিওনার শ্বাস ভারী হয়ে উঠল। ফিওনার ঠোঁটের উপর তার স্পর্শ আগুনের মতো,প্রতিটি কামড়ে এক নতুন উত্তাপ ছড়াচ্ছিল।জ্যাসপার, যে কখনও এতটা উন্মুক্ত হয়নি,আজ ফিওনার প্রতি এক অবিরাম আকর্ষণে আটকে গেছে।অ্যাকুয়ারা

ধীরে ধীরে করিডোর দিয়ে হেঁটে, জ্যাসপারের কক্ষের সামনে আসলো, দরজাটা স্লাইডিং হয়ে খুলে যেতেই ভেতরের দৃশ্য দেখে অ্যকুয়ারার চোখ মুহূর্তে বিস্ময়ে বড় হয়ে গেল। তার দৃষ্টিতে স্পষ্ট ফুটে উঠলো জ্যাসপার আর ফিওনার এই গভীর মুহূর্ত, যা তার জন্য কল্পনাতীত ছিল। সে কিছুক্ষণ স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে রইলো, মনে হচ্ছিল তার চারপাশের

পৃথিবী থেমে গেছে।তবে নিজের চেতনা ফিরে পেতে বেশি সময় লাগেনি।অ্যাকুয়ারা জানে যদি এই দৃশ্য কেউ দেখে ফেলে, বিশেষত আলবিরা, তবে তা ফিওনার জন্য বিপজ্জনক হতে পারে। তার মন ছটফট করতে লাগলো, কিন্তু কী করবে তা বুঝে উঠতে পারছিল না। কক্ষে প্রবেশ করার সাহস তার হলো না—এই দৃশ্যের মাঝে নিজের

উপস্থিতি প্রকাশ করলে হয়তো পরিস্থিতি আরও খারাপ হতে পারে। অ্যকুয়ারা ধীরে ধীরে দরজার পাশে ঠাঁয় দাঁড়িয়ে রইলো,পাহারায় নিযুক্ত এক নিঃশব্দ প্রহরীর মতঝ।তার হাত ঘামছিল, আর হৃদস্পন্দন দ্রুত হচ্ছিল। মাথায় শুধু একটা চিন্তা ঘুরছিল—আলবিরা আর থারিনিয়াস যেন এই মুহূর্তে এখানে না আসে।

.

.

.

.

ফিওনার মনে ঝড় বইছিল। জ্যাসপারের আচরণে যে উন্মাদনা,তা আগুনের মতো ছড়িয়ে পড়ছিল তাদের মধ্যে। জ্যাসপারের এমন উগ্র আচরন ফিওনার কাছে এখন অসহনীয় লাগছিল।“ছাড়ুন আমাকে!” ফিসফিস করে বলে উঠল

ফিওনা,কিন্তু জ্যাসপারের চোখে অন্য এক পৃথিবীর প্রতিফলন। তার সবুজ চোখ দুটি আগুনের মতো জ্বলছিল, আর তার মুখে কোনো ভ্রুক্ষেপের ছাপ ছিল না।“কিপ সাইলেন্ট হামিংবার্ড”! গম্ভীর অথচ রুদ্ধস্বরে বলে উঠল জ্যাসপার। তার কণ্ঠে এমন এক আধিপত্যের সুর ছিল যা ফিওনাকে মুহূর্তের জন্য স্তব্ধ করে দিল।ফিওনা পুনরায় নিজেকে

ছাড়াতে চাইল,কিন্তু জ্যাসপারের হাতের শক্তি ছিল অবিশ্বাস্য। সে তার হাত দুটি শক্ত করে বিছানায় চেপে ধরেছিল, ফিওনার সমস্ত প্রতিরোধ তার কাছে তুচ্ছ। ফিওনার হৃদয় দ্রুত ছুটছিলো।“তুমি যা ভাবছ, আমি তা করতে যাচ্ছি না,” জ্যাসপার চাপা কণ্ঠে বলে উঠল। “কিন্তু আমার ভেতর এমন কিছু চলছে যা আমি নিয়ন্ত্রণ করতে

পারছি না।ফিওনা বিভ্রান্ত আর আতঙ্কিত। জ্যাসপারের আচরণ মুহূর্তে বদলে গিয়েছে—এক উদ্ভ্রান্ত উন্মাদনার স্রোত তাকে গ্রাস করেছে।সে ফিওনার গলায় গভীরভাবে চুম্বন করছিল, তার উষ্ণ নিশ্বাস ফিওনার ত্বকে শিহরণ জাগাচ্ছিল।সেই শিহরণে যেমন আকর্ষণ ছিল,তেমনই ছিল ভয়। ফিওনার ঠোঁটজোড়ার পরে এবার

তার গলার নরম ত্বকে জ্যাসপারের ঠোঁটের স্পর্শ আরও গভীর হয়ে উঠলো।ফিওনার ফ্রকের প্রান্ত হাঁটু পর্যন্ত নেমে ছিল,যা জ্যাসপারের আকাঙ্ক্ষাকে আরও বেপরোয়া করে তুলল।এক হাতে ফিওনার দু'হাত শক্ত করে বিছানায় চেপে ধরে রেখেছিল, আরেক হাত ধীরে ধীরে ফিওনার পায়ের থাইয়ের দিকে নিয়ে গেল, যেখানে তার স্পর্শ ফিওনার

শরীরে উত্তেজনার তরঙ্গ সৃষ্টি করল। তার আঙুলগুলো আলতো করে সেখানে আঁচড় কাটতে লাগলো,এক অদ্ভুত অনুভূতিতে ফিওনার শরীর দুলে উঠলো।সেই হাতের সঞ্চরণ ছিল কোমল, তবে ক্রমেই তা বদলে গেল অন্যরকম স্পর্শে। তার ধাড়ালো নখ থাইয়ের উপর দিয়ে বয়ে গেল।ফিওনা নিজেকে ছাড়ানোর জন্য ছটফট করছিল, কিন্তু

জ্যাসপারের উন্মত্ত শক্তির কাছে তা বৃথা।ফিওনার শ্বাস ক্রমেই দ্রুত হয়ে উঠছিল,তার প্রতিটি স্নায়ু জ্বলন্ত আগুনে মোড়ানোর মতো।জ্যাসপার তার দিকে ঝুঁকে এসে ধীরে ধীরে ফিওনার জামার হাতাটি কাঁধ থেকে নামিয়ে দিলো। ফিওনার বুকের কিছু অংশ উন্মুক্ত হয়ে পড়ল, যা চাঁদের আলোয় হালকা ঝলমল করে উঠল। ফিওনার মন স্নায়ুতে ভর করেছিল

এক গভীর অস্বস্তি।জ্যাসপার তার গলায় ঠোঁটের স্পর্শ রেখে লেহন করতে শুরু করলো। তার উষ্ণ স্পর্শ ফিওনার শরীরকে শিথিল করে দিলেও তার ভেতরের দ্বন্দ্ব তাকে আরও অস্থির করে তুলছিল। ফিওনার আঙুলগুলো চাদরের কিনারা খামচে ধরল, তার চারপাশের এই অস্থিরতাকে দমন করার জন্য শেষ আশ্রয় খুঁজছিল।

জ্যাসপার আরও এগিয়ে এল তার ঠোঁটের গভীর চুম্বন ফিওনার বুকের উন্মুক্ত জায়গায় অনুভূত হলো, সেই মুহূর্তে ফিওনা বুঝতে পারল,তার শ্বাস-প্রশ্বাসে এক ভিন্ন রকম অস্থিরতা এসে ভর করেছে। জ্যাসপার তার পিঠের ফ্রকে ভেদ করে কাপড় সরিয়ে পিঠে হাত ঢুকিয়ে দিলো।তার হাতের উষ্ণ স্পর্শে ফিওনার সমস্ত শরীর ভেঙে

পড়ছিল, কিন্তু মনের ভেতর এক অদ্ভুত শক্তি তার সঙ্গে লড়াই চালিয়ে যাচ্ছিল।ফিওনার চোখে জল জমতে শুরু করল।তার ভেতরের সমস্ত অনুভূতি জট পাকিয়ে যাচ্ছে—প্রতিরোধের চেষ্টা,অসহায়তা,আর সেই রহস্যময় আকর্ষণের তীব্রতা যা তাকে থমকে দিয়েছে।জ্যাসপার ধীরে ধীরে নিজের শার্টের বোতাম খুলতে লাগল,তার চোখে আগুনের

মতো একটি কামুক দৃষ্টি ঝলসে উঠল। তার তীক্ষ্ণ দৃষ্টি ফিওনার মুখ থেকে ধীরে ধীরে তার উন্মুক্ত গলার দিকে নামতে থাকল, প্রতিটি মুহূর্তে তাকে আরও গভীরভাবে গ্রাস করার ইঙ্গিত দিচ্ছে।ফিওনা ভয়ে আর দ্বিধায় কুঁকড়ে গেল। সে জানে, সামনে কী আসতে চলেছে, কিন্তু তার মস্তিষ্ক আর শরীর তাকে একযোগে প্রতিহত করতে পারছে

না। জ্যাসপার পুরোপুরি শার্ট খুলে ফেলে যখন তাকে সরাসরি দেখল, তার চেহারায় এক অসীম আত্মবিশ্বাসের ছাপ ফুটে উঠল। ফিওনার গলা শুকিয়ে গেল।জ্যাসপার তার দীর্ঘ,মসৃণ আঙুল ফিওনার কপালে আলতোভাবে রাখল।সেই আঙুল ধীরে ধীরে নেমে এলো তার নাকের ওপর,ফিওনার ত্বকের প্রতিটি কাঁপনকে নিজের দখলে নিলো।

তারপর তার আঙুল থামল ফিওনার নরম ঠোঁটের কিনারায়।এক মুহূর্তের জন্য তার দৃষ্টি ফিওনার চোখে আটকে রইল,সে তার ভাবনার গভীরতম কোণ পর্যন্ত দেখতে চাইছে। তারপর,কোনো তাড়াহুড়ো ছাড়াই,তার আঙুলটি ঠোঁটের উপর স্লাইড করতে শুরু করল প্রতিটি স্পর্শে ফিওনার অচেনা অনুভূতিগুলোকে আরও জাগিয়ে

তুলছে।জ্যাসপারের শরীরের প্রতিটি কোষ আগুনে জ্বলে উঠছে।দীর্ঘ ২৮ বছর ধরে তার শরীরে আটকে থাকা সমস্ত আবেগ,কামনা আর আকাঙ্ক্ষা আজ যেন বাঁধ ভেঙে বেরিয়ে আসছে।তার হৃদস্পন্দন দ্রুত হয়ে উঠেছে,আর প্রতিটি শ্বাস তার উত্তেজনার মাত্রা বাড়িয়ে তুলছে। টেস্টোস্টেরন হরমোনের প্রভাবে তার র*ক্ত আরও উত্তপ্ত হয়ে

উঠেছে। তার চোখে এক প্রচণ্ড কামনার ঝলক ফুটে উঠেছে,যা নিয়ন্ত্রণহীন হয়ে তাকে ফিওনার দিকে টানছে। জ্যাসপার বুঝতে পারছে না,এই অনুভূতি তার জন্য নতুন—এক অভিজ্ঞতা যা এতদিন তার জন্য নিষিদ্ধ ছিলফিওনার উপস্থিতি, তার কোমলতা,তার নীরব প্রতিরোধ—সবকিছুই জ্যাসপারের ভিতরে জমে থাকা সমস্ত ইচ্ছার

বিস্ফোরণ ঘটাচ্ছে। দীর্ঘকাল ধরে জমে থাকা সেই শারীরিক তৃষ্ণা আজ মুক্তি চাইছে,আর তার সমস্ত মনোসংযোগ এখন শুধুই ফিওনার দিকে।গ্লাস হাউজের বাইরে আলবিরা,থারিনিয়াস, আর এথিরিয়নের কণ্ঠস্বর শোনা যাচ্ছিল। তাদের তীব্র তর্কের সুর আর অ্যাকুয়ারার চাপা কণ্ঠ ফিওনার কানে পৌঁছায়। “প্রিন্স সুস্থ হয়ে গেছে আর

এই মুহূর্তে তার কক্ষে কাউকে প্রবেশ করতে নিষেধ করেছেন।” অ্যাকুয়ারা জোর জোরে বললো। ফিওনা আতঙ্কে জ্যাসপারকে ঝাঁকাতে শুরু করল,কাঁপা গলায় বলল, “ওরা চলে এসেছে... ছাড়ুন আমাকে!”জ্যাসপারের চোখে হঠাৎ বোধোদয় হল। তার মনে হলো এক গভীর ঘুম থেকে জেগে উঠেছে। জ্যাসপার নিজের অবস্থার উপলব্ধি

হতেই সে দ্রুত ফিওনার ওপর থেকে সরে যায়। ফিওনা বিছানা থেকে নেমে একপাশে সরে দাঁড়ায়। জ্যাসপার তাড়াহুড়ো করে নিজের শার্টটা গায়ে জড়ায়।তার মনের ভেতর এক অস্বস্তির ঢেউ উঠতে থাকে। এক মুহূর্ত আগে সে কী করতে যাচ্ছিল,সেটা মনে করেই তার চোখে অপরাধবোধের ছাপ ফুটে ওঠে।

ফিওনা নিজের এলোমেলো চুল ঠিক করতে করতে জামার ভাঁজগুলো টেনে সোজা করে। তার হৃদপিণ্ড দ্রুত বেজে চলেছে সে বুঝতে পারছে, এই মুহূর্তটা কতটা অস্বাভাবিক আর বিপজ্জনক ছিল।

জ্যাসপার এক কোনে দাঁড়িয়ে ফিওনার দিকে তাকাল।তার ভেতরে তীব্র অপরাধবোধ মিশে গেল সেই আগ্রাসী কামনার স্মৃতির সঙ্গে।“আম

সরি,” সে নিচু গলায় ফিসফিস করল। তার কণ্ঠে লজ্জা আর নিজের প্রতি রাগের মিশ্রণ ছিল।

ফিওনা কিছু না বলে নিজের জায়গায় স্থির দাঁড়িয়ে রইল। দুজনের মধ্যকার নীরবতা গ্লাস হাউজের নিস্তব্ধতাকে আরও ভারী করে তুলল।

অ্যকুয়ারার কথায় থারিনিয়াস, আলবিরা আর এথিরিয়ন লিভিং

রুমে চলে গিয়েছিল।সব কিছু স্তব্ধ হয়ে গেছে।ফিওনা বুঝতে পারল, সবাই চলে গেছে। দ্রুত পা বাড়িয়ে সে জ্যাসপারের কক্ষ থেকে বের হয়ে গেল। করিডোরে প্রবেশ করার সময়, চোখে পড়লো অ্যকুয়ারা। তাদের এক মুহূর্তের চুপচাপ সাক্ষাৎ।

অ্যকুয়ারার দৃষ্টি ফিওনার শরীরের ক্ষতগুলোতে আটকে গেল— ঠোঁট,

গলা, বুকে ক্ষতচিহ্নের গভীরতা স্পষ্ট হয়ে উঠল। তার মনে এক অদ্ভুত চিন্তা চলে এলো, “এটা যদি কেউ দেখে ফেলে?” সে মুহূর্তে কিছু বললো না,শুধুই চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল।ফিওনা নিঃশব্দে নিজের কক্ষের দিকে চলে গেল,মনে হলো কিছুই ঘটেনি। তার মুখের উপর, একটি নিরব আত্মবিশ্বাস,কিন্তু গভীর ভিতরে তার মনে এক অস্বস্তি ছিল।

অন্যদিকে,জ্যাসপার বিছানায় বসে ছিল। তার মাথা নিচু,চোখে অস্থিরতার ছাপ। অদ্ভুত এক ধ্বংসাত্মক চিন্তা তার মনকে গ্রাস করছিল—ফিওনার দিকে তাকিয়ে, সে জানতো,তার ভিতরে যে ভালোবাসা উথলে উঠছে, তা একদম অপরিচিত, অজানা। কিন্তু একইসাথে,সে জানতো, ফিওনা জানে না তার এই অনুভূতির কথা।

আরো ভয়াবহ ছিল,সে বুঝতেও পারছিল না, ফিওনা তাকে ভালোবাসে কি না।

তার মধ্যে এক প্রচণ্ড দ্বন্দ্ব শুরু হয়ে গেল। কি করা উচিত ছিল? ফিওনার সঙ্গে যা করলো, সেটা কি ফিওনা আদো মানতে পারবে? তার মনের গভীরে, এক গভীর দ্বিধা তাকে তাড়া করছিল, যা জ্যাসপারকে শঙ্কিত করে তুলেছিল। তার মনে গুঞ্জন

হচ্ছিল।“আমি ফিওনাকে যে ভালোবাসি, এটা তো আর ফিওনা জানেনা?সে কি আমাকে ভুল বুঝবে?”

জ্যাসপারের চোখে এক ধরনের অক্ষমতা ফুটে উঠেছিল—এমন এক অন্ধকার যেখান থেকে মুক্তি পাওয়া সম্ভব নয়।

ফিওনাকে ভালোবাসার কথা জানানোর আগেই, এক বিপথগামী

মুহূর্তে, তার মধ্যে উথলে ওঠা এক অপ্রতিরোধ্য আকাঙ্ক্ষা জ্যাসপারকে এমন একটি পথ বেছে নিতে বাধ্য করেছিল, যেখান থেকে ফিরে আসা কঠিন ছিল। ফিওনার সঙ্গে যা ঘটেছে, তা ছিল স্রেফ এক স্বপ্নের মতো—অবচেতনে এক অবর্ণনীয় অনুভূতির তাড়নায়,যা তার মাথাকে বেধে ফেলেছিল। কিন্তু যখন সেসব মুহূর্তের স্মৃতি একে একে তার

মননে ভেসে উঠল, তার হৃদয়ে একটি অসহ্য ভার অনুভূত হলো।“কী করেছি আমি?”—মাথায় এই প্রশ্নটাই শুধু ঘুরছিল।

জ্যাসপার জানতো, সে ফিওনাকে খুব ভালোবাসে—অথচ, তা জানাতে আগে এতটা এগিয়ে যাওয়ার কোনো মানে ছিল না।এখন, যখন সে নিজেই নিজের সাথে লড়াই করছে, এক অদ্ভুত অনুতাপ অনুভব করছে

তার মনে হচ্ছে সে ফিওনাকে এক অজানা ভয়ঙ্কর পরিস্থিতিতে ঠেলে দিয়েছে।

“আমি কি তাকে ক্ষতিগ্র*স্ত করেছি?”—এই চিন্তা তার মনকে ভেঙে ফেলছিল। ফিওনার প্রতি তার অনুভূতি সঠিক সময়ে প্রকাশ না করতে পারার দুর্বিষহ বোধ, তাকে ঘিরে ধরে ছিল।

ফিওনার সাথে এক মুহূর্তের তীব্র রোমান্স তার জন্য অভিশাপ হয়ে দাঁড়িয়েছিল—তখনও সে জানতো না,ফিওনা কি তার অনুভূতি বুঝতে পেরেছে, বা কখনও তাকে অনুভব করতে পারবে।

মুহুর্তেই জ্যাসপার তার চিন্তাগুলি একপাশে ঠেলে দিয়ে, একদিকে মাথা ঝাঁকিয়ে দ্রুত ল্যাবের দিকে এগিয়ে যায়। ড্রাকোনিসের সাথে

তার আলোচনার জন্য মনস্থির করেছিল। বুকে অদ্ভুত চাপ অনুভব করলেও,তার কাজে মনোযোগ দিতে হবে।ল্যাবের অভ্যন্তরে প্রবেশ করে,সে স্ক্রিনে ড্রাকোনিসের চেহারা দেখতে পায়।ড্রাকোনিসের চোখের মধ্যে এক ধরণের গর্বের ঝিলিক ছিল—অথচ,জ্যাসপার জানতো,তার জন্য এখনও অনেক কিছু প্রমাণ করা বাকি।কিন্তু এখন,সেই অল্প

সময়ের জন্য,তাকে অনুমতি দেওয়া হলো প্রশংসা শোনার।

“অভিনন্দন, মাই সান!”—ড্রাকোনিসের গম্ভীর,কিন্তু মধুর কণ্ঠস্বর স্ক্রিনে প্রতিধ্বনিত হলো। ৎ”তুমি তোমার প্রথম মিশন সাকসেস করেছো।আমার যে কী আনন্দ হয়েছে! আমার এথিরিয়ন ফিরে এসেছে, ওকে দেখে আমার শান্তি হচ্ছে।আর তুমি ওকে নিজের

শক্তি দিয়ে বাঁচিয়েছো। এটাতে আমি তোমার প্রতি গর্বিত।

কিয়ৎক্ষন বাদেই ড্রাকোনিসের চোখে গভীর চিন্তা ঝলকাচ্ছিল, তার কণ্ঠে সেই অভিজ্ঞতা আর দায়িত্বের গাম্ভীর্য। “জ্যাসপার, এখন কিন্তু আমাদের সবচেয়ে বড় মিশনে নামতে হবে। আর যদি তুমি সেই মিশন সফল না করতে পারো

তাহলে আমাদের পুরো ভেনাস হুমকির মুখে পড়বে।”

জ্যাসপার কিছু না বলে শুধু মাথা নীচু করে শুনে গেল।সে জানতো, তার সামনে এখন খুবই কঠিন সময়।তবে ড্রাকোনিসের প্রতি তার অনুগততা আর বিশ্বাস তাকে দৃঢ় রাখছিল।

“ড্রাকোনিস আমাদের ভেনাসের পরিস্থিতি সমন্ধে জানান, ওখানের

এখন কি অবস্থা?”—জ্যাসপারের প্রশ্ন ছিল একান্ত ব্যক্তিগত, তবে গভীরভাবে ভাবনার দিকে ঝুঁকেছিল।“এখানের অবস্থা ক্রমশ খারাপ হচ্ছে,”—ড্রাকোনিস তার কণ্ঠে হতাশা লুকিয়ে রেখে বলল। “আমি শুধু এতদিন এথিরিয়নের মুক্ত হওয়ার অপেক্ষায় ছিলাম।এখন তুমি তোমার দ্বিতীয় মিশন শুরু করো।”

জ্যাসপার কিছু সময় চুপ করে থেকে তার আকাশচুম্বী শ্বাস ফেলল,তারপর তার কণ্ঠে আরও গভীরতা নিয়ে বলল, “জি ড্রাকোনিস।”

“তবে মাথায় রেখো,”—ড্রাকোনিস জ্যাসপারকে সতর্ক করে বলল, “এই মিশনের জন্য তোমার পৃথিবীর একজন সায়েন্টিস্ট লাগবে। তুমি যে অবস্থায় আছো, সেখানে তাকে ছাড়া আমাদের কাজ কঠিন হয়ে যাবে।”

ল্যাবের আলাপচারিতা শেষ করে,জ্যাসপার ল্যাব থেকে দ্রুত বেরিয়ে গ্লাস হাউজে ফিরে আসে। লিভিং রুমে প্রবেশ করতেই দেখলো থারিনিয়াস,আলবিরা,আর এথিরিয়ন সবাই সেখানে অপেক্ষা করছিল। আলোচনার প্রয়োজনীয়তা আর দৃশ্যমান সংকটের কারণে,সবাই বুঝতে পারছিল যে সময় খুব কম।“থারিনিয়াস,”—জ্যাসপার গভীর

কণ্ঠে শুরু করল,”আমাদের দ্বিতীয় মিশন শুরু করার সময় এসে গেছে। ভেনাসের জলবায়ু আর প্রকৃতি এখন হুমকির মুখে,আর এসব কিছু আমাদের পৃথিবী থেকে সংগ্রহ করে নিয়ে যেতে হবে।”

থারিনিয়াস ঠাণ্ডা মাথায় উত্তর দিলো,”এটা তো সহজ কাজ, প্রিন্স।”

“না,থারিনিয়াস।” জ্যাসপার তীব্র গম্ভীরতায় তার চোখে এক আলাদা দৃষ্টিভঙ্গি ফুটিয়ে তুলল। “এটাই সবচেয়ে কঠিন কাজ।আমাদের সামনে যে বিপদগুলো আসবে,সেগুলো আমাদের চিন্তার বাইরে। আমরা তো জানি না কোন কোন বিপদ লুকিয়ে রয়েছে,আর সেগুলোকে কীভাবে মোকাবেলা করতে হবে।”

এথিরিয়ন মাথা নিচু করে কিছুটা ভাবল,তারপর একটু দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হয়ে বলল,”তাহলে,জ্যাসু ভাইয়া,আমরা এখন কীভাবে কী করব?”

জ্যাসপার কিছুক্ষণ চুপ থেকে এক মুহূর্তে সোজা হয়ে বসে বলল,”আমাদের মিশনের জন্য,পৃথিবীর একজন সায়েন্টিস্ট লাগবে।তাকে ছাড়া আমরা আমাদের মিশন সফল করতে পারব না।”

আলবিরা মাথা নেড়ে বলল,”তাহলে প্রিন্স,ডঃ আর্থারকে কাজে লাগালে কেমন হয়।”

জ্যাসপার তার চোখ বন্ধ করে কিছুটা চিন্তা করল,তারপর এক মুহূর্তে মাথা তুলল। “হ্যাঁ,কাল ওনার সাথে কথা বলবো।”তারপর সে থারিনিয়াস আর এথিরিয়নের দিকে তাকিয়ে বলল,”আমাদের অবশ্যই প্রস্তুত থাকতে হবে।পৃথিবীর

সবচেয়ে বিশিষ্ট সায়েন্টিস্টের সাহায্য ছাড়া আমরা এই মিশন সফল করতে পারব না।”

আলবিরা কিছুটা নীরব থেকে বলল, “ডঃ আর্থার কী আমাদের সঙ্গে যোগ দেবেন,প্রিন্স? তাঁর সহায়তা কীভাবে নিশ্চিত করব?”

জ্যাসপার এক শ্বাসে উত্তর দিল,”ভুলে গেলে? সে আমার হিপনোটাইজের স্বীকার, ভেনাসকে

রক্ষা করতে আমি সবকিছু করতে প্রস্তুত।”

তারা সবাই মাথা নেড়ে সম্মতি জানায়,আর জ্যাসপার আবার একবার জানিয়ে দেয়,”কাল থেকেই আমাদের দ্বিতীয় মিলনের পরিকল্পনা শুরু করতে হবে।”

লিভিং রুমের মিটিং শেষ হওয়ার পর সবাই যার যার কক্ষে চলে গেল।

অ্যকুয়ারা এক মুহূর্ত সময় নষ্ট না করে রাতে ফিওনার কক্ষে হাজির হলো। ফিওনা তখন বই পড়ছিল। অ্যকুয়ারা কিছুক্ষণ আলাপ করল হালকা স্বরে। তারপর একটা ওষুধের টিউব বিশেষ ধরনের মলম,ফিওনার হাতে ধরিয়ে দিয়ে বলল,“এটা লাগিয়ে ঘুমিয়ে পড়ো। কাল সকালে দেখবে দাগগুলো পুরোপুরি চলে যাবে।”

ফিওনা অবাক হয়ে অ্যকুয়ারার দিকে তাকাল।কিন্তু অ্যকুয়ারা আর কোনো কথা বলার সুযোগ না দিয়ে দ্রুত কক্ষ থেকে বেরিয়ে গেল।

ফিওনা মলমটা হাতে নিয়ে বসে রইল,কপালে ভাঁজ পড়ল তার। “কোথায় লাগাবো এটা? আর কেনই বা অ্যকুয়ারা আমাকে এই মলম দিয়ে গেলো?”

অনিশ্চিত ভঙ্গিতে ফিওনা মলমটা বেডসাইড টেবিলে রেখে দিল। কিছুক্ষণ ভাবল, কিন্তু ক্লান্তি তাকে তাড়িয়ে নিয়ে গেল। মলমটা অব্যবহৃত রেখে সে ধীরে ধীরে ঘুমিয়ে পড়ল।মধ্যরাতের নিস্তব্ধতায় ফিওনার কক্ষের স্লাইডিং দরজাটি ধীরে ধীরে খুলে গেল।বাইরের প্রাকৃতিক আলো কাঁচের দেয়ালের মধ্য দিয়ে ঘরের প্রতিটি কোণে

ছড়িয়ে পড়েছিল। চাঁদের রূপালি আভা আর তারার মৃদু ঝিকিমিকি আলোক ছটায় ঘরজুড়ে এক স্বপ্নময় পরিবেশ তৈরি করেছিল।

ঘরের এই স্নিগ্ধ নীরবতা ভেঙে প্রবেশ করল একটি ছায়ামূর্তি—নিঃশব্দে হাওয়ার সাথেই মিলেমিশে। জ্যাসপার। তার তীক্ষ্ণ দৃষ্টি কক্ষের মাঝখানে শুয়ে থাকা ফিওনার দিকে নিবদ্ধ ছিল। ফিওনা গভীর ঘুমে

মগ্ন,তার শ্বাস-প্রশ্বাসের মৃদু ওঠানামা ঘরের শান্ত পরিবেশকে আরও মোহনীয় করে তুলেছিল।

জ্যাসপার ধীরে ধীরে ফিওনার বিছানার কাছে এসে দাঁড়াল। কাঁচের দেয়ালের বাইরে থেকে আসা আলো ফিওনার মুখে পড়ে তার কোমল সৌন্দর্যকে আরও মায়াময় করে তুলেছিল। তার এলোমেলো চুলগুলো বালিশের চারপাশে ছড়িয়ে

পড়েছিল,কোনো শিল্পীর হাতে আঁকা নিখুঁত এক চিত্র।জ্যাসপার বিছানায় ফিওনার সামনে বসে,নিচু হয়ে ফিওনার দিকে ঝুঁকল।তার চোখে এক গভীর দৃষ্টি। এই এক মুহূর্তেই সে পৃথিবীর সমস্ত সৌন্দর্য আবিষ্কার করেছে। ফিসফিস করে সে বলল,শব্দগুলো তার নিজের কাছেই উদ্দেশ্যহীনৎ“হামিংবার্ড!তুমি...এতটা কোমল...এতটা নাজুক।মনে হয় এই

বিশ্বের সৃষ্টির বাইরের কিছু।অথচ তুমি এখন আমার কাছে,আমার পাশে।”

তার কথাগুলো মৃদু বাতাসের মতো ফিওনার মুখে এসে পড়ছিল। ঘরের কাচের দেয়ালের বাইরে রাতের আলোকচ্ছটা ফিওনার ঘুমন্ত মুখে এক অপার্থিব আভা তৈরি করছিল।

জ্যাসপারের হৃদয়ের গভীরে এক অজানা টানাপোড়েন শুরু হলো।সে

জানে,তার উপস্থিতি ফিওনার জন্য এক শীতল, অচেনা অন্ধকার।কিন্তু তার আকর্ষণ এতটাই প্রবল ছিল যে সে নিজেকে থামাতে পারছিল না। তার দীর্ঘ আঙুলগুলো বিছানার কিনারায় গুটিয়ে ছিল।জ্যাসপারের চোখ হঠাৎ পড়লো বেডসাইড টেবিলের উপর রাখা মলমটায়। কিছুক্ষণ চুপচাপ তাকিয়ে থাকার পর সে মলমটা হাতে তুলে নিলো।

পাশের ল্যাম্পসিডের আলো জ্বালিয়ে ঘরের আবছা অন্ধকার দূর করলো। আলো ছড়িয়ে পড়তেই ঘরটা হালকা উজ্জ্বল হয়ে উঠল,আর সেই আলোয় ফিওনার মুখটা আরও কোমল আর সুন্দর লাগছিল।

জ্যাসপার গভীরভাবে ফিওনার দিকে তাকিয়ে থাকলো। ফিওনা তখন গভীর ঘুমে ডুবে ছিল,এমন ঘুম,যেখানে দুনিয়ার কোনো শব্দই

তাকে ছুঁতে পারে না।ল্যাম্পসিডের আলোয় জ্যাসপার এবার তার চোখ সরালো ফিওনার শরীরের দিকে। তার চোখ গিয়ে আটকালো সেই চিহ্নগুলোতে—ফিওনার

ঠোঁট,গলা,বুকের ওপর আর কাঁধজুড়ে স্পষ্ট দাগ।জ্যাসপারের নিঃশ্বাস ভারী হয়ে এল।তার হাতের মলমটা হালকা কাঁপছিল।প্রতিটি ক্ষত তাকে তার ভুলের দিকে নির্দেশ

করছিল,প্রতিটি দাগ তার অপরাধবোধকে আরও তীক্ষ্ণ করছিল। সে বোঝে,এই ক্ষতগুলো শুধু ফিওনার শরীর নয়,তার নিজের অন্তরেও গভীর চিহ্ন রেখে গেছে।

জ্যাসপার ধীরে ধীরে ফিওনার দিকে ঝুঁকল।তার আঙুল মলমের ঢাকনায় স্পর্শ করলো,কিন্তু সে থেমে গেল। তার ঠোঁটের কোণে এক অদ্ভুত বিষণ্ণতা ফুটে উঠল। “তোমার প্রতি

আমার এতো অধিকার আছে?” ফিসফিস করে নিজেকেই প্রশ্ন করলো সে।

জ্যাসপার বাঁকা হাসি হাসলো,তার চোখে এক রহস্যময় আলো। ল্যাম্পসিডের সোনালী আলো তার মুখের দিক থেকে এক অদ্ভুত আবেশ ছড়াচ্ছিল, ফিওনা গভীর ঘুমে ডুবে থাকলেও,জ্যাসপার তার প্রতি এক অদম্য অধিকার প্রতিষ্ঠা

করতেই বদ্ধপরিকর ছিল।সে ধীরে ধীরে ফিওনার কাছে চলে আসলো। তার শ্বাসের গরম বাতাস ফিওনার কপালে হালকা অনুভূতি সৃষ্টির মতো।চোখের কোণে সেই বাঁকা হাসি ছিল,তবে তার মুখে কোনো দয়া বা কোমলতা ছিল না।সে ফিসফিস করে বললো, “হামিং বার্ড! তোমার প্রতি আমার সম্পূর্ণ অধিকার আছে।”এই কথাটা প্রাচীরের মতো

ভাঙা,কোনো ভয় বা দ্বিধা ছাড়াই সে তার দাবি জানিয়ে গেল।

তার হাত ফিওনার কপালের কাছে চলে গেল,কপালে পড়ে থাকা অবাধ্য চুলগুলো আলতো করে সরিয়ে দিলো। ফিওনার মুখের নিরবতা তখনও সেই শান্তির সাথে মিশে ছিল,কিন্তু তার চোখের নিঃশ্বাসে একটা গোপন বার্তা ছিল—অধিকার প্রতিষ্ঠিত হোক।সে আবার ফিসফিস

করলো, “এবার থেকে প্রস্তুতি নিতে শুরু করো,হামিংবার্ড।” তার কণ্ঠে একটি অদ্ভুত শক্তি ছিল,আগামীতে কিছু অনেক কঠিন অপেক্ষা করছে ফিওনার জন্য।

জ্যাসপার তার নরম ঠোঁটে এক প্রশান্তি রেখে বললো, “সামনে আরও বেশি ক্ষত তোমার সহ্য করতে হবে।তোমার সারা দেহে থাকবে আমার ভালোবাসা আর

আদরের চিহ্ন।”জ্যাসপার ফিওনার গভীর ঘুমের দিকে এক মুহূর্ত চেয়ে রইলো।তার ঠোঁটে এক রহস্যময় হাসি নিজের ভেতরের এক কঠিন সিদ্ধান্তে পৌঁছেছে। তার লম্বা আঙুলের স্পর্শে মলমের কৌটাটা খুলে গেলো।মলমটা হাতে নিয়ে সে ধীরে ধীরে ফিওনার মুখের কাছে এগিয়ে গেল, প্রতিটি মুহূর্তে তার

স্পর্শে মিশে আছে এক গভীর অধিকার।

প্রথমে সে আলতো করে মলমটা ফিওনার ঠোঁটে লাগাতে শুরু করলো।তার আঙুলের উষ্ণতায় ফিওনার ঠোঁট আরও কোমল হয়ে উঠলো।চাঁদের আলোতে ঠোঁটের সেই ক্ষতগুলো স্পষ্ট দেখা যাচ্ছিল,আর জ্যাসপার যত্নের সাথে প্রতিটা জায়গায় মলম মাখাতে

লাগলো, সে নিজের হাতে সেই যন্ত্রণা মুছে দিচ্ছে।

এরপর তার হাত ধীরে ধীরে নিচে নেমে এলো। ফিওনার গলার দাগগুলোতে আলতো করে মলম লাগালো, আঙুলের প্রতিটি ছোঁয়ায় এক নিঃশব্দ ভালোবাসার প্রতিচ্ছবি। গলার হালকা শিরশিরে অনুভূতি ফিওনার নিঃশ্বাসে এক অদ্ভুত স্পন্দন সৃষ্টি করছিল,যদিও সে

তখনও গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন।জ্যাসপার থামেনি।সে ধীরে ধীরে ফিওনার কাঁধের কাছে এগিয়ে এলো।সাদা সিল্কের নাইট ড্রেসের স্ট্র্যাপ তার আঙুলের সামান্য ধাক্কায় একপাশে সরে গেলো,আর কাঁধের ওপরে আঁচড়ের দাগগুলো স্পষ্ট হয়ে উঠলো।সে গভীর মনোযোগ দিয়ে সেখানে মলম লাগাতে শুরু

করলো,তার প্রতিটি স্পর্শেই দাগগুলো মিলিয়ে যেতে বাধ্য।

এরপর,তার দৃষ্টি সরে গেলো ফিওনার বুকের ওপরের দিকে। মলমের নরম পরশ তার আঙুলের ছোঁয়ায় বুকে ছড়িয়ে পড়ছিল।প্রতিটি জায়গায় মলম লাগানোর সময় তার চোখে ছিল একাধারে গভীর যত্ন আর এক ধরনের কঠিন দাবি।

সবশেষে,জ্যাসপার ফিওনার সাদা সিল্কের নাইট ড্রেসের নিচে নেমে থাকা ক্ষতগুলো লক্ষ্য করলো।সে ধীরে ধীরে ড্রেসটা হাঁটুর ওপর পর্যন্ত তুলে আনলো।চাঁদের আলো ফিওনার মসৃণ ত্বকের ওপরে রূপোলি আভা ছড়াচ্ছিল।জ্যাসপার থাইয়ের আঁচড়ের দাগগুলোতে মলম লাগাতে শুরু করলো,তার আঙুল প্রতিটি ক্ষত স্পর্শ করে যত্নের সাথে এগিয়ে

যাচ্ছিল।তার প্রতিটি ছোঁয়ায় এক অনির্বচনীয় কোমলতা আর অধিকার মিশে ছিল।

মলম লাগানো শেষ হলে,জ্যাসপার একটু দূরে সরে বসলো। তার চোখে ছিল গভীর তৃপ্তি,আর ঠোঁটে সেই রহস্যময় বাঁকা হাসি।সে একবার ফিওনার মুখের দিকে তাকালো, নিশ্চিত করতে চাইলো যে তার প্রেয়সীর আর কোনো যন্ত্রণা অনুভব

করছে না।জ্যাসপার মলমটার দিকে তাকিয়ে হালকা হাসলো।মলমটাকে হাতে তুলে নিয়ে একবার চাঁদের আলোয় ধরে দেখলো,সেই ছোট্ট জিনিসটাকেও নিজের ক্ষমতার কাছে নত হতে বাধ্য করেছে।

তারপর এক ধীর,গম্ভীর স্বরে ফিসফিস করে বললো,”তুই জানিস তোর কপাল কত ভালো?জ্যাসপার অরিজিনের দেয়া ভালোবাসার ওপর

তুই প্রলেপ বসানোর সুযোগ পেয়েছিস। এর চেয়ে বড় সৌভাগ্য আর কী হতে পারে?”

জ্যাসপার মলমটা ধীরে ধীরে পাশে রেখে দিলো।তার হাত এক মুহূর্ত থেমে রইলো, কিছু একটা অনুভব করছে। তারপর সে আবার ফিওনার দিকে ঝুঁকে পড়লো।ফিওনার ঘুমন্ত মুখের দিকে গভীরভাবে তাকিয়ে তার ঠোঁটের কোণে এক গভীর মৃদু

হাসি ফুটে উঠলো।চাঁদের আলোতে ফিওনার মুখটা সাদা সিল্কের মতো উজ্জ্বল দেখাচ্ছিল, আর তার বাদামী চুলগুলো বালিশে ছড়িয়ে পড়ে সাগরের ঢেউয়ের মতো নরম দেখাচ্ছিল।জ্যাসপার তার মুখের এক ইঞ্চি দূরে এসে ফিসফিস করে বলল,

“হামিংবার্ড, তুমি জানো তুমি আমার কী? তুমি আমার সেই অমোঘ

ভালোবাসা,যাকে আমি ভেনাসের আকাশ পাড়ি দিয়ে, ৪১ মিলিয়ন কিলোমিটার অতিক্রম করে,এই পৃথিবীর ক্ষুদ্র ভুখন্ডে এসে খুঁজে পেয়েছি।”

“তুমি আমার সবকিছু,আর আমি তোমার থেকে কিছুতেই দূরে থাকতে পারব না।”

তার কণ্ঠস্বর গভীর ছিল,কিন্তু তাতে একধরনের কোমলতা আর অধিকার

মিশে ছিল।তার চোখে ভেসে উঠছিল এক প্রবল ভালোবাসা,যা সে প্রকাশ করতে ভয় পায়,কিন্তু আড়ালও করতে পারে না।

জ্যাসপার ধীরে ধীরে আরও নিচু হয়ে ফিওনার কানের কাছে ফিসফিস করে বলল, “আর তোমাকেও আমায় ভালোবাসতে হবে,হামিংবার্ড।তোমার সমস্ত পৃথিবী হতে হবে জ্যাসপার অরিজিন।”

তার কণ্ঠস্বর গভীর,ভারী আর দৃঢ় ছিল,মনে হলো এই কথাগুলো কোনো আদেশ, কোনো শর্ত নয়,বরং তার আত্মার গভীর থেকে উঠে আসা ঘোষণা।ফিওনার নিঃশ্বাসের মৃদু ওঠানামা তার ঘুমন্ত অবস্থাকেও একধরনের রহস্যময় আবেশ এনে দিয়েছিল। জ্যাসপার তার দিকে আরও ঝুঁকে পড়ে নিঃশ্বাস বন্ধ করে

এক মুহূর্তের জন্য তার মুখের কাছে এসে থামল।

“আর যদি সেটা না হয়...” জ্যাসপারের কণ্ঠস্বর হঠাৎ তীব্র হয়ে উঠল,ভেতরে থাকা এক দানব বেরিয়ে আসতে চাইছে। তার চোখে রক্তিম আভা ফুটে উঠল।

“তবে এই জ্যাসপার অরিজিন পুরো পৃথিবী ধ্বংস করে দিবে।জ্বালিয়ে দিবে তার অগ্নি দিয়ে।”

তার শব্দগুলো শপথের মতো শোনাচ্ছিল,এক ভয়ঙ্কর শপথ যা পৃথিবীকে ঝাঁকুনি দিয়ে জাগিয়ে দিতে পারে।

জ্যাসপার কয়েক মুহূর্ত চুপ করে রইল,ফিওনার মুখের প্রতিটি ভাঁজ গভীরভাবে লক্ষ্য করল।তারপর তার ঠোঁটের কোণে এক বাঁকা হাসি ফুটে উঠল।

“তুমি আমাকেই ভালোবাসবে,হামিংবার্ড। আমার থেকে পালানোর কোনো পথ নেই।”

তারপর সে নিজের ভেতরের আগুনকে শান্ত করে ধীরে ধীরে উঠে দাঁড়াল।কক্ষ থেকে বের হওয়ার আগে সে একবার ফিওনার দিকে ফিরে তাকাল।।

জ্যাসপার মৃদু হেসে ফিসফিস করে বলল,”ইউ আর মাইন

ফরেভার।”পরের দিন সকালে ফিওনা ধীরে ধীরে ঘুম থেকে জেগে উঠল। কাঁচের দেয়াল ভেদ করে আসা সূর্যের আলো তার চোখে এসে পড়ছিল।একটু ঝিম মেরে বিছানায় বসে থাকল সে,গতকালের ঘটনাগুলো এখনো তার মনকে আচ্ছন্ন করে রেখেছে। কিন্তু নিজেকে সামলে নিয়ে সে দ্রুত উঠে দাঁড়াল। নিজের চুলগুলো ঝটপট ঠিক

করে,একটি হালকা রঙের জিন্সের স্কার্ট আর খয়েরি টপস পড়ে নিচে চলে এলো।

গ্লাস হাউজটা সকালের রোদে ঝলমল করছিল।প্রতিটি কোণ নীরব,শুধু কিচেন থেকে আসা হালকা ধাতব শব্দ আর সুগন্ধে বোঝা যাচ্ছিল কেউ একজন সেখানে ব্যস্ত।

ফিওনা কিচেনে ঢুকতেই দেখল অ্যকুয়ারা ইতিমধ্যে নাস্তার আয়োজন করছে।তার পরনে ছিল হালকা নীল রঙের পোশাক।রান্নার প্রতি তার দক্ষতা দেখে ফিওনার মনে একটু বিস্ময় জাগল।

“সকাল-সকাল আমকে ছাড়াই কাজ শুরু কর দিয়েছো,অ্যকু?” ফিওনা বলল, কিচেনের এক কোণে দাঁড়িয়ে।

অ্যকুয়ারা এক মুহূর্ত থেমে মৃদু হেসে বলল, “হ্যাঁ তুমি তো ঘুমিয়ে ছিলে,ভাবলাম তুমি ক্লান্ত তাই আর ডাকি নি ?”

ফিওনা মাথা নাড়ল “কী করতে হবে বলো।”অ্যকুয়ারা ফিওনার দিকে এক ঝলক তাকিয়ে বলল, “ডিমগুলো ফেটিয়ে দাও।আমি প্যানটা গরম করছি।”

ফিওনা হাতা আর কাঁসা নিয়ে ডিমগুলো দ্রুত ফেটাতে শুরু করল। কিচেনের পরিবেশটা হালকা হয়ে এল।মৃদু কথোপকথনের মাঝে অ্যকুয়ারা মাঝে মাঝে ফিওনার দিকে তাকাচ্ছিল, তার কিছু বলার ছিল,কিন্তু বলছিল না।

ডাইনিং টেবিলটি সাজানো শেষ হয়ে গেল।অ্যকুয়ারা মনোযোগ দিয়ে টেবিলের এক কোণায় থালা আর

বাটিগুলো সাজাচ্ছিল,আর ফিওনা কিচেনে ব্যস্ত ছিল খাবারের বাকি কাজ করতে। সুর্যের আলোয় পুরো লিভিং রুমটা ঝলমল করে উঠছিল। ইতিমধ্যে,

জ্যাসপার,এথিরিয়ন,আলবিরা আর থারিনিয়াস একে একে ডাইনিং টেবিলে এসে বসেছিল।

এথিরিয়ন, পিপড়ের মতো দ্রুত হাত বাড়িয়ে খাবারের দিকে তাকিয়ে

ছিল। খাবারের উপস্থিতি দেখে তার মুখে উল্লাসের হাসি ফুটে উঠল।“জ্যাসু ভাইয়া, এত সুন্দর সুন্দর খাবার কে তৈরি করেছে? উফ,কতদিন এই ধরনের খাবার খায়নি।সারাদিন ক্যামিকেল দিয়ে রেখেছিলো আমাকে!” – এথিরিয়ন আনন্দের সাথে বলল।

এথিরিয়ন ব্রেডটা তুলে মুখে পুরতে যাবার সময় হঠাৎ চোখে পড়ল।

ফিওনা কিচেন থেকে জুসের জগ নিয়ে ডাইনিং টেবিলের দিকে আসছে। এক সেকেন্ডের জন্য, এথিরিয়নের চোখ থেমে গেল ফিওনার দিকে।তার হাত থেকে ব্রেড পড়ে গেল,মুখ খুলে গেল অবাক দৃষ্টিতে।

ফিওনার উপস্থিতি এতটা আকর্ষণীয় ছিল যে, এথিরিয়ন মন্ত্রমুগ্ধ হয়ে তাকিয়ে রইলো।সে বুঝতেই পারল

না কীভাবে তার চোখের সামনে এমন এক অপূর্ব সুন্দরী মেয়েটি দাঁড়িয়ে আছে। ফিওনার বাদামী চুল,তার কোমল মুখাবয়ব,তার লাবণ্যময় চোখ—সব কিছু এক অন্য দুনিয়ার সুন্দরী।

এথিরিয়ন অবশেষে নিজেকে সামলাতে পেরে,জিজ্ঞেস করল,"জ্যাসু ভাইয়া,এই মেয়েটা কে?"

ফিওনার দিকে চেয়ে জ্যাসপার কোনো কিছু না বুঝেই বলল, “ওর নাম ফিওনা।গ্লাস হাউজের শেফ।”
এথিরিয়ন আবার তাকাল ফিওনার দিকে।তার মুখে প্রশংসার এক ঝলক ছিল, “এতো সুন্দর দেখতে শেফ কোথায় পেলে?”অ্যাকুয়ারা,হালকা হাসি দিয়ে বলল,”ও হিউম্যান গার্ল।”

এথিরিয়ন অবাক হয়ে বললো “হিউম্যান তাও আমাদের গ্লাস হাউজে? এই জন্যই তো বলি ভেনাসের কেউ তো এমন দেখতে হয়না, এতোটা কোমলমতি সুন্দর!!

জ্যাসপার একটু রুদ্ধ মনে,একটু বিরক্তি দিয়ে বলল, “খাবারের সময় এতো কথা বলতে নেই,ভুলে গেছিস?”

ডাইনিং টেবিলের চারপাশে সবার মধ্যে এক ধরনের অস্বস্তি ছড়িয়ে পড়েছিল। ফিওনা জুস ঢেলে দিচ্ছিল, একে একে সবাই খাচ্ছিলো।কিন্তু এথিরিয়ন,তার চোখে এখনও ফিওনার প্রতি মুগ্ধতা স্পষ্ট, কিছু একটা বলতে চাইছিল। তবে তার কথায় ছিল এক ধরনের অস্বাভাবিক তীব্রতা।

এথিরিয়ন ফোঁস করে বলল, “হাই,আমার নাম এথিরিয়ন।” তার কথায় একটা উন্মুক্ততা ছিল, সে চায় ফিওনার সাথে বন্ধুত্ব শুরু করতে, কিন্তু সে জানতো না ,ফিওনা কি তার এই আকর্ষণকে গ্রহণ করবে না কি সে কোনো বিশেষ উত্তর দেবেনা।ফিওনা কিছু বলল না,তবে তার চোখে দৃঢ়ভাবে কিছুটা চিন্তা ফুটে উঠল। সে জানতো,এই

এথিরিয়নই সেই ড্রাগন! যাকে তার গ্রান্ডপা আটকে রেখেছিলো।আর যার জন্যই জ্যাসপার তাকে কিডন্যাপ করে এই গ্লাস হাউজে নিয়ে এসেছে। সেই মুহূর্তে,ফিওনার হৃদয়ে এক ধরনের টানাপোড়েন চলছিল। তার চোখের আড়ালে ছিল অনেক কষ্ট, অনেক প্রশ্ন, কিন্তু সে চুপ থাকল।

এথিরিয়ন,তার আগের উত্তেজনাকে অব্যাহত রেখে বলে উঠলো, “বাই দা ওয়ে,তোমাকে কষ্ট করে আমাকে এতো বড় নামে ডাকতে হবেনা।তুমি আমায় রিয়ন বলে ডাকবে আর আমি তোমাকে ওনা বলে ডাকবো।”

তখনই, অপ্রত্যাশিতভাবে,জ্যাসপার তীব্র এক রাগান্বিত দৃষ্টিতে তাকাল। তার চোখে একটা ঝলক ছিল—কিছু একটা ভেঙে যাওয়ার। তারপর,সে

নিজের রাগ সামলাতে না পেরে,ফিওনাকে গর্জে উঠলো, “ফিওনা,গেট আউট ফ্রম হেয়ার!” তার গলা ছিল কঠিন,তার প্রত্যেকটি শব্দ খোঁচা দিচ্ছিল ফিওনাকে।

ফিওনার চোখে এক মুহূর্তের জন্য হালকা কম্পন দেখা দিলো।সে কখনোই এমন অভিজ্ঞতার মুখোমুখি হয়নি। বাকিরা অস্বস্তি নিয়ে একে একে চুপ হয়ে গেলো।অ্যকুয়ারা,

আলবিরা,থারিনিয়াস—সবাই স্তব্ধ। তাদের মাঝে নীরবতা ছড়িয়ে পড়ল। ফিওনার চোখে হালকা পানি জমে উঠেছিল,সে কোনো শব্দ না করে ধীর পায়ে ডাইনিং রুম থেকে বের হয়ে গেল। তার ভেতরে এক ধরনের শূন্যতা ছড়িয়ে পড়েছিল—একটা কষ্ট,যা তাকে ভেতরে ভেতরে গ্রাস করে চলছিল।

অন্যদিকে,এথিরিয়ন হঠাৎ ফিওনার পরিত্রাণের দৃশ্য দেখে মন্তব্য করতে গিয়ে বলল, “উফ,জ্যাসু ভাইয়া,এমন ফুলের মতো সুন্দর কোমল একটা মেয়েকে কেউ এভাবে ধমক দিয়ে কাঁদায়?” তার কথা ছিল মৃদু,কিন্তু তাতেও কিছুটা মিষ্টি রূপের আভাস ছিল,সে সত্যিই ফিওনার প্রতি মুগ্ধ। কিন্তু তার এই মন্তব্য এক মুহূর্তের জন্যও জ্যাসপারের খেয়াল থেকে

পড়ে না গেল। সে এক দৃষ্টিতে এথিরিয়নের দিকে তাকালো—তীব্র এক গর্জন প্রতিটি শব্দে হুঙ্কার ছিল। তার চোখে অগ্নির মতো উত্তেজনা ছিল,প্রতিটি বর্ণ দাগ কেটে যাবে এথিরিয়নের প্রতি।এথিরিয়ন তৎক্ষণাৎ গম্ভীর হয়ে মাথা নিচু করল, সে বুঝতে পেরেছে তার কথায় কোনো ভুল হয়ে গেছে।তার

ভাবভঙ্গিতে স্পষ্ট হয়ে উঠেছিল যে সে আর কিছু বলতে চাচ্ছে না।

টেবিলের চারপাশে অস্বস্তি নেমে এলো।বাকিরা একে একে নিজেদের খাবারে মনোনিবেশ করলো,যেনো কিছুই হয়নি।কেবল তাদের মধ্যে একটা গভীর নীরবতা ভর করেছিল। জ্যাসপার চুপচাপ বসে ছিল,তার মুখাবয়বে কিছুটা শীতল,কিছুটা কঠোর—ফিওনার এভাবে চলে

যাওয়া,জ্যাসপারের ভেতরে অস্থিরতার ছাপ রেখে গেছে। অ্যাকুয়ারা কিছুক্ষণের জন্য চুপ করে থেকে তার ভাবনা মনে স্থির করতে চেষ্টা করছিলো। গতকাল যে জ্যাসপারকে সে দেখলো,আজকের আচরণ তার কাছে একেবারেই অচেনা।ফিওনার প্রতি তার অত্যন্ত কোমলতা আর ভালোবাসা,যা সে গতকাল রাতের ঘটনার মধ্যে

দেখেছিল, আজকের ধমকের মধ্যে কোথাও হারিয়ে গেছে। অ্যকুয়ারা বুঝতে পারছিল না কী ঘটলো, কেন এমন দ্বন্দ্ব সৃষ্টি হলো।

সে কখনোই জ্যাসপারের মধ্যে এতটা কঠোরতা আশা করেনি। সে জানতো যে,জ্যাসপার তার নিজের নিয়ম আর পদ্ধতিতে কাজ করে,কিন্তু আজকের এই আচরণ তার কাছে অবাক করার মতো ছিল।

বিশেষত,ফিওনার প্রতি তার ব্যবহারে যে নির্মমতা,সেটা সঙ্গতিপূর্ণ নয় তার আগের আবেগের সাথে। অ্যকুয়ারা এই দৃশ্য দেখে হালকা ভ্রূ কুঁচকে ভাবছিল "এটা কি শুধু একটা ভুল? বা কিছু একটা চাপাচাপির ফলস্বরূপ? না কি... ফিওনার প্রতি তার মনোভাব বদলে গেছে?"তার মানে ছিল স্পষ্ট— অ্যাকুয়ারা জ্যাসপারের মানসিক

অবস্থাকে খুব ভালোভাবে জানতো,আর সে বুঝতে পারছিলো যে জ্যাসপার কিছু একটা লুকাচ্ছে। তার কঠোর আচরণ হয়তো কোনো গভীর দ্বন্দ্বের পরিচায়ক। “কী হলো প্রিন্সের?”সে নিজের মনে এই প্রশ্নটি বারবার করছিল,কিন্তু সঠিক উত্তর তার কাছে ছিল না।

ফিওনা নিজের কক্ষে দাঁড়িয়ে,গ্লাসের দেয়ালের দিকে তাকিয়ে বাইরের

দৃশ্য দেখছিল।একে একে সবকিছু তার মাথায় ঘুরছিল—জ্যাসপারের আচরণ,তার রুক্ষতা,আর সে কীভাবে আগের দিন তার সাথে এত স্নেহময় ছিল।তার মন বিভ্রান্ত হয়ে উঠেছিল,এক মুহূর্তে সে অনুভব করছিল এক ধরনের আকর্ষণ,আর অন্য মুহূর্তে মনে হচ্ছিল তাকে বন্দি করে রাখা হয়েছে।কিন্তু একটাই

বিষয় স্পষ্ট ছিল—ফিওনা আর এখানে থাকতে পারবে না।

তার চোখে পানি জমে এল, তবে সে নিজেকে যতটা সম্ভব শক্ত রেখে, তার আস্থাকে দৃঢ় করতে চেষ্টা করলো। নিজের মাঝে এক গুমোট কষ্ট অনুভব করছিল, কিন্তু এই মুহূর্তে তাকে সিদ্ধান্ত নিতে হবে।সে মনে মনে বলল,"কেনো ফিওনা, তুই কি আসলেই ওই ফায়ার

মনস্টারটারের কাছে অন্য কিছু আশা করেছিলি?ওই ফায়ার মনস্টারটার তো সবসময়ই এমনটাই ছিলো!”তার মনের মধ্যে এক অস্থিরতা উঠল,একটা নতুন পরিকল্পনা।সে জানতো,যেভাবে জ্যাসপার তার প্রতি আচরণ করেছিল,এবার তাকে নিজের পথ অনুসরণ করতে হবে। ফিওনা নিজের মনকে দৃঢ় করে বলল, “না,এবার আমাকেই ওই

মনস্টারটার সাথে কথা বলতে হবে। ওর ভাই ফিরে এসেছে,এবার আমায় মুক্তি পেতে হবে।আমি এখানে আর থাকতে পারব না।”

ফিওনার সিদ্ধান্ত সুনির্দিষ্ট ছিল—এখন আর কোন বাধা নয়, সে যতটা সম্ভব শিগগিরই মুক্তি পাবে। সে জানতো,জ্যাসপার আর তার আচরণ তাকে যতই আঘাত দিক না কেন,তার নিজের স্বাধীনতা,তার

নিজের জীবনকে ফিরিয়ে পাওয়ার সময় চলে এসেছে।পরেরদিন সকালবেলা,যখন লন্ডনের স্নিগ্ধ বাতাস শহরের রাস্তায় ছড়িয়ে পড়ছিল, তখন জ্যাসপার, থারিনিয়াস আর আলবিরা গাড়িতে চড়ে লন্ডনের দিকে রওনা দিলো।তাদের গন্তব্য ছিল ডঃ আর্থারের সাথে সাক্ষাৎ,কিন্তু যা তারা সেখানে পৌঁছানোর পর

জানতে পারল,তা ছিল এক অপ্রত্যাশিত আর বিভৎস ঘটনা।

লন্ডনের পুলিশ বিভাগে কেসটি চলে এসেছে,আর তা এক বিভ্রান্তির ভেতর।ওয়াং লির মৃ*ত্যু আর পুরো ল্যাবের বি*স্ফোরণের খবর ছড়িয়ে পড়েছে।চিনের সরকারের তরফ থেকে তৎপরতা শুরু হয়েছে,কারণ এমন একটি ঘটনা ছিল না যে সহজেই পাশ কাটিয়ে যাওয়া সম্ভব।

বিজ্ঞানী ওয়াং লির মৃ*ত্যু কোনো সাধারণ মৃ*ত্যুর মতো ছিল না,তার চমকপ্রদ কাজের ফলেই তা একটি তদন্তের বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছিল। লন্ডনের পুলিশ,বিশেষত একজন বড় অফিসার,তদন্তের জন্য ডঃ আর্থারকে গ্রেফতার করেছে।অফিসার রবার্টসনের নির্দেশে,ডঃ আর্থারকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছিল,আর শীঘ্রই এই পুরো কেসটি আন্তর্জাতিক

সংবাদমাধ্যমে বিস্তার লাভ করবে,কারণ ডঃ আর্থারের সাথে দীর্ঘদিনের গবেষণা আর ওয়াং লির সম্পর্ক ছিল।

থারিনিয়াস চুপ করে কিছুক্ষণ ভাবলো,তারপর মাথা নিচু করে বললো,”প্রিন্স,এখন আমাদের কী হবে?দ্বিতীয় মিশন আমাদের কীভাবে সম্পন্ন হবে?আমাদের হাতে তো

আর কোনো সাইন্টিস নেই পৃথিবীর?”

জ্যাসপার এক মুহূর্ত চুপ থেকে উত্তর দিলো, তার কণ্ঠে এক গভীর আত্মবিশ্বাস ছিল, “আছে।আমাদের হাতে এখন আছেন শুধুমাত্র মিস্টার চেন শিং।”

আলবিরা কিছুটা বিরক্ত হয়ে প্রশ্ন করলো,”কিন্তু আমরা তাকে কোথায় পাবো?তাকে খুঁজে বের করার উপায়

কি আছে?”জ্যাসপার আবার কিছুটা সময় নিলো,তার চোখ গম্ভীর হয়ে উঠলো। “সেদিন মিটিংয়ে,ওয়াং লি একটা কথা বলেছিল। মিস্টার চেন শিংকে সে কোথাও আটকে রেখেছে।আমি জানি,আমার সাথে যে ডিভাইসটা আছে,সেটাই আমাদের পথ দেখাবে।এই ডিভাইসের মাধ্যমে আমরা হ্যাকিং করেছি সেদিন আর ওর সব তথ্য সংগ্রহ করেছি।এই

ডিভাইসেই আমরা জানতে পারবো,মিস্টার চেন শিং কোথায় আছেন।”

আলবিরা হতাশার মিশ্রণে বললো,”তবে,প্রিন্স,একটা প্রশ্ন থেকেই যায়।মিস্টার চেন শিং কি আমাদের মিশন সফল করতে রাজি হবেন?তাকে আমরা বিশ্বাস করতে পারব?”

জ্যাসপার তার মাথা উঁচু করে বললো,তার চোখে এক ধরনের অদৃশ্য দৃষ্টি ছিল, “কেন হবেনা? মিস্টার চেন শিংয়ের জীবনের সবচেয়ে বড় দুর্বলতা হচ্ছে,তাঁর নাতনি ফিওনা—যে এখন আমার হাতে বন্দি।”

থারিনিয়াস একটু ঠাণ্ডা হয়ে বললো,”তাহলে,আমাদের আগামী পদক্ষেপ স্পষ্ট।আমরা তার সাথে

কথা বলব,তাকে আমাদের মিশনে যুক্ত করার জন্যে।”জ্যাসপার চোখ বন্ধ করে একটি দীর্ঘ নিঃশ্বাস নিলো,তারপর কনিষ্ঠ সদস্যদের দিকে তাকিয়ে বললো, “এই মিশন হবে আমাদের সবথেকে কঠিন,কিন্তু একবার শুরু হলে আর পিছনে তাকানোর সুযোগ থাকবে না। আমাদের লক্ষ্য স্থির।”

জ্যাসপার তার চোখের দৃষ্টি আরও তীক্ষ্ণ করে বললো,”এখন চলো,দ্রুত ল্যাবে ফিরতে হবে।আমাদের আরেকটা মিশন যোগ হলো—মিস্টার চেন শিংকে উদ্ধার করতে হবে।”

আলবিরা আর থারিনিয়াস একে অপরকে দেখে বুঝতে পারলো, এটাই তাদের শেষ সুযোগ—মিস্টার চেন শিংয়ের জীবন উদ্ধার করতে না পারলে তাদের মিশন সম্পূর্ণ হবে

না। তারা দ্রুত গাড়ি করে একটা নির্দিষ্ট পাহাড়ের দিকে রওনা হলো,সেখান থকেই মুলত ড্রাগন রুপে ধরে ল্যাবে ফিরে আসবে।আর অপেক্ষা না করে রওনা দিলো ল্যাবের দিকে।দুপুর আর বিকেলের মাঝামাঝি সময়।পাহাড়ে সূর্যের নরম আলো পড়েছে,গ্লাস হাউস একটি জ্বলজ্বলে ক্রিস্টালের মতো দেখাচ্ছে। জ্যাসপার,থারিনিয়াস,আর আলবিরা

তখন তাদের ল্যাবে গবেষণায় ব্যস্ত। গ্লাস হাউসের অন্য একটি অংশে এথিরিয়ন একা বসে বিরক্তি কাটানোর চেষ্টা করছিল। কিন্তু সেই বিশাল বাড়ির নিস্তব্ধতা তাকে ক্লান্ত করে তুলছিল।

কিছুক্ষণ পর এথিরিয়ন উঠে বাইরে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নেয়।তার মনে পড়লো পাহাড়ের সেই দূরবিস্তৃত ফুলের বাগানের কথা। হাঁটতে

হাঁটতে সে অ্যাকুয়ারার ঘরে গিয়ে বলল,“অ্যাকুয়ারা,ভাবছি,ফুলের বাগানে একটু ঘুরে আসি।আর তুমি কী বলো?”

অ্যাকুয়ারা তার দিকে তাকিয়ে মৃদু হাসল। “ঠিক বলেছো এথিরিয়ন। এখন তো প্রিন্স আর বাকিরা ল্যাবে। ফিরতে সময় লাগবে।আমরাও এই সুযোগে বাগানে একটু সময় কাটিয়ে আসি।”এথিরিয়ন মাথা নাড়ল,কিন্তু

তার মনের গভীরে অন্য কিছু কাজ করছিল।একটু থেমে অ্যাকুয়ারা বলল,“ফিওনাকেও সাথে নিয়ে নেই কি বলো?”

এথিরিয়নের ভ্রু একটু কুঁচকে গেল। সে বলল,“ওই যে ওনা?মানে হিউম্যান গার্লটা?”

অ্যাকুয়ারা হেসে বলল, “হ্যাঁ,ফিওনা। ও অনেক মিশুক,তিনজন মিলে গেলে বেশি মজা হবে।

”এথিরিয়ন কাঁধ ঝাঁকালো। “ঠিক আছে।তাহলে তো আরও ভালো হয়।চল,ওকে বলো।”

অ্যাকুয়ারা দ্রুত ফিওনার কাছে গিয়ে সব কথা জানালো।ফিওনা একটু ভাবলো,কিন্তু পাহাড়ি বাগানের সৌন্দর্যের কথা ভেবে আনন্দিত হয়ে রাজি হয়ে গেল।অবশেষে ফিওনা একটা চীনের ঐতিহ্যবাহী ডিজাইনের একটি আধুনিক শার্ট

স্কার্ট পরে নিলো।তার শার্টটি হালকা গোলাপি রঙের,যার কলার আর হাতার কিনারায় সূক্ষ্ম সোনালী এমব্রয়ডারি।শার্টের মাঝখানে চীনের পুরাতন চিত্রকলার অনুপ্রেরণায় একটি সূক্ষ্ম ফুলের নকশা আঁকা। স্কার্টটি গাঢ় নীল রঙের,হাঁটু পর্যন্ত লম্বা,আর এতে ছোট ছোট পিঙ্ক পিওনি ফুলের প্রিন্ট ছড়িয়ে রয়েছে। কোমরে একটি সিল্কের বেল্ট বাঁধা,যা

তার পুরো সাজকে একটি মার্জিত ছোঁয়া দিয়েছে।

এথিরিয়ন পরেছিল কালো রঙের একটি হালকা কিন্তু দীর্ঘ ওভারকোট।কোটের ওপর সাদা সুতোর সূচিকর্মে ড্রাগনের লেজের মতো জটিল ডিজাইন ছিল,যা তার ব্যক্তিত্বকে আরও রহস্যময় করে তুলেছে।তার ভেতরে ছিল সাদা শার্ট আর ডার্ক গ্রে ট্রাউজার।হাঁটার সময়

কোটের প্রান্ত বাতাসে দুলছিল,যা তাকে আরও রাজকীয় লাগছিল।

অ্যাকুয়ারা একটি আকাশী নীল রঙের গাউন পরেছিল,যার নিচের অংশে নক্ষত্রের মতো ঝলমলে সিলভার এমব্রয়ডারি। গাউনের হাতাগুলো ছিল ঢিলেঢালা,যা হাঁটাচলার সময় বাতাসে সুরেলা ভাবে দুলছিল।তার কোমরে একটি সরু চেইন-আকৃতির বেল্ট আর

গলার কাছে একটি ছোট নীল রত্ন বসানো ছিল,যা তার পোশাকের সৌন্দর্যকে বাড়িয়ে তুলেছিল। অবশেষে তারা গ্লাস হাউজ থেকে বের হয়ে পাহাড়ি পথ হেঁটে কিছুটা দূরে একটা বড় বাগানে পৌঁছাল,বাগনাটা এক স্বর্গীয় স্থান। পুরো এলাকা জুড়ে বিভিন্ন রঙের ফুল ফুটে ছিল।গোলাপি পিওনি,লাল-হলুদের মিশ্রণে ডাহলিয়া,সাদা আর

ল্যাভেন্ডার রঙের ক্যামেলিয়া—সবাই মিলে রঙের সমুদ্র তৈরি করেছে। বাগানের মাঝখানে একটি ছোট ঝর্ণা ছিল, যার পানি সূর্যের আলোয় চিকচিক করছিল।ঝর্ণার পাশে রঙিন তিতির পাখি আর বর্ণিল প্রজাপতিগুলো উড়ে বেড়াচ্ছিল।

বাগানের সবচেয়ে আকর্ষণীয় দিক ছিল এক বিশেষ ধরণের গোলাপি আরসোনালী রঙের ফুল,যাকে “এল্ড্রা

লিলি” বলা হয়। এই ফুলগুলোর পাপড়িতে সূর্যের আলো পড়লে তা উজ্জ্বল হয়ে ওঠে।চারপাশে ছড়ানো ছোট সবুজ গাছপালা আর ফুলের গন্ধ পরিবেশকে মনোমুগ্ধকর করে তুলেছিল।ফিওনা মুগ্ধ দৃষ্টিতে চারপাশের ফুলগুলোর দিকে তাকিয়ে ছিল।এন্ড্রা লিলির ঝলমলে পাপড়ি,গোলাপি পিওনির কোমলতা, আর ক্যামেলিয়ার শ্বেতশুভ্র আভা

তাকে অন্য এক জগতে নিয়ে গিয়েছিল।ফুলের সুবাসে বাতাস ভারি হয়ে উঠেছিল,আর ঝর্ণার স্নিগ্ধ শব্দ সেই মুহূর্তকে আরও নিবিড় করে তুলেছিল।

ঠিক তখনই এথিরিয়ন তার পাশে এসে দাঁড়াল।তার দীর্ঘ ছায়া ফিওনার ওপর পড়তেই ফিওনা চমকে তার দিকে তাকালো।

এথিরিয়নের মুখে এক রহস্যময় হাসি।

“কি দেখছো?ফুলের সৌন্দর্য?” তার কণ্ঠ ছিল গভীর,কিন্তু তাতে একধরনের বন্ধুত্বপূর্ণ উষ্ণতা লুকিয়ে ছিল। ফিওনা ধীরে মাথা নাড়ল,ফুলের দিকে ইঙ্গিত করে।

এথিরিয়ন মৃদু হেসে বলল,”তোমার থেকে বেশি সুন্দর কিছুই দেখিনি।”

ফিওনার মুখ একটু গম্ভীর হয়ে গেল।কথাটা শুনে সে কিছুটা অস্বস্তি বোধ করলেও চুপ রইল।তার গাল হালকা লালচে হয়ে উঠল,যা দেখে এথিরিয়ন হাসি চেপে রাখল।“আচ্ছা,” এথিরিয়ন কথা ভাঙ,”তুমি মনে হয় কম কথা বলো, তাইনা?”

ফিওনা মাথা তুলে শান্তস্বরে বলল,”আমি অযথা কথা বলতে ভালোবাসি না।”

এথিরিয়নের ঠোঁটের কোণে আরও এক চিলতে হাসি ফুটে উঠল। “দ্যাটস লাইক আর মাই চয়েস,”বলল সে।

তার কণ্ঠের প্রশংসা আর মৃদু প্রশান্তি ফিওনাকে এক মুহূর্তের জন্য স্তব্ধ করে দিল।তবে সে কিছু না

বলে ফিরে তাকাল সেই এল্ড্রা লিলির দিকে,সেখানেই তার সমস্ত মনোযোগ আটকে আছে।

এথিরিয়নও তার পাশে দাঁড়িয়ে রইল,প্রকৃতির শান্ত পরিবেশ উপভোগ করতে করতে।তাদের নীরব উপস্থিতি বাগানের সৌন্দর্যকে আরও গভীর করে তুলেছিল।

জ্যাসপার তার গবেষণাগারের হাই-টেক টেবিলের সামনে দাঁড়িয়ে

ডিভাইসটি সক্রিয় করলো।স্ক্রিনে ভেসে উঠল একটি নীল বিন্দু,যা নির্দেশ করছিল চেন শিং-এর সুনির্দিষ্ট অবস্থান। তার চোখে ঝলসে উঠল এক ধরণের আত্মবিশ্বাস।

“ফাইনালি,” জ্যাসপার বলল,তার কণ্ঠে জয়ধ্বনি মিশ্রিত শীতলতা। “চেন শিং-এর লোকেশন পেয়ে গেছি। আর অপেক্ষা নয়।”

তার সামনে দাঁড়ানো থারিনিয়াস আর আলবিরা মনোযোগ দিয়ে শুনছিল। জ্যাসপার ধীরে ধীরে বলল “থারিনিয়াস,আলবিরা,আশা করি এই মিশন তোমরা ঠিকভাবে কমপ্লিট করতে পারবে।আমাকে তো আর দরকার পড়বে না তাই তো?”থারিনিয়াস সামান্য মাথা নিচু করে বলল

“নিশ্চয়ই,প্রিন্স।আমরা নিজেরাই এটি হ্যান্ডেল করব।”

জ্যাসপারের ঠোঁটে হালকা হাসি ফুটে উঠল।

“গুড তাহলে কালকের মধ্যেই কাজ শেষ চাই।

ইনশিউর নো হার্ম কামস টু হিম” তাকে সোজা ল্যাবে আনবে। আমি চাই না,মিশনে কোনো ভুল হোক।”

আলবিরা দৃঢ় কণ্ঠে বলল,“ইয়েস প্রিন্স অরিজিন আপনার নির্দেশই আমাদের কাছে চূড়ান্ত।”

এক মুহূর্ত চুপ থেকে জ্যাসপার আবার বলল, “তোমাদের সক্ষমতা পরীক্ষার সময় এটা।ফেইল করার কোনো সুযোগ নেই। গেট ইট ডান ফ্ললেসলি”

থারিনিয়াস সম্মতিসূচক ভঙ্গিতে বলল,“প্রিন্স,মিস্টার চেন শিং-কে

নিরাপদে আপনার কাছে নিয়ে আসব।

আলবিরা যোগ করল,”উই’ল ইনশিউর ইট’স আ সাকসেস, প্রিন্স”

জ্যাসপার তাদের দিকে একবার তাকিয়ে বলল,“তাহলে যাও।প্রস্তুতি শুরু করো।আমি রিপোর্টের জন্য অপেক্ষা করব।”

দুজনেই একযোগে মাথা নুইয়ে বলল “অ্যাজ ইউ কম্যান্ড, প্রিন্স”বিকেলের

শান্ত স্নিগ্ধ আলো নেমে আসছিল,আর সূর্য তার শেষ রূপে আকাশে রক্তিম রঙ ছড়াচ্ছিল। গ্লাস হাউজের সাথের পাহাড়ের পাদদেশে দাঁড়িয়ে এথিরিয়ন আর অ্যকুয়ারা আলোচনায় ব্যস্ত ছিল,তাদের মধ্যে অদ্ভুত গম্ভীরতা ছড়িয়ে পড়েছিল। এরই মাঝে ফিওনা একটু দূরে দাঁড়িয়ে ছিল, সূর্যের মৃদু আলোর মাঝে এক অদ্ভুতভাবে শান্তি খুঁজে

পাচ্ছিল। হঠাৎ তার চোখে পড়ে একটি ফুল—সাদা পাপড়ি আর সোনালি শিরা দিয়ে সজ্জিত এক অদ্ভুত ফুল, যা তার চারপাশের বাকি সব ফুলের থেকে আলাদা ছিল। এটি ছিল "লুনার ব্লুম" নামে পরিচিত, যার নাম থেকেই তার রহস্যময় চরিত্রের ইঙ্গিত মিলত।

ফিওনার মন অজান্তেই ফুলটির দিকে আকৃষ্ট হয়ে গেল।ফুলটি

দেখতে এতই সুন্দর ছিল যে,তার কাছাকাছি পৌঁছানোর পর সময় থেমে গিয়েছিল। গাঢ় সাদা পাপড়ির মাঝে সূর্যর আলো এসে পড়ে,এটি এক নক্ষত্রের মতো উজ্জ্বল হয়ে উঠেছিল।ফিওনা ফুলের সৌন্দর্য আর তার সুবাসে মুগ্ধ হয়ে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে রইল। তখন সে বুঝতে পারল, অদ্ভুত এক টান অনুভব হচ্ছে তার ভেতর—এটা শুধু সৌন্দর্য নয়

কিছু রহস্যময়তা ফুলটির মধ্যে লুকিয়ে আছে। ফুলটির পাপড়ি এতটাই সূক্ষ্ম আর মসৃণ ছিল,যে তার হাতে নিতেই এক অদ্ভুত অনুভূতি ছড়িয়ে পড়ল।

কিছুক্ষণ পর,ফিওনা এক অজানা আকর্ষণে ফুলটির একটি পাপড়ি তুলে নিয়েছিল। সজাগ না হয়ে,সে হালকাভাবে সেটি নিজের ঠোঁটে ছোঁয়াল।ফুলটির সুগন্ধ তার শরীরের

প্রতিটি কোষে পৌঁছাতে শুরু করল, আর সাথে সাথে তার মনও আরও হালকা হয়ে উঠল। সুগন্ধের মাঝে কিছু একটিই শক্তি ছিল, যা তাকে আরো গভীরভাবে আচ্ছন্ন করছিল।

এথিরিয়ন আর অ্যকুয়ারা তখনো তাদের আলোচনা চালিয়ে যাচ্ছিল, কিন্তু ফিওনা আর তাদের কথা শুনছিল না।ফুলের সুবাসে ডুবে গিয়ে সে নিজেকে পুরোপুরি ভিন্ন এক

জগতের অংশ মনে করছিল, যেখানে কিছুই স্পষ্ট ছিল না, শুধু অনুভূতিই প্রবাহিত হচ্ছিল।ফিওনা অজান্তেই ফুলটির পাপড়ি চিবিয়ে খেতে শুরু করলো।প্রথমটায় পাপড়ির মিষ্টি স্বাদ তার জিভে লেগেছিল,কিন্তু পরক্ষণেই সে অনুভব করল,সেই স্বাদটিই আরও গভীরভাবে তার সত্ত্বায় প্রবাহিত হচ্ছে।

ফুলের পাপড়ির নেশা ধীরে ধীরে তার মস্তিষ্কে ছড়িয়ে পড়ছিল,কিছু একটা শিথিল আর মনোরম ছিল। সে আর কিছু ভাবতে পারছিল না,শুধুমাত্র ফুলের অসীম সৌন্দর্য আর তার অদ্ভুত সুবাসের অনুভূতিতে মগ্ন হয়ে গিয়েছিল।

অ্যাকুয়ারা দ্রুত ফিওনাকে ডাকল, “ফিওনা,তুমি ঠিক আছো?” তার কণ্ঠে উদ্বেগ ছিল।ফুলের নেশার

প্রভাবে ফিওনার শরীর আর মন পুরোপুরি শিথিল হয়ে গিয়েছিল,তাই সে একটু ধীর গতিতে মাথা তুলল। ধীরে ধীরে নিজের চারপাশে ফিরে আসছিল,তবে মস্তিষ্কে একটা অদ্ভুত ভোঁতা ভাব ভর করেছিল।

“হ্যাঁ,আমি ঠিক আছি,” ফিওনা বলল,কিন্তু তার কণ্ঠে একটু ঝাপসা কিছুটা বিভ্রান্ত ছিল।তার মন এখনো ফুলের প্রভাবের মধ্যে আবদ্ধ

ছিল,তবে অ্যাকুয়ারা আর এথিরিয়নের অনুশীলিত চোখে পরিলক্ষিত হচ্ছিল যে, ফিওনার হুশ ফিরে এসেছে।তিনজন একসাথে গ্লাস হাউজে ফিরে আসলো।পথে ফিওনা মনে মনে ভাবছিল,জ্যাসপার যখন ফিরে আসবে,তখন তার সাথে কথা বলবে—তার মুক্তির জন্য কথা বলবে। কিন্তু, সে জানতো না যে ফুলের প্রভাব তার শরীরে পুরোপুরি

শুরুর জন্য অপেক্ষা করছে। আধা ঘণ্টার মধ্যে ফুলের নেশা আরও তীব্র হতে শুরু করবে।

ফিওনার অজান্তেই তার দেহে আর মনের প্রতিক্রিয়া শুরু হয়েছিল,কিন্তু সে এসময় কিছুই বুঝতে পারছিল না।তার মাথায় একমাত্র চিন্তা ছিল জ্যাসপার—তার থেকে মুক্তি পাওয়া। দশ মিনিট পর,জ্যাসপার গ্লাস হাউজে ফিরে আসে। তার চোখে

কিছুটা ক্লান্তির ছাপ ছিল, আর শরীরেও অল্প অসস্থি অনুভব করছিল। সে ব্লেজারটা খুলে সাদা শার্ট আর কালো টাই পরিধান করে ইজি চেয়ারে বসে মাথা হেলান দিয়ে রাখল,কিছুটা বিশ্রাম নিতে। মৃদু ব্যাথা অনুভব করছিল মাথায়,আর তাই সেদিকে মনোযোগ দেয়ার জন্য,সে অ্যাকুয়ারাকে কফি আনতে বলে।

অ্যাকুয়ারা কফি নিয়ে চলে যাওয়ার সময়, ফিওনার মনে অন্য কিছু চিন্তা ঘুরছিল।আজকে সে আর কিছু অপেক্ষা করতে চায় না। তার মধ্যে এক অদ্ভুত তাড়না ছিল—যে তাড়না তাকে জ্যাসপারের কাছে নিয়ে গেল। সে সিদ্ধান্ত নেয়, নিজেই কফি নিয়ে যাবে, কিন্তু কেবল কফি দেয়ার জন্য নয়। এই মুহূর্তে, ফিওনার মন ছিল অন্য কোথাও—সে তার ভেতরে

জমে থাকা কথাগুলো জ্যাসপারের সাথে শেয়ার করতে চায়, বিশেষ করে তার মুক্তি পেতে হবে, এটা তাকে বলতেই হবে।ফিওনা সামান্য সতর্কভাবে কফি নিয়ে এগিয়ে যায়, তার মুখে একটু সংকোচ,কিন্তু সে জানে যে,আজকের এই মুহূর্তটা তাকে সাহসী হতে হবে।

কফি হাতে নিয়ে দরজার ভেতরে দাঁড়িয়ে ছিল ফিওনা, তার মুখে

কিছুটা সংকোচ আর মনে কিছুটা দ্বিধা ছিল। জ্যাসপার তখনো ইজি চেয়ারে বসে ছিল, মাথা হেলান দিয়ে, চোখ বন্ধ করে নীরবতা ভাঙছিল না। কিছুক্ষণ পর তার ঠাণ্ডা, গভীর কণ্ঠে ভেসে আসল কথাগুলি।

“তুমি হঠাৎ এই সময় আমার কক্ষে? আর কফি তুমি আনলে কেনো?”

ফিওনা একটু অবাক হয়ে তাকে দেখে,তার প্রশ্নের ভিতর এক ধরনের কৌতূহল ফুটে উঠেছিল। এতক্ষণে নিজের মনকে সামলে নিয়ে, ফিওনা কফির মগটি তার দিকে এগিয়ে দিয়ে বলল, “আপনি না দেখে কি করে বুঝলেন আমি?”জ্যাসপার চোখ না খুলেই এক মুহূর্ত নীরব ছিল, তারপর তার

ঠাণ্ডা কণ্ঠে এক শব্দে উত্তর দিল, “হরমোনাল স্মেল।”

ফিওনা দীর্ঘক্ষণ চুপ থাকার পর,এক ঝটকায় নিজের মনকে জড়ো করল আর তার কণ্ঠে শান্ত কিন্তু গভীর ভঙ্গিতে বলল, “বলছি যে,যার জন্য আমাকে আটকে রেখেছিলেন,আপনার ভাই তো ফিরে এসেছে। এখন আমাকে মুক্তি দিন। আমাকে আমার বাসায় ফিরে যেতে

দিন। আর তো কোনো কাজ নেই আমার এখানে।”

তার কথা শুনে,জ্যাসপার অমনি চোখ খুলে ফেলল। সে ইজি চেয়ারে হেলান দেওয়া অবস্থান থেকে সোজা হয়ে বসে গেল।তার দৃষ্টি ছিল রাগান্বিত আর তীব্র, এই মুহূর্তে ফিওনার উক্তির জন্য কিছু একটা ভীষণ ক্ষোভ জমে গেছে তার ভেতরে।ফিওনা তার চোখের দিকে

তাকিয়ে কিছুটা ভীত হয়ে পড়ে,এক অজানা শঙ্কা তার মনকে চেপে ধরলো।

জ্যাসপারের চোখে যে তীব্রতার ছাপ ছিল,তা দেখেই ফিওনার হাতের কফির মগটি কাঁপতে কাঁপতে মাটিতে পড়ে যায়। মগটি নিচে পড়ে গিয়ে টুকরো টুকরো হয়ে ছড়িয়ে পড়ে,কিন্তু ফিওনার দৃষ্টি সেই মূহুর্তে একটুও সরে না—তার সমস্ত

মনোযোগ সেই রাগান্বিত চোখের দিকে।তার চোখে আগুন ছিল,আর সেই আগুন ফিওনাকে ভয়ংকরভাবে তাড়িত করছিল।এ এক নতুন ফিওনা ছিল, যে আগে কখনও জ্যাসপারকে এমন রাগান্বিত অবস্থায় দেখেননি।

জ্যাসপার হঠাৎই দ্রুত উঠে আসে,তার চোখে আগুনের মতো ক্ষোভের তীব্রতা।ফিওনার বাহু

দুটোশক্ত লোহার শেকলের মতো ধরে ফেলল, তাকে গ্লাসের দেয়ালের সঙ্গে চেপে ধরলো। ফিওনা কিছুটা অবাক হয়ে চেষ্টা করেছিল, কিন্তু তার শক্তি কোথাও নেই।

জ্যাসপার তার নরম কণ্ঠে কেটে বলল,“তোমার এতো সাহস? আমার থেকে মুক্তি পেতে চাইছো?”ফিওনার বুকের মধ্যে এক ভীতিকর অনুভূতি তৈরি হয়, কিন্তু জ্যাসপার নিজেকে

একটুও নরম করতে চায়নি। জ্যাসপারের চোখের রাগ আর ক্ষোভ দেখে তার শরীর কাঁপছিল।জ্যাসপার আরও কাছ থেকে,এক ভয়ংকর ভঙ্গিতে ফিওনার মুখের কাছে এসেছিল,তার গলা থেকে বেরিয়ে আসে ঠাণ্ডা আর তীক্ষ্ণ এক উচ্চারণ —"লিসেন, এলিসন ফিওনা।শুনে রেখো,এই ড্রাগন মনস্টারের হাত থেকে তোমার মুক্তির কোনো উপায়

নেই। আজকে আবারো শেষবার বলে রাখলাম,এই পৃথিবী ত্যাগ করার আগ পর্যন্ত তোমার আমার কাছ থেকে নিস্তার নেই।”

ফিওনা এক মুহূর্ত চুপ ছিল,তার শরীরে আগুন জ্বলছিল, কিন্তু তার চোখে ছিল এক দৃঢ়তা।কীভাবে সে এই অবস্থায় টিকে থাকতে পারে, এটাই ছিল তার একমাত্র লক্ষ্য। জ্যাসপার তার চোখে ঝলসে ওঠা

তীব্র রাগের পরেও তার মাঝে এক ধরনের অদৃশ্য শক্তির উপস্থিতি অনুভব করেছিল।জ্যাসপার জানত,তার রাগ আর দখল জানানো ছাড়াও কিছু একটা লুকিয়ে ছিল। কিন্তু,তার এই কথায় এমন এক ধরনের কঠিন সতর্কতা ছিল যে,ফিওনার সামনে কোনো মুক্তির রাস্তা ছিল না,যতক্ষণ না সে নিজেই তা চেয়েছে।

জ্যাসপার পুনরায় ফিওনাকে ছেড়ে ইজি চেয়ারে হেলান দিয়ে চোখদুটো বন্ধ করে শান্ত গলায় বললো “এখন আমার সামনে থেকে যাও”

ফিওনা কেবলমাত্র কক্ষ থেকে বের হয়ে যাওয়ার জন্য পা বাড়ায় আর তখনি তার শরীরে ফুলের বিষাক্ত প্রতিক্রিয়া শুরু হলো।তার চোখ ঝাপসা হতে শুরু করল,অন্ধকারে সব কিছু ঢেকে যাচ্ছে। সেই

রোমাঞ্চকর গন্ধের প্রভাবে তার পেটে তীব্র মোচড় হচ্ছিল,আর মাথার ভেতর হালকা ঘোর অনুভূত হচ্ছিল। মনে হচ্ছিল,পৃথিবী তার চারপাশ থেকে ধীরে ধীরে সরে যাচ্ছে,আর তার সমস্ত অনুভূতি আলাদা আলাদা হয়ে যাচ্ছে।ফিওনার পা কাঁপছিল,কিন্তু সে কোনো রকমে নিজেকে সামলানোর চেষ্টা করছিল। সে গ্লাসের দেয়াল এক হাতে ধরে

শক্ত করে চেপে ধরলো নিজেকে স্থির রাখতে পারর জন্য। তবুও,সে নিজেকে কন্ট্রোল করতে পারছিল না।ফুলের প্রতিক্রিয়া ছিল এক ধরনের মাদকতা,এক ধরনের নেশা যা তাকে নিজের থেকে অনেক দূরে নিয়ে যাচ্ছিল।

“আমা...আমার,” ফিওনা শব্দটা বলার চেষ্টা করল,কিন্তু কণ্ঠে ঘোর চলে আসছে, সে সঠিকভাবে কিছু

বলতে পারছে না। সে মাথা নিচু করে আর একটি গভীর শ্বাস নিলো,চেষ্টা করল তার শরীরকে সামলাতে পারে।জ্যাসপার তখনও চোখদুটো বন্ধ রেখেই পুনরায় বললো “এখনো দাঁড়িয়ে আছো কেনো?যাচ্ছো না কেনো?

ফিওনা আরও একবার তার পা চালাতে গেলো,কিন্তু সে প্রায় পড়ে যাচ্ছিল।তার হাতে শক্তি নেই,তার

মাথা ঘুরছে,আর কিছুই পরিষ্কার মনে হচ্ছিল না।ফিওনা টলতে টলতে সামনের দিকে এগোচ্ছিল,কিন্তু হঠাৎ করেই দৃষ্টি ঝাপসা হয়ে গেল। মাথা ঘুরতে শুরু করল,আর মাটি পায়ের নিচ থেকে সরে যেতে লাগল।পড়ে যাওয়ার ঠিক আগ মুহূর্তে,এক জোড়া বলিষ্ঠ হাত শূন্য থেকে উদ্ভূত হয়ে ওকে আঁকড়ে ধরল।

জ্যাসপারের হাতে ফিওনা ধরা পড়ল, ওজনহীন একটি পাখির মতো। তার শক্তপোক্ত বুকের উষ্ণতার মধ্যে ফিওনা ক্ষণিকের জন্য নিরাপদ আশ্রয় খুঁজে পেল। শক্তপোক্ত পেশীগুলো ফিওনাকে ঘিরে রেখেছিল এমনভাবে,পৃথিবীর কোনো শক্তিই তাকে আঘাত করতে না পারে।জ্যাসপার তার বাহুতে থাকা ফিওনার অবসন্ন শরীরটিকে

আলতোভাবে ধরে উপরের দিকে তুলে ধরল।তার গভীর সবুজ জ্বলজ্বলে চোখ ফিওনার ক্লান্ত মুখের দিকে নিবদ্ধ হলো,সবকিছু পড়ে ফেলতে চাইলো ।নিজের ভয় আর উদ্বেগের আভাসটুকু লুকাতে পারল না।

“ফিওনা, কি হয়েছে তোমার?” তার কণ্ঠে গভীর উদ্বেগের মিশেল। তীব্র

অথচ কোমল। “তোমার শরীর খারাপ লাগছে?”

ফিওনা সামান্য কাঁপা গলায় কিছু বলতে চাইছিল,

কিন্তু শব্দগুলো আটকে যাচ্ছিল।তার ধীরে ধীরে ওঠা-নামা করা নিশ্বাস জ্যাসপারের বুকের গভীর তাপ অনুভব করছিল।

জ্যাসপার আলতোভাবে তার আঙুল দিয়ে ফিওনার চিবুক ধরে মুখটা

নিজের দিকে তুলল। তার চোখে এক অনন্ত দিগন্তের গভীরতা। সেখানে দুশ্চিন্তা ছিল,আবার কিছু অদ্ভুত মমতা।

ফিওনার দুর্বলতা মুহূর্তেই ছাপিয়ে উঠল এই শক্তি আর উষ্ণতায়।য়তার চারপাশের দুনিয়া অস্পষ্ট হয়ে গেল, কেবল অনুভূত হলো জ্যাসপারের সেই অদ্ভুত শক্তি আর নিরাপত্তা।

মনে হলো,এই মুহূর্তে সে শুধু জ্যাসপারের।

তার শক্ত হাতের আলিঙ্গন আর গভীর কণ্ঠের নীরব প্রতিশ্রুতি ফিওনাকে বলে দিল “যতক্ষণ আমি আছি,তোমার কিছু হবে না।”তখনি ফিওনা মুখ তুলে তাকাল।তার চোখে এক ধরনের অদ্ভুত মাদকতা ছড়িয়ে পড়েছে—একটা গভীর শূন্যতা,আবার একসঙ্গে অসম্ভব তীব্র কিছু।

জ্যাসপার সেই চোখের দিকে তাকিয়ে কিছুটা স্তব্ধ হয়ে গেল। ফিওনার দৃষ্টি এমন ছিল, সে প্রচণ্ড অ্যালকোহল পান করেছে আর বাস্তবতার সঙ্গে সমস্ত সংযোগ হারিয়ে ফেলেছে।

হঠাৎ করেই,ফিওনা জ্যাসপারের কাঁধে ছোট ছোট মৃদু ধাক্কা দিতে শুরু করল। তার গলার স্বর একেবারে বাচ্চাদের মতো অভিমানী

হয়ে উঠল। “আপনি...আপনি অনেক পচা!”

জ্যাসপারের ভ্রু সামান্য কুঁচকে গেল। এমন আচরণে সে কিছুটা বিভ্রান্ত,আবার খানিকটা মুগ্ধ। ফিওনা ততক্ষণে অভিমানের স্রোতে ভেসে যাচ্ছে।

“গ্র্যান্ডপার মতোই আপনি!সেও আমাকে কখনো কোথাও যেতে দিতেন না।সবসময় ঘরে আটকে

রাখতেন।আর এখন আপনিও..আপনিও আমাকে আটকে রেখেছেন!” ফিওনার কণ্ঠস্বর ভাঙল। অভিমানের জড়তা চোখের কোণায় জমে থাকা অশ্রুতে তার কথাগুলো আরও আবেগময় হয়ে উঠল। তারপর,কাঁদার ভান ধরল সে।মুখ গোঁজ করে জ্যাসপারের বুকের দিকে মাথা নিচু করে নিজের ছোট ছোট মুষ্টি দিয়ে তার শক্ত কাঁধে ধাক্কা

দিতে লাগল।তার পুরো শরীর ভরে উঠল এক ধরনের শিশুসুলভ অভিমান আর নাটুকেপনায়।

জ্যাসপার কিছুক্ষণ নীরব রইল।তার মুখের কোণে এক অদ্ভুত মিশ্র প্রতিক্রিয়া দেখা গেল—হাসি চাপার চেষ্টা আর মৃদু বিরক্তি। সে গভীর এক শ্বাস নিয়ে ফিওনার দিকে তাকাল।

“তুমি কি ড্রিংকস করেছো?” তার কণ্ঠস্বর কঠোর, তবুও অদ্ভুতভাবে কোমল। “তোমাকে আটকে রেখেছি,কারণ তুমি নিজেকে সামলাতে পারবে না।এই পৃথিবী তোমার চেয়ে অনেক বেশি বিপজ্জনক।আর তুমি যদি নিজেকে বিপদে ফেলো,সেটা আমি সহ্য করতে পারব না।”ফিওনা হঠাৎ থেমে গেল।তার অভিমানী অভিব্যক্তি

বদলে গিয়ে এক ঝলক নরম আলো ফুটল।সে চুপ করে রইল,কিন্তু তার অভিমানী সুরে মুখ গোঁজার ভানটা টিকে রইল। “তার মানে আপনি আমাকে নিয়ে চিন্তিত?”

জ্যাসপার কিছু বলার পুর্বেই ফিওনা পুনরায় জ্যাসপারের কাঁধে ধাক্কা দিতে শুরু করল।তার ক্ষীণ অথচ দৃঢ় ধাক্কাগুলো জ্যাসপারের ভারসাম্য নষ্ট করছিল।প্রতিবার ধাক্কায়

জ্যাসপার এক পা,দু’পা করে পেছিয়ে যেতে লাগল। অবশেষে,এক মুহূর্তের জন্য তার শক্তিশালী উপস্থিতি একটু দুর্বল হয়ে গেল।সে ইজি চেয়ারে ধপাস করে বসে পড়ল।

তবে এখানেই থেমে থাকল না ফিওনা তার মাদকতাময় অভিমান এক অন্যরকম সাহস এনে দিল। হঠাৎই, সে এক অদ্ভুত কাণ্ড করল।

জ্যাসপারের এক পায়ের ঊরুর ওপর নিজের এক হাঁটু ভর দিয়ে ঝুঁকে পড়ল তার দিকে।সেই আকস্মিক ভঙ্গির কারণে ইজি চেয়ারটি খানিকটা পেছনের দিকে হেলে গেল।আর সেই মুহূর্তে—সমস্ত আবেগ,মাদকতা আর পরিস্থিতি এক বিন্দুতে এসে মিলল।ফিওনার মুখ জ্যাসপারের মুখের এতটাই কাছে চলে এলো যে তাদের নিশ্বাসের

উষ্ণতা একে অপরকে স্পর্শ করতে লাগল।

জ্যাসপার মুহূর্তের জন্য স্তব্ধ।তার ঠোঁটের খুব কাছে ফিওনার ভেজা,গোলাপী ঠোঁটগুলো থরথর করে কাঁপছে।ফিওনার গভীর চোখে এক ধরনের অভিমানী অথচ অপ্রকাশিত আবেগ ফুটে উঠছে।মনে হচ্ছে তার ভেতরের সমস্ত ঝড়-তুফান এখন এই মুহূর্তেই থেমে

গিয়েছে।জ্যাসপারের কণ্ঠ আটকে গিয়েছে,তার দেহ শক্ত হয়ে গিয়েছে,তবু এক অদ্ভুত টান তার ভেতরে ছড়িয়ে পড়ছে। “ফিওনা,তুমি ...?” জ্যাসপার সম্পুর্ন কথা শেষ করার পুর্বেই ফিওনা বলে বসলো। ফিওনার কণ্ঠে যে অভিমান আর ক্ষোভের ঝাঁঝ ছিল,সেটি মিশে গেল এক অদ্ভুত মাদকতায়,যখন তার কথাগুলো উচ্চারণ হলো।

“আপনি অনেক নিষ্ঠুর,পাষাণ ড্রাগন! আমাকে শুধু অত্যাচার করেন—মানসিক,শারীরিক সব ধরনের।

তার প্রতিটি শব্দ শোনা যাচ্ছিল মর্মাহত অন্তরের গভীর থেকে। জ্যাসপার তার কথা শুনতে শুনতে হঠাৎই থেমে গেল।তার তীক্ষ্ণ চোখ ফিওনার দিকে স্থির হয়ে গেল,তার কণ্ঠ গম্ভীর হয়ে উঠল।তার মনোযোগ কেবলমাত্র সেই গন্ধে—

এক ঝাঁঝালো ফুলের গন্ধ,যা ফিওনার মুখের ভেতর থেকে বেরিয়ে আসছিল।গন্ধটা ছিল তীব্র। জ্যাসপার বুঝতে পারল,তার সামনে যে এতোক্ষণ চাহনি দিয়ে দাঁড়িয়ে ছিল,সে আর সেই স্নিগ্ধ ফিওনা নয়। তার স্নায়ুতে প্রবাহিত হচ্ছে এমন কিছু যা তাকে একধরণের অস্বাভাবিক আচরণ করতে বাধ্য করছে।

“ফিওনা,তোমার শরীর ঠিক নেই। এই গন্ধটা—এটাতো লুসিড ব্লুম বিষাক্ত ফুলের প্রভাব।”তার কণ্ঠে গভীর উদ্বেগ ছিল,তবে তাতে এক ধরনের কঠোরতা ছিল।ফিওনা কিছুটা হোঁচট খেতে গিয়ে চোখ তুলে তাকালো। “বিষাক্ত ফুল?আপনি কী বলছেন?আমি তো ঠিক আছি...” তার কণ্ঠে ছিল কিছুটা অস্পষ্টতা,তবে তার কথার সাথে

শরীরের প্রতিক্রিয়া মিলিয়ে,তার চোখে অস্থিরতা ফুটে উঠছিল।

জ্যাসপার তৎক্ষণাৎ তাকে শক্ত করে ধরে ফেলল তাকে আরও একবার মাটিতে পড়তে না হয়।তার গলা গভীর হয়ে উঠল,তবে খুব নরম সুরে সে বলল,"এই ফুলগুলো সাধারণ ফুল নয়,ফিওনা।এগুলো এমন এক প্রজাতির ফুল যা মানুষের স্নায়ুতন্ত্রে গভীর প্রভাব ফেলে।

তোমার শরীরে এটা প্রবাহিত হচ্ছে,আর তা তোমার অনুভূতিকে পুরোপুরি পরিবর্তন করে দিচ্ছে।”

ফিওনার চোখগুলো তখন তন্দ্রাচ্ছন্ন হয়ে আসছিল,তবুও তার ঠোঁট থেকে মৃদু আওয়াজ বের হলো,”আপনি... সবসময়...আমাকে নিয়ন্ত্রণ করতে চান...”

এখন,জ্যাসপার আর এক মুহূর্তও সময় নষ্ট না করে তাকে নিজের

বাহুতে শক্ত করে জড়িয়ে ধরল। “তোমার প্রতি সম্পুর্ন অধিকার আমার যেটা আমি আর কাউকে দিতে পারবো না,ফিওনা।তার জন্য যদি আমাকে নিষ্ঠুর আর পাষাণ হতে হয়,তবুও।”লুসিড ব্লুম ফুলটি এতটাই সুন্দর আর আপাত নির্দোষ,আসলে মানুষের স্নায়ুতন্ত্রে প্রবাহিত হয়ে সে

মানবিকতা,অনুভূতি আর আচরণকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারে।

জ্যাসপার তার অভ্যন্তরীণ উদ্বেগ চেপে রেখে,নরম গলায় প্রশ্ন করল,"আচ্ছা ফিওনা,তুমি আমাকে সব খুলে বলো।তুমি কি পাহাড়ের বাগানে গিয়েছিলে?আর কোনো ফুলের ঘ্রাণ নিয়েছিলে?"

ফিওনার মুখে এক মুহূর্তের জন্য বিস্ময়ের ছাপ দেখা দিল।তারপর,

তাঁর সমস্ত অভিমান আর ক্ষোভ একসাথে তলিয়ে গেল,ফিওনা আর কোনো কথা না বলে,ধীরে ধীরে জ্যাসপারের এক পায়ের ওপর বসে পড়ল।তার চোখে এখন আর কোনো অস্থিরতা নেই,বরং এক ধরনের শান্তি আর অভ্যস্ততা ফুটে উঠছিল।

“হ্যাঁ,গিয়েছিলাম তো,” ফিওনা আস্তে আস্তে নিজের মাঝে কিছু খুঁজতে গিয়ে,কথা বলতে শুরু করল।

“অ্যাকুয়ারা আর আপনার ভাই রিয়নের সাথে গিয়েছিলাম।তারা আমায় অনেক ঘুরিয়েছে।আর তখনি বাগানে.. এরকম ফুল দেখলাম—এত সুন্দর!আমি নিজেকেই সামলাতে পারিনি।খেয়ে নিয়েছি সেটা।খুব টেস্টি ছিল।আর জানেন,ওটা খাওয়ার পর প্রথমবার মনে হচ্ছে আমি পুরোপুরি রিল্যাক্স লাগছে,নিজেকে শান্ত

লাগছে।”ফিওনার কণ্ঠে তখন এক ধরনের শান্তি,এক ধরনের অদ্ভুত প্রশান্তি ছিল,সেই ফুলের প্রভাবে তার সমস্ত উদ্বেগ,ভয়,আর অস্থিরতা মুছে গিয়ে এক নিঃসঙ্গ স্থানে তাকে নিয়ে এসেছে।

ফিওনা ধীরে ধীরে তার মুখটি জ্যাসপারের দিকে ঝুঁকে দিল।তার চোখে এক অদ্ভুত অনুরাগ ছিল, যদিও অভিমান আর ক্ষোভের ছায়াও

স্পষ্ট ছিল। কিন্তু সে আর নিজেকে কিছুতেই নিয়ন্ত্রণ করতে পারল না।

“জানেন,আমি চাই আপনাকে ঘৃণা করতে,” ফিওনা তার কণ্ঠে আবেগের দোলা এনে বলল, “আপনি তো আমাকে কিডন্যাপ করেছেন,অত্যাচার করেছেন... তবুও পারি না।কেনো,জানি না।আপনার সবুজ চোখ দুটি দেখলে আমি কোথায় হারিয়ে যাই... ডুবে যাই।ওই

চোখে কি এমন আছে,যা আমাকে এমনভাবে টানে?”

জ্যাসপার এক মুহূর্তের জন্য নীরব হয়ে গেল। তার চোখে ছিল এমন এক গভীর দৃষ্টি,সে ফিওনার প্রতিটি কথা,প্রতিটি আবেগ অনুভব করতে পারছিল।তারপর জ্যাসপার সপ্রশ্ন দৃষ্টি নিয়ে ফিওনার দিকে তাকাল, সে শুধু তার অনুভূতিটুকু বুঝতে চায়, আর কিছু নয়।তার কণ্ঠ ছিল

মধুর,তবে গভীর,”আর কি কি দেখলে ডুবে যাও,হামিংবার্ড?” ফিওনার বুকের মধ্যে হৃদস্পন্দন বেড়ে গেল।সে কেমন শিহরিত হয়ে উঠলো।জ্যাসপারের কণ্ঠে এমন একটা মাধুর্য ছিল,যা তার সমস্ত বিক্ষিপ্ত মনোভাবকে একাকার করে ফেলেছিল।ফিওনার চোখ দুটো আবার একদৃষ্টিতে জ্যাসপারের

চোখে আটকে গেল।তার স্নায়ু গলতে শুরু করেছিল।

ফিওনা তখন হালকা চোখে তাকিয়ে,ধীরভাবে প্রশ্ন করল,”আপনি আমাকে গতকাল কেনো স্পর্শ করেছিলেন?আর কেনোই বা আমায় আমার বাসায় যেতে দিচ্ছেন না? কেনো আটকে রাখছেন?”

জ্যাসপার কিছুক্ষণ নীরব ছিল, তার মনের গহীনে ঘুরপাক খাচ্ছিল

হাজারো অনুভূতি।তারপর,ধীরে ধীরে সে তার চোখ তুলে ফিওনার দিকে তাকাল।তার মুখাবয়ব ছিল সেই অচেনা গম্ভীরতা দিয়ে মোড়া, তার হৃদয়ের সবচেয়ে গোপন কথা বের হয়ে আসছে।" কারণ" জ্যাসপারের কণ্ঠে গভীর এক সুর ছিল,"আমার হৃদয়ের খাঁচায় তোমাকে সারাজীবনের জন্য বন্দি করে নিয়েছি।তাই।"ফিওনার শরীরে এক

ঝিমঝিম অনুভূতি বয়ে গেল।তার হৃদস্পন্দন দ্রুত বেড়ে উঠল,যসে এই মুহূর্তে নিজেকে হারিয়ে ফেলতে যাচ্ছিল।এক চিলতে ক্ষোভভরা কণ্ঠে ফিওনা বললো,"আমি অ্যকুয়ারার কাছে সব শুনেছি।আপনার বিয়ে তো ঠিক করা আছে, ওই—ভেনাসের একটা ড্রাগন, অ্যালিসা।"

জ্যাসপার কিছুক্ষণ নীরব ছিল তার চোখে এক অদ্ভুত রকমের কষ্ট মিশে

গিয়েছিল।কিন্তু তারপর সে শান্তভাবে বলল,”ওটা তো সফটওয়্যারের মাধ্যমে ঠিক করা।হৃদয় কি সফটওয়্যার দিয়ে হয়? তার কণ্ঠে এক ধরনের গভীরতা ছিল,তার কথাগুলো শুধুই যুক্তির কথা নয়,কিছু ব্যক্তিগত বেদনা থেকেও বেরিয়ে এসেছে।

ফিওনা একটু অবাক হয়ে তাকিয়ে রইল, বুঝতে পারছিল না ঠিক কী

বলতে চাচ্ছে সে।তবে জ্যাসপার আরও একটি ধাপ এগিয়ে গেল,তার চোখে একটু মৃদু তীব্রতা ছিল,”আমার ভেতরে তো লাভ ফাংশনাল ডিলিট ছিলো—তুমি সেটা সক্রিয় করেছো।আমি তো অ্যালিসাকে ভালোবাসি না,হামিংবার্ড।”ফিওনার চোখে এক অদ্ভুত মিশ্র অনুভূতি ছিল—একদিকে হতাশা,অন্যদিকে অবাক করা এক

অনুভূতি।তার পুরো দেহ অস্বস্তিতে চঞ্চল হয়ে উঠল,তবে তার বুকের মধ্যে এক অদৃশ্য শক্তি কাজ করতে শুরু করল।

জ্যাসপারের পায়ের ওপর কোলে বসা অবস্থাতেই ফিওনা হঠাৎ করেই নিজের শার্টের বাটান খুলতে শুরু করলো।তার এই আচরণে জ্যাসপার দ্রুত এগিয়ে এসে তার হাত ধরে থামিয়ে দিলো।চোখে তীক্ষ্ণ উদ্বেগ

আর অবাক ভাব ছিল,”কি করছো তুমি?”

ফিওনা কিছুটা অস্বস্তিতে পড়ল, তার কণ্ঠে হালকা বিরক্তি,”উফ,আমার অনেক গরম লাগছে,অস্থির লাগছে।”

জ্যাসপার এক মুহূর্তের জন্য স্থির হয়ে গেল, কিন্তু তারপর তার চোখে এক দৃঢ় মনোভাব ফুটে উঠলো। সে ধীরে ধীরে ফিওনার হাত ধরে তাকে স্নিগ্ধভাবে শান্ত করার চেষ্টা করল।

এক হাত দিয়ে ফিওনার হাত আটকে রেখে, অন্য হাতে পাশের টেবিল থেকে এসির রিমোট তুলে নিল।

রিমোটটি সামঞ্জস্য করে,এসি একদম বাড়িয়ে দিলো, আর ঘরটা মুহূর্তেই শীতল হয়ে গেল।কিন্তু ফিওনা বুঝতে পারল,তার শরীরে যে উত্তেজনা বিরাজ করছে, তা কিছুই কমেনি।এসির ঠান্ডা বাতাস,আর

জ্যাসপারের উপস্থিতি সব কিছু আরও বেশি অনুভূতি বাড়াচ্ছিল। ফিওনা এক অবচেতন গতিতে জ্যাসপারের গলার টাই খুলতে শুরু করলো।তার হাতের স্নিগ্ধ স্পর্শে টাইটি একে একে নরম হয়ে পড়ছিল।তার চোখে অদ্ভুত এক দৃষ্টির মাদকতা,সে নিজেই বুঝতে পারছিলেন না কেন এমন করছে।

“কি করছো?” জ্যাসপার তার কণ্ঠে কিছুটা কঠোরভাবে প্রশ্ন করল,কিন্তু তার চোখের মৃদু অবাক ভাব আর শারীরিক দূরত্ব দূরে সরে যাচ্ছিল,সে এক অজানা টান অনুভব করছিল। তার মন অস্থির হয়ে উঠেছিল, এই অদ্ভুত নেশার প্রভাবে কিছুই আর স্বাভাবিক লাগছিল না। ফিওনা তার সজীব অভিমানে বলল, “আপনাকে শার্টের বুকের কাছের বাটান খোলা

রাখলেই বেশি ভালো লাগে।” তার কণ্ঠে এক অদ্ভুত মৃদুতা ছিল সে নিজেও জানত না কেন এমন কথা বলছে,তবে শব্দগুলো সরাসরি বেরিয়ে যাচ্ছিল তার ঠোঁটের ফাঁক দিয়ে,একটি মধুর আর আকর্ষণীয় নিঃশ্বাসের মতো।

জ্যাসপার জানত,ফিওনা এখন যে অবস্থায় আছে,তার কথাগুলো মানে খুব একটা নয়।লুসিড ব্লুম,মানব

মস্তিষ্কের স্নায়ুবিক প্রক্রিয়ায় প্রভাব ফেলে।এর পাপড়ির গন্ধ মস্তিষ্কে এমন এক উন্মাদনা সৃষ্টি করে যে, মানুষ তার অজান্তেই নিজের গোপন কল্পনা,আবেগ আর আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ করতে থাকে।এটি এক ধরনের স্নায়ুবিক বিষাক্ত ফুল,যার মিষ্টি গন্ধ অতি দ্রুত মানুষের ইন্দ্রিয়কে আচ্ছন্ন করে ফেলে আর চিন্তাভাবনার সীমা মুছে দিয়ে এক পাগলাটে নেশায়

পরিণত করে।আর এটার ঘ্রান নেয়ার আধা ঘন্টার মধ্যে প্রতিক্রিয়া দেখা যায় আর প্রায় তিন ঘন্টা পর্যন্ত এটার প্রতিক্রিয়া থাকে।জ্যাসপার ধীরে ধীরে তার গলা থেকে টাইটি খুলে ফেলল,তারপর বুকের কাছে থাকা তিনটি বাটান একে একে খুলে দিলো।তখনি তার গশার লকেট আর ঘাড়ের ট্যাটু উন্মুক্ত হলো।তার এই চলনে এক ধরনের নিষ্কলঙ্ক

শীতলতা ছিল,সে এক পাথরের মতো স্থির হয়ে বসে ছিলো।কিন্তু ফিওনার চোখে সে স্থিরতাই অস্থিরতার সৃষ্টিকারী।তার হাতের মৃদু নড়াচড়ায় এক অদ্ভুত আকর্ষণ ছিল,যা তাকে আরও কাছে টেনে এনে পাগল করে দিচ্ছিল।

ফিওনা আবার নিজের আঙুল জ্যাসপারের ঠোঁটের দিকে রেখেই বলল,"আপনার ঠোঁটজোড়া এতো

আকর্ষণীয় কেনো?এমন একবারে ড্রাগন ফ্রুটের মতো ঠোঁট,পৃথিবীর কাউকেই দেখিনি।সত্যি অদ্ভুত সুন্দর ইচ্ছে করে সবসময়...”

জ্যাসপার তার দিকে তাকিয়ে গম্ভীর চোখে বলল, “কি, সবসময়?”তার কণ্ঠে এক ধরনের গভীরতা ছিল,সে ফিওনার মনের গভীরে থাকা কথাগুলো বুঝতে পারছে,কিন্তু সে

নিজেই তার অনুভূতিগুলোর ব্যাখ্যা দিতে পারছিল না।

ফিওনা মৃদু হাসল,তার চোখে কিছুটা ধোঁয়াশা ছিল, কিন্তু এই মুহূর্তে তার কাছে অনুভূতির শব্দ ছিল সবচেয়ে মিষ্টি।"কিছু না," সে বলল,নিজের মধ্যে কিছু লুকিয়ে রেখেছে,"কিছুই না।"তবে তার মনের মধ্যে এক স্নিগ্ধ অথচ উত্তপ্ত অনুভূতির ঝড় বয়ে যাচ্ছিল,যে অনুভূতি জ্যাসপার

একে একে অনুভব করতে শুরু করল।

“তোমার কি বাই এনি চান্স চুমু খেতে ইচ্ছে করছে?” জ্যাসপার তার দিকে ঠোঁটের কোণে এক রহস্যময় হাসি নিয়ে প্রশ্ন করল।

ফিওনা একটু হেসে বলল, “না,আপনার চুমুতে মিষ্টি স্বাদ,আমার ডায়াবেটিস হবে।”

এটা শুনে জ্যাসপার তার কণ্ঠে এক লাস্যময় হাসি এনে বলল,”নো,হামিংবার্ড।ওটা গ্লুকোজের মিষ্টি,এটাতে ডায়াবেটিস হবেনা।”ফিওনা এখনো জ্যাসপারের উরুর ওপর বসে রয়েছে,জ্যাসপার তার এক হাত দিয়ে ফিওনার কোমরের চারপাশ শক্ত করে আঁকড়ে ধরে,আর অন্য হাতে ফিওনার গালে।জ্যাসপার ধীরে ধীরে

ফিওনার দিকে এগিয়ে যায়,তার চোখে এক গভীর আকর্ষণ আর এক অদৃশ্য টান।তার প্রতিটি পদক্ষেপ সময়কে থামিয়ে দেয়,আর ফিওনার হৃদপিণ্ড দ্রুত বেগে ধ্বনিত হতে থাকে।যখন তাদের ঠোঁট মাত্র এক ইঞ্চি দূরত্বে পৌঁছায়,সারা দেহে এক শিহরণ বয়ে যায়।

ফিওনা হঠাৎই সজাগ হয়ে উঠল মুহূর্তের আকর্ষণ থেকে নিজেকে

ছিনিয়ে নেওয়ার চেষ্টা করছে জ্যাসপারের ঠোঁট প্রায় তার ঠোঁটের ছোঁয়ার কাছাকাছি চলে এসেছিল,কিন্তু ঠিক সেই মুহূর্তে ফিওনা তার কৌশল থেকে দ্রুত উঠে দাঁড়িয়ে জ্যাসপারের হাত ধরে টান দিয়ে বলল,"চলুন না,ডান্স করি,কাপল ডান্স।" তার কণ্ঠে একধরনের খেলার ছোঁয়া ছিল,নিজেকে আর তাকে অন্য এক

অভিজ্ঞতায় প্রবাহিত করার জন্য প্রস্তুত।জ্যাসপার মুহূর্তের জন্য কিছুটা হতবাক হয়ে গেছিল,কিন্তু তারপরই তার মুখে এক রোমান্টিক মুচকি হাসি দেখা দিল।তার চোখে নতুন রকমের ইচ্ছা জেগে উঠল,আর সে ফিওনার হাত শক্ত করে ধরল।

“আমি কখনো ডান্স করিনি,পারিনা,” জ্যাসপার বলল,তার ঠোঁটের কোণে মৃদু হাসি ছিল।

ফিওনা তখন আরও উৎসাহিত হয়ে বলল,”আমি দেখিয়ে দিবো।আমি জানি আপনি শিখে যাবেন।”

জ্যাসপার আর ফিওনা একে অপরের মুখোমুখি দাঁড়ালো।ফিওনা নিজের কোমরে জ্যাসপারের হাত টেনে রাখল,আর নিজের দু’হাত আলতো করে জড়িয়ে দিল জ্যাসপারের গলায়।যেন মুহূর্তটি সময়ের বাইরে, যেখানে কেবল তাদের নিঃশ্বাস আর

হৃদস্পন্দনের তাল বেজে চলেছে। ঠিক তখনই জ্যাসপারের প্রযুক্তিগত স্পিকার থেকে একটি সফট মিউজিক ছড়িয়ে পড়ল পুরো ঘরে। সুরটি ছিল মৃদু,কিন্তু মুগ্ধকর—তাদের জন্য যেন বিশেষভাবে তৈরি। ফিওনা এক মুহূর্তের জন্য মিউজিক শুনে চোখ বন্ধ করল। সুরের তালে সে নিজেকে আরও নিঃশব্দে জ্যাসপারের জড়িয়ে ধরে মিশিয়ে নিল।সঙ্গীতের

তাল ধীরে ধীরে বয়ে যাচ্ছে বাতাসে।জ্যাসপারের চোখ ফিওনার গভীর চোখের দিকে স্থির। সেই চোখে ছিল অনন্ত কাহিনী,এক অদৃশ্য আকর্ষণ,যা তাকে বাধ্য করছিল আরও কাছে টেনে নিতে।এক সময় ফিওনা নিজের হাত দিয়ে জ্যাসপারের আঙুল ধরল। মিউজিকের তালে তালে সে নিজের শরীর ঘুরিয়ে নিল,কিন্তু ফিওনার

ঘোরানো শেষ হওয়ার আগেই জ্যাসপার তাকে এক ঝটকায় নিজের কাছে টেনে নিল।তার শক্ত হাতে ফিওনাকে নিজের বুকের কাছে ধরে রাখল, যেন তাকে ছাড়ার আর কোনো ইচ্ছা নেই।

“তোমাকে আর কিছু শেখাতে হবে না,”জ্যাসপার মৃদু হাসি দিয়ে বলল।”তুমি আমার সঙ্গে ডান্স করতে পারছ,মানে আমিও শিখে

গেছি।”এরপর আর কোনো পরিকল্পনা বা কৌশল প্রয়োজন হয়নি।জ্যাসপার নিজেই প্রতিটি স্টেপ নিখুঁতভাবে ফিওনার সঙ্গে মিলিয়ে নিল।তাদের প্রতিটি নড়াচড়া যেন সঙ্গীতের স্রোতে মিশে এক রোমাঞ্চকর কবিতা তৈরি করছিল।

ফিওনার মুখে হাসি,আর জ্যাসপারের চোখে ছিল এমন এক গভীরতা,যা বলে দিচ্ছিল—এটাই তাদের গল্পের

নতুন অধ্যায়ের শুরুজ্যাসপার জীবনে কখনো এমন অনুভূতি পায়নি।এই প্রথমবার,সে এক অজানা আবেগের সম্মুখীন হলো।কাপল ডান্সের ধারণাটাই তার কাছে ছিল অচেনা,আর নাচার কোনো অভিজ্ঞতা তো দূর অস্ত।কিন্তু আজ,ফিওনার কোমরে তার হাত রেখে,মৃদু সুরের তালে তালে তাদের দুলতে দেখে, মনে হচ্ছিল যেন সময় থেমে গেছে।

ফিওনা তার গলা জড়িয়ে রেখেছে,তার উজ্জ্বল চোখ দু’টি সরল মুগ্ধতায় ঝলমল করছে।প্রতিটি মুহূর্ত যেন জাদুর মতো।জ্যাসপার বুঝতে পারল,সে তার জীবনের প্রতিটি নিয়ম,প্রতিটি বাধা,এমনকি নিজের সীমাবদ্ধতাগুলোকে উপেক্ষা করে কিছু একটার দিকে এগিয়ে চলেছে।প্রথমে তার শরীরের প্রতিটি মুভমেন্ট যেন অদ্ভুত লাগছিল।

ফিওনার প্রতিটি স্টেপ সে নিরীক্ষণ করছিল,যেন এই মুহূর্তটা তাকে ধীরে ধীরে কোনো অজানা নাচের ভাষা শিখিয়ে দিচ্ছে।

জ্যাসপার মনে মনে এক গভীর সন্তুষ্টির হাসি ফুটিয়ে তুলল।মনে মনে বলল,"যাক,একদিকে ভালোই হয়েছে।ওই ফুল খাওয়ার পর ফিওনার আবেগগুলো এমন স্পষ্ট হয়ে উঠেছে যে,ওকে এতটা কাছে

পাওয়া গেলো।নিজে থেকেই সব কিছু বলে দিলো,এমনকি এমন অনুভূতিগুলোও,যা কখনো ভাবিনি ও প্রকাশ করবে।”তার সবুজ চোখ দু’টিতে এক ঝিলিক মায়া খেলে গেল।জ্যাসপারের মন যেন আগুনে ঝলসে উঠল।ফিওনার কোমরে তার শক্ত হাতের গ্রিপ আরও শক্ত হলো,যেন ওকে নিজের থেকে একচুলও দূরে যেতে দেবে না।সে

ধীরে ধীরে ফিওনার মুখের দিকে ঝুঁকল।তার আঙুলগুলো ফিওনার নরম থুতনির নিচে এসে আলতোভাবে তাকে উপরে তুলল। ফিওনার চোখ বন্ধ হয়ে গেল,যেন সে এই মুহূর্তে হারিয়ে যেতে চায়। জ্যাসপার আর অপেক্ষা করল না। তার ঠোঁট ধীরে ধীরে ফিওনার ঠোঁটের সাথে মিশে গেল,সেদিনের মতোই জ্যাসপারের ঠোঁটের স্পর্শে

যেন এক স্বর্গীয় মিষ্টি স্বাদ ভেসে এলো,ঠিক যেন গ্লুকোজের মতোই নরম,মোলায়েম আর মিষ্টি।এই অনুভূতিটা ছিল এমন যেন সমস্ত ভেনাস আর পৃথিবী মিলে এই এক মুহূর্তে থেমে গেছে।ফিওনার শ্বাস ভারী হয়ে এলো,তার হাত আপনা থেকেই উঠে গিয়ে জ্যাসপারের ঘাড়ের চারপাশে পেঁচিয়ে গেল।সে প্রথমে অবাক হয়ে গেলেও,কয়েক

মুহূর্ত পরে নিজেই তাল মিলিয়ে চুম্বনে সাড়া দিল।

ফিওনা যখন অনুভব করল জ্যাসপার তাখে কোলে তুলে নিচ্ছে,তার শরীর এক ঝাঁক আবেগে কেঁপে উঠল।সে নিজের অজান্তেই তার হাতে জ্যাসপারের কাঁধের কাছে শক্ত করে আঁকড়ে ধরলো।যেন কখনোই তাকে ছেড়ে না দিতে পারে। জ্যাসপারের

শরীরের উষ্ণতা ফিওনার ভেতর এক অদ্ভুত আগুন জ্বালিয়ে দিল। ফিওনাকে কোলে নিয়ে,জ্যাসপার তাকে আরও কাছে টেনে এনে তার ঠোঁটে গভীরভাবে চুমু খেতে শুরু করল।এটা ছিল শুধুই এক ফ্রেন্স কিস,কিন্তু তার মধ্যে ছিল এমন এক ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য তীব্রতা যা কখনও টেনে নিয়ে আসছিল ফিওনাকে আরও গভীরে।জ্যাসপারের ঠোঁট থেকে

গ্লুকোজের মিষ্টি স্বাদ তার জিভে ছড়িয়ে পড়ল,আর ফিওনা যেন সেই স্বাদে পুরোপুরি ডুবে গেল।জ্যাসপার তার ঠোঁট সরিয়ে নিল,কিন্তু ফিওনার চোখে ছিল শুধু এক ধরনের পাগলামি।সে নিজেকে আর সংবরণ করতে পারছিল না।চুম্বনের প্রতি তার আকাঙ্ক্ষা এতটাই বেড়ে গিয়েছিল যে,সে অবচেতনভাবে জ্যাসপারের ঠোঁটের দিকে আবার

এগিয়ে গেল,যেন মধুসুধার মতো সেই স্বাদ একটুও মিস না হয়।

জ্যাসপারের মধ্যে আবেগের বাঁধ যেন ভেঙে গেল।তার সবসময় নিয়ন্ত্রণে থাকা সেই প্রখর ব্যক্তিত্ব এই মুহূর্তে বেপরোয়া হয়ে উঠল। তার চোখে অদ্ভুত মাদকতার ঝলক,যা ভালোবাসা আর আকাঙ্ক্ষার এক গভীর মিশ্রণ।ফিওনাকে তার শক্ত বাহুতে ধরে থাকা

অবস্থাতেই,জ্যাসপার তাকে ধীরে ধীরে গ্লাসের দেয়ালের কাছে নিয়ে গেল।

জ্যাসপারের চোখের মাদকতায় ফিওনা যেন পুরোপুরি হারিয়ে গেল। সে বুঝতে পারল না,কীভাবে এই নিষ্ঠুর ড্রাগনের স্পর্শে তার শরীর আর হৃদয় এতটা কাঁপতে শুরু করেছে।

জ্যাসপার ফিওনাকে শক্ত করে নিজের বাহুতে ধরে রইল, যেন কোনো শক্তি তাকে ছিনিয়ে নিতে না পারে।তার হৃদয় তখন নিয়ন্ত্রণ হারিয়েছে,আবেগের স্রোতে ভেসে যাচ্ছে। ফিওনাকে কোলে নিয়েই ধীরে ধীরে গ্লাসের দেয়ালের দিকে এগিয়ে গেল।গ্লাসের স্বচ্ছ পৃষ্ঠে চাঁদের আলো পড়ে অপূর্ব এক দৃশ্য সৃষ্টি করছিল।জ্যাসপার সেখানে

ফিওনার কোমরটা ধরে তার দেহটা দেয়ালের সাথে আলতোভাবে ঠেসে ধরল।তার স্পর্শ ছিল দৃঢ় কিন্তু কোমল।ফিওনার নেশামাখা দৃষ্টি তখন জ্যাসপারের চোখের গভীরে আটকে গেল। হঠাৎ,যেন আপন সত্তার টানে,সে নিজের পা দুটো পেঁচিয়ে ধরল জ্যাসপারের কোমরে। তার স্পর্শে এক অদ্ভুত উষ্ণতা ছড়িয়ে পড়ল জ্যাসপারের শরীরে।

জ্যাসপার নিজের হাত দিয়ে ফিওনার কোমর শক্ত করে ধরে রাখল,যেন সে পৃথিবীর আর কিছু ভুলে শুধু তাকে আঁকড়ে ধরে থাকতে চায়। গ্লাসের দেয়ালে ভেসে আসা চাঁদের আলো তাদের চারপাশকে মোহময় করে তুললো।

জ্যাসপার ধীরে ধীরে ফিওনার মুখের কাছ থেকে সরতে শুরু করল,তার দৃষ্টি ফিওনার ঘাড়ের দিকে নিবদ্ধ।

তার উষ্ণ নিঃশ্বাস ফিওনার গলায় ত্বকের উপর গিয়ে লাগতেই ফিওনা সাড়া দিয়ে চোখ বন্ধ করল। জ্যাসপার আলতোভাবে তার ঠোঁট রাখল ফিওনার গলায়। প্রথমে এক বিন্দু স্পর্শ,তারপর গভীর আর মাদকতাময় চুম্বন।তার ঠোঁটের উষ্ণতা ফিওনার ত্বকের প্রতিটি কোষে যেন আগুন ধরিয়ে দিল।

আচমকা পুনরায় জ্যাসপার ফিওনাকে শক্ত হাতে কোলে তুলে নিলো,যেন তাকে কোনোভাবেই নিজের কাছ থেকে হারাতে দেবে না।ফিওনার শরীর তার বুকের সঙ্গে লেগে আছে,আর তার চোখে যেন এক অদম্য আকাঙ্ক্ষা জ্বলছে। দেয়াল থেকে সরে আসতেই পাশের টেবিলের ল্যাম্পশেড ধাক্কা লেগে পড়ে গেল,মেঝেতে চুরমার হলো।

কিন্তু তাতে জ্যাসপারের কোনো ভ্রুক্ষেপ নেই।সে ফিওনাকে নিয়ে ঘরের মাঝখানে থাকা বড় কাচের ধাতব টেবিলের কাছে এগিয়ে গেল। ফিওনাকে টেবিলের ওপর আলতো করে বসিয়ে দিলো,কিন্তু তার উত্তেজিত হাতের ধাক্কায় টেবিলের ওপর রাখা ড্রাগনদের পুরনো ইতিহাসের বই,ফ্লাওয়ার ভাস,এমনকি ফ্রেমে বাঁধাই করা

ছবিগুলো মেঝেতে পড়ে গিয়ে ভেঙে চুরমার হলো।চারপাশে যেন এক অরাজকতা সৃষ্টি হলো,কিন্তু তাদের ভেতরের জগৎ এসব থেকে পুরোপুরি বিচ্ছিন্ন।

জ্যাসপার ফিওনার সামনে দাঁড়িয়ে তার মুখের দিকে গভীর দৃষ্টিতে তাকালো।তারপর ধীরে ধীরে জ্যাসপারের হাত ফিওনার গলা স্পর্শ করল,তার আঙুলের আলতো চাপ

যেন এক অদ্ভুত শিহরণ বইয়ে দিলো ফিওনার ভেতর।

তারপর,কোনো দ্বিধা ছাড়াই জ্যাসপার ফিওনার ঠোঁটে গভীর চুম্বনে ডুবে গেল।সেই চুম্বনে ছিলো আবেগআকাঙ্ক্ষা,আর এক অদ্ভুত ধরনের অধিকার।ফিওনার দুই হাত নিজে থেকেই জ্যাসপারের ঘাড়ে এসে পড়লো,আর সে চোখ বন্ধ করে নিজেকে পুরোপুরি হারিয়ে

ফেলল সেই মুহূর্তে।সেখানে চারপাশের ভাঙা জিনিসপত্র,চূর্ণবিচূর্ণ ফ্রেম আর বইয়ের স্তুপের মাঝে একমাত্র তাদের ভালোবাসা যেন নতুনভাবে জ্বলজ্বল করছিল।

হঠাৎ করেই জ্যাসপার নিজেকে কিছুটা থামিয়ে ফেলল,তার চোখে গম্ভীরতা ফুটে উঠল।ফিওনার অসহায় দৃষ্টিটা তার অন্তরটাকে আঘাত করল।কিছু একটা ভেবে,সে

এক ঝটকায় নিজের অনুভূতিগুলো নিয়ন্ত্রণে আনল।ফিওনা তার চোখে এক গভীর প্রশ্নের দৃষ্টি নিয়ে তাকালো।

“সরি হামিংবার্ড,”জ্যাসপার কাঁপা কাঁপা কণ্ঠে বলল,

“এখন আমি তোমার সাথে এসব কিছু করতে পারবোনা।তুমি নিজের মধ্যে নেই,পরে হয়তো আফসোস

করবে আর ভাববে আমি তোমার এই মুহূর্তের এডভানটেজ নিয়েছি।” জ্যাসপার পিছু হটতে গেলে,ফিওনার হাতে শক্তি ছিল যেন সে আরেকটি নতুন বাস্তবতা সৃষ্টি করতে চাচ্ছিলো।এক ঝটকায়,ফিওনা জ্যাসপারের শার্টের কলার ধরে টেনে নিলো, আর জ্যাসপার অবচেতনভাবেই ফিওনার ওপর কিছুটা ঝুঁকে পড়লো।ফিওনার চোখে

এক নতুন দৃঢ়তা,এক অদৃশ্য ইচ্ছা স্পষ্ট হয়ে উঠলো।

তার ঠোঁটে অদৃশ্য এক তরঙ্গের মতো,জ্যাসপার নিজের বুড়ো আঙুল দিয়ে সূক্ষ্মভাবে ফিওনার অধরে চাপ দিলো,যেন সে এক ধরনের প্রলোভন অনুভব করছিলো—আকর্ষণ,দ্বন্দ্ব আর নৈরাজ্যের এক গভীরতম স্তরে।”কান্ট্রোল ইয়োরসেল্ফ হামিংবার্ড...”—তার

কণ্ঠে ছিল এক অদৃশ্য শক্তি,যা ফিওনাকে এক শাসনমুখী অনুভূতির মধ্যে ঢেলে দেয়।জ্যাসপার ফিওনার দিকে এক মুহূর্ত চুপচাপ তাকিয়ে থাকল, তারপর এক মৃদু হাসি দিয়ে বলল, “চলো,তোমার এখন বিশ্রাম প্রয়োজন।তোমার কক্ষে দিয়ে আসি।”তার কথায় এমন এক যত্ন ছিল,যেন ফিওনার সব ক্লান্তি,দুশ্চিন্তা,সমস্ত কিছু দূর করে

দিয়ে তাকে শান্তির এক স্থানে নিয়ে যেতে চায়।

এটা বলেই জ্যাসপার ফিওনাকে কোলে তুলে নিল।ফিওনার মাথা তার বুকের ওপর নেমে আসলো,আর তার নিঃশ্বাস যেন এক অদ্ভুত সঙ্গীত তৈরি করছিল। জ্যাসপার পা বাড়াল, করিডোরের শান্ত অন্ধকারে হেঁটে চলল।

সবে ফিওনার কক্ষের কাছাকাছি পৌঁছেছে,ফিওনার মৃদু কণ্ঠে একটা স্বপ্নের গল্প ভেসে উঠল,যা তার হৃদয়ের গহিনে লুকিয়ে ছিল।”জানেন,আমার একটা ড্রিম আছে,”ফিওনা বলল,তার কণ্ঠে এক অদ্ভুত ভঙ্গিমা ছিল,যেন সে তার মনের গহীনে কিছু কিছু বলে ফেলতে চাচ্ছিল।তার চোখে এক

স্বপ্নময়তা,এক প্রত্যাশা ছিল যা শুধু তাকে বোঝার জন্যই।

জ্যাসপার থেমে গিয়ে তার দিকে তাকিয়ে বলল,”কি ড্রিম?”ফিওনার মুখে মৃদু হাসি ছিল,আর তার চোখে আকাশে উড়ে যাওয়ার এক নীল পরিকল্পনা ছিল। “আপনারা ড্রাগন রূপে আকাশ থেকে পুরো পৃথিবী দেখতে পারেন!আমি ও যদি এভাবে করে পুরো পৃথিবীটা দেখতে

পারতাম।গ্রান্ডপা আমাকে কোথাও ঘুরতে দিতো না,পৃথিবী না হোক শুধু পুরো চীন শহরটা দেখতে পেলেই হতো।”

ফিওনার কথায় এক অদ্ভুত স্নিগ্ধতা ছিল,যেন তার মনটা সেই অসীম আকাশের মতোই মুক্ত।সেই দৃশ্যপট,যেখানে ড্রাগনের মতো আকাশে উড়ে থাকা যায়,পৃথিবীটা যেন হাতের মুঠোয় এনে ধরতে

পারে,এক অপার সম্ভাবনার মধ্যে ডুবে থাকা।জ্যাসপার কিছুক্ষণ নিরব থাকল,তারপর তার নরম অথচ দৃঢ় কণ্ঠে বলল,"আমি তোমার ড্রিম পূর্ণ করবো,হামিংবার্ড।"

ফিওনা একটু বিস্মিত হয়ে জিজ্ঞেস করল,"সত্যি কিভাবে?" তার চোখে কিছুটা অস্থিরতা ছিল,কিন্তু তার মধ্যে এক অদ্ভুত আকর্ষণও ছিল।জ্যাসপার কোনো কথা না বলে,নিঃশব্দে

ফিওনাকে কোলে করেই সিঁড়ি বেয়ে নেমে,গ্লাস হাউজের বাইরে নিয়ে এলো তাদের চারপাশে রাতের হাওয়া মৃদু প্রবাহিত হচ্ছিল,আর চাঁদের আলো পাহাড়ের চুড়ায় নেমে আসছিল।

পাহাড়ের চুড়ায় দাঁড়িয়ে,জ্যাসপার ফিওনার সামনে দাঁড়িয়ে। ফিওনার হাত দুটো শক্ত করে তার গলায় জড়িয়ে নিয়েছিল পেছন দিকে

থেকে।অন্ধকার আকাশের নিচে,জ্যাসপার ধীরে ধীরে তার ভেতরের শক্তি অনুভব করল।সে ফিওনার হাত শক্তভাবে ধরে ঘাব ঘুরিয়ে ধরে বলল,”হামিংবার্ড,আমকে শক্ত করে ধরে রাখবে।”এরপর,এক মুহূর্তে সবকিছু বদলে গেল। জ্যাসপার তার শরীরের শক্তি আর শক্তিমান রূপে রূপান্তরিত হতে শুরু করল।সে সবুজ বিশাল ড্রাগনে

পরিণত হলো।তার বিশাল পাখাগুলি আকাশে ছড়িয়ে পড়ল,আর শরীরের প্রতিটি আঁকা রেখা যেন আরও প্রাণবন্ত হয়ে উঠল।

ফিওনা,যা কিছু ভাবছিল তা এক মুহূর্তে ভুলে গিয়ে জ্যাসপারকে শক্ত করে আঁকড়ে ধরল।সে তার পিঠে বসে ছিল,আর জ্যাসপার তাকে তার শক্ত পাখায় আগলে রেখেছিল।যেন তার সব শঙ্কা,ভয় একসঙ্গে মিলিয়ে

গিয়েছিল।জ্যাসপারের পিঠে যখন ফিওনা বসলো তখন তার অনুভূতি হলো এক অদ্ভুত মিশ্রণ—শক্ত,কিন্তু একই সাথে মসৃণ আর কিছুটা গরম।কারণ ড্রাগন রূপে জ্যাসপারের পিঠের স্কেলগুলো প্রায় শক্ত,কিন্তু সেগুলি খুব ধারালো না। বরং,সেগুলি শ্বেত পাথরের মতো মসৃণ আর শক্ত,যেন প্রাকৃতিকভাবে গড়ে ওঠা।তার পিঠের স্কেলগুলো

শক্ত হলেও, তারা খুব সূক্ষ্মভাবে একে অপরের সঙ্গে মিলিত হয়ে একটি অদ্ভুত সুরক্ষিত অনুভূতি দিয়েছে।

ফিওনা হয়তো প্রথমে কিছুটা অস্বস্তি বোধ করবে,কারণ ড্রাগনের পিঠে বসা সহজ নয়, ষকিন্তু খুব শীঘ্রই সে খুঁজে পায় যে এই শক্ত পিঠ তাকে এক ধরনের নিরাপত্তা প্রদান করেছে।আর ড্রাগন অবস্থায়

জ্যাসপারের শরীরের তাপ,বিশেষত তার পিঠে,খুবই গরম ছিলো।এটাই তার ড্রাগন শক্তির একটি প্রমাণ।এই তাপ আর শক্তি ফিওনাকে এক অদ্ভুত ভাবে সম্মোহিত করেছে।আর ঠিক তখনি,আকাশে এক বিশাল ড্রাগন উড়ে যেতে শুরু করলো। জ্যাসপার ধীরে ধীরে আকাশের রাশিতে হারিয়ে যেতে শুরু করল। তার পাখাগুলি বিশাল আর

শক্তিশালী ছিল,পৃথিবীর বুকে যেন ঝড়ের আগমন।ফিওনা একটুও ভয় না পেয়ে,কেবল আকাশের বিস্তার ও নিচের পৃথিবীর অবারিত সৌন্দর্য দেখছিল।

পৃথিবীটাকে দেখতে দেখতে,সে অনুভব করলো যেন সে আর পৃথিবী একাকার হয়ে গেছে।দূর থেকে,এটি মনে হচ্ছিল—একটি বিশাল চাঁদের মাঝে,তার কেন্দ্রে কালো ছায়ার

মতো উড়ছে এক ড্রাগন,আর তার পিঠে একজন মেয়ে—এই দৃশ্য যেন এক কল্পনার খোঁজ।

ফিওনা তাকিয়ে দেখলো,পৃথিবী তার পায়ের নিচে,এক বিশাল ছবির মতো ছড়িয়ে আছে।শহরগুলো,পাহাড়গুলো, নদী ও সাগর—সব কিছু যেন এক বিশাল ছবির মধ্যে আছড়ে পড়ছে। আর তার চোখের সামনে,শুধুমাত্র সে আর জ্যাসপার—এ যেন এক স্বপ্নের

মতো।ঘন্টাখানিক বাদে,ফিওনার ধীরে ধীরে নিঃশ্বাসের শব্দ জ্যাসপারের কানে আসছিল।তার হাতের মুঠো ঢিলে হয়ে গিয়েছিল,আর মাথাটা জ্যাসপারের পিঠে হেলে পড়েছিল। ব জ্যাসপার সেটা বুঝতে পেরে আর কোনো উচ্চতা বাড়াল না। তার পাখাগুলো আস্তে আস্তে গতি কমিয়ে আনল।মৃদু বাতাসে তার সবুজ ড্রাগন রূপ

আলোকিত চাঁদের আলোয় মেলে ধরেছিল।

জ্যাসপার ধীরে ধীরে পাহাড়ের মাটিতে নেমে এল,যেন পৃথিবী তাকে স্পর্শ করার অপেক্ষায় ছিল।পা মাটি ছুঁতেই তার বিশাল ড্রাগন রূপ মিলিয়ে গেল।তার জায়গায় দাঁড়িয়ে ছিল সেই অভিজাত মানব রূপের জ্যাসপার,কিন্তু কোলে তখনও নিস্তব্ধ ফিওনা।সে ফিওনার মুখের দিকে

তাকাল।শান্তির ঘুমে মগ্ন ফিওনার মুখে তখন এক অদ্ভুত প্রশান্তি। জ্যাসপারের চোখে এক মুহূর্তের জন্য মৃদু কোমলতা খেলা করল,যা তার মতো ড্রাগনের জন্য এক অজানা অনুভূতি ছিল।কিন্তু সে কিছু বলল না,বরং আরও শক্ত করে ফিওনাকে ধরে নিল।

ধীরে ধীরে পা ফেলে সে গ্লাস হাউজের দিকে এগিয়ে গেল।

চারপাশ নিস্তব্ধ,যেন প্রকৃতি তার চলার শব্দ শুনতে চাইছিল না।কোলে থাকা ফিওনার ভারও তখন তার জন্য তুচ্ছ মনে হচ্ছিল।তার কাঁধে চাঁদের আলো পড়ছিল,আর তার কোলে শুয়ে থাকা ফিওনা যেন সেই আলোতেই স্বপ্নের জগতে হারিয়ে গিয়েছিল।

ফিওনার কক্ষে প্রবেশ করে। জ্যাসপার আলতো করে ফিওনাকে

বিছানায় শুইয়ে দিলো।ঘরের মৃদু আলোয় ফিওনার মুখে প্রশান্তির ছায়া পড়েছিল।কিছুক্ষণ তার দিকে ঝুঁকে থেকে জ্যাসপার মৃদু স্বরে বলল,

“আমি জানি,হামিংবার্ড,আগামীকাল তুমি হয়তো আজকের কিছুই মনে রাখতে পারবে না।কিন্তু আমার জন্য,আজকের দিনটা আমার জীবনের সবচেয়ে সেরা দিন ছিল।”তার কণ্ঠে মিশে ছিল গভীর

আন্তরিকতা আর একধরনের দুর্বার আকর্ষণ।কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে সে ফিওনার কপালের ওপর আলতো করে নিজের ঠোঁট ছুঁইয়ে দিলো, যেন এই মুহূর্তটা চিরন্তন করে রাখতে চায়।

জ্যাসপার পুনরায় ফিওনার দিকে তাকিয়ে গভীর ও দৃঢ় কণ্ঠে বললো,"আর কখনো অ্যালিসার নাম উচ্চারণ করবে ন।"হামিংবার্ড

ড্রাগনের হৃদয়ে একবার যার নাম লেখা হয়ে যায়, তা সহস্র বছরেও মুছে যায় না।আমার ধ্বংসের আগ পর্যন্ত তুমি আমার হৃদয়ে থাকবে,যতদিন না এই পৃথিবী আর ভেনাস তাদের অস্তিত্ব হারায়।”ততদিন এই নাম “ফিওনা” আমার কঠিন হৃদয়ে,এক টুকরো নক্ষত্রের মতো জলজল করবে।তার কণ্ঠে প্রতিটি শব্দ যেন অমরতার

স্পর্শ পেল, আর ওই মুহূর্তে পৃথিবী,সময় আরআকাশও যেন থমকে দাঁড়াল এমন এক অঙ্গীকারের সামনে।জ্যাসপার নিঃশব্দে কক্ষ থেকে বেরিয়ে যায়,তার চরণগুলো যেন বাতাসের চেয়েও নীরব।কিন্তু পেছনে রেখে যায় তার অমোঘ ভালোবাসার চিহ্ন—একটা নিঃশব্দ,অথচ গভীর অঙ্গীকার।ফিওনা গভীর ঘুমে

আচ্ছন্ন,জানে না,অনুভবও করতে পারে না যে,এক ভয়ংকর শক্তিশালী ভেনাসের ড্রাগন প্রিন্স তার প্রেমে পাগলপ্রায়।

কিন্তু প্রশ্ন থেকে যায়—ফিওনা কি কখনো বুঝতে পারবে,যে হৃদয় ধ্বংস করতে পারে গ্রহ আর নক্ষত্র,তা আজ তার ভালোবাসায় বন্দী হয়ে গেছে?অন্ধকারে ঢেকে থাকা শিবিরের কেন্দ্রে ছিল

অত্যাধুনিক প্রযুক্তি দ্বারা সুরক্ষিত একটি ল্যাবরুম,যেখানে মিস্টার চেন শিংকে বন্দি করে রাখা হয়েছে। ল্যাবের চারপাশে ভারী অস্ত্রধারী গার্ড আর স্বয়ংক্রিয় সুরক্ষা ব্যবস্থা সক্রিয়।পুরো এলাকায় নজরদারি করার জন্য ড্রোন উড়ছিল।

থারিনিয়াস আর আলবিরা গোপনে রাস্তার ছায়া থেকে ল্যাবের কাছাকাছি পৌঁছাল।থারিনিয়াস ফিসফিসিয়ে

বলল,”ওয়াং লি যা প্রযুক্তি ব্যবহার করছে,সেটা আমাদের পরিকল্পনাকে জটিল করে তুলছে।আমাদের সাবধান থাকতে হবে।”আলবিরা মাথা নাড়ল।”তবে প্রিন্সের আদেশ অমান্য করার সুযোগ নেই।তাকে দ্রুত বের করতে হবে।”

আলবিরা প্রথমে একটি রুপালী ড্রাগনের ছোট আকার ধারণ করল আর ড্রোনগুলোকে বিভ্রান্ত করতে

আকাশে উড়ে গেল।তার ডানাগুলোর ঝিলমিল আলো নজরদারির ক্যামেরাগুলোর দৃষ্টি অন্যদিকে সরিয়ে দিল।এদিকে,থারিনিয়াস নিজের ধুসর আঁশ-ঢাকা মানব রূপে দ্রুত ল্যাবের দরজার কাছে পৌঁছাল। অভ্যন্তরে প্রবেশ করতে হলে দরজার নিরাপত্তা কোড প্রয়োজন ছিল।থারিনিয়াস তার একটি ড্রাগন প্রযুক্তির ডিভাইস ব্যবহার করে

কোডটি হ্যাক করল।”চলো,”সে ফিসফিস করে আলবিরাকে বলল। তারা ল্যাবের ভেতরে প্রবেশ করল। মিস্টার চেন শিংকে একটি আধুনিক প্রযুক্তির বন্দী চেম্বারে রাখা হয়েছে। চারপাশে লেসার আর ইলেকট্রিক শক দিয়ে প্রহরা দেওয়া হচ্ছে। চেম্বারের ভেতরে মিস্টার চেন শিং অর্ধচেতন অবস্থায় পড়েছিলেন।

আলবিরা দ্রুত নিজের ড্রাগন রূপে ফিরে এসে চেম্বারের বাইরের গার্ডদের আক্রমণ করল।তারা আধুনিক অস্ত্র দিয়ে প্রতিরোধের চেষ্টা করলেও আলবিরার ড্রাগন শিখার সামনে টিকতে পারল না। এদিকে,থারিনিয়াস চেম্বারের প্রযুক্তিগত লক ভাঙার চেষ্টা করছিল।“তাড়াতাড়ি

করো,থারিনিয়াস!” আলবিরা গর্জে উঠল।

“আর এক মিনিট দাও আলবিরা। এই প্রযুক্তি অনেক জটিল,” থারিনিয়াস বলল,তার আঙুল দ্রুত ডিভাইসে চলল।

অবশেষে লকের সিস্টেম খুলে গেল,আর থারিনিয়াস চেম্বারের দরজা খুলে মিস্টার চেন শিংকে বের করল।চেন শিং দুর্বল কণ্ঠে

বললেন,”তোমরা.. তোমরা কারা,আমাকে কেনো বাঁচাতে এলে?”

থারিনিয়াস সংক্ষিপ্তভাবে বলল,”আপনাকে আমাদের প্রয়োজন।বাকিটা মাউন্টেন গ্লাস হাউজের ল্যাবে গিয়েই জানতে পারবেন।”

আলবিরা তখন দরজার সামনে এসে বলল”শত্রুরা দ্রুত এগিয়ে আসছে।

আমাদের এখান থেকে বেরোতে হবে এখনই।”

থারিনিয়াস মিস্টার চেন শিংকে কাঁধে তুলে নিল।”আমাকে শক্ত করে ধরে রাখুন।”তারা বাইরে বেরিয়ে আসতেই থারিনিয়াস নিজের ড্রাগন রূপ ধারণ করল।বিশাল ধুসর ড্রাগনের পিঠে মিস্টার চেন শিংকে বসানো হলোঅন্যদিকে,আলবিরাও

ড্রাগন রূপে ফিরে এসে পেছনে পাহারা দিচ্ছিল।

“উড়ে চলো,মাউন্টেন গ্লাস হাউজে। এখনি,”থারিনিয়াস গর্জন করে বলল।

আকাশে উঠতেই শত্রুর ড্রোন আর লেসার অস্ত্র তাদের লক্ষ্য করল। আলবিরা পেছনে থেকে সেগুলো ধ্বংস করতে লাগল।মিস্টার চেন শিং ড্রাগনের পিঠে বসে

থারিনিয়াসের শক্ত ডানার আওয়াজ শুনছিলেন আর মনে মনে ভাবছিলেন,আমি কোন রহস্যের মধ্যে জড়িয়ে পড়লাম?

দীর্ঘ এক লড়াইয়ের পর তারা মাউন্টেন গ্লাস হাউজের নিরাপদ প্রান্তে পৌঁছাল।আলবিরা ও থারিনিয়াস একে অপরের দিকে তাকিয়ে বলল,”মিশন কমপ্লিট।।”অবশেষে থারিনিয়াস ও

আলবিরা মিস্টার চেন শিংকে পুস্পরাজ পাহাড়ের জ্যাসপারের ল্যাবে এনে রাখল। পাহাড়ের শিখরে নির্মিত কাঁচের দেওয়ালঘেরা ল্যাবটি ছিল অত্যাধুনিক প্রযুক্তিতে ভরা,যেখানে চাঁদের আলো প্রতিফলিত হয়ে এক মোহময় পরিবেশ তৈরি করছিল।

মিস্টার চেন শিংকে আরামদায়ক একটি চেয়ারে বসানো হলো।তার

ক্লান্ত মুখ আর চোখে ছিল অসংখ্য প্রশ্ন।আলবিরা দ্রুত এক গ্লাস ঠান্ডা পানি এনে তার হাতে দিল।মিস্টার চেন শিং এক চুমুকে পানি খেয়ে কিছুটা স্বস্তি পেলেও মুখে চিন্তার রেখাগুলো অম্লান রইল।

তিনি একটু জোরে শ্বাস নিয়ে বললেন,“তোমরা আমাকে কেন বাঁচালে?তোমাদের উদ্দেশ্য কী?আর জানলে কীভাবে আমি সেখানে বন্দি

ছিলাম?”থারিনিয়াস সামনে এগিয়ে এসে শান্ত কিন্তু দৃঢ় কণ্ঠে বলল,“আপনার প্রশ্নের উত্তর আপনাকে দেওয়া হবে,তবে এখনই নয়।আপনার শারীরিক অবস্থা ভালো হওয়া প্রয়োজন। ধৈর্য ধরুন।”

মিস্টার চেন শিং ভ্রু কুঁচকে বললেন,“আমি ধৈর্য ধরব কীভাবে? তোমরা কারা,কী চাও?এসব আমাকে এখনই জানতে হবে!”

আলবিরা তার পাশে দাঁড়িয়ে মৃদু স্বরে বলল,“আপনার সব প্রশ্নের উত্তর দেবেন আমাদের প্রিন্স,জ্যাসপার অরিজিন।তিনি আসছেন।তার সাথে কথা বললেই সব কিছু স্পষ্ট হবে।”

চেন শিং একটু থেমে বললেন,“জ্যাসপার...আমি তার নাম শুনেছি।সে কি সেই ড্রাগন প্রিন্স,যে

আমার নাতনিকে কিডন্যাপ করে কোথাও আটকে রেখেছে?”

থারিনিয়াস চোখ সরু করে বলল,“আপনি যা শুনেছেন,তার চেয়েও বেশি কিছু জানবেন।তবে এখন আপনার বিশ্রাম নেওয়া প্রয়োজন।প্রিন্স আসলে আপনার সব প্রশ্নের উত্তর পাবেন।”

চেন শিং তাদের দিকে সন্দেহমিশ্রিত দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলেন।তার মনে

হাজারো প্রশ্ন ঘুরপাক খাচ্ছিল,কিন্তু তিনি বুঝলেন,এই দুই ড্রাগন তাকে আরও কিছু বলার জন্য প্রস্তুত নয়। তিনি অবশেষে মাথা নাড়লেন,“ঠিক আছে,তাকে তাড়াতাড়ি আসতে বলো।জ্যাসপার ইতিমধ্যেই থারিনিয়াস ও আলবিরার পাঠানো সিগন্যাল পেয়েছিল যে তারা মিস্টার চেন শিংকে নিয়ে ল্যাবে পৌঁছেছে। সে নিজের মধ্যে একধরনের অদ্ভুত

উত্তেজনা অনুভব করল,কারণ চেন শিং-এর উপস্থিতি তার পরিকল্পনার এক গুরুত্বপূর্ণ ধাপ।

ড্রাকোনিস শিখরের পাহাড়ি বাতাসের ঠান্ডা তার চামড়ায় লাগছিল,আর সেই মুহূর্তেই সে দ্রুত নিজের জন্য প্রস্তুত হয়ে নিল। জ্যাসপার আজ তার প্রথাগত সাধারন পোশাকের বাইরে কিছু বিশেষ পরিধান করার সিদ্ধান্ত নিল।

সে একটি তুষারসাদা শার্ট পরল,যা তার প্রশস্ত কাঁধে নিখুঁতভাবে বসেছিল।শার্টের উপর পড়ল একটি সাদা ব্লেজার,যার বুকের ডানপাশে আর বামপাশে সোনালি সুতোয় বুনন করা ছিল ড্রাগনের মূর্তি।মূর্তিগুলো যেন প্রাণবন্ত ছিল,হালকা চাদের আলোয় চিকচিক করছিল তাদের প্রতিটি রেখা। ব্লেজারের বোতামগুলো ছিল ছোট রত্নখচিত,যা

প্রতিটি চলাফেরায় দ্যুতি ছড়াচ্ছিল। নিজেকে আয়নায় এক ঝলক দেখে জ্যাসপার একদম নির্ভুল মনে হলো। তার তীক্ষ্ণ চেহারা আর তীব্র ব্যক্তিত্বের সাথে এই পোশাকটি যেন এক অবিচ্ছেদ্য অংশ হয়ে উঠেছিল। সে মৃদু হাসল আর নিচু গলায় বলল,"আজ,আমার দ্বিতীয় পরিকল্পনার প্রথম ধাপ পূরণ হবে।"

তারপর,নিজের সবুজ চোখগুলো এক মুহূর্তের জন্য বন্ধ করে,সে ড্রাগন রাজ্যের প্রতীক সম্বলিত একটি সিল্কের রুমাল তার ব্লেজারের ভেতর গুঁজে নিল। রুমালটি ছিল তার পিতার এক স্মৃতি,যা সে গুরুত্বপূর্ণ মুহূর্তে ব্যবহার করত।

পাহাড়ের বাতাসে তার চুলের হালকা সোনালি আভা ঝলমল করছিল।সে দ্রুত ল্যাবের দিকে হাঁটতে শুরু

করল,প্রতিটি পদক্ষেপে তার আত্মবিশ্বাস আর শাসনক্ষমতার ছাপ স্পষ্ট হচ্ছিল।ল্যাবের দরজার সামনে দাঁড়িয়ে সে গভীর শ্বাস নিল,তারপর ধীরে ধীরে দরজা ঠেলে ভেতরে প্রবেশ করল।আলবিরা ও থারিনিয়াস তার অপেক্ষায় ছিল।তারা জ্যাসপারকে দেখেই সম্মানসূচকভাবে মাথা নত করল। মিস্টার চেন শিং,যারা সেখানেই

ছিল,জ্যাসপারের উপস্থিতি অনুভব করেই অবাক দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল।

জ্যাসপার ল্যাবের মাঝখানে দাঁড়িয়ে তার স্বাভাবিক তীক্ষ্ণ কণ্ঠে বলল,”মিস্টার চেন শিং,আপনার অনেক প্রশ্নের উত্তর আমার কাছে আছে।তবে সময়মতো সব জানবেন। এখন আপনার আসল কাজ আগে জানাই ।”

তার চোখে ছিল এক অমোঘ দৃষ্টি,যা চেন শিংকে অবচেতনে নিস্তব্ধ করে রেখেছিল।

জ্যাসপার শান্ত অথচ দৃঢ় কণ্ঠে বলতে শুরু করল,”ওয়াং লি তার সীমা ছাড়িয়েছিল।তার পরিকল্পনাগুলো ধ্বংস করার জন্য আমাকে যা করতে হয়েছিল,করেছি। এথিরিয়নকে তার চক্র থেকে মুক্ত করতে গিয়ে অনেক কিছু সহ্য

করতে হয়েছে,কিন্তু এখন সে নিরাপদে আছে।আর ওয়াং লি... তার নিজের কর্মই তাকে ধ্বংস করেছে।”

চেন শিং কিছুক্ষণ চুপ করে থাকলেন।তার চোখে এক চিলতে তৃপ্তির ছাপ ফুটে উঠল।তারপর গভীর নিঃশ্বাস ফেলে বললেন,”ওয়াং লি তার শাস্তি পেয়েছে।এর চেয়ে ভালো আর কী হতে পারত?কিন্তু...”

তিনি হঠাৎ জ্যাসপারের দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি ছুঁড়ে দিয়ে বললেন, “তোমার কাছে একটা প্রশ্ন আছে।আমার নাতনি ফিওনার কী অবস্থা?সে কোথায়?তুমি ওর সাথে কী করেছ?”জ্যাসপার গভীর এক দৃষ্টিতে মিস্টার চেন শিংয়ের দিকে তাকাল।তার ঠোঁটের কোণে মৃদু এক হাসি খেলল, তবে সে সেটা গোপন করার চেষ্টা করল।মনের ভেতর

তার চিন্তার ঢেউ বয়ে গেল। “এখনো তো তেমন কিছুই করিনি আপনার নাতনির সাথে,গ্র্যান্ডফাদার ইন-ল। সময় হলে সব করে নিবো,মনে মনেই বললো।”

জ্যাসপারের ঠোঁটে এক চিলতে রহস্যময় হাসি ফুটে উঠল।কিন্তু তার কণ্ঠে গম্ভীরতা বজায় রেখে বলল, “ফিওনা নিরাপদে আছে।পুস্পরাজ পাহাড়ের গ্লাস হাউজে রয়েছে।আমি

তাকে কিছু করিনি,বরং তার নিরাপত্তা নিশ্চিত করেছি।সে সম্পূর্ণ নিরাপদ,মিস্টার চেন শিং।”

চেন শিং ভ্রু কুঁচকে বললেন,”তাহলে তুমি এখনো কেন তাকে ফিরিয়ে দাওনি আমার কাছে?কী কারণে তাকে নিজের কাছে আটকে রেখেছো?”জ্যাসপার একদম ধীরস্থিরভাবে তার কথাগুলো মেপে মেপে বলল,”আপনার নাতনি এখনো

আমার এই মিশনের গুরুত্বপূর্ণ অংশ।আমি ভেনাসে ফিরে যাওয়ার আগ পর্যন্ত সে এখানেই থাকবে।”

তবে মনের ভেতর জ্যাসপার হাসল। তার মনের গভীরে একটা অনুভূতি ধীরে ধীরে জায়গা করে নিচ্ছিল। ফিওনার প্রতি তার যে আকর্ষণ,তা সে অস্বীকার করতে পারছিল না। কিন্তু সেই সত্য চেন শিংয়ের সামনে

প্রকাশ করা মানে মিশনের আগুনে আরও তেল ঢালা।

জ্যাসপার আরও বলল,”আমার সঙ্গে সে নিরাপদ।আমি প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি,সময় হলে তাকে আপনি আবার কাছে পাবেন।কিন্তু এখন,আমার মিশন সম্পুর্ন করতে আমকে সাহায্য করবেন আর আপনি আমাকে বিশ্বাস করতে বাধ্য।”

চেন শিং কিছুক্ষণ নীরবে জ্যাসপারের দিকে তাকিয়ে থাকলেন।তার চোখে মিশ্র অনুভূতি—একদিকে নিজের নাতনির জন্য উদ্বেগ,অন্যদিকে এই ড্রাগন প্রিন্সের প্রতি অদ্ভুত এক বিশ্বাস জন্ম নিলো। জ্যাসপার চেন শিংয়ের এই দ্বিধার সুযোগ নিয়ে নিজের মনের গোপন কথাটি মৃদু স্বরে বলে উঠল,যদিও সেটা চেন শিং শুনতে পাননি।

“আপনার নাতনিকে আমার জীবনেও ফিরিয়ে দেওয়ার ইচ্ছা নেই,কারণ সে আমার ভালোবাসা আমার জীবন।”তারপর জ্যাসপার বলল “আর কোনো প্রশ্ন থাকলে, সেগুলোর উত্তর আমি পরে দেব। এখন আপনার বিশ্রাম প্রয়োজন। আমাদের সামনে আরও বড় লড়াই অপেক্ষা করছে।”

জ্যাসপার গম্ভীর কণ্ঠে বলল “আজকের মতো সবাই বিশ্রামে যাবে।আগামীকাল মিশন নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা হবে। থারিনিয়াস,আলবিরা—তোমরা ল্যাবের পাশের যে কক্ষটা রয়েছে সেখানে মিস্টার চেন শিং এর থাকার ব্যাবস্থা করো।”

আলবিরা আর থারিনিয়াস সম্মতি জানিয়ে চলে গেল। তাদের যাওয়ার

পর মিস্টার চেন শিং খানিকক্ষণ চুপ থেকে জ্যাসপারের দিকে তাকিয়ে বললেন,”আমার নাতনিকে একবার দেখতে দেবে আমায়?আমি নিশ্চিত হতে চাই সে ভালো আছে।”

জ্যাসপার কিছুক্ষণ ভেবে নিয়ে ঠাণ্ডা অথচ দৃঢ় স্বরে বলল,”থারিনিয়াস।”থারিনিয়াস ফিরে তাকাল,তার নির্দেশের অপেক্ষায়।

“যখন ফিওনা লিভিং রুমে থাকবে,তখন সিসি ক্যামেরার লাইভ ফুটেজ মিস্টার চেন শিংকে দেখাবে। তবে সে যেন কেবল নির্ধারিত ফুটেজই দেখতে পায়।”

চেন শিং কিছুটা অপ্রসন্ন মুখে বললেন,”লাইভ ফুটেজ? সরাসরি দেখা কি অসম্ভব?”

জ্যাসপার দৃঢ়ভাবে বলল,”আমার নিজের নির্ধারিত নিয়ম রয়েছে,মিশন

শেষ হয়ে যাওয়ার আগ পর্যন্ত আপনি ফিওনার সাথে সরাসরি দেখা করতে পারবেন না।আর আমি কাজের বিষয়ে কখনো কোনো আপস করিনা।তাই এখন শুধু লাইভ ফুটেজেই সন্তুষ্ট থাকতে হবে।”

চেন শিং কিছু বলতে যাচ্ছিলেন,কিন্তু জ্যাসপারের তীক্ষ্ণ দৃষ্টি দেখে তিনি থেমে গেলেন।তার কণ্ঠে তেমন কিছু না বললেও মনের গভীরে তিনি

বুঝলেন,জ্যাসপার কখনো নিজের নিয়ম ভাঙবে না।প্রায় ভোরের আলো ফুটতেই জ্যাসপার গ্লাস হাউজে প্রবেশ করলো।সূর্যের প্রথম রশ্মি হালকা করে পুরো পরিবেশ আলোকিত করছে,কিন্তু জ্যাসপারের মন অতটা শান্ত ছিল না।যখন সে সিঁড়ি বেয়ে উপরে যাচ্ছিলো,হঠাৎ লক্ষ্য করলো এথিরিয়ন ফিওনার কক্ষের দিকে যাচ্ছে।তার গতিবিধি

কিছুটা সন্দেহজনক লাগলো তাই জ্যাসপার তার দিকে এক ঝলক নজর দিয়ে গম্ভীর কণ্ঠে ডেকে বললো,”কি ব্যাপার, এথিরিয়ন? এতো সকাল সকাল ফিওনার কক্ষের কাছে কি করছিস?”

এথিরিয়ন চমকে উঠে ফিরে তাকালো, মুখে অস্বস্তি ছড়িয়ে গেলো।”ওহ,জ্যাসু ভাইয়া,আমি তো ফিওনাকে ডাকতে এসেছিলাম।

সকাল হয়েছে,নাস্তা তৈরি করবে কিনা জানতে...”জ্যাসপার ধীরে ধীরে এগিয়ে এসে তার দৃষ্টি গভীর করে বললেন,”এভাবে মেয়েদের কক্ষে পারমিশন ছাড়া ঢোকা অন্যায় জানিস না?এটা ভেনাস নয়,আর ফিওনা ড্রাগন গার্ল নয়,ও হিউম্যান গার্ল।ওর প্রাইভেসি বলে একটা কথা আছে। আর কখনো এভাবে ওর কক্ষে যাবিনা।”

এথিরিয়ন কিছুটা অস্বস্তিতে পড়ে,মাথা নিচু করে বলল, “ঠিক আছে,জ্যাসু ভাইয়া...” তারপর চুপচাপ সেখান থেকে চলে গেল।

জ্যাসপার দরজার দিকে এক নজর ফেললো,দরজাটা স্লাইডিং হয়ে খুলে গেলো আর জ্যাসপার ফিওনাকে ঘুমন্ত অবস্থায় দেখতে পেলো। স্লাইডিং দরজার কাঁচের মাধ্যমে মৃদু আলোর ছটা পড়ছিল,ফিওনার শান্ত

মুখাবয়ব যেন সকালের উজ্জ্বলতার সাথে মিশে এক নিঃশব্দ মাধুর্য তৈরি করছিলো।তাঁর নিঃশ্বাসের সুর ছিল সুরেলা,একরকম নিরব শান্তির অনুভূতি।এ দৃশ্য দেখে,কিছু অজানা অনুভুতি জ্যাসপারের ভিতর গুমরালো—এক ধরনের প্রটেকটিভ আবেগ,যা সে আগে কখনও অনুভব করেনি।তার হাত থেকে স্মার্ট ঘড়ি সরলভাবে আলো ছড়াতে

লাগলো,আর প্রযুক্তির সহজ গতি অনুসরণ করে সে ফিওনার কক্ষের লক সিস্টেমে ছোটখাটো পরিবর্তন করে দিলো।তার কাছে,এটা কোনো সাধারণ কাজ ছিল না।এটা ছিল তাঁর আর ফিওনার মধ্যে এক ধরনের অদৃশ্য চুক্তি,এক প্রতিশ্রুতি—যে প্রতিশ্রুতি বলছে,"আমি ছাড়া আর অন্য কোনো পুরুষ তোমার কক্ষে প্রবেশ করতে পারবে না।"

এখন থেকে,শুধুমাত্র অ্যাকুয়ারা আর আলবিরা ছাড়া কেউই ফিওনার কক্ষে প্রবেশ করতে পারবে না,অনুমতি ছাড়া।দুপুর দিকে ফিওনা চোখ খুলে ধীরে ধীরে মাথা তুলে বসে।ঘরটাতে সূর্যের আলোর মৃদু প্রতিফলন,গ্লাস হাউজের কাচের দেয়ালে ছড়িয়ে পড়ছিল।তার শরীরের অস্বস্তি কাটেনি,তবে সে বুঝতে পারছিল না যে কেন এত

বিশাল অস্থিরতা অনুভব করছে।তার মাথা ভারী, যেন কোনো অদৃশ্য চাপ তার ওপর চাপিয়ে দিয়েছে।

তবে যা সবচেয়ে অদ্ভুত তা হলো,ফুলের প্রভাবে যা ঘটেছিল তার কিছুই তাকে মনে পড়ছে না। গন্ধ,রঙ, সুর—সব কিছু যেন স্রেফ ধোঁয়ায় মিলিয়ে গেছে।তবে একটি অনুভূতি ছিল—এক ধরনের সন্ত্রস্ততা,আর সেই অস্বস্তি ফিওনার

ভেতরে গভীরভাবে ঢুকে গিয়েছিল। তার শরীরে একটা অদ্ভুত শক্তি প্রবাহিত হচ্ছিল,যা আগে কখনো সে অনুভব করেনি।“কাল রাতে কী ঘটেছিল?” ফিওনা নিজেকে প্রশ্ন করতে লাগলো।ফুলের প্রভাবের পর তার পুরো দেহে যেপরিবর্তন আসার কথা ছিল,সেই পরিবর্তনই কি ঘটেছে?অথবা কি এমন ঘটনা

ঘটেছিল,যা সে মনে রাখতে পারছে না?

ফিওনা তার চোখ বন্ধ করে,গভীরভাবে শ্বাস নিল। তার নাকের মধ্যে এক অদ্ভুত গন্ধ ভেসে আসছিল—একটি পরিচিত,ভারী,কিন্তু মার্জিত ঘ্রান।সেটা ছিল জ্যাসপারের পারফিউমের গন্ধ।যেন তার শরীরের প্রতিটি কোণে ছড়িয়ে পড়েছে।এই গন্ধটি তাকে অস্থির করে

তুলছিল,আর তার মনেও কিছু প্রশ্নের জন্ম দিচ্ছিল।

তার শরীরের প্রতিটি অংশে যে অস্বস্তি অনুভব করছে, তার সাথে এই গন্ধের অদ্ভুত সম্পর্ক ছিল। ফুলের প্রভাবে যে পরিবর্তন ঘটেছিল,তাতে আরও একটি বিশাল প্রশ্ন উঠেছিল তার মনে—তারমানে কাল জ্যাসপার তার কাছে ছিলো?

“কাল কি ঘটেছিল?”ফিওনা নিজেকে প্রশ্ন করতে থাকলো।তার মন একেকবার বিভ্রান্ত হয়ে উঠছিল, যেন কোন কিছু মনে করতে পারছে না।কিন্তু তার অনুভূতি তাকে কিছু একটা বলছিল—কাল রাতে কিছু একটা অন্যরকম ছিল,আর সেই অনুভূতি তার ভেতরে একটা অস্বস্তি তৈরি করছিল।ফিওনা নিজেকে শান্ত রেখে মনে মনে এক পরিকল্পনা

আঁকতে লাগলো।জ্যাসপার তাকে কখনোই এখান থেকে বের হতে দিবে না,এটা সে জানে।আর যতদিন এখানে থাকবে,ততদিন তার জন্য পরিস্থিতি আরও কঠিন হতে থাকবে।তার নিজের স্বাধীনতা হারানো, একমাত্র পথ যখন বন্দী হয়ে যাওয়ার মত লাগছিল, তখনই মনে হল—একটা সুযোগ পেলে সে পালিয়ে যেতে পারে।কিন্তু সেই

সুযোগ কিভাবে আসবে?তার মন এথিরিয়নকে লক্ষ্য করে গড়ে তুললো এক কৌশল।ফিওনা নিজের কক্ষ থেকে বেরিয়ে কাঠের সিঁড়ি বেয়ে নিচে নামতেই,লিভিং রুমের দিকে চোখ পড়লো তার।সেখানে এথিরিয়ন সোফায় বসে,আধুনিক একটি ডিভাইসে গেম খেলছিল।তার মুখে কোনো তেমন এক্সপ্রেশন ছিল না,শুধু গেমে মনোযোগী হয়ে ছিল।

গ্লাস হাউজের নিরবতায় ফিওনা বুঝে গেলো বাকিরা কেউই হাউজে নেই আর অ্যকুয়ারা নিজের কক্ষে ঘুমোচ্ছে।আর ফিওনা এটাও জেনেছে এথিরিয়ন বর্তমানে ড্রাগন রুপ ধারন করতে পারবেনা।

সে জানত,এথিরিয়ন তার প্রতি কিছুটা আগ্রহী,কিন্তু কি ভাবে তাকে বাইরে নিয়ে যাবে সেটা ভেবে পরিকল্পনা করছিল।ফিওনার মনে

হলো,আজকের দিনটায় যদি সে নিজের আকর্ষণ দেখিয়ে এথিরিয়নকে কাবু করতে পারে,তবে তাকে বাইরে বের হওয়ার সুযোগ পাবে। ফিওনা ঠিক করলো,তাকে এই মুহূর্তে তার প্রতিক্রিয়া ও আদুরে ব্যবহার দিয়ে ফাঁদে ফেলবে। এথিরিয়ন এখনো সোফায় বসে,ভিডিও গেমের স্ক্রীন দেখছিল,কিন্তু তার চোখের কোণে

ফিওনার গলাযুক্ত হাসি ধরা পড়লো। সে একটু ধীরগতিতে এগিয়ে গিয়ে, স্নিগ্ধ কণ্ঠে বললো, “রিয়ন,কি করছো?জানো কালকে পাহাড়ে ঘুরে আমার অনেক ভালো লেগছে।গ্লাস হাউজে কেই নেই এখন চলো তুমি আর আমি একা পাহাড়ের বাগানে যদি একটু ঘুরে আসি...?”এথিরিয়ন তার কথা শুনে গেমের দিকে আরেকবার তাকাল।ফিওনার প্রতি

তার আগ্রহ বাড়ছিল,তার মনেও কিছু একটা অজানা আকর্ষণ উঁকি দিয়ে উঠলো।সে তার স্ক্রীন থেকে চোখ সরিয়ে,ফিওনার দিকে তাকালো, যেন একটু ভেবে দেখলো। ফিওনা আরো এক ধাপ এগিয়ে এসে তার চোখে চোখ রাখলো,তার ভেতর একরকম আবেদন ছিল—একটি বিনয়ের সাথে তবে শক্তিশালী আবেদন।

“যদি তুমি না চাও তাহলে বাদ দাও।কিন্তু আজকের দিনটা অনেক সুন্দর।আর একটু ঘুরে এলে কিছুটা শান্তি পাওয়া যেতো।” ফিওনা কোমলভাবে বললো।

এথিরিয়ন তার গেমটি পাশের টেবিলের উপর রাখলো। তার চোখে এক ঝলক সিদ্ধান্তের ছাপ ফুটলো। সে হেসে বললো, “ঠিক আছে,তোমাকে বাগানে নিয়ে যেতে

হবে তো।চলো আমি তোমাকে আজকে পুরো পাপড়ি ঘুরিয়ে দেখাবো ।”ফিওনা ভেতরে ভেতরে আনন্দিত হলো।এথিরিয়ন একটু মৃদু হাসি দিয়ে উঠে দাঁড়িয়ে,প্রধান দরজার দিকে এগিয়ে গেলো।ফিওনা লক্ষ্য করলো,এথিরিয়ন একটা পাসকোড দিয়ে দরজা খুলে ফেললো।

“তাহলে চল,ফিওনা,” বললো এথিরিয়ন।“আজকের দিনের সবচেয়ে সুন্দর সময় আমরা একসাথে কাটাবো।”

ফিওনা তাড়াতাড়ি বাইরে পা রাখলো।এই মুহূর্তে, তার মনে হলো—এথিরিয়নকে বিশ্বাসযোগ্যভাবে মুগ্ধ করা সম্ভব হয়েছে।সে এখন পাহাড়ের বাগানে যেতে প্রস্তুত, কিন্তু তার কাছে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ছিল

—এথিরিয়নকে তার পিছু টেনে আনার জন্য যেভাবে প্রলুব্ধ করা গেছে।

এথিরিয়ন তাকে নিরাপদে বাগানে নিয়ে যাবে,কিন্তু ফিওনার ভেতরেও নতুন এক পরিকল্পনা পাকা হতে শুরু করেছে—এটা শুধু শখ নয়,এক নতুন সুযোগ যাতে সে নিজের স্বাধীনতা ফিরে পেতে পারে।ল্যাবের বড় কনফারেন্স রুম,আলো কিছুটা

কম। সবকিছু গম্ভীর এবং সুনসান,যেখানে বৈজ্ঞানিক গবেষণা,মহাকাশযাত্রা আর পৃথিবী ও ভেনাসের ভবিষ্যৎ নিয়ে আলোচনা হচ্ছে।

জ্যাসপার সোজা হয়ে বসে আছে,তার সোজা আর গম্ভীর চেহারায় এক ধরনের সংকল্প স্পষ্ট। আলবিরা আর থারিনিয়াস তার পাশে বসে,তাদের মুখাবয়বও

অন্ধকারাচ্ছন্ন।মিস্টার চেন শিং শান্তভাবে রুমে প্রবেশ করে আর একটা বড় টেবিলের কাছে গিয়ে বসে,তার চোখে একটি আগ্রহী দীপ্তি।

জ্যাসপার ধীরে ধীরে মিস্টার চেন শিংকে তার দ্বিতীয় মিশনের উদ্দেশ্য জানাতে শুরু করলো।তার কণ্ঠস্বরে চরম গুরুত্ব রয়েছে,কারণ এই মিশন ভেনাসের ভবিষ্যতের জন্য

গুরুত্বপূর্ণ।“মিস্টার চেন শিং,আমরা এখন ভেনাসের এক নাজুক অবস্থায় দাঁড়িয়ে আছি।তার জলবায়ু অত্যন্ত বিপর্যস্ত হয়ে গেছে।গ্রহটি একেবারে ধ্বংসের দ্বারপ্রান্তে পৌঁছে গেছে।যদি আমরা তাড়াতাড়ি প্রয়োজনীউপাদানগুলো সংগ্রহ করতে না পারি,তবে সব কিছু শেষ হয়ে যাবে।” – জ্যাসপার বললো,চোখে কঠোরতা ছিল।

“পৃথিবী থেকে এসব উপাদান সংগ্রহ করতে হবে?” চেন শিং প্রশ্ন করলো,তার গলাতে যথেষ্ট আগ্রহ ছিল,কারণ পৃথিবী সম্পর্কে তার জ্ঞান ছিল বিশাল।

“হ্যাঁ,পৃথিবী থেকে বিভিন্ন খনিজ আর অনন্য উপাদান সংগ্রহ করতে হবে। তবে,এটা সহজ হবে না,” জ্যাসপার বললো।”পৃথিবীতে আছে কিছু রক্ষক মনস্টার,যারা আমাদের পথ আটকে

দেবে। আপনার সাহায্য ছাড়া এই মিশন সফল হওয়া অসম্ভব।”চেন শিং তখন তার ফাইল খুলে,কিছু নোটস নিলো আর বললো,”আমি জানি পৃথিবীর রক্ষক মনস্টারদের সম্পর্কে তাদের শক্তি আর পদ্ধতি আমি পর্যবেক্ষণ করেছি,তবে সেটা মোকাবেলা করা সহজ হবে না।”

জ্যাসপার এক মুহূর্তে থেমে গেলো,তারপর মাথা নেড়ে বললো,

“আপনার গবেষণা গুরুত্বপূর্ণ।কারন পৃথিবীর সম্পর্কে আপনি আমার চেয়ে ভালো জানেন।”

মিস্টার চেন শিং তখন তার রিসার্চ নোটের পৃষ্ঠা উল্টে উল্টে পড়তে থাকেন।তার চোখে এক ঝলক চিন্তা ফুটে ওঠে এবং সে বলতে শুরু করে,”প্রথম উপাদান, অক্সিজেন,যা ভেনাসের বায়ুমণ্ডলে কমে যাচ্ছে,তাকে সংগ্রহ করতে হবে

পৃথিবীর কিছু বিশেষ জঙ্গলে।কিন্তু সেখানে রয়েছে'এনার্জি-ভাইন', একটি উদ্ভিদ যা শক্তিশালী শিকল দিয়ে আমাদের আটকে দিতে পারে। এটির বিরুদ্ধে তোমাদের প্রস্তুতি নেওয়া প্রয়োজন।"

"তাহলে,অক্সিজেন সংগ্রহ করতে হলে আমাদের এনার্জি-ভাইনের সাথে মোকাবিলা করতে হবে," জ্যাসপার সংক্ষেপে বললো।"আর

কি?”“দ্বিতীয় উপাদান,থার্মাল স্ট্যাবিলাইজার।পৃথিবীর আর্কটিক অঞ্চলে এই উপাদান পাওয়া যায়,তবে সেখানে রয়েছে ‘আইস গারগয়েল’,যে বিশাল বরফের প্রাণী। তার শক্তিশালী আক্রমণ থেকে বাঁচতে হবে।” চেন শিং বললো,তার চোখে একটি দ্বিধা ছিল,কিন্তু সে জানতো,এভাবে চলতে হবে।

“আইস গারগয়েল,” থারিনিয়াস মন্ত্রমুগ্ধ হয়ে বললো, “তাদের খুবই বিপজ্জনক শক্তি।”

“সঠিক,” চেন শিং স্বীকার করলো।”আর পরবর্তী উপাদান,হাইড্রোজেন,যা পৃথিবীর মহাসাগরের গভীরে রয়েছে।সেখানে রয়েছে ‘আকুয়া-টাইটান’,বিশাল জলদানকারী মনস্টার,যারা জল সংগ্রহকারী যানকে ধ্বংস করতে

পারে।কিন্তু এটি সংগ্রহ না করলে ভেনাসে পানি সংকট আরও বাড়বে।”

“আমরা এই সমস্ত মনস্টারদের মোকাবিলা করতে পারব,কিন্তু তাদের শক্তি সম্পর্কে ভালোভাবে জানলে আমাদের জন্য সুবিধা হবে,” জ্যাসপার বললো। “আমার ধারণা,আপনি এসব বিষয়ে বেশ ভালোভাবে জানেন,তাই আপনার

গবেষণার দিক থেকে গুরুত্বপূর্ণ হবে।”

“নিশ্চয়ই,” চেন শিং ধীরে ধীরে জানালো,”তবে আমাদের শুধু জানলেই হবে না,আমাদের তৎপরভাবে কাজ করতে হবে,কারণ প্রতিটি মিনিট গুরুত্বপূর্ণ।”

“তাহলে,আমাদের পরিকল্পনা শুরু করতে হবে।আমরা প্রস্তুত হবো,” জ্যাসপার দৃঢ় কণ্ঠে বললো।মিস্টার

চেন শিং তার ফাইল থেকে একটি ম্যাপ বের করে টেবিলের ওপর রেখে বললো,”অক্সিজেন সংগ্রহের জন্য আমি যে জায়গাটি চিহ্নিত করেছি,তা হলো পৃথিবীর আর্কটিক অঞ্চলের উত্তরাংশ,যেখানে বিশাল বরফ শৃঙ্গ এবং গভীর গহ্বর রয়েছে।ওই অঞ্চলে ‘এনার্জি-ভাইন’ উদ্ভিদটি পাওয়া যায়,যা অক্সিজেনের পরিমাণ বৃদ্ধি করে।”

জ্যাসপার চুপচাপ ম্যাপের দিকে তাকিয়ে রইলো,তার মুখাবয়বে কোনো আবেগ ছিল না।সে জানতো,এই মিশনটি সহজ হবে না। কিন্তু ভেনাসের ভবিষ্যৎ নির্ভর করছে এর সফলতার ওপর।তার চোখে একটি তীক্ষ্ণ আলোর ঝিলিক দেখা গেলো,যখন সে সোজা হয়ে বসে বললো,"আমরা কাল এই মিশনে রওনা দেবো।সেখানে অনেক

বিপদ থাকতে পারে,কিন্তু এটাই আমাদের একমাত্র সুযোগ।”

থারিনিয়াস,যে একপাশে বসে ছিলো।মুখ চেপে ধরে মুচকি হাসলো,”আর্কটিক?সেখানকার তাপমাত্রা বিপজ্জনক হতে পারে। আর যদি এনার্জি-ভাইন আমাদের রক্ষা না করে?”

“তাহলে আমরা ওদের সঙ্গে মোকাবিলা করবো,” জ্যাসপার ঠাণ্ডা

কণ্ঠে বললো। “আমরা জানি,পৃথিবীর জলবায়ু পরিস্থিতি খুবই তীব্র। আমাদের শক্তি আর কৌশল মেশাতে হবে।”

“ঠিক,”চেন শিং বললো, “এই জায়গায় পৌঁছানোর জন্য তোমাদের শক্তিশালী যান প্রয়োজন হবে।আর যাত্রার পথেও বিপদ আসতে পারে। আর্কটিক অঞ্চলে জটিল বায়ুপ্রবাহ আর বরফের স্তুপ থাকতে পারে,যা

আমাদের তোমাদের বাধা সৃষ্টি করবে।”“আমরা প্রস্তুতি নিয়ে বের হবো,” জ্যাসপার বললো। “বিষয়টি গুরুত্বপূর্ণ,সুতরাং কোনো ছাড় দেওয়া যাবে না।”

চেন শিং তারপর অন্য কিছু নোট পড়তে থাকলো এবং বললো,”এনার্জি-ভাইনটি সংগ্রহের পর,আমি অন্য উপাদানগুলোর জন্য পৃথিবীর বিভিন্ন জায়গায় অনুসন্ধান

করবো।আমি নিশ্চিত,সবকিছু সংগ্রহ করা গেলে ভেনাসের পরিস্থিতি কিছুটা উন্নতি হবে।”

“তাহলে,কাল আমরা রওনা দেবো,” জ্যাসপার বললো, আর তারপর আলবিরা ও থারিনিয়াসের দিকে তাকিয়ে নির্দেশ দিলো,”সবাই প্রস্তুত থেকো।

মিস্টার চেন শিং সরে গিয়ে ম্যাপের জায়গাগুলো চিহ্নিত করে

লিখলো,আর বললো, “অক্সিজেন সংগ্রহ করা প্রথম লক্ষ্য। তবে এটা শুধুমাত্র প্রথম ধাপ, পরবর্তী উপাদানগুলোর জন্য আমাদের আরও বড় পরীক্ষা অপেক্ষা করছে।” জ্যাসপার মাথা নেড়ে বললো,”প্রথম পদক্ষেপই সবচেয়ে কঠিন,তবে এটা সফল হলে অন্যগুলো সোজা হবে।”পাহাড়ের বাগানে হালকা বাতাস বয়ে যাচ্ছে,আর আকাশে

সূর্যের আলো ছড়িয়ে পড়ছে।ফিওনা আর এথিরিয়ন একসাথে হাঁটছে,মাঝে মাঝে হাসছে ও কথা বলছে।ফিওনার চোখে এখন শুধু একটাই লক্ষ্য—একটি সুযোগ পাওয়া,যাতে সে পালাতে পারে। ফিওনা বেশ কিছুক্ষণ আনন্দে থাকলো,যখন একটা আকাশি রঙের খরগোশটি তার সামনে দৌড়ে বেড়াচ্ছিল। তার চোখে নতুন আশা

দেখা দিলো,আর সে জানতো,এটি একটি সুযোগ—একটি পালানোর সুযোগ।

“রিয়ন,দেখো!কি সুন্দর স্টকখরগোশটা!আমার লাগবে ধরো,ধরো!” ফিওনা রোমাঞ্চিত কণ্ঠে বলে ওঠে।

এথিরিয়ন,যার মনোনিবেশ ছিল খরগোশের গতিতে,হাত বাড়িয়ে খরগোশটি ধরতে গেল।ফিওনা

জানতো এথিরিয়ন তার পেছনে ছুটে গিয়ে তাকে তাড়া করবে,আর সেই সময়টুকু সে ব্যবহার করবে।এক মুহূর্তের মধ্যে,ফিওনা ছুটে যায় পাহাড়ের বিপরীত দিকে।পাহাড়ের বুক চিড়ে দ্রুত পা চালায়,যেন কোন কিছু তাকে থামাতে না পারে।

এথিরিয়ন খরগোশটির পিছু নেয়ার জন্য ছুটতে ছুটতে কিছুটা দুরে চলে যায়,তার দৃষ্টি থেকে ফিওনা সরে

গিয়ে দূরে চলে যেতে থাকে। ফিওনার পা তখন দ্রুত চলে,সে জানতো যদি একবার পাহাড়ে পেরিয়ে কোনো রাস্তায় পৌঁছাতে পারে, তাহলে সে মুক্ত হতে পারে,এই গ্লাস হাউজের চার দেয়ালের বাইরে।এথিরিয়ন খরগোশটি ধরার সময় বুঝতে পারলো,ফিওনা কোথায় হারিয়ে গেছে।কিছুক্ষণের মধ্যে সে অনুভব

করলো, তার পেছনে কিছু ভুল হয়ে গেছে।তার চোখে প্রথমে বিভ্রান্তি দেখা দিলো, পরে তা আতঙ্কে পরিণত হলো।

“ফিওনা!” এথিরিয়ন চিৎকার করলো চারিদিকে ঘুরে ঘুরে।তবে ফিওনা অনেক দূরে চলে গেছে।

এথিরিয়ন দ্রুত ফিরে গ্লাস হাউজের দিকে পা বাড়ালো,তবে তার মনে একটাই চিন্তা ছিল—জ্যাসপারকে কি

জবাব দিবে এখন?পাহাড়ের উপর থেকে গড়িয়ে আসা ঠান্ডা বাতাস ফিওনার চুল উড়িয়ে নিয়ে যাচ্ছে। গ্লাস হাউজ থেকে পালিয়ে আসার উত্তেজনায় তার হৃদস্পন্দন তীব্র। চারপাশে পাহাড়ের জঙ্গলের ঘনত্ব ক্রমেই বাড়ছে।তার পায়ের নিচে পাতা আর মাটির সোঁদা গন্ধ তাকে আরো তাড়িয়ে নিয়ে যাচ্ছে।

ফিওনা ইচ্ছেমতো দিক বেদিক ভাবে দৌড়াচ্ছে।তার মনে একটাই চিন্তা— এই পাহাড়ের জঙ্গল পেরিয়ে তাকে একটা কাঁচা রাস্তায় পৌঁছাতে হবে। সে জানে,সময় খুব কম। জ্যাসপার হয়তো ইতিমধ্যেই এথিরিয়নের কাছ থেকে খবর পেয়ে গেছে।এখন ওদের আসা শুধু সময়ের ব্যাপার। পাহাড়ি মাটির উঁচু-নিচু পথ তাকে দমাতে পারছে না।সে দৌড়াচ্ছে এক

অদম্য সাহসে,জঙ্গল আর ছায়ার মাঝে নিজেকে লুকিয়ে রাখার চেষ্টা করছে।তার দৃষ্টি তখন সামনে, কিন্তু তার হৃদয় ভয় আর উত্তেজনায় কাঁপছে।

“শান্ত হ ফিওনা।কাঁচা রাস্তা পর্যন্ত পৌঁছাতে পারলেই হয়।” সে নিজেকে সাহস দিচ্ছে।

কখনো তার পা পিছলে যাচ্ছে কাদায়,কখনো ঝোপঝাড়ের কাঁটা

তার কাপড় ছিঁড়ে দিচ্ছে।কিন্তু সে থামছে না।জঙ্গল যত গভীর হচ্ছে,আশপাশে পাখির ডাক,পাতার মচমচ শব্দ আর বাতাসের শোঁ শোঁ আওয়াজ তাকে যেন আরো সতর্ক করে তুলছে।একসময় পাহাড়ের ঢাল কমতে শুরু করলো।ফিওনার মনে হলো সে সঠিক পথে আছে।সামনেই হয়তো সেই কাঁচা রাস্তা, যেখানে পৌঁছালে সে অন্তত কিছুটা এগিয়ে

যেতে পারবে। কিন্তু তার মনে একটা ভয়ও আছে।

“ফায়ার মনস্টারটারটা যদি সত্যিই আমার খোঁজ পেয়ে যায় তাহলে?”এই ভেবে তার বুক কেঁপে ওঠে।

পেছন থেকে পাতার মচমচ শব্দ ভেসে এলো।ফিওনার হৃদস্পন্দন দ্রুত হয়ে গেল।সে পেছনে ফিরে

তাকালো,কিন্তু কিছু দেখতে পেল না।

“কেউ কি আমাকে অনুসরণ করছে?” তার মনে হলো।

সে দৌড়ের গতি আরো বাড়ালো। তার পা যেন আর টানছিল না,কিন্তু সে থামার কথা ভাবছে না।

মাউন্টেন_গ্লাস হাউজ

গ্লাস হাউজের নিস্তব্ধতা ভেঙে এথিরিয়ন দ্রুত ভেতরে প্রবেশ

করলো।তার মুখে আতঙ্ক আর ক্লান্তির ছাপ স্পষ্ট।অ্যাকুয়ারা তখনই তার দিকে তাকিয়ে বুঝে গেল কিছু একটা অস্বাভাবিক ঘটেছে।“কী হয়েছে,এথিরিয়ন?তুমি এভাবে হাঁপাচ্ছ কেন?” অ্যাকুয়া জিজ্ঞেস করলো।

“ফিওনা...”এথিরিয়ন কথাটা ঠিকভাবে বলতে পারছিল না। তার চোখে অপরাধবোধ ফুটে উঠছিল।

“ফিওনা কী করেছে আর ও কোথায়?” অ্যাকুয়া ধীরে ধীরে তার দিকে এগিয়ে এলো।

“ফিওনা আমাকে ধোঁকা দিয়েছে! আমি জানি না কীভাবে... সে আমাকে খরগোশ ধরার কথা বলে পাহাড়ের বাগানে নিয়ে গেল।আর আমি যখন সেই খরগোশের পেছনে ছুটছিলাম, তখন সে পালিয়ে গেছে!”

অ্যাকুয়ার চোখ বড় হয়ে গেল। “তুমি কী বলছো,এথিরিয়ন? ফিওনা পালিয়ে গেছে?তুমি কীভাবে এমন অসাবধান হতে পারলে?”“আমি বুঝতে পারিনি!সে এতটাই শান্তভাবে আমাকে ম্যানিপুলেট করলো যে আমি কিছু বোঝার আগেই সে গায়েব হয়ে গেল।”

এমন সময়,গ্লাস হাউজের প্রবেশপথে ভারী পদক্ষেপের শব্দ

শোনা গেল।কয়েক মুহূর্ত পরে জ্যাসপার প্রবেশ করলো।তার উপস্থিতি যেন পুরো ঘরটায় একটা ঠান্ডা নিস্তব্ধতা ছড়িয়ে দিল।তার তীক্ষ্ণ চোখ দুটো অ্যাকুয়ারা আর এথিরিয়নের দিকে গেল।

“কী হয়েছে এখানে?” তার গভীর কণ্ঠস্বর তাদের দুজনের মধ্যে স্নায়ুচাপ তৈরি করলো।

অ্যাকুয়া চুপ ছিল,কিন্তু এথিরিয়ন সংকোচ নিয়ে বললো, “ফিওনা পালিয়ে গেছে,জ্যাসু ভাইয়া।ও আমাকে ধোঁকা দিয়েছে।আমি... আমি বুঝতে পারিনি।”

জ্যাসপারের মুখে একটা ক্ষীণ অথচ ভয়ঙ্কর হাসি ফুটে উঠলো।তার চোখে যেন আগুন জ্বলছিল।

“তুই ওকে নিয়ে বাইরে গিয়েছিলিস?।কোন সাহসে আমার

অনুপস্থিতিতে তুই আমার পরামিশন ছাড়া এই গল স হাউজের মেইন দরজার লক খুললি এথিরিয়ন?”

“আমি সত্যিই...আমি বুঝতে পারিনি সে এমনটা করবে।ও আমাকে পুরোপুরি বিভ্রান্ত করেছিল,”এথিরিয়ন তাড়াতাড়ি বললো।জ্যাসপার গভীর নিশ্বাস নিলো। “আমরা পৃথিবীতে কোনো খেলার জন্য আসিনি ।আমি জানতাম

সে একদিন চেষ্টা করবে পালানোর। কিন্তু তার এভাবে সফল হবে ভাবতে পারনি।”

অ্যাকুয়া ততক্ষণে শান্ত হলেও গভীর চিন্তায় পড়ে গেছে। “আমরা কি এখনই তাকে খুঁজতে যাবো?”

“না,”জ্যাসপার তীক্ষ্ণ গলায় বললো। “সে পাহাড় আর জঙ্গলের ভেতর একা।বেশিক্ষণ টিকতে পারবে না। আমি জানি কোথায় সে যেতে পারে।

আমি একাই যাবো ওকে আনতে। এবার সে বুঝবে পালানোর ফল কী হতে পারে।”

তার চোখে রহস্যময় এক দৃঢ়তা ছিল,যেন ফিওনার প্রতিটি পদক্ষেপ তার নজরেই আছে।

অ্যাকুয়ারা হতবাক হয়ে কিছুক্ষণ চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলো। তারপর আস্তে আস্তে বললো,“তাহলে এতদিন যে ফিওনা আমার সঙ্গে বাইরে

বেরিয়েছিল,তখন তো পালানোর কোনো ইচ্ছা প্রকাশ করেনি।এবার হঠাৎ কেন?”

জ্যাসপার তার দিকে ঠাণ্ডা দৃষ্টিতে তাকালো।সেই চোখে রাগ, সন্দেহ,আর হতাশা স্পষ্ট। “তুমি কি ফিওনাকে কোনোভাবে ইঙ্গিত দিয়েছিলে যে এথিরিয়ন তার ড্রাগন রূপ নিতে অক্ষম?”অ্যাকুয়ারা একটু দ্বিধায় পড়লেও সত্য লুকিয়ে রাখতে

পারলো না।ধীরে ধীরে মাথা নাড়লো।“আমি সরাসরি কিছু বলিনি... কিন্তু হ্যাঁ,একবার কথোপকথনের সময় সে সেটা আন্দাজ করতে পারে এমন কিছু বলেছিলাম।”

জ্যাসপারের চোখ জ্বলে উঠলো।তার ঠোঁটের কোণে এক অদ্ভুত ঠাণ্ডা হাসি ফুটে উঠলো।তবে সেই হাসি একটুও বন্ধুত্বপূর্ণ ছিল না।সে ধীরে ধীরে

বললো “হুম... যতটা বোকা মানবী ভেবেছিলাম,ততটা তুমি নও,ফিওনা। তুমি ধীরে ধীরে আমার প্রত্যাশাকে ছাড়িয়ে যাচ্ছো।অনেক চালাক তুমি তবে জানো না অতি চালাকেল গলা*য় দ*ড়ি।”

জ্যাসপার হনহন করে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলো,অ্যাকুয়ারা হতবাক হয়ে তার চলে যাওয়া দেখলো।

“ প্রিন্স আপনি কি একা যাবেন?”অ্যাকুয়ারা পিছু ডাকলো।
জ্যাসপার ফিরে তাকালো না।শুধু বললো,“যে পথ সে নিয়েছে,সেখানে তাকে খুঁজে পেতে আমার কারো সাহায্যের প্রয়োজন নেই।”
অ্যাকুয়ারা আর এথিরিয়ন নিজেদের মধ্যে চিন্তিত চোখে তাকালো।তাদের মনে হলো,জ্যাসপারের এই ক্রোধ কেবল ফিওনার জন্য নয় বরং তার

নিজের নিয়ন্ত্রণ হারানোর ভয়ও এতে জড়িত।সন্ধ্যা ধীরে ধীরে নেমে আসছে,আকাশের রঙ কমলা আর বেগুনি মিশিয়ে এক অপার্থিব পরিবেশ তৈরি করেছে।ফিওনা দৌড়াতে দৌড়াতে হঠাৎ থমকে দাঁড়ালো।তার সামনে যে দৃশ্যটা উঠে এলো,সেটা তার হৃদয় এক মুহূর্তে ধক করে উঠিয়ে দিলো।

তার সামনে আর কোনো রাস্তা নেই—শুধু বিশাল এক গভীর সমুদ্র। সমুদ্রের জল যেন দিগন্ত ছুঁয়ে গেছে,আর তার ওপর পড়ন্ত সূর্যের আলো এক রূপালি আভা ছড়াচ্ছে। কিন্তু সেই সৌন্দর্যের মাঝে ফিওনার মনে একটিই উপলব্ধি হলো—সে পুরোপুরি আটকে গেছে।

তার চোখ ভয়ে বড় হয়ে গেল। এতক্ষণ সে ভাবছিল,দৌড়ে কোনো

না কোনো নিরাপদ জায়গায় পৌঁছাতে পারবে।কিন্তু এখন বুঝতে পারলো,এই পাহাড় আসলে গভীর সমুদ্রের মাঝখানে অবস্থিত।এটা এক বিচ্ছিন্ন দ্বীপ,যার কোনো সহজপথে মুক্তি নেই।তার শ্বাস ভারী হয়ে এলো।সে নিজেকে শান্ত করার চেষ্টা করলো,কিন্তু ভয় তার মনকে গ্রাস করে ফেললো। “আমি কি

এখানে চিরতরে আটকে গেলাম?” ফিওনা ফিসফিস করে বললো।

পেছনে পাতার মচমচ শব্দ শুনে ফিওনা হঠাৎ পিছনে তাকালো।মনে হলো,কেউ বা কিছু তার পিছু নিয়েছে।তার শরীরে শীতল স্রোত বয়ে গেল।এটা কি জ্যাসপার? নাকি অন্য কেউ?

সে জানতো,জ্যাসপার যদি তাকে ধরে ফেলে,তাহলে এবার তার শাস্তি

হবে ভয়ংকর।কিন্তু তার সামনে কোনো বিকল্প ছিল না।সমুদ্রের কোলাহল আর ক্রমাগত ঢেউয়ের আঘাত তার ভয়ের মাত্রা আরো বাড়িয়ে তুললো।

“এখন কী করবো?” ফিওনা নিজেকে জিজ্ঞেস করলো, চারপাশে কোনো উপায় খুঁজতে খুঁজতে।কিন্তু গভীর জঙ্গলে যেমন পালানো সম্ভব ছিল না তেমনি এখানে মহাসাগর

তাকে পথ দেখানোর পরিবর্তে আরো বেশি অসহায় করে তুললো।তার ভেতরের সাহস যেন ক্রমশ ক্ষয়ে যাচ্ছিল ফিওনা ধীরে ধীরে পেছনের গাঢ় অন্ধকারের দিকে তাকালো।

ফিওনা গভীর শ্বাস নিলো।সামনে সমুদ্রের বিশাল জলরাশি, পেছনে এক অজানা অন্ধকার।তার ভেতরে আতঙ্কের ঢেউ উঠলেও সে এবার আরেকটা সিদ্ধান্ত নিলো।

“মাউন্টেন গ্লাস হাউজে ফিরে যাওয়া ছাড়া উপায় নেই,” ফিওনা মনে মনে বললো।”যতটা ভয়ংকর জ্যাসপারই হোক, এই জঙ্গলে হারিয়ে যাওয়ার চেয়ে ভালো।হয়তো একদিন জ্যাসপার মুক্তি দেবে...”

ফিওনা এবার উল্টো পথে হাঁটা শুরু করলো।পথ যতই অন্ধকার আর জটিল হোক না কেন,তার মনে একটা বিশ্বাস গড়ে উঠেছে—সে যেন

নিজের ভুল বুঝতে পেরেছে।কিন্তু তার চিন্তার মাঝেই হঠাৎ চারপাশ যেন থমকে গেল। চারিদিকে এক অদ্ভুত নিরবতা। বাতাসটা যেন হঠাৎ ভারী হয়ে এলো।তখনই সামনে এক বিকট শব্দে মাটি কেঁপে উঠলো। একটা বিশাল প্রাণী মাটি থেকে উঠে দাঁড়ালো,যেন জঙ্গল থেকে বেরিয়ে এসেছে। ফিওনার চোখ বিস্ময়ে বড়

হয়ে গেল।এটা একটা মনস্টার কাঁকড়া।

মনস্টার কাঁকড়াটা প্রায় ২০ ফুট লম্বা আর প্রস্থে আরো বড়। এর গা কালো ধাতব বর্মে ঢাকা,যা সূর্যের আলোতেও চকচক করে।এর পায়ের সংখ্যা বিশাল আর অদ্ভুতভাবে দ্রুত চলার জন্য তৈরি।কিন্তু সবচেয়ে ভয়ঙ্কর হলো এর পিন্সার বা কাঁকড়ার বড় দুটি দাঁড়ার মতো

হাত।প্রতিটি পিন্সার ৮ ফুট লম্বা আর রক্তলাল রঙের,যা যেন শিকারকে এক মুহূর্তেই ছিন্নভিন্ন করে দিতে পারে।এর চোখ দুটি লাল আর জ্বলন্ত অগ্নির মতো।

এই কাঁকড়া মনস্টারটার নাম “ক্রাবাথন”।এটি সমুদ্র আর জঙ্গলের সীমান্তে রাজত্ব করে।এটি নিজের অঞ্চল ছাড়া অন্য কারো প্রবেশ সহ্য করে না।

ফিওনা এক পা পিছিয়ে গেলো। “এটা কী!” তার মুখ দিয়ে অস্ফুটে বের হলো।

ক্রাবাথন হঠাৎ গর্জন করলো,যার শব্দ যেন মাটি থেকে আকাশ পর্যন্ত পৌঁছে গেল।ফিওনা নিজের কান চেপে ধরলো।কিন্তু তারপরেই মনস্টার তার বিশাল পিন্সারগুলো সামনে নিয়ে আসলো আরফিওনার দিকে আঘাত করতে এগিয়ে এলো।

পিন্সারটা এত দ্রুততার সাথে আসছিল যে ফিওনা কোনোমতে একপাশে লাফিয়ে পড়ে আঘাত থেকে বাঁচলো। পিন্সারের আঘাতে মাটি গভীরভাবে কেঁপে উঠলো,আর বড় একটি গর্ত তৈরি হলো।

ফিওনার হৃদপিণ্ড দ্রুত লাফাতে থাকলো।সে বুঝলো,এই কাঁকড়ার সাথে সরাসরি লড়াই অসম্ভব।সে দ্রুত কিছু একটা করতে হবে।কিন্তু

সমস্যা হলো,পেছনে ফেরার পথও বন্ধ।

“এই ভয়ানক কাকড়াটা হয়তো আমাকে এখানেই শেষ করে দেবে,” ফিওনা মনে মনে বললো।কিন্তু তার সাহস যেন এক মুহূর্তের জন্য হারালো না।

কাঁকড়াটা আবার পিন্সার তুলে ফিওনার দিকে আঘাত করতে

এগিয়ে এলো।এবার ফিওনা চিৎকার করে বললো,”বাঁচাও!”

তখনই হঠাৎ দূর থেকে ঝড়ের মতো এক আওয়াজ ভেসে এলো।এটা যেন বাতাস কেটে আসা কিছু। ফিওনা বুঝলো, হয়তো তার কণ্ঠস্বর কেউ শুনেছে।ফিওনা আর পা এগোতে পারছিল না। আতঙ্কে,ক্লান্তিতে,আর হতাশায় সে মাটিতে পড়ে গেল।ক্রাবাথনের

বিশাল পিঙ্গার আকাশে উঠে ফিওনার দিকে নামতে শুরু করলো। ফিওনা বুঝতে পারলো,এটাই হয়তো তার শেষ মুহূর্ত।

চোখ বন্ধ করে ফিওনা ফিসফিস করে বললো,"শেষ পর্যন্ত মুক্তি পেলাম না,এটার হাতেই মরতে হবে.."

কিন্তু ঠিক তখনই বাতাস যেন কেঁপে উঠলো।এক ভয়ঙ্কর গর্জন আকাশ

ছেয়ে গেল।ফিওনা চমকে উঠলেও তার চোখ খুলতে সাহস হলো না। আকস্মিকভাবে চারপাশ যেন আলোতে ভরে গেল।একটা বিশাল আঘাতের শব্দে মাটি কেঁপে উঠলো,যেন কোনো বিশাল কিছু ক্রাবাথনের উপর ঝাঁপিয়ে পড়েছে। ফিওনা নিজের হাত দিয়ে মুখ ঢেকে রেখেছিল,কিন্তু চারপাশের আওয়াজ

তাকে চোখ খোলার জন্য বাধ্য করলো।

চোখ খুলে ফিওনা প্রথমে কিছুই দেখতে পেল না,কারণ সামনে ধুলো আর বাতাস ঘুরছিল।ধীরে ধীরে ধুলো থিতিয়ে গেলে সে যা দেখলো,তাতে তার শ্বাস আটকে গেল।জ্যাসপার!

কিন্তু এটি সেই জ্যাসপার নয় ওর সামনে দাঁড়িয়ে থাকা বিশাল ড্রাগন

জ্যাসপারে।উচ্চতা ছিল কমপক্ষে ৩০ ফুট, আর তার গা থেকে যেন অগ্নিশিখা আর শক্তির ঢেউ বের হচ্ছিল।তার চকচকে স্কেলগুলো ধাতব সবুজ রঙের,আর চোখ দুটো ঠিক আগুনের মতো জ্বলছে।বিশাল ডানাগুলো আকাশকে ছুঁয়ে ছিল,আর তার লম্বা লেজটি কাঁকড়ার চারপাশে দুলছিল।

ফিওনা জ্যাসপারের বিশাল মাথার দিকে তাকালো। জ্যাসপারের চোখ দুটো ক্রোধে জ্বলছিল,আর তার পা দুটো এত বড় যে এক ঝটকায় মাটিকে চূর্ণ করতে পারে।

কাঁকড়া ক্রাবাথন গর্জন করে পিন্সার তুলে আক্রমণ করার চেষ্টা করলো,কিন্তু জ্যাসপার তাকে এক মুহূর্তেরও সুযোগ দিল না।বিশাল এক থাবা দিয়ে সে ক্রাবাথনের

একটি পিন্সার ধরে ছিঁড়ে ফেললো। তার গর্জনে চারপাশ যেন কেঁপে উঠলো।ফিওনা তখনও মাটিতে বসে ছিল।ধীরে ধীরে সে জ্যাসপারের মুখের দিকে তাকালো।সে এতদিন জ্যাসপারকে ভয় পেয়েছে,কিন্তু এই মুহূর্তে তার মনে হলো,এই ড্রাগনটাই যেন তার রক্ষক।

জ্যাসপার এক মুহূর্তের জন্য ফিওনার দিকে তাকালো,তার ড্রাগন

রূপের আগুনমাখা চোখে অদ্ভুত কিছু ছিল।ফিওনা বুঝলো,সে নিরাপদ।

জ্যাসপার তখন ড্রাগন রূপেই কাঁকড়ার দিকে ফিরে আবার আঘাত করতে উদ্যত হলো।কাঁকড়াটি এবার পালানোর চেষ্টা করলো,কিন্তু জ্যাসপারের বিশাল ডানা এক ঝটকায় তাকে আছড়ে মাটিতে ফেলে দিল।ক্রাবাথন আর টিকতে পারলো না।

ফিওনা তখনও জ্যাসপারের বিশাল আকারের পা আর ডানা দেখে হতবাক।

“কি ভয়ংকর দৃশ্য?” ফিওনার কণ্ঠস্বর কাঁপছিল।

জ্যাসপার এক মুহূর্তের জন্য থামলো।তারপর আস্তে আস্তে তার বিশাল মুখটা ফিওনার কাছে আনলো।তার চোখে একধরনের ধৈর্য আর জ্বলন্ত ক্রোধের মিশ্রণ

ছিল।“তোমাকে বাচাতে ড্রাগন রুপ নিতে হয়েছে “তার গর্জনের মধ্যে শব্দগুলো যেন ফিওনার কানে প্রতিধ্বনিত হলো।

ফিওনা বুঝতে পারলো,সে যতবারই পালানোর চেষ্টা করুক নাকেন,জ্যাসপার তাকে ছেড়ে দেবে না।

জ্যাসপার দ্রুত তার বিশাল ড্রাগন রূপ থেকে মানব রূপে ফিরিয়ে

আসলো।ফিওনার চোখের সামনে এক ঝলকেই তার বিশাল শারীরিক পরিবর্তন ঘটলো।ড্রাগনের আগুনমাখা শরীরের পরিবর্তে,এবার সে দাঁড়িয়ে ছিল একজন পুরুষ, মানুষের রূপে।কিন্তু তার চোখে তখনও একই অগ্নি,একই শক্তি ছিল।

“তোমাকে সুরক্ষিত স্থানে যেতে হবে,”সে ফিওনাকে দ্রুত এক হাতে

তুলে নিয়ে একটা বড় গাছের আড়ালে নিয়ে গেল। গাছটি এত বড় যে তার ছায়া পুরো প্রান্তরকে ঢেকে ফেলেছিল।ফিওনার চমকে যাওয়া চোখগুলো রুদ্ধ হয়ে গিয়েছিল,তবে সে বুঝতে পারলো,জ্যাসপার তাকে রক্ষা করবে।জ্যাসপার ফিওনাকে গাছের পিছনে রেখে দাঁড়ালো।তার চোখে তখনও অস্থিরতা ছিল,তার শরীরের প্রতিটি পেশি যেন

উত্তেজনায় দুলছিল।কিন্তু সে জানতো,এখন তার সবচেয়ে বড় কাজ হলো ফিওনাকে সুরক্ষিত রাখা।

ফিওনা এক পা পিছিয়ে দাঁড়াল,তার কণ্ঠে ভয় ছিল,কিন্তু তার চোখে কৃতজ্ঞতা।তার সামনে দাঁড়িয়ে থাকা মানুষটি আসলে কী বিশাল শক্তির অধিকারী,তা সে এখন স্পষ্ট বুঝতে পারলো।

ঠিক তখনই,তীব্র এক গর্জন শুনে ফিওনার বুক থেকে শ্বাস বেরিয়ে গেল।কাঁকড়াটি,যে এতক্ষণ দূরে ছিল,এখন আক্রমণ করতে আসছিল।তার বিশাল পিন্সার থেকে জ্বলন্ত তীক্ষ্ণ ধার বের হয়ে আসছিল,আর তার চোখে মিশে ছিল ক্রোধের জ্বলন্ত আগুন।কাঁকড়া এক ঝাঁপ দিয়ে জ্যাসপারের পিঠে আঘাত করলো। একটি বিশাল পিন্সার তার

পিঠের মাংসে ঢুকে গেল,সবুজ রক্তের লাইন ছড়িয়ে পড়লো। জ্যাসপার তখনও ঝাঁকুনি দেয়, কিন্তু সে ব্যথাকে এক মুহূর্তের জন্যও অনুভব করতে পারলো না।তার মন একমাত্র ফিওনার সুরক্ষা নিয়ে ছিল। আবার এক মুহূর্তেই,জ্যাসপার তার সমস্ত শক্তি কেন্দ্রীভূত করে ড্রাগন রূপে ফিরে গেল।তার শরীরের প্রতিটি কোষ আবার আগুনে পুড়ে

উঠলো।বিশাল ডানা টান করে আকাশে উঠলো,আর তার ড্রাগন চিঁৎকার গর্জনের মতো আকাশে প্রতিধ্বনিত হল।কাঁকড়া হোঁচট খেয়ে পিছিয়ে গেল,কিন্তু জ্যাসপার তাকে আর পালাতে দিল না।

তার বিশাল থাবা কাঁকড়ার দিকে ছুটে গেল।জ্যাসপার যেন এক সজোর আঘাত দিয়ে কাঁকড়াটির শরীরের এক পিন্সারকে ভেঙে

ফেললো।কাঁকড়া আর প্রতিরোধ করতে পারলো না।ফিওনা,গাছের আড়ালে দাঁড়িয়ে,দেখছিল জ্যাসপারের শক্তির মূর্ত রূপ।তার শরীরের প্রতিটি অংশে যেন আগুন জ্বলছিল,আর তার এক একটি আঘাতে কাঁকড়াটি তছনছ হয়ে যাচ্ছিল।

বিকট গর্জন আর তীব্র বাতাসের মাঝে,ফিওনা বুঝতে পারলো—এটা

ছিল যুদ্ধ,কিন্তু জ্যাসপার তাকে বাঁচানোর জন্য সমস্ত কিছু দেবার প্রস্তুতি নিয়ে দাঁড়িয়েছিল।

জ্যাসপার আবার মানব রূপে ফিরলো,তার বিশাল ড্রাগন গঠন মুহূর্তে বদলে গিয়ে তার পরিচিত পুরুষ রূপে ফিরে আসলো।তার শরীর থেকে ঝরঝর করে রক্ত পড়ছিল,তবে তার চোখে কেবল একটাই লক্ষ্য ছিল—ফিওনাকে

নিরাপদে রাখতে হবে।সুতরাং,সে দ্রুত কাঁকড়ার দিকে এগিয়ে গেল, যেখানে সেই বিশাল সত্ত্বাটি মাটিতে পড়ে ছিল।

কাঁকড়ার শরীরের এক কোণে একটি অদ্ভুত সিগন্যাল বের হচ্ছিল। সিগন্যালটি খুবই আলোকিত ছিল,আর একের পর এক ঝলক দিয়ে আকাশে সরে যাচ্ছিল।এটা কোন সাধারণ সিগন্যাল ছিল না—

এটা যেন একটি সংকেত,যা কাঁকড়ার পালকে বা গোত্রকে আহ্বান করছিল।“শিট ,”জ্যাসপার স্বগতোক্তি করে বললো।তার মুখের অভিব্যক্তি কঠিন ছিল,কিন্তু তার চোখে দ্রুত চিন্তা চলছিল। সে ফিওনাকে দেখলো,তার মুখে উদ্বেগ আর অসহায়তার ছাপ।

“ফিওনা,তাড়াতাড়ি এখন থেকে চলো,” সে অস্থির কণ্ঠে বললো।

“এখনই এই স্থান ত্যাগ করতে হবে আমাদের।”

ফিওনা কাঁপানো হাতে জ্যাসপারের দিকে তাকিয়ে প্রশ্ন করলো,”কোথায় যাবো?মাউন্টেন গ্লাস হাউজে ফিরবো?”

জ্যাসপার মাথা নাড়লো। “না,এটা খুব বিপজ্জনক।কাঁকড়ার সিগন্যালের কারণে এখন সমস্ত কাঁকড়া আমাদের দিকে আসবে।আর তারা

যদি একযোগে আক্রমণ করবে,তখন মাউন্টেন গ্লাস হাউজের সবাই বিপদে পড়বে,এতোগুলোর সাথে লড়াই করা সম্ভব না,আর তুমি মানবী তোমার বিপদ বেশি।”

ফিওনা চোখ বড় করে তাকালো, বুঝতে পারলো যে এই সিগন্যালের মাধ্যমে কিছু বড় বিপদ আসছে।কিন্তু কোথায় যাবে তারা?কী করবে তারা এখন?“সেটা ঠিক ” ফিওনা স্বীকার

করে বললো।”কিন্তু তাহলে এখন আমরা কোথায় যাব?”

“এখনই আমাদের এখান থেকে দ্রুত সরে যেতে হবে।আমাদের এমন একটা নিরাপদ স্থানে যেতে হবে যেখানে ওরা আমাদের লোকেশন ট্রাক করতে পারবে না,” জ্যাসপার উত্তেজিত গলায় বললো।

এতক্ষণে, সিগন্যালটি আরও তীব্র হয়ে উঠলো।এটি শুধু কাঁকড়াদের

মধ্যে সংকেত ছড়াতে থাকেনি,বরং পুরো জঙ্গলকেও তা একেবারে টানে।জ্যাসপার জানতো তাদের সময় খুব কম।কাঁকড়ার পাল খুব শীঘ্রই তাদের চারপাশে ঘিরে ফেলবে,আর সেই সময়ে তারা যদি পালানোর চেষ্টা করে, তাহলে বিপদ আরো বাড়বে।

ফিওনাকে নিয়ে দ্রুত জ্যাসপার একপালনীয়ভাবে স্থান পরিবর্তন

করতে শুরু করলো তার চোখের কোণে কেবল অদৃশ্য আশঙ্কা ছিল,কিন্তু তার মন একদম স্থির ছিল।তার উদ্দেশ্য একটাই: ফিওনাকে নিরাপদে রাখা।ঝর্নার গুহার প্রবেশপথ ছিল অদ্ভুত,যেন কোনো প্রাচীন রহস্যের অন্ধকার সুরক্ষিত কোণ।জলপ্রপাতের গর্জন পেছনে,গুহার ভিতরে প্রবাহিত হতো বিশাল জলধারা।এই গুহাটি

জ্যাসপারের বাবা,এলড্র রাজ্যের সম্রাট,প্রযুক্তির মাধ্যমে তৈরি করেছিলেন—একটি নিরাপদ আশ্রয়,যেখানে কোনও মনস্টার বা শত্রু তাদের অবস্থান শনাক্ত করতে পারবে না।গুহার ভিতরে ছিল বিশেষ এক প্রযুক্তি,যা কাঁকড়াদের সিগন্যালের কার্যকারিতা বন্ধ রাখতে সক্ষম।সুতরাং তারা এখন অস্থির

মুহূর্তগুলির মধ্যে কিছুটা স্বস্তি পেতে যাচ্ছিল।

যাত্রাপথে,ফিওনা দ্রুত পা চালাচ্ছিল,তবে তার দুর্বল শরীর মাঝে মাঝে ক্লান্ত হয়ে পড়ছিল। কাঁকড়ার আক্রমণের পর তার পায়ের নিচের তল পাথরে কাটা পড়েছিল,আর রক্ত ঝরছিল।সে কিছুটা অস্থির হয়ে উঠেছিল,কিন্তু জ্যাসপার ছিল তার পাশে।“তুমি

ঠিক আছো,ফিওনা?” জ্যাসপার তার কাঁধে হাত রেখে ধীরে ধীরে প্রশ্ন করল।

ফিওনার মুখে ব্যথার ছাপ স্পষ্ট ছিল,তবে সে বলল, “হ্যাঁ, আমি ঠিক আছি। কিন্তু আমার পা...” তার কণ্ঠে কষ্ট ছিল।

জ্যাসপার কোনো কথা না বলেই তাকে শক্তভাবে ধরে ফিওনাকে নিজের কাঁধে তুলে নিল।তার

শরীরের বিশালতা দআর শক্তি ফিওনাকে নিরাপদে রাখতে সক্ষম ছিল।এই মুহূর্তে,তার হৃদয়ে একটাই চিন্তা—ফিওনাকে কোনোভাবেই বিপদের মধ্যে পড়তে দেয়া যাবেনা। গুহার দিকে পা বাড়িয়ে,ঝর্নার জলপ্রপাতের গর্জন একদিকে দূরে চলে যাচ্ছিল,আর অন্যদিকে,গুহার প্রবেশপথের কাছাকাছি পৌঁছানোর সাথে সাথেই ফিওনার চোখে কিছুটা

স্বস্তি এল।তার শরীরের ব্যথা কিছুটা মিইয়ে আসছিল।

জ্যাসপার তাকে সাবধানে গুহার ভেতরে নিয়ে গেল।গুহার ভিতরে একটি প্রযুক্তি-নির্মিত সিস্টেম ছিল,যা জায়গাটি নিরাপদ রাখত আর তাদের অবস্থান শনাক্ত হওয়ার কোনো সম্ভাবনা ছিল না।সিস্টেমটি কাজ করছিল চমৎকারভাবে,আর এখান থেকে কোনো মনস্টার বা

শত্রু তাদের ট্র্যাক করতে পারবে না।

ফিওনা নিঃশ্বাস ফেলল,কিছুটা শান্ত হয়ে।তার মনে শান্তি ছিল,কিন্তু যে হুমকি তারা পেছনে ফেলে এসেছে,সেই ভয় এখনও তার ভেতর রয়ে গেছে।“আর কোনো বিপদ নেই”জ্যাসপার ফিওনাকে গুহার গভীরে একটা নিরাপদ

জায়গায় বসিয়ে,তার পায়ের আঘাতটি পরীক্ষা করছিল।

ফিওনা চোখ বন্ধ করে বলল, “হ্যাঁ,কিন্তু... কাঁকড়ার সিগন্যাল তো এখনো কাজ করছে...”

“এখন আর কোনো বিপদ নেই,ফিওনা।” জ্যাসপার নিশ্চিতভাবেই বলল, “এই গুহায় কেউ আসতে পারবে না। আমরা নিরাপদ।”

ফিওনা ধীরে ধীরে তার পায়ের কাটা স্থানটা লক্ষ্য করল, তারপর তার কণ্ঠে ধীরে বলে উঠল,“তবে,আমরা এখান থেকে কিভাবে বেরোবো? যদি... অন্য কিছু আসে?”

“আমি আছি তো,” জ্যাসপার বলল, তার চোখে শক্তি আর দৃঢ়তার ঝলক। “এখন আমাদের একমাত্র কাজ হলো অপেক্ষা করা,সিগন্যাল অদৃশ্য হওয়া পর্যন্ত।”ফিওনা একটু

বিরতি দিয়ে মাথা নেড়ে জানাল, “তাহলে আমরা এখানে থাকবো,যতদিন না সিগন্যাল চলে যায়।”

“হ্যাঁ,ঠিক তাই,” জ্যাসপার বলল, “এখন তোমার বিশ্রাম প্রয়োজন। আর এই সিগন্যাল ২৪ ঘন্টা পর্যন্ত কার্যকর তারপর নিষ্ক্রিয় হয়ে যাবে।”

ফিওনার চোখে এক ধরনের প্রশান্তি ফুটে উঠল,তার শরীরের ক্লান্তি আর সত্ত্বা কিছুটা শান্ত হয়ে গেল।তার পাশে থাকা জ্যাসপার তার জন্য এক ধরনের আশ্রয়ের মতো—তাকে অন্ধকারের মধ্যে পথ দেখানোর জন্য।

এখন তাদের একমাত্র কাজ ছিল অপেক্ষা করা, আ্য জানত—যতক্ষন না কাঁকড়ার সিগন্যাল পুরোপুরি

নিষ্ক্রিয় হয়, ততদিন তারা এখানে নিরাপদ থাকবে।

গুহার নিস্তব্ধতা যেন মুহূর্তের জন্য থমকে গেছে। বাইরে ঝর্ণার স্রোতের শব্দ দূর থেকে ভেসে আসছে, আর ভেতরে জ্যাসপার নির্জীবভাবে গুহার পাথরের সাথে হেলান দিয়ে বসে আছে। তার চোখ বন্ধ, নিঃশ্বাস ভারী, আর তার শরীর থেকে সবুজ রক্তের ধারা মাটির পাথরে গড়িয়ে

পড়ছে। গুহার মৃদু আলো সেই রক্তের রহস্যময় ঝলককে আরও ভয়ানক করে তুলেছে।ফিওনা দূর থেকে তার দিকে তাকিয়ে ছিল, তার মনের ভেতর এক অজানা অনুভূতি তোলপাড় করছিল। জ্যাসপারের পেট আর পিঠের ক্ষত দেখে তার মন ভারী হয়ে উঠল। একে তো সে নিজেকে এই বিপদের জন্য দায়ী ভাবছে, অন্যদিকে তার মনে পড়ছে

আগের সেই ঘটনাগুলো—যখনই জ্যাসপার আহত হয়েছে, সে ফিওনার কাছাকাছি এসেছে এবং তার থেকে কোনো অজানা শক্তি গ্রহণ করেছে।

ফিওনার মনে তখন একটি চিন্তার ঝড় বইতে লাগল। “বায়ো ক্যামিকেল,” জ্যাসপার একবার বলেছিল। তবে কী এটা তার চুম্বনের মাধ্যমেই সক্রিয় হয়? সে

জানে না, কিন্তু এই মুহূর্তে কিছু একটা করার জন্য মরিয়া হয়ে উঠল।

সে ধীরে ধীরে জ্যাসপারের কাছে এগিয়ে গেল। তার পায়ের নিচে মাটির পাথর থেকে সাড়া পাওয়া যাচ্ছিল, যেন গুহার প্রতিটি কণা তার চিন্তার বোঝা ভাগ করে নিচ্ছে। তার দৃষ্টি জ্যাসপারের মুখে আটকে গেল। মুখে ব্যথার ছাপ স্পষ্ট, কিন্তু

তবুও সেই রাজকীয় ভাব যেন ম্লান হয়নি।ফিওনা তার ঠোঁট একটু কেঁপে উঠল। তার হাত সামনের দিকে বাড়ানোর সাহস করল। তার হৃদস্পন্দন দ্রুত বেগে চলছে, যেন শরীরের রক্ত স্রোত মাথার প্রতিটি কোণায় ধাক্কা দিচ্ছে। “যদি এটা কাজ করে, তাহলে আমি তাকে বাঁচাতে পারব...” তার মনে একটাই আশা।

ঠিক যখন সে জ্যাসপারের মুখের কাছাকাছি গেল, তার ঠোঁট জ্যাসপারের ঠোঁট স্পর্শ করার মুহূর্তে, জ্যাসপারের চোখ হঠাৎ খুলে গেল। তার গাঢ়, সোনালি চোখ দুটো এমনভাবে জ্বলজ্বল করছিল যেন কোনো গভীর আগুন তার ভেতর থেকে জ্বলে উঠেছে।

“কী করছিলে তুমি?” তার কণ্ঠস্বর গভীর এবং অনুপ্রবেশকারী, যেন

সেই শব্দ গুহার দেয়াল ভেদ করে ফিওনার অন্তরে গিয়ে পৌঁছাল।

ফিওনা হতচকিত হয়ে সরে গেল। তার গলা শুকিয়ে গেল, চোখে লজ্জা আর ভয়ে মিশ্রিত একটি চিহ্ন ফুটে উঠল। “আমি... আমি ভাবলাম... আপনি তো আহত... হয়তো...” তার কণ্ঠ কাঁপছিল।

জ্যাসপার তাকে একদৃষ্টিতে দেখল। তার ঠোঁটে এক চিলতে হাসি ফুটে

উঠল, তবে সেই হাসির গভীরতায় রহস্যের ছাপ ছিল। “কি হয়তো?”ফিওনা নিশ্চুপ। তার মনের ভেতর কেবল একটি প্রশ্ন ঘুরপাক খাচ্ছিল—আপনি না সেদিন বললেন কিসের বায়ো ক্যামিকেল ওটা কি তাহলে?

জ্যাসপার ধীরে ধীরে উঠে বসল। তার শরীর এখনও রক্তাক্ত, কিন্তু তার চোখে এক অনন্য শক্তির

ঝলক। সে ফিওনার দিকে ঝুঁকে বলল, “তোমাকে যতটা বোকা মনে করেছিলাম, তুমি ততটা নও।।”

তার কথা শেষ হতে না হতেই ফিওনা আর একবার থমকে গেল। গুহার আলোয় তাদের ছায়াগুলো যেন একে অপরের দিকে ঝুঁকে পড়েছে। ফিওনা জানত না,এই ড্রাগনের ভেতরে কত রহস্য লুকিয়ে আছে,আর সে নিজেই তার কতটা

অংশ হয়ে উঠতে চলেছে।জ্যাসপার তখন নিজের মনের দুষ্টু পরিকল্পনা সাজাচ্ছিল। “আমার বোকা মানবীটা সত্যিই বোকা।ভেবেছে,আমি আহত হলেই তার চুম্বনের প্রয়োজন হবে। কিন্তু এই সুযোগ কি হাতছাড়া করা যায়?অবশ্যই না।”

মুখে সামান্য ক্লান্তির ছাপ রেখে,জ্যাসপার ধীরে ধীরে

বলল,”হ্যাঁ,আমার বায়ো ক্যামিকেল দরকার,ফিওনা।”

ফিওনার চোখ বড় হয়ে গেল।সে দ্বিধায় পড়ে গেল,কিন্তু কিছু বলল না।সে জ্যাসপারের দিকে এগিয়ে গেল,তার নড়াচড়া থেমে থেমে,যেন মন একদিকে চাইছে সাহায্য করতে আর অন্যদিকে কিছুটা সাবধান।

জ্যাসপার তখন নিজের ঠোঁটজোড়া ধীরে ধীরে এগিয়ে আনতে শুরু

করল।তার দৃষ্টি ফিওনার দিকে নিবদ্ধ,তীক্ষ্ণ আর গভীর।কিন্তু ঠিক যখন সে তার পরিকল্পনা সফল করার মুহূর্তে পৌঁছাল,ফিওনা হঠাৎ হাত বাড়িয়ে তাকে থামিয়ে দিল।“আপনি আমাকে বোকা বানাচ্ছেন,তাই না?” ফিওনার কণ্ঠে দৃঢ়তা।তার চোখে মিশে ছিল প্রতারণা বুঝে ফেলার ঝলক। “আজ আপনার কোনো বায়ো ক্যামিকেলের

দরকার নেই। আমি বুঝতে পেরেছি।”

জ্যাসপারের মুখে এক চিলতে অপ্রস্তুত হাসি ফুটে উঠল। “আমার হামিংবার্ডটা পুরোপুরি বোকা নয়,তবে এত সহজে আমি হাল ছাড়ব না,”সে মনে মনে বলল।তার চোখের কোণে খেলা করছিল দুষ্টু হাসি। “তুমি যাই ভাবো,ফিওনা,খেলা তো এখনো শুরুই হয়নি”।জ্যাসপার

মনে মনে বললো।গুহার অন্ধকারে ফায়ারপ্লেসের মৃদু জ্বলন্ত আলোর মাঝে ফিওনা আর জ্যাসপার চুপচাপ বসে ছিল। আগুনের শিখা ফিওনার মুখে উজ্জ্বল আলো ফেলছিল,আর তার চোখের ভেতরে কিছুটা ক্লান্তি আর ক্ষুধার চিহ্ন স্পষ্ট হয়ে উঠেছিল।ঠান্ডা বাতাস প্রবাহিত হচ্ছিল গুহায়,তবে আগুনের তাপে কিছুটা উষ্ণতা অনুভব হচ্ছিল।

ফিওনার পেট তখন গুঞ্জন তুলছিল। বেশ কিছু সময় ধরে খালি পেটে বসে ছিল,আর তার তৃষ্ণা তো আরও বেশি অনুভূত হচ্ছিল।সে জানতো, এখনো কিছু খায়নি,পানিও পান করেনি।এমনকি, ড্রাগনের মতো শক্তিশালী জ্যাসপারও কখনো এমন অবস্থায় পড়বে না,কিন্তু সে তো একজন সাধারণ মানুষ।ফিওনার অবস্থা লক্ষ্য করেই,জ্যাসপার

অবশেষে কথা বললো।তার গভীর গাঢ় সবুজ চোখে কিছুটা নরমতা ছিল,”তোমার কি খিদে পেয়েছে,ফিওনা?”

ফিওনা কিছুক্ষণ চুপ ছিল,তার মাথায় খাবারের কথা ঘুরছিল।তারপর মৃদু স্বীকার করে বললো,”হ্যাঁ,খুব খিদে পেয়েছে,আর তৃষ্ণাও,তবে আপাতত পানি পান করতে পারলেই হতো।”

জ্যাসপার মাথা নেড়ে বললো,”ঝরনা থেকে পানি পান করতে পারো। খাবারের ব্যাবস্থা করতে হলে গুহার বাইরে বের হতে হবে।আর এটা বিপদজনক হবে।”

ফিওনা চোখে কিছুটা প্রশান্তি পেল,কারণ তার শরীরের অবস্থা একদম ভালো ছিল না।তৃষ্ণা মেটানোর জন্য সে তাড়াতাড়ি উঠে দাঁড়িয়ে,ঝরনার দিকে এগিয়ে গেল।

তার গা থেকে পানি ঝরছিল,আর তার গায়ের সাদা টপস্ টা ভিজে গিয়েছিল,কিন্তু সে কোনোকরম চিন্তা করেনি।শুধু পানি পান করতে ব্যস্ত ছিল।জ্যাসপার ফিওনাকে নীরবভাবে লক্ষ্য করছিল। ঝরনার স্ফটিকের মতো পানি উঁচু থেকে নেমে এসে নরম সুরে গড়িয়ে পড়ছিল,আর ফিওনা নিজের হাতে সেই পানি পান করার চেষ্টা করছিল।তার হাতের

আঙ্গুলগুলো পানি ছুঁয়ে খুব আলতোভাবে কাঁপছিল, আর তাতে কিছুটা পানির স্প্ল্যাশ ছড়িয়ে পড়ছিল তার শরীরের উপর।জামা ভিজে গিয়ে তার গা,ত্বক যেন একে অপরকে আরও উন্মুক্ত করছিল,প্রতিটি মুহূর্তে যেন আরো বেশি আকর্ষণ জাগিয়ে তুলছিল।

জ্যাসপারের হৃদযন্ত্র দ্রুত বেজে উঠছিল,চোখের দৃষ্টি আর

অশ্রুতভাবে তার মধ্যে উথলে উঠছিল এক ধরনের প্রগাঢ় আকর্ষণ।ফিওনার সরলতা আর তার দৃঢ়তায় যেন কিছু একটা ছিল,যা তাকে এক অদ্ভুত টানে আবদ্ধ করছিল।

ফিওনা যখন পানি পান করতে ব্যস্ত ছিল,সে খুবই অবহেলিত মনে হচ্ছিল,কিন্তু জানত না যে এই ভয়ংকর ড্রাগন পুরুষ জ্যাসপার তার

প্রতি কতটা আকৃষ্ট।তার শরীরের প্রতি স্পর্শ,তার শ্বাসে ভেসে ওঠা হালকা গন্ধ,সবকিছুই যেন জ্যাসপারকে গভীরভাবে প্রভাবিত করছিল।কিন্তু সে কোনো কথা না বলে নিঃশব্দে দাঁড়িয়ে থেকে সেই দৃশ্যের প্রশংসা করছিল,যাতে কিছুটা গোপনীয়তা থাকে,কিন্তু এর মধ্যে ছিল এক গভীর অনুভূতি,যা

দুইজনের মাঝের দূরত্ব কে আরও কমিয়ে দিচ্ছিল।

ফিওনা হঠাৎ চোখ তুলে দেখে,জ্যাসপার তাকে অবিরাম চোখে দেখে যাচ্ছে।তার চোখের মণি দুটি যেন আরও গাঢ় হয়ে উঠেছিল,যেন এক ধরনের আকর্ষণে পূর্ণ ছিল। মুহূর্তের জন্য তারা একে অপরকে কিছু না বলে দেখছিল,যেন দুইটি পৃথিবী একত্রিত হতে চলেছিল।

ফিওনা পানি পান করে ফিরছিল,তার প্রতিটি পদক্ষেপে গুহার ঠান্ডা বাতাস তার গা ভিজিয়ে দিচ্ছিল।হালকা অস্বস্তিতে সে পা বাড়াচ্ছিল,কারণ জানতো,এখনও তার সামনে অনেক কিছু অজানা রয়েছে।কিন্তু আচমকা,জ্যাসপার তার দুই বাহু ধরে তাকে গুহার পাথরের সাথে চেপে ধরলো।ফিওনার হৃদয় এক লাফে বেড়ে গেল,তার দেহের প্রতিটি

রন্ধ্রে একটা অস্বাভাবিক উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়লো।সে কিছু বলার আগেই,জ্যাসপার আরও কাছাকাছি ঝুঁকে পড়লো।তার শ্বাসের গরম বাতাস ফিওনার মুখের কাছে অনুভূত হচ্ছিল,যেন সে নিজেকে হারিয়ে ফেলবে।ফিওনার পিঠ পাথরের সাথে লাগানো ছিল,আর তার চোখ এক মুহূর্তের জন্য কিছু

দেখছিল না,যেন তার চোখের সামনে অন্ধকার হয়ে এসেছিল।

ফিওনার ঠোঁটের আশেপাশে ছোট ছোট পানির বিন্দু জমে ছিল,যেন আকাশের মৃদু ফোঁটা তার মুখে নেমে এসেছে।সেগুলো ধীরে ধীরে তার ঠোঁটে নাচছিল,কিছু একেবারে অদৃশ্য হয়ে যাচ্ছিল,যেন সেই মুহূর্তটি স্বপ্নের মতো।বাতাসে ঠান্ডা অনুভূতি ভর করেছে,আর ফিওনার

শরীরের প্রতিটি অংশ শিহরিত হয়ে উঠছিল।জ্যাসপার এক পা এগিয়ে,তার অগ্নিঝরা চোখে যেন আগুনের তাপ ছিল,ঠোঁটের কাছের পানির বিন্দুগুলো নিজের ঠোঁট দিয়ে স্নিগ্ধভাবে শুষে নিলো।তার তীক্ষ্ণ দৃষ্টি ফিওনার দিকে থেমে ছিল,যেন তিনি তার সমস্ত অনুভূতি বোঝার চেষ্টা করছে।ফিওনার ঠোঁটের নিচে চিবুকে এক কাতর পানি

ঝরছিল,তার শরীরের প্রতিটি অঙ্গ শিথিল হয়ে গেছিল।

জ্যাসপার নিঃশব্দে,এক অদৃশ্য সংকেতের মতো, থুতনির পানি নিজের ঠোঁট দিয়ে শুষে নিলো।যেন কিছু বলতে চাইছিলো না,কিন্তু তার প্রতিটি আদলে একটা গভীর অর্থ ছিল।সেই নীরবতা,সেই অদ্ভুত টান ফিওনাকে আরও বিভ্রান্ত

করেছিল,এক অজানা কারণে সে আর কিছু বলতে পারছিল না।

ফিওনার মনে বারবার প্রশ্ন উঠছিল,সে কখনোই কোনো পুরুষের স্পর্শে সাড়া দেয়নি।আজ পর্যন্ত একবারও তার শরীর অন্য কোনো পুরুষের হাতে আঁকা হয়নি। কিন্তু জ্যাসপার—তার চোখে যে গভীরতা, যে রহস্য—সেগুলো যেন তাকে এক অদৃশ্য শক্তির মতো বাঁধে। ফিওনার

এক অজানা টান অনুভব করছিল,যেন সে প্রতিরোধ করতে পারছে না।জ্যাসপার তার সবুজ চোখে এক ধরণের প্রভাব নিয়ে আসছিল।চোখের জাদু,যেন সে একজন পুরুষ নয়, একজন গভীর ম্যানিপুলেটর।

জ্যাসপার একদৃষ্টিতে ফিওনার চোখে চোখ রেখেছিল, যেন সে তার সমস্ত অনুভূতিকে এক মুহূর্তে পড়ে

ফেলতে চাচ্ছিল।ফিওনার ভেতরের এক অদৃশ্য বাধা, তার আত্মবিশ্বাস,সব কিছু যেন এক চুম্বকের মতো তার দৃষ্টি থেকে মেনে চলছিল।তারপর হঠাৎ এক নিঃশব্দ শ্বাসের মধ্যেই,জ্যাসপার তার হাত ফিওনার ঘাড়ে রেখেছিল।তার স্পর্শ একটানে তাকে আরো কাছে টেনে আনলো,যেন দুই শরীরের মধ্যে কোনও দূরত্ব ছিলই না।ফিওনার

শ্বাসের গতি দ্রুত হয়ে গেল,আর জ্যাসপার তার ঠোঁটে ঠোঁট ডুবিয়ে দিলো।প্রথমে একটু হালকা, শীতল চুম্বন,তারপর গভীর,ও বোধগম্য এক চুম্বনে তাদের মধ্যে সমস্ত পৃথিবী যেন থেমে গিয়েছিল। জ্যাসপার তার কাঁধে শক্ত করে হাত রেখে,আরো গভীরভাবে চুম্বন করতে লাগলো,যেন সে ফিওনাকে এক অদৃশ্য জালে জড়িয়ে ফেলছে।

ফিওনার মন যেন একেবারে বিব্রত,তাকে কোনো কিছুতেই নিজেকে ধরে রাখতে পারছিল না। অনুভূতি, স্পর্শ,আকর্ষণ—সব কিছু মিলিয়ে সে যেন হারিয়ে যাচ্ছিল।

জ্যাসপার ফিওনার ঠোঁটের কাছে আরো কাছে এগিয়ে এল।তার দৃষ্টি একেবারে গভীর,যেন সে ফিওনার আত্মাকে ছুঁতে চায়।এক মুহূর্তে,তার ঠোঁট ফিওনার ঠোঁটে রুদ্ধ হয়ে

গেল,আর তারপর হালকা করে ঠোঁট কামড়াতে লাগলো।কামড়টি ছিল এমন,যেন জ্যাসপার তার আকর্ষণকে আরও গভীর করে নিতে চায়। ফিওনার দেহে এক শিরশিরে অনুভূতি বয়ে গেল,তার সারা শরীর যেন উত্তপ্ত হয়ে উঠলো।প্রথমে তার মধ্যে কিছুটা বাধা ছিল,তবে জ্যাসপার তার স্পর্শে,তার কামড়ের গভীরতায় এমনভাবে জড়িয়ে

ধরেছিল,যেন প্রতিরোধ করার কোনো সুযোগই ছিল না।ফিওনার মনের মধ্যে একধরনের সত্ত্বার লড়াই চলছিল,কিন্তু তার হৃদয়, তার শরীর, সব কিছু যেন জ্যাসপারের কাছে সমর্পণ করতে শুরু করছিল। জ্যাসপার ধীরে ধীরে ফিওনার টপসের বাটান খুলতে শুরু করলো,তার আঙুলগুলি যেন এক ধরনের মোহময়তায় কাজ করছিল।

তার চোখে ছিল এক অদৃশ্য আগ্রহ,আর তার স্পর্শে ফিওনার শরীর সাড়া দিচ্ছিল,যদিও তার মনের মধ্যে একটা অস্বস্তি ছিল। হঠাৎ,ফিওনা নিজেকে শক্ত করে ধরে ফেললো।তার হাত দ্রুত এগিয়ে এসে জ্যাসপারের হাতকে বাধা দিলো।”স্টপ ইট,”ফিওনা তার কণ্ঠে কাঁপুনি নিয়ে বললো,কিন্তু তার মধ্যে এক ধরনের দ্বিধা ছিল,যেন তার

কথা আর তার শরীরের প্রতিক্রিয়া একে অপরের সাথে মেলাতে পারছিল না।

জ্যাসপার কিছুটা থেমে গেল,তার চোখের গভীরতা আর ফিওনার শরীরের মধ্যে অদৃশ্য বোঝাপড়ার এক ভিন্ন প্রকৃতি তৈরি হচ্ছিল।সে কিছুটা পিছু হটলো,কিন্তু তার দৃষ্টি ছিল একরকম তীব্র,যেন সে ফিওনার প্রতিরোধের পরও তার মন

এবং শরীরকে ধীরে ধীরে জয় করতে চাইছিল।

ফিওনার হৃদয়ে একধরনের সংকল্প জন্ম নিলো,সে নিজের অজান্তেই নিজের সীমানা অক্ষুণ্ণ রাখতে চাইল, কিন্তু তার দেহের ভিতর যে আগুন জ্বলছিল,তা অস্বীকার করার মতো ছিল না।ফিওনা তার চোখে রাগ আর অপমানের ছাপ নিয়ে জ্যাসপারকে সরাসরি দেখতে

লাগলো।তার গলায় একপ্রকার তিক্ততা ছিল,যেন কোনো কিছু আর তাকে ভেতর থেকে ধ্বংস করতে পারবে না।”আপনি যা ভাবছেন,আমি তেমন মেয়ে না,” ফিওনা তার ঠোঁট কামড়ে,তীব্র কণ্ঠে বললো,”আপনি আমার সাথে এসব কীভাবে করছেন?কোন অধিকারে?আমাকে কি আপনার রক্ষিতা মনে হয়?”

এই কথাগুলো যেন জ্যাসপারের মাথায় বজ্রপাতের মতো আঘাত করলো।তার চোখে এক মুহূর্তের জন্য অসহনীয় রাগ ফুটে উঠলো।সে মুহূর্তে ফিওনাকে ঝাঁকুনি দিয়ে,তার হাত শক্ত করে ধরে টেনে হিচড়ে গুহার ঝর্নার দিকে নিয়ে যেতে লাগলো।তার প্রতিটি পদক্ষেপ যেন ধ্বংসের সুরে বেজে উঠছিল,আর ফিওনার প্রতিরোধ শুধুই তার জন্য

আরও এক অগ্নিপরীক্ষা হয়ে দাঁড়াচ্ছিল।ঝর্নার সামনে পৌঁছে,জ্যাসপার এক ঝটকায় ফিওনার এক হাত ধরে তাকে ঝর্নার দিকে ঠেলে দিলো।পানি প্রচণ্ড গর্জনে ফিওনার শরীর আর মুখে পড়ছিল,যেন পৃথিবীর সমস্ত অভিশাপ একসঙ্গে এসে তার ওপর আছড়ে পড়ছে।ফিওনার শ্বাস আটকে যাচ্ছিল,তার চোখে পানি

আর ঝর্নার জল মিশে গিয়েছিল,আর সে এক মুহূর্তের জন্য দম নিতে পারছিল না।

জ্যাসপার তার কাছে দাঁড়িয়ে,তার কনিষ্ঠতম স্পর্শের চাহিদা নিয়ে ফিওনার প্রতি নিবদ্ধ ছিল,কিন্তু তার চোখে ছিল এক তীব্র তিক্ততা।সে যেন মনে করছিল, এই প্রতিশোধে তার পুরো আত্মা শান্তি পাবে।

ফিওনার শরীর পানির নিচে জলে ভেসে যাচ্ছিল,কিন্তু তার আত্মবিশ্বাস আর কঠোরতা যেন তাকে আরও শক্ত করে দাঁড়িয়ে থাকার সাহস দিচ্ছিল।যতই ঝর্নার পানি ফিওনার মুখে পড়ছে,ততই তার অন্তরের আগুন আরও তীব্র হচ্ছিল,যেন এক বিপ্লবী সংকল্প তৈরি হচ্ছিল—কোনো কিছুই তাকে ভেঙে ফেলতে পারবে না।

কিছুক্ষণ বাদেই এক ঝটকায় ফিওনাকে তার দেহের মধ্যে টেনে নিয়ে,জ্যাসপার তাকে নিজের কাছে জড়িয়ে ধরলো।ফিওনার সারা শরীর যেন জল থেকে বেরিয়ে এসে ঠান্ডায় কাঁপছিল,তার কাঁধ থেকে পায়ের আঙুল পর্যন্ত অস্থির শীতের অনুভূতি হচ্ছিল।এক মুহূর্তের জন্য,তার শরীর এমনভাবে জড়িয়ে পড়েছিল যে সে

আর কোনো প্রতিবাদ করতে পারছিল না।

ফিওনার ঠোঁট ঠান্ডায় জমে গিয়েছিল,নাকে মুখে প্রচন্ড পানি প্রবেশ করেছে।তার চোখে এক ধরনের ভীতি ছিল,কিন্তু জ্যাসপার তার শক্ত হাতে তাকে আরও কাছে টেনে নিয়ে,ঠাণ্ডার সাথে পাল্লা দিয়ে তার গাঢ় উপস্থিতি অনুভব করতে শুরু করেছিল।জ্যাসপার ফিওনার

দিকে তাকিয়ে,তার কণ্ঠে একটা গভীর,অবিচল শাস্তির অনুভূতি নিয়ে বললো:”এটা তোমার শাস্তি,” জ্যাসপারের গলা ছিল সুষম কিন্তু কঠোর,”আমার অনুভূতিকে অপমান করার জন্য।আর মনে রেখো তোমর দ্বিতীয় শাস্তিও পাবে,গ্লাস হাউজে ফিরে সেটা হবে আমার কাছ থেকে পালানোর জন্য শাস্তি।”

ফিওনার শরীর যেন আর সহ্য করতে পারছিল না। ঝর্নার ঠান্ডা পানির তীব্র আঘাতে এক মুহূর্তে তার চোখ অন্ধকার হয়ে এলো,আর সে জ্যাসপারের বুকে ঢলে পড়লো। তার শরীর কাঁপছিল,তবুও কোনো শব্দ বের হচ্ছিল না।পুরোপুরি অচেতন হয়ে সে একদম নীরব হয়ে গিয়েছিল।জ্যাসপার দ্রুত তাকে কোলে তুলে নিলো,তার শক্ত বাহু

দিয়ে ফিওনাকে স্নেহের সাথে ধরে। পাথরের পাশেই বসিয়ে,সে তার মাথাটি হেলান দিয়ে রাখল।ফিওনার মুখের দিকে গভীর দৃষ্টিতে তাকিয়ে,তার চোখের কোণে এক ধরনের অস্বাভাবিক কষ্ট আর এক অদ্ভুত আবেগ ফুটে উঠল।

অবশেষে,জ্যাসপার নিঃশব্দে ফিওনার মুখের দিকে তাকিয়ে,তার গলার মধ্যে শীতল আর গভীর এক ব্যথা

মিশিয়ে

বললো,”কেনো,হামিংবার্ড,কেনো আমাকে এতোটা রাগিয়ে দাও তুমি? তোমাকে কষ্ট দিলে,তার থেকেও বেশি কষ্ট আমি পাই,জানো না?”এদিকে মাউন্টেন গ্লাস হাউজে এক অদ্ভুত চাপা অস্থিরতা বিরাজ করছিল।ঝর্ণার নিচের নীলাভ আলোয় চারপাশটি যতটা মনোরম,ভেতরের পরিবেশ ততটাই

দুশ্চিন্তাগ্রস্ত।সবার চোখে একটাই প্রশ্ন—জ্যাসপার আর ফিওনা এখনো ফিরছে না কেনো?

এথিরিয়ন করিডোরের পাশের কাচের দেয়ালের দিকে গভীর দৃষ্টিতে তাকিয়ে ছিল,যেন বহুদূরে কিছু খুঁজে বেড়াচ্ছে।তার নীল চোখে এক অদ্ভুত শীতলতা ছিল,কিন্তু মনের গভীরে স্পষ্ট ছিল উদ্বেগ।

“জ্যাসু ভাইয়া এত দেরি করছে

কেন?সে কোনো সংকেতও পাঠাচ্ছে না।এটা তার স্বভাববিরুদ্ধ," বললো সে,ঠাণ্ডা গলায়,কিন্তু কথাগুলোর ওজন যেন পুরো ঘরের পরিবেশকে আরো ভারী করে তুললো।

আলভিরা এক পাশে দাঁড়িয়ে ছিল। তার রুপালী চুল চাঁদের আলোয় ঝলমল করছিল,কিন্তু তার মুখে গভীর চিন্তার ছাপ। "ওরা কোনো বিপদে পড়েনি তো? তবে ফিওনা

একজন মানুষ।পৃথিবীতে তার সঙ্গে কিছু হয়ে গেলে প্রিন্স হয়তো নিজের নিয়ন্ত্রণ হারাবে," বললো সে,নীরবে। থারিনিয়াসের ধৈর্যের বাঁধ ভেঙে যাচ্ছিল।সে বড় বড় পায়ের শব্দ তুলে করিডোরে হাঁটছিল।তার ফর্সা শরীর রাগের তাপে এক অদ্ভুত আভা ছড়াচ্ছিল।"আমরা আর কতক্ষণ বসে থাকবো?কাল পর্যন্ত অপেক্ষা করবো না!আমি এখনই

খুঁজতে বের হবো,”তার গর্জনে যেন পুরো গ্লাস হাউজ কেঁপে উঠলো।

অ্যাকুয়ারা শান্ত ছিল,কিন্তু তার নীলচে সবুজ চোখে চিন্তার ছাপ স্পষ্ট।সে ধীরে ধীরে বললো,“ধৈর্য ধরো,থারিনিয়াস। পৃথিবী আমাদের জন্য অপরিচিত।আমরা যদি ভুল করি,তবে প্রিন্স আর ফিওনা দুজনের বিপদ বাড়িয়ে ফেলবো বরং অপেক্ষা

করা উচিত,অন্তত কাল সকাল পর্যন্ত।”

আলবিরার উদ্বেগ অন্য মাত্রায় পৌঁছেছিল।

স্মার্ট ঘড়ির দিকে তাকিয়ে সে বললো,“ প্রিন্স তো জানে আমরা ওনার জন্য কতটা উদ্বিগ্ন থাকবো।সে কেন সিগন্যাল পাঠাচ্ছে না?এটা নিশ্চয়ই কোনো বিপদের ইঙ্গিত।”

এথিরিয়ন কক্ষের এক কোণে গিয়ে স্থির দাঁড়ালো। “যদি জ্যাসু ভাইয়া নিজে বিপদে থাকে,তবে আমরা একে একে তাকে খুঁজতে যাবো। তবে এখন অস্থির হওয়া কাজের কথা নয়,” বললো সে,তার চিরস্থির গলায়।

গ্লাস হাউজের পরিবেশ থমকে ছিল,কিন্তু সবার মনে প্রস্তুতি শুরু হয়ে গিয়েছিল।যদি কাল সকালের

মধ্যে তারা না ফেরে, তবে মাউন্টেন গ্লাস থেকে চারটি বিশাল ড্রাগনের অভিযান শুরু হবে।সকালবেলা গুহার ভেতর হালকা সোনালি আলো ঢুকতে শুরু করেছে।ঝর্ণার ধার থেকে প্রতিফলিত সূর্যের আলো গুহার দেয়ালে অদ্ভুত এক মোহময় আভা ছড়াচ্ছে।ঠান্ডা বাতাসের স্পর্শে ফিওনা আস্তে আস্তে চোখ খুললো। ধীরে ধীরে তার বোধ ফিরে

এলো,আর নিজেকে আবিষ্কার করলো জ্যাসপারের লম্বা,দৃঢ় পায়ের ওপর শুয়ে।তার হৃদস্পন্দন দ্রুত হয়ে উঠলো, যখন বুঝতে পারলো তার গায়ে তার আগের জামা নেই। তার শরীরে জড়ানো ছিলো এক ধরনের মখমলের মতো নরম চাদর,যার রঙ গভীর সবুজ।এটা গুহার এক কোণে পাওয়া হয়েছিল,যা হয়তো কোনো প্রাচীন ড্রাগনের

বসার আসনের অংশ ছিল।চাদরের প্রান্তে সোনালি সুতার কাজ,যা একে আরো রাজকীয় করে তুলেছে। জ্যাসপার গুহার দেয়ালে হেলান দিয়ে চোখ বন্ধ করে শুয়ে ছিল।তার শ্বাস-প্রশ্বাস ছিল ধীর,কিন্তু তার মুখাবয়ব এমন ছিল যেন রাতটি তার জন্য সহজ ছিল না।ফিওনা বুঝতে পারলো,ভেজা কাপড়ে তার ঠান্ডা লাগার কারণে জ্যাসপার তার

পোশাক বদলে এই চাদরটি তার গায়ে জড়িয়েছে।

ফিওনা সোজা হয়ে বসার চেষ্টা করলো,কিন্তু তার হাতের স্পর্শে চাদরটা পড়ে যেতে চাইলে সে তাড়াতাড়ি সেটি আবার জড়িয়ে নিলো।তার মুখ লাল হয়ে গেল, এক অদ্ভুত মিশ্র অনুভূতিতে।

জ্যাসপার চোখ খোলার আগেই ফিওনা তার দিকে তাকিয়ে ধীরে

ধীরে বললো, “আপনি... আমার জামা কেন খুলেছিলেন?”জ্যাসপার চোখ খুলে তাকে গভীরভাবে দেখলো,যেন তার প্রশ্নটা একেবারে অবান্তর।“তোমার ভেজা কাপড়ে ঠান্ডা আরও বেড়ে গিয়েছিল।তুমি হয়তো টের পাওনি, কিন্তু তোমার শরীর কাঁপছিল,”বললো সে শান্ত গলায়। “ভেজা জামাটা পাল্টে,এই

চাদরটা তোমার গায়ে না দিলে তুমি আরও অসুস্থ হতে।”

ফিওনার মুখ আরও লাল হলো।সে কিছু বলার চেষ্টা করলো,কিন্তু জ্যাসপারের কণ্ঠ তাকে থামিয়ে দিলো। “তুমি কী ভেবেছো হুম?

ফিওনার কথায় তার কণ্ঠ কিছুটা কাঁপছিল,লজ্জা আর বিরক্তি মেশানো এক অনুভূতিতে।সে জ্যাসপারের দিকে তাকিয়ে বললো,“তার

মানে,আপনি..আমার সব দেখে ফেলেছেন?এটা কীভাবে করলেন আপনি?”জ্যাসপার তার অবস্থান থেকে সামান্য সোজা হয়ে বসল।তার চোখে এক ধরণের ধৈর্য আর কিছুটা বিরক্তির ছাপ ফুটে উঠলো।“আই উইশ,যদি দেখার অধিকার পেতাম,”সে ঠান্ডা গলায় বললো,যেন কথাগুলো তার হৃদয়ের গভীর থেকে বেরিয়ে এলো। “কিন্তু তোমার

শান্তির জন্য বলছি,সত্যি কিছু দেখিনি। চোখ বন্ধ করে তোমার ভেজা পোশাক সরিয়ে দিয়েছি। তোমাকে ঠান্ডা থেকে বাঁচানোর জন্য করেছি—আর কিছু না।”

ফিওনার মুখ লাল হয়ে উঠলো। তার ভেতরে উত্তপ্ত মিশ্র অনুভূতি দোল খাচ্ছিল।সে এক মুহূর্তের জন্য চুপ করে রইলো,তারপর বললো,

“বিশ্বাস করতে হবে আপনাকে... এমনটাই তো বলছেন,তাই না?”

জ্যাসপার সামান্য হেসে বললো,“বিশ্বাস করতে চাইলে করো,না চাইলে নাই।তবে মনে রেখো,আমি শুধু তোমার প্রাণ বাঁচানোর জন্য এটা করেছি।তার কণ্ঠের দৃঢ়তা আর চোখের গভীর দৃষ্টিতে এমন কিছু ছিল,যা ফিওনাকে আর কোনো প্রশ্ন করতে দিলো না।

সে নীরবে তার সামনে বসে থাকা এই রহস্যময়, অথচ যত্নশীল ড্রাগনের দিকে তাকিয়ে রইলো।

ফিওনার চোখে আবারও হতাশার ঝিলিক দেখা দিল। সে চাদরের কোণ মুঠো করে ধরলো,জ্যাসপারের দিকে তাকিয়ে বললো,“কিন্তু...আমার পোশাক কোথায়? আমি এখন কী পরব?”

জ্যাসপার এক মুহূর্তের জন্য নিঃশ্বাস নিলো,যেন প্রশ্নটা তাকে বিরক্ত করছে।তারপর ফায়ারপ্লেসের দিকে মাথা ঝুঁকিয়ে বললো,“তোমার পোশাক শুকোতে দিয়েছি সেখানে। দেখো।”

ফিওনার দৃষ্টি ফায়ারপ্লেসের দিকে গেল।সেখানে তার পোশাক ঝুলিয়ে রাখা ছিল,গুহার উষ্ণতা আর আগুনের তাপ পোশাকটা দ্রুত

শুকানোর জন্য যথেষ্ট। সে চাদর পেঁচিয়ে তাড়াতাড়ি উঠে দাঁড়ালো। গুছিয়ে জামাটা হাতে নিলো,কিন্তু তখনই বুঝতে পারলো,জামা পরে নেওয়ার জন্য একটা সমস্যা থেকে যাচ্ছে।

সে জ্যাসপারের দিকে তাকিয়ে একটু কাঁপা গলায় বললো, “আপনি... আপনি কি একটু ঘুরে দাঁড়াতে পারবেন?আমি পোশাকটা

পরবো।”জ্যাসপার গভীরভাবে ফিওনার দিকে তাকালো,তার চোখে অদ্ভুত এক মিশ্র অভিব্যক্তি—অধিকারবোধ আর বিরক্তি।কিন্তু কিছু না বলে সে ধীরে ধীরে অন্যদিকে ঘুরে দাঁড়ালো।তার পিঠের শক্ত গঠন,চওড়া কাঁধ আর উঁচু দৈর্ঘ্য গুহার আলোতে আরও তীক্ষ্ণ দেখাচ্ছিল।

ফিওনা দ্রুত চাদরটা সরিয়ে পোশাক পরে নিলো।কিন্তু তার প্রতিটি নড়াচড়ায় মনে হচ্ছিল,জ্যাসপার তার সবকিছু বুঝতে পারছে,যদিও সে মুখে কিছু বলছে না। জামাটা পরে নেয়ার পর সে ধীরে ধীরে বললো "আমি রেডি।আপনি এবার ঘুরতে পারেন।"

জ্যাসপার ঘুরে দাঁড়ালো,তার চোখে এক ঝলক হাসির আভাস।তারপর

মনে মনে বললো“তোমার মতো মিষ্টি ঝামেলা আমি আর দেখিনি,হামিংবার্ড,” সে বললো। “তোমার প্রতিটি মুহূর্তই যেন আমাকে পরীক্ষা নিতে ব্যস্ত।”

ফিওনা জামাটা ঠিক করতে করতে এক মুহূর্তের জন্য থেমে গেল।তার ভেতরে এক অস্বস্তিকর সন্দেহ উঁকি দিতে লাগলো।জ্যাসপারের কথা আর আচরণ যতটা বিশ্বাসযোগ্য মনে

হচ্ছিল ততটাই মনে হচ্ছিল,হয়তো সে পুরোপুরি সত্যি বলছে না।“ড্রাগন আর যাই হোক সে তো একজন পুরুষ...এত কাছাকাছি ছিল...আর কিছুই দেখেনি?এটা কি সম্ভব?” তার মনে প্রশ্নটা বারবার ঘুরপাক খাচ্ছিল।

জ্যাসপার তখন গুহার প্রবেশপথের দিকে হাঁটছিল, যেন কিছুই হয়নি। তার দীর্ঘ,সুশৃঙ্খল চলাফেরা আর

নির্লিপ্ত অভিব্যক্তি ফিওনাকে আরও অস্থির করে তুললো।”সে হয়তো বলছে চোখ বন্ধ ছিল,কিন্তু সত্যিই বন্ধ ছিল তো?”

ফিওনা নিজেই নিজের এই চিন্তাগুলোকে থামানোর চেষ্টা করলো।কিন্তু মনের এক কোণে সন্দেহ জমে রইলো।তার সব কিছু যেন ভেঙে পড়ছিল।একজন ড্রাগন হয়েও জ্যাসপারের মধ্যে ছিল অদ্ভুত

এক আকর্ষণ,যা তাকে বারবার দুর্বল করে দিচ্ছিল।

তুমি কী ভাবছো?” হঠাৎ জ্যাসপারের গভীর কণ্ঠ ভেতরের দোলাচল ভেঙে দিলো।সে ঘুরে দাঁড়িয়ে ফিওনার দিকে তাকালো,তার চোখে ছিল এক অদ্ভুত প্রশ্নবোধক দৃষ্টি।

“কিছু না,”ফিওনা দ্রুত উত্তর দিলো,কিন্তু তার কণ্ঠে স্বাভাবিকতা

ছিল না।জ্যাসপার ফিওনার প্রতিক্রিয়া খেয়াল করলো।তার ঠোঁটের কোণে সামান্য হাসি ফুটলো। “তোমার সন্দেহ হচ্ছে,তাই না?” সে ধীরে ধীরে এগিয়ে এসে ফিওনার চোখে চোখ রেখে বললো।“কী নিয়ে সন্দেহ করছো, হামিংবার্ড?যে আমি সত্যি চোখ বন্ধ রেখেছিলাম, নাকি তোমার সম্মান রক্ষা করার জন্য মিথ্যা বলছি?”

ফিওনা তার কণ্ঠে কোনো উত্তর খুঁজে পেল না।তার সন্দেহের উত্তাপে যেন আরও বেশি লজ্জা পেয়ে গেল। কিন্তু সে বুঝতে পারলো,জ্যাসপার তার মনের ভেতরের সবকিছু ঠিকই পড়তে পারছে।

ফিওনা দ্রুত নিজের জামাটা ঠিক করে নিলো। জ্যাসপার ইতিমধ্যেই গুহার ভেতরে ছড়িয়ে থাকা সামান্য জিনিসপত্র গুছিয়ে নিচ্ছিল। “এখন

এসব ভাবাভাবি বাদ দাও,”সে বললো,তার কণ্ঠে কঠোরতার আভাস।“আমাদের এখন এই স্থান থেকে বের হতে হবে। সময় নষ্ট করার মতো অবস্থা নেই।”ফিওনা একবার জ্যাসপারের দিকে তাকালো,তারপর নিজের ভেতরের চিন্তাগুলোকে সরিয়ে রেখে প্রস্তুত হতে শুরু করলো।কিন্তু ঠিক

তখনই,গুহার মাটিতে এক অদ্ভুত কম্পন অনুভূত হলো।

প্রথমে কম্পনটা মৃদু ছিল।ফিওনা থমকে দাঁড়ালো। “এটা...এটা কী?”

জ্যাসপার কিছু বলতে যাচ্ছিল,কিন্তু তার আগেই গুহার দেয়াল থেকে ছোট ছোট পাথরের টুকরো খসে পড়তে শুরু করলো।কম্পন দ্রুত বাড়ছিল।বাইরে থেকে গর্জনের

মতো শব্দ আসছিল,যেন প্রকৃতির রোষ তীব্র হয়ে উঠছে।

“ভূমিকম্প!” জ্যাসপার তৎক্ষণাৎ ফিওনার দিকে ছুটে গেল।

গুহার ভেতরে পাথরগুলো কাঁপতে কাঁপতে বড় বড় ফাটল ধরতে শুরু করলো।ছাদ থেকে একাধিক বড় পাথরের খণ্ড ধসে পড়ছিল।গুহার দেয়ালের গায়ে জড়ানো শ্যাওলাগুলো ধূলায় মিশে যাচ্ছিল।ফিওনা আতঙ্কে

এক জায়গায় স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে ছিল,তার পায়ের নিচে মাটি যেন থরথর করে কাঁপছিল।

গুহার অবস্থা আরও খারাপ হচ্ছিল। ভেতরের বাতাস ধূলায় ভরে গিয়েছিল।আলো আসছিল গুহার ফাঁক থেকে,কিন্তু সেই ফাঁকগুলোও ধ্বংসস্তূপে ঢেকে যেতে শুরু করেছিল।“এভাবে হলেতো গুহাটা ধ্বসে পড়বে!” ফিওনা ভীত কণ্ঠে

বললো।তার দম বন্ধ হয়ে আসছিল ধূলার চাপে।

চুপ করো!”জ্যাসপার রাগে বললো,কিন্তু তার কণ্ঠে ছিল উদ্বেগের স্পষ্ট ছাপ।“আমি কিছু একটা করব। ্শুধু আমার হাতটা শক্ত করে ধরো।”

বাইরে ভূমিকম্পের গর্জন যেন আরও তীব্র হলো। পাহাড়ের উপর থেকে পাথরের স্রোত নেমে

আসছিল। জ্যাসপার দ্রুত গুহার মাটিতে ফাটল দেখে বুঝতে পারলো যে মাটিও অস্থিতিশীল হয়ে পড়েছে।

“আমরা আর এখান থেকে বের হতে পারব না!” ফিওনা চিৎকার করে বললো।

পারব,”জ্যাসপার দৃঢ় কণ্ঠে বললো।

“আমি আছি,তাই তোমার ভয় পাওয়ার কিছু নেই।”জ্যাসপার ফিওনাকে শক্ত করে ধরে ঝটপট

চারপাশ পরখ করতে লাগলো।গুহার প্রবেশপথের কাছে ধসে পড়া পাথরের স্তূপের ভেতর দিয়ে একটা সরু পথ তৈরি হয়েছিল।কিন্তু সেখানে পৌঁছানো ঝুঁকিপূর্ণ ছিল।

“তোমার আমার ওপর ভরসা রাখতে হবে,হামিংবার্ড,” সে ফিসফিস করে বললো।“আমাকে শুধু শক্ত করে ধরে রাখো।”

জ্যাসপার ফিওনাকে নিজের শরীরে সুরক্ষিত করে ধীরে ধীরে সেই সরু পথের দিকে এগোতে লাগলো। তাদের চারপাশে পাথর ধসে পড়ছিল,ধূলায় বাতাস ভারী হয়ে গিয়েছিল।ফিওনার মনে হচ্ছিল,এক মুহূর্তের জন্যও জ্যাসপারের হাত ছেড়ে দিলে সে এই ধ্বংসস্তূপের নিচে চাপা পড়ে যাবে।

ভূমিকম্পের গতি একটু একটু করে কমতে শুরু করলো।কিন্তু গুহার অবস্থা ছিল ভয়াবহ।জ্যাসপার শেষ পর্যন্ত ফিওনাকে নিয়ে প্রবেশপথের দিকে এগিয়ে গেল।আলো ঝলমল করে তাদের মুখে পড়ছিল,আর দূর থেকে দেখা যাচ্ছিল পাহাড়ের গাছগুলোও মাটিতে ঢলে পড়েছে।“আমরা বেঁচে গেছি,” ফিওনা কাঁপা গলায় বললো।

“এখনও পুরোপুরি না,”জ্যাসপার বললো,তার কণ্ঠে দৃঢ়তা।“আমাদের এখানে আরও নিরাপদ বের হওয়ার জায়গা খুঁজে বের করতে হবে।এই পাহাড়ের অংশটা এখনও পুরোপুরি স্থির হয়নি।”

গুহার অবস্থা ক্রমশ খারাপের দিকে যাচ্ছিল। ভূমিকম্পের কম্পন কিছুটা কমলেও পাথরগুলো এখনও মাঝে মাঝে খসে পড়ছিল।জ্যাসপার

ফিওনার মাথাটা নিজের বুকের মধ্যে শক্ত করে ধরে বললো,”আর অপেক্ষা করার সময় নেই।আমাকে এখন কিছু করতে হবে।”

ফিওনা তার মুখের দিকে তাকিয়ে দেখলো, জ্যাসপারের চোখে এক ধরণের অদ্ভুত জ্বলজ্বল।তার দেহের চারপাশে এক ঝলক আলোর আভা ফুটে উঠলো। “আপনি ...আপনি কি করতে চলেছেন?” ফিওনা আতঙ্কিত

কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করলো।“তোমার জীবন বাঁচাতে যা যা প্রয়োজন,” জ্যাসপার শান্ত কিন্তু দৃঢ় কণ্ঠে বললো।

এক মুহূর্তে জ্যাসপারের শরীর রূপান্তরিত হতে শুরু করলো।তার হাত থেকে লম্বা,তীক্ষ্ণ নখ বেরিয়ে এলো, পিঠে বিশাল ডানাগুলো প্রসারিত হলো,এবং তার পুরো শরীরটা ড্রাগনের অবয়ব ধারণ

করলো।তার সবুজ চোখ দুটো আগুনের মতো জ্বলছিল,আর সেই চোখে দৃঢ় প্রতিজ্ঞার আভা।

ফিওনা হতভম্ব হয়ে তাকিয়ে রইলো।ঔএকদিকে তার মনের ভেতর ভয়,আর অন্যদিকে বিস্ময়।

“আপনি আবার ও... ড্রাগন রুপ নিয়েছেন?”সে ফিসফিস করে বললো।

“এখন কোনো প্রশ্ন নয়,হামিংবার্ড,” জ্যাসপার বললো।তার গর্জন পুরো গুহায় প্রতিধ্বনিত হলো।বিশাল ড্রাগনের রূপ নিয়ে সে তার শক্তিশালী লেজ দিয়ে গুহার পথের ধ্বংসস্তূপগুলো এক এক করে সরিয়ে ফেলতে শুরু করলো।তার নখের তীক্ষ্ণ আঘাতে বড় বড় পাথরগুলো চূর্ণবিচূর্ণ হয়ে পড়ছিল।

এক মিনিটের মধ্যেই একটি সংকীর্ণ পথ তৈরি হলো, যেখানে আলো প্রবেশ করছিল। “পথ তৈরি হয়েছে,”সে গম্ভীর কণ্ঠে বললো। “এবার তোমাকে এখানে থেকে সরাতে হবে।”জ্যাসপার তার বিশাল ডানাগুলো মেলে ধরলো।তার সোনালী আঁশগুলো আলোতে ঝলমল করে উঠলো। ফিওনা কিছু বলার আগেই সে তার ড্রাগন রূপে নিচু

হয়ে ফিওনাকে নিজের পিঠে তুলে নিলো।

“ধরো আমাকে শক্ত করে,” সে বললো।ফিওনা ভয়ে তার শক্ত ডানার কাছাকাছি ধরে নিলো।

এক বিশাল গর্জন দিয়ে জ্যাসপার ডানা মেলে উড়ে উঠলো।গুহার ভেতর থেকে বেরিয়ে এক ঝটকায় সে আকাশে উড়াল দিলো।তার বিশাল ডানা পাহাড়ের বাতাসকে চূর্ণ

করে সামনের দিকে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছিল। নীচে ভূমিকম্পে ধ্বংস হয়ে যাওয়া পাহাড় আর ভেঙে পড়া গাছপালা স্পষ্ট দেখা যাচ্ছিল।

ফিওনা একবার নিচের দিকে তাকিয়ে কেঁপে উঠলো। এত উঁচু থেকে সবকিছু খুব ক্ষুদ্র দেখাচ্ছিল। সে তার হাত দিয়ে জ্যাসপারের পিঠ আরও শক্ত করে ধরে রইলো।

“তুমি ভয় পাচ্ছো না তো?” জ্যাসপার বললো,তার কণ্ঠে একটি মৃদু তাচ্ছিল্যের ছোঁয়া।

“আমার কিছু বলার মতো ভাষা নেই,” ফিওনা কাঁপা কণ্ঠে বললো।

“কিছু বলতে হবেনা,শুধু উপভোগ করো,” জ্যাসপার বললো।ফিওনা জ্যাসপারের পিঠে বসে শক্ত করে ধরে রেখেছে, তার মন এখনও গুহার ধ্বংসস্তূপ আর ভূমিকম্পের

স্মৃতিতে অস্থির। কিন্তু এক মুহূর্ত পরই,সে অনুভব করলো ড্রাগনের বিশাল ডানার শক্তিশালী ঝাপটায় তারা আকাশে ভেসে উঠছে।বাতাস তার চুলে খেলা করছে ঠান্ডা অথচ মুক্তির স্পর্শ।

তার চোখ ধীরে ধীরে নিচের দিকে গেল।পাহাড়ের চারপাশে সুবিশাল মহাসাগর,যেটি চারদিক থেকে এই পর্বতটিকে ঘিরে রেখেছে।কুয়াশা

আর সমুদ্রের ঢেউ একসাথে মিশে এক মায়াবী দৃশ্য তৈরি করেছে।“এই পাহাড় সত্যিই পৃথিবীর বাইরে কোনো জায়গার মতো,” ফিওনা মনে মনে বললো।

তার দৃষ্টি উপরের আকাশে চলে গেল।সূর্যের প্রথম আলোতে আকাশ গোলাপি আর সোনালী রঙে রঙিন হয়ে উঠেছে।মেঘগুলো যেন তুলোর মতো আলতো ভেসে বেড়াচ্ছে।

আকাশ থেকে পৃথিবীকে দেখতে পাওয়ার এই অভিজ্ঞতা তাকে এক নতুন রোমাঞ্চে ভরিয়ে তুললো।“কেমন অবিশ্বাস্য আর দুঃস্বপ্ন মনে হচ্ছে ,” ফিওনা ফিসফিস করে বললো।

“তোমার জন্য তো বটেই,” জ্যাসপার সামনে থেকে বললো,তার ড্রাগন কণ্ঠে বললো।

ফিওনা নিচের দিকে তাকিয়ে আবার বললো,“স্বপ্নই তো ছিলো।এত বছর ধরে ভাবতাম,যদি পাখির মতো উড়তে পারতাম,যদি আকাশ থেকে এই পৃথিবী দেখতে পেতাম...আজ সেটা সত্যি হলো।কিন্তু কল্পনায় কখনও এমন সুন্দর মনে হয়নি।”

জ্যাসপার ডানার ঝাপটায় বাতাসকে ভেদ করে আরও ওপরে উঠতে লাগলো।তার সবুজ সোনালী

আঁশগুলো সূর্যের আলোয় ঝিকমিক করে উঠছিল,যেনো আকাশের অংশ হয়ে গেছে।ফিওনার চোখ পড়লো পাহাড়ের চূড়ার দিকে।সে বুঝতে পারলো,এই জায়গা শুধু ড্রাগনদের জন্যই তৈরি।কোনো উরন্ত প্রাণী ছাড়া এই পাহাড় থেকে বের হওয়া অসম্ভব।“এটাইতো ড্রাগনদের রহস্য আর আভিজাত্যে,” জ্যাসপার বললো,যেন ফিওনার ভাবনা বুঝতে

পেরেছে। “এখানে কেউ ইচ্ছেমতো আসতে বা যেতে পারে না।এই পাহাড়কে যারা চেনে,তাদের জন্যই এটা নিরাপদ।”

ফিওনা হেসে বললো “আপনি কি বোঝাতে চাইছেন, আমি এখান থেকে পালানোর চেষ্টা করলে সেটা অসম্ভব?”

জ্যাসপার তার ডানার গতিবিধি সামান্য কমিয়ে বললো, “আমি যা

বলেছি,তা বোঝার জন্য তোমাকে পালানোর চেষ্টা করতে হবে না।তবে চেষ্টা করলে,আজকের মতোই অবস্থা হবে।”ফিওনা তার চঞ্চল মনকে শান্ত করলো।এই মুহূর্তে সে এক অদ্ভুত রোমাঞ্চ আর শান্তির মধ্যে আছে।পৃথিবীর সৌন্দর্য আর আকাশ থেকে পৃথিবী দেখার অনুভূতি তাকে মুগ্ধ করে রেখেছে।

“ঠিক বলেছেন” ফিওনা বললো। “এটা সত্যিই স্বপ্ন পূরণের মতো।”

জ্যাসপার কিছু বললো না,শুধু তার ডানা মেলে মহাসাগরের মাঝখানে উড়তে থাকলো,যেন সে নিজেও এই মুহূর্তকে উপভোগ করছে।

ফিওনার চোখ সজাগ হয়ে উঠলো,আর সে কিছুটা বিস্মিত হয়ে নিচে তাকালো।আকাশে ভেসে থাকা অবস্থায়,দূরে,পাহাড়ের একেবারে

শেষে মাউন্টেন গ্লাস হাউজের ঝলমলে দৃশ্য স্পষ্টভাবে দেখা যাচ্ছিল।তার স্ফটিকের মতো স্বচ্ছ গ্লাসের দেয়ালগুলি সূর্যের আলোতে ঝিকমিক করছিল,যেন কোনো জাদুর রাজ্য থেকে বেরিয়ে এসেছে।“ওইতো,মাউন্টেন গ্লাস হাউজ!” ফিওনা চিৎকার করে বললো,তার কণ্ঠে অবাক হওয়ার পাশাপাশি এক ধরনের স্বস্তি

ছিল।”এখানে এসে তো আমি বিশ্বাসই করতে পারছিলাম না,কিন্তু ওই গ্লাস হাউজ এখনও সেখানে দাঁড়িয়ে আছে।”

অতঃপর, এক মুহূর্তে জ্যাসপার ফিওনাকে নিজের শক্তিশালী ড্রাগন পিঠে আঁকড়ে ধরে,গ্লাস হাউজের মাটিতে ধপাস করে পড়ল।শক্তির এক তীব্র ঝাঁকুনিতে তার বিশাল ড্রাগন রূপ বিলীন হয়ে গেল,আর

ধীরে ধীরে,সে ফিরে এল তার মানব রূপে।তার বিশাল দেহ সংকুচিত হয়ে মানুষের উচ্চতায় রূপান্তরিত হলো,কিন্তু সেই রহস্যময় আভা,সেই অদ্ভুত শক্তি,তার মধ্যে অবিকল রয়ে গেল।ফিওনা,চমকে গিয়ে হতবাক চোখে তাকাল।তার গা শীতল হয়ে এল,তার সারা শরীর যেন এক গভীর অস্বস্তি ও উদ্বেগে ভরে উঠলো।জ্যাসপার তার সামনে

দাঁড়িয়ে,পাঁজরের গভীর শ্বাস ফেলে এক পা এগিয়ে এল।তার চোখে এক ধরনের টান ছিল,যা ফিওনার সমস্ত অনুভূতিকে যেন অচেনা করে ফেলছিল।

গ্লাস হাউজের ভেতর এক নিঃশব্দতা,যেন সবকিছু থেমে গিয়েছে।ফিওনার সারা শরীর কাঁপছিল,তবে এক অদ্ভুত টান তাকে সেখান থেকে সরতে দিচ্ছিল না।

জ্যাসপার,তার মানব রূপে ফিরেও,যেন সেই অগ্নিস্বরূপ,তাকে তীব্র এক শক্তির জালে বেঁধে ফেলছিল।মাউন্টেন গ্লাস হাউজের নিস্তব্ধ বাতাস হঠাৎ করেই ভারী হয়ে উঠলো, যখন দরজার সামনে ধপাস শব্দে জ্যাসপার ভূমিতে আছড়ে পড়লো।সেই শব্দের সঙ্গে সঙ্গে কাঁচের দেয়ালগুলোতে যেন একরকম প্রতিধ্বনি খেলল।সবাই

বুঝতে পারল,জ্যাসপার আর ফিওনা ফিরে এসেছে।লিভিং রুমে একে একে উপস্থিত হতে লাগল সবাই। থারিনিয়াস পেছন থেকে গম্ভীর ভঙ্গিতে তাকিয়ে রইল,তার চোখে এক ধরনের দুশ্চিন্তা। অন্যদিকে,আলবিরা তার হাত ভাঁজ করে দাঁড়িয়ে আছে,চোখে স্পষ্ট বিরক্তি।তবে অ্যাকুয়ারা যেন ফিওনার দিকে ছোটার জন্য আর

অপেক্ষা করতে পারল না।সে ফিওনার কাছে ছুটে গিয়ে শক্ত করে তাকে জড়িয়ে ধরল।

“তুমি কি বোকা,ফিওনা!” অ্যাকুয়ারা কপালে ভাঁজ ফেলে বলল। “এভাবে কেউ পালায়? তুমি জানো,এই পাহাড় কোথায় অবস্থিত?এটা কোনো সাধারণ জায়গা নয়,যেখানে ফিরে আসা সহজ!”

ফিওনা ইতস্তত করে মাথা নিচু করে বলল,“দুঃখিত,আমি সত্যিই বুঝতে পারিনি।

আমি শুধু...”ফিওনার কথা শেষ হওয়ার আগেই,আলবিরার কণ্ঠ গম্ভীর হয়ে উঠল।“প্রিন্স অরিজিন এতো দেরি হলো কেন?আমরা ভেবেছিলাম, হয়তো আপনারা কোনো বিপদে পড়েছেন।”

জ্যাসপার তখন মাথা উঁচু করে ধীরে ধীরে বলতে শুরু করল, “আমাদের পথে বাধা দিয়েছিল ক্রাবাথন,বিশাল আর ভয়ঙ্কর কাঁকড়া মনস্টার।তার মোকাবিলা করতে বেশ সময় লেগেছে।”

এথিরিয়ন তখন জোরে পা ফেলে সামনে এগিয়ে এলো। তার মুখ কঠিন আর চোখে স্পষ্ট রাগ। “তুমি কি করেছো,ওনা? ধোঁকা দিয়ে

পালানোর চেষ্টা!আমাকে এভাবে বোকা বানিয়ূ তুমি ঠিক করোনি। তোমার একটা ভুল আমাদের সবার বিপদ ডেকে আনতে পারতো।”

ফিওনা কণ্ঠ শক্ত করে বলল,“আমি পালাতে চাইনি।আমি শুধু...আমি শুধু মুক্তি চেয়েছিলাম,নিজের বাড়িতে ফিরতে চেয়েছিলাম।”এথিরিয়নের চোখ আরো কঠোর হয়ে উঠল। “মুক্তি?তুমি জানো না,এই পাহাড়ের

বাইরে কী অপেক্ষা করছে।এটা শুধু তোমার কল্পনা নয়,ফিওনা।এখানে সবকিছু অতি ভয়ংকর।”

লিভিং রুমের বাতাস থমকে গেল। জ্যাসপার ধীরে ধীরে উঠে দাঁড়িয়ে ফিওনার সামনে দাঁড়াল।তার সবুজ চোখে একধরনের কোমল কিন্তু দৃঢ় চাহনি ফুটে উঠল।”সাধারণ মানবী তো তাই বুঝতে পারেনি ,এথিরিয়ন।

তবে এখন থেকে সে বুঝবে।সে এখানেই থাকবে।নিজ ইচ্ছায়।”

সবাই এক মুহূর্ত চুপ করে রইল। বাইরে পাহাড়ি বাতাস আর ঝর্ণার শব্দ যেন পুরো ঘরটাকে আবৃত করল।অ্যাকুয়ারা আস্তে করে ফিওনার কাঁধে হাত রাখল,তার কণ্ঠে নরম সুর। “তুমি ঠিক আছো তো,ফিওনা?”

ফিওনা মাথা নাড়ল।তবে তার চোখে এক অদ্ভুত অনুভূতি ছিল। মনে হচ্ছিল,সে প্রথমবার সত্যিকার অর্থে বুঝতে শুরু করেছে এই পাহাড়,এই ড্রাগনদের জীবন আর তার নিজের অবস্থান কতটা গভীরভাবে জড়িয়ে আছে।

ক্রাবাথন,বিশাল কাঁকড়া মনস্টার,যে তার বিশাল হাত, তীক্ষ্ণ নখ এবং গাঢ় সাদা-কালো রঙের শরীর নিয়ে

উপস্থিত হয়ছিলো আর তার সিগন্যালে যদি সব মনস্টার চলে আসতো তবে সব ড্রাগনের জন্য একটি নতুন চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়তো। ক্রাবাথনের আক্রমণ অত্যন্ত তীব্র আর তার ধ্বংসাত্মক শক্তি,সে কোনোভাবে এলে,তা সবার জন্য একটা গুরুতর বিপদ বয়ে আনতে পারতো।মাউন্টেন গ্লাস হাউজের ভেতরে এক অদ্ভুত চাপা উত্তেজনা

বিরাজ করছিল।ফিওনার নীরব চেহারা আর এথিরিয়নের ভ্রু কুঁচকে থাকা ভাব দেখে জ্যাসপারের ধৈর্য যেন ফুরিয়ে যাচ্ছিল। হঠাৎ সে গম্ভীর ও দৃঢ় কণ্ঠে বলল,"এথিরিয়নের বোকামির জন্য সে শাস্তি পাবে,আর ফিওনা,তুমিও পালানোর দুঃসাহস দেখানোর জন্য শাস্তি পাবে।"

এথিরিয়ন তৎক্ষণাৎ সামনে এগিয়ে এলো,তার মুখে আতঙ্কের ছাপ স্পষ্ট। “জ্যাসু ভাইয়া!আমার কি দোষ?আমি কি জানতাম নাকি এই মেয়েটা এমন কিছু করবে?”

জ্যাসপার এক পা এগিয়ে এথিরিয়নের দিকে কঠিন দৃষ্টিতে তাকাল। “সম্পূর্ণ দোষ তোর,এথিরিয়ন।একজন ড্রাগন হয়ে এতটা আহাম্মক কি করে হতে

পারিস সেটাই আমার প্রশ্ন। দায়িত্বের এতটুকু বোঝাপড়া নেই তোর?একজন সাধারণ মানবী তোকে ধোঁকা দিয়ে পালিয়ে গেলো?”এথিরিয়ন হতাশ কণ্ঠে বলল, “জ্যাসু ভাইয়া,আমি তো শুনতাম হিউম্যান গার্লরা অনেক ছলনাময়ী হয়।আজকে প্রমাণ পেলাম।এরা বাইরে থেকে যতটা

সুন্দর,ভেতরে ঠিক ততটাই ছলনাময়ী।”

এই কথায় ফিওনার মুখ লাল হয়ে উঠল,কিন্তু সে নীরব থাকল।তার দৃষ্টিতে ক্ষোভ আর লজ্জা একসঙ্গে ফুটে উঠছিল।জ্যাসপার হঠাৎ এথিরিয়নের দিকে এমন এক দৃষ্টিতে তাকাল যে মনে হলো পুরো ঘরের তাপমাত্রা নিমেষেই কয়েক ডিগ্রি কমে গেছে।

“চুপ কর,এথিরিয়ন!” জ্যাসপার ধমকের সুরে বলল।

“তুই যা জানিস না,তা নিয়ে কথা বলিস না।মানুষ কী আর তাদের দুর্বলতা কী,তা বোঝার ক্ষমতা তোর নেই।তাই তো তুই বারবার ব্যর্থ হচ্ছিস।”

এথিরিয়ন আর কোনো কথা বলল না,কিন্তু তার মুখে অসন্তোষের ছাপ স্পষ্ট ছিল।ফিওনা একটু নড়েচড়ে

দাঁড়াল, তার চোখে অনিশ্চয়তার ছায়া।জ্যাসপার তার দিকে তাকিয়ে এক গভীর শ্বাস ফেলল এবং কঠিন কণ্ঠে বলল,"ফিওনা, তোমার কাজও ক্ষমার অযোগ্য।তুমি জানো না এখানে পালানোর চেষ্টা কতটা বিপজ্জনক।আর তোমার জন্য এই হাউজের সবার বিপদ হতে পারতো। তোমার এই দুঃসাহসের ফল তুমি বুঝতে পারবে।"

ফিওনা কোনো উত্তর দিল না।তার কণ্ঠ যেন আটকে গিয়েছিল,আর সে মাথা নিচু করে দাঁড়িয়ে রইল।লিভিং রুমের পরিবেশে একধরনের অস্বস্তি ছড়িয়ে পড়ল,আর সকলে বুঝতে পারল জ্যাসপার আসলে কতটা রাগান্বিত।জ্যাসপারের চোখ দুটোতে যেন ঝলসে উঠল আগুনের স্ফুলিঙ্গ। তার গলার স্বর ঠান্ডা,কিন্তু তার প্রতিটি শব্দ যেন বজ্রপাতের মতো

শোনাল।”আলবিরা,ফিওনাকে মাউন্টেন গ্লাস হাউজের টর্চার সেলে নিয়ে যাও।আমি ওর দুঃসাহসের জন্য শাস্তি ঠিক করে দেব।”

আলবিরা একটু থমকে গেল,যেন সে বুঝতে পারছিল না আদেশটা এতটা কঠোর হবে। তবুও,সে মাথা নুইয়ে সম্মতি জানাল।ফিওনা হতবাক হয়ে দাঁড়িয়ে রইল।তার শ্বাস দ্রুত হয়ে এলো,কিন্তু জ্যাসপারের কঠোর

মুখাবয়ব দেখে কিছু বলার সাহস পেল না।

জ্যাসপার এবার থারিনিয়াসের দিকে ঘুরে তাকাল। “থারিনিয়াস,ডাইনিং টেবিলের সামনে কাঁচের বক্স আনো। এমনভাবে তৈরি করো যাতে এথিরিয়ন এর ভেতরে ২৪ ঘণ্টা বন্দি থাকতে পারে।তিনবেলা ডাইনিং টেবিলের সুস্বাদু খাবার সে

দেখবে,কিন্তু তার স্পর্শ করার অনুমতি থাকবে না।”

থারিনিয়াস অল্প মাথা নাড়ল,তার চোখে বিস্ময়ের ঝলক। জ্যাসপারের পরিকল্পনা এতটাই অমানবিক,অথচ এতটাই কার্যকর যে কেউই কোনো কথা বলতে সাহস পেল না।“আর ফিওনার শাস্তি?”থারিনিয়াস একটু দ্বিধা নিয়ে জিজ্ঞেস করল।

জ্যাসপারের ঠোঁটের কোণে এক ধরণের শীতল হাসি ফুটে উঠল। “ফিওনারটা আমি নিজেই দেখছি। ওকে বোঝাতে হবে যে এই পাহাড়ে কোনো মানবীয় ছলনার জায়গা নেই।”

আলবিরা ধীরে ধীরে ফিওনার দিকে এগিয়ে এল।ফিওনার চোখে আতঙ্কের ছায়া দেখা গেল।সে পেছনে সরে দাঁড়ানোর চেষ্টা

করল,কিন্তু আলবিরার দৃঢ় হাত তাকে ধরে ফেলল।

“চল,ফিওনা।” আলবিরা শান্ত কিন্তু কঠোর কণ্ঠে বলল।

ফিওনা জোরে কিছু বলতে যাচ্ছিল,কিন্তু জ্যাসপারের তীক্ষ্ণ দৃষ্টি তাকে থামিয়ে দিল। তার চোখে আগুনের ভাষা, যা কোনো প্রতিবাদের সুযোগই দেয় না।ডাইনিং রুমে থারিনিয়াস তখন কাঁচের বক্স

নিয়ে আসতে শুরু করল।কাঁচের বক্সটি উচ্চ প্রযুক্তি দিয়ে তৈরি।এর ভেতরে স্বচ্ছ ন্যানোশিল্ড প্রযুক্তি রয়েছে,যা বক্সের ভেতর থেকে বাইরে কিছুই বের হতে দেয় না। একবার এথিরিয়ন সেটার ভেতরে ঢুকলে,সে শুধু বাইরে থেকে খাবার দেখতে পাবে,কিন্তু তার শক্তিশালী ড্রাগনের হাত দিয়েও বক্স ভাঙতে পারবে না।

এদিকে,ফিওনাকে টর্চার সেলের দিকে নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল। মাউন্টেন গ্লাস হাউজের নিচের গুহার গভীরে সেলটি তৈরি করা হয়েছে।মাউন্টেন গ্লাস হাউজের আধুনিক টর্চার সেল: টর্চার সেলটি ছিল একেবারে আধুনিক প্রযুক্তিতে তৈরি। দেয়ালগুলো শক্তিশালী ট্রান্সপারেন্ট মেটা-ক্রিস্টাল দিয়ে বানানো,যার ভেতর থেকে ফিওনা সবকিছু

দেখতে পারবে, কিন্তু বাইরে যাওয়া তো দূরের কথা,দেয়ালে হাত রাখলেও সেটি হালকা শক দেবে। পুরো সেলটি স্বয়ংক্রিয়।একটি কন্ট্রোল প্যানেল ছিল সেলের বাইরে,যেখান থেকে প্রতিটি মুভমেন্ট নিয়ন্ত্রণ করা যায়।সেলের মেঝে এক প্রকার তরল ধাতুর মতো,যা প্রয়োজনে শক্ত হয়ে বন্দিকে স্থির করে রাখতে পারে।

জ্যাসপার টর্চার সেলে প্রবেশ করল। তার মুখে কঠিন অভিব্যক্তি।ফিওনার চোখে তখনও বিদ্রোহের আগুন। আলবিরা শান্তভাবে সেলের পাশে দাঁড়িয়ে ছিল,কিন্তু তার চোখে ফিওনার জন্য মৃদু সহানুভূতি ছিল।

“আলবিরা,এখানে তোমার প্রয়োজন শেষ।তুমি যেতে পার।”জ্যাসপারের কণ্ঠ কঠোর।

আলবিরা কিছু বলল না,কিন্তু যাওয়ার আগে ফিওনার দিকে একবার তাকাল।তার চোখে ছিল একধরনের অমীমাংসিত সতর্কতা।

জ্যাসপার ফিওনার দিকে এগিয়ে এলো।তার লম্বা ছায়া ফিওনার সামনে পড়ল।ফিওনা পেছাতে চাইল,কিন্তু দেয়ালে গিয়ে আটকাল।“তুমি পালানোর চেষ্টা করেছিলে,ফিওনা।এখানে যেটা

একদমই অগ্রহণযোগ্য।”তার কণ্ঠ ছিল শীতল,যেন বরফের মতো।

“আমি... আমি শুধু ফিরে যেতে চেয়েছিলাম,” ফিওনা কাঁপা কণ্ঠে বলল।

“তুমি ভুল করেছ,আর ভুলের শাস্তি অবশ্যই পেতে হবে।”জ্যাসপার কঠিন কণ্ঠে বললো।

জ্যাসপার একধরনের আধুনিক ডিভাইস নিয়ে সামনে এল।সেটা

ছিল ছোট,পেন্সিলের মতো,কিন্তু এর শেষ অংশ থেকে লাল রঙের আলো বের হচ্ছিল।সে ফিওনার দুহাত সামনে টেনে আনল।

“আপনি এটা কি করছেন?” ফিওনার কণ্ঠে আতঙ্ক।

“তোমাকে একটা শিক্ষা দিতে হবে,যাতে ভবিষ্যতে তুমি আর এমনটা না করো।”

সে দ্রুত ফিওনার হাত জিপটাই দিয়ে বাঁধল।জিপটাইটি সাধারণ ছিল না।এটি বিশেষ ন্যানো-মেটাল দিয়ে তৈরি,যা হাতের তাপমাত্রা অনুযায়ী নিজেকে শক্তিশালী করে।যতই শক্তি লাগিয়ে ছাড়ানোর চেষ্টা করা হবে,এটি ততই শক্ত হবে।“এটা ছাড়ানোর চেষ্টা করবে না,কারণ পারবে না,” জ্যাসপার কঠিনভাবে বলল।

এরপর সে সেলের দেয়ালে একটি বোতাম চাপল।সেলের মেঝে আলোর মতো চকমকে হয়ে উঠল। ফিওনা পেছনের দিকে তাকাল আর দেখল মেঝে থেকে ধীরে ধীরে ধাতব শিকল বের হচ্ছে,যা তার পা দুটো ধরে ফেলল।

“তোমার শাস্তি হবে এখানে ২৪ ঘণ্টা দাঁড়িয়ে থাকা,ফিওনা। মেঝে তোমার শরীরের প্রতিটি নড়াচড়া শনাক্ত

করবে।যদি একটুও বসার চেষ্টা করো,তাহলে এটা নিজে থেকেই শক দেবে।”

ফিওনার চোখে আতঙ্ক জমতে শুরু করল।”এটা খুব অমানবিক,আপনি এটা করতে পারেন না!”

“তুমি একজন মানবী।আমি একজন ড্রাগন।আমি মানবিক হওয়ার চেষ্টা করছি না,”জ্যাসপার চোখ তুলে

তাকাল,তার সবুজ চোখে এক ধরনের নিয়ন্ত্রণ আর শক্তি।

“এথিরিয়নকে শাস্তি দেওয়া হয়েছে। এখন তোমার পালা।মনে রেখো,ফিওনা,আমার রাজ্যে নিয়ম ভাঙার কোনো জায়গা নেই।”

ফিওনা তীক্ষ্ণ চোখে তাকিয়ে রইল,কিন্তু কোনো প্রতিবাদ করল না। সে জানত,জ্যাসপারের কঠিন

ব্যক্তিত্বের সামনে তার কোনো কথা কাজে আসবে না।

জ্যাসপার একবার পেছন ফিরে তাকাল আর সেল থেকে বেরিয়ে গেল। সেলের স্বয়ংক্রিয় দরজা ধীরে ধীরে বন্ধ হয়ে গেল,আর ফিওনা অসহায়ভাবে দাঁড়িয়ে রইল,চারপাশের অদ্ভুত প্রযুক্তির ভেতর বন্দি।তার সামনে ছিল ২৪ ঘণ্টার এক দীর্ঘ পরীক্ষা।এথিরিয়ন

নিজের পাখা ছড়িয়ে বারবার বোঝানোর চেষ্টা করল।কিন্তু জ্যাসপারের সিদ্ধান্ত যেন পাথরের মতো স্থির। তার চোখে একধরনের অদম্য আগুন,যা এথিরিয়নের প্রতিটি যুক্তিকে অগ্রাহ্য করে।

“জ্যাসু ভাইয়া,আমি তো কোনো ভুল করিনি।আমি জানতাম নাও পালাতে চাইবে!” এথিরিয়ন অসহায়ভাবে বলল।

“একজন ড্রাগন হয়ে তোর এতটা অসতর্ক হওয়া সম্ভব নয়। তুই একজন রক্ষক,অথচ এক মানবী তোকে বোকা বানিয়ে পালিয়ে যেতে পেরেছে।এটা ক্ষমার যোগ্য নয়। তোর শাস্তি ঠিক করা হয়েছে,”জ্যাসপারের কণ্ঠ ছিল বরফের মতো শীতল।জ্যাসপার থারিনিয়াসকে নির্দেশ দিলেন,“ডাইনিং টেবিলের সামনে

সেই কাচের বক্সটি আনো।আমি চাই এথিরিয়নকে সেখানে বন্দি করা হোক।”থারিনিয়াস জ্যাসপারের নির্দেশ মতো মাধ্যমে কাঁচের বাক্সটা আনলো।

কাচের বক্সটি ছিল অত্যন্ত উন্নত প্রযুক্তির।এটি তৈরি হয়েছে ক্রিস্টালাইন-কার্বনাইট নামক একটি উপাদান দিয়ে,যা ড্রাগনের সমস্ত শক্তিকে প্রতিফলিত করে।বক্সটি

স্বয়ংক্রিয়ভাবে ভেতরের পরিবেশ নিয়ন্ত্রণ করতে পারে। বাইরে থেকে এটি স্বচ্ছ কাচের মতো দেখতে হলেও,এর ভেতরে ছিল একধরনের বিশেষ কেমিক্যাল সিস্টেম,যা ধীরে ধীরে বন্দিকে দুর্বল করে তোলে।

বক্সের ভেতরে ঢুকেই এথিরিয়ন অনুভব করল কেমিক্যালের গন্ধ। কেমিক্যালটি "ড্র্যাক্সিলিন-৭"নামে পরিচিত—একটি বিশেষ তরল,যা

ড্রাগনের শরীরের শক্তি সঞ্চালনকে ধীরে ধীরে কমিয়ে দেয়।এটি সরাসরি ড্রাগনের জৈবশক্তিকে লক্ষ্য করে,ফলে তাদের শারীরিক শক্তি কার্যত নিস্তেজ হয়ে পড়ে।

বক্সটি থারিনিয়াস আর আরও দুই ড্রাগনের সাহায্যে ডাইনিং টেবিলের সামনে স্থাপন করা হলো। এর ভেতর এথিরিয়নকে বাধ্য করা হলো প্রবেশ করতে।“তোর শাস্তি এখানেই

শেষ না।তুই তিন বেলা এই ডাইনিং টেবিলের পাশে সুস্বাদু খাবারের গন্ধ পাবি।কিন্তু তুই কিছু খেতে পারবি না।কেমিক্যালটাও তোর ক্ষুধার অনুভূতিকে বাড়িয়ে তুলবে।তবে খাওয়ার সামর্থ্য তোকে আমি দিচ্ছি না," জ্যাসপার কঠোর কণ্ঠে বলল।

বক্সের ভেতরে একটি ধাতব আসন ছিল।এথিরিয়ন সেখানে বসার চেষ্টা করল,কিন্তু আসনটি ঠান্ডা থেকে

ক্রমশ গরম হতে শুরু করল।এটি তাপমাত্রা অনুযায়ী বন্দিকে অস্বস্তি দিতে সক্ষম।

এর ভেতরে আরেকটি সিস্টেম সক্রিয় হলো।বক্সের চারপাশ থেকে আলোকরশ্মি এথিরিয়নের শরীরে পড়তে শুরু করল। এই রশ্মি তার জৈব কোষগুলোর শক্তি নিঃশেষ করার জন্য তৈরি।প্রতিটি রশ্মি তার শরীরের শক্তি কণিকাগুলো শুষে

নিয়ে তাকে দুর্বল করে তুলতে লাগল।

বন্দি অবস্থায় এথিরিয়ন বুঝতে পারল,এই শাস্তি কেবল শারীরিক নয়,মানসিক যন্ত্রণারও।খাবার দেখতে পাওয়া, কিন্তু খেতে না পারা,শরীরের শক্তি নিঃশেষ হওয়া—সবকিছুই এক ধরনের মানসিক যুদ্ধ।

জ্যাসপার তার চেয়ারে বসল। একদিকে কাঁচের বক্সে দুর্বল হয়ে পড়া এথিরিয়ন,আরেকদিকে ডাইনিং টেবিলে রাখা সুস্বাদু খাবার।

“এথিরিয়ন,ড্রাগন হওয়ার মানে কী সেটা মনে করিয়ে দেওয়ার জন্য এই শাস্তি।একবার শাস্তি শেষ হলে আশা করি তুই নিজের দায়িত্বটা বুঝে নিবি,”জ্যাসপার বলল, তার কণ্ঠে ছিল একধরনের দায়িত্বপূর্ণ দৃঢ়তা।

এথিরিয়ন নীরব রইল।কাঁচের বক্সের ভেতরে বসে সে ধীরে ধীরে কেমিক্যালের প্রতিক্রিয়া অনুভব করল।তার মনে একটাই চিন্তা ঘুরছিল—এই ২৪ ঘণ্টা তাকে টিকে থাকতে হবে,তারপর আবার নিজের মর্যাদা ফিরে পেতে হবে।জ্যাসপার ধীর পায়ে কনফারেন্স কক্ষে প্রবেশ করল।কক্ষটি ছিল সম্পূর্ণ সায়েন্স-ফিকশন স্টাইলে সাজানো।কাচের

দেয়ালে হোলোগ্রাফিক স্ক্রিনে ভেসে উঠছিল বিভিন্ন ডেটা, গ্রাফ আর ভিজ্যুয়াল রেন্ডারিং।কক্ষের কেন্দ্রে রাখা ছিল বিশাল একটি গোলাকার টেবিল,যার ওপর হাই-টেক প্রজেক্টরের মাধ্যমে মিশনের মানচিত্র ফুটে উঠেছে।

মিস্টার চেন শিং ঘরের একপাশে দাঁড়িয়ে ড্রোনের মাধ্যমে প্রজেক্টরের উপাত্ত ঘাঁটাঘাঁটি করছিলেন।

জ্যাসপারকে দেখে তিনি ঘুরে দাঁড়ালেন।

চেন শিং বললেন “কবে থেকে মিশন শুরু করবো,কিছু ভেবেছ?”জ্যাসপার জবাব দিলো “আজকে সম্ভব না।কাল থেকে শুরু করব।”চেন শিং তখন বললো “ঠিক আছে, তবে আজকেই কালকের জন্য যা যা প্রয়োজন,সব প্রস্তুত রাখো। সময় নষ্ট করার মতো অবস্থা নেই।”

চেন শিং তার ডিভাইসটি টেবিলের ওপর রেখে বললেন,

তবে কালকের জন্য যা যা প্রয়োজন, আজকেই গুছিয়ে রাখো।এই অভিযান কোনো সাধারণ মিশন নয়, জ্যাসপার।তোমাকে পৃথিবীর সবচেয়ে বিপদসংকুল পরিবেশের মুখোমুখি হতে হবে।এখন মনোযোগ দিয়ে শোনো,কী কী সরঞ্জাম লাগবে।”মিস্টার চেন শিং একটি

ম্যাপ অ্যাক্টিভেট করলেন।এটি ছিল আর্কটিক অঞ্চলের থ্রিডি ডিজিটাল রেন্ডারিং।তিনি পয়েন্টার দিয়ে কিছু গুরুত্বপূর্ণ জায়গা চিহ্নিত করলেন এবং একে একে বললেন,

ড্রিলিং ড্রোন:“এই যন্ত্রটি বরফের গভীর গহ্বর পর্যন্ত পৌঁছাতে ব্যবহার হবে।এটি স্বয়ংক্রিয় এবং তোমার নির্দেশ অনুসারে কাজ করবে।

বরফের গহ্বরে পৌঁছে এটি এনার্জি-ভাইন সংগ্রহে সাহায্য করবে।”

টেম্পারেচার শিল্ড স্যুট:“আর্কটিকের তীব্র ঠান্ডা সহ্য করার জন্য তোমার শরীরে এই স্যুট থাকবে।এটি তোমাকে শূন্য ডিগ্রি থেকে মাইনাস ৮০ ডিগ্রি পর্যন্ত সুরক্ষা দেবে।এতে একটি বিল্ট-ইন অক্সিজেন সাপ্লাই সিস্টেমও রয়েছে।”

এনার্জি-ভাইন সংগ্রহকারী ডিভাইস:“এই ডিভাইসটি এনার্জি-ভাইনের শিকড় এবং পাতা বিচ্ছিন্ন না করে সংরক্ষণ করবে। এটি হালকা এবং বহনযোগ্য।”

আইস-ব্রিউল রেপেলার:“বরফের নিচের প্রাণীগুলোর জন্য এই যন্ত্রটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এটি উচ্চ ফ্রিকোয়েন্সি সাউন্ড ব্যবহার করে তাদের দূরে রাখবে।”

এনার্জি সিলিন্:“উদ্ভিদ থেকে নিঃসৃত অক্সিজেন সরাসরি এই সিলিন্ডারে সংরক্ষণ করতে হবে। এটি বিশেষভাবে ডিজাইন করা, যাতে অক্সিজেনের কোনো অপচয় না হয়।”

নেভিগেশন ডিভাইস:“তোমার যাত্রা ট্র্যাক করতে এবং ফিরে আসার সঠিক পথ খুঁজে পেতে এই ডিভাইসটি ব্যবহার হবে। এটি

স্যাটেলাইট ডেটা ব্যবহার করে রিয়েল-টাইম নেভিগেশন সরবরাহ করবে।”

চেন শিং তার ডিভাইসটি টেবিলের ওপর রেখে বললেন,

“ঠিক আছে, তবে কালকের জন্য যা যা প্রয়োজন, আজকেই গুছিয়ে রাখো। এই অভিযান কোনো সাধারণ মিশন নয়, জ্যাসপার। তোমাকে পৃথিবীর সবচেয়ে

বিপদসংকুল পরিবেশের মুখোমুখি হতে হবে। এখন মনোযোগ দিয়ে শোনো, কী কী সরঞ্জাম লাগবে।”জ্যাসপার চেন শিংয়ের নির্দেশে মাথা নেড়ে কনফারেন্স রুম থেকে বের হয়ে সরঞ্জাম সেকশনে গেল।সেখানে সমস্ত সরঞ্জাম একত্রিত করে একে একে পরীক্ষা করতে শুরু করল।

ড্রিলিং ড্রোনটি দেখতে একটি বিশাল সিলিন্ডারের মতো ছিল, যার সামনে ধারালো ড্রিল-ব্লেড ছিল।জ্যাসপার ড্রোনের অপারেশন প্যানেল চেক করল এবং নিশ্চিত করল যে এটি কাজ করার জন্য প্রস্তুত।

স্যুটটি তুলে পরখ করল।এতে একাধিক লেয়ার ছিল এবং সবগুলোই হালকা ওজনের তার মুখে অদ্ভুত এক দৃঢ়তার ছাপ ফুটে

উঠল।“এই যন্ত্রগুলো ঠিকঠাক কাজ করলেই অভিযান সফল হবে,” জ্যাসপার নিজেই নিজেকে বলল।

মিস্টার চেন শিং এদিকে সিলিন্ডারগুলো পরীক্ষা করছিলেন। প্রতিটি সিলিন্ডার দ্রুত অক্সিজেন সংরক্ষণের জন্য প্রস্তুত। তিনি জ্যাসপারকে বললেন,“কাল সকালের আগে সবকিছু প্রস্তুত রেখো।আর মনে রেখো, শুধু অক্সিজেন সংগ্রহ

নয়, বরফের গভীরে কী অপেক্ষা করছে,তা আগে থেকে কেউ জানে না।”জ্যাসপার ধীরে ধীরে হাত গুটিয়ে চেন শিংয়ের দিকে তাকাল। তার গলায় ভরসা আর সন্দেহের মিশ্রণ।“আর ওই মনস্টার, অ্যাথ্রাক্সের বিরুদ্ধে লড়াই?আমাকে কীভাবে প্রস্তুত হতে হবে?তারা কীভাবে আক্রমণ করবে?”

চেন শিং হালকা হাসল।তার চোখে যেন কোনো রহস্যের ছায়া খেলে গেল।তিনি একটি নোটপ্যাড তুলে নিয়ে সেখানে আঁকা একটি কাল্পনিক প্রাণীর স্কেচ দেখালেন।স্কেচটি ছিল বিশাল আকৃতির অ্যাথ্রাক্সের,যার লেজ বিশাল আর চোখগুলো যেন লাল আগুনের মতো জ্বলছে।

“তুমি ভুল ভাবছো,জ্যাসপার,”চেন শিং ধীর স্বরে বলল। “অ্যাথ্রাক্স

তোমাকে সরাসরি আঘাত করবে না।তারা তোমাদের শারীরিক শক্তি পরীক্ষা করবে না,বরং মানসিক শক্তি আর বুদ্ধিমত্তা যাচাই করবে। তাদের টাস্ক হলো তোমাদের চ্যালেঞ্জ দেওয়া।আর তোমার কাজ হবে সেই চ্যালেঞ্জগুলো সমাধান করা।”

জ্যাসপার ভ্রু কুঁচকে বলল,“চ্যালেঞ্জ? কী ধরনের চ্যালেঞ্জ?”

চেন শিং তার জায়গায় দাঁড়িয়েই জবাব দিল,“তোমাদের বুদ্ধি আর ধৈর্য পরীক্ষা করতে এমন কিছু টাস্ক দেওয়া হবে, যেগুলো সহজে সমাধান করা সম্ভব নয়। উদাহরণস্বরূপ, একটা ধাঁধা,এমন কিছু যা লজিক বা আবেগের ওপর নির্ভর করে।কখনো তোমাদের বিভ্রান্ত করার জন্য মিথ্যে তথ্য দেওয়া হতে পারে।মনে রেখো,সব জায়গায় শুধু শক্তি বা

ক্ষমতা কাজ করে না,বুদ্ধিও লাগে।”জ্যাসপার কিছুক্ষণ চুপ থেকে প্রশ্ন করল,“আর যদি আমরা সেই টাস্ক কমপ্লিট করতে না পারি?”

চেন শিং এবার গম্ভীর হয়ে বলল,“তাহলে কী শাস্তি অপেক্ষা করছে,তা আমি নিশ্চিত জানি না। তবে শাস্তি যে সহজ হবে না,তা আমি বলতে পারি। অ্যাথ্রাক্স আর তার দলের সদস্যরা যারা ওই অঞ্চল

পাহারা দেয়,তারা মারাত্মক কঠোর। তাদের পছন্দ একটাই—তোমরা টাস্ক সম্পন্ন করো,নয়তো তাদের ক্রোধের মুখোমুখি হও।”

জ্যাসপার এবার কিছুটা চিন্তিত ভঙ্গিতে বলল,

“তাহলে আমাকে শুধু শারীরিক নয়,মানসিক প্রস্তুতিও নিতে হবে।”

চেন শিং মাথা নেড়ে বলল,“তোমার জন্য আরেকটা পরামর্শ—তোমার দল

নিয়ে বেশি দূর ভাবো না।সবাই তোমার মতো শক্তিশালী নয়।তাদের সিদ্ধান্ত নিতে সময় দাও আর নিজের ক্ষমতার ওপর ভরসা রাখো। তুমি যদি আত্মবিশ্বাসী থাকো, তাহলে অ্যাথ্রাক্সের টাস্ক তুমি সহজেই সম্পন্ন করতে পারবে।”

জ্যাসপার এবার একধরনের নিঃশব্দ প্রতিজ্ঞা করল।তার চোখে একাগ্রতা স্পষ্ট হয়ে উঠল।“আমি প্রস্তুত হব,

মিস্টার চেন শিং।কাল এই অভিযান আমার হবে।আর টাস্ক যাই হোক,আমি তা সমাধান করব।”

চেন শিং মৃদু হেসে বলল,“আমি তা জানি,জ্যাসপার।কারণ তুমি শুধু ড্রাগন রাজ্যের প্রতিনিধি নও,তুমি এক বিশেষ যোদ্ধা।”জ্যাসপারের ল্যাবের সমস্ত কার্যক্রম শেষ হতে হতে ২৪ ঘন্টা পার হয়ে গেছে,

অবশেষে কনফারেন্স রুম ত্যাগ করলো।

জ্যাসপার আলবিরা আর থারিনিয়াসের সাথে লিভিং রুমে প্রবেশ করলো।সেখানে এথিরিয়নকে কাঁচের বাক্সের মধ্যে বন্দি অবস্থায় দেখতে পেয়ে জ্যাসপার বললো,“এথিরিয়নের শাস্তির সময় শেষ।থারিনিয়াস,তুমি এথিরিয়নকে মুক্তি দাও।”

থারিনিয়াস কিছুটা দ্বিধায় বলল,“প্রিন্স আপনি কি নিশ্চিত? এথিরিয়নের ভুল ছিল,তাকে আরো একটু সময় রাখা উচিত ছিল।”

“এটা তার জন্য শিক্ষা ছিল,জ্যাসপার জোর দিয়ে বলল। “এখন মুক্তি দিতে হবে।তাকে নতুন করে শুরু করার সুযোগ দিতে হবে,কারন পরবর্তী মিশনে তাকে নিয়ে যাবো।”

থারিনিয়াস অবশেষে কাঁচের বাক্সের দিকে এগিয়ে গেল আর লক খুলে এথিরিয়নকে বের করে আনলো। “তোমার আচরণে পরিবর্তন আনতে হবে,”থারিনিয়াস বলল।“আর যদি আবার এমন কিছু করো,তবে এরপর কি হবে তা প্রিন্স ভালো জানেন।”

এথিরিয়ন মাথা নিচু করে বলল, “আমি বুঝতে পারছি,এবং আমি

প্রতিজ্ঞা করছি,এমন কিছু আর কখনও করবো না।”

এদিকে,অ্যাকুয়াযা কিছুটা উদ্বেগের সাথে জ্যাসপারকে বলল,“প্রিন্স এখনতো ফিওনাকে মুক্তি দিতে হবে।সে দীর্ঘ সময় ধরে বন্দি রয়েছে।”

জ্যাসপার কিছুক্ষণ চুপ থেকে চিন্তা করল,তারপর বলল, “ঠিঅ ফেলেছো অ্যাকুয়াযা।এবার আমাকে টর্চার

সেলের দিকে যেতে হবে।ফিওনাকে মুক্তি দেয়ার সময় এসেছে।”

“আমি আপনার সাথে আসবো প্রিন্স,”আলবিরা বলল।

“না,আমি একাই যাবো,” জ্যাসপার নির্ধারিতভাবে বলল। “এটা একটি ব্যক্তিগত বিষয়।।”জ্যাসপার টর্চার সেলের ভেতর প্রবেশ করতেই দেখতে পেল ফিওনা ক্লান্ত হয়ে চোখ বন্ধ করে রয়েছে।তার শরীরের

সমস্ত শক্তি যেন নিঃশেষ হয়ে গেছে,ঠোঁট শুকিয়ে গেছে আর শরীরে পানি নেই—২৪ ঘণ্টার এই শাস্তিতে সে দুর্বল হয়ে পড়েছে।

জ্যাসপার মনে মনে ভাবলো,”তুমি নিজেকে আমার রক্ষিতা বলার জন্য এই শাস্তি পেয়েছ।আর আমার কাছ থেকে পালানোর জন্য তোমাকে শাস্তি তো পেতেই হতো। আমি মানুষ নই,আমি ড্রাগন।আমার

সবকিছুর কঠোর নিয়ম রয়েছে,আর এই নিয়ম মেনে তোমায় আমাকে ভালোবাসতে হবে,হামিংবার্ড।”

সে ফিওনার দিকে এগিয়ে গেলো,সেলের আশেপাশের যন্ত্রপাতি নিস্তব্ধ হয়ে পড়েছিল।একমাত্র আওয়াজ ছিল জ্যাসপারের হাঁটার শব্দ।তার হাতে ছিল একটি স্পেশালাইজড টুল,যা কেবলমাত্র এধরনের পরিস্থিতিতে ব্যবহার করা

হয়—একটি চমকপ্রদ প্রযুক্তির পণ্য। সে ফিওনার সামনে এসে সব সিস্টেম বন্ধ করে দিল। তারপর,একটি অতি সূক্ষ্ম ছুরি নিয়ে জিপ টাই খুলতে শুরু করল।তার একটি সাবলীল আন্দোলন ছিল—এক টানে জিপ টাই খুলে ফেলল। ফিওনার দেহ তখন কোমল,তার চেতনাও কিছুটা স্বাভাবিক হতে লাগলো।

আর এক নিমেষে,ফিওনা জ্যাসপারের বুকে ঢলে পড়ল। জ্যাসপার তার হৃদয় স্পন্দন অনুভব করল,যেন পৃথিবীর সমস্ত গতি থেমে গেছে।সে ফিওনাকে কোলে নিয়ে ফিওনার কক্ষে নিয়ে যেতে লাগল। সেখানকার পরিবেশ ছিল অদ্ভুতভাবে স্বাচ্ছন্দ্যময়,কৃত্রিম আলো এক নরম স্বচ্ছতা তৈরি করছিল।জ্যাসপার ফিওনাকে কক্ষে নিয়ে এসে বিছানায়

শুইয়ে দিল। কক্ষের আলো নরম ছিল,যেন কোনো মহাজাগতিক পরিবেশ তৈরি করেছে।সে গভীরভাবে ফিওনাকে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখতে লাগল।তার হাতে জিপ টাই বাঁধার ফলে নীল কালচে দাগ পড়েছে, রক্তের চলাচল কমে গিয়েছে।পায়ের শেকলের কারণে পায়ে দাগও রয়েছে।আর তার ঠোঁট শুকিয়ে গেছে—২৪ ঘণ্টা পানিহীন

থাকার কারণে সে একেবারে দুর্বল হয়ে পড়েছে।

জ্যাসপার নিজেকে সামলে নিল।এই দৃশ্য তার হৃদয়ে এক অদ্ভুত অনুভূতি জাগিয়ে তুলেছিল। সে প্রথমে ফিওনার দুই হাতে ক্ষতস্থানে ঠোঁট ছুঁইয়ে গভীর চুমু দিলো,যেন তার যন্ত্রণাকে কিছুটা কমাতে চায়। তারপর আস্তে আস্তে পায়ের কাছে

গিয়েও সেখানে চুমু দিলেন,যেন তার কষ্টগুলোকে ভাঙার চেষ্টা করছে।

তারপর,ধীরে ধীরে,জ্যাসপার ফিওনার ঠোঁটে চুমু দিতে লাগলো। ফিওনার শরীরের তৃষ্ণা ও ক্লান্তি তখন যেন এক লহমায় ছিঁড়ে যাচ্ছে।চুমুর স্পর্শে ফিওনার চোখ ধীরে ধীরে খুলতে শুরু করল। জ্যাসপার তখনও তার গাল দুটো চেপে ধরে গভীর চুমু দিল,যেন

পুরোপুরি তার সঙ্গে যুক্ত হতে চাইছে।জ্যাসপার নিজের গ্লুকোজ বের করে ফিওনার তৃষ্ণার্ত ঠোঁটজোড়া ভিজিয়ে দিতে লাগলো। ফিওনার ঠোঁটের ওপর গ্লুকোজের মিষ্টি স্পর্শ লাগতেই তার মনে হলো,যেন জীবন ফিরে পাচ্ছে।সে একটু নড়েচড়ে উঠলো।

জ্যাসপার ফিওনার দিকে গভীর দৃষ্টিতে তাকিয়ে বললো,

“দুঃখিত,হামিংবার্ড।আমি জানি,আমার আচরণ তোমার জন্য কতটা কষ্টকর হয়েছে।কিন্তু দয়া করে,আর এমন কিছু করো না,প্লিজ। আমাকে শাস্তি দিতে বাধ্য করোনা তোমাকে।”

তার কণ্ঠে যেন অদৃশ্য এক আকুলতা ছিল।সে আরও বললো, “তোমাকে পুরোপুরি কাছে পাওয়ার জন্য আমি কতটা তৃষ্ণার্ত,তা তুমি

বুঝতে পারছো?আমার হৃদয়ে ২৮ বছরের জমে থাকা সমস্ত আবেগ আর ভালোবাসা দিয়ে তোমাকে ভরিয়ে দিতে চাই।আমাকে একবার ভালোবেসে দেখো।”ফিওনার কানে কথাটা পৌঁছেছে তবে চোখ খোলার মতো সাধ্য নেই এই মুহূর্তে এতোটা দুর্বল। জ্যাসপার নিরবে কক্ষ থেকে বেরিয়ে যায় তবে ফিওনার কানে এখনো জ্যাসপারের বলা কথা

প্রতিধ্বনি হতে লাগলো “আমাকে একবার ভালোবেসে দেখো”.....সকাল সকাল ডাইনিং টেবিলের চারপাশে বিশাল আর চকচকে গ্লাসের তৈরি আসনগুলোতে সবাই বসে ছিল। জ্যাসপার,আলবিরা,থারিনিয়াস,অ্যাকু য়ারা তবে এথিরিয়ন আর ফিওনা অনুপস্থিত ছিলো।সকাল বেলার স্নিগ্ধ আলো ভিতরে প্রবাহিত হচ্ছিল,কিন্তু

এর উজ্জ্বলতা উপস্থিতির অস্বস্তিকর ভারমুক্ত করতে পারছিল না। টেবিলের মাঝে থাকা বিভিন্ন রকমের খাবার,রঙ-বেরঙের ফল আর সুস্বাদু ডিশগুলো নিজেদের মধ্যে আলোচনার জন্য অপেক্ষা করছিল,কিন্তু সবার মনোযোগ সম্পূর্ণভাবে জ্যাসপারের ওপর কেন্দ্রীভূত হয়ে গিয়েছিল। জ্যাসপার,উচ্চতার গুণে অন্যান্যদের

থেকে আলাদা,মাথা উঁচু করে বসে ছিলো।তার চেহারায় একটি গুরুতর ভাব ছিল,আর যখন সে ঘোষণা করলো,“আমার আদেশ,আজ থেকে ফিওনা গ্লাস হাউজের আর কোনো কাজ করবেনা,”তখন একটি চাপা শ্বাসরোধকারী নীরবতা টেবিলটিকে পরিবেষ্টন করল।ফিওনা,যে এখনো নিজের কক্ষে ঘুমে আচ্ছন্ন

ছিলো,তার আশেপাশের ঘটনার সাথে কিছুই জানতো না।

আলবিরা প্রথমে কথা বললো,“কিন্তু প্রিন্স,হঠাৎ এই সিদ্ধান্তের কারন কি? এতদিন সে তো সবকিছু সামাল দিয়েছে গ্লাস হাউজের!” তার কণ্ঠে উদ্বেগ স্পষ্ট ছিল,কিন্তু জ্যাসপার তার জবাবে কিছু বললো না।

থারিনিয়াসও হতাশার সঙ্গে বললেন,”তাহলে কি ফিওনা

এভাবেই থাকবে গ্লাস হাউজে প্রিন্স। তাহলে সব কাজ কে করবে?”অ্যাকুয়ারা,টেবিলের পাশে দাঁড়িয়ে ছিলো তার চোখে অসন্তোষের ছাপ স্পষ্ট।সে জানতো প্রিন্স নিশ্চিত ফিওনার জন্য কোনো নতুন কঠিন দায়িত্ব ভেবে রেখেছে।“তাহলে গ্লাস হাউজের বাকি কাজগুলো আমি করব,”সে

বললো তার কণ্ঠে একটু কঠিনতা ছিল।

জ্যাসপার কেবল মাথা নেড়ে বললেন,“এটা আমার একান্ত সিদ্ধান্ত।এখন থেকে ফিওনার দায়িত্ব শুধু মাত্র আমার সকল কাজ করা,আমার খাবার পরিবেশন,আমার গোসলের সরঞ্জাম গুছিয়ে রাখা আর আমার কাপড় চোপড় পরিষ্কার করা। মোট কথা সে চব্বিশ ঘন্টা শুধু

আমার সার্ভিস দিবে।”তার গলার শক্তি সেই মুহূর্তে স্পষ্ট হয়ে উঠেছিল,আর টেবিলের অন্যরা তার নির্দেশনার বিরুদ্ধে কিছু বলার সাহস করছিল না।জ্যাসপার অ্যকুয়ারাকে উদ্দেশ্য করে বললো”তবে গ্লাস হাউজের বাকি কাজ অ্যাকুয়ারা তুমি করবে,আর ফিওনাকে তার নতুন দায়িত্বের কথা জানিয়ে দিবে এটা

আমার আদেশ সে যেনো কোনোভাবেই অগ্রাহ্য না করে”।

আলবিরা আর অ্যাকুয়ারা একে অপরের দিকে তাকালো,,তাদের মনে একই চিন্তা ঘুরছিল—কিভাবে জ্যাসপারের ব্যক্তিগত কাজ ফিওনাকে করতে হবে?এই প্রশ্ন তাদের মনে উদ্বেগের সৃষ্টি করছিল। তবে অ্যকুয়ারা কিছুটা আন্দাজ করতে পেরেছে।

জ্যাসপার খাবার খেতে শুরু করলো,যেন কিছুই হয়নি। কিন্তু তার চোখে ছিল এক প্যাশনেট দৃঢ়তা—যে কোন মূল্যে ফিওনাকে নিজের কাছে কাছে রাখতে হবে।

এদিকে,সবার চিন্তা যেন একে অপরের সাথে লড়াই করছিল। একদিকে জ্যাসপারের অধিকার,অন্যদিকে ফিওনার স্বাধীনতা।তারা জানতো পরিস্থিতির

এই মোড়ে এসে ফিওনার জন্য এক নতুন জীবন অপেক্ষা করছে—কিন্তু সেটি কেমন হবে,তা জানতেন না কেউই।মাউন্টেন গ্লাস হাউজের কনফারেন্স রুমের বিশাল টেবিল ঘিরে জ্যাসপার,এথিরিয়ন,আর থারিনিয়াস উপস্থিত আজকের মিশনে ওরা তিনজন যাবে।রুমের এক কোণে হোলোস্ক্রিনে আর্টিক অঞ্চলের মানচিত্র ভাসমান।চারপাশে

হালকা নীলাভ আলো মিস্টার চেন শিং তাদের আজকের মিশনের চূড়ান্ত পরিকল্পনা ব্যাখ্যা করছেন।

মিস্টার চেন শিং টেবিলের ওপর রাখা ডিভাইসগুলোর দিকে ইশারা করে বললেন,“আজকের মিশন শুধু অক্সিজেন সংগ্রহ নয়।এটা একটা পরীক্ষা।তোমাদের প্রস্তুতি আর তোমাদের তিনজনের দক্ষতা,দুটোই প্রমাণিত হবে।আর্টিক অঞ্চলের

অ্যাথ্রাক্স মনস্টার আজকের বড় চ্যালেঞ্জ।সেই মনস্টারকে ফাঁকি দিয়ে তোমাদের অক্সিজেন সংগ্রহ করতে হবে।তোমরা কি সবাই প্রস্তুত?”

জ্যাসপার মাথা নাড়ল।তার চোখে এক ধরনের নির্ভীক আত্মবিশ্বাস।“আমরা প্রস্তুত।আপনার দেয়া প্রতিটি সরঞ্জাম পরীক্ষিত। আমরা সফল হব।”

চেন শিং ড্রিলিং ড্রোনটির দিকে ইঙ্গিত করলেন।“এই ড্রোনটি বরফ ভেদ করতে পারদর্শী।তবে এর নিয়ন্ত্রণ জটিল।এথিরিয়ন,এটা তোমার দায়িত্ব।”

এথিরিয়ন ড্রোনটির নিয়ন্ত্রণ প্যানেল হাতে তুলে নিল। “আমার ওপর ছেড়ে দিন।আমি এটা দক্ষতার সঙ্গে পরিচালনা করব।”

এরপর চেন শিং টেম্পারেচার শিল্ড সুটের দিকে তাকিয়ে বললেন,“আর্কটিক অঞ্চলের তীব্র ঠান্ডা সহ্য করার জন্য এই সুটগুলোই তোমাদের রক্ষা করবে। থারিনিয়াস,তোমার কাজ হলো দলের সুরক্ষা নিশ্চিত করা।”থারিনিয়াস গম্ভীর ভঙ্গিতে বলল,“আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন।আমি সবার সুরক্ষার দায়িত্ব নেব।”

টেবিলে রাখা এনার্জি মাইন সংগ্রহকারী ডিভাইস আর এনার্জি সিলিন্ডারের দিকে তাকিয়ে চেন শিং আবার বললেন,“এই ডিভাইস দুটি অত্যন্ত সংবেদনশীল।

সঠিক জায়গায় এগুলো ব্যবহার না করলে অক্সিজেন সংগ্রহ করা সম্ভব হবে না।জ্যাসপার,এগুলো তুমি ব্যবহার করবে।”জ্যাসপার চেন শিং-এর কথা শুনে ডিভাইসটি হাতে

তুলে নিল।”আপনি নিশ্চিত থাকুন,সঠিক জায়গাতেই এগুলো ব্যবহার হবে।”

মিস্টার চেন শিং এবার আইস ব্রিউল রেপেলার তুলে ধরলেন।“অ্যাথ্রাক্স মনস্টার বরফের নিচে লুকিয়ে থাকে।এই রেপেলার ব্যবহার করলে তার উপস্থিতি টের পাবে না।তবে একবার ব্যর্থ হলে

মনস্টার আক্রমণ করবে। সুতরাং,সতর্ক থাকবে।”

এবার নেভিগেশন ডিভাইস হাতে তুলে নিয়ে চেন শিং বললেন,“তোমাদের পুরো পথনির্দেশনা এখানে সেট করা আছে।তবে মনোযোগ হারালে পথ হারানোর সম্ভাবনা থাকবে।এটিকে ভুলে যাওয়া যাবে না।”

চেন শিং-এর সঙ্গে আলোচনার পর তিনজন তাদের গিয়ারে সজ্জিত হয়ে মাউন্টেন গ্লাস হাউজের বাইরে এলো।তীব্র ঠান্ডা বাতাস তাদের মুখে আঘাত করছে,কিন্তু তাদের বিশেষ সুট সেই ঠান্ডা রুখে দিয়েছে। জ্যাসপার আকাশের দিকে তাকিয়ে বলল,“সবাই প্রস্তুত?এবার উড়ে চলার সময়।”থারিনিয়াস নিজের তলোয়ার কোমরে বেঁধে

বলল,“প্রস্তুত।”এথিরিয়ন ড্রোনটি সক্রিয় করে বলল,“তাহলে চলো। অ্যাথ্রাক্সের সঙ্গে দেখা হওয়ার আগেই কাজ শেষ করতে হবে।”

তিনজন ড্রাগন আকারে রূপান্তরিত হয়ে একে একে আকাশে উড়ে গেল।ঝড়ো বাতাসে তাদের ডানা শক্ত করে মেলে তারা উত্তর মেরুর বরফাচ্ছন্ন ভূমির দিকে এগিয়ে গেল।

দূর থেকে দেখা যাচ্ছে বরফের পাহাড়ের ফাঁকে এক গভীর অঞ্চল,যেখানে অ্যাথ্রাক্সের অবস্থান বলে ধারণা করা হচ্ছে।

রাস্তাটা কঠিন,তবে জ্যাসপার,এথিরিয়ন,আর থারিনিয়াস জানে—আজকের দিনটা তাদের জীবনের অন্যতম বড় চ্যালেঞ্জ। তিনটি

ড্রাগন,জ্যাসপার,এথিরিয়ন,এবং

থারিনিয়াস, একসঙ্গে তুষারাচ্ছন্ন আকাশে উড়ে আর্টিক অঞ্চলে পৌঁছে গেল।চারপাশে শুধুই সাদা বরফের আচ্ছাদন। আকাশ ধূসর,আর বাতাস এত ঠান্ডা যে মানুষের শ্বাস নেওয়া অসম্ভব।নিচে বরফের মাঝে ফাটলগুলো থেকে ধোঁয়ার মতো হিমশ্বাস বের হচ্ছে।দূরে বরফ পাহাড় আর ক্রিস্টালাইজড

শিলাগুলো সূর্যের আলোতে ঝিকমিক করছে।

তারা তিনজন নিচে নেমে ড্রাগন থেকে মানব আকারে ফিরে এল। বরফের কঠিন মাটিতে পা দিতেই তীব্র ঠান্ডা তাদের শরীরকে স্পর্শ করল,তবে টেম্পারেচার শিল্ড সুট তাদের সুরক্ষিত রেখেছিল।এথিরিয়ন সঙ্গে থাকা ড্রোনটি সক্রিয় করল,যা

ক্রমাগত আশপাশ স্ক্যান করতে লাগল।

জ্যাসপার আশপাশ দেখে বলল,“অক্সিজেন হিমশীতল পাথরের নিচে জমা রয়েছে।তবে সঠিক অবস্থান পেতে আমাদের গভীরে যেতে হবে।ড্রোন যা খুঁজে পায়,তার ওপর ভিত্তি করেই কাজ করতে হবে।”

থারিনিয়াস ড্রোনের স্ক্রিনের দিকে তাকিয়ে বলল”মনে হচ্ছে না যে আমরা একা নই?আমি কিছু একটা অনুভব করছি।”অন্ধকার বরফের ফাটল থেকে গম্ভীর গর্জন শোনা গেল।মুহূর্তেই বরফের পাহাড়ে বিশাল ফাটল ধরল,আর সেখান থেকে উঠে এলো অ্যাথ্রাক্স।তবে এটি কোনও সাধারণ বরফ মনস্টার

নয়,এটি নারীসত্তার একটি বরফ দেবতা,যার নাম অ্যাথ্রাক্সা।

অ্যাথ্রাক্সা উচ্চতায় প্রায় ২০ ফুট লম্বা।তার শরীর ক্রিস্টাল বরফ দিয়ে তৈরি,যা সূর্যের আলোয় ঝিকমিক করে।তার লম্বা চুলগুলি বরফের ধারা হয়ে তার পেছনে ঝরে পড়ে। চোখ দুটি উজ্জ্বল নীল,যা মনের গভীরতা পর্যন্ত ঢুকে যেতে পারে। তার কণ্ঠস্বরে নারীসুলভ

কোমলতা,তবে সঙ্গে রয়েছে গভীর শক্তির প্রতিচ্ছবি।

অ্যাথ্রাক্সা জ্যাসপারের দিকে তাকিয়ে মুচকি হেসে বলল,“ভেনাসের ড্রাগন প্রিন্স!তোমার মতো সুদর্শন ড্রাগন আমি আগে কখনো দেখিনি।তবে আমার কাছে আকর্ষণই যথেষ্ট নয়। এখানে যা চাও,তা পেতে হলে তোমাদের প্রমাণ করতে হবে যে তোমরা যোগ্য।আমি তোমাদের জন্য

ধাঁধা ও টাস্ক রেখেছি।বিশেষ করে তোমার জন্য,প্রিন্স জ্যাসপার,আমার সবচেয়ে কঠিন পরীক্ষা।”জ্যাসপার তার উজ্জ্বল চেহারায় কিন্তু দৃঢ় গলায় বলল, “আমাদের লক্ষ্য পবিত্র,দেবি অ্যাথ্রাক্সা।আমাদের প্রয়োজন শুধু অক্সিজেন।তোমার পরীক্ষা নিতে প্রস্তুত।”

অ্যাথ্রাক্সা মুচকি হেসে বলল,“তোমার আত্মবিশ্বাস প্রশংসনীয়।তাহলে

শোনো,আমি তিনটি ধাঁধা ও তিনটি টাস্ক দেব।তোমরা যদি সফল হও,অক্সিজেন পাবে।কিন্তু যদি ব্যর্থ হও,তবে এই বরফরাজ্যে চিরদিনের জন্য বন্দী হয়ে থাকবে।”

অ্যাথ্রাক্সা জ্যাসপারের দিকে তাকিয়ে বলল,

“তোমার ধাঁধা হলো—

‘আমার ঘরে একটি জিনিস,

না তা মাটি,না তা হিম।

ছোঁবে যদি,যাবে পুড়ে,
তবে তা বরফেও থাকে জ্বলে।
বলো তো প্রিন্স,সেটি কী?”’জ্যাসপার কিছুক্ষণ গভীর চিন্তায় ডুবে গেল। বরফের মধ্যে এমন কী আছে যা পুড়তে পারে কিন্তু বরফে থাকে?সে মনে করল,বরফের নিচে থাকা প্রাকৃতিক গ্যাস,যা একসময় আগুনে জ্বলে।সে উত্তর দিল,“প্রাকৃতিক গ্যাস।”

অ্যাথ্রাক্সা খুশি হয়ে বলল,“তুমি সঠিক!

তবে ধাঁধা সমাধান করাই যথেষ্ট নয়।এবার তোমাকে প্রমাণ করতে হবে তোমার শক্তি এবং নেতৃত্বগুণ। তোমাকে এই বরফের গভীরে থাকা একটি প্রাচীন ক্রিস্টাল বের করে আনতে হবে,যা অক্সিজেন নিষ্কাশনের চাবি হিসেবে কাজ

করবে।তবে বরফের ভূতেরা তোমাকে বাধা দেবে।”

জ্যাসপার বরফের গভীরে প্রবেশ করল।ক্রিস্টাল খুঁজে পাওয়ার আগে তাকে প্রচণ্ড ঠান্ডা,অন্ধকার,আর বরফ ভূতের সঙ্গে লড়াই করতে হলো। শেষ পর্যন্ত,তার ড্রাগন শক্তি আর কৌশল ব্যবহার করে সে সফলভাবে ক্রিস্টাল উদ্ধার করল।

অ্যাথ্রাক্সা এথিরিয়নের দিকে ফিরে বলল,“তোমার ধাঁধা হলো—

‘হাওয়ার মতো দেহহীন,

শব্দ দিয়ে তা বাঁধা।

দেখবে না কখনো তাকে,

তবুও তা হবে অনুভব।’”

এথিরিয়ন দ্রুত চিন্তা করল।শব্দহীন এবং দেহহীন জিনিস কী হতে পারে?সে উত্তর দিলো “শ্বাস”।

অ্যাথ্রাক্সা হাসিমুখে বলল,“তুমি সঠিক।তবে তোমার কাজ শেষ নয়। তুমি বরফের বিশাল চাদরের নিচে থাকা প্রাকৃতিক গ্যাসের একটি উৎস খুঁজে বের করবে।তবে তোমাকে সময়মতো এটি নিষ্কাশন করতে হবে,অন্যথায় এটি বিস্ফোরণ ঘটাবে।”এথিরিয়ন তার ড্রোন আর ডিভাইস ব্যবহার করে কাজটি সফলভাবে সম্পন্ন করল।

অ্যাথ্রাক্সা এবার থারিনিয়াসের দিকে তাকিয়ে বলল,“তোমার ধাঁধা হলো—
‘একটি জিনিস যা কখনো থামে না,
তবুও এটি ঘুরে যায়।
পৃথিবী থেকে দূরে থাকলে,
জীবন কিছুতেই চায় না।’”
থারিনিয়াস চিন্তা করল।এটি এমন কিছু,যা ঘুরতে থাকে এবং জীবন ধারণের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।
উত্তর একটাই—সূর্য।অ্যাথ্রাক্সা

বলল,“তুমি সঠিক।তবে এবার তোমাকে একটি বিশেষ বরফের সিলিন্ডার তৈরি করতে হবে,যা অক্সিজেন ধরে রাখতে সক্ষম।তবে সিলিন্ডার তৈরির উপাদান এই অঞ্চলের গভীর বরফের স্তরে লুকিয়ে আছে।খুঁজে বের করো।”থারিনিয়াস বরফ খনন করে সঠিক উপাদান বের করে কাজটি সফলভাবে শেষ করল।

তিনটি ধাঁধা ও টাস্ক শেষ হলে অ্যাথ্রাক্সা মুগ্ধ হয়ে বলল,

“তোমরা প্রমাণ করেছ যে তোমরা শুধু শক্তিশালী নও, বুদ্ধিমান এবং সাহসীও।বিশেষ করে,প্রিন্স জ্যাসপার, তোমার আত্মবিশ্বাস এবং বুদ্ধিমত্তা আমাকে মুগ্ধ করেছে। আমার কাছে তোমার সৌন্দর্য শুধু বাহ্যিক নয়,তোমার ভেতরের শক্তি আরো বেশি আকর্ষণীয়।তোমরা যা

চেয়েছ,তা তোমাদের দিচ্ছি।তবে মনে রেখো,বরফের এই অঞ্চলকে কোনোদিন ক্ষতিগ্রস্ত করতে চেষ্টা করো না।নইলে আমি আবার ফিরে আসব।”

অ্যাথ্রাক্সা বরফের গভীর থেকে অক্সিজেন সরবরাহের পথ খুলে দিল।জ্যাসপার আর বাকিরা দ্রুত অক্সিজেন সংগ্রহ করল আ্য মিশন

সফলভাবে শেষ করে আর্কটিক অঞ্চল থেকে বের হতে লাগলো।

আর্কটিক অঞ্চলের পথ ছিল বিপজ্জনক।চারপাশে শুধু বরফের পাহাড় আর ফাটল।বরফের বাতাস তীক্ষ্ণ ব্লেডের মতো কেটে যাচ্ছিল। প্রতি মুহূর্তে মনে হচ্ছিল বরফ ধসে পড়বে বা ভূতের আক্রমণ হবে।তবে জ্যাসপার,এথিরিয়ন, এবং থারিনিয়াস তাদের বুদ্ধি, সাহস,এবং

দলগত কাজ দিয়ে এই প্রতিকূলতা কাটিয়ে উঠতে সক্ষম হয়।এই মিশনের পরে,তারা বুঝতে পারল যে প্রকৃত শক্তি শুধু শক্তিতে নয়,বুদ্ধি এবং ঐক্যতেও নিহিত।আর্কটিক অঞ্চলের ঠান্ডা বাতাসে ঘেরা আকাশ ধীরে ধীরে গাঢ় কমলা রঙ ধারণ করছে জ্যাসপার,থারিনিয়াস,আর এথিরিয়ন নিজেদের মিশন সম্পূর্ণ করে পাহাড়ি রাস্তা বেয়ে ধীরে ধীরে

পুষ্পরাজ পাহাড়ের দিকে ফিরছে। সাফল্যের স্বস্তি সবার মুখে স্পষ্ট,তবে ক্লান্তির ছাপও লুকানো নেই।

থারিনিয়াস হালকা শ্বাস নিয়ে বলল,“অবশেষে কাজটা শেষ হলো। অক্সিজেন সংগ্রহ করাটা সহজ ছিল না,তবে অ্যাথ্র্যাক্সের ধাঁধাগুলোও কম কঠিন ছিল না।”

জ্যাসপার সামনের দিকে হাঁটতে হাঁটতে বলল,“অ্যাথ্র্যাক্স আমাদের

কাজটা কঠিন করেছে ঠিকই,কিন্তু একে সফলভাবে পার করার জন্য আমাদের প্রস্তুত থাকতে হয়েছিল। আমাদের এখন দ্রুত ল্যাবে ফিরে যেতে হবে।এটা শুধু আমাদের জন্য নয়,পুরো ভেনাসের জন্য গুরুত্বপূর্ণ।”

এথিরিয়ন মৃদু হেসে বলল,“জ্যাসু ভাইয়া তোমার কথা শুনে মনে হয় তুমি শুধু ভেনাসের প্রিন্স

নও,পৃথিবীর বিজ্ঞানীও।”পুষ্পরাজ পাহাড়ের নীলাভ আলো আর ঝর্ণার শব্দের মধ্যে দিয়ে তারা ল্যাবে প্রবেশ করল।ল্যাবের অভ্যন্তরিণ আলো উজ্জ্বল,আর মিস্টার চেন শিং ল্যাবের কনফারেন্স টেবিলের পাশে দাঁড়িয়ে তাদের অপেক্ষায় ছিলো।

চেন শিং কিছুটা উদ্বিগ্ন মুখে জিজ্ঞেস করলেন,“তোমরা ফিরে

এসেছো,অক্সিজেন সংগ্রহ করতে পেরেছো?”

জ্যাসপার সামনের দিকে এগিয়ে একটি ক্রিওজেনিক কন্টেইনার ধরে রাখল।কন্টেইনারের চারপাশে আলো ঝলমল করছে,যা দেখেই বোঝা যায় ভেতরে তরল অক্সিজেন সুরক্ষিত অবস্থায় রয়েছে।“এটা আমাদের সংগ্রহ করা অক্সিজেন,জ্যাসপার

বলল।“এই অক্সিজেন কন্টেইনারে সুরক্ষিত আছে।

চেন শিং প্রশংসার দৃষ্টিতে বললেন,“তোমরা অসাধারণ কাজ করেছ।তবে এটা ভেনাসে নেয়ার আগ পর্যন্ত সুরক্ষিত রাখতে হবে।”জ্যাসপার ক্রিওজেনিক কন্টেইনারটি ল্যাবের মূল অংশে স্থাপন করল।চারপাশে স্বয়ংক্রিয় ডিভাইস কাজ করতে শুরু করল।

থারিনিয়াস আর এথিরিয়ন কন্টেইনারের সুরক্ষা ব্যবস্থাগুলো পরীক্ষা করতে ব্যস্ত।

ল্যাবের বড় স্ক্রিনে ডেটা ভেসে উঠল,যা নির্দেশ করে যে অক্সিজেন স্থিতিশীল অবস্থায় আছে।জ্যাসপার নিজেই স্ক্রিনের ডাটা চেক করল। তার চোখে ছিল একধরনের তৃপ্তি। জ্যাসপার যখন গ্লাস হাউসে প্রবেশ করল,তখন তার উপস্থিতি যেন

একটি রাজপুত্রের আবির্ভাব।লিভিং রুমের সোফায় শরীর এলিয়ে দিয়ে সে কিছুটা বিশ্রাম নিল।মিশনের ধকল ওকে ক্লান্ত করে ফেলেছিল,এবং সে জানত,এখন তাকে একটি দীর্ঘ,শুদ্ধ শাওয়ার নিতে হবে।

“অ্যাকুয়ারা!”—এখন সেই মুহূর্তে,সে মনে মনে নিজের ভেতর স্বস্তির নিশ্বাস ফেলল।

অ্যাকুয়ারার পদক্ষেপের শব্দ শোনা গেল।সে দ্রুত হাজির হলো, যসদা প্রস্তুত এবং আদেশ শোনার জন্য।

“জি,প্রিন্স।বলুন,আপনার কি লাগবে?”

“তুমি কি ফিওনাকে আমার সকালের সিদ্ধান্তের ব্যাপারে জানিয়েছ?”—জ্যাসপার জানতে চাইল, তার কণ্ঠস্বরে গভীরতা ছিল।“হ্যাঁ,প্রিন্স।জানিয়েছি। তবে

মনে হচ্ছে,ফিওনা একটু চিন্তিত।”জ্যাসপার একটু হতাশা নিয়ে মাথা নাড়ল।“সেটা যাই হোক। এখন তুমি তাকে বলো,আমি কিছুক্ষণের মধ্যেই শাওয়ার নিব। ওকে আমার গোসলখানা দেখিয়ে দাও আর আমি যাওয়ার আগে সবকিছু ঠিকঠাক করে রাখতে বলো।”

অ্যাকুয়ারার সম্মতি পেয়ে,সে ফিওনাকে জানাতে চলে গেল।

ফিওনা যখন শাওয়ার রুমে প্রবেশ করল,তখন তার চোখ বিস্ময়ে চকচক করে উঠল।সে যে বিশাল বাথটাবটি দেখল,সেটি পাহাড়ের কোলে ঝুলে থাকা বারান্দায় অবস্থিত,যেন রাজকীয় অভিজাততার প্রতীক।

বাথটাবটি গভীর ও প্রশস্ত,বাষ্পীয় জলীয় বর্ণনার মত পরিবেশ তৈরি করেছে।তার মনে হলো,এটি কেবল একটি বাথটাব নয় বরংএকটি অভিজাত অভিজ্ঞতার অংশ।তবে তার মনে একটি প্রশ্ন উঁকি দিল জ্যাসপারের ব্যক্তিগত কাজ তাকে দিয়ে কেনো করানো হচ্ছে?এটি সত্ত্বেও,ফিওনা ধীরে ধীরে সাবান ও শ্যাম্পুকে সঠিক জায়গায় গুছিয়ে

রাখল।টাওয়ালটি যথাস্থানে রাখার পর,বাথটাবে বরফের টুকরো ছড়িয়ে দিলো। সবকিছু গুছিয়ে শেষ করার পর,সে বের হতে যাবে, ঠিক তখনই শাওয়ার রুমে জ্যাসপার প্রবেশ করল—একদম খালি গায়ে,যেন সারা বিশ্বের ভার থেকে মুক্ত।

জ্যাসপারের পেশীবহুল শরীর তার দৃঢ় গঠন আর আত্মবিশ্বাসী ভাব ফিওনার মনে নতুন এক উত্তেজনা

এনে দিল।সে যেন অসংখ্য রাজকীয় ভিজ্যুয়ালের মধ্যে প্রবাহিত হচ্ছে।

“হামিংবার্ড,”—জ্যাসপার তার দিকে তাকিয়ে বলল,তার গলা গভীর ও মধুর।“তুমি কি সব কিছু প্রস্তুত করেছ?”

ফিওনা কিছু বলতে গিয়ে থমকে গেল,তার হৃদস্পন্দন দ্রুত হয়ে উঠল।তার মুখে একটি শব্দও বের

হচ্ছিল না।সে শুধু মাথা নেড়ে নিশ্চিত করল।

জ্যাসপার ধীরে ধীরে বাথটাবে বসে পড়ল,জলমগ্ন তার শরীরের পেশীগুলি যেন বাষ্পের মধ্যে কোমলভাবে লেপটে গেছে।ফিওনা তখন মনে মনে বেরিয়ে যেতে চাইছিল,কিন্তু তার কণ্ঠস্বর শুনে হঠাৎ থেমে গেল।

“দাঁড়াও।তোমাকে কি আমি যেতে আদেশ দিয়েছি?”—জ্যাসপারের গম্ভীর কণ্ঠস্বর শোনার পর ফিওনার হৃদয়টি দ্রুত ধুকপুক করতে শুরু করল।“তোমার কাজ এখনো শেষ হয়নি।আমি যতক্ষণ শাওয়ার নিবো,তুমি এখানেই দাঁড়িয়ে থাকবে,”—সে বলল,যেন তার প্রত্যেকটি শব্দে একটি অদৃশ্য শক্তি ছিল।

ফিওনার চোখের কোণে একটি প্রশ্ন উঁকি দিল—এই মুহূর্তে তার নিজস্ব স্বাধীনতা কিভাবে ভেঙে যাচ্ছে। কিন্তু তার মনের মধ্যে যে অদ্ভুত অনুভূতি জেগে উঠেছিল,তা তাকে স্থির করতে বাধ্য করল।

“আমি—”সে শুরু করতেই জ্যাসপার তার দিকে একদৃষ্টিতে তাকাল,যেন তার কথাগুলোকে একটি দার্শনিক প্রশ্ন হিসেবে গ্রহণ করছে।

“শুধু আমাকে দেখতে থাকো,”—সে কিছুটা ঠাণ্ডা গলায় বলল। “এই মুহূর্তে,তোমার কাজ কেবল আমার সামনে থাকা,তুমি কতোটা আত্মসংযমী তার প্রমাণ দেওয়া।”ফিওনা নিজের চিৎকার ও প্রতিবাদের আকাঙ্ক্ষাকে গিলে ফেলল।সে সেখানেই দাঁড়িয়ে রইল,অথচ তার হৃদয়ের মধ্যে একটি অদ্ভুত তোলপাড় চলছিল।

জ্যাসপার যখন ধীরে ধীরে শরীরের জলে ডুবিয়ে দিতে লাগলো,তখন তার প্রতি নজর দেওয়া ছাড়া তার আর কোনো উপায় ছিল না।

জ্যাসপার এক হাতে সাবান নিয়ে ধীরে ধীরে তার ফর্সা সুঠাম দেহে লাগাতে লাগল।জলবিন্দুর মতো সাবান ছড়িয়ে পড়ার সাথে সাথে যেন একটি নতুন বিশ্বে প্রবেশ করল ফিওনা।তার দৃষ্টি স্থির হয়ে গেল—

প্রতিটি সেকেন্ডে সময় যেন থেমে গেল।ঢোক গিলতে গিলতে সে অনুভব করল,শরীরের তপ্ত অনুভূতি তার অন্তরজগতে দোলা দিচ্ছে।

জ্যাসপারের শরীরের পেশী সজীব হয়ে উঠছে,আর ফিওনার চোখের দিকে তাকিয়ে সে যেন এক নতুন আত্মবিশ্বাস অর্জন করল।ফিওনার মনে হাহাকার উঠল—সে আরও বেশি দেখতে চাইছে,জ্যাসপারের

রূপে মুগ্ধ হয়ে উঠছে।তার মন ও শরীর এক অসমানভাবে প্রভাবিত হচ্ছিল;জ্যাসপারের সৌন্দর্যের কাছে সমস্ত সংযম যেন হার মানছে।

ফিওনা তার ফ্রকের কোনা দুই হাতে খামচে ধরল।এটি তার কাছে যেন একটি উপায় ছিল নিজেকে সংযত করার,কিন্তু বেহায়া দৃষ্টির কাছে সে লজ্জা ও নীরবতাকে ভুলে গিয়েছিল। জ্যাসপারের কোমলতার মধ্যে একটি

অদ্ভুত আকর্ষণ ছিল,যা তাকে স্থির রাখতে পারেনি।প্রতি মুহূর্তে,জ্যাসপার যখন সাবান মাখছিল,তার শরীরের প্রতিটি কোণ যেন নতুন করে জেগে উঠছিল। ফিওনা বুঝতে পারছিল,এই দৃশ্যের মায়া তাকে প্রবলভাবে বাঁধা দিয়ে রেখেছে।যতই চেষ্টা করুক,ততই তাকে স্থির রাখতে পারছিল না—সে

যেন একটি নির্লজ্জ দর্শক,যা শুধুমাত্র সৌন্দর্যের উন্মাদনায় নিমজ্জিত।

জ্যাসপারের সৌন্দর্য যেন তার অভ্যন্তরের সমস্ত আবেগকে উসকে দিচ্ছিল।ফিওনার চিন্তার দ্বিধা দুর্বল হয়ে পড়ল,এবং তার শরীরের মধ্যে যে আগুন জ্বলছিল,তা ক্রমাগত জ্বলে উঠতে লাগল।

জ্যাসপার খুশি চোখে ফিওনার দিকে তাকিয়ে বললো,

“কি হলো?দাঁড়িয়ে থাকতে কষ্ট হচ্ছে?অস্থির লাগছে হামিংবার্ড?”তার কণ্ঠে একটি ঠোঁটকাটা হাসি ছিল,যেন সে ফিওনার অস্বস্তির দিকে নজর রেখেছে।ফিওনা তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে জ্যাসপারের দিকে তাকালো,তার হৃদয়ে একটি অদ্ভুত অনুভূতি উন্মোচিত হচ্ছিল। “দেখুন,আপনার ব্যক্তিগত সময়ের মধ্যে আমাকে কেনো দাঁড়িয়ে থাকতে হচ্ছে?এটা

কেমন অসস্থিকর আমার জন্য”সে বললো, তার কণ্ঠে কিছুটা অসহায়তা ছিল।

জ্যাসপার সামান্য দুষ্টু হাসি দিয়ে বললো,”এটা তোমার জন্য কিছুটা অস্বস্তিকর হতে পারে,কিন্তু আমি তো চাই তুমি এটা অনুভব করো,তোমার এই অস্থিরতা আমাকে শান্তি দিচ্ছে।”

ফিওনার গালে লালিমা ছড়িয়ে পড়লো।জ্যাসপারের কথায় তার অসহায়তা কিছুটা প্রশমিত হলো,তবে তার শরীরে যে উত্তেজনা কাজ করছিল তা তো কমেনি।

“কিন্তু,আপনাকে এই অবস্থায় চোখের সামনে দেখা ... এটা...” ফিওনার কণ্ঠটা ধরা পড়লো।

“কি এটা?”জ্যাসপার তার স্নিগ্ধ দৃষ্টিতে জিজ্ঞেস করলো, যেন সে

ফিওনার মানসিক দ্বন্দ্বের গভীরে প্রবেশ করতে চাচ্ছে।ফিওনা কিছু বলতে গিয়ে থেমে গেল,তার মনের ভেতর দোলাচল ছিল। “এটা অস্বস্তিকর,কিন্তু...”, সে বলল, “এটা আপনার জন্য স্বাভাবিক,কিন্তু আমার জন্য...”

জ্যাসপার হালকা এক হাসিতে বললো,”আমার জন্য সবকিছু স্বাভাবিক হয়ে গেছে,হামিংবার্ড।তুমি

আমার কাছে কাছে থাকার অনুভূতি কখনোই অস্বস্তিকর হতে পারে না।”

ফিওনার হৃদয়টি ধক করে উঠলো। এই মুহূর্তে,সে বুঝতে পারছিল যে জ্যাসপার শুধু তাকে নিজের কাছে টানছে না,বরং তাকে তার অন্তরের এক নতুন দিক দেখাচ্ছে।

জ্যাসপার হঠাৎ সাবান মাখতে মাখতে বললো,”ফিওনা, আমার হাত পিঠে যাচ্ছেনা।একটু পিঠে সাবান

মাখিয়ে দাও তো।”ফিওনার চোখগুলো বিস্ময়ে বড় হয়ে গেল। “কি?আমি আপনার পিঠে সাবান মাখবো?”সে বিস্মিত গলায় বললো। জ্যাসপার ধীরে ধীরে তার ভেজা শরীরে সাবান মাখতে মাখতে আবার বললো,”হ্যাঁ,আর যদি না করো তবে শাস্তি ধার্য করবো তোমার জন্য।”ফিওনা মুহূর্তেই বুঝতে পারলো,এই ফায়ার মনস্টারটার

আবার কোন কঠিন শাস্তি দিবে।তার হৃদয়ে উত্তেজনা আর অস্থিরতা দুইই একসাথে কাজ করতে লাগলো। সে মনে মনে ভাবলো ‘না করে কোনো উপায় নেই ফিওনা ।’

ফিওনা ধীরে ধীরে সাবান হাতে জ্যাসপারের পিঠে লাগাতে শুরু করলো।তার শ্বাস ধীরে ধীরে ভারী হয়ে উঠছিল।জ্যাসপারের পিঠ এতটাই নিখুঁত,যেন কোনো শিল্পী

সাবধানে পাথরে খোদাই করেছে। তার পিঠের প্রতিটি পেশি স্পষ্ট,শক্তিশালী এবং মসৃণ,যা ফিওনাকে অনিচ্ছাসত্ত্বেও আকর্ষণ করছিল।

ফিওনা নিজের হাতের নরম স্পর্শ সাবধানে রাখার চেষ্টা করছিল,কিন্তু প্রতিটি মুহূর্তে সে তার নিজের ধকধক করা হৃদয়কে নিয়ন্ত্রণ করতে পারছিল না।তার মনে হচ্ছিল,সে

কোনো নিষিদ্ধ কাজ করছে।ফিওনার অসস্থি ক্রমশ বেড়ে যাচ্ছিল,কারণ সে জ্যাসপারের শরীরের সৌন্দর্যের প্রতি দুর্বল হয়ে পড়ছিল।জ্যাসপার প্রথমে স্থির ছিল,কিন্তু যখন ফিওনার হাত তার পিঠ স্পর্শ করলো,তখন সে হালকা একটা শিহরণ অনুভব করলো।তার মুখে একটি মৃদু হাসি ফুটে উঠলো। "তোমার স্পর্শ,হামিংবার্ড," সে মৃদু কণ্ঠে

বললো, “এটা অনেক বেশি কোমল। আমার মনে হয় না তুমি কখনও কাউকে এভাবে ছুঁয়েছ।”ফিওনা কোনো উত্তর দিতে পারলো না।তার হাত থেমে যাওয়ার উপক্রম করলো,কিন্তু জ্যাসপার তার সুরেলা কণ্ঠে বললো,”চালিয়ে যাও।আমি জানি তুমি এটা উপভোগ করছো।” জ্যাসপারের অনুভূতি যেন নতুন কিছু প্রকাশ করছিল। ফিওনার স্পর্শ

তার পিঠের পেশীগুলোর প্রতিটি স্নায়ুতে যেন উত্তাপ ছড়িয়ে দিচ্ছিল। সে চোখ বন্ধ করলো, গভীরভাবে শ্বাস নিলো,যেন ফিওনার কোমল হাতের প্রতিটি চলাচল তার ভেতরে কোনো গভীর অনুভূতি জাগিয়ে তুলছে।

ফিওনার হাত ধীরে ধীরে সাবানের ফেনা তার পিঠে ছড়িয়ে দিতে থাকলো।তার হাতের প্রতিটি মৃদু

স্পর্শ জ্যাসপারের মধ্যে অদ্ভুত উত্তেজনা ছড়াচ্ছিল। “তোমার হাত এতটাই মসৃণ,” জ্যাসপার বললো, “তোমার ছোঁয়া আমাকে অন্য এক দুনিয়ায় নিয়ে যাচ্ছে।”ফিওনা লজ্জায় নতজানু হয়ে রইলো,কিন্তু তার হাত থামল না। তাদের মাঝে এক গভীর নীরবতা তৈরি হলো,যেখানে স্পর্শ,অনুভূতি, আর নিঃশব্দ ভাষাই সমস্ত কিছু প্রকাশ করছিল।

জ্যাসপার আর নিজেকে ধরে রাখতে পারল না। ফিওনার কোমল স্পর্শ আর তার নির্ভরতা যেন তার ভেতরের সমস্ত বাধা ভেঙে দিলো। হঠাৎ,পেছন থেকে ফিওনার হাত খপ করে ধরে সে এক টানে তাকে সামনে এনে সোজা বাথটাবের বরফ শীতল পানিতে ফেলে দিলো।

জ্যাসপারের শক্তিশালী হাতের টান এতো দৃঢ় ছিল যে ফিওনা এক

সেকেন্ডও প্রতিরোধ করার সুযোগ পেল না।সোজা বরফ শীতল পানিতে পড়ে গেল ফিওনা।বরফ কুচির ঠান্ডা স্পর্শে তার শরীর শিউরে উঠল,যেন প্রতিটি রক্তবিন্দু জমে যাচ্ছে।

“আপনি এটা কী করলেন?”ফিওনা বিস্মিত আর কাঁপতে কাঁপতে জিজ্ঞেস করল,কিন্তু তার কণ্ঠে অসহায়তা স্পষ্ট ছিল।কিন্তু তখন জ্যাসপার তাকে ঘনিষ্ঠ করে তুলে

ধরল।তার হাতের দৃঢ়তায় যেন কোনো ভয় নেই।এই মুহূর্তে ড্রাগন তাপমাত্রায় গরম তার দেহ,যা ফিওনার শীতল শরীরে উষ্ণতার ঢেউ এনে দিলো।

“শান্ত হও,হামিংবার্ড,” জ্যাসপার ফিসফিস করল,তার কণ্ঠ গভীর এবং শান্ত।”তোমাকে বরফের স্পর্শ শেখাতে চেয়েছিলাম,কিন্তু দেখছি

আমার উষ্ণতা ছাড়া তুমি টিকতে পারছ না।”

ফিওনা তার শরীরের শীতলতা ভুলে জ্যাসপারকে শক্ত করে জড়িয়ে ধরল।তার হাত জ্যাসপারের পিঠে স্থির হয়ে গেল,আর তার মাথা স্বাভাবিকভাবেই জ্যাসপারের উষ্ণ বুকে ঠেকল।

জ্যাসপার অনুভব করল ফিওনার নিঃশ্বাস তার চামড়ায় হালকাগরম

ভাব তৈরি করছে।সে মৃদু হাসল,যেন এই মুহূর্তে ফিওনার ওপর তার নিয়ন্ত্রণ পূর্ণ হয়েছে।“তুমি এখনো ঠান্ডায় কাঁপছ,”জ্যাসপার বলল তার গলার গভীরতা আর উত্তাপ ফিওনাকে আরও নির্ভর করতে বাধ্য করল।”তোমার শরীর তো বরফে লড়াই করতে প্রস্তুত নয়।কিন্তু আমার তাপ তোমাকে উষ্ণ করে রাখবে।”

ফিওনা একটুও সরল না।বরং তার হাত আর শক্ত হলো।সে তার ঠান্ডা শরীরটাকে জ্যাসপারের উষ্ণতায় আরও মিশিয়ে দিলো।তার মনের ভিতর প্রশ্ন ছিল—কেন এই ড্রাগন পুরুষটা এতটা শক্তিশালী,এতটা উষ্ণ, আর এতটা নিয়ন্ত্রণে রাখতে পারে তাকে?

বরফের পানিতে ড্রাগনের তাপমাত্রা যেন এক অনন্য দ্বন্দ্ব তৈরি

করেছিল।সেখানে একজন ছিল শীতলতার বন্দি,আর অন্যজন ছিল জ্বলন্ত আগুনের মূর্তি।

কিছুক্ষণ পর বরফের ঠান্ডা যেন জ্যাসপারের ড্রাগনের তাপমাত্রার কাছে হার মানতে শুরু করল।পানির কাঁপুনি উষ্ণতায় বদলে যেতে লাগল।ফিওনা তখনো জ্যাসপারের শক্ত বুকে নিজেকে লুকিয়ে রেখেছিল, তার শরীরের প্রতিটি

কোষ সেই উষ্ণতায় শিথিল হয়ে যাচ্ছিল।হঠাৎ জ্যাসপার তার কোমরে মৃদু চাপ দিয়ে ফিওনাকে সামনে ঘুরিয়ে দিল।ফিওনার পিঠ তার দিকে,আর সে ধীরে ধীরে কাছে সরে এল।ফিওনা বুঝল,সে এখন পুরোপুরি জ্যাসপারের ঘেরাটোপে।

জ্যাসপারের হাত কোমরের দু'পাশে স্থির হলো,আর তার মুখ ফিওনার ঘাড়ের কাছে নেমে এলো।ফিওনা

অনুভব করল এক দীর্ঘ নিঃশ্বাস,যা তার ঘাড়ে উষ্ণ স্পর্শ ফেলে গেল। সেই স্পর্শে ফিওনার মেরুদণ্ড বেয়ে এক ঝাঁক শিহরণ নেমে গেল।

“তোমার শরীর এখনো ঠান্ডায় জমে আছে,হামিংবার্ড,” জ্যাসপার মৃদু স্বরে বলল,যেন প্রতিটি শব্দ তার কানে নয়,তার অন্তরে দোলা দিচ্ছিল। ফিওনা নিজের শ্বাস আটকে রাখতে চাইল,কিন্তু পারল না।জ্যাসপারের

হাত ধীরে ধীরে তার কাঁধ ছুঁয়ে নিচে নেমে গেল,যেন তার প্রতিটি স্নায়ু জেগে উঠছিল।

“আপনার তাপমাত্রায় এই বরফের পানিও আগুনের মতো হয়ে উঠছে,”ফিওনা অজান্তে বলে ফেলল, আর সঙ্গে সঙ্গেই তার মুখ রঙে ভরে গেল।

জ্যাসপার হেসে বলল, “তবে আমিও এই আগুনে জ্বলতে চাই,হামিংবার্ড।”

ফিওনা আর কিছু বলতে পারল না। শুধু চোখ বন্ধ করে অনুভব করল সেই মুহূর্তের প্রতিটি শিহরণ,যা তার জীবনে প্রথমবারের মতো এত গভীর অনুভূতি এনে দিয়েছিল। জ্যাসপার এক মুহূর্তের দ্বিধা ছাড়াই শ্যাম্পুর বোতল হাতে তুলে নিল। বোতল থেকে সামান্য শ্যাম্পু তার শক্ত, অথচ কোমল হাতের তালুতে ঢেলে নিয়ে ধীরে ধীরে ফিওনার চুলে

মাখিয়ে দিতে শুরু করল।তার আঙুলগুলো এতটাই নিখুঁতভাবে চুলের ভেতর দিয়ে চলছিল যেন প্রতিটি স্পর্শে শুধু শ্যাম্পু নয়,স্নেহ আর যত্নও মিশে ছিল।

শ্যাম্পুর মিষ্টি সুবাস ধীরে ধীরে বাতাসে ছড়িয়ে পড়ল। ফিওনা মুহূর্তের জন্য চমকে উঠল, যেন এই ভয়ংকর ড্রাগনের হাতের এতটা

কোমলতার স্বাদ নেওয়া তার কল্পনার বাইরে ছিল।

ফিওনা চুপচাপ বসে থাকল,মাথার চুলে জ্যাসপারের আঙুলের প্রতিটি চাল আর শ্যাম্পুর স্পর্শ তার অনুভূতিকে স্নিগ্ধতার এক অন্য জগতে নিয়ে যাচ্ছিল। তার মনে হঠাৎ করে মিস ঝাং-এর কথা মনে পড়ল, যিনি ছোটবেলায় সবসময়

এত যত্ন করে তার চুল শ্যাম্পু করতেন।

ফিওনার ঠোঁটের কোণে এককোঁটা হাসি ফুটে উঠল। অজান্তেই তার বুকের মধ্যে একটা ভালো লাগার স্রোত বইতে শুরু করল।জ্যাসপার চুপচাপ তার কাজ চালিয়ে যাচ্ছিল,তবে ফিওনার হাসিটা তার চোখ এড়াল না।”তোমার মুখে হাসি

কেন, হামিংবার্ড?” জিজ্ঞেস করল জ্যাসপার,তার স্বর মৃদু এবং গভীর।
ফিওনা কিছুটা লজ্জা নিয়ে বলল,”ছোটবেলায় মিস ঝাং আমার চুল শ্যাম্পু করত।এই মুহূর্তটা... যেন সেই সময়ের মতো মনে হচ্ছে। তবে...”
“তবে কী?” জ্যাসপার একটু ঝুঁকে এসে ফিসফিস করল।

ফিওনা একটু হেসে বলল, “তবে আপনি খুব ভালো শ্যাম্পু করতে পারেন।”

জ্যাসপার হালকা হেসে বলল, “তুমি জানো না,ফিওনা, আমি যা কিছু করি,সেটা পারফেক্ট হওয়ার জন্যই করি।”ফিওনার মুখ লজ্জায় রাঙা হয়ে উঠল,আর সে চোখ নামিয়ে আনল।

শ্যাম্পু শেষ করার পর,জ্যাসপার নিঃশব্দে পাশ থেকে হ্যান্ড শাওয়ারটি তুলে নিল।তার মসৃণ,নিখুঁত দক্ষতায় ফিওনার চুল ধুয়ে দিল,যেন প্রতিটি আঙুলের ছোঁয়ায় তার চুল থেকে শ্যাম্পুর শেষ বিন্দুটুকু পরিষ্কার হয়ে যাচ্ছে।ফিওনা চুপচাপ বসে ছিল,তার হৃদস্পন্দন যেন কিছুটা দ্রুত হয়ে উঠেছে।

চুল ধোয়ার কাজ শেষ হলে জ্যাসপার এক মুহূর্তের জন্য থামল। ফিওনার দিকে গভীর চোখে তাকিয়ে কিছু যেন ভাবল,তারপর আচমকা তাকে নিজের দিকে টেনে নিল।“কি করছেন আপনি?” ফিওনার কণ্ঠে কিছুটা অবাক ভাব।কোনো কথার উত্তর না দিয়ে জ্যাসপার হঠাৎই ফিওনাকে নিয়ে বাথটাবের গভীর পানিতে ডুব দিল। বরফের ঠান্ডা

জল তখন উষ্ণতায় মিশে এক অদ্ভুত অনুভূতি তৈরি করছিল। ফিওনার শরীরে শিহরণ ছড়িয়ে গেল,কিন্তু তার চোখগুলো বন্ধ করতে পারল না।ডুব থেকে উঠে জ্যাসপার তার শ্বাস নিল,তারপর ফিওনার চোখে গভীর দৃষ্টিতে তাকাল।সেই দৃষ্টি,যেন জ্বলন্ত আগুনের শিখার মতো,ফিওনার সমস্ত আত্মাকে ছুঁয়ে গেল।

“তুমি ভয় পেয়েছো?”জিজ্ঞেস করল জ্যাসপার,তার গলার স্বরে একটা গভীরতা।ফিওনা ধীরে মাথা নাড়ল,কিন্তু তার চোখের ভাষা বলল অন্য কথা।

জ্যাসপার তার ঠোঁটের কোণে হালকা এক ফোঁটা হাসি ফুটিয়ে বলল,”ভয় পাওয়ার কিছু নেই,হামিংবার্ড।আমি তো আছি।”এরপর,এক মুহূর্তের দ্বিধা ছাড়াই জ্যাসপার পুনরায় গভীর

জলে ডুব দিল।ফিওনা তখন নিঃশ্বাস বন্ধ করে অপেক্ষা করছিল,কিন্তু পরের মুহূর্তে জ্যাসপার তার ঠোঁটের মাঝখানে নিজের ঠোঁট ডুবিয়ে দিল। গাঢ়,গভীর আর প্রগাঢ় সেই চুম্বনে সময় থমকে দাঁড়াল। ফিওনা বুঝতে পারছিল,এই মুহূর্তে সে আর কেবল জ্যাসপারের কব্জায় নেই;তার হৃদয়ও সেই আগুনে জ্বলে উঠেছে।

পানি তাদের চারপাশে ঢেউ তুলছিল,কিন্তু তারা একে অপরের অস্তিত্বে সম্পূর্ণ হারিয়ে গিয়েছিল। তাদের মধ্যে কোনো কথা ছিল না,কেবল সেই চুম্বনের গভীরতায় সমস্ত অনুভূতি মিশে গিয়েছিল।

চুম্বনের প্রগাঢ়তার তীব্রতায় ফিওনার নিঃশ্বাস ধীরে ধীরে আটকে আসছিল।জ্যাসপারের শক্ত অথচ কোমল ঠোঁটের স্পর্শ যেন তাকে

আর তার নিজস্ব জগতে রাখতে দিচ্ছিল না।পানির নিচে যেন সময় থেমে গিয়েছিল,শুধু তাদের দম বন্ধ করা অনুভূতিগুলো ছিল অবশিষ্ট। একসময় ফিওনার শরীর হালকা কেঁপে উঠল,তার নিঃশ্বাস আটকে যাওয়ার প্রভাব স্পষ্ট হতে লাগল। এটা টের পেয়েই জ্যাসপার তার শক্ত হাত দিয়ে ফিওনাকে ধরে নিয়ে দ্রুত পানির ওপরে উঠে এলো।পৃষ্ঠে

পৌঁছে ফিওনা হঠাৎই তীব্রভাবে শ্বাস নিলো।ঠান্ডা বাতাস তার ফুসফুস ভরিয়ে দিচ্ছিল,আর সে জোরে জোরে নিঃশ্বাস নিতে লাগল। জ্যাসপার তখনো তার কোমর জড়িয়ে ধরে রেখেছিল,তার চোখে গভীর এক তৃপ্তি আর অপরিসীম অনুভূতির ছাপ।

“তুমি ঠিক আছো তো হামিংবার্ড?”জ্যাসপার গভীর, শান্ত

স্বরে জিজ্ঞাসা করল।ফিওনা কোনোভাবে মাথা নাড়িয়ে হ্যাঁ সূচক জবাব দিল,কিন্তু তার মুখের লালিমা আর বিক্ষিপ্ত নিঃশ্বাস জ্যাসপারকে স্পষ্ট করে জানিয়ে দিল সে কতটা প্রভাবিত হয়েছে।

জ্যাসপার তার ঠোঁটের কোণে এক চিলতে হাসি ফুটিয়ে বলল,”তোমাকে ঠিকমতো শ্বাস নিতে দেওয়া উচিত ছিল,তবে তোমার চোখে যে বিস্ময়

আর অনুভূতি দেখলাম,সেটা কোনোভাবেই মিস করতে পারতাম না।”

ফিওনা হঠাৎই আবার লজ্জায় মুখ ফিরিয়ে নিলো।

তার হৃদস্পন্দন এখনো দ্রুত চলছিল,আর সে অনুভব করল,এই আগুনে ড্রাগনের সঙ্গে প্রতিটি মুহূর্ত যেন তার নিজের আত্মাকে নতুন করে সংজ্ঞায়িত করছে।জ্যাসপার

ধীর পায়ে বাথটাব থেকে উঠে দাঁড়াল,পানির ফোঁটাগুলো তার সুঠাম শরীর বেয়ে নিচে পড়ছিল।তার তীক্ষ্ণ চোখে এক অদ্ভুত তৃপ্তি আর গভীর কিছু অনুভূতি খেলা করছিল। ফিওনাকে শক্ত হাতে ধরে এক সহজ ভঙ্গিতে কোলে তুলে নিলো,যেন তার ওজন তার কাছে কিছুই নয়।

পানির সোঁদা গন্ধ আর শ্যাম্পুর মিষ্টি ঘ্রাণ মিলে ঘর ভরে উঠেছিল। ফিওনাকে বাথটাবের পাশে নামিয়ে রেখে,জ্যাসপার পাশ থেকে একটি নরম সাদা তোয়ালে তুলে নিলো। কোনো কথা না বলেই সে সাবলীল ভঙ্গিতে ফিওনার ভেজা চুল মুছে দিতে লাগল।তার প্রতিটি স্পর্শে যেন ছিল এক অব্যক্ত কোমলতা,যা তার

আগের সমস্ত কঠোরতা ঢেকে দিচ্ছিল।

ফিওনার চুল মুছে দিয়ে,জ্যাসপার তোয়ালেটি তার মাথার ওপর ঢেকে ঘোমটার মতো করে পরিয়ে দিলো। তার চোখে তখনো সেই রহস্যময় দৃষ্টির ঝিলিক ছিল, যেন তার কাজ এখানেই শেষ হয়নি।

জ্যাসপারের ঠোঁটের কোণে একধরনের শয়তানি হাসি ফুটে

উঠল।সে ধীরে ধীরে ফিওনার মুখের কাছে ঝুঁকল, তার গভীর দৃষ্টি ফিওনার চঞ্চল চোখের ওপর স্থির। তার ঠোঁট ফিওনার ঠোঁটের এতটা কাছে এলো যে তাদের নিঃশ্বাস মিশে গেল এক বিন্দুতে।ফিওনার চোখ বিস্ময়ে বড় হয়ে গেল।তার হৃদয় যেন মুহূর্তে লাফিয়ে উঠল,কিন্তু জ্যাসপার হঠাৎ থেমে গেল। তার চোখে এক ঝলক চিন্তা ফুটে উঠল।

“তোমাকে ভয় পাইয়ে দেওয়া আমার উদ্দেশ্য নয়, হামিংবার্ড,”জ্যাসপার হালকা গম্ভীর স্বরে বলল।তার ঠোঁটের কোণে সেই শয়তানি হাসি স্থির ছিল,কিন্তু চোখে ছিল অদ্ভুত মায়া।

ফিওনা তার দিকে তাকিয়ে রইল,কিছু বলতে গিয়ে থেমে গেল। তার ভেতরের অনুভূতির বিস্ফোরণ তাকে স্থির থাকতে দিচ্ছিল না,কিন্তু

জ্যাসপারের আচরণে এক ধরনের আশ্চর্য আরামও পাচ্ছিল।

জ্যাসপার ধীরে ধীরে দূরে সরে গিয়ে বলল,"দ্রুত জামাকাপড় পাল্টে নাও নাহলে ঠান্ডা লেগে যাবে আর ভালো করে চুলটা শুকিয়ে নিবে।" তার কণ্ঠে ছিল এক অদ্ভুত স্নেহ আর যত্ন।জ্যাসপার বারান্দা থেকে বেরিয়ে যেতে শুরু করেছিল, তার প্রত্যেকটি পদক্ষেপে একরকম রাজার মতো

গাম্ভীর্য।কিন্তু ঠিক তখনই ফিওনা তার অবাক আর ক্রুদ্ধ কণ্ঠে প্রশ্ন ছুঁড়ে দিলো,”আপনি আমার সাথে হঠাৎ এমন আচরণ কেন করছেন? আমি কিছুই বুঝতে পারছি না!এটা আসলে কী ধরনের আচরণ?”

জ্যাসপার থমকে দাঁড়াল,তার পায়ের তলে পানি জমে যাচ্ছিল,আর বাতাসে শ্যাম্পুর ঘ্রাণ ভেসে বেড়াচ্ছিল। সে ধীরে ধীরে ঘুরে

দাঁড়াল, তার চোখে একধরনের খেলো উষ্ণতা আর গভীরতা ফুটে উঠল।তার ঠোঁটের কোণে সেই চিরপরিচিত শয়তানি হাসি,যা ফিওনার হৃদস্পন্দন বাড়িয়ে তুলছিল।"প্রেমের আচরণ," জ্যাসপার সহজ আর সংক্ষিপ্ত উত্তর দিল।

ফিওনার মুখ বিস্ময়ে খুলে গেল। তার কণ্ঠ কাঁপল, "কিন্তু...আপনার

তো লাভ ফাংশনাল ডিলিট!আপনি তো প্রেম বোঝার মতোই নন!”জ্যাসপারের চোখে যেন বিজয়ীর চমক ফুটে উঠল।সে একপলক ফিওনার চোখে তাকাল,তারপর ঠোঁটের কোণে এক রহস্যময় হাসি ফুটিয়ে বলল,”তোমার চুম্বনে সেটি আবার অ্যাকটিভ হয়ে গেছে।”

সে এক চোখ টিপ মেরে ভেজা অবস্থায় গোসলের স্থান থেকে বেরিয়ে গেল।পানির ফোঁটা পড়তে পড়তে তার পেছনের দৃশ্য যেন এক শিল্পকর্মের মতো ফুটে উঠছিল। ফিওনা হতভম্ব হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। তার হৃদয় যেন এক মুহূর্তে মনের সব ভাবনা গুছিয়ে নিতে পারছিল না। নিজের মনে বলতে লাগল,"এই ড্রাগন আমার প্রেমে পড়ে গেলো

কিভাবে?”তার চোখে অজস্র প্রশ্ন আর মুখে একধরনের মিষ্টি লজ্জার ছাপ।কিন্তু তার মন বারবার ফিরে যাচ্ছিল জ্যাসপারের সেই চমকপ্রদ মন্তব্যে।ভেনাসের ফ্লোরাজ রাজ্যে:

ফ্লোরাজ রাজ্যের ফুলের প্রাসাদ। বাতাসে ল্যাভেন্ডারের মিষ্টি গন্ধ ছড়িয়ে আছে।প্রাসাদের শীতল মার্বেলের মেঝেতে হেঁটে যাচ্ছিল অ্যালিসা।তার লম্বা লাল চুল উজ্জ্বল

আলোয় চকচক করছে।তার চোখে একধরনের অস্থিরতা।পাশে দাঁড়িয়ে ছিল তার ছোট বোন সিলভা,যার চেহারায় কৌতূহল আর চিন্তার মিশ্রণ।

“তুমি কি জানো,সিলভা? প্রিন্স অরিজিন এথিরিয়নকে পৃথিবীতে উদ্ধার করেছে,”অ্যালিসা বলল,তার কণ্ঠে শীতল এক সুর।“হ্যাঁ,শুনেছি। মাউন্টেন গ্লাস হাউজে নিয়ে গিয়ে

রেখেছে।কিন্তু এতদিন তুমি কিছু করোনি কেন আপু? তুমি তো বলেছিলে পৃথিবীতে যাওয়ার কথা,” সিলভা কৌতূহল ভরা কণ্ঠে বলল।

অ্যালিসার ঠোঁটের কোণে এক চিলতে হাসি ফুটে উঠল। “প্রিন্স ব্যস্ত ছিল।তার মন পুরোপুরি এথিরিয়নের মুক্তিতে কেন্দ্রীভূত ছিল।আমি যদি তখন পৃথিবীতে যেতাম,সে আমাকে

যথেষ্ট মনোযোগ দিত না।কিন্তু এখন...”

সিলভা দ্রুত অ্যালিসার কথার মাঝখানে বলল,”এখন তুমি পৃথিবীতে যাওয়ার পরিকল্পনা করছো?”

অ্যালিসা সিলভার দিকে ঘুরে তাকাল।তার হ্যাজেল চোখে একধরনের দৃঢ়তা। “হ্যাঁ।আমি কয়েকদিনের মধ্যেই পৃথিবীতে যাব।

প্রিন্সের সঙ্গে আমাদের বিয়ের কথা চলছে।এটা আমার দায়িত্ব যে সে আমার কাছে আসুক।”

সিলভা একটু ইতস্তত করল। “তাহলে আমিও যাব।”অ্যালিসা ভ্রু কুঁচকাল। “তুমি কেন যাবে, সিলভা? পৃথিবী কোনো মজা করার জায়গা নয়।”

সিলভা হেসে বলল, “মজা করতে নয়,আপু।এথিরিয়ন পৃথিবীতে আছে।

আমি... আমি ওর সঙ্গে দেখা করতে চাই।”

অ্যালিসার চোখ সংকীর্ণ হলো। “এথিরিয়ন? তুমি ওকে পছন্দ করো,তাই না?”

সিলভা মাথা নিচু করল,তার গাল লাল হয়ে উঠল। “হয়তো।”

অ্যালিসা দীর্ঘশ্বাস ফেলল।”সিলভা,পৃথিবীতে যাওয়া সহজ নয়। প্রিন্স হয়তো তোমার

উপস্থিতি পছন্দ নাও করতে পারে। আর এথিরিয়ন?সে আমাদের পরিবারের প্রিয় হলেও ওকে পছন্দ করা... এটা বিপজ্জনক।”

“আমি জানি,”সিলভা শান্ত গলায় বলল।”তবুও আমি যাব।আমার যা বলা দরকার,পাহাড়সেটা এথিরিয়নকে বলতেই হবে।”অ্যালিসা কিছুক্ষণ চুপ করে রইল। তারপর বলল, “ঠিক আছে।তবে মনে

রেখো,পৃথিবীতে কোনো ভুল করলে তার মাশুল অনেক বড়।”

সিলভা হাসল।”তুমি চিন্তা করো না,আপু।আমি সাবধানে থাকব।”

অ্যালিসা জানালার দিকে তাকিয়ে বলল, “প্রিন্সের সঙ্গে আমার বিয়ে হবেই। এটা তার কর্তব্য। সাহায্যআর তুমি যদি সত্যিই পৃথিবীতে যাও,তাহলে আমার ইচ্ছেপূরণে সাহায্য করবে।আমরা

দু’জনেই আমাদের উদ্দেশ্য নিয়ে পৃথিবীতে নামব।”সিলভা মাথা নাড়ল। “আমরা দুজনেই।”সকালের ম্লান আলোতে ‘মাউন্টেন গ্লাস হাউজ’ থেকে ল্যাবে প্রবেশ করেছে জ্যাসপার।গতকাল অক্সিজেন সংগ্রহের পর চেন শিংয়ের ল্যাবে ফিরে প্ল্যান তৈরি করা হয়েছে। আজকের মিশন:হাইড্রোজেন সংগ্রহ। মিশনের লোকেশন হলো একটি

বিশাল জলাধারের গভীর তলদেশে,যেখানে অদ্ভুত ও বিপজ্জনক প্রাণীরা বাস করে।এই হাইড্রোজেন শুধুমাত্র ভূগর্ভস্থ টেকটোনিক প্রক্রিয়ার মাধ্যমে তৈরি হয় এবং সংগ্রহ করা অত্যন্ত কঠিন। কনফারেন্স রুমের দিকে জ্যাসপার অগ্রসর হয়।ল্যাবে চেন শিং তার হোলো-স্ক্রিন প্রজেক্টরে মিশনের বিস্তারিত দেখাচ্ছেন।”এই

হাইড্রোজেন পৃথিবীর গভীরতম স্থানগুলো থেকে বেরিয়ে আসে,” বললেন চেন শিং,তার ধূসর ভ্রু কুঁচকে।”তবে সেখানকার প্রাণীগুলো মারাত্মক আক্রমণাত্মক। তোমাদের সাবধান থাকতে হবে। জ্যাসপার,তোমার ড্রাগন ফর্ম নাও। থারিনিয়াস আর আলবিরাকে ব্যাকআপ হিসেবে রাখো।”লোকেশনটি একটি গভীর

জলাশয়ের নিচে অবস্থিত। চারপাশে বিশাল সব পাহাড়,এবং এর কেন্দ্রে একটি কালো-নীল জলাধার। জলাধারটি অন্ধকারে ঢাকা,আর সেখানে সারাক্ষণ অদ্ভুত শব্দ শোনা যায়।জ্যাসপার, থারিনিয়াস, এবং আলবিরা তাদের মিশনের সরঞ্জাম নিয়ে প্রস্তুত।থারিনিয়াস ড্রাগনের আকারে জলাধারের ওপরে অবস্থান নেয়।

জ্যাসপার,থারিনিয়াস আর আলবিরা হাইড্রোজেন খুঁজতে জলাধারের গভীরে প্রবেশ করে। তার আশেপাশে ছোট ছোট বুদবুদ দেখা যায়। হঠাৎ সমুদ্রের গভীর তলদেশে থেকে উড়ে আসে একটা মনস্টার। জলাধারের গভীর অন্ধকার থেকে উঠে আসা মনস্টারের নাম অফিড্রাক্স।এটি একটি জল-ড্রাগন প্রজাতির দানব,যার শরীর কালো

নীলাভ আভায় জ্বলজ্বল করে এবং চোখ দুটি আগুনের মতো লাল। অফিড্রাক্সের একটি দীর্ঘ,কাঁটাযুক্ত লেজ এবং তিনটি বিশাল মুকুট-আকৃতির শির রয়েছে,যা তাকে আরো ভয়ঙ্কর দেখায়। তার শক্তি শুধু শারীরিক নয়,বরং মানসিক সে ধাঁধা এবং বুদ্ধির খেলা দিয়ে তার শত্রুদের পরাস্ত করে।জ্যাসপার, আলবিরা, এবং থারিনিয়াস

জলাধারের গভীরে প্রবেশ করে। চারপাশের অন্ধকার এমন ঘন যে হাতের পাঁচ আঙুলও দেখা যায় না। হঠাৎ,অফিড্রাক্স তাদের পথ আটকায়।”তোমরা হাইড্রোজেন নিতে এসেছো?তবে তার জন্য তোমাদের প্রমাণ করতে হবে যে তোমরা যথেষ্ট বুদ্ধিমান,”অফিড্রাক্স গম্ভীর গলায় বলে।তার বিশাল ড্রাগনীয় মুখ থেকে

বের হওয়া গর্জন জলের ঢেউ তৈরি করে।

অফিড্রাক্স একটি অদ্ভুত হাসি দিয়ে বলে,

“তোমাদের তিনটি ধাঁধা দিতে হবে। প্রতিটি ধাঁধার সঠিক উত্তর দিতে হবে।একটি ভুল উত্তর মানেই শাস্তি।”

তিনটি ধাঁধা ধীরে ধীরে তাদের তিনজধের সামনে ভেসে ওঠে।

“আমি আকাশে থাকি, কিন্তু রাতে আমাকে দেখতে পাও। আমার আলোর উজ্জ্বলতায় অনেক পথ খুঁজে পায়।আমি কে?”জ্যাসপার উত্তর দেয়,”তারা।”অফিড্রাক্স মাথা নেড়ে সম্মতি জানায়।

“আমি কোন পাত্র নই,কিন্তু আমাকে ভাঙলে তোমার মুখের শব্দ শোনা যায়।আমি কে?”আলবিরা তৎক্ষণাৎ

উত্তর দেয়,”নীরবতা।”অফিড্রাক্স আরেকবার মাথা নাড়ে।

“আমি জন্মাই জল থেকে,তবু শুকনো স্থানে বাঁচতে পারি। আমি অস্তিত্বে আনি আলোও বায়ু।আমি কে?”

থারিনিয়াস হঠাৎ বলে ফেলে,”আগুন।”

অফিড্রাক্স রাগান্বিত গর্জন করে।”ভুল!”

থারিনিয়াসের ভুল উত্তরের কারণে জলাধার থেকে আরেকটি মনস্টার উঠে আসে।এর নাম ইলিফ্র্যাক্স,যা দেখতে বিশাল ইলেকট্রিক ইল-ড্রাগনের মতো।তার শরীর বিদ্যুতের আভায় জ্বলছে,এবং সে তার লেজ দিয়ে থারিনিয়াসকে আঘাত করে। থারিনিয়াস র*ক্তাক্ত ও আ*হত অবস্থায় পড়ে যায়।

জ্যাসপার রাগে ড্রাগনের রূপ ধারণ করে।তার সবুজ চোখে জ্বলন্ত আভা ফুটে ওঠে।ইলিফ্র্যাক্স তার লেজ দিয়ে আক্রমণ চালালে জ্যাসপার শক্তি দিয়ে সেটি আটকে ফেলে।এক শক্তিশালী ড্রাগন ফ্লেম ছুড়ে দিয়ে সে ইলিফ্র্যাক্সকে পিছু হঠতে বাধ্য করে। এরপর সে অফিড্রাক্সের দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলে,"তোমার ধাঁধার সঠিক উত্তর আগেই জানা ছিল।আমি

এটাকে জয় করব।”জ্যাসপারের লড়াই চলাকালীন,আলবিরা হাইড্রোজেন চেম্বারের দিকে এগিয়ে যায়।তার রুপালী চুলের ঝলকানিতে চারপাশ আলোকিত হয়।চেম্বারে পৌঁছে সে দ্রুত হাইড্রোজেন সংগ্রহের প্রক্রিয়া শুরু করে।”প্রিন্স,আমি প্রস্তুত!লড়াই শেষ করুন!”

জ্যাসপার ইলিফ্র্যাক্সকে পরাস্ত করার পর,তারা আলবিরার সঙ্গে যোগ দেয়।থারিনিয়াস আহত হলেও সুস্থ হওয়ার জন্য আলবিরা তার ড্রাগন-গোল্ড হিলিং অয়েল ব্যবহার করে। অফিড্রাক্স এবার শান্ত হয়।”তোমরা প্রমাণ করেছো তোমরা শক্তি আর বুদ্ধিতে অদম্য। যাও,হাইড্রোজেন তোমাদের জন্য। কিন্তু মনে রেখো,ভুল কখনো সহজে ক্ষমা হয়

না।”জ্যাসপার, আলবিরা,আর থারিনিয়াস অবশেষে তাদের মিশনের শেষ পর্যায়ে পৌঁছে।ধরা (Hydrotrap-01) নামে বিশেষ এক যন্ত্রের মাধ্যমে তারা হাইড্রোজেন সংগ্রহ করে। এটি একটি শক্তিশালী ড্রাগন টেকনোলজির তৈরি সিলিন্ডার। ধরা-তে একটি ভ্যাকুয়াম চেম্বার রয়েছে যা বায়ুমণ্ডল থেকে কেবলমাত্র হাইড্রোজেন চিহ্নিত করে

টেনে নিয়ে যায় এবং একে সম্পূর্ণভাবে সুরক্ষিত রাখে।

আলবিরা যন্ত্রটি দক্ষতার সঙ্গে ব্যবহার করে।হাইড্রোজেন সিলিন্ডারের ভেতরে জমা হলে একটি হালকা নীল আলো জ্বলতে শুরু করে,যা প্রমাণ করে যে এটি পুরোপুরি সুরক্ষিত।

“এটা ল্যাবে নিয়ে যাওয়ার সময় হয়েছে,” জ্যাসপার বলে।তারা দ্রুত

তাদের ফ্লাইং ড্রাগন ডিভাইসে করে ল্যাবের দিকে রওনা দেয়।ল্যাবে পৌঁছানোর পর,হাইড্রোজেনকে প্রোটেক্টেড স্টোরেজ ভল্ট-09-এ রাখা হয়।এটি একটি শক্তিশালী তাপ-প্রতিরোধী সিস্টেম যা শুধুমাত্র জ্যাসপারের বিশেষ বায়োমেট্রিক্স দ্বারা খোলা যায়।ঠিক তখনই চেন শিং এসে উপস্থিত হয়।”হাইড্রোজেন সংগ্রহ করতে পেরেছ?”তিনি

জিজ্ঞাসা করেন,তার চোখে তৃষ্ণার ঝিলিক।

“হ্যাঁ,”জ্যাসপার হিমশীতল গলায় উত্তর দেয়।চেন শিং তখন ফিওনার কথা তুলে বলে,”আজ রাতে ফিওনাকে দেখতে চাই।”জ্যাসপার দৃঢ়ভাবে বলে, “কাল সকালেই দেখা পাবেন।আজকে রাতে সম্ভব না।”

চেন শিং কিছুটা বিরক্ত হলেও সম্মতি জানিয়ে চলে যায়।গ্লাস

হাউজে ফিরে জ্যাসপার শান্তির মুহূর্ত কাটানোর আশা করেছিল।কিন্তু ড্রইং রুমে প্রবেশ করতেই তার চোখে পড়ে এক অভাবনীয় দৃশ্য।

ফিওনা আর এথিরিয়ন বসে আছে একসঙ্গে লিভিং রুমের সোফায়। তারা বাচ্চাদের মতো গল্পে মেতে আছে আর আইসক্রিম খাচ্ছে। ফিওনার মুখে চকোলেট আইসক্রিমের দাগ।আর এথিরিয়নের

হাতে স্ট্রবেরি আইসক্রিমের কাপে গলতে থাকা শেষ অংশ।এথিরিয়ন হাসতে হাসতে বলছে,”তুমি জানো,ওনা,ছোটবেলায় আমি একবার পুরো পাহাড় থেকে গড়িয়ে পড়েছিলাম,আর তাতেই ড্রাগনের রূপ পেয়ে যাই!”

ফিওনা খিলখিলিয়ে হেসে দেয় আর হাসতে থাকা অবস্থায় বলে,”তাহলে তোমার ড্রাগন হওয়াতো তো

পুরোপুরি মজার ঘটনা!”এথিরিয়ন সেটা মুগ্ধ হয়ে দেখতে থাকে।

এই দৃশ্য দেখে জ্যাসপারের ভেতরে ক্রোধের ঢেউ উঠতে থাকে। ষতার সবুজ চোখ জ্বলজ্বল করে।মনে মনে সে ভাবে,”ফিওনা কি করে এথিরিয়নের সঙ্গে এতোটা ক্লোজ হতে পারে?আমার হাউজে?আমার সামনেই?

জ্যাসপার চুপচাপ তাদের কাছাকাছি এসে বলে,
“দুজনেই বেশ আনন্দ করছো দেখা যাচ্ছে।।”
ফিওনা চমকে বলে,”ওহ!আপনি কখন এলেন?”
জ্যাসপার এক হিমশীতল হাসি দিয়ে উত্তর দেয়,”কেনো আমি আসাতে তোমাদের আনন্দ মুহুর্তে নষ্ট হয়ে গেলো বুঝি।”ফিওনা কোনো উত্তর

দিলো না। তবে এথিরিয়ন বললো” জ্যাসু ভাইয়া তোমাদের আজকের মিশন কেমন ছিলো?আর সেটা সাকসেস হয়েছে তো?জ্যাসপার একবার ভালো করে দুজনকে দেখে মৃদু কণ্ঠে জবাব দিলো “একদমই ভালো হয়নি” বলেই হনহন করে সিঁড়ি বেয়ে চলে যায় ওপরে।

আর মনে মনে পরিকল্পনা করতে লাগলো,”ফিওনাকে একটা ভালো

শিক্ষা দিতে হবে।শাস্তি এমন হবে যে সে আমার নিয়ম ভঙ্গ করতে আর সাহস না পায়।”

জ্যাসপার নিজের কক্ষে যেয়ে বিছানায় গা এলিয়ে দেয়,গ্লাস হাউজের নির্জন রাত।ফিওনা ও এথিরিয়নের হাসি-তামাশার শব্দ যেন জ্যাসপারের কানে ক্রমাগত শাঁ শাঁ করে বাজছে।তার ক্রোধ ধীরে ধীরে শীতল অথচ তীক্ষ্ণ হয়ে ওঠে।

শাস্তির পরিকল্পনা তার মনে পরিষ্কার হতে থাকে।

জ্যাসপার ফিওনার স্বাধীনতাকে লক্ষ্য করে শাস্তি দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেয়।সে বুঝতে পেরেছে,ফিওনা তার নিয়ম আর উপস্থিতি উপেক্ষা করার সাহস দেখিয়েছে।তাই সে তাকে শিখিয়ে দিতে চায়—এই হাউজ,এই পৃথিবীতে আর ফিওনার জীবনে শুধু জ্যাসপারের নিয়মই শেষ

কথা।”তোমার শাস্তি তোমাকে নিয়ন্ত্রণ শেখাবে,হামিংবার্ড,” জ্যাসপার মনে মনে বলে।

জ্যাসপার আপাতত একটু বিশ্রাম করতে চেষ্টা করে তবে গ্লাস হাউজের রাতটা নীরব। ফিওনার আলাপচারিতা আর এথিরিয়নের সঙ্গে হাসি-ঠাট্টার স্মৃতি জ্যাসপারের মনের মধ্যে অশান্তির ঝড় তোলে বেড়াচ্ছে ক্রমাগত।নিজের

ভাবনাগুলো গুছিয়ে নিয়ে সে হঠাৎ এক ভিন্ন শাস্তির পরিকল্পনা করে—একটি শাস্তি যা হবে মজার,কিন্তু একইসঙ্গে ফিওনাকে শিক্ষা দেবে। জ্যাসপার ধীরে ধীরে লিভিং রুমে প্রবেশ করল।

ফিওনা তখনো চুপচাপ বসে ছিল। এথিরিয়ন অনেকক্ষন আগেই নিজের কক্ষে বিয়ে গেছে।

জ্যাসপার ঠাণ্ডা গলায় বলল,”তোমার আইসক্রিম খাওয়ার এত শখ?আজ তোমাকে এই শখের প্রকৃত স্বাদ দিতে চাই আমি হামিংবার্ড।”

ফিওনা অবাক হয়ে তাকিয়ে বলল, “কী বলতে চাইছেন আপনি?”জ্যাসপার কোনো উত্তর দিল না।হঠাৎ করেই সে ফিওনাকে কোলে তুলে নিল।ফিওনা ভয়ে বলল,”এই!আবার কী করতে

যাচ্ছেন আপনি?আমাকে নামান!”জ্যাসপার হেসে বলল,”তোমার শাস্তি শুরু হলো,বোকা মানবী।”জ্যাসপার ফিওনাকে নিয়ে নিজের কক্ষে প্রবেশ করল।ঘরের মাঝখানে একটি বড় কাঁচের টেবিল,আর তার ওপরে রাখা অসংখ্য রঙিন আইসক্রিম ভ্যানিলা, চকোলেট,স্ট্রবেরি,ম্যাংগো,পিস্তাচিও,ব্লু বেরি...প্রতিটি ফ্লেভার যেন টেবিলের

ওপর রংধনু সৃষ্টি করেছে।ফিওনার চোখ বিস্ময়ে বড় হয়ে গেল।”এত আইসক্রিম?আপনি কি পাগল হলেন?”জ্যাসপার হেসে বলল,”তোমার শখ পূরণ করছি,এখন এগুলো সব খাবে তুমি,সবটা।”

ফিওনা কিছুটা দ্বিধায় টেবিলের দিকে এগিয়ে গেল।”আপনি মজা করছেন তাই না?”

“না।এটা তোমার শাস্তি।আমি দেখব,তুমি সত্যিই কতটা আইসক্রিম পছন্দ করো যে অন্য কারো সাথে হেসে হেসে তোমাকে আইসক্রিম খেতে হয়।”

ফিওনা প্রথমে একটি চকোলেট ফ্লেভারের আইসক্রিম তুলে খেতে শুরু করল।কিন্তু কয়েকটি স্কুপ খাওয়ার পর সে অসহায়ভাবে বলল,”আমি আর পারব

না।”জ্যাসপার তার সবুজ চোখে মুচকি হেসে বলল,”আরো খেতে হবে তোমাকে।তুমি তো বলেছিলে,আইসক্রিম খেতে তোমার ভালো লাগে।এখন দেখো,শখের আসল পরীক্ষা কীভাবে হয়।”

ফিওনা জানে জ্যাসপার মুখে যতোই হিমশীতল হাসি রাখুক মনের মধ্যে তো জলন্ত লাভা জ্বলছে রাগে আর ফিওনা জ্যাসপারের রাগ সম্পর্কে

জানে তাই যথা সাধ্য চেষ্টা করে যাচ্ছে আইসক্রিম শেষ করার। ফিওনা ধীরে ধীরে ক্লান্ত হয়ে পড়ল। জ্যাসপার তার দিকে তাকিয়ে বুঝতে পারল,সে আর পারছে না।হঠাৎ করেই তার কণ্ঠে এক মৃদু কোমলতা ফুটে উঠল।"তোমার শাস্তি শেষ,ফিওনা।তবে মনে রেখো, পরেরবার আমার অনুমতি ছাড়া আর কিছু করবে না।"

জ্যাসপার টেবিলের সামনে এসে ফিওনার আরো কাছাকাছি দাঁড়িয়ে কিছুটা ঝুঁকে তার ঠাণ্ডা হাত দিয়ে ফিওনার মাথায় আলতোভাবে চুলের মধ্যে আঙুল চালাতে লাগল।”তুমি আমার কথা মেনে চলবে,নাকি তোমাকে এভাবেই বারবার শাস্তি দিতে হবে?”জ্যাসপার মৃদু হেসে বলল।ফিওনা কোনো উত্তর দিল না,তার ক্লান্ত চোখে অদ্ভুত এক

প্রশান্তি ফুটে উঠল।ফিওনা ক্লান্ত হয়ে টেবিলে বসে ছিল।অসংখ্য আইসক্রিম খেয়ে সে যেন আর নড়তে পারছিল না।তার চোখে বিরক্তি স্পষ্ট,কিন্তু জ্যাসপার ঠিক তখনই একটি চঞ্চল পরিকল্পনা করে।"তোমারতো শাস্তি শেষ," জ্যাসপার বলল তার গভীর অথচ রহস্যময় কণ্ঠে। "কিন্তু আমার শুরু হলো।আমি কখনো আইসক্রিম

খাইনি,তবে আজকে খাওয়া শিখে নেব,তবে একটু...আলাদা উপায়ে।”ফিওনা অবাক হয়ে বলল, “আপনার আর কী ধরণের পাগলামি বাকি আছে?”

জ্যাসপার টেবিল থেকে একটি আইসক্রিমের বাটি তুলে নিল। বাটির আইসক্রিমটি প্রায় গলে যাওয়া।তার চোখে যেন দুষ্টুমির ঝিলিক ফুটে উঠল।সে ধীরে ধীরে

ফিওনার দিকে এগিয়ে গেল।”ইউ নো হামিংবার্ড,আমি কোনো খাবারকে কখনো শুধু খাবার হিসেবে দেখি না। আমার কাছে সবকিছুতেই একটু বেশি রোমাঞ্চ থাকা উচিত।”

ফিওনা কিছু বুঝে ওঠার আগেই,জ্যাসপার সেই গলে যাওয়া আইসক্রিমটি ফিওনার গলায় ঢেলে দিল।ঠাণ্ডা আইসক্রিম ফিওনার ত্বক স্পর্শ করতেই সে চমকে

উঠল।”এই!আপনি এটা কী করছেন?” ফিওনা অবাক আর রাগে চেঁচিয়ে উঠল।জ্যাসপার একটি মৃদু হাসি দিয়ে বলল, “শান্ত হও, হামিংবার্ডে।আমি কেবল আমার শাস্তির অংশটা উপভোগ করছি।”সে ধীরে ধীরে ফিওনার গলা থেকে সেই আইসক্রিম নিজের জিভ দিয়ে লেহন করতে শুরু করল।তার ঠোঁট আর জিহ্বার ছোঁয়া ফিওনার শরীর

শিরশির করে তুলল।ফিওনা পুরোপুরি স্থবির হয়ে পড়ল।”আপনি পাগল!এভাবে কেউ আইসক্রিম খায়?” ফিওনা অসহায় গলায় বলল। “তুমি বলেছিলে,আইসক্রিম খেতে ভালো লাগে।আমিও শিখছি,” জ্যাসপার মৃদু কণ্ঠে বলল।জ্যাসপার এবার ফিওনার কোমড় আরো শক্ত করে জড়িয়ে ধরলো।

“তুমি শুধু খেতে জানো না, হামিংবার্ডে।আমি শিখিয়ে দিচ্ছি কিভাবে উপভোগ করতে হয়।”ফিওনা লজ্জায় লাল হয়ে গেল,কিন্তু কিছুই বলতে পারল না। ফিওনা অবাক হয়ে তাকিয়ে ছিল জ্যাসপারের দিকে।তার মন অস্থির,শরীর শিরশির করছে। জ্যাসপারের চোখে একধরনের গভীর খেলা,যেন সে জানে কীভাবে

ফিওনার প্রতিটি অনুভূতিকে তীব্র করে তুলতে হয়।

“তোমার গায়ে এত মিষ্টি স্বাদ লেগে আছে যে,মনে হয় আমার আইসক্রিম এভাবেই খাওয়া উচিত,”জ্যাসপার একধরনের মৃদু হাসি দিয়ে বলল।সে ধীরে ধীরে আরেক ধাপ এগিয়ে এল। তার আঙুলে একটু আইসক্রিম তুলে নিয়ে ফিওনার গালে ছোঁয়াল। ঠাণ্ডা স্পর্শে ফিওনার শরীর কেঁপে

উঠল।তারপর জ্যাসপার মাথা নিচু করে আলতোভাবে তার ঠোঁট দিয়ে সেই আইসক্রিম খেয়ে নিল।

ফিওনার মুখ থেকে কোনো কথা বের হলো না। তার গাল তখন লালচে হয়ে উঠেছে।জ্যাসপার আবার তার আঙুলে আইসক্রিম তুলল,এবার ফিওনার ঠোঁটে র ছড়িয়ে দিল। ফিওনার নিশ্বাস ধীরে ধীরে ভারী হয়ে উঠছিল,আর জ্যাসপারের স্পর্শ

তাকে যেন জাদুর মতো ঘিরে ধরছিল।

“এত সুন্দর স্বাদ কোথায় ছিল লুকিয়ে?” জ্যাসপার আলতোভাবে বলল,তার চোখ ফিওনার চোখে স্থির। জ্যাসপার ফিওনার ঠোঁটের আইসক্রিমটুকু খেয়ে নিলো। জ্যাসপারের ঠোঁটের স্পর্শে শিহরিত হয়ে ফিওনা তার শার্ট খামচে ধরল। যেন তাকে ছেড়ে যেতে দেওয়া

অসম্ভব। তার চোখে অজানা এক আকাঙ্ক্ষা,আর বুকের ধুকপুকানির শব্দ যেন গোটা ঘর জুড়ে প্রতিধ্বনিত হচ্ছে।

জ্যাসপার হালকা হাসল। “এতটা অধীর কেন,হামিংবার্ড?” তার কণ্ঠে ছিল একধরনের গভীর খেলা,যা ফিওনার শরীরের প্রতিটি কোষকে যেন জাগিয়ে তুলল।

সে টেবিল থেকে আরেকটা আইসক্রিমের বাটি তুলে নিলো। “তোমার শাস্তি এখনো শেষ হয়নি,”বলেই সে আইসক্রিমের ঠাণ্ডা তরল ফিওনার বুকের ওপরে আলতোভাবে ছড়িয়ে দিল। ঠাণ্ডা অনুভূতিতে ফিওনার শরীর কেঁপে উঠল।জ্যাসপার ধীরে ধীরে ঝুঁকে আইসক্রিমের চিহ্নগুলো নিজের ঠোঁট দিয়ে লেহন করতে লাগল।তার উষ্ণ

স্পর্শ ঠাণ্ডা আইসক্রিমের সঙ্গে মিশে এক অদ্ভুত অনুভূতি তৈরি করল। ফিওনার শ্বাস ধীরে ধীরে দ্রুত হতে লাগল,তার চোখের পাতা ভারী হয়ে এল।ফিওনা শ্বাসরুদ্ধ হয়ে বলল,"আপনি...এভাবে..."তুমি আমাকে শাস্তি দিতে চেয়েছিলে,তাই না আমকে জেলাসি দিয়ে? জ্যাসপার গভীর কণ্ঠে ফিসফিস করে বলল। "এটা আমার পাল্টা শাস্তি।"এই

কথায় ফিওনার চোখ আরও বড় হয়ে গেল,আর তার মন যেন একধরনের মধুর অস্থিরতায় ভরে উঠল।

ফিওনার বুক ধড়ফড় করছিল।তার শ্বাস যেন আটকে আসছে।জ্যাসপার এতটাই কাছে ছিল যে তার শরীরের প্রতিটি শিরা-উপশিরায় যেন তীব্র উত্তেজনার ঢেউ খেলে গেল।ফিওনা বুঝতে পারছিল যে জ্যাসপারের প্রতি

তার অনুভূতি দিন দিন আরও গভীর হচ্ছে।“আপনি ...আপনি আমাকে পাগল করে দিচ্ছন,”ফিওনা মৃদু স্বরে বলল। তার কণ্ঠস্বর ভাঙা,,যেন নিজের মনের আবেগকে সামলাতে পারছেনা।

জ্যাসপারের সবুজ চোখে এক ধরনের মজা ফুটে উঠল।সে ঠোঁটের কোণে একটি তীক্ষ্ণ হাসি এনে ধীরে ধীরে উঠে দাঁড়াল।ফিওনার দিকে

তাকিয়ে বলল,”এই হলো তোমার আসল শাস্তি,হামিংবার্ড।আমি জানি তুমি আমাকে কাছে চাইছো।কিন্তু...” ফিওনার চোখ বিস্ময়ে বড় হয়ে গেল।তার হাত যেন নিজেই জ্যাসপারের দিকে এগিয়ে গেল তাকে ছুঁতে।কিন্তু জ্যাসপার এক পা পেছনে সরে গেল।”তোমার শাস্তি এখানেই শেষ নয়,” জ্যাসপার গম্ভীর কিন্তু গভীর সুরে বলল। “এখন তুমি

আমাকে ছুঁতে চাইবে,কিন্তু পাবে না। তুমি ছটফট করবে,কষ্ট পাবে।আর আমি দেখব,কীভাবে তুমি আমার স্পর্শের জন্য আকুল হয়ে উঠছো।”ফিওনা হতবাক হয়ে তার দিকে তাকিয়ে রইল।তার মন যেন হাজার টুকরোয় ভেঙে পড়ছে। জ্যাসপার আবারও তার দিকে ঝুঁকে এসে ফিসফিস করে বলল,”তুমি যদি মনে করো আমি তোমার

ইচ্ছামতো তোমার কাছে থাকব,তবে তুমি ভুল ভাবছো।এখন থেকে তুমি আমার ইচ্ছায় চলবে।আর আমার ইচ্ছা হলো...তোমাকে আরও অস্থির করা।”

এই বলে জ্যাসপার এক ঝটকায় চলে গেল। তার উপস্থিতির শূন্যতা যেন ফিওনার চারপাশে এক ধরণের শীতল নিঃসঙ্গতা এনে দিল। ফিওনা তার দিকে তাকিয়ে থাকল, তার

মনে অসীম প্রশ্ন আর হৃদয়ে গভীর আকাঙ্ক্ষা নিয়ে।

জ্যাসপারের চলে যাওয়ার পর ফিওনা স্থির বসে থাকল। তার বুকের ভেতর যেন আগুন জ্বলছে। ধীরে ধীরে তার ঠোঁটে এক চিলতে হাসি ফুটে উঠল। “এই ড্রাগনটা নিজেকে কী ভাবে! দাঁড়াও, জ্যাসপার, এবার আমার পালা,” ফিওনা মনে মনে বলল।সে টেবিলে

পড়ে থাকা এক টুকরো আইসক্রিমের দিকে তাকাল। আইসক্রিম এখন গলে এক ধরণের মসৃণ বস্তুর মতো হয়ে গেছে।পুরো টেবিলে গলে যাওয়া আইসক্রিমের বন্যা।তবে আপাতত ফিওনার চোখে খেলা করল একধরনের শয়তানি।

ফিওনা জ্যাসপারের কক্ষ থেকে বেরিয়ে দ্রুত পা চালিয়ে করিডোরে এল।তার চোখে মিশ্রণ ছিল ক্ষোভ

আর দুষ্টু খেলার ইচ্ছা। মনে মনে বলল,”এই ড্রাগনটা নিজেকে কী ভাবে!এবার দেখ,তোমাকে কীভাবে ছটফট করাতে হয়!”

জ্যাসপার তখন ধীরপায়ে হেঁটে যাচ্ছে,তার হাতের স্মার্ট ঘড়ির দিকে তাকিয়ে।তার চোখে নির্লিপ্ত অভিব্যক্তি,যেন কিছুই ঘটেনি। ফিওনার দিকে একবার তাকালও

না।ফিওনা এটা দেখে আরও রাগে ফেটে পড়ল।

সে দ্রুত জ্যাসপারের সামনে এসে দাঁড়াল। তার হাত দুটো কোমরে রাখা,ভ্রু কুঁচকে তাকাল।”আপনি কি ভেবেছেন? আমাকে এভাবে শাস্তি দিয়ে সবকিছু শেষ?আমি কি খেলনার মতো আপনার ইচ্ছেমতো চলব?”

জ্যাসপার তার দিকে তাকিয়ে মুচকি হাসল।”তোমার মুখে এমন রাগতো বেশ মানায়,হামিংবার্ড।তবে তুমি আমাকে কী করবে,সেটাই দেখার বিষয়।”ফিওনা তার ঠোঁট কামড়ে নিজের রাগ চেপে রাখল।তারপর তার ভেতরের দুষ্টু বুদ্ধিটা মাথাচাড়া দিল।সে হঠাৎ এগিয়ে এসে দু’পা উঁচু করে জ্যাসপারের শার্টের কলার ধরে নিজের দিকে টেনে আনল।

জ্যাসপার অবাক হয়ে তার দিকে তাকানোর আগেই, ফিওনা তার ঘাড়ে জোরে একটা কামড় বসাল। জ্যাসপার হতভম্ব আর ব্যাথাতুর কণ্ঠে বললো। “তুমি কী করছো?”

ফিওনা তার ঘাড় থেকে মুখ সরিয়ে একগাল হাসল।”এটা আপনারা জন্য আমার শাস্তি এবার আপনি বুঝবেন ছটফট করার মানে কী!”

জ্যাসপার তার ঘাড়ে হাত রেখে চমকে উঠল। “তুমি... আমাকে লাভ বাইট দিলে?”

ফিওনা গর্বিত ভঙ্গিতে বলল, “হ্যাঁ, দিলাম। এবার বুঝতে পারলেন,মিস্টার ড্রাগন?আমার সঙ্গে খেলতে গেলে আমিও খেলায় নামতে জানি।”ফিওনা জ্যাসপারের শার্টের কলার চেপে ধরে তখনো তার চোখে অদম্য জেদ।সে কোনোভাবেই

সহজে ছেড়ে দেওয়ার পাত্রী নয়। কিন্তু জ্যাসপার হঠাৎ গম্ভীর হয়ে গেল।কোনো কিছু না বলেই সে হালকা ভাবে ফিওনাকে কোলে তুলে নিল।

“আপনি ..আপনি কী করছেন?” ফিওনা বিরক্ত গলায় বলল,কিন্তু তার গালের রঙ তখনও লজ্জায় লাল হয়ে ছিল।

“তোমাকে শান্ত করতে নিয়ে যাচ্ছি,”জ্যাসপার ঠান্ডা গলায় বলল। তার চোখে এক ধরনের দৃঢ়তা ছিল,যা ফিওনার বুকের ভেতর ধুকপুকানি বাড়িয়ে দিল।

জ্যাসপার ধীরে ধীরে ফিওনাকে তার কক্ষে নিয়ে গেল। সেখানে এসে ফিওনাকে বিছানায় আলতো করে শুইয়ে দিল। ফিওনা তার দিকে অবাক হয়ে তাকিয়ে ছিল।

“আপনি কি সত্যিই এখন আমাকে ঘুমাতে বাধ্য করবেন?” ফিওনা অবিশ্বাসের সুরে বলল।জ্যাসপার তার পাশে ঝুঁকে এসে চোখে চোখ রেখে বলল, “হামিংবার্ড সময় এখনো আসেনি।নিজের উপর কন্ট্রোল রাখো।আমাকেও কন্ট্রোল হারাতে বাধ্য কোরো না।কারণ, আমি যদি একবার নিয়ন্ত্রণ হারাই...”

সে হঠাৎ থেমে গিয়ে ফিওনার ঠোঁটের দিকে এক মুহূর্ত তাকাল। তারপর উঠে দাঁড়িয়ে বলল, “... তাহলে তুমি আমার পরবর্তী পদক্ষেপের জন্য প্রস্তুত থাকবেনা।” জ্যাসপার ধীর পায়ে দরজার দিকে এগিয়ে গেল।ফিওনা হতবাক হয়ে বিছানায় বসে রইল।তার মনে তখন অদ্ভুত এক অনুভূতি—একদিকে সে রাগান্বিত,অন্যদিকে যেন অজানা এক

উত্তেজনা তার ভেতর কাঁপন ধরিয়ে দিল।

“এই ড্রাগনটা একদিন আমাকে পাগল করে ছাড়বে”ফিওনা ধীরে ধীরে নিজেকে বলল।তার ঠোঁটের কোণে তখন মৃদু হাসি ফুটে উঠল কারন সে জানে জ্যাসপার এখন তার প্রেমে পড়েছে আর সে নিজেও।করিডোরের স্নিগ্ধ আলোয় থারিনিয়াস হঠাৎ থমকে দাঁড়ায়।

তার চোখের সামনে ঘটে যাওয়া দৃশ্যটি যেন তার বোধ-বুদ্ধি সবকিছু স্থির করে দিয়েছে।দূর থেকে সে দেখেছে—জ্যাসপার,এল্ড্র রাজ্যের গর্বিত ড্রাগন যোদ্ধা,যার হৃদয় বরফের মতো ঠান্ডা,যাকে কখনো আবেগপ্রবণ হতে দেখা যায়নি,সেই জ্যাসপারই ফিওনার সঙ্গে এতটা ঘনিষ্ঠ হয়ে উঠেছে।

থারিনিয়াসের কপালে ভাঁজ পড়ে।”প্রিন্স?এই রকম কিভাবে সম্ভব?” নিজের মনে বিড়বিড় করে বলল সে।

তার চোখ এখনও জ্যাসপারের দিকে আটকে ছিল। জ্যাসপার তখনো ফিওনাকে কোলে করে নিয়ে যাওয়ার সময় সংযত গলায় কথা বলছে।থারিনিয়াস তার কথাগুলো শুনতে পাচ্ছিল না,কিন্তু জ্যাসপারের

মুখে এক অন্যরকম কোমলতা ধরা পড়ল,যা থারিনিয়াস কখনো কল্পনাও করেনি।“একটা হিউম্যান গার্ল...”থারিনিয়াসের মনে যেন বিশ্বাস করতে কষ্ট হচ্ছিল।তার মাথার ভেতর চিন্তার ঢেউ আছড়ে পড়তে লাগল।যে ড্রাগনরা কখনো মানুষের কাছাকাছি আসতে চায় না,সে ড্রাগন প্রিন্স হয়ে কীভাবে এমন আবেগ প্রকাশ করতে পারে?

তার শরীর ঝিমঝিম করতে লাগল। হঠাৎ তার মনে পড়ল, জ্যাসপার সবসময় বলত,"ড্রাগনদের হৃদয় ভালোবাসার জন্য নয়।আমাদের অস্তিত্বের জন্য লড়াই করতে হয়, আবেগের জন্য নয়।"

কিন্তু এখন?থারিনিয়াসের মনে যেন বিশ্বাস আর অবিশ্বাসের এক অদ্ভুত সংঘর্ষ চলছিল।তার মাথা ঘুরতে

লাগল, যেন করিডোরের দেয়ালগুলোও তার চারপাশে ঘুরছে। সে দেয়ালে হাত রেখে নিজেকে সামলানোর চেষ্টা করল।”এটা কি সত্যি?নাকি আমি ভুল দেখছি,প্রিন্সের তো লাভ ফাংশনাল নেই?”

জ্যাসপার তখন করিডোরের দরজার দিকে এগিয়ে যাচ্ছিল।থারিনিয়াস তাড়াহুড়ো করে সরে দাঁড়াল,যেন কেউ তাকে দেখে ফেলে না।কিন্তু

তার হৃদয় ধুকপুক করছিল।“এটা কি সেই প্রিন্স,যাকে আমি চিনি?” থারিনিয়াস নিজের মনে বলে উঠল। তার মনে একটাই প্রশ্ন জেগে উঠল —জ্যাসপারের এই পরিবর্তন কি শুধু ফিওনার জন্য?আর এই পরিবর্তন যদি সত্যি হয়,তাহলে এর শেষ কোথায়?

থারিনিয়াস তখন ধীরপায়ে করিডোর ধরে হাঁটতে লাগল। কিন্তু তার

মনের অস্থিরতা যেন তাকে ছাড়ছিল না। জ্যাসপার এবং ফিওনার সম্পর্কের রহস্য তাকে ভেতর থেকে ধাক্কা দিতে শুরু করল।সকালে সূর্যের মোলায়েম আলো মাউন্টেন গ্লাস হাউজের চারপাশে ছড়িয়ে পড়েছে।ফিওনা আজ বেশ ভোরেই ঘুম থেকে উঠেছে।তার গলা প্রচণ্ড ব্যথা করছে; কাল রাতে জ্যাসপারের আনা ঠান্ডা বেশ কয়েকটা

আইসক্রিম খাওয়ার ফল।গলা ব্যথার কারণে একটু গরম চা খাওয়ার তাগিদে সে কিচেনের দিকে পা বাড়ায়।

লিভিং রুম পার হতে গিয়ে সে কিচেন থেকে কিছু অদ্ভুত শব্দ শুনতে পায়।তার মনে হয়,হয়তো অ্যাকুয়ারা আজ তাড়াতাড়ি উঠেছে। ভাবতে ভাবতে সে কিচেনের দিকে এগোতে থাকে।ঠিক তখনই,কিচেন

থেকে বেরিয়ে আসে জ্যাসপার। তার হাতে একটি ডিভাইস ধরা,যার মাঝখানে নীল আলো জ্বলছে।তবে ফিওনার উপস্থিতি দেখে সে হঠাৎ থমকে দাঁড়ায়।

ফিওনা ঘুমঘুম চোখে,এলোমেলো চুল নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে।রাতের সিল্কের নরম নাইট স্যুটে,চারপাশের সুর্যের আলো তার ওপর পড়ে যেন তাকে স্নিগ্ধ ফুলের মতো করে তুলেছে।

মুহূর্তের জন্য জ্যাসপার মুগ্ধ হয়ে তাকিয়েই থাকে।

জ্যাসপারের চাহনিতে ফিওনার মনে হঠাৎ গতকালের কথা ভেসে ওঠে। তার মনে পড়ে,কিভাবে সে জ্যাসপারকে ঘাড়ে লাভ বাইট দিয়েছিল।এতেই তার মুখ লজ্জায় গরম হয়ে যায়।সে চোখ বন্ধ করে রাখে, যেন জ্যাসপারের চোখে আর না পড়ে।জ্যাসপার ধীরে ধীরে

ফিওনার দিকে এগিয়ে আসে। তার ঠোঁটের কোণে সেই মৃদু,রহস্যময় হাসি।

ফিওনা চোখ বন্ধ করে দাঁড়িয়ে আছে।তার মনে হচ্ছে যেন চারপাশের সবকিছু থেমে গেছে। হঠাৎ,সে অনুভব করে কারো উষ্ণ নিঃশ্বাস তার মুখের কাছাকাছি। নিঃশ্বাসের সাথে মিশে থাকা সেই পারফিউমের পরিচিত ঘ্রাণ,যা তাকে

আর কাউকে ভাবতে দেয় না—জ্যাসপার।

সে বোঝে,জ্যাসপার তার একদম সামনে এসে দাঁড়িয়েছে।তার হৃদস্পন্দন দ্রুত হয়ে যায়।লজ্জা আর অস্বস্তির মিশ্রণে সে চোখ খোলার সাহস পায় না।

জ্যাসপার মৃদু হেসে বলে ওঠে,

“হামিংবার্ড,আজ এত সকাল সকাল দর্শন পেলাম? এটা সত্যিই সৌভাগ্যের দিন মনে হচ্ছে।”

ফিওনা কোনো উত্তর দেয় না।তার লজ্জা আরও বেড়ে যায়,আর সে তার চোখ বন্ধ রেখেই দাঁড়িয়ে থাকে।

জ্যাসপার তার মুখ আরও কাছে নিয়ে আসে।তার কণ্ঠে শয়তানি মিশ্রিত মৃদু সতর্কতা,”চোখ খুলো। নাহলে কিন্তু...চুমু দিয়ে

দিবো।”ফিওনার মুখ পুরো লাল হয়ে যায়।তার শরীর জমে যায়,যেন কোনো প্রতিক্রিয়া করার ক্ষমতাই নেই।সে দ্রুত চোখ খোলার কথা ভাবে,কিন্তু লজ্জায় তা করতে পারে না।

জ্যাসপার আরও মজা পেয়ে যায় ফিওনার এই অবস্থা দেখে।সে আবার ধীরে ধীরে বলে,”তিন

সেকেন্ড দিচ্ছি। তারপর কিন্তু অভিযোগ করতে পারবে না।”

ফিওনা তার ঠোঁট কামড়ে ধরে। মাথার ভেতর হাজারো চিন্তা ঘুরছে।

ফিওনা (মনে মনে):

“উফ!এখন কি করবো?চোখ খুলি? নাকি...উনি কি আসলেই...?”

জ্যাসপার গুনতে শুরু করে,

“এক...দুই...”ঠিক তিন বলার আগেই ফিওনা দ্রুত চোখ খুলে

ফেলল।জ্যাসপার তার হাসি চেপে বলে,

“বেঁচে গেলে,হামিংবার্ড।কিন্তু খুব কাছাকাছি চলে গিয়েছিলাম।”

ফিওনা কিচেনে যাওয়ার জন্য পা বাড়ানোর চেষ্টা করে,কিন্তু জ্যাসপারের শয়তানি হাসি আর দুষ্টুমি তাকে পিছু ছাড়ে না। তার মজার কণ্ঠে,ফিওনা বিরক্ত হয়ে বলে

ওঠে,”আপনি সবসময় এমন করেন কেনো?আমাকে লজ্জা দেন।”

জ্যাসপারের হাসি খানিকটা ম্লান হয়ে যায়।তখনই ফিওনার ঠান্ডায় ভাঙা গলার আওয়াজে তার কপাল কুঁচকে যায়।

“হামিংবার্ড,”জ্যাসপার গভীর গলায় বলে,”তোমার কি ঠান্ডা লেগেছে? অসুখ হয়েছে?”

ফিওনা জবাব দেয়,”হ্যাঁ,আমিতো হিউম্যান।আপনার মতো তো আর ড্রাগন না যে ঠান্ডা বা গরম কিছুই প্রভাব ফেলবে না।আপনি নিজে এতো এতো আইসক্রিম কাল খাওয়ালেন আর ভাবলেন আমি সুস্থ থাকবো?স্বাভাবিকভাবে গলা ব্যথা তো হবেই।”ফিওনার কথায় জ্যাসপারের মুখে হালকা অনুশোচনা ঝরে পড়ে।সে কিছু না বলে তার

শক্ত হাতে ফিওনাকে ধরে লিভিং রুমের নরম সোফায় বসায়।

“তুমি এখানেই বসো।একদম নড়াচড়া করবে না,” সে আদেশের সুরে বলে।তার চোখে ভয়ের ছায়া ফুটে ওঠে। “আমি কিছু একটা করি।তোমার এই অবস্থায় আমি কিছুতেই স্বাভাবিক থাকতে পারবো না।”

ফিওনা মৃদু হেসে বলে,”আপনি এভাবে দুশ্চিন্তা করছেন কেনো?আমি কোনো সিরিয়াস অসুখে ভুগছি না। একটু গলা ব্যথা হয়েছে,চা খেয়ে ঠিক হয়ে যাবে।”

জ্যাসপার এক ঝটকায় উঠে দাঁড়ায়।

“চা?তুমি কীভাবে বানাবে?আমি বানিয়ে আনছি।”

ফিওনা একটু অবাক হয় তার দ্রুত সিদ্ধান্তে।

“আপনি চা বানাতে পারেন?”জ্যাসপার থেমে যায়,তারপর খানিকটা গম্ভীর কণ্ঠে বলে,”ড্রাগনরা যা চায় তা করতে পারে,হামিংবার্ড।”

ফিওনা একটু হেসে বলে,”তাহলে আমি আপনার এই ড্রাগন-তৈরি চা দেখতে চাই।”

জ্যাসপার দৃঢ় ভঙ্গিতে কিচেনের দিকে এগিয়ে যায়, ফিওনাকে

আরেকবার সতর্ক করে,”এখানে বসে থাকো।আর কোনো কথা না। আমি ড্রাগনের মতোই এই সমস্যার সমাধান করব।”

ফিওনা হাসতে থাকে,আর তার মনের ভেতর এক মুহূর্তের জন্য ভাবনা আসে—ড্রাগনের এই মৃদু যত্ন আর রাগ মেশানো ভালোবাসা যেন তাকে আরও কাছে টেনে নিচ্ছে।

জ্যাসপার কিচেনে ঢুকে ঠান্ডা মাথায় কাজ শুরু করে। তার চোখে গভীর মনোযোগ আর হাতে দক্ষতার স্পষ্টতা।কাঁচের জারের ভেতর থেকে বিভিন্ন আয়ুর্বেদিক উপাদান বের করে সে একের পর এক চায়ের পাত্রে যোগ করতে থাকে—আদা, তুলসী পাতা, দারুচিনি,মধু,আর লেবুর রস।ফিওনা সোফায় বসে কিছুক্ষণ চুপচাপ থাকে,কিন্তু

জ্যাসপারের এমন দৃঢ় ও সুরেলা গতি তার দৃষ্টি আকর্ষণ করে।তার ভ্রু সামান্য কুঁচকে যায়,আর সে নিজের অজান্তেই হা করে জ্যাসপারের দিকে তাকিয়ে থাকে।

কিচেনের আলো জ্যাসপারের তীক্ষ্ণ মুখাবয়বের ওপর পড়ছে।তার চুলের ওপর সূর্যের নরম কিরণ যেন তাকে আরও উজ্জ্বল করে তুলেছে।যখন সে

মধু মেশাচ্ছিল, তার হাতের মসৃণ গতিবিধি ফিওনাকে মুগ্ধ করে।

“এভাবে তাকিয়ে থাকলে কি তোমার ঠান্ডা সেরে যাবে, হামিংবার্ড?” হঠাৎ জ্যাসপার পেছনে ঘুরে বলে।তার কণ্ঠে মৃদু মজা ঝরে পড়ে।ফিওনা মুহূর্তে লজ্জায় পড়ে যায়।তাড়াতাড়ি নিজের দৃষ্টি সরিয়ে ফেলে।”আমি তো শুধু দেখছিলাম যে আপনি চা বানাতে পারেন

কিনা,”ফিওনা বলার চেষ্টা করে,কিন্তু তার গলায় আত্মবিশ্বাসের অভাব স্পষ্ট।

জ্যাসপার হেসে বলে,”ড্রাগনরা শুধু যুদ্ধ করতে জানে না,হামিংবার্ড। যত্নও নিতে জানে ।”

সে চায়ের পাত্রে চা ঢেলে একটি কাপ নিয়ে ফিওনার দিকে এগিয়ে আসে।”এটা খাও। ঠান্ডা আর গলা

ব্যথা চলে যাবে,”বলে,কাপটা ফিওনার হাতে তুলে দেয়।

ফিওনা কাপ হাতে নিয়ে চায়ের দিকে তাকায়।তার মন অজান্তেই বলে ওঠে,”একজন ড্রাগন,অথচ কতটা যত্নশীল আর সৌন্দর্যের প্রতিমূর্তি!”

জ্যাসপার ফিওনার দিকে তাকিয়ে মুচকি হাসে।

“তুমি যদি আরেকবার এভাবে তাকিয়ে থাকো,তাহলে আমার আবার চুমু দেওয়ার ইচ্ছা হতে পারে,”বলে, তার কণ্ঠে দুষ্টুমি ফুটে ওঠে।

ফিওনা কাপে চুমুক দিতে গিয়ে প্রায় গলা দিয়ে চা উগড়ে ফেলে,”আপনার কি সবকিছুতেই দুষ্টুমি করার অভ্যাস?”

জ্যাসপার হাসে।”তোমাকে বিরক্ত করা তো আমার সবচেয়ে বড়

বিনোদন,হামিংবার্ড।”থারিনিয়াস ল্যাবে প্রবেশ করতেই মিস্টার চেন শিং তার দিকে তাকালেন।তার চোখে উত্তেজনার ছাপ স্পষ্ট।”আজ আমি ফিওনাকে দেখতে চাই,”চেন শিং বললেন,তার কণ্ঠে একটা অদ্ভুত তাগিদ।

থারিনিয়াস মাথা নাড়ল।”প্রিন্স কাল বলেছিল আমার মনে আছে,আজ

দেখাবো।আমি এখনই ডিভাইসটা চালু করছি।”

থারিনিয়াস একটি প্যানেলে কাজ শুরু করল।কয়েক সেকেন্ডের মধ্যেই সিসিটিভি ফুটেজ চালু হলো।স্ক্রিনে ভেসে উঠল লিভিং রুমের দৃশ্য।

ফিওনা সোফায় বসে চায়ের কাপ হাতে নিচু হয়ে চুমুক দিচ্ছিল।তার মুখে শান্তির আভা।চুলগুলো

এলোমেলো,আর তার গালে যেন হালকা লজ্জার রেশ এখনো রয়ে গেছে।

মিস্টার চেন শিং ধীরে ধীরে স্ক্রিনের দিকে এগিয়ে গেলেন।তার চোখে অশ্রু জমতে শুরু করল।দীর্ঘদিন পর তার প্রিয় নাতনীকে দেখছেন তিনি,যদিও সরাসরি নয়,তবু এতদিনের দূরত্বের পর এই মুহূর্ত যেন অনেক মূল্যবান।

তিনি হাত বাড়িয়ে স্ক্রিনে ফিওনার মুখ ছুঁতে চাইলেন।তার কণ্ঠ অল্প কাঁপছিল।”ফিওনা...আমার ফিওনা ভালো আছে?...”

থারিনিয়াস শান্তভাবে দাঁড়িয়ে ছিল,সেই আবেগঘন মুহূর্তের সাক্ষী হয়ে।

চেন শিং একবার স্ক্রিনের দিকে তাকিয়ে গভীরভাবে দীর্ঘশ্বাস ফেললেন।তার চোখে একসাথে

আনন্দ এবং কষ্টের মিশ্রণ।”আমার ছোট্ট নাতনীটা নিশ্চয় আমাকে খুব মনে করছে।কিন্তু আমি ওর পাশে থাকতে পারিনি,তবে মনে হচ্ছে ও এখন খানিকাটা ভালোই আছে।”মিস্টার চেন শিং মুহূর্তে চোখ বড় বড় করে স্ক্রিনের দিকে তাকিয়ে আছেন।মাত্র কয়েক সেকেন্ড আগেই তিনি দেখেছেন জ্যাসপার হঠাৎ লিভিং রুমে এসে ফিওনার গালে চুমু

দিয়ে চলে গেল।চেন শিং হতবাক,তার মুখ থেকে কথা বের হতে চাইছে কিন্তু মনের মধ্যে অগণিত প্রশ্ন।

তিনি অবাক হয়ে বললেন,

“এটা...এটা কি হলো?আমি কি ভুল দেখলাম?জ্যাসপার কেন ফিওনাকে চুমু দিলো?”

থারিনিয়াস দ্রুত ডিভাইস বন্ধ করে দিলো।তার মুখে এক ধরণের

আত্মবিশ্বাসী শীতলতা।সে জানত যে মিস্টার চেন শিং প্রশ্ন করবেন,এবং তাকে দক্ষতার সাথে পরিস্থিতি সামাল দিতে হবে।থারিনিয়াস শান্তভাবে বলল,”মিস্টার চেন শিং,আপনি অবশ্যই ভুল দেখেছেন। আমাদের প্রিন্স কখনো এমন কাজ করবেন না।”

চেন শিং সন্দিহানভাবে বললেন,“কিন্তু আমি নিজে দেখেছি! এটা ভুল হতে পারে না।”

থারিনিয়াস মাথা নাড়ল।তার কণ্ঠে একরকম দৃঢ়তা।

“আপনার চোখ ধোঁকা খেয়েছে। প্রিন্সের মধ্যে আবেগের ফাংশন নেই,বিশেষ করে প্রেম বা স্নেহজনিত কোনো অনুভূতি।তিনি ফিওনার প্রতি

এমন কিছু করবেন না যা আপনার কল্পনায় এসেছে।”

চেন শিং অস্থিরভাবে বললেন,

“তাহলে আমি যা দেখেছি সেটা কী? এটা তো কল্পনা ছিল না!”থারিনিয়াস এবার একটু মুচকি হাসল।

“মিস্টার চেন শিং,হয়তো ক্যামেরার কোনো ত্রুটি হয়েছে,বা আপনি অন্য কিছু ভেবেছেন।আমি নিশ্চিত করে বলতে পারি,প্রিন্স জ্যাসপার এমন

কোনো আবেগে জড়িত নয়। তিনি একান্তই তার দায়িত্ব পালন করছেন।”

চেন শিং কিছুক্ষণ চুপ করে রইলেন,তার মন তখনও ঘটনাটি মেনে নিতে পারছিল না।তবে থারিনিয়াসের দৃঢ়তা এবং আত্মবিশ্বাস দেখে তিনি আর কিছু বলতে পারলেন না।

থারিনিয়াস মনে মনে স্বস্তির নিশ্বাস ফেলল।সে জানত, চেন শিং সত্যিটা জানলে সবকিছু ভেঙে পড়বে।কিন্তু তার কাজ ছিল এই মুহূর্তে সত্যকে আড়াল করা এবং পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে রাখা।থারিনিয়াস মনে মনে বলল,

“প্রিন্স,আমি যতটা সম্ভব আপনাকে রক্ষা করার চেষ্টা করলাম।কিন্তু আপনি যদি এর চেয়ে বেশি সামনে এগোন, তাহলে আমি আর বেশি

দিন ঢাকতে পারবো না।”ভোরের প্রথম আলোতে,ভেনাসের আকাশ যেন আরও উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। অ্যালিসা ও সিলভা তাদের ড্রাগন রূপে সজ্জিত হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। তাদের বিশাল ড্রাগন ডানা সূর্যের আলোয় ঝলমল করছে।তাদের চোখে একরকম উত্তেজনা এবং অজানা পৃথিবী দেখার অদম্য আকাঙ্ক্ষা।

তাদের পিতা,ফ্লোরাজ রাজ্যের মহারাজ,কিছুটা গম্ভীর স্বরে বললেন,”এই যাত্রা তোমাদের জন্য সহজ হবে না।পৃথিবী ভিন্ন এক জগৎ।সেখানে আমাদের নিয়মের বাইরে অনেক কিছু ঘটে।নিজেকে সামলে চলবে।অ্যালিসা,তুমি বড় বোন হিসেবে সিলভার দায়িত্ব নিয়েছো।তাকে বিপদ থেকে রক্ষা করবে।”

অ্যালিসা মাথা নাড়ল।তার লাল চুল আর উজ্জ্বল ড্রাগন রূপে তাকে যেন আরও মহিমান্বিত দেখাচ্ছে।

“হ্যাঁ,পিতা।আমরা আপনি নিশ্চিন্তে থাকুন,সেখানে প্রিন্স আছেন সে আমাদের অবশ্যই নিরাপদে রাখবেন।”

সিলভা, যে তুলনামূলক কম অভিজ্ঞ এবং কিছুটা দুষ্টু, হাসতে হাসতে বলল,”আমরা তো পৃথিবী দেখতে

যাচ্ছি,পিতা! দুশ্চিন্তা করবেন না। আপু আমাকে চোখে চোখে রাখবে।”পিতা কিছুক্ষণ তাদের দিকে তাকিয়ে থাকলেন। তারপর বললেন,”তোমাদের যাত্রা দীর্ঘ হবে। ভেনাস থেকে পৃথিবীতে পৌঁছাতে সাধারণ ড্রাগনদের তিনদিন সময় লাগে।যাত্রাপথে সাবধান থাকবে। আর মনে রেখো,পৃথিবীর মানুষ

আমাদের মতো নয়।তাদের সম্পর্কে ভুল সিদ্ধান্ত নিও না।”

অ্যালিসা ও সিলভা পিতার সামনে মাথা নত করল।তারপর এক বিশাল ডানার ঝাপটা দিয়ে তারা ভেনাসের আকাশে উড়াল দিলো।

আকাশের বিশালত্ব যেন তাদের ডানার শক্তিকে আরও বাড়িয়ে তুলল।তারা সূর্যের আলোর সাথে মিশে একের পর এক মেঘ পেরিয়ে

এগিয়ে চলল।ভেনাসের সবুজাভ আকাশ তাদের পেছনে ফেলে,তারা ধীরে ধীরে পৃথিবীর দিকে এগিয়ে যাচ্ছে।জ্যাসপার ল্যাবে প্রবেশ করতেই চারপাশে আধুনিক প্রযুক্তির ছোঁয়া। বিশাল পর্দায় ডেটা বিশ্লেষণ করা হচ্ছে, আর বিভিন্ন মেশিনে কাজ চলছে।থারিনিয়াস ইতিমধ্যেই কনফারেন্স রুমে উপস্থিত ছিল। তিনি একটি ম্যাপের উপর নজর

দিচ্ছিলেন, যেখানে কার্বন সংগ্রহের স্থান এবং সেখানে থাকা মনস্টারগুলোর তথ্য ছিল।

জ্যাসপার: “থারিনিয়াস, প্রস্তুতি কেমন চলছে?”

থারিনিয়াস:(মুখে কিছুটা চিন্তার ছাপ) “সবকিছু ঠিকঠাক আছে, তবে মনস্টারদের সঙ্গে কীভাবে মোকাবিলা করতে হবে, সেই বিষয়ে কিছু প্রশ্ন রয়ে গেছে।”

ঠিক তখনই আলবিরা রুমে প্রবেশ করে।কনফারেন্স রুমটি একটি আধুনিক এবং প্রযুক্তিগতভাবে সমৃদ্ধ স্থান,যা বিশাল কাচের জানালা দিয়ে উজ্জ্বল।বাইরে দেখা যাচ্ছে ল্যান্ডস্কেপের বিশাল সৌন্দর্য,যেখানে উদ্ভিদ এবং সৃষ্টির নিদর্শনগুলো চোখে পড়ছে।রুমের কেন্দ্রে একটি বড় চিরকালীন সাদা টেবিল

রয়েছে,যা চারপাশে উজ্জ্বল আলোতে ঘেরা।

রুমের দেয়ালগুলোতে বড় বড় মনস্টারদের ছবি লাগানো হয়েছে,যা তাদের শক্তি এবং গুণাবলীর প্রতিনিধিত্ব করে। টেবিলের এক কোণে একটি হালকা প্রযুক্তি প্যানেল স্থাপন করা হয়েছে,যেখানে তথ্য প্রদর্শন করা হচ্ছে।

জ্যাসপার তখন বললো “মিস্টার চেন শিং কি আসছে?”

থারিনিয়াস জবাব দিলো”হ্যাঁ,তিনি কিছু গুরুত্বপূর্ণ তথ্য নিয়ে আসছেন। বিশেষ করে কার্বন অঞ্চল এবং সেখানে থাকা মনস্টার সম্পর্কে।”তখনি মিষ্টার চেন শিং প্রবেশ করে এবং তার হাতের ল্যাপটপ থেকে বিশাল তথ্য বের করতে শুরু করেন।

মিস্টার চেন শিং তাঁর প্রেজেন্টেশন শুরু করেন। “সকলকে স্বাগতম। আজকের মিশন গুরুত্বপূর্ণ, এবং তোমাদের সঠিক তথ্যের উপর ভিত্তি করে কাজ করতে হবে।”তিনি প্যানেলে মনস্টারদের ছবি এবং তাদের বৈশিষ্ট্য দেখাতে শুরু করেন। থারিনিয়াস: “আমাদের পরিকল্পনা এবং সঠিক প্রস্তুতি অত্যন্ত জরুরি।

মনস্টারগুলোর শক্তি এবং দুর্বলতা সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে হবে।”

আলবিরা: “আমাদের মাঝে শক্তিশালী যোগাযোগ থাকতে হবে। যদি কোনো সমস্যা হয়,তাহলে দ্রুত সমাধান করতে হবে।”জ্যাসপার:”আমরা সবাই একসাথে কাজ করলে,কোন চ্যালেঞ্জই আমাদের থামাতে পারবে

না। আমাদের লক্ষ্য হলো সফলভাবে কার্বন সংগ্রহ করা।”

কার্বন সংগ্রহের জন্য নির্বাচিত অঞ্চল হলো ক্যারবিন বেসিন, যা একটি বিশাল গভীর সমুদ্রের তলদেশে অবস্থিত।এই অঞ্চলটি পরিচিত তার বিশাল তলদেশীয় কার্বন সঞ্চয়ের জন্য এবং এখানে প্রায়শই শক্তিশালী মনস্টারদের বসবাস হয়।এই অঞ্চলের গভীরতা

প্রায় ১০,০০০ ফুট, এবং এটি প্রায় অন্ধকারাচ্ছন্ন।এটি একটি বৃহৎ ভূতাত্ত্বিক অঞ্চল যা আগ্নেয়গিরির কার্যকলাপের কারণে গঠিত হয়েছে।

এখানে কেল্রিম,জোলথান এবং মোরাক্স সহ বিভিন্ন ধরনের মনস্টার রয়েছে, যারা এই অঞ্চলের নিরাপত্তা রক্ষা করে।

কেল্রিম এই মনস্টারটি একটি বিশাল পাথরের মতো তৈরি, যার

গায়ে বিভিন্ন রঙের রত্ন রয়েছে। এর শক্তি হলো পাথর ভাঙা এবং আক্রমণের সময় কঠোর প্রতিরোধ গড়ে তোলা।

জোলথান এই মনস্টারটি বায়ুমণ্ডলে উড়তে পারে এবং বৈদ্যুতিক শক্তি ব্যবহার করে আক্রমণ করে। এটি দ্রুত এবং খুব চঞ্চল।মোরাক্স এটি একধরনের জলদস্যু মনস্টার, যে শুধু জল এবং কার্বনের অধীনে

অবস্থিত। এটি সাঁতার কাটতে পারে এবং জল থেকে আক্রমণ করতে পারে।

মিস্টার চেন শিং তাদের প্রাথমিক প্রস্তুতি সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য প্রদান করেন।

মিস্টার চেন শিং আবার বলতে লাগলো “ক্যারবিন বেসিনে আমাদের সাফল্য অনেকটাই নির্ভর করবে মনস্টারগুলোর ওপর। তাদের শক্তি

এবং দুর্বলতা সম্পর্কে জানাটা আমাদের জন্য জরুরি।”

জ্যাসপার তখন অবিলম্বে প্রশ্ন করলো

“তাহলে,কেল্রিমের শক্তি কি?”

মিস্টার চেন শিং: “কেল্রিম পাথরের মতো কঠিন।এটি আক্রমণের সময় শেলের মতো আচরণ করে। তবে এর দুর্বলতা হলো এটি দ্রুত চলাচল

করতে পারে না,তাই তোমাদের দ্রুততার সুবিধা নিতে হবে।”

থারিনিয়াস:”আর জোলথান সম্পর্কে?”

মিস্টার চেন শিং: “জোলথান দ্রুত এবং আক্রমণকারী। এটি বায়ুমণ্ডলে বিদ্যুৎ নিয়ে আসে,তাই তোমাদের উচিত দূর থেকে আক্রমণ করা।”আলবিরা: “এবং মোরাক্স?”

মিস্টার চেন শিং “মোরাক্স জল থেকে দ্রুত সাঁতার কাটতে পারে। তোমাদের উচিত জলের নিচে নজর রাখা।”

সকলেই নিজেদের কাজের জন্য প্রস্তুত হতে শুরু করে। জ্যাসপার,থারিনিয়াস,আলবিরা,এবং মিস্টার চেন শিং একত্রে আলোচনা করে সিদ্ধান্ত নেন যে তারা কীভাবে মনস্টারগুলোকে মোকাবেলা করবেন

এবং কীভাবে কার্বন সংগ্রহ করবেন।

জ্যাসপার সবার উদ্দেশ্যে বললো "তাহলে,কাল সকালে আমাদের যাত্রা শুরু করতে হবে।প্রত্যেককে তাদের প্রস্তুতির কাজ করতে হবে।"

থারিনিয়াস: "আমি জোলথানের বিরুদ্ধে মোকাবেলার জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছি।"

আলবিরা: “আমি মোরাক্সের জন্য পরিকল্পনা করছি, জলদস্যুদের সঙ্গে মোকাবেলা করতে হবে।”

মিস্টার চেন শিং: “তাহলে,তোমারা কেল্রিমের জন্য আমাদের শক্তি ব্যবহার করবো।”ল্যাবে কার্বন মিশন নিয়ে আলোচনা শেষ করার পর, থারিনিয়াস ও আলবিরা মাউন্টেন গ্লাস হাউজে ফেরার প্রস্তুতি নিতে শুরু করেছিল। সন্ধ্যা নেমে এসেছে,

আর দিনের আলো বিলীন হতে হতে পুরো জায়গাটা যেন এক নতুন রূপ ধারণ করেছে। কিন্তু তার মধ্যেই জ্যাসপার উঠে যাওয়ার সময় মিস্টার চেন শিং তাকে থামিয়ে দিলেন।

“জ্যাসপার,এক মিনিট থামো। আমি তোমার কাছে একটি প্রশ্ন করতে চাই,” বলে চেন শিং গভীর দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলেন।

জ্যাসপার একটু চমকে উঠল। “আপনার এমন কেন মনে হলো?” সে প্রশ্ন করে।

মিস্টার চেন শিংয়ের মুখে উদ্বেগের ছাপ স্পষ্ট। “আমি আজকের সকালের সিসিটিভি ফুটেজ দেখেছি।”

জ্যাসপার বুঝতে পারল, চেন শিং ফিওনা ও তার মধ্যে ঘটে যাওয়া সব দৃশ্য দেখে ফেলেছেন। তার মনে

শঙ্কা জাগল।“মিস্টার চেন শিং,আপনি জানেন আমি ফিওনার প্রতি যত্নশীল।আমি তাকে কোনো ক্ষতি করতে চাই না,” জ্যাসপার বলল, স্বর নিয়ে আত্মবিশ্বাস বজায় রাখতে চেষ্টা করল।

চেন শিং আবার কিছুক্ষণ চুপ করে থাকলেন। “আমার নাতনীর নিরাপত্তা নিয়ে আমি উদ্বিগ্ন। তুমি একজন প্রিন্স, এবং তোমার ক্ষমতা

ও আবেগ সম্পর্কে আমি জানি। আমি চাই না সে কোনোভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হোক।”

“আমি ফিওনাকে ভালোবাসি,” জ্যাসপার স্পষ্টতার সঙ্গে জানাল, তার কণ্ঠে ছিল এক ধরনের আত্মবিশ্বাস ও আবেগের ঝলক।“আর ফিওনার চোখে আমি সেই ভালোবাসার ছোঁয়া দেখেছি।”

মিস্টার চেন শিংয়ের চোখে রাগের ছাপ স্পষ্ট হয়ে উঠল। “আমিতো শুনেছি তোমার মধ্যে লাভ ফাংশনাল ডিলিট,” তিনি গম্ভীরভাবে বললেন।“সেটা কোনো এক কারণে অ্যাক্টিভ হয়ে গেছে,” জ্যাসপার উত্তর দিল। “আর সেই কারণটাই ফিওনা।”

“দেখো,” চেন শিং বলতে লাগলেন, “তুমি একজন ড্রাগন,তাও আবার

ভেনাসের।আর আমার নাতনী ফিওনা,একজন সাধারণ মানবী পৃথিবীর।তোমাদের মধ্যে কিভাবে কোনো সম্পর্ক থাকতে পারে?এই সম্পর্কের ভবিষ্যৎ আর পরিনতি তুমি জানো কি?ধ্বংস!তোমার ধ্বংস হবে,আর ফিওনাকেও হয়তো এর জন্য ক্ষতিগ্রস্ত হতে হবে।একজন এনিম্যাল আর একজন হিউম্যানের মধ্যে কি কখনো মিল সম্ভব?”

জ্যাসপার কিছুক্ষণ চুপ করে রইল। তারপর বলল, “ভালোবাসা কোনো কিছু দেখা হয়না।এটা তো পৃথিবীর প্রবাদ।কিন্তু শুনুন,এই মহাবিশ্বে এমন কিছু হয়,যা আমাদের কল্পনার বাইরে।আমার আর ফিওনার ভালোবাসাটাও সেরকমই।”“তুমি আগুন নিয়ে খেলছো,জ্যাসপার,” চেন শিং সতর্ক করে দিলেন, তার কণ্ঠে উদ্বেগ ছিল।

জ্যাসপার দৃঢ়তার সঙ্গে বলল, “আমি আগুনেরই তৈরি।”

“এই মহাবিশ্ব তোমাদের প্রেমের দাম দিবে না,”চেন শিংয়ের মুখে সংশয় ছিল।

“তাহলে আমি এই মহাবিশ্ব ধ্বংস করে দেবো,” জ্যাসপার কঠোরভাবে প্রতিশ্রুতি দিল।

“জ্যাসপার,তুমি এমন কিছু করোনা যাতে ফিওনার ক্ষতি হয়,”চেন শিং

সতর্কভাবে বললেন, তার কণ্ঠে উদ্বেগ স্পষ্ট।

জ্যাসপার দৃঢ়তার সঙ্গে উত্তর দিল, “আমি নিজেকে উৎসর্গ করে দেবো। ফিওনার ক্ষতি আমি হতে দেবো না। যদি প্রয়োজন হয়,আমি নিজেকে এই মহাবিশ্ব থেকে সরিয়ে নেব।”

“ফিওনা তোমার সৌন্দর্যে মুগ্ধ হয়েছে,” চেন শিং বললেন, তার

চোখে সংশয় ছিল। “এটা ভালোবাসা নয়।”

“আপনার ভুল ধারণা,” জ্যাসপার জোরালোভাবে বলল। “ফিওনা আমাকে ভালোবাসে সৌন্দর্যের জন্য নয়।তার হৃদয়ে আমার জন্য স্থান রয়েছে।”

“তাহলে প্রমাণ করে দেখাও,”চেন শিং চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে দিল। “দেখাও,তোমার সৌন্দর্য তাকে

মোহিত করছে না,সে তোমার হৃদয়কে ভালোবাসছে।”

“ঠিক আছে,” জ্যাসপার বলল, তার চোখে দৃঢ়তা ও সংকল্প।“আমি আপনাকে প্রমাণ করে দেখিয়ে দেব। আসি এবার।”জ্যাসপার বেরিয়ে যাওয়ার সাথে সাথে চেন শিং কিছুক্ষণ হতভম্ব হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন।তার মাথায় নানা চিন্তা ঘুরপাক খাচ্ছিল। তিনি ভাবতে

লাগলেন, “জ্যাসপার আর ফিওনার প্রেমের পরিণতি কী হবে?”

সে জানত, এই সম্পর্কের পরিণতি খুব একটা ভালো হবে না। এই মহাবিশ্ব কখনো তাদের প্রেমকে মেনে নেবে না—না পৃথিবী,না ভেনাস। চেন শিংয়ের মনে ভয় ছিল।

“আমি কি ভুল করেছি?” তিনি নিজেকে প্রশ্ন করলেন। “তাদের

প্রেম কি সত্যিই সম্ভব?আমার কি উচিত এটা হতে দেয়া ?”চেন শিং নিজের অন্তরেও দ্বিধায় পড়ে গেলেন।তিনি জানতেন,প্রেমের মধ্যে যদি কোনো বাধা থাকে,তাহলে তা কতোটা ভাঙ্গন সৃষ্টি করতে পারে।

“না,” তিনি মনে মনে ভাবলেন। “এটা হওয়া উচিত নয়।আমার ফিওনাকে সুরক্ষিত রাখতে হবে।”

তার চিন্তাভাবনা অস্থির হয়ে উঠল। তিনি জানতেন, জ্যাসপার যেন আগুনের মতো,যা যেকোনো মুহূর্তে তার নাতনীর জীবনে বিপর্যয় ডেকে আনতে পারে।চেন শিংয়ের চোখে উদ্বেগের ছায়া নেমে এল।তিনি তাঁর নাতনীর সুরক্ষায় চিন্তিত হয়ে পড়লেন,এবং তাঁর হৃদয়ে একটা অস্থিরতা তৈরি হলো।রাতের বেলা অ্যকুয়ারা ফিওনার ঘরে প্রবেশ

করে। কয়েকদিন ধরে ফিওনার সাথে আড্ডা দেয়ার তেমন সুযোগ পাচ্ছিল না,তাই আজ চলে এসেছে। তারা বেশ কিছুক্ষণ গল্প করতে থাকে,হাসি-ঠাট্টা চলতে থাকে।

শেষে,হঠাৎ অ্যকুয়ারা প্রশ্ন করে,"ফিওনা,একটা সত্যি কথা বলো,তুমি কি প্রিন্সকে ভালোবাসো?" ফিওনা কিছুক্ষণ চুপ থাকে,কোনো উত্তর দেয় না।অ্যকুয়ারা আবার

বলে,”প্রিন্স তোমাকে অনেক ভালোবাসে।আমি এই কয়েকদিনে সবকিছু লক্ষ্য করেছি।কিন্তু তুমি,তুমি কি তাকে ভালোবাসো?”

ফিওনা তখন মাথা নাড়িয়ে ওপর নিচ করে।“এভাবে না,মুখে বলো,” অ্যকুয়ারা বলে।

ফিওনা একটু সংশয়ে উত্তর দেয়, “হ্যাঁ,আমি তাকে ভালোবাসি।তবে আমি তাকে জানাবো না।কারণ,আমি

এখনো তাকে ভালোবাসি বলিনি। তাতে সে যা করে আর বললে তো...”

এ কথা বলার পর ফিওনার মুখে একটা সংকোচের ছায়া দেখা যায়। অ্যকুয়ারা ফিওনার দিকে মুগ্ধ দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে,বুঝতে পারে তার অনুভূতি কতটা গভীর।

অ্যাকুয়ারা ফিওনার দিকে তাকিয়ে বলে,”তুমি না বললেও প্রিন্স জানে।

কারণ,সে হচ্ছে ড্রাগন প্রিন্স।তার সিক্স সেন্স অনেক বিচক্ষণ। সে আগেই বুঝে গেছে,নাহলে তোমার এত কাছে আসতো না।”

ফিওনার মুখে একরকম বিষণ্ণতা ঝরে পড়ে।সে মাথা নিচু করে থাকে।অ্যকুয়ারা তার এই অবস্থায় উদ্বিগ্ন হয়ে বলে,

“কী হয়েছে ফিওনা?তুমি কেন এত চিন্তিত?তুমি যদি তাকে

ভালোবাসো,তবে ভয় পাওয়ার কিছু নেই।”

“জানি,” ফিওনা নিঃশ্বাস ছেড়ে বললো,”কিন্তু আমাদের সম্পর্কের মধ্যে অনেক বাধা আছে।আমি নিশ্চিত নই যে এই প্রেমের শেষ কোথায় যাবে।”“কিন্তু যদি তুমি তাকে সত্যি ভালোবাসো,তাহলে এগিয়ে যাও,”অ্যকুয়ারা উৎসাহ দেয়।”ভালোবাসা সবসময়

শক্তিশালী। তুমি কীভাবে জানবে,যদি তুমি চেষ্টা না করো?”

ফিওনা কিছুক্ষণ চুপ থেকে ভাবে,তার মনে জাগে কিছু দ্বিধা ও আশঙ্কা। “তুমি ঠিক বলছ,কিন্তু পরিস্থিতি এত সহজ নয়। আমি চাই না,সে বা আমি কোনোভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হই।”

“কিন্তু প্রেমই তো সবকিছু সমাধান করতে পারে,”অ্যকুয়ারা বলে। “তুমি

যদি প্রিন্সকে সত্যি ভালোবাসো,তাহলে সাহসী হয়ে ওঠো।”

“কিন্তু অ্যাকুয়ারা,” ফিওনা বলে “ড্রাগন আর হিউম্যান কি একসাথে সারাজীবন থাকতে পারবে?তাদের মধ্যে তো এত পার্থক্য।”

অ্যাকুয়ারা কিছুক্ষণ ভাবতে থাকে।সে জানে এটার উত্তর তার কাছে নেই।

“আমি জানি,ফিওনা।তুমি এবং

প্রিন্সের ভালোবাসায় অনেক বাধা আসবে।কিন্তু আপাতত তুমি ভয় পেয়ো না এসব নিয়ে।”“তাহলে কী করতে হবে?” ফিওনা হতাশ হয়ে প্রশ্ন করে।

“তুমি যা অনুভব করো,তা বিশ্বাস করো,” অ্যকুয়ারা বললো। “ভালোবাসা সব বাধা অতিক্রম করতে পারে।যতক্ষণ তোমরা একে

অপরকে ভালোবাসবে,ততক্ষণ কিছুই অসম্ভব নয়।”

“কিন্তু পরিস্থিতি?” ফিওনা প্রশ্ন করে।

“হ্যাঁ,পরিস্থিতি কঠিন।কিন্তু তুমি যদি সত্যিই তাকে ভালোবাসো,তাহলে সাহসী হও।একসাথে মিলেমিশে চলার চেষ্টা করো।সম্পর্ক তৈরি করতে সময় লাগে,আর তোমাদের

মাঝে যে প্রেম তা অসাধারণ,”অ্যকুয়ারা উৎসাহ দেয়। ফিওনার চোখে আশার কিছু আলো জ্বলে ওঠে।

“তুমি সত্যিই মনে করো,আমরা একসাথে থাকতে পারব?”

“আমি মনে করি,যদি তোমরা দুজন একসাথে পাশপাশি থাকো,” অ্যকুয়ারা উত্তর দেয়। “তাহলে সব বাধা অতিক্রম করা সম্ভব।”“কিন্তু

আমার না,তাকে ভয় হয়,অ্যাকুয়ারা।”

“কেনো?” অ্যাকুয়ারা জানতে চায়।

“আরেহ,ওনাকে নয় ওনার রোমান্সকে আমি ভয় পাই,” ফিওনা একটু সংকুচিত হয়ে বলে।

“কেনো?সে কি এমন করেছে?” অ্যাকুয়ারা প্রশ্ন করে।

ফিওনা কিছু বলার আগেই মনে মনে ভাবতে থাকে,এতোটা ব্যক্তিগত কথা

বলার প্রয়োজন নেই।তারপর সে বললো,

“না, আসলে ড্রাগন তো আর ড্রাগনের রোমান্স হিউম্যানদের থেকে আলাদা।ভয়ংকর হবে তাই।”

এটা শুনে অ্যাকুয়ারা হাসতে হাসতে শেষ হয়ে যায়।তার হাসি দেখে ফিওনাও অগত্যা হাসে।”তুমি এতটা ভাবছো কেন? প্রেমে ভয় পাওয়া স্বাভাবিক,”অ্যাকুয়ারা বলে।”কিন্তু

কখনো কখনো ভয়কে পেছনে রেখে সামনে এগোতে হয়।”

“হ্যাঁ,হয়তো তুমি ঠিক বলছো,” ফিওনা কিছুটা স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে। “আমি বুঝি,কিন্তু মানসিকভাবে প্রস্তুত হতে একটু সময় লাগবে।”

“তুমি যা অনুভব করো,সেটা গ্রহণ করো।সবকিছু খুব সহজে হবে না,কিন্তু তুমি একা নও।আমি সবসময় তোমার পাশে আছি,”

অ্যাকুয়ারা তার বন্ধুর হাতে হাত রেখে সমর্থন দেয়।

“ধন্যবাদ, অ্যাকুয়ারা।” ফিওনা বললো, “তোমার কথা আমার সাহস বাড়ায় আর তুমি আছো বলেই আমি এতোটা নিশ্চিন্তে থাকি সব বিষয়ে।”এথিরিয়ন হন্তদন্ত হয়ে মাউন্টেন গ্লাস হাউজে প্রবেশ করল। দ্রুত পায়ে অ্যাকুয়ারার কক্ষের দিকে গেল,কিন্তু সেখানে পৌঁছে দেখল,কক্ষ

ফাঁকা।এথিরিয়ন সঙ্গে সঙ্গে বুঝে গেল, অ্যাকুয়ারা নিশ্চয় ফিওনার কক্ষে রয়েছে।

ফিওনার কক্ষের সামনে গিয়ে সে দেখল,স্লাইডিং দরজা খুলছে না। িবক্ত হয়ে সে কাচের ওপর হাত ছোঁয়াল,আর সঙ্গে সঙ্গেই ভেতরে সিগন্যাল চলে গেল।

ফিওনা আর অ্যাকুয়ারা একে অপরের দিকে তাকিয়ে বুঝল, কেউ

এসেছে।অ্যাকুয়ারা উঠে গিয়ে স্লাইডিং দরজাটি খুলে দেয়।দরজার ওপাশে এথিরিয়ন দাঁড়িয়ে আছে,মুখভরা উদ্বেগ আর চোখেমুখে অস্থিরতা।

“এথিরিয়ন!কী হয়েছে?” অ্যাকুয়ারা জিজ্ঞেস করল।

এথিরিয়ন ঘরে ঢুকে বলল,”আর বলো না!ড্রাকোনিস থেকে ইমেল এসেছে।ওই অ্যালিসা ভাবি আর

সিলভা আসছে পৃথিবীতে!”অ্যাকুয়ারা খানিকটা বিস্মিত হয়ে বলল,”তা হলে কী হয়েছে?তুমি এতটা অস্থির কেন?”

“অ্যালিসা ভাবিকে নিয়ে আমার কোনো সমস্যা নেই,” এথিরিয়ন ধীর স্বরে বলল।”কিন্তু সিলভা?ওই মেয়েটা এতটা ‘চিপকে চিপকে’থাকবে আমার সঙ্গে যে

আমার সহ্য হবে না! প্লিজ,আমাকে বাঁচাও!”

অ্যাকুয়ারা হেসে উঠল।”তুমি তো একদম ভয়ে পেয়ে বসেছ! সিলভা আসছে বলে তোমার এমন দুঃখ কেন?”

“দুঃখ নয়,অ্যাকু!এটা পুরোপুরি ভয়! তোমাকে বলে রাখি, সিলভা এমন যে প্রতিটা মুহূর্ত আমাকে ‘ট্র্যাক’

করবে,যেন আমি কোনো রাজপরিবারের গুপ্তধন!”

অ্যাকুয়ারা অবাক হয়ে হাসতে লাগল। “তুমি তো দেখছি সিলভার আগমন নিয়ে রীতিমতো একটা রোমাঞ্চ গল্প বানিয়ে ফেলেছো!”

“গল্প না অ্যাকুয়ারা।এটা আমার জীবনের বাস্তবতা। আর তাই অ্যাকু,আমি তোমার সাহায্য চাই।তুমি

আমাকে কোনো একটা উপায় বলো যেন ওর কাছ থেকে পালাতে পারি!” অ্যাকুয়ারা চওড়া হাসি দিয়ে বলল,”চিন্তা করো না। সিলভাকে সামলানোর জন্য আমাদের কিছু একটা করতেই হবে!”এথিরিয়নের চোখ হঠাৎ ফিওনার দিকে পড়ল,আর তার মুখে খেলে গেল এক চটপটে হাসি।”এই তো পেয়ে গেছি উপায়!” সে উচ্ছ্বসিত গলায়

বলে উঠল। “ফিওনা,প্লিজ,তুমি আমাকে সাহায্য করবে।সিলভা যখন আসবে,তখন আমি তোমার সাথে সাথেই থাকব।এতে ও কোনোভাবেই আমার কাছে আসার সুযোগ পাবে না!”

ফিওনা কিছুটা বিভ্রান্ত হয়ে চুপ করে রইল।এত দ্রুত ঘটনাপ্রবাহের অর্থ বুঝে ওঠা তার জন্য কঠিন হয়ে পড়ল।

অ্যাকুয়ারা তখন এথিরিয়নের কাঁধে আলতো চাপ দিয়ে বলল, “চল,বাইরে গিয়ে কথা বলি। ফিওনাকে এতটা হঠাৎ করে এই সব চাপিয়ে দেওয়া ঠিক না।”

অ্যাকুয়ারা এথিরিয়নকে নিয়ে দ্রুত কক্ষ থেকে বেরিয়ে গেল। তাদের চলে যাওয়ার পর কক্ষটা যেন হঠাৎ নিস্তব্ধ হয়ে গেল।ফিওনা কাঁচের দেয়ালের পাশে গিয়ে দাঁড়াল।বাইরে

রাতের আকাশ তারাভরা,কিন্তু তার মন ভীষণ ভারাক্রান্ত।

“অ্যালিসা আসছে...” ফিওনা মনেমনে বলল।তার বুকটা কেমন যেন মোচড় দিয়ে উঠল।”তার মানে জ্যাসপারের বাগদত্তা এখানে আসছে।”

তার হৃদয়টা যেন অদৃশ্য আগুনে পুড়তে লাগল।যতবারই সে এই সম্পর্কের কথা ভাবছে,নিজের

অনুভূতিগুলোকে সামলানোর চেষ্টা করেও সে পারছে না।

ফিওনা গভীর শ্বাস নিয়ে চোখ বন্ধ করল।নিজেকে বারবার বোঝাতে চাইল—জ্যাসপার একজন ড্রাগন,আর সে একজন সাধারণ মানবী।তাদের মধ্যে কোনো সম্পর্ক হওয়া সম্ভব নয়। তবুও,তার হৃদয়টা কেন যেন এই বাস্তবতাকে মানতে চায় না। ল্যাবের এক কোণে গম্ভীরভাবে বসে

আছে জ্যাসপার। ড্রাকোনিস ইমেল পাঠানোর পর থেকে ওর মন যেন অস্থির হয়ে উঠেছে।অ্যালিসার আসার খবরটা পাওয়ার পর থেকেই ওর চিন্তা গাঢ় হয়েছে।

ড্রাকোনিসের সঙ্গে কলে আলাপের সময় সে বলেছিল, “ওদের এখন এখানে আসাটা ঠিক হবে না।আমরা সবাই একটা গুরুত্বপূর্ণ মিশনে আছি ড্রাকোনিস।ওরা আসলে পুরো

পরিবেশটা কেমন হবে?এই সময়ে তাদের উপস্থিতি খুবই বিভ্রান্তিকর।” ড্রাকোনিস হালকা স্বরে জবাব দিয়েছিল,”ও তোমার বাগদত্তা,জ্যাসপার।অনেকদিন হলো তোমাকে দেখেনি।আর ওরা তো তোমার মিশনে কোনো বাধা দিচ্ছে না।কয়েকদিনের ব্যাপার।সামলে নাও।”

ড্রাকোনিস কলটি শেষ করার সঙ্গে সঙ্গেই জ্যাসপার চেয়ারে হেলান দিয়ে মাথা ধরে বসে পড়ে।চিন্তার ভারে ওর মনের গভীরে একটা চাপা অস্থিরতা সৃষ্টি হয়েছে।“অ্যালিসা আসলে কি হবে?” জ্যাসপার মনে মনে প্রশ্ন করে। “ফিওনা কি বুঝতে পারবে আমি এখন কোথায় দাঁড়িয়ে আছি?যদি অ্যালিসা আর ফিওনার

মাঝে কোনো অস্বস্তিকর পরিস্থিতি তৈরি হয়... তখন আমি কী করব?”

জ্যাসপারের চোখে ভাসছে ফিওনার চেহারা—তার ছোটখাটো হাসি,তার মৃদু ভয় আর দুর্বলতা।সে জানে,এই পৃথিবীতে ফিওনাকে রক্ষা করার দায়িত্ব এখন তার।কিন্তু অ্যালিসার উপস্থিতি কীভাবে তার আর ফিওনার মধ্যে তৈরি হওয়া অদ্ভুত সম্পর্কে

প্রভাব ফেলবে,সেটাই তাকে সবচেয়ে বেশি ভাবাচ্ছে।

“আমাকে এখনই কিছু একটা পরিকল্পনা করতে হবে,” জ্যাসপার মনস্থির করল।কিন্তু ফিওনার অনুভূতিগুলোকে আঘাত না করে কীভাবে এই পরিস্থিতি সামাল দেবে,সেটাই এখন তার সবচেয়ে বড় চিন্তা।পরের দিন কার্বনের মিশন থেকে ফিরে জ্যাসপার,

থারিনিয়াস,আলবিরা আর এথিরিয়ন গ্লাস হাউজে একত্রিত হয়।তিনটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান সংগ্রহ করা হয়েছে,আর মাত্র দুটি মিশন বাকি। এই উপাদানগুলো ভেনাসে পাঠানোর জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছে তারা।

হঠাৎ থারিনিয়াস জ্যাসপারের কাছে একান্তে কথা বলতে এগিয়ে আসে।

“প্রিন্স অরিজিন,একটা কথা ছিল।”

জ্যাসপার গভীর মনোযোগে তাকিয়ে বলল,”বলো।”

থারিনিয়াস একটু ইতস্তত করে বলল,”প্রিন্সেস অ্যালিসা আসছেন। আমি আপনার আর ফিওনার ব্যাপারটা কিছুটা বুঝতে পেরেছি।এই মুহূর্তে অ্যালিসা আসলে পরিস্থিতি কেমন হবে,ভেবে দেখেছেন?”

জ্যাসপার শান্ত গলায় উত্তর দিল,”কি হবে?কিছুই হবে না। আমি

অ্যালিসাকে সত্যিটা জানিয়ে দেব।ও আমার সফটওয়্যারের মাধ্যমে সিলেক্ট করা পার্টনার,এর বাইরে ওর কোনো জায়গা নেই আমার জীবনে। আমার হৃদয়ে ফিওনা ছাড়া আর কারো স্থান নেই।”থারিনিয়াস চোখ বড় বড় করে জ্যাসপারের দিকে তাকাল। “প্রিন্স,দয়া করে এসব করবেন না।ড্রাকোনিস যদি জানতে পারে,তাহলে কি হবে ভেবে

দেখেছেন?অ্যালিসাকে কিছু বুঝতে দেয়া যাবে না।ওরা কয়েক দিনের জন্য আসছে। সামান্য এই সময়টা সামলে নিন।”

জ্যাসপারের মুখে কিছুটা বিরক্তি ফুটে উঠল।”তোমার কি মনে হয়,আমি ওর সামনে নিজের অনুভূতিগুলো লুকিয়ে রাখতে পারব? আমি যদি ওকে ফিওনার প্রতি

কোনো অনুভূতি এমনটা বোঝাই তাহলে সেটাই মিথ্যা হবে।”

থারিনিয়াস নরম গলায় বলল,”প্রিন্স,আমি বুঝি আপনি যা বলছেন।কিন্তু এখন আপনাকে কৌশলী হতে হবে।আমাদের মিশন প্রায় শেষের পথে।অ্যালিসা চলে গেলে যা খুশি করুন, কিন্তু এখন শান্ত থাকুন।”

জ্যাসপার একটু থেমে থারিনিয়াসের দিকে তাকাল। “তোমার পরামর্শ আমি মাথায় রাখব।কিন্তু সত্যিটা বেশিদিন লুকিয়ে রাখা সম্ভব নয়।”থারিনিয়াস হতাশ হয়ে মাথা নাড়ল।”আমি কেবল চাইছি, এই ক’টা দিন আমাদের কাজ আর পরিবেশ স্বাভাবিক থাকুক। ড্রাকোনিস এবং ফ্লোরাস রাজ্যের

মধ্যে কোনো বিবাদ আমরা চাই না।”

জ্যাসপার আর কিছু বলল না।কিন্তু তার ভেতরে অস্থিরতা বেড়েই চলল। অ্যালিসার আগমনের পর কি হবে,সেই চিন্তাই তার মনের গভীরে তোলপাড় করতে লাগল।গভীর রাত।ফিওনা শান্ত ঘুমে তলিয়ে আছে,ঘরের নিস্তব্ধতা যেন তাকে আচ্ছন্ন করে রেখেছে।তন্দ্রাছন্ন

অবস্থায় হঠাৎ তার মনে হলো কেউ গভীরভাবে তাকে দেখছে।সেই অজানা অনুভূতিতে তার শরীরে শিহরণ খেলে গেল।

ঘুমঘুম ভাবটা কাটতেই ফিওনা বুঝতে পারল,উষ্ণ নিঃশ্বাস আর ভেনাসিয়ান পারফিউমের মৃদু ঘ্রাণ তাকে ঘিরে আছে। ধীরে ধীরে চোখ খুলতেই দেখে,জ্যাসপার তার ঠিক ওপর ঝুঁকে আছে।তার চোখে

কোনো হুমকি নেই,বরং গভীর এক রহস্য।

ফিওনা কিছু বলতে যাবার আগেই জ্যাসপার আলতো করে তার মুখে হাত চেপে ধরে ফিসফিস করে বলল,”হুশ্...আস্তে, হামিংবার্ড।”তার সেই নরম গলার স্বরে যেন রাতের বাতাসও থমকে গেল। ফিওনার হৃৎপিণ্ড দ্রুততর হয়ে উঠল।সে কিছু বলতে চাইলেও কথা হারিয়ে

ফেলল।জ্যাসপার তাকে ছায়ার মতো গভীরতায় মোড়া এক দৃষ্টিতে দেখছিল,যেন তার মনের প্রতিটি কোণ খুঁজে নিচ্ছে।

“আপনি এতো রাতে... এখানে আমার কক্ষে?” ফিওনার কণ্ঠস্বর কাঁপছিল,কিন্তু তার চোখে বিস্ময়ের পাশাপাশি অজানা এক আকর্ষণ।

জ্যাসপার তার হাত সরিয়ে ধীর স্বরে বলল, “তোমার কাছে আসার জন্য

আমার কোনো অনুমতির প্রয়োজন নেই, হামিংবার্ড।”ফিওনা ধীরে ধীরে উঠে বসল।তার চোখে একধরনের দ্বিধা, যেন বুঝতে পারছে না সামনে কী ঘটতে চলেছে।জ্যাসপার তার ঠিক সামনে বসে পড়ল,গম্ভীর মুখে সরাসরি প্রশ্ন ছুঁড়ে দিল।”তোমার আমার প্রতি কেমন ফিলিং?”

ফিওনা চমকে উঠল।তার চোখে বিস্ময় মাখা প্রশ্ন,

“মানে কিসের ফিলিং?”

জ্যাসপার এবার একটু ঝুঁকে এসে বলল,”তুমি আমাকে ভালোবাসো,না?”

ফিওনা তাকে স্থির দৃষ্টিতে চেয়ে দেখল।তার মন চিৎকার করে বলছে,”হ্যাঁ,আমি আপনাকে ভালোবাসি!”কিন্তু মুখে সে কথাটা কোনোভাবেই আসছে না।অবশেষে সে ধীরে জবাব দিল,”না।”

জ্যাসপারের চোখ মুহূর্তে আগুনের মতো জ্বলে উঠল।তার রাগ যেন ঘরের পরিবেশ ভারী করে তুলল। ফিওনা বুঝতে পারল,সে যা বলেছে,তা জ্যাসপারকে আহত করেছে।

জ্যাসপার ফিওনাকে বসা অবস্থায় থেকে এক ঝটকায় বাহু শক্ত করে ধরে টেনে তুলল।ফিওনা হতবাক

হয়ে তার দিকে চেয়ে রইল,কিছু বলার সাহস পেল না।

জ্যাসপার তাকে গ্লাসের দেয়ালে ঠেসে ধরে গভীর,প্রখর চোখে বলল,”তুমি কি সত্যি মনে করো আমি এতটাই বোকা? তোমার চোখে যা দেখি,তা কি মিথ্যে?”ফিওনার শ্বাসপ্রশ্বাস দ্রুত হয়ে গেল।তার ঠোঁট কাঁপছিল, কিন্তু সে কোনো উত্তর দিতে পারল না।

জ্যাসপার তার মুখের আরো কাছে এনে একদম নিচু স্বরে বলল,”তোমার মুখ যা-ই বলুক,তোমার হৃদয়টা আমি পড়তে পারি,হামিংবার্ড।আর নিজের প্রতি মিথ্যে বলার চেষ্টা করো না।”

ফিওনা জড়সড় হয়ে বলল,”কিন্তু আপনার তো অ্যালিসার সাথে সম্পর্ক আছে,আর অ্যালিসা তো আসছেও।”

জ্যাসপারের চোখে তীব্র একটা ঝিলিক ফুটে উঠল।সে দ্রুত ফিওনার ঠোঁটের কাছে হাত তুলে বলল,”হুশ! একদিন মানা করেছিলাম না,অ্যালিসার কথা বলবে না?ওর বিষয় ভাবা তোমার কাজ নয়,হামিংবার্ড।ওটা আমি সামলে নেব।”

ফিওনা চুপ করে তার দিকে তাকিয়ে রইল।তার হৃদয়জুড়ে হাজারো

প্রশ্ন,কিন্তু মুখ ফুটে আর কিছুই বলতে পারল না।

জ্যাসপার তার গলার স্বর নরম করে বলল,”তুমি শুধু আমাকে ভালোবাসবে।ব্যাস।বাকিটা আমি দেখব।”

তার কথায় এমন একধরনের আত্মবিশ্বাস ছিল যে ফিওনার মনে কিছুটা হলেও স্বস্তি এল।কিন্তু তবুও তার মনে এক অজানা আশঙ্কা

লুকিয়ে রইল।ফিওনা বললো, “ঠিক আছে, আমার ঘুম পাচ্ছে আমি ঘুমাবো এখন।”

জ্যাসপার বললো, “ঠিক আছে তুমি ঘুমাও, তার আগে একটা চুমু দাও।”

ফিওনা বিস্ময়ে চোখ বড় বড় করে তাকিয়ে রইল। তার ঠোঁট থেকে কোনো শব্দ বের হলো না।

জ্যাসপার ধীরে ধীরে ফিওনার দিকে আরও ঝুঁকে এলো। সে এক হাত

দিয়ে ফিওনার কোমর শক্ত করে ধরে আরেক হাতে আলতো করে ফিওনার চিবুক তুলে নিলো।

“আচ্ছা, তোমাকে দিতে হবে না,” জ্যাসপার নরম অথচ দৃঢ় কণ্ঠে বলল। “আমি দেই।”

এরপর কোনো কিছু না বলে, এক মুহূর্তের জন্য ফিওনার চোখে গভীরভাবে তাকাল।

জ্যাসপার ফিওনার কোমড় ধরে শক্ত করে কিছুটা আলগা করে ফেললো, ফিওনার পা কিঞ্চিৎ শুন্য ভাসছিল। আর তার দেহ জ্যাসপারের শক্ত বাহুর ওপর নির্ভরশীল।এরপর, কোনো কথা না বলে, সে ফিওনার ঠোঁটের দিকে ঝুঁকল। ফিওনা চোখ বন্ধ করার আগেই জ্যাসপার নিজের ঠোঁট তার ঠোঁটে ছুঁইয়ে দিল। সেই চুম্বন গভীর, দৃঢ়, এবং স্পষ্ট ছিল।

ফিওনার শরীর শীতল হয়ে গেল,কিন্তু তার হৃদয় যেন আগুনের মতো জ্বলতে লাগল।সেই মুহূর্তে সময় যেন থেমে গেল।সমস্ত কিছুর মধ্যে একমাত্র তাদের নিঃশ্বাস আর হৃদয়ের শব্দ শোনা যাচ্ছিল।

ফিওনা তার হাত জ্যাসপারের বুকের ওপর রাখল,যেন ঠেলে দিতে চায়। কিন্তু তার হাত শক্তি হারিয়ে ফেলল।জ্যাসপারের চুম্বনে সে

নিজেকে হারিয়ে ফেলল,তার ভেতরে লুকিয়ে থাকা সমস্ত অনুভূতি যেন জেগে উঠল।

একটি গভীর নিঃশ্বাস নিয়ে জ্যাসপার ধীরে ধীরে ফিওনাকে মাটি স্পর্শ করাল,কিন্তু তার হাত এখনো ফিওনার কোমরে ছিল।ফিওনার চোখে তখনো বিস্ময় আর আবেগ।“এবার ঘুমাও,”জ্যাসপার

হাসল। “তোমার স্বপ্নে আমিই থাকব,গুড নাইট হামিংবার্ড।”

তারপর জ্যাসপার ফিওনাকে সেখানেই রেখে কক্ষ থেকে বেরিয়ে গেলো। ফিওনা নিজের ঠোঁটের ওপর হাত রেখে অনুভব করতে চাইলো কিছুক্ষণ আগের চুম্বন। তার হৃদয়ে উত্তেজনার ঢেউ বয়ে যাচ্ছিল; সেই মিষ্টি মুহূর্তের স্মৃতি মনে আসতেই তার মুখে একটা হাসি ফুটে উঠলো।

ফিওনা নিজের ঠোঁট দিয়ে ঠোঁট ভিজাতে শুরু করলো। জ্যাসপারের চুমুর সেই গ্লুকোজের স্বাদ এখনো লেগে আছে ঠোঁটে আর জিভে। সে অনুভব করলো যেন সে স্বাদ মিষ্টি নয়, বরং এক অদ্ভুত নেশা, যা তাকে আরও বেশি জ্যাসপারের কাছে টানছে। মনে পড়লো সেই মুহূর্তের উষ্ণতা, যা তার পুরো দেহে ছড়িয়ে পড়েছিল।অ্যালিসা আর

সিলভা পৃথিবীর পুষ্পরাজ পাহাড়ে পা রাখার মুহূর্তে নিজেদের উপস্থিতির সংকেত পাঠায়।সেই সংকেত পাওয়ার সাথে সাথে থারিনিয়াস আর আলবিরা পাহাড়ের চূড়ায় দাঁড়িয়ে তাদের স্বাগত জানাতে প্রস্তুত থাকে।দীর্ঘ তিন দিনের যাত্রা শেষে,তারা ভেনাসের রাজ্য থেকে পৃথিবীতে পৌঁছায়।

তাদের অবতরণের সাথে সাথে পাহাড়জুড়ে যেন একটি শক্তিশালী কম্পন ছড়িয়ে পড়ে।একসঙ্গে দুটি ধপাস শব্দ শোনা যায়,যা পাহাড় এবং মাউন্টেন গ্লাস হাউজকে কাঁপিয়ে তোলে। ফিওনা,অ্যাকুয়ারা,আর এথিরিয়ন চমকে উঠে, তাদের মনে হয় যে তারা এখানেই এসে গেছে।

অন্যদিকে,জ্যাসপার তখন ল্যাবে গভীর মনোযোগে কাজ করছিল। সেই কম্পনের অনুভূতিতে তার মনোযোগ বিচ্ছিন্ন হয়।সে দ্রুত ল্যাবের কাজ থামিয়ে বুঝতে চেষ্টা করে কী ঘটেছে।মনে মনে সে জানে,যাদের আসার কথা,তারা এসে গেছে।থারিনিয়াস আর আলবিরা সিলভা এবং অ্যালিসাকে নিয়ে মাউন্টেন গ্লাস হাউজে প্রবেশ করল।

ভেতরে ঢোকার পরপরই ডাইনিং টেবিলটি তাদের নজরে এলো,যা বিভিন্ন মুখরোচক খাবারে সাজানো। অ্যাকুয়ারা দাঁড়িয়ে ছিল টেবিলের পাশে, মুখে এক চওড়া হাসি নিয়ে। সিলভা আর অ্যালিসা ভেতরে পা দিয়ে চারপাশে নজর বুলাল।তাদের চোখে বিস্ময়,কারণ এটি তাদের প্রথমবারের মতো মাউন্টেন গ্লাস হাউজ এবং পৃথিবীর অভিজ্ঞতা।

কাচের দেয়ালের মধ্যে দিয়ে পাহাড়ের সৌন্দর্য তাদের মুগ্ধ করে। অ্যাকুয়ারা তাদের উষ্ণ স্বাগত জানিয়ে বলল,”স্বাগতম পৃথিবীতে। আশা করি আপনাদের যাত্রা ভালো কেটেছে।”

অন্যদিকে,এথিরিয়ন নিজের কক্ষে লুকিয়ে ছিল,সিলভার সাথে সরাসরি মোলাকাতের ভয় তাকে কাবু করে রেখেছিল। ফিওনাও নিজের কক্ষে

থাকল,কোনো ঝামেলা এড়ানোর জন্য।

সিলভা ডাইনিং টেবিলের দিকে এগিয়ে গিয়ে বলল,“পৃথিবী বেশ মজার জায়গা মনে হচ্ছে। খাবারগুলোও দেখতে আকর্ষণীয়।”অ্যালিসা কিছু না বলে শান্তভাবে চারপাশ দেখছিল,যেন নিজের জায়গাটি পরখ করে নিচ্ছে।

অ্যালিসা ডাইনিং টেবিলের পাশে দাঁড়িয়েই জ্যাসপারের কথা জানতে চাইল।থারিনিয়াস শান্তভাবে জানাল,”প্রিন্স ল্যাবে আছে।সে এখন খুব গুরুত্বপূর্ণ কাজে ব্যস্ত।”

অ্যালিসা একটু বিরক্ত হয়ে বলল,”খাওয়া শেষ করে আমি ল্যাবে যাব।ওনার সাথে দেখা করতেই হবে।”

থারিনিয়াস কৌশলে উত্তর দিল,”ল্যাবে কেবল তাদেরই প্রবেশের অনুমতি আছে যারা ল্যাবের কাজের সাথে সরাসরি যুক্ত।”অ্যালিসা তৎক্ষণাৎ বলল,”আমি প্রিন্সের বাগদত্তা এবং ভবিষ্যতে তার অর্ধাঙ্গিনী হবো।ওনার যে কোনো জায়গায় আমি যেতে পারি।আমার জন্য অনুমতির প্রয়োজন নেই।”

থারিনিয়াস অসহায় ভঙ্গিতে মাথা নুইয়ে আর কোনো কথা বলল না।
অ্যাকুয়ারা তখন বিষয়টি সামাল দিয়ে বলল,”আপনারা আগে ফ্রেশ হয়ে নিন,তারপর খাওয়া দাওয়া সেরে বাকি সব করা যাবে।”
সিলভা এইদিক দিয়ে চারদিকে নজর বুলিয়ে এথিরিয়নকে খুঁজতে লাগল। তার অনুপস্থিতি যেন সিলভার চোখে ঠিক লেগে গেল।

অ্যাকুয়ারা সিলভার খোঁজাখুঁজির কারণ বুঝে বলল, “এথিরিয়ন তার নিজের কক্ষে রয়েছে।”

সিলভা তৎক্ষণাৎ বলল,”আমি আগে ওর সাথে দেখা করব। আমাকে তার কক্ষটা দেখাও।”

অ্যাকুয়ারা একটু দ্বিধায় পড়লেও সিলভার তীক্ষ্ণ দৃষ্টির চাপে সম্মতি দিল। “এই দিক দিয়ে আসো,আমি তোমাকে দেখিয়ে দিচ্ছি।”সিলভা

অ্যাকুয়ারার পেছনে পেছনে এথিরিয়নের কক্ষের সামনে পৌঁছাল।দরজা খুলতেই সিলভা আর কোনো কথা না বলে তৎক্ষণাৎ ভেতরে প্রবেশ করল।অ্যাকুয়ারা কিছুটা পিছিয়ে দাঁড়িয়ে দেখল সিলভা কী করে।

এথিরিয়ন সিলভাকে দেখেই হতভম্ব।এরই মধ্যে সিলভা এক লাফে এথিরিয়নের দিকে এগিয়ে

এসে তাকে জাপ্টে ধরল। এথিরিয়নের চক্ষু চড়কগাছ!এমন পরিস্থিতির জন্য সে মোটেও প্রস্তুত ছিল না।

সিলভা উচ্ছ্বাসে বলল,"এথিরিয়ন! তুমি কেমন আছো? কতদিন তোমাকে দেখি না!জানো তুমি?আমি তোমার জন্য কত কষ্ট পেয়েছি!"

এথিরিয়ন অপ্রস্তুতভাবে সিলভার আলিঙ্গন থেকে বের হতে চেষ্টা

করল।”সিলভা,হ্যাঁ,আমি জানি।এবার আমাকে ছাড়ো।”

সিলভা মৃদু হেসে বলল,”ছাড়বো মানে!নিচে চলো।একসাথে খাবার খাব।”

এথিরিয়ন কিছুটা অস্বস্তিতে বলল,”আমার পেট ভরা।”কিন্তু সিলভা তার কথা শুনল না।তার হাত ধরে টেনে নিয়ে যেতে লাগল।

এথিরিয়নের বাধা দেওয়ার চেষ্টা বৃথা হলো।

অন্যদিকে অ্যাকুয়ারা পুরো দৃশ্য দেখে মজা পেয়ে মুখ টিপে হাসতে লাগল। মনে মনে ভাবল,"এই দুইজনের কাণ্ড দেখে তো দিনের ক্লান্তি কেটে গেল!"

অবশেষে সবাই একসাথে ডাইনিং টেবিলে বসে খেতে শুরু করল। খাবারের পরিবেশ ছিল

জমজমাট,কিন্তু অনুপস্থিত ছিল জ্যাসপার আর ফিওনা।অ্যালিসা খাবারের মাঝেই আলবিরার কাছে পুনরায় জ্যাসপারের কথা জানতে চায় এবং তাকে দেখার জন্য পীড়াপীড়ি শুরু করে।

আলবিরা প্রথমে আপত্তি জানালেও,অ্যালিসার জোরাজুরিতে তাকে নিয়ে ল্যাবে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নেয়।ল্যাবের সামনে পৌঁছে অ্যালিসা

আর কিছু না বলে সরাসরি দরজার দিকে এগিয়ে যায়।ল্যাবে প্রবেশ করার সঙ্গে সঙ্গেই ভিন্নধর্মী সিগন্যাল বাজতে শুরু করে।নিরাপত্তা এলার্ম জোরে বেজে ওঠে,যা পুরো ল্যাবের পরিবেশ অস্বস্তিকর করে তোলে।

জ্যাসপার কাজের মধ্যেই ছিল আর হঠাৎ এমন অ্যালার্মে থমকে দাঁড়িয়ে গেল।সে অবাক হয়ে সামনে তাকায়

এবং অ্যালিসাকে ল্যাবে দেখে তার চোখ ধীরে ধীরে গম্ভীর হয়ে ওঠে।

গম্ভীর কণ্ঠে জ্যাসপার বলে,”তুমি এখানে কীভাবে প্রবেশ করলে?এই ল্যাব শুধুমাত্র বিশেষ অনুমতি প্রাপ্তদের জন্য।”

অ্যালিসা ভ্রু কুঁচকে উত্তর দেয়,”আমি আপনার ভবিষ্যৎ স্ত্রী প্রিন্স।আমার এখানে প্রবেশের জন্য আলাদা কোনো অনুমতির প্রয়োজন

নেই।”জ্যাসপার কিছুক্ষণ চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকে,তার মুখে স্পষ্ট বিরক্তি।সে বললো “তোমার অবস্থান যাই হোক,ল্যাবে এমনভাবে প্রবেশ করা মোটেও গ্রহণযোগ্য নয়।তুমি এখান থেকে বেরিয়ে যাও।”

অ্যালিসা কিছুটা আহত মনে প্রতিবাদ করতে চায়,কিন্তু জ্যাসপারের কঠোর দৃষ্টি দেখে সে আর কিছু বলতে পারে না। আলবিরা পরিস্থিতি সামাল

দিতে অ্যালিসাকে বাইরে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করে,আর জ্যাসপার ধীরে ধীরে তার কাজে ফিরে যায়। ল্যাবের পরিবেশ আবারও নিস্তব্ধ হয়ে যায়,কিন্তু জ্যাসপারের মনের অশান্তি তার মুখে স্পষ্ট।

তবে অ্যালিসা তেমন কষ্ট পেল না,কারণ জ্যাসপারের স্বভাব সে আগে থেকেই জানে।তার গম্ভীর আর দূরত্ব বজায় রাখা আচরণ নতুন কিছু

নয়।তাই এ ঘটনাকে খুব একটা গুরুত্ব না দিয়ে,অ্যালিসা নিজের মধ্যে দৃঢ় প্রতিজ্ঞা করে নিল।সে মনে মনে ভাবল,”জ্যাসপারের মন বদলানো সহজ হবে না,তবে আমি যেভাবেই হোক তার কাছে পৌঁছাব। যতদিন এখানে আছি,ততদিন চেষ্টা করব ওর সাথে আরও কাছাকাছি আসার।হয়তো এখানের পরিবেশ,যা অনেকটাই রহস্যময় আর

জাদুকরী,কোনো মিরাকল ঘটাবে। জ্যাসপার হয়তো একসময় আমার প্রতি তার অনুভূতি প্রকাশ করবে।”

অ্যালিসার চোখে ছিল অদম্য আত্মবিশ্বাস।সে বুঝেছিল, জ্যাসপারের গম্ভীর মুখের আড়ালে এমন কিছু আছে যা তাকে আরও আকর্ষণীয় করে তোলে।

ফিরে যাওয়ার পথে,আলবিরা তার দিকে তাকিয়ে মুচকি হাসল।”তুমি

প্রিন্সকে সহজে বদলাতে পারবে না,অ্যালিসা। ওনার হৃদয় বরফের মতো কঠিন।”অ্যালিসা হাসি দিয়ে উত্তর দিল,”বরফ গলতে সময় লাগে, কিন্তু আমি জানি সেটা সম্ভব।”

এই কথা বলেই সে মনস্থির করে নিল যে যেকোনো উপায়ে সে জ্যাসপারের মনে একটু হলেও জায়গা করে নেবে।

অ্যালিসা গভীরভাবে বুঝে গিয়েছিল,প্রেম তার এবং জ্যাসপারের মাঝে “ফাংশনাল” নাও হতে পারে,কারণ জ্যাসপারকে এমনভাবে তৈরি করা হয়েছে যেখানে ভালোবাসার অনুভূতি বুঝতে বা প্রকাশ করতে সে সক্ষম নয়। কিন্তু একজন পুরুষ তো সর্বদা একজন নারীর সান্নিধ্য চাইবেই। এটাই ছিল তার বিশ্বাস।

“জ্যাসপারের হৃদয় যদি ভালোবাসার জন্য না হয়,তবুও আমি জানি,ওর ভেতরে একজন পুরুষ আছে।আমার উপস্থিতি ওর ওপর প্রভাব ফেলবেই।” অ্যালিসার মনে এই দৃঢ় বিশ্বাস ছিল।

সে সিদ্ধান্ত নিয়েছিল জ্যাসপারের সাথে যতটা সম্ভব সময় কাটাবে। হয়তো তার সৌন্দর্য, বুদ্ধিমত্তা,কিংবা মৃদু মায়া জ্যাসপারের মনোযোগের

কেন্দ্রে থাকবে।কারণ,যেকোনো প্রকার অনুভূতির শুরুই হয় সান্নিধ্য থেকে।

তারপর সে এক মুহূর্তের জন্য থেমে নিজের সাথে ভাবল, “জ্যাসপার আমাকে তার জীবনের এক অংশ হিসেবে মেনে নিক বা না নিক,আমি জানি ও একসময় আমাকে নিজের কাছে চাইবেই।ও যতই গম্ভীর হোক,একজন পুরুষ তো।”

এই ভেবে অ্যালিসা আরও আত্মবিশ্বাসী হয়ে উঠল।তার চোখে ছিল এক ধরনের নির্ভীক আকাঙ্ক্ষা—জ্যাসপার যতই নিজেকে দূরে রাখার চেষ্টা করুক,সে জানত,তার এই প্রচেষ্টা তাকে একদিন কাছে টেনে নেবে।জ্যাসপারের মন অদ্ভুত এক দোলাচলে ছিল।অ্যালিসার আগমন তার একেবারেই ভালো লাগেনি।সে জানত, অ্যালিসা যখন

এখানে এসেছে,তার একমাত্র লক্ষ্য তাকে নিজের করে নেওয়া।তবে জ্যাসপারের চিন্তার কেন্দ্রবিন্দু ছিল ফিওনা।

“অ্যালিসা এবং ফিওনা... একে অপরের সাথে কখনোই স্বাভাবিক আচরণ করবে না,”জ্যাসপার নিজেকে বোঝানোর চেষ্টা করল।সে ভালো করেই জানত,অ্যালিসার স্বভাব অনুযায়ী,ফিওনার প্রতি ঈর্ষা

বা তাচ্ছিল্য দেখা দেবে।আর ফিওনা,যে এতটা নাজুক আর সরল,সেই পরিস্থিতি কীভাবে সামাল দেবে?

জ্যাসপার এক মুহূর্ত থেমে নিজেকে শান্ত করার চেষ্টা করল। তবে তার ভেতরের অস্থিরতা কিছুতেই কমছিল না।

“আমি যদি অ্যালিসাকে আটকাতে না পারি,তাহলে ফিওনা অস্বস্তির মধ্যে

থাকবে।আর আমি তা হতে দিতে পারি না।”তবে একইসঙ্গে তার মধ্যে অপরাধবোধও কাজ করছিল। কারণ সে বুঝতে পারছিল,ফিওনার জন্য এতটা সুরক্ষার দেয়াল তৈরি করা তার জন্যও একধরনের জড়তা হয়ে উঠেছে।

অ্যালিসার আগমনে ফিওনার ওপর কী প্রভাব পড়বে,তা নিয়ে জ্যাসপার আরও বেশি সতর্ক হতে লাগল।তার

মুখ গম্ভীর হয়ে উঠল,কিন্তু ভেতরে ভেতরে সে একটি পরিকল্পনা তৈরি করতে শুরু করল—যে কোনোভাবেই হোক,সে ফিওনাকে অ্যালিসার খারাপ প্রভাব থেকে রক্ষা করবে।

পরেরদিন ভোরে বেলা।ফিওনা ঘুম থেকে উঠে তখন দেখলো সবাই ঘুমেই সে ধীরে ধীরে লিভিং রুমে আসলো।অ্যাকুয়ারা কিচেনে কারন অ্যালিসা আর সিলভা এখন মেহমান

তাই খাবার আগে আগে তৈরি করছে।

ফিওনা অ্যাকুয়ারার পাশে দাঁড়িয়ে রান্নার কাজে হাত লাগালো। অ্যাকুয়ারা কিছুটা অবাক হয়ে ফিওনার দিকে তাকিয়ে বললো,“তুমি তো প্রিন্সের কথার বাইরে গেলে। তোমাকে তো প্রিন্স বলেছিলো শুধুমাত্র তার কাজ ছাড়া আর কারো

কাজ করতে না। প্রিন্স জানতে পারলে খুব রাগ করবে।”

ফিওনা হেসে উত্তর দিলো, “তুমি এতো ভয় পাচ্ছো কেন?তোমাদের প্রিন্স আমাকে কিছু বলবে না।আর কিছু একটা করতে না পারলে আমার সময় কাটে না।”

অ্যাকুয়ারা মৃদু হাসলো,”তাহলে ঠিক আছে।সাবধানে করো।”

ফিওনা সবজি কাটতে শুরু করলো। কাজের মধ্যে ডুবে গিয়ে সে কিছুক্ষণ যেন নিজের দুঃশ্চিন্তা ভুলে থাকতে পারলো। রান্নাঘরে একটা প্রশান্ত পরিবেশ বিরাজ করছিল,কিন্তু এর মধ্যেই পেছন থেকে গম্ভীর কণ্ঠে একটা আওয়াজ এলো—

“আমি বলেছিলাম,তুমি কোনো কাজ করবে না,ফিওনা।”

ফিওনা চমকে পেছন ফিরে দেখলো। জ্যাসপার কিচেনের দরজার কাছে দাঁড়িয়ে,তার চোখে গম্ভীর অভিব্যক্তি। অ্যাকুয়ারা তৎক্ষণাৎ ফিওনার সামনে এসে দাঁড়ালো।

“প্রিন্স,দয়া করে রাগ করবেন না। আমি-ই ওকে সাহায্য করতে বলেছি।”জ্যাসপার ধীর পায়ে ফিওনার দিকে এগিয়ে এলো।তার মুখে রাগের ছাপ স্পষ্ট।ফিওনা

কোনো কথা বলার সুযোগ পেল না। জ্যাসপার তার হাত ধরে রান্নাঘর থেকে টেনে নিয়ে গেল।

লিভিং রুমে নিয়ে এসে সে ফিওনাকে সামনে দাঁড় করিয়ে বললো,”তুমি কি আমার কথা শুনতে চাও না?আমি একবার বললেই সেটা যথেষ্ট ।আমি চাই না তুমি এমন কোনো কাজ করো।এটা বুঝতে তোমার সমস্যা হচ্ছে কেন?”

ফিওনা কিছুটা ভীত হয়ে বললো,”আমি শুধু সাহায্য করতে চেয়েছিলাম।আমি তো খারাপ কিছু করিনি।”

জ্যাসপার দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললো,”তোমার নিরাপত্তার জন্য আমি সব নিয়ন্ত্রণ করছি।তোমাকে বুঝতে হবে,ফিওনা। এখানে প্রতিটি কাজ আমার অনুমতি অনুযায়ী হবে।”

ফিওনা নীরব হয়ে রইলো। জ্যাসপারের নিয়ম-কানুনের এই চাপে সে কিছুটা হাঁপিয়ে উঠছিল,কিন্তু তার মুখে কোনো প্রতিবাদ এল না।

জ্যাসপার তার দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে বললো, “আচ্ছা,আজ আর কিছু করো না।এখন নিজের কক্ষে ফিরে যাও।”

ফিওনা বাধ্য হয়ে নিজের কক্ষে ফিরে গেল।পেছনে দাঁড়িয়ে থাকা অ্যাকুয়ারা চুপচাপ এই দৃশ্য দেখে গেল,কিন্তু তার চোখে একধরনের ভালো লাগা স্পষ্ট।সকালের নাস্তা খাবারের সময় সবাই একসাথে বসলো। আজকে জ্যাসপার উপস্থিত তবে ফিওনা নেই।জ্যাসপার তখন অ্যাকুয়ারাকে বললো ফিওনাকে ডাকতে অ্যালিসা আর সিলভা অবাক

হয়ে ভাবলো এই ফিওনা আবার কে।

অ্যাকুয়ারা জ্যাসপারের কথা শুনে দ্রুত ফিওনাকে ডাকতে চলে গেল। লিভিং রুমে অ্যালিসা আর সিলভা পরস্পরের দিকে তাকালো,তাদের মুখে স্পষ্ট কৌতূহল।

অ্যালিসা: “ফিওনা?এই নামটা তো কখনো শুনিনি।”

সিলভা: “হ্যাঁ,মনে হচ্ছে এখানে নতুন কেউ আছে।কে হতে পারে সে?”

তারা দুজনেই অপেক্ষা করতে লাগলো।কিছুক্ষণ পর ফিওনা ধীরে ধীরে লিভিং রুমে প্রবেশ করলো। তার পরনে একটি সাদা রঙের চাইনিজ আধুনিক পোশাক,চোখেমুখে একটু সংকোচের ছাপ।

অ্যালিসা এবং সিলভা অবাক হয়ে ফিওনার দিকে তাকালো। অ্যালিসার চোখে মৃদু ঈর্ষার ঝিলিক দেখা গেল,কারণ ফিওনার সৌন্দর্য ছিল সহজ-সরল অথচ চমকপ্রদ।অ্যালিসা (নরম গলায়) বললো "তুমি ফিওনা? তুমি এখানে কীভাবে?"

ফিওনা তাদের দিকে একবার তাকিয়ে আবার নিচের দিকে চোখ নামিয়ে ফেললো।কথা বলার আগেই

জ্যাসপার গম্ভীর গলায় বললো,”ফিওনা এখানে আমার অতিথি।আর কেউ তার ব্যাপারে কিছু জানার চেষ্টা করবে না।”

জ্যাসপারের এই কথায় রুমের পরিবেশ কিছুটা ভারী হয়ে গেল। সিলভা চুপচাপ থেকে জ্যাসপারের কথার গুরুত্ব বুঝলো।কিন্তু অ্যালিসার চোখে স্পষ্ট বিরক্তি।

অ্যালিসা (মনে মনে): “গেস্ট?এই মেয়েটা কে যে তার জন্য এত স্পেশাল রুল তৈরি হয়েছে?এখানে এসে আমার প্রতিদ্বন্দ্বী হতে চলেছে নাকি?”

অ্যাকুয়ারা ফিওনাকে টেবিলের এক কোণে বসিয়ে দিলো। ফিওনা নিরবেই খাবার খেতে শুরু করলো। সবার মধ্যে চাপা উত্তেজনা থাকলেও জ্যাসপার শান্তভাবে খেতে লাগলো।

অ্যালিসা ফিওনার দিকে তাকিয়ে বললো,”তুমি কি প্রিন্সের বিশেষ কেউ?”

ফিওনা একটু চমকে উঠে বললো,”না,আমি শুধু এখানে আছি... আমার ইচ্ছার বাইরে।”

অ্যালিসার ঠোঁটে মৃদু হাসি দেখা গেল,তবে সেটা যেন কোনো গভীর পরিকল্পনার ইঙ্গিত দিচ্ছিল।”দেখা যাক,” সে মনে মনে

বললো,”তোমার বিশেষত্ব আসলে কী।”

অ্যালিসা একটু হতাশা প্রকাশ করে বললো সবার উদ্দেশ্যে,”অর্থাৎ,ফিওনা এখানে কোনো বিশেষ কারণে এসেছে?”

এথিরিয়ন মাথা নাড়িয়ে বললো,”হ্যাঁ,ওইতো আমাদের জন্য বিশেষ আর ও হচ্ছে হিউম্যান।

সিলভা তাদের কথোপকথনে কিছুটা বিরক্তির ছাপ ফুটিয়ে বললো,”এটা তো অবাক করার মতো।ড্রাগনদের মধ্যে একজন মানবী?আমি কখনো শুনিনি।”

জ্যাসপার শান্ত গলায় বললো,”আমি আগেই বলেছি,খাবার খাওয়ার সময় আমি বেশি কথা পছন্দ করিনা।তবে, ফিওনার এখানে থাকার কারণ আমার কাজে সংক্রান্ত।”

অ্যালিসা তখন বুঝতে পারলো যে,জ্যাসপার এই বিষয়টি নিয়ে আলাদা করে কথা বলতে চাইছে। কিন্তু সে মনে মনে ভাবলো,”যা কিছুই হোক,আমি ফিওনাকে নিশ্চিতভাবেই আরও জানতে চাই।”“তাহলে ও সাধারণ মানবী হয়ে কোন কাজে আমাদের সাহায্য করছে?” অ্যালিসা কিছুটা কৌতূহলী গলায় প্রশ্ন করলো।

জ্যাসপার কিছুটা বিরক্ত হয়ে বললো,”এটা একটা সিক্রেট। ফিওনার সাথে আমার কাজের বিষয়টি জানানো প্রয়োজনবোধে করছিনা।”

ফিওনা তার অস্বস্তি অনুভব করতে পারছিল।সে শান্তভাবে খাবার খাচ্ছিলো।কিন্তু তার মনে ভাবনার স্রোত বইছিল।”এরা সবাই কি

আমাকে বিশ্বাস করবে?আমি কি এখানে নিরাপদ?”

এথিরিয়ন এই পরিবেশের অস্বস্তি বুঝতে পেরে বললো, “ফিওনা,তুমি চিন্তা করো না,ওরা তোমার বিরুদ্ধে নই।ওরা শুধু জানতে চায়,তুমি এখানে কেন?”

ফিওনা আস্তে আস্তে বললো,”আমি জানি না। আপনাদের প্রিন্স আমাকে এখানে নিয়ে এসেছে।”

এভাবেই সবার মাঝে আলোচনা চলতে থাকলো, কিন্তু ফিওনার মনে প্রশ্নের এক চাপা আগুন জ্বলতে থাকলো—যেমন তার নিরাপত্তা এবং ভবিষ্যৎকে নিয়ে।পরেরদিন সকালে ফিওনা লিভিং রুমে প্রবেশ করতেই সোফায় বসা সবাইকে দেখে কিছুটা অবাক হলো।অ্যালিসা হেসে বললো,"এসো,এসো ফিওনা!এখানে আসো।" ফিওনা মুচকি হাসি দিয়ে

সামনে আসতেই অ্যালিসা বললো,”তুমি তো চাইনিজ গার্ল তাইনা?আমি কখনো চাইনিজ খাবার খাইনি। তুমি আমাদের জন্য কিছু খাবার তৈরি করে আনো!”

অ্যাকুয়ারা তৎক্ষণাত বললো,”কী বলছেন?ফিওনা এসব কাজ পারেনা।”

অ্যালিসা পাকা হাসিতে বললো,”কী বলছো অ্যাকুয়ারা? ফিওনা চাইনিজ

খাবার বানাতে পারবে,আমি জানি। ওর হাতে তো অন্যরকম জাদু আছে।”

অ্যাকুয়ারা কিছুটা নাখোশ হয়ে বললো,”এটা ঠিক নয়।”

অ্যালিসা যেন ইচ্ছাকৃতভাবে ফিওনাকে বিভ্রান্ত করতে চাইছিল। সে মাথা নেড়ে বললো, “আচ্ছা,সমস্যা নেই।আমি আশা করি

তুমি কিছু আইটেম তৈরি করে আনবে।”

ফিওনা অস্বস্তিতে পড়ে বললো “ঠিক আছে,আমি কিছু আইটেম তৈরি করে আনছি।”

অ্যালিসা তার কথায় মুচকি হাসলো,যেন সে ফিওনাকে একটি পরীক্ষায় ফেলাতে চাচ্ছে।”আমরা অপেক্ষা করছি, আশা করছি তোমার খাবার আমাদের মুগ্ধ করবে!”ফিওনা

কিচেনে প্রবেশ করে কিছুটা চিন্তিত মনে প্রস্তুতি নিতে লাগলো।সে জানতো অ্যালিসা যে শুধু মজা করছে,কিন্তু সে চেষ্টা করতে চাচ্ছিল যেন সকলের মনে দাগ কাটতে পারে।

“যা করবো সেটা ভালো করেই করবো,” ফিওনা নিজেকে মনে মনে বললো, “আমি তাদের দেখাতে চাই যে আমি কী করতে পারি।”

ফিওনা অবশেষে চাউমিন আর ডাম্পলিংস তৈরি করে সোফার সামনে কাঁচের টেবিলে সাজিয়ে রাখলো।অ্যালিসা আর সিলভা খেতে খেতে ফিওনার রান্নার প্রশংসা করছিল। হঠাৎ,অ্যালিসার হাত থেকে চামচ পড়ে যায়।সে ফিওনার দিকে তাকিয়ে বললো,”ফিওনা,চামচটা উঠিয়ে দাও।”

ফিওনা তখন চামচ তুলতে যাবে,কিন্তু ঠিক তখনই অ্যালিসা হঠাৎ করে তার হাতের ওপর পারা দিয়ে দেয়।ফিওনার হাত লাল হয়ে যায় এবং সে অবাক হয়ে বলে,”কী করছেন?”

অ্যালিসা একটু হেসে বললো,”সরি! আমি ইচ্ছাকৃতভাবে করিনি!” ফিওনা হাত ধরে ফু দেয়,তার মনে কিছুটা অস্বস্তি ছিল।অ্যাকুয়ারা কিছু বলতে

যাবে,কিন্তু তার আগেই লিভিং রুমে প্রবেশ করে জ্যাসপার গম্ভীর কণ্ঠে চিৎকার করে উঠলো, “অ্যালিসা!”

জ্যাসপারের উপস্থিতি মুহূর্তে পুরো পরিবেশ বদলে যায়।তার গম্ভীর চেহারা এবং কণ্ঠস্বর সবাইকে স্তব্ধ করে দেয়। অ্যালিসা হঠাৎ করে তার হাসি চেপে রেখে চোখ বড় করে জ্যাসপারের দিকে তাকায়।

“এটা কি হচ্ছে?” জ্যাসপার প্রশ্ন ছুড়ে দেয়,”তুমি কি ফিওনার সাথে আবার কোনো ধরনের দুর্ব্যবহার করছো?”

ফিওনা কিছুটা ভয় পেয়ে যায়,কিন্তু সাথে সাথে তার মনে হয় যে জ্যাসপার হয়তো তার জন্য উদ্বিগ্ন।

অ্যালিসা কিছুটা বিব্রত হয়ে পড়ে,কিন্তু সে তৎক্ষণাৎ নিজের অবস্থান গঠন করে বললো, “আমরা

তো মজা করছিলাম, প্রিন্স!একটু বেশি উচ্ছ্বাসিত হয়ে পড়েছিলাম!”

জ্যাসপার সামনে এগিয়ে এসে ফিওনার হাত ধরে তাকে বসা থেকে টেনে উঠিয়ে দাঁড় করালো।তার গম্ভীর মুখাবয়ব এবং দৃঢ়তা সবাইকে কিছুটা স্তম্ভিত করে দিল।

একবার খাবারের দিকে তাকিয়ে জ্যাসপার বললো,

“এই খাবার কে তৈরি করেছে?”অ্যাকুয়ারা তখন বললো,” প্রিন্সেস অ্যালিসা বলেছেন ফিওনাকে করতে।”

জ্যাসপার আবার বললো,”শুনো অ্যালিসা,ফিওনা কোনো সার্ভেন্ট বা শেফ নয় যে তুমি ওকে এসব আদেশ দিবে।ওকে আর কখনো এসব করতে বলবে না।এটা আমার লাস্ট ওয়ার্নিং।”

জ্যাসপার এখনো ফিওনার হাত ধরে রেখেছে;ফিওনা ছাড়াতে চাইলেও তার হাত ছাড়ছে না।অ্যালিসা একটু অবাক হলো জ্যাসপারের আচরণে। তার দরদ এবং সুরক্ষার অনুভূতি দেখে অ্যালিসার মনে কিছুটা সন্দেহ জন্ম নিল।

অ্যালিসার মনে হলো,"জ্যাসপার কি সত্যিই ফিওনাকে এতটা গুরুত্বপূর্ণ মনে করে?নাকি তার অন্য কোন

উদ্দেশ্য আছে?”ফিওনা অনুভব করছিল জ্যাসপারের শক্তি এবং সুরক্ষার অনুভূতি।কিন্তু একই সময়ে,তার মনে দ্বন্দ্ব তৈরি হচ্ছিল—জ্যাসপার এতটা খেয়াল রাখছে,হিতে বিপরীত হয় নাকি।

“আমি ঠিক আছি,” ফিওনা কিছুটা ভেঙে পড়া কণ্ঠে বললো।

অ্যালিসা কিছুটা বিরক্ত হয়ে বললো, “ঠিক আছে,আমি শুধু বলছিলাম যে আমরা চাইনিজ খাবার খেতে চাই।” জ্যাসপার তার দৃষ্টি ফিওনার ওপর কেন্দ্রীভূত রেখেই বললো, “তোমাকে আমি বারবার করে বলেছিলাম এসব কাজ তুমি করবেনা।”অ্যালিসা তার মুখ থেকে কিছু বলার চেষ্টা করলেও, জ্যাসপারের গম্ভীর গলার চাপের সামনে কোনো কিছু বলতে

পারলো না।পরিস্থিতি যেন উত্তপ্ত হয়ে উঠছিল,আর ফিওনার মনেও একটা অদ্ভুত উত্তেজনা কাজ করতে লাগলো।

এভাবে,লিভিং রুমের পরিবেশটি কিছুটা চাপাচাপি হয়ে উঠলো, কিন্তু একই সাথে ফিওনার মনে ভিন্ন একটি অনুভূতি ফুটে উঠছিল—জ্যাসপার তাকে রক্ষা করছে,আর এই অনুভূতি তাকে কিছুটা সুরক্ষিত

ও আনন্দিতও করছে।জ্যাসপার নিজের কক্ষে দাঁড়িয়ে আছে,তার চোখ-মুখে রাগ স্পষ্ট।থারিনিয়াস কক্ষে প্রবেশ করলো,কিছুটা সংকুচিত হয়ে।

“বলো,থারিনিয়াস,” জ্যাসপার বললো,তার গম্ভীর কণ্ঠস্বর যেন পুরো কক্ষকে ভরে দিয়েছিল।

থারিনিয়াস বললো, “প্রিন্স,এটা তো ঠিক হলো না।অ্যালিসা যদি কিছু

একটা বুঝে যায়,তাহলে সর্বনাশ হয়ে যাবে। আপনি ওর সামনে ফিওনার প্রতি এরকম আবেগ না দেখালেই ভালো হবে।”

জ্যাসপার তার চোখ সরাসরি থারিনিয়াসের দিকে রেখে বললো,”থারিনিয়াস,আমি কাউকে ভয় পাই না না ভেনাসের, না পৃথিবীর।ওরা ফিওনার সাথে দুর্ব্যবহার করবে আর আমি সেটা

কখনোই মেনে নেবো না।আমার চোখের সামনে এসব হবে,আর আমি চুপচাপ হজম করে নিবো,এটা সম্ভব নয়।”

থারিনিয়াস কিছুক্ষণ চুপ থেকে বললো “কিন্তু প্রিন্স,এটা ভয়ের বিষয় নয়।আপনি ড্রাকোনিসকে সম্মান করেন, ভালোবাসেন।আর তার আপনার প্রতি যে চিন্তা,সেটা থেকেই বলছি।পরিস্থিতি স্বাভাবিক রাখার

চেষ্টা করুন যতদিন ওরা এখানে আছে।”জ্যাসপার তার গম্ভীর ভাব নিয়ে বললো,”স্বাভাবিক?আমি কীভাবে স্বাভাবিক থাকতে পারি যখন আমি ফিওনাকে বিপদে দেখতে পাই?আমি জানি,আমার আবেগগুলো আমাকে দুর্বল করে দিতে পারে,কিন্তু আমি জানি,যা কিছুই ঘটুক,ফিওনার নিরাপত্তা আমার জন্য সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ।”

থারিনিয়াস একটু হতাশ হয়ে বললো,”আপনার আবেগইতো আপনার শক্তি,প্রিন্স।তবে সেই শক্তিকে সঠিকভাবে ব্যবহার করতে হবে।যদি আপনি অ্যালিসার সন্দেহ আরও বাড়ান, তাহলে তা ফিওনার জন্য বিপদ ডেকে আনবে।”

জ্যাসপার তার হাতে থাকা একটি কাগজে চোখ বুলিয়ে বললো, “তুমি ঠিক বলছো।কিন্তু আমি

জানি,অ্যালিসার পরিকল্পনা কি।সে ফিওনাকে আমার কাছ থেকে দূরে রাখতে চাইছে,আর আমি সেটা কখনোই হতে দেব না।”

থারিনিয়াস মাথা নেড়ে বললো,”তবে আপনাকে সাবধান থাকতে হবে। অ্যালিসার সাথে সমঝোতা করার জন্য অপেক্ষা করুন।এভাবে চলতে থাকলে পরিস্থিতি আরও জটিল হয়ে যাবে।”

জ্যাসপার কিছুক্ষণ থেমে থেকে বললো,”বুঝেছি, থারিনিয়াস।আমি চেষ্টা করব।কিন্তু আমার জন্য ফিওনার নিরাপত্তা সবসময় অগ্রাধিকার।”থারিনিয়াস মাথা নেড়ে সম্মতি জানাল। “জানি প্রিন্স,আর আমরা সবাই আপনার পক্ষে আছি।” থারিনিয়াস কক্ষ থেকে বেরিয়ে আসতে আসতে ভাবতে লাগলো, “এই প্রিন্স তো দিনদিন ভালোবাসায়

উন্মাদ হয়ে উঠছে। মনে হচ্ছে, আরেকটা ধ্বংসের প্রলয় ঘটবে ভেনাসে।” তার মনে হয়েছিল,জ্যাসপারের ভালোবাসা এখন সত্যিই ভয়াবহ হয়ে উঠছে।

“এটাই তো স্বাভাবিক,”থারিনিয়াস নিজেকে বলে উঠলো,”একজন ড্রাগন যতবার হিউম্যানদের প্রেমে পড়েছে,ততবারই ভেনাসে ধ্বংস

নেমে এসেছে।সবসময় এমনই হয়েছে।”

সে মনে মনে ভেবেছিল,ড্রাগনের ভালোবাসা মশগুল হলে কি হতে পারে।প্রাচীন ইতিহাসে এমন অনেক উদাহরণ আছে যেখানে ভালোবাসার জন্য ড্রাগনরা সব হারিয়েছে।”আর সেই ড্রাগনদের শেষ অবস্থা ছিল করুণ।”

ভালোবাসা যে কতটা ধ্বংসাত্মক হতে পারে,সেটি তার অজানা ছিল না। ষসে জানতো,জ্যাসপারের আবেগ তাকে অন্ধ করে দিতে পারে। এই আবেগই তাকে নিয়ে যাবে এক অন্ধকার পথে,যেখানে সে হারাতে পারে তার সবকিছু—শক্তি, রাজ্য,এবং সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ,ফিওনা।“যদি কিছু করতে না পারি,” থারিনিয়াসের মনে এক

শঙ্কা জাগলো, “তাহলে একদিন হয়তো আমাদের প্রিন্সও তাদের মতো হয়ে যাবে,যারা প্রেমে পড়ার জন্য ভেনাসের সমৃদ্ধি ত্যাগ করেছে।”

থারিনিয়াস যখন কক্ষ থেকে বের হচ্ছিল, তখন তার মনে গভীর উদ্বেগ ও হতাশা ছিল।সে জানতো, জ্যাসপারের জন্য এরকম কিছু ঘটলে, তা শুধু তার জন্য নয়, বরং

পুরো ভেনাসের জন্য একটি বিপর্যয় ডেকে আনবে।”আমরা যতই চেষ্টা করি না কেন,” সে ভাবতে লাগলো,”প্রেমের এই অন্ধকার দিকে যাওয়ার পথটি ঠেকানো সম্ভব নয়।” সে পা চালিয়ে যাচ্ছিল,কিন্তু মনে একটাই চিন্তা—জ্যাসপারের আবেগ আর তার কার্যকলাপ ভেনাসের ভবিষ্যৎকে অন্ধকারে ঠেলে দেবে কি না।অ্যালিসা আজ বাইরে ঘুরতে

যাওয়ার জন্য বায়না শুরু করেছে,কিন্তু জ্যাসপার কোনোভাবেই রাজি হচ্ছিল না। বিকেলের দিকে ফিওনা সোফায় বসে বই পড়ছিল,তখনই এথিরিয়ন সেখানে হাজির হয়।সিলভা বারবার এথিরিয়নকে বিরক্ত করছে বাইরে যাওয়ার জন্য,আর এথিরিয়ন সুযোগ বুঝে ফিওনার পাশে সোফায় বসলো।

“বলছিলাম,ফিওনা,চলো বাইরে ঘুরতে যাই,সবাই মিলে।নাহলে ওই সিলভা’র সাথে আমি একা একা যাবো না,অস্বস্তিকর লাগে,”এথিরিয়ন বলল।

ফিওনা তখন হেসে দিলো।”বাহ,তুমি তো ওকে বেশ ভয় পাচ্ছ,মেয়েটা তো সুন্দর।ভয় কেনো পাও?”

এথিরিয়ন মুচকি হাসলো, “আরেহ,সুন্দর হলেই হবে?

চিপকাচিপকি ভালো লাগে না আমার একদমই।”

ফিওনা একটু ঠাট্টা করেই বলল,”এখন তুমি কি চাইছো রিয়ন?”

এথিরিয়ন আগ্রহের সাথে বললো, “চলো,সবাই মিলে যাই আর আর বাইরে গিয়ে তুমি আমার সাথে সাথে থাকবে।”

ফিওনা একটু ভাবলো,তারপর বললো,”আচ্ছা,ঠিক আছে, থাকবো।”এথিরিয়নের মুখে খুশির এক ঝলক দেখা গেল। তারা দুজনেই জানতো,কিছু সময় বাইরে কাটানো তাদের জন্য নতুন অভিজ্ঞতা হবে,বিশেষ করে যখন চারপাশে এত সুন্দর প্রকৃতি ও স্নিগ্ধ পরিবেশ রয়েছে।

তারা সোফা থেকে উঠলো এবং প্রস্তুতি নিতে শুরু করলো। ফিওনার মনে কিছুটা উত্তেজনা ছিল,কারণ সে জানতো, বাইরে বের হলে হয়তো কিছু নতুন ও মজার অভিজ্ঞতা হবে। এদিকে, জ্যাসপার ভাবলো, আপাতত অ্যালিসাকে খুশি লাগলেই তাড়াতাড়ি এখানে থেকে বিদায় করা যাবে। তাই সে রাজি হলো, আজকে সবাই মিলে পাহাড়ে ঘুরতে যাবে। বাইরের

আবহাওয়া পাল্টে গেছে, শীত প্রবাহ শুরু হয়েছে।ফিওনা তৎক্ষণাৎ তার গরম পোশাক পরে নিল। সে একটি ফুল সাঁতার সোয়েটার আর জিন্স পরলো,যা তার উজ্জ্বল রূপকে আরো বেশি আকর্ষণীয় করে তুলেছে। বাকিরাও নিজেদের সাজিয়ে নিল। সিলভা গাউন পরলো,সঙ্গে একদম ফ্যাশনেবল একটি জ্যাকেট যুক্ত হলো।অ্যালিসা গাউন পরিধান করে

তার গায়ে একটি আধুনিক জ্যাকেট পরে নিল, যা তার রুচিশীলতার প্রতীক।

জ্যাসপারও প্রস্তুত হচ্ছিল।তার গায়ের পোশাক একদম আলাদা,একটি ওভারকোট পরেছে,যা সম্পূর্ণ কালো। ওভারকোটে ড্রাগনের জাতীয় চিত্র আঁকা রয়েছে,যা তার ড্রাগন পরিচয়ের সাথে মিল রেখে আরো গাঢ় একটি রূপ দেয়।কোঠায়

দাঁড়িয়ে থাকা জ্যাসপারের দৃঢ়তার সাথে তার আভিজাত্য ফুটে উঠছে। শীতল বাতাসে সবাই যখন বাইরে বের হতে প্রস্তুত,তখন ফিওনা এবং অন্যরা বাইরে আসার জন্য মুখিয়ে আছে। জ্যাসপার কিছুটা উদ্বিগ্ন,কিন্তু সে জানে,অ্যালিসাকে খুশি করতে পারলে শিগগিরই সবকিছু স্বাভাবিক হয়ে যাবে।

মাউন্টেন গ্লাস হাউজ থেকে বেরিয়ে তারা পাহাড়ের বাগানের দিকে যাত্রা শুরু করলো,চারপাশে সাদা তুষারের চাদর,চমৎকার প্রাকৃতিক দৃশ্য ও কনকনে ঠান্ডা বাতাস তাদের সামনে হাজির হলো।ফিওনা প্রথমবারের মতো এমন পরিবেশে প্রবেশ করে অবাক হয়ে গেল,তার হৃদয়ে নতুন অভিজ্ঞতার জন্য উত্তেজনা।বাহিরে আজকের বাগানটি তুষারের আবরণে

ঢাকা,প্রতিটি ফুল যেন মাথা নিচু করে নুয়ে পড়েছে।তাদের রঙিন পাপড়িগুলো তুষারের ভারে আরোপিত হয়ে অস্পষ্ট হয়ে গেছে,কিন্তু তবুও তাদের সৌন্দর্য ম্লান হয়নি।চারপাশে কেবল তুষারের বিস্তৃত সাদা চাদর,যা সমস্ত দৃশ্যকে এক ভিন্ন আবহে রূপান্তরিত করেছে।

গ্লাস হাউজের ভেতরে,পরিবেশের শান্তির পাশাপাশি তাপমাত্রা অনেকটাই স্বস্তিদায়ক।হাউজের কাচের দেয়ালগুলি সূর্যের আলোকে প্রবাহিত করে,ফলে সেখানে এক উষ্ণতা বিরাজমান।ফিওনা সেখানে বসে তুষারপাতের দৃশ্য উপভোগ করতে পারে,কিন্তু বাইরে শীতল বাতাসের শিহরণ তাকে কিছুটা সংবেদনশীল করে তুলছে।

ভেতরের উষ্ণতায় সে অনুভব করছে একটি নিরাপত্তার আবরণ,যেখানে বাইরে শীতের তীব্রতা রুক্ষ।বাইরের পৃথিবী তুষারের সাদা রূপে ঢাকা,যেন একটি বরফের রাজ্যে পরিণত হয়েছে,কিন্তু গ্লাস হাউজের ভেতরে তার সবকিছু ঠিক আছে।

এমন দৃশ্য দেখে ফিওনার মনে হলো,এই শীতে প্রকৃতি তার রহস্যময় রূপে মগ্ন হয়ে আছে,এবং

সে নিজেকে এখানে নিরাপদ ও শান্তিপূর্ণ মনে করছে।ফিওনা এক কোণে দাঁড়িয়ে আছে,যেন সে এক দর্শক।তার চোখে পড়ে অ্যালিসা এবং জ্যাসপার।অ্যালিসা জ্যাসপারের কনুই ধরে রেখেছে,হাসতে হাসতে কিছু বলছে,আর জ্যাসপার কেমন শান্ত হয়ে সব শুনছে।আজকের গম্ভীরতা তার মুখে নেই,যেন কোনো অজানা সুখে মগ্ন।

এই দৃশ্য দেখে ফিওনার অন্তরটা পুড়তে শুরু করে।হঠাৎ করে কেনো যেনো তার খুব কষ্ট হচ্ছে।সে নিজেকে সামলাতে চায়,কিন্তু মনে হচ্ছে সমস্ত অনুভূতি একসাথে ভেঙে পড়ছে। অ্যালিসার হাসি এবং জ্যাসপারের সহানুভূতি তাকে আরও বেশি বিচলিত করছে।সিলভা এথিরিয়নের হাত শক্ত করে ধরেছে,যেন সে তাকে ছাড়া যেতে

দিতে চাইছে না।এথিরিয়ন,সিলভার ওই দৃঢ়তা থেকে মুক্তি পেতে চেষ্টা করলেও,কোনোভাবে সেখান থেকে বের হতে পারছে না।

এদিকে,থারিনিয়াস এবং আলবিরা,অ্যাকুয়ারা,পাহাড়ের বাগান নিয়ে আলোচনা করছে।তাদের কথোপকথনে ফিওনার মনোযোগ নেই।সে যেন এক অদৃশ্য দেয়ালে

ঘেরা, যেখানে সে আরেকজনের আনন্দে যোগ দিতে পারছে না।

ফিওনার হৃদয়ে এক অসহায়ত্ব,এক দুর্বিষহ অনুভূতি বয়ে চলেছে।সে বুঝতে পারে,এই মুহূর্তে সে একাকীত্বের অন্ধকারে ডুবে যাচ্ছে,যদিও চারপাশে সবার হাসি আর আনন্দের আওয়াজ।

ফিওনা পাতলা সোয়েটারে দাঁড়িয়ে থাকায় শীত থেকে সুরক্ষা পাচ্ছিল

না। তার হাতগুলো আড়াআড়ি ধরে রেখেছিল,যেন শীতের প্রবাহ থেকে বাঁচতে পারে। হঠাৎ,পিছন থেকে একজন এসে তার গায়ে একটি ওভারকোট জড়িয়ে দিল। এই স্পর্শে ফিওনার ঠোঁটে একটি হাসি ফুটে উঠলো।সে জানে,যত্নশীল একমাত্র জ্যাসপারই তাকে এইভাবে ওভারকোট পরিয়ে দিতে পারে।কিন্তু মুহূর্তেই ফিওনার মনে হলো,এই

ওভারকোটের সুগন্ধটা অন্য কারো। ঘাড় ঘুরিয়ে তাকাতেই সে দেখল,একজোড়া আকাশি রঙের নেত্রপল্লবের অধিকারী এথিরিয়ন তার দিকে তাকিয়ে মৃদু হাসছে। ফিওনার মনে একটি অস্বস্তি জন্ম নিল। এথিরিয়নের আন্তরিকতা তাকে বিব্রত করেছিল,কারণ সে জানে এই মুহূর্তে জ্যাসপারও কাছে আছে।

দূর থেকে সিলভা তাদের দিকে তাকিয়ে ছিল,তার চোখে রাগের ঝিলিক।সে বুঝতে পারছিল না কেন এথিরিয়ন এত সাহস দেখাচ্ছে।কিন্তু ফিওনার মনে যে কষ্টের আগুন জ্বলছিল,সেটা চেপে রাখতে পারছিল না। এথিরিয়ন তার কাছে আরও কাছে আসতে চেয়েছিল,আর তার এই স্নেহের প্রকাশ ফিওনার মনে দোলন সৃষ্টি করেছিল।

“ধন্যবাদ,” ফিওনা সঙ্কুচিত গলায় বলল,এথিরিয়নের দিকে তাকিয়ে।“তুমি তো ঠাণ্ডায় কাঁপছ,তাই না?” এথিরিয়ন বলল,তার হাসিতে মিষ্টতা ছিল।

ফিওনা অনুভব করল,এথিরিয়নের সামনে তার হাসি আর কম্পন যেন একে অপরের সাথে যুদ্ধ করছে।সে ভিতরে ভিতরে জিজ্ঞেস করতে

লাগলো,“এটা কি শুধুই বন্ধুত্ব,নাকি এর চেয়ে কিছু বেশি?”

একদিকে তার প্রিয় জ্যাসপার,আর অন্যদিকে এথিরিয়নের মৃদু হাসি,ফিওনার মনে এক দ্বিধা তৈরি করল।সে জানত, সম্পর্কের এই জটিলতা তাকে আরও গভীর সমস্যায় ফেলতে পারে।কিন্তু কিছুতেই সে নিজেকে এই

ভাবনাগুলো থেকে বের করতে পারছিল না।

একটি মুহূর্তের জন্য যেন সবকিছু থমকে গেল। হঠাৎ করে তুষারের ঝড় শুরু হলো, বেগে বাতাসে সাদা তুষার উড়ছিল, চারিদিক কেমন অন্ধকার হয়ে গিয়েছিল। সবাই দ্রুত মাউন্টেন গ্লাস হাউজের দিকে দৌড়াতে লাগলো, যেন ঝড় থেকে বাঁচার শেষ চেষ্টা।এথিরিয়ন ফিওনার

হাত ধরে দৌড়াতে চাইল,কিন্তু সিলভা ঝড়ের গতি আর ভীতির আবহে দ্রুততার সাথে ফিওনার হাত থেকে এথিরিয়নের হাত ছড়িয়ে নিল।এথিরিয়ন অবাক হয়ে গেল,তার বুঝতে না পারার কারণে হাত ধরে থাকার অনুভূতি হারিয়ে গেল।ফিওনা কিছু বলতে চাইল,কিন্তু তখনই ঝড়ের প্রবল বেগে চারপাশে সবাই একত্রে দৌড়াচ্ছিল।

হঠাৎ, ফিওনার হাতে একটি শক্ত টান অনুভব হলো। সে বুঝতে পারল,কেউ তাকে হঠাৎ করে শক্ত করে টেনে নিচ্ছে। কিছুই বুঝে উঠতে পারছিল না, সে কেবল পেটের মধ্যে কারো এক জোড়া হাত অনুভব করলো যা ওর পেটে শক্ত করে ধরে করে আলগা করে নিলো। সেই অচিন অপরিচিত শক্তি তাকে অন্যপাশে তুলে নিল,যেন ঝড়ের

চাপে তাকে নিরাপদ স্থানে নিয়ে যাচ্ছে।“কী হচ্ছে?” ফিওনা চিৎকার করে উঠলো,কিন্তু তার শব্দ বাতাসের সঙ্গে মিশে গেল।

অবশেষে, ঝড়ের গর্জনের মধ্যে, ফিওনা দেখল যে সে জ্যাসপারের কাছে পৌঁছে গেছে। জ্যাসপারের চোখে একটি দৃষ্টির তীব্রতা ছিল—তার উদ্বেগ ও রাগের মিশ্রণ।

“তুমি ঠিক আছ?” জ্যাসপার জিজ্ঞেস করল, তার গলায় উদ্বেগ স্পষ্ট।

“হ্যাঁ,” ফিওনা দ্রুত উত্তর দিল, “কিন্তু...”

“তুমি এখানে থাকো,” সে জোর দিয়ে বলল,তার হাত শক্ত করে ধরে রেখেছিল যেন আর একবার তাকে হারাতে না পারে।ঝড়ের শব্দের

মধ্যে,তাদের চারপাশে নীরবতার একটি অনুভূতি তৈরি হলো।

আচমকা জ্যাসপার ফিওনার গা থেকে এথিরিয়নের দেয়া ওভারকোট খুলে পাশে ছুড়ে মারলো।ফিওনা বিস্মিত হয়ে জ্যাসপারের দিকে তাকিয়ে রইল। তার ঠোঁট নড়ছিল কিছু বলতে, কিন্তু জ্যাসপারের চোখের দৃষ্টির গম্ভীরতা তাকে থামিয়ে দিল।সেই চোখে যেন আগুন

জ্বলছে, এক অদ্ভুত দাবি আর অধিকারবোধের সঙ্গে।“এটা কি করলেন এভাবে জ্যাকেট ছুড়ে মারলেন কেনো,!”ফিওনা বলল,তার কণ্ঠে অসহায়তার ছাপ।

“কারন হচ্ছে ”জ্যাসপার কড়া গলায় বলল। “ওটাতে এথিরিয়নের স্পর্শ আর ঘ্রাণ লেগে আছে।আমি সহ্য করব না,হামিংবার্ড।তুমি আমার কাছাকাছি থাকবে,আর তোমার

শরীরে অন্য কারও ঘ্রাণ থাকবে—এটা আমি কখনোই মেনে নেব না।” ফিওনার মুখে বিস্ময়ের ছাপ আরও গভীর হলো। “আপনি এটা নিয়ে এতটা প্রতিক্রিয়া দেখাচ্ছেন কেন? এটা তো শুধু একটা জ্যাকেট...”“তোমার কাছে হয়তো এটা কিছু না,”জ্যাসপার তাকে বাধা দিয়ে বলল। “কিন্তু আমার কাছে এটা অনেক বড় কিছু।তোমার

শরীরে শুধু আমার ছোঁয়া থাকবে,আর কিছু নয়।”

এ কথা বলেই সে নিজের ওভারকোট শক্ত করে ফিওনার গায়ে জড়িয়ে দিল,যেন তাকে নিজের কোনো এক বিশেষ চিহ্ন দিয়ে চিহ্নিত করছে।

ফিওনার গাল লাল হয়ে উঠল,ঠান্ডা আর জ্যাসপারের স্পর্শ মিশে তার ভেতরে এক অজানা উষ্ণতার সৃষ্টি

করল।সে কোনো কথা বলার চেষ্টা করল, কিন্তু কোনো শব্দ বেরোল না।

“এখন চুপ করে থাকো,” জ্যাসপার বলল,তার গলা একটু নরম হয়ে এসেছে।“তুমি আমার, হামিংবার্ড। শুধু আমার।এটা কখনো ভুলে যেও না।”ফিওনা চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইল, তার হৃদয়ের ধুকপুকানি যেন ঝড়ের শব্দকে ছাড়িয়ে গেল। এই দাবির

মধ্যে কোথাও যেন এক ধরনের মায়া আর সুরক্ষার আশ্বাস ছিল, যা তাকে না চাইলেও শিহরিত করল।

ফিওনা একটু রাগী সুরে বলল,”আর আপনাকে যে অ্যালিসা ছুঁয়েছে,তার বেলায়?”

জ্যাসপার হালকা হাসল, তারপর ধীরে ধীরে ফিওনার দিকে ঝুঁকে এসে মৃদু কণ্ঠে বলল,”ওহ,তোমার জেলাসি হচ্ছে?”

ফিওনা তৎক্ষণাৎ জবাব দিল, “তো হবেনা কেনো? আপনি করতে পারেন,আপনাকে সবাই ছুঁতে পারবে, আর আমার বেলায়...”

তার কথা শেষ হওয়ার আগেই জ্যাসপার তার মুখে আঙুল চেপে ধরল।ফিওনা থেমে গেল।তার সবুজ চোখগুলো একদম শান্ত,অথচ দৃঢ়। চারপাশে তুষারের ঝড় তখন থেমে গেছে।

ফিওনা তাকিয়ে আছে সেই সবুজ চোখের গভীরতায়। তার মনে হচ্ছে যেন জ্যাসপারের দৃষ্টি একসাথে তাকে আটকে রাখছে এবং অদ্ভুতভাবে সান্ত্বনাও দিচ্ছে। বাতাসে তখন শুধুই নীরবতা,যেন পুরো পৃথিবী থেমে গেছে তাদের এই ক্ষণিক মুহূর্তের সাক্ষী হতে।ফিওনা জ্যাসপারের হাত সরিয়ে নিজের মুখটা ছাড়ানোর চেষ্টা করল,কিন্তু

তার শক্তির কাছে হার মেনে থেমে গেল।তার চোখে রাগ আর অপমানের মিশ্রণ ফুটে উঠল।“আপনার সবকিছু ঠিক,আর আমার প্রতিটা কাজ ভুল?এই কি আপনার নীতি?” ফিওনা বলে উঠল, কণ্ঠে অভিমান।

জ্যাসপারের ঠোঁটের কোণে এক মৃদু হাসি ফুটল।

“নীতি নয়, হামিংবার্ড এটা আমার নিয়ম।আমি যা করি, তা আমি বুঝে করি।কিন্তু তোমার বিষয়ে আমি কোনো ঝুঁকি নিতে পারি না।তুমি আমার কাছ থেকে দূরে যাও, আমি সহ্য করব।কিন্তু অন্য কেউ তোমার কাছে আসবে,সেটা আমি মেনে নিতে পারব না।”

ফিওনা এক মুহূর্ত নীরব থেকে বলল,“আপনার এই অধিকারবোধ

আমাকে দমিয়ে রাখছে।আপনি কীভাবে ভাবেন যে আপনি আমার সব সিদ্ধান্ত নিতে পারবেন?”জ্যাসপার তার দিকে আরেকটু ঝুঁকে এল,তার সবুজ চোখজোড়ায় গভীর এক ঝলক। “তোমার বিষয়ে আমার অধিকার জন্মায়নি, হামিংবার্ড।এটা আমি নিজের করে নিয়েছি।কারণ তুমি.. তুমি আমার,শুধু আমার।”

ফিওনা তার হৃদয়ের দ্রুত স্পন্দনকে সামলানোর চেষ্টা করল। তার কণ্ঠ নরম হয়ে গেল। “আপনার এই দাবি একদিন আপনাকেই সমস্যায় ফেলবে প্রিন্স।”

জ্যাসপার হেসে উঠল ফিওনার মুখে প্রথমবার তাকে কিছু একটা সম্বোধন করতে দেখে,সেই হাসিতে একধরনের আত্মবিশ্বাস আর রহস্য ছিল।“সমস্যা আমাকে ভয়

পায়,হামিংবার্ড।তুমি শুধু আমার কথা মনে রেখো—এথিরিয়নের থেকে দূরে থাকবে।এটা আমার শেষ বার্তা।”

ততক্ষণে তুষারের ঝড় থেমে গেছে। চারপাশে কেবল সাদা বরফের আস্তরণ আর এক নিস্তব্ধ পরিবেশ। ফিওনা আর কিছু না বলে জ্যাসপারের চোখে তাকিয়ে থাকল। সেই চোখে এক অদ্ভুত মায়া,দাবি,আর এমন কিছু ছিল যা

সে বুঝতে পারছিল না।ফিওনা দ্রুত বুঝতে পারল, জ্যাসপারের শরীর ঠান্ডায় জমে যাচ্ছে। জ্যাসপারের গায়ে এখন পৃথিবীর স্বাভাবিক তাপমাত্রায় আর পাতলা ফিনফিনে সাদা শার্ট গায়ে জড়ানো, ওভারকোট খুলে ফিওনাকে জড়িয়ে দিয়েছে। ঠান্ডায় তার রক্তিম বেগুনি ঠোঁট আর পাতলা শার্টের নিচে ঠান্ডায় কাঁপতে থাকা শরীরটা যেন প্রতিটা মুহূর্তে

আরো দুর্বল হয়ে পড়ছে।জ্যাসপারের এই অবস্থা দেখে ফিওনার অন্তরে অজানা এক যন্ত্রণা আর উদ্বেগ ছড়িয়ে পড়ল।

“আপনার তো ঠান্ডা লাগছে,কি দরকার ছিলো ওভারকোট ছুড়ে ফেলে দেয়া আর আমাকে আপনার ওভারকোট দিয়ে দিলেন?আপনি কি পাগল?” ফিওনা তার দিকে এগিয়ে

গিয়ে ধমকের সুরে বলল,চোখে চিন্তার ছাপ স্পষ্ট।

জ্যাসপার মৃদু হেসে বলল,”তুমি যদি উষ্ণ থাকো, আমার ঠান্ডা কোনো ব্যাপার না।আমি সহ্য করতে পারি।”

ফিওনা তার কথায় আরও বিরক্ত হয়ে বলল “সহ্য করতে পারছেন না,এটা আমি স্পষ্ট দেখছি।আপনার ঠোঁটের রং দেখেছেন ঠান্ডায় কালসিটে হয়ে গেছে?শরীর কাঁপছে

ঠান্ডায়!এটা কোন ধরনের বোকামি, প্রিন্স?”জ্যাসপার কিছু বলতে যাচ্ছিল,কিন্তু ফিওনা থামিয়ে দিয়ে বলল, “একদম চুপ।আপনি যদি নিজেকে এভাবে ঝুঁকিতে ফেলেন,তাহলে আমি এই ওভারকোট নেব না।” ফিওনা ওভারকোট খুলে তার হাতে তুলে দেওয়ার চেষ্টা করল,কিন্তু জ্যাসপার শক্ত হাতে তা ফিরিয়ে দিল।

“হামিংবার্ড,আমি বলেছি,তুমি আমার কাছে সবকিছু। আমার জ্যাকেট থাকুক বা না থাকুক,তাতে কিছু যায় আসে না কিন্তু তোমার শরীর এই ঠান্ডা সহ্য করবে না। তাই এটা থাক।” জ্যাসপার আরও একবার ওভারকোটটা তার গায়ে টেনে দিল,যেন এটা তার শেষ কথা।

ফিওনা এক মুহূর্ত স্থির দাঁড়িয়ে থাকল।তার ঠোঁট কেঁপে উঠল—রাগে

অভিমানে,আর কোথাও যেন এক অদ্ভুত কৃতজ্ঞতায়।সে আর কিছু না বলে হঠাৎ করে তার ছোট্ট হাত দিয়ে জ্যাসপারের হাতটা ধরে টানল।

“আপনার একগুঁয়েমি আমি বুঝেছি। কিন্তু এখন আপনি আমার সাথে চলুন।আপনার এই অবস্থায় বাইরে থাকা উচিত না।”তুষারের সাদা চাদরে ঢাকা বিস্তীর্ণ পথে জ্যাসপার

ফিওনাকে কোলে তুলে নিলো। চারপাশে ঠান্ডা হিমশীতল হাওয়া বয়ে চলেছে,কিন্তু জ্যাসপার যেন তার নিজের শরীরের সমস্ত শীতলতাকে উপেক্ষা করেই হাঁটা শুরু করল।ফিওনার পায়ে ঠান্ডা যাতে না লাগে,সেটাই যেন তার একমাত্র লক্ষ্য।

ফিওনা বিস্ময়ে বলল,"আপনি কী করছেন?নামান আমায়!এমন কেউ

দেখে ফেললে কী ভাববে?আর আপনার তো ঠান্ডাও লাগছে” তার গলায় লজ্জা মেশানো উৎকণ্ঠা।

জ্যাসপার তার গম্ভীর দৃষ্টি সামনের দিকে রেখে মৃদু স্বরে বলল,”লাগুক ঠান্ডা।”তার কণ্ঠে এমন এক অদ্ভুত দৃঢ়তা,যেন এই কথার পরে কিছু বলারই আর জায়গা নেই।ফিওনা জানে,জ্যাসপারকে কিছু বলা মানে বাতাসের বিপরীতে কথা বলা।তার

মন যা চায়,সেটাই সে করবে। তাই আর কোনো প্রতিবাদ না করে ফিওনা একটু ভালো করে জ্যাসপারের ঘাড়ে হাত দিয়ে জড়িয়ে ধরল।যেন সে নিজেই জ্যাসপারের উষ্ণতার আশ্রয় হয়ে উঠতে চায়।

তুষারের প্রবল ঠান্ডায় তার পাতলা শার্টের নিচে শরীরটা যেন জমে যাচ্ছে,কিন্তু ফিওনার গায়ে যেন এক

বিন্দু অসুবিধা না হয়,সেই চিন্তায় সে যেন নিজেকেই তুচ্ছ করে দিয়েছে।

একসময় ফিওনা আর কিছু না বলে জ্যাসপারের গলা জড়িয়ে ধরে জ্যাসপারের ঘাড়ের কাছে মুখ গুজে রাখলো।তার উষ্ণ নিঃশ্বাস হালকা স্পর্শ করল জ্যাসপারের ঘাড়ের ট্যাটুটির উপর।সেই স্পর্শে জ্যাসপার হঠাৎই যেন সমস্ত শীতলতার পর্দা সরিয়ে ফেলল।ফিওনার স্পর্শ তার

রক্তে এমন এক অদ্ভুত উষ্ণতা জাগিয়ে দিল,যা তাকে শক্তি জুগিয়েছিল, সমস্ত ঠান্ডা নিমিষেই গায়েব হয়ে গেলো।তার পায়ের নিচে তুষার ক্রমাগত চাপা পড়ছে,কিন্তু তার দৃঢ় পায়ের গতি থামছে না। ফিওনার নীরব উপস্থিতি আর জ্যাসপারের অটুট সুরক্ষা,দুজনের মাঝে এই মুহূর্তে যেন তুষারাবৃত প্রকৃতি মিশে এক অনন্য রোমান্স

তৈরি করল।দুদিন পেরিয়ে গেছে। অ্যালিসা আর সিলভা এখনো মাউন্টেন গ্লাস হাউজে অবস্থান করছে।তাদের উপস্থিতিতে জ্যাসপার কোনো মিশনেই যাচ্ছে না। থারিনিয়াস একাধিকবার জিজ্ঞেস করেছে তার পরিকল্পনার ব্যাপারে,কিন্তু প্রতিবারই জ্যাসপার এক কথায় জানিয়ে দিয়েছে—“ফিওনাকে আমি এখানে অ্যালিসা

আর সিলভার সঙ্গে একা রেখে যেতে পারব না।”

থারিনিয়াস একটু বিরক্ত হলেও কিছু বলার সাহস করেনি। সে জানে,জ্যাসপারের জেদ ভাঙানো সহজ নয়।অন্যদিকে, ফিওনা এসব কথা শুনে বেশ অস্বস্তি বোধ করছে। সে বুঝতে পারছে না, এটা কি জ্যাসপারের সুরক্ষার অযুহাত নাকি

তার প্রতি কোনো অতিরিক্ত অনুভূতি।

অ্যালিসা অবশ্য খুবই স্বাভাবিক আচরণ করছে।যেন কিছুই ঘটেনি। মাঝে মাঝে সে জ্যাসপারের সঙ্গে হাসি-তামাশা করে, আর সিলভা যেন ইচ্ছা করে ফিওনার প্রতি ঈর্ষা প্রকাশ করছে।

এই পরিস্থিতির মাঝে ফিওনার মনে অদ্ভুত এক অস্বস্তি কাজ করছে।তার

কাছে মনে হচ্ছে,জ্যাসপারের এই অতিরিক্ত যত্নশীলতা যেন কোনো অজানা ঝড়ের পূর্বাভাস দিচ্ছে।পুষ্প রাজ পাহাড়ে অবস্থিত গোপন ল্যাবরেটরির ভেতর গুনগুন শব্দে যন্ত্রপাতি চলছিল।বিশাল এক ট্রান্সমিশন ট্যাংক মাঝখানে স্থাপন করা হয়েছে, যযার চারপাশে লাল ও নীল রঙের লাইট দপদপ করছে। জ্যাসপার,থারিনিয়াস, আর মিস্টার

চেন শিং মাথা নিচু করে বিভিন্ন পরিমাপ ও হিসাব-নিকাশ নিয়ে ব্যস্ত।

টেবিলের ওপর রাখা বিশাল স্ক্রিনে ভেনাসের ছবি ফুটে উঠেছে।স্ক্রিনের ডানদিকে বিভিন্ন রাসায়নিক গ্যাসের অনুপাত দেখা যাচ্ছে—অক্সিজেন ৩৭%,হাইড্রোজেন ৪১%, এবং কার্বন ২২%।ভেনাসের বায়ুমণ্ডলে এই উপাদানগুলো প্রেরণ করার মাধ্যমে

নতুন পরিবেশ তৈরির পরিকল্পনা চলছে।জ্যাসপার একটি হোলোগ্রাফিক প্রজেকশন তুলে বলল, “ভেনাসের বায়ুমণ্ডলে এই উপাদানগুলো মিশিয়ে দিতে হবে এমন উচ্চমাত্রায় যাতে এটি দীর্ঘস্থায়ীভাবে বায়ুমণ্ডলের ভারসাম্য রক্ষা করতে পারে।তবে এর জন্য প্রাথমিক পদ্ধতিতে সব গ্যাস

সংকুচিত করে উচ্চচাপের ধারায় প্রেরণ করতে হবে।”

থারিনিয়াস তার ডানহাতে পরা প্রযুক্তিগত গ্লাভস দিয়ে কিছু নির্দেশ দিলো।হঠাৎই মাঝের ট্রান্সমিশন ট্যাংকের ভেতরের রঙ পরিবর্তন হতে শুরু করলো।জ্যাসপার বলল,”প্রথম ধাপে,হাইড্রোজেন সংকুচিত করে একধরনের সুপারফ্লুইডে পরিণত করা

হবে।”ট্যাংকের ভেতরে থাকা তরল হাইড্রোজেন ক্রমেই স্থির হয়ে ধোঁয়ার মতো ছড়িয়ে পড়তে শুরু করলো।

মিস্টার চেন শিং তখন একটি কন্ট্রোল প্যানেলে দাঁড়িয়ে বলল,”এই সিস্টেমের মাধ্যমে সংকুচিত গ্যাসগুলো থারিনিয়াসের বাহনের ইলেকট্রোম্যাগনেটিক স্টোরেজ সেলে পাঠাব।ভেনাসে পৌঁছে এটি নির্দিষ্ট

উচ্চতায় মুক্তি পাবে।”এরপর জ্যাসপার তার হাতে থাকা পোর্টেবল ডিভাইস দিয়ে আরেকটি নির্দেশ দিলো।সঙ্গে সঙ্গে ট্রান্সমিশন ট্যাংকের আরেক পাশে রাখা অক্সিজেন ট্যাঙ্ক থেকে বিশুদ্ধ অক্সিজেন সংগ্রহ শুরু হলো।এর চারপাশে নীল আলোর ঝলকানি দেখে থারিনিয়াস মৃদু হাসল,” মানুষেরা সত্যিই বিজ্ঞানকে জাদুতে পরিণত করেছ।”

সবশেষে কার্বন সংগ্রহের পালা।এটি আরও জটিল কারণ কার্বনকে কঠিন থেকে গ্যাসীয় অবস্থায় পরিবর্তন করে সংকুচিত করা হচ্ছে।মিস্টার চেন শিং সতর্ক গলায় বলল, “এই প্রক্রিয়ায় খুব বেশি চাপ দিলে মিশ্রণটি অস্থিতিশীল হয়ে পড়তে পারে।”ট্রান্সমিশন শেষ হলে থারিনিয়াস তার বাহনের কাছে দাঁড়িয়ে গেল।একটি গোলাকার

প্ল্যাটফর্ম ভেসে উঠল,যার কেন্দ্র থেকে আলোকরশ্মি বেরিয়ে আসছে। প্ল্যাটফর্মের ওপর রাখা হল সংকুচিত গ্যাসের পাত্র।জ্যাসপার বলল, “সব প্রস্তুত। কালকের মধ্যেই এগুলো ভেনাসে পৌঁছানো হবে।তুমি শুধু গন্তব্যে পৌঁছানোর পর ডিকম্প্রেশন চালু করবে।”

থারিনিয়াস পাত্রগুলো নিজের হাতে তুলে নিয়ে একটি বিশেষ চেম্বারে

রাখল,যা ইলেকট্রোম্যাগনেটিক ফোর্স দিয়ে নিরাপদ করা হয়েছে।গম্ভীর কণ্ঠে সে বলল,”আমার উপর ভরসা রাখুন প্রিন্স।ভেনাস এই উপহার সসম্মানে গ্রহণ করবে।”

চূড়ান্ত প্রস্তুতি সম্পন্ন করে তারা আবার ল্যাবের পর্দা নামিয়ে দিলো যেন এই বিপ্লবী কাজের গোপনীয়তা অক্ষুণ্ণ থাকে।ল্যাবের ভেতর থমথমে পরিবেশ।জ্যাসপার পর্দার সামনে

দাঁড়িয়ে কিছুক্ষণ নীরবে তাকিয়ে থাকল।স্ক্রিনে ভেনাসের লাইভ ফিড ভেসে উঠছে—চরম উষ্ণ পরিবেশ,বিষাক্ত মেঘের আস্তরণ।এই মিশনের সফলতা তার জাতির জন্য অপরিহার্য। তবুও,এই মুহূর্তে তার মন বারবার অন্য কোথাও চলে যাচ্ছে। ফিওনা।

জ্যাসপার ধীরে ধীরে মুখ তুলে বলল, “থারিনিয়াস,এই মিশন তোমার হাতে দিচ্ছি।”

থারিনিয়াস অবাক হয়ে তাকিয়ে বলল, “সাথে আপনি গেলে ভালো হতো না?এতো গুরুত্বপূর্ণ উপাদান আমার হাতে দিলে যদি কোনো ভুল হয়ে যায়?”

জ্যাসপার সামনের দিকে কয়েক ধাপ এগিয়ে তার সামনে দাঁড়াল।

সবুজ চোখদুটো দৃঢ়তায় জ্বলছিল।”তুমি আমাকে চেনো না থারিনিয়াস?আমি কাউকে এত সহজে বিশ্বাস করি না।তবে তুমি আমার অনুগত সঙ্গী।এই কাজে আমার চেয়ে বেশি তোমার অভিজ্ঞতা আছে।”থারিনিয়াস এক মুহূর্ত ভেবে নিল। তারপর বলল,”আপনার আসল কারণটা বলুন প্রিন্স।আপনি কেন যাচ্ছেন না?”

জ্যাসপার এক চিলতে হাসি দিয়ে বলল,”এটা ব্যক্তিগত। আমি ফিওনাকে একা রেখে যেতে পারি না।ও এই পরিবেশে নতুন,এবং এখানে অ্যালিসা আর সিলভা রয়েছে।আমি ওকে সুরক্ষিত রাখতে চাই।”

থারিনিয়াস কিছুক্ষণ নীরবে তাকিয়ে থেকে বলল,”আপনি সত্যিই বদলে

যাচ্ছেন,প্রিন্স অরজিন।একজন মানুষের জন্য এতটা চিন্তা—”

জ্যাসপার হাত তুলে থামিয়ে দিল।”এটা নিয়ে এখন আলোচনা করার সময় নেই।তুমি প্রস্তুতি নাও। সবকিছু সঠিকভাবে সম্পন্ন করতে হবে।”

ল্যাবের একপাশে রাখা সংকুচিত গ্যাসের কন্টেইনারগুলো থারিনিয়াসের দিকে নির্দেশ করে

জ্যাসপার বলল,”তোমার বাহন সম্পূর্ণ নিরাপদ,এবং ভেনাসে পৌঁছানোর সময় সব ধাপে যোগাযোগ করবে।আমি তোমার অবস্থান সবসময় পর্যবেক্ষণ করব।”থারিনিয়াস তার ডান হাত বুকে রেখে সম্মানের ভঙ্গিতে বলল, “আপনার আদেশ যথার্থ ,প্রিন্স।”

জ্যাসপার এবার চেয়ারে বসে গভীরভাবে শ্বাস নিল। ফিওনার

মুখটি মনে পড়ল। যসে জানে,এই মিশন তার জন্যও গুরুত্বপূর্ণ,কিন্তু ফিওনার সুরক্ষা তার কাছে এখন সবার আগে।”আমার দায়িত্ব শুধুই আমার জাতির প্রতি নয়। আরেকটি দায়িত্ব এখন আমার কাছে নতুনভাবে এসেছে।” সে মৃদু স্বরে বলল।

থারিনিয়াস প্রস্তুতি নিয়ে দ্রুত ল্যাব থেকে বেরিয়ে গেল। জ্যাসপার

স্ক্রিনে চোখ রেখে গভীর মনোযোগে পরবর্তী পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ করতে লাগল,যেন সবকিছু নিখুঁতভাবে সম্পন্ন হয়।রাতের বেলায় জ্যাসপার দরজা দিয়ে ঢুকেই সোজা লিভিং রুমে গেল।তার সাদা শার্টটা ভেজা তুষারে নষ্ট হয়ে গিয়েছিল, তাই সে এখন কালো শার্টের ওপর লম্বা হুডি পরে আছে। লিভিং রুমের আলো মৃদু,আগুনের কুণ্ডলী চিমনিতে

জ্বলছে। কিন্তু অ্যালিসার মুখের অভিব্যক্তি দেখে মনে হলো যেন আলোও এখানে গম্ভীর হয়ে গেছে।

জ্যাসপার থমথমে গলায় বলল,”অ্যালিসা,এত রাতে এখানে বসে আছো কেনো?”

অ্যালিসা উঠে দাঁড়াল,তার নীলচে পোশাক বাতাসে হালকা দুলছে। একটু চঞ্চল কণ্ঠে বলল, “আপনার জন্য বসে আছি, প্রিন্স।”জ্যাসপার

এক মুহূর্তের জন্য থেমে তাকে নিরীক্ষণের দৃষ্টিতে দেখল।তারপর গম্ভীরভাবে বলল,”আমার জন্য খামোখা অপেক্ষা করছো কেনো?তুমি জানো না,আমার সময়ের কোনো ঠিকঠিকানা নেই।”

অ্যালিসা এক পা এগিয়ে এসে মৃদু স্বরে বলল,”জানি।কিন্তু তবুও মনে হলো আপনার সাথে কিছু কথা বলা দরকার।”

জ্যাসপার ভ্রু কুঁচকে তাকাল,”তোমার কথাগুলো কি এত জরুরি যে রাত জাগতে হবে?”

অ্যালিসা এক মুহূর্ত চুপ রইল। তারপর একটু সাহস নিয়ে বলল, “প্রিন্স আপনি নিজেকে সবসময় দূরে রাখেন।কিন্তু আপনার প্রিয়জনরা কখনো আপনার থেকে দূরে থাকে না। আমরা সবসময় আপনার আশেপাশে থাকি।”

জ্যাসপার হালকা বিরক্তি নিয়ে একপাশে বসে পড়ল। হাত দিয়ে চুল সরিয়ে বলল, “তুমি জানো,অ্যালিসা,আমি আমার কাজ নিয়ে ব্যস্ত।ব্যক্তিগত সম্পর্কের জন্য আমার কাছে সময় নেই।আর এটাই আমি শুরু থেকেই বলেছি।”

অ্যালিসা এবার একটু অভিমান নিয়ে বলল, “আপনার ব্যক্তিগত সম্পর্কের জন্য সময় নেই,কিন্তু ফিওনার জন্য

সব কিছুতে সময় হয়ে যায়,তাই না?”জ্যাসপার মুহূর্তে চুপ হয়ে গেল। তার চোখের গভীরে একটা অদ্ভুত আলো জ্বলে উঠল,যেন প্রশ্নটা তার ভেতর কোনো না বলা সত্যকে ছুঁয়ে দিয়েছে।কিন্তু সে শান্ত গলায় বলল, “তুমি যা বলছো,অ্যালিসা,তার কোনো ভিত্তি নেই।আমি যা করি, তা আমার সিদ্ধান্তে করি।”

অ্যালিসা এবার আর কোনো উত্তর দিল না।সে জানত, জ্যাসপারের সামনে বেশি যুক্তি দিয়ে লাভ নেই। সে একপাশে ফিরে আসনটিতে বসে বলল,”ঠিক আছে,আমি আপনার জন্য অপেক্ষা করেছিলাম।এখন আমি যাচ্ছি।”

জ্যাসপার তার যাওয়া দেখল,কিন্তু কিছু বলল না।তার চোখে গভীর এক চিন্তার ছাপ ফুটে উঠল,যা শুধু

অন্ধকার রাতেই প্রকাশ পায়। জ্যাসপার ধীর পায়ে সিঁড়ি বেয়ে ওপরে উঠে গেল।তার ভারী বুটের শব্দ শীতল মেঝেতে ছড়িয়ে পড়ছিল।তুষারের স্নিগ্ধতা যেন এখনও তার চুলের শেষ প্রান্তে আটকে ছিল।উপরে পৌঁছে,সে এক মুহূর্ত থেমে ফিওনার কক্ষের দরজার সামনে দাঁড়াল।চোখের পলকে তার আঙুল সাইড প্যানেলে গিয়ে স্পর্শ

করল।একটি লাভ-সিগন্যাল সক্রিয় হয়ে উঠল—একটি লালচে আলো যা ধীরে ধীরে জ্বলতে নিভতে লাগল।

এই সিগন্যালটা এই দুদিন আগেই সেট করে নিয়েছে জ্যাসপার আগেই ফিওনাকে সব বুঝিয়ে দিয়েছিল।এর মানে একটাই—জ্যাসপার তাকে এখন তার কক্ষে চায়।এটি কোনো আদেশ নয়,কিন্তু তা এক ধরণের অনুরোধ।যদিও জ্যাসপারের মতো

একজনের পক্ষ থেকে অনুরোধ শব্দটি একটু অবাস্তব মনে হয়। ফিওনা তখন নিজের বিছানায় বসে একটি বই পড়ছিল। আলো কমিয়ে দেওয়া ছিল,বাইরের হিমশীতল বাতাস দেয়ালের কাঁচে ধাক্কা দিচ্ছিল।হঠাৎ সিগন্যালের আলো তার চোখে পড়ল।

সে জানত,এটি অবহেলা করার মতো কিছু নয়।জ্যাসপারের

উপস্থিতি এবং সিদ্ধান্ত সবসময় অদৃশ্য শক্তির মতো কার্যকর।ফিওনা বইটি পাশে রেখে উঠে দাঁড়াল।তার মনে প্রশ্ন জাগল,এত রাতে হঠাৎ কেনো ডেকেছে?

ফিওনা দ্রুত তার শালটি গায়ে জড়িয়ে দরজা খুলে বাইরে বের হলো।লম্বা করিডোরটি ফাঁকা,তবে করিডোরের শেষ প্রান্তে জ্যাসপারের কক্ষের দরজার নিচ থেকে হালকা

আলো ঠিকরে বেরোচ্ছে।ফিওনা ধীরে ধীরে হাঁটতে লাগল,তার মনে অজানা উত্তেজনা।কক্ষে প্রবেশ করার আগে ফিওনা এক মুহূর্ত থেমে গভীর শ্বাস নিল। তারপর দরজার সামনে দাড়াতেই স্লাইডিং হয়ে খুলে যায় আর ফিওনা ভেতরে ঢুকল।

জ্যাসপার কাঁচের দেয়ালের পাশে দাঁড়িয়ে ছিল।বাইরে বরফে ঢাকা

পাহাড়ের দৃশ্য চাঁদের আলোয় ঝলমল করছিল। জ্যাসপারের চোখে গভীর চিন্তার ছাপ ছিল।সে ধীরে ধীরে ঘুরে ফিওনার দিকে তাকাল।

“তোমার জন্যই অপেক্ষা করছিলাম হামিংবার্ড,” বলল জ্যাসপার শান্ত গলায়,তার গ্রীন আইরিস যেন আরও রহস্যময় দেখাচ্ছে।”তোমার সাথে কিছু কথা আছে।”

ফিওনা জানত,যখনই জ্যাসপার তাকে এভাবে ডাকে,তখন তার কথাগুলোর মধ্যে সবসময় কোনো গভীর অনুভূতি লুকিয়ে থাকে।

ফিওনা ধীরে ধীরে আরও কাছে এগিয়ে গেল।তার কণ্ঠে ছিল মৃদু উত্তেজনার আভাস।

“এতো রাতে কেনো ডেকেছেন?যদি কেউ দেখে ফেলে?” ফিওনা তার সন্দেহ আর অস্বস্তি লুকিয়ে রাখতে

পারছিল না।জ্যাসপার হালকা হাসল,তার সবুজ চোখ দুটো যেন গভীর অন্ধকারে জ্বলে উঠল।সে এক পা সামনে এগিয়ে এসে বলল, “আই ডোন্ট কেয়ার অ্যাবাউট এনিওয়ান।”

তার গম্ভীর,দৃঢ় স্বরটি ফিওনার বুকের ভেতর যেন অদ্ভুত শিহরণ জাগাল।চারপাশের নিস্তব্ধতা যেন

এই কথাগুলোকেই আরও তীক্ষ্ণ করে তুলল।

ফিওনা জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল।তার কণ্ঠ কাঁপল একটু।

“তাহলে কেনো ডেকেছেন? তাড়াতাড়ি বলুন।”

জ্যাসপার এক মুহূর্ত চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল।তারপর দেয়ালের পাশে গিয়ে বাইরের তুষারময় দৃশ্যের দিকে তাকাল।তার দীর্ঘ

নীরবতার পর সে বলল,”আমি যখন তোমাকে ডাকি,তখন কারণ জানতে চাওয়ার প্রয়োজন নেই। কারণটা সবসময় তোমার জন্যই হয়।”

ফিওনা একেবারে স্থবির হয়ে গেল। জ্যাসপারের কথাগুলো সরাসরি,কিন্তু তার চোখের গভীরতা আর অচেনা আবেগ ফিওনাকে আরও বিভ্রান্ত করল।“কিন্তু,” ফিওনা সাহস করে বলল, “আপনার যা ইচ্ছে তাই

করতে পারেন বলে এরকম করবেন?এটা ঠিক না।আমি একটা মানুষ।আপনি কি সেটা বুঝতে পারেন?”

জ্যাসপার ধীরে ধীরে ঘুরে তার দিকে তাকাল।সে এক পা ফিওনার দিকে এগিয়ে এসে বলল, “ঠিক,তুমি মানুষ।কিন্তু তুমি সেই মানুষ,যাকে আমি ছাড়া অন্য কারও কাছে যেতে

দেব না।আর এটাই বাস্তবতা,যেটা তোমাকে মানতে হবে।”

তার স্বর গভীর,কিন্তু তার চোখে যেন একটি অদ্ভুত কোমলতা ফুটে উঠল। এই কোমলতা ফিওনাকে বিভ্রান্ত করল,যেন সে বুঝতে পারল না—এটা হুমকি,না ভালোবাসার দাবি।

জ্যাসপার ফিওনার দিকে তাকিয়ে ছিল গভীর দৃষ্টিতে,তার এতটা কাছে

যে ফিওনা কিছুক্ষণ স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে রইল।তার হৃদস্পন্দন বেড়ে গেল,কিন্তু সে নিজেকে শান্ত রাখার চেষ্টা করল।

“একটু নিচু হবেন?”ফিওনার অনুরোধে জ্যাসপার সামান্য ঝুঁকল। তবে তার চোখে মৃদু একটি ছায়া খেলে গেল—একটি ভুল বোঝাবুঝির ছায়া।সে ভেবেছিল,হয়তো ফিওনা তাকে চুম্বনের জন্য বলছে।তাই সে

আরও একটু কাছে এল,এতটাই যে ফিওনার গালে তার নিঃশ্বাস স্পষ্ট অনুভূত হলো।

ফিওনার চোখ তখন বিস্ময়ে বড় হয়ে গেল।সে মুহূর্তে কিছু বলার ভাষা খুঁজে পেল না।

তবে পরের মুহূর্তেই ফিওনা নিজের হাত বাড়িয়ে জ্যাসপারের চুলে লেগে থাকা তুষারগুলো আস্তে করে মুছে

দিল।”এগুলো চুলে লেগে ছিল,”ফিওনা বলল মৃদু হেসে।

জ্যাসপার বুঝতে পারল যে সে ভুল বুঝেছিল।তার ঠোঁটের কোণে এক মুহূর্তের জন্য মৃদু হাসি ফুটে উঠল।

“তাহলে তুমি আসলে আমার চুল ঠিক করতেই চাইছিলে?” জ্যাসপার বলল,গলায় মিশ্রিত মজা আর কৌতূহল।

ফিওনা একটু অপ্রস্তুত হাসল। “হ্যাঁ,তা ছাড়া আর কী? আপনি কেন অন্য কিছু ভাবলেন?”

জ্যাসপার কোনো উত্তর দিল না।তবে তার চোখে একটি মৃদু, দুষ্টুমি মেশানো চাহনি ছিল।সে সামান্য দূরে গিয়ে বলল, “তুমি যদি অন্য কিছু করতে চাইতে,আমি না করতাম না।”ফিওনা লজ্জায় গাল দুটো লাল করে ফেলল।”আপনার মতো

একজন ড্রাগনের কাছে এসব কথা খুব সহজ হবে,কিন্তু আমার জন্য নয়," সে গম্ভীরভাবে বলল,যদিও তার গলার স্বরে একটি কাঁপুনি ছিল।

জ্যাসপার হেসে বলল,"তোমার সরলতাই তো তোমাকে আরও আকর্ষণীয় করে তোলে, হামিংবার্ড।"

এই কথাগুলো শোনার পর ফিওনা দ্রুত পাশ ফিরল।তার হৃদয়জুড়ে

মিশে থাকা লজ্জা আর অজানা উত্তেজনা তাকে আবারও বিভ্রান্ত করে তুলল।

জ্যাসপার সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে গম্ভীরভাবে ফিওনার দিকে তাকিয়ে বলল,"আজকে তোমাকে একটা জিনিস উপহার দেব।"উপহারের কথা শুনে ফিওনার চোখে আনন্দের ঝিলিক ফুটে উঠল।তার ঠোঁটের কোণে এক চিলতে হাসি।"উপহার?

আপনি আমাকে উপহার দেবেন? তাহলে তো সেটা অবশ্যই বিশেষ কিছু হবে,তাই না?”

জ্যাসপার একটু রহস্যময় হাসল।”তুমি নিজেই তা বুঝবে।”

ফিওনার মুখে তখন কৌতূহল আর উত্তেজনার মিশ্রণ।”কী সেটা?এখনই বলুন!”

জ্যাসপার ধীরে ধীরে সিঁড়ির দিকে হাঁটা শুরু করল। “তাড়াহুড়ো করো

না, হামিংবার্ড।উপহার সবসময় সঠিক সময়ে দেওয়া হয়।”ফিওনা একটু অসন্তুষ্ট মুখ করে বলল,”আপনার এই রহস্যময় আচরণই আমাকে পাগল করে দেয়।”

জ্যাসপার তখন তার হুডির পকেট থেকে একটি লকেট বের করলো। লকেটটি এত সুন্দর যে দেখেই মনে হচ্ছে এটি পৃথিবীর কোনো কিছু

নয়।লকেটের মাঝখানে লাভের আকারের একটি পাথর রয়েছে,যা সবুজ রঙের আলোতে জলজল করছে।ফিওনা এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে,যেন এই জাদুকরী বস্তুটি তার হৃদয়ের গভীরে নাড়া দিচ্ছে।

জ্যাসপার ফিওনার দুই বাহু ধরে পেছনের দিকে ঘুরিয়ে নিলো,আর আলতো করে ফিওনার পিঠের কাছে থাকা চুল সড়িয়ে দিলো।ফিওনা

একটু কেঁপে উঠলো,যেন তার শরীরে একটি চেনা অনুভূতি বয়ে নিয়ে আসছে।

“এটা তোমার জন্য,”জ্যাসপার বলল,তার গলায় গভীর একটি সুর ছিল।”এই লকেটটি শুধু একটি সাজসরঞ্জাম নয়; এটা আমাদের সম্পর্কের প্রতীক।”ফিওনা অনুভব করল,তার হৃদস্পন্দন দ্রুত হয়ে যাচ্ছে। জ্যাসপার যত্ন করে লকেটটি

তার গলায় পরিয়ে দিলো,যেন এটি শুধুমাত্র একটি গহনা নয়,বরং তার অন্তরের একটি অংশ।

“এখন তুমি সবসময় আমার সাথে থাকবে,”জ্যাসপার বলল, তার চোখে এক ধরনের প্রতিজ্ঞা ছিল।”এটা তোমাকে মনে করিয়ে দেবে,তুমি একা নও,আমি সবসময় তোমার সাথেই আছি।”

ফিওনা চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইলো,তার চোখে জল জমে গেল। “আপনি কি সত্যিই আমাকে এইভাবে ভাবেন?”

“অবশ্যই,”জ্যাসপার উত্তর দিলো।”তুমি আমার জীবনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অংশ।”

ফিওনার মন জড়িয়ে গেল এক অদ্ভুত শান্তির অনুভূতিতে। লকেটটি তার গলায় ঝুলে থাকা অবস্থায়,সে বুঝতে পারল যে এই মুহূর্তটি

তাদের সম্পর্কের একটি নতুন অধ্যায়ের সূচনা।

“ধন্যবাদ, প্রিন্স,” সে বলল,”এটা সত্যিই অসাধারণ।”জ্যাসপার তখন পেছন থেকে ফিওনাকে জড়িয়ে ধরলো।তার নিঃশ্বাস ফিওনার কানে এসে পরল,আর সে অনুভব করলো যেন তার হৃদস্পন্দন বাড়ছে।”এটা সাধারণ কোনো পাথর নয় হামিংবার্ড,” জ্যাসপার বললো,তার

কণ্ঠে একটি গম্ভীরতা ছিল।”এটা ভেনাসের লাভ স্টোন।”

ফিওনা বিস্মিত হয়ে গেলো।”লাভ স্টোন?এর মানে কী?”

জ্যাসপার ধীরে ধীরে ব্যাখ্যা করতে শুরু করলো।”এটা তখনই পরানো হয় যখন আমাদের ভেনাসে সফটওয়্যার ম্যাচের পর বিবাহ করা হয়।বাসরের আগে,জীবনসঙ্গীনীকে উপহার দিতে হয়।”

ফিওনার মুখাবয়বে হতভম্বতার ছাপ স্পষ্ট হয়ে উঠলো। “আপনি আমাকে এমন একটি বিশেষ উপহার দিলেন?”

“হ্যাঁ,”জ্যাসপার সোজা হয়ে বললো। “এটার আরেকটি বিশেষত্ব হচ্ছে,এর মধ্যে মানব জাতীর এক থেকে দুই বছর পর্যন্ত স্মৃতি সংগ্রহ করে রাখা যায়।তুমি যখন চাও,তখন এই স্মৃতিগুলো দেখতে পারবে।”

ফিওনা এরকম একটি বিষয় জানার পর আরো অবাক হয়ে গেলো।”মানে আমি আমাদের সাথে কাটানো সময়ের স্মৃতি ধরে রাখতে পারব?”“ঠিক তাই,”জ্যাসপার বললো,”এটা আমাদের সম্পর্কের জন্য একটি চিরস্থায়ী বন্ধন তৈরি করবে।”

ফিওনার হৃদয়ে এক অপরিসীম অনুভূতি বয়ে গেল। “এটা সত্যিই

অসাধারণ, প্রিন্স।আমি জানি,আমাদের এই সম্পর্কের মূল্য অনেক বেশি।”

“তুমি এটা নিয়ে চিন্তা কোরো না হামিংবার্ড।আমি তোমাকে প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি,এই স্মৃতিগুলো সবসময় তোমার জন্য থাকবে।”

ফিওনা তখন কিছুটা মজা করেই বললো, “আরেকটা কাজ করতে পারি আমি। যখন পড়বো, তখন ওই

পড়া গুলো এতে কালেক্ট করে রাখবো। তারপর পরীক্ষার খাতায় লিখে নকল করবো!”

এই কথা শুনে জ্যাসপার কাশির মতো হেসে উঠলো, যেন তার হাসি থামতেই চাইছে না। ফিওনা একটু অবাক হয়ে তাকে দেখলো। সাধারণত মৃদু হাসি ছাড়া জ্যাসপার কখনোই এভাবে হাসেনি। এই প্রথমবার তাকে এতটা হাসতে দেখে

ফিওনার মনে একটি উষ্ণ অনুভূতি ঢুকে গেল।ফিওনা জ্যাসপারের হাসি মুগ্ধ হয়ে তাকিয়ে দেখতে লাগলো, যেন সেই হাসির মধ্যে হারিয়ে গেছে।জ্যাসপারের হাসি ধীরে ধীরে থেমে গেল।ফিওনা এভাবে তাকিয়ে আছে দেখে জ্যাসপার কিছুটা কাছে চলে আসে।ফিওনা টের পায়নি,তার কোমড় ধরে তাকে আরো কাছে নিয়ে আসলো।

জ্যাসপার ফিসফিস করে বললো,”এবার আমার উপহার দাও।”

ফিওনা কিছুটা অবাক হয়ে বললো,”এখন কিভাবে?”

জ্যাসপার হাসিমুখে বললো,”আমার উপহার হচ্ছে তোমার মিষ্টি কোমল ঠোঁটজোড়া।”

জ্যাসপার ফিওনাকে চুমু দেয়ার আগেই ফিওনা তাকে থামিয়ে

দেয়,”এখন না!মনে হচ্ছে অ্যালিসা আসছে!”

জ্যাসপারের চোখে বিরক্তির ঝিলিক। কিন্তু ফিওনা তখনি এক ছুটে পালিয়ে যায়।করিডোর ধরে চলে যাওয়ার সময় ফিওনা সিঁড়ি বেয়ে উপরে আসা অ্যালিসাকে দেখতে পায়। হাতে কফি নিয়ে অ্যালিসা আসছে,আর ফিওনার বুঝতে বাকি থাকে না যে,সে নিশ্চয়ই জ্যাসপারের

জন্য কফি নিয়ে আসছে।ফিওনার মনে রাগ জন্মায়,কিন্তু সে নিজেকে সামলে নিয়ে দ্রুত নিজের কক্ষে ঢুকে পড়ে। “কেন এই সময়ে এই মেয়ে ওনার কক্ষে যাচ্ছে?” মনে মনে কাঁদতে কাঁদতে ফিওনা তার কক্ষের বিছানায় ধপাস করে বসে পড়ে।

এদিকে,জ্যাসপার মুহূর্তটিকে সঠিকভাবে বিশ্লেষণ করে।সে বুঝতে

পারে ফিওনা তাকে মিথ্যা বলে পালিয়েছে।একচোট হাসি তার মুখে ফুটে ওঠে। “ঠিক আছে,হামিংবার্ড,”মনে মনে ভাবে,”এবার এমন কিছু করবো যে তুমি নিজেই আমাকে চুমু দেবে।”

জ্যাসপার তার পরিকল্পনা নিয়ে ভেবেচিন্তে নিচে চলে যায়। তার মাথায় কিছু চতুর উপায় ঘুরপাক খাচ্ছে, যা তাকে নিশ্চিত করে দেবে

যে ফিওনা আর তার প্রতি অসংবেদনশীল থাকতে পারবে না। রাতের অন্ধকারে,সবকিছু তার পরিকল্পনার দিকে এগিয়ে চলছে। তখনি অ্যালিসা জ্যাসপারের কক্ষে প্রবেশ করে।হাতে কফি দেখে জ্যাসপার মনে মনে বিরক্ত হয়,তবে মুখে কিছুটা নরমতা রেখে বললো,"এতো রাতে আমার কক্ষে? আর এই সময় কফি?"

অ্যালিসা হেসে উত্তর দেয়,”কেনো,প্রিন্স?আপনি তো যেকোনো সময়েই কফি পান করেন। আমি শুনেছি আলবিরার কাছে,আর ওখান থেকেই রেসিপি জেনেছি এই সুমাত্রা ডার্ক রোস্ট কফির।”

জ্যাসপার কফির কাপটি হাতে নিয়ে এর সুবাসে একবার নাকের কাছে নিয়ে আসে।”সুমাত্রা ডার্ক রোস্ট.. সত্যিই?” তিনি কফির দিকে

তাকিয়ে থাকেন,মনে মনে ভাবতে থাকেন, “এখন আমার চিন্তা এখানে নেই।”

অ্যালিসা তখন বললো, “আচ্ছা,আমি এই সময়ে কক্ষে আসাতে আপনি কি বিরক্ত?কিন্তু আমি তো আপনার বাগদত্তা।আপনার কক্ষে আসার জন্য আমার কোনো সময় বা অনুমতি কিছুই লাগবে না।”

তখনই জ্যাসপার কিছু কড়া কথা বলতে যাবে,কিন্তু মুহূর্তেই তার ভাবমূর্তি পাল্টে যায়।সে হাসি নিয়ে বললো “হ্যাঁ, অ্যালিসা,আমি একটুও বিরক্ত হইনি।আমার তো ভালোই লাগছে,তুমি এসেছো আমার কক্ষে। সত্যি,কফিটা দারুণ হয়েছে;এর আগে কেউই এই হাউজে এত ভালো কফি বানাতে পারেনি।”অ্যালিসার চোখ চকচক

করে উঠে।সে বুঝতে পারে, এ কোন জ্যাসপারকে দেখছে!এতো সুন্দর করে প্রশংসা কিভাবে করতে পারে,ভাবতেই পারছে না।তার মধ্যে এক অদ্ভুত অনুভূতি জন্ম নেয়।

এদিকে,ফিওনা তখনই জ্যাসপারের কক্ষে বাইরের সাইডের দিকে দাঁড়িয়ে আড়ি পেতে আছে।কক্ষে বসে তার মন আনচান করছিলো,বিশেষ করে অ্যালিসা যখন

জ্যাসপারের কক্ষে এসেছে।এতো রাতে কেন সে এখানে?তার মনে বিভিন্ন প্রশ্ন ঘুরপাক খাচ্ছিল।ফিওনা দুরু দুরু বুকে দাঁড়িয়ে থেকে ভাবতে লাগলো,"এখন কি হবে?"

ফিওনার মধ্যে কিছুটা সন্দেহ ছিল,কিন্তু সে বুঝতে পারছিলো না,তার হরমোনের ঘ্রাণ জ্যাসপারের নাকে অনেক দূর থেকেই চলে যায়। জ্যাসপারকে চিন্তায় ডুবিয়ে রেখেছে

অ্যালিসার উপস্থিতি অথচ ফিওনা পুরো ঘটনাটা আবিষ্কার করতে পারছে না।কিছুক্ষণ পর,অ্যালিসা আরও কাছে চলে আসে,”আপনি সত্যিই আমার সম্পর্কে কিছু ভাবছেন, প্রিন্স?”

জ্যাসপার, সামান্য বিরক্ত হলেও মুখে হাসি রেখে বলেন, “আমি জানি,অ্যালিসা।তবে আমাকে সময় দাও।”

অ্যালিসা একটু অপ্রস্তুত হয়ে যায়, “আমি জানি,কিন্তু আপনি জানেন তো,আমরা দুজনের সম্পর্ক আরো গভীর করতে আমাদের একসাথে সময় কাটানো উচিত।”

এদিকে, ফিওনার হৃদয়ে আগুন লেগে যায়।সে কিছুটা ক্ষুব্ধ হয়ে মনে মনে বলে,”অ্যালিসা এমন গায়ে পড়া কেনো আর এই ফায়ার মনস্টারটার

হঠাৎ ওর সাথে এতো ভালো ব্যবহার করছে কেনো?”

জ্যাসপার তখন ফিওনাকে আরেকটু জ্বালাতে বলতে শুরু করলো,”অ্যালিসা,দাঁড়িয়ে আছো কেন?বসো বিছানায়। আজ তো তোমার খুশির দিন!”জ্যাসপারের কথায় অ্যালিসা সাথে সাথে বসে পড়লো,তার মুখে হাসি ফুটে উঠলো। কিন্তু তার হাসি স্থায়ী হয়নি,কারণ

জ্যাসপার বললো, “একটু বসো,পাঁচ মিনিট।”এটি বলেই সে কক্ষ থেকে বের হয়ে গেলো।

ফিওনা সুযোগ পেলো,সে আবারও উঁকি মারতে যাবে।কিন্তু আচমকাই জ্যাসপার ফিরে আসে আর ফিওনাকে দেখতে পেয়ে তার হাত খপ করে ধরে ফেলে।হাত দুটো একসাথে করে মাথার ওপরে দেয়ালে চেপে ধরলো।

ফিওনা বিস্মিত হয়ে যায়। “এটা কি করছেন?” সে জিজ্ঞেস করে,তার হৃদয় দ্রুত ধকধক করতে থাকে।

জ্যাসপার তখন ফিওনাকে প্রশ্ন করলো,”তুমি এখানে কি করছো? কথা শুনছিলে?”

ফিওনা খানিকটা লজ্জিত হয়ে বললো,”হ্যাঁ,শুনছিলাম। আপনি অ্যালিসার সঙ্গে এতো মাখোমাখো করে কথা বলছিলেন

কেন?”জ্যাসপার আরো একটু নিচু হয়ে এসে বললো,”তোমার কি জেলাসি হচ্ছে?তাহলে তো তখন এমনভাবে পালিয়ে যেতে না।”

ফিওনা একটু গম্ভীর হয়ে বললো,”আপনি বুঝে গেছিলেন আমি এখানে দাঁড়িয়ে আছি?”

জ্যাসপার মুচকি হেসে বললো,”হ্যাঁ,আমি জানতাম।তুমি আমার সামনে আসলেই তোমার

শরীরের হরমোনের মিষ্টি ঘ্রাণ আমার কাছে পৌঁছে যায়।”

ফিওনা অবাক হয়ে গেলো।সে বুঝতে পারলো যে জ্যাসপার তার প্রতি কতটা সচেতন।জ্যাসপারের এই কথা শুনে তার মনে অদ্ভুত একটা অনুভূতি জাগ্রত হলো।সে চুপ করে থাকলেও,তার হৃদয় দ্রুত ধড়ফড় করছিল।

জ্যাসপার ফিওনাকে আর কোনো কথা বলতে দিলো না। ফিওনার হাত দুটো এখনো উঁচু করে দেওয়ালের দিকে চেপে ধরেই আছে।এরপর হঠাৎ করেই জ্যাসপার ফিওনার ঠোঁটে ঠোঁট ডুবিয়ে দিলো। ফিওনা প্রথমে একটু অবাক হয়ে গেল,তার মনে হলো,সে বুঝি এটা আশা করেনি।কিন্তু এরপর,যখন সে নিজেকে ছাড়াতে গেল, তখনই

জ্যাসপার আরও শক্তভাবে ধরে ফেললো।তার চুম্বন ছিল পাগলের মতো,যেন পৃথিবীর সব কিছুর থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে কেবল এই মুহূর্তটুকুতে আটকে আছে।ফিওনার হৃদয় ধুকপুক করতে লাগলো।সে ভাবতে লাগলো, এই অনুভূতি কি সত্যি?

জ্যাসপার তখন তার ঠোঁটের কোমল স্পর্শে ফিওনাকে আরও কাছে টেনে নিলো। ফিওনার মনে হচ্ছিল,পুরো

পৃথিবী থমকে গেছে।সবকিছু মুহূর্তের মধ্যে বদলে গেল—শুধু তাদের দুইজনের মধ্যে একটি অদৃশ্য সম্পর্ক তৈরি হচ্ছে,যা প্রতিটি চুম্বনের মাধ্যমে বেড়ে উঠছিল।

জ্যাসপার তখন বললো, “এখন কি তুমি বুঝতে পারছো, আমি তোমার জন্য কতটা পাগল?”

ফিওনা শ্বাস নিতে চেষ্টা করলো,কিন্তু তার চোখের সামনে শুধুই

জ্যাসপারের মুখ ছিল।সে বুঝতে পারলো,তার অন্তরে কি অনুভূতি জন্ম নিচ্ছে।

জ্যাসপার ফিওনাকে কোনো প্রতিবন্ধকতা না বুঝে কোলে তুলে নিলো।ফিওনার দুই পা তখন জ্যাসপারের কোমরে জড়িয়ে ধরলো,যেন সে নিরাপদ সুরক্ষিত। জ্যাসপার তার ঠোঁট ফিওনার ঠোঁটে

রেখে চুম্বন করতে করতে করিডোর পার করতে লাগলো।

ফিওনার মনে এক অদ্ভুত উত্তেজনা ছিল।সে জানতো অ্যালিসা কক্ষেই আছে,কিন্তু এই মুহূর্তে সে শুধুমাত্র জ্যাসপারের উপস্থিতিতে মগ্ন ছিল। দুইজনের মধ্যে যে আবেগের ঝড় বয়ে চলছিল,তা যেন পৃথিবীর সব কিছু থেকে তাদের বিচ্ছিন্ন করে দিচ্ছিল।জ্যাসপার ফিওনাকে

ফিওনার কক্ষের বিছানায় আলতো করে ফেলে দিলো।ফিওনার মুখে উদ্বেগ ফুটে উঠলো, “আরে, কি করছেন?অ্যালিসা দেখে ফেলবে!”

জ্যাসপার হেসে বললো,”হুশ,তোমার কক্ষে শুধু আমি আর অ্যাকুয়ারা প্রবেশ করতে পারবো।আমি সেটাই দরজার প্যানেলে সেট করে রেখেছি।”

ফিওনা কিছুটা চিন্তিত হয়ে বললো,”কিন্তু অ্যালিসা আপনাকে খুঁজবে।”

জ্যাসপার তখন আরও নিশ্চিতভাবে বললো,”খুঁজুক।” এই বলে সে ফিওনার ওপর শুয়ে পড়লো,তার হাত দুটো চেপে ধরলো বিছানায়।

ফিওনার হৃদয় দ্রুত স্পন্দন প্রক্রিয়া শুরু করলো,সে অনুভব করলো যে পরিস্থিতিটি কতটা জটিল।

জ্যাসপারের আচরন তাকে যেন মুহূর্তের মধ্যে অন্য জগতে নিয়ে যাচ্ছিল।ফিওনার মনে জ্যাসপারের সান্নিধ্য পাওয়ার তাগিদ যেন ক্রমেই বাড়ছিল,তবে অ্যালিসার চিন্তাও তার মাথায় ঘুরছিল। সে জানতো যে যদি অ্যালিসা তাদের কথা শুনে ফেলে, তাহলে পরিস্থিতি যে কতটা গোলমাল হতে পারে।

জ্যাসপার আবারও ফিওনার ঠোঁটে চুম্বন করতে লাগলো, তার ঠোঁটের মৃদু স্পর্শে ফিওনার শরীরে একটা শিহরণ বয়ে গেল।তার সঙ্গে সঙ্গে জ্যাসপার তার ঠোঁটের কোণে দন্ত দিয়ে কামড়াতে লাগলো,যা ফিওনার জন্য আরও উত্তেজনাপূর্ণ হয়ে উঠলো।

“এই মুহূর্তে এটা ঠিক না,” ফিওনা বিষ্ময়ে বললো,তার কণ্ঠে কিছুটা

উদ্বেগ ছিল। “অ্যালিসা তো এখানে চলে আসতে পারে!”জ্যাসপার তাতে কোনো কর্ণপাত না করে আরো গভীরভাবে তার দিকে তাকালো,”তুমি শুধু আমার দিকে ফোকাস করো হামিংবার্ড এখন অ্যালিসা নিয়ে ভাবার সময় না।” তার কণ্ঠে এক অদ্ভুত সুর ছিল, যেন সে সত্যিই ফিওনাকে তার পৃথিবীতে নিয়ে যেতে চায়।

ফিওনা তখন বুঝতে পারছিলো যে জ্যাসপার তার জীবনের এক বিশেষ অংশ হয়ে উঠছে।কিন্তু অ্যালিসার উপস্থিতি এবং পরিস্থিতির অস্বাভাবিকতা তাকে চিন্তিত করে তুলছিল।

জ্যাসপার এবার ফিওনার দিকে গভীর দৃষ্টি নিক্ষেপ করলো, তার চোখে এক অদ্ভুত আকর্ষণ ছিল।”আমি আজকে তোমাকে

পুরোপুরি চাওয়ার জন্য প্রস্তুত,হামিংবার্ড,” সে নেশালো কণ্ঠে বললো।”তোমার অস্তিত্বের একদম গভীরে আমি বিচরণ করতে চাই।”ফিওনার চোখ বড় বড় হয়ে যায়,জ্যাসপারের কথার গভীরতা বুঝতে পেরে সে কয়েকবার ঢোক গিলে ফেললো।”এটা আমার জন্য প্রথমবার,”তার মনে ভয় ঢুকে যায়।

জ্যাসপার তার পরিবর্তিত মুখাবয়ব দেখেছিল,তাই সে বললো,”ভয় পেও না,হামিংবার্ড।কিছু হবে না।প্রথমবার হয়তো কষ্ট হবে,তবে একটু পর সব ঠিক হয়ে যাবে।”

ফিওনার মনে অনুভুতি ভয়ের দ্বন্দ্ব জাগতে থাকে;সে ভয়ের সঙ্গে সঙ্গে এক অদ্ভুত আকর্ষণও অনুভব করে।”আমি কি সত্যিই প্রস্তুত?” যসে ভাবতে থাকে।

জ্যাসপার তার হাত দিয়ে ফিওনার মুখের দিকে আস্তে আস্তে হাত রাখে,তার স্পর্শে এক নিরাপদ অনুভূতি অনুভব করে ফিওনা।”তুমি যদি আমাকে বিশ্বাস করো,তবেই আমি সবকিছু করবো,”সে বললো।

ফিওনা তার চোখের দিকে তাকায়,মনে হয় যেন তার মনে জমে থাকা ভয়গুলো ধীরে ধীরে মিলিয়ে

যাচ্ছে। “ঠিক আছে,” সে শেষে বললো, “কিন্তু ধীরে ধীরে।”

জ্যাসপার তার সিদ্ধান্তকে সম্মান জানিয়ে অঙ্গীকার করে। “আমাদের মাঝে যা হবে,তা হবে একদম সাবধানে,” সে বললো,”তোমার প্রতিটি অনুভূতি আমি বুঝবো।”তাদের মাঝে সেই মুহূর্তটি একটি অদ্ভুত নীরবতা নিয়ে আসে, যেন সময় থমকে গেছে। ফিওনার

হৃদয় ধুকপুক করতে থাকে, কিন্তু সে জানতো, জ্যাসপারের ভালোবাসা ও যত্ন তাকে এই যাত্রায় পথ দেখাবে।

“তুমি শুধু আমাকে বলো,” সে বললো,”আমি তোমার ইচ্ছার প্রতি শ্রদ্ধা জানাবো।”

ফিওনা নিজের ভয়ের কাঁটাগুলো কাটিয়ে উঠতে শুরু করে, আর তার হৃদয়ে এক নতুন আগ্রহ জাগে।

দুইজনের মধ্যে একটি অদ্ভুত,আকর্ষণীয় সেতুবন্ধন তৈরি হয়,যা তাদের সম্পর্ককে নতুন এক উচ্চতায় নিয়ে যাবে।নিশি রাতে মাউন্টেন গ্লাস হাউজ-এ চাঁদের আলো ধীরে ধীরে কাঁচের দেয়াল ভেদ করে প্রবাহিত হচ্ছিল।সেখানে জ্যাসপার, এক ভেনাসীয় ড্রাগন,ফিওনার দিকে গভীর দৃষ্টিতে তাকিয়ে ছিল।তাঁর চোখে ছিল এক

ধরনের আগ্রহ,যেন সে জানতো যে আজ রাতের ঘটনা এক নতুন মাত্রা যোগ করবে।

সে এক হাতে ফিওনার কোমল হাত দুটি ধরে বিছানার উপরে আর ফিওনাকে শুয়ে থাকতে বাধ্য করে।। ফিওনার চোখে ছিল কিছুটা ভয়,কিন্তু তাঁর মধ্যে এক অদ্ভুত আকর্ষণও ছিল। জ্যাসপার ধীরে ধীরে তাঁর দুই হাত মাথার উপরে তুলে নিলো আর

বিছানার মজবুত কাঠের ফ্রেমের সঙ্গে রেখে দিলো।এখন সে একটা বিশেষ জিপটাই বের করলো—এটি কালো এবং চকচকে,দেখতে সাধারণ হলেও এর গুণাগুণ ছিল অসাধারণ। এটি প্লাস্টিকের তৈরি,কিন্তু স্টিলের মতোই শক্তিশালী।বেধ প্রায় আধা ইঞ্চি এবং স্বয়ংক্রিয় লকিং মেকানিজমের কারণে,একবার আটকালে সেটি খুলতে বিশেষ

কৌশল বা প্রচণ্ড শক্তি প্রয়োজন হবে।

জ্যাসপার জিপটাইয়ের একটি প্রান্ত ফ্রেমের চারপাশে পেঁচিয়ে ধরে ফিওনার হাতগুলোকে শক্ত করে বেঁধে ফেললো সে ফিওনার দিকে তাকিয়ে বললেন, “সরি হামিংবার্ড। আমি তোমার এই নতুন অভিজ্ঞতাকে বিশেষ করে তুলতে চাই।”

ফিওনার হৃদপিণ্ড দ্রুত ধুকপুক করতে লাগল,যেন তাঁর ভিতরে এক অজানা ভীতি আর উত্তেজনা উন্মাদনা সৃষ্টি করছিল।জ্যাসপার ধীরে ধীরে জিপটাইটি টেনে টেনে শক্ত করে ফেললো,যতক্ষণ না এটি একদম ফিট হলো।ফিওনার হাত দুটো মাথার উপরে উঁচু অবস্থায় আটকে থাকল,আর সেই মুহূর্তে জিপটাই লক হয়ে গেল।

“এটা তোমার জন্য পুরোপুরি নতুন,” জ্যাসপার বললো, “অবশ্যই,এই অনুভূতি তোমার জন্য অস্বস্তিকর,কিন্তু আমি নিশ্চিত যে তুমি কিছুক্ষণের মধ্যেই অভ্যস্ত হয়ে যাবে।”ফিওনার চোখে আতঙ্ক,কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে তাঁর দেহে এক ধরনের উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ছিল।সে জানতো,তাঁর পরিস্থিতি সম্পূর্ণভাবে জ্যাসপারের হাতে।

ফিওনা বললো “আপনি কি আমাকে ফিল্মের মতো করে বেঁধে দিলেন? কেনো?”

জ্যাসপার ঠাণ্ডা গলায় উত্তর দিল,”কারণ এটা তোমার প্রথমবার। তুমি আমাকে বাধা দিতে চাইবে,পালাতে চাইবে। আর আমি চাই না তুমি সেটা করো।”

তার চোখে ছিল এক অদ্ভুত দৃঢ়তা,যেন সে জানত ফিওনা যতই

চেষ্টা করুক,তার বাঁধন থেকে মুক্তি পাওয়া অসম্ভব।

ফিওনা তার অসহায় অবস্থায় কাঁপা কাঁপা গলায় বলল, “বলছিলাম যে... আজকে না,আমাকে ছেড়ে দিন প্লিজ। অন্যদিন যা খুশি করবেন।”

জ্যাসপার ঠোঁটের কোণে এক চিলতে শয়তানি হাসি নিয়ে ফিসফিস করে বলল,”হুঁশ!একদম চুপ।আজ আবার মুড হয়েছে,আর তুমি বলছো

অন্যদিন?আমি তো আজকের জন্য আরও অনেক ট্রিক্স ভেবে রেখেছি। সেগুলো তোমার ওপরই এপ্লাই করব।”ফিওনা বিস্ময়ে তার দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞাসা করল

“কিসের ট্রিক্স?!”

জ্যাসপার মুচকি হেসে তার দিকে ঝুঁকে এসে গম্ভীর সুরে বলল,”ওয়েট,মাই ডার্লিং হামিংবার্ড। নিজেই দেখতে পাবে।”

তার চোখে ঝলসে উঠল রহস্যময় উদ্দীপনা,যা ফিওনাকে আরও বিচলিত করে তুলল।

জ্যাসপার ফিওনার কোনো কথা শুনল না।সে উঠে গেলো কক্ষ থেকে,ফিওনা একা বিছানায় পড়ে রইল,হাত বাঁধা অবস্থায়।কিছুক্ষণ পর জ্যাসপার ফিরে আসে,তার হাতে একটি বক্স।

সে ধীরে ধীরে বক্সটি নিয়ে এসে টেবিলের ওপর রেখে দেয়। ফিওনার চোখ বক্সের দিকে আটকে যায়,কিন্তু কী আছে তাতে,তা বুঝতে পারে না। জ্যাসপার কোনো কথা বলে না, শুধু তার ঠোঁটের কোণে এক শীতল হাসি।

কাঁচের দেয়ালের ওপাশ থেকে ঘরের ভেতর দিয়ে চাঁদের আলো ছড়িয়ে পড়েছে।সেই আবছা

আলোতেই ফিওনার ফর্সা ত্বক ও মুখের ভীত-উৎকণ্ঠা স্পষ্ট হয়ে উঠেছে।তার শরীরের আবছা আভা যেন রহস্যময় পরিবেশকে আরও গভীর করে তুলেছে।ফিওনা ফিসফিস করে বলে,"বক্সে কী আছে?"

জ্যাসপার ঠোঁটের কোণে এক চিলতে হাসি নিয়ে ধীরে ধীরে বলল,"শান্ত হও,আমার ছোট্ট হামিংবার্ড।এই

বক্সের ভেতরেই আছে তোমার জন্য কিছু বিশেষ ট্রিক্স।নিজেই দেখবে,আর উপভোগ করবে।”

তার গভীর কণ্ঠস্বর ও চোখের রহস্যময় দৃষ্টি ফিওনাকে আরও অস্থির করে তোলে,কিন্তু বাঁধা অবস্থায় সে কিছুই করতে পারে না।

জ্যাসপার লক্ষ্য করল,ফিওনা এখন অনেকটাই শান্ত হয়ে গেছে।তাঁর মুখের অভিব্যক্তি আগের মতো আর

জেদি বা আতঙ্কিত নয়; বরং,একটি অদ্ভুত নৈকট্যের আভা ছড়াচ্ছে। তবে জ্যাসপার জানত,পরিস্থিতি আরও উত্তেজনাপূর্ণ করতে হবে।সে ধীরে ধীরে নিজের গা থেকে শার্ট খুলতে শুরু করল,যেন প্রতিটি মুহূর্তকে দীর্ঘায়িত করার চেষ্টা করছে।ফিওনার চোখ তখনও জ্যাসপারের দিকে,কিন্তু তাঁর দৃষ্টি

ধীরে ধীরে আটকে গেল জ্যাসপারের মসৃণ,শক্তিশালী বডির দিকে।

জ্যাসপারের প্রশস্ত কাঁধ,তীক্ষ্ণ বক্ষপেশি,আর পেটের নিখুঁত ছয়টি পেশি চাঁদের আবছা আলোয় ঝলমল করছিল।তার শরীরের উপরিতলের সোনালী আভা যেন তাঁকে আরও অবাস্তব,প্রায় ভিনগ্রহের রাজপুত্রের মতো করে তুলছিল।

ফিওনা মুগ্ধ হয়ে তাকিয়ে রইল,যেন কোনো শিল্পকর্ম দেখছে। তাঁর ঠোঁটের কোণে একটি অতি ক্ষুদ্র হাঁসির রেখা দেখা দিল। অনিচ্ছাসত্ত্বেও সে বলল, “আপনি কি সবসময়ই এতো নিখুঁত?”

জ্যাসপার মৃদু হেসে বলল,“তোমার জন্যই তো আজ আমি এমনভাবে নিজেকে উপস্থাপন করছি,হামিংবার্ড। কিন্তু এটাই তো কেবল শুরু।”তার

চোখে সেই পরিচিত রহস্যময় দৃষ্টি জ্বলজ্বল করছিল,যা ফিওনাকে আরও অস্থির আর উত্তেজিত করে তুলল। জ্যাসপার এগিয়ে এল,যেন তাঁর উপস্থিতি প্রতিটি শ্বাসরোধী মুহূর্তকে আরও অর্থপূর্ণ করে তুলছে।

“তুমি কি জানো,” সে বলল,“এ রাতের প্রতিটি পালা আমি তোমার জন্য সাজিয়েছি?আমার প্রতিটি

স্পর্শ,প্রতিটি দৃষ্টি—সবই শুধু তোমার জন্য।”

ফিওনার হৃদপিণ্ড দ্রুত গতি পাচ্ছিল। সে অনুভব করছিল, এই মুহূর্তে তাদের মধ্যে তৈরি হওয়া আবেগ যেন একটি নতুন সমুদ্রের ঢেউ,যা তাকে টেনে নিয়ে যাচ্ছে গভীরতার দিকে। তাঁর মধ্যে থাকা ভয় আর আগ্রহের মিশ্রণ তাঁকে নতুন এক স্বপ্নের বুকে নিয়ে যাচ্ছিল।

“ প্রিন্স,” ফিওনা কাঁপা কাঁপা গলায় বলল, “এটা...এটা কি ঠিক হচ্ছে?”

“ঠিক হচ্ছে,” জ্যাসপার বলল, তাঁর কণ্ঠে একটি গভীর, ন্যায়সঙ্গত সুর ছিল। “কারণ আমি জানি,তুমি নিজেই চাইছো।তুমি চাও আমাকে,তাই না?”

ফিওনার মুখে কথাগুলো আটকে গেল।কিন্তু তাঁর চোখ তাঁর দৃষ্টিতে ছিল এক ধরনের অপ্রতিরোধ্য

আকর্ষণ—যা বলছিল, সে সত্যিই চাইছে।ফিওনা তখন একটি ক্রপ শার্ট ধরনের টপস এবং হাঁটু পর্যন্ত জিন্সের স্কার্ট পরে ছিল। তার অসহায় অবস্থায় সে কিছুই করতে পারছিল না, আর জ্যাসপার ধীরে ধীরে তার দিকে এগিয়ে এল। তার চোখে সেই রহস্যময়, গভীর দৃষ্টি—যেন কোনো নিঃশব্দ ঝড়ের বার্তা বহন করছে। ফিওনার ভেতরে মিশ্র

অনুভূতি খেলা করছিল—অস্বস্তি, কৌতূহল, এবং এক ধরনের অদ্ভুত, অথচ অপ্রতিরোধ্য আকর্ষণ।

জ্যাসপার থেমে গেল ফিওনার সামনে। তার লম্বা, দৃঢ় আঙুলগুলো ধীরে ধীরে ফিওনার ক্রপ টপের বোতাম বা ফাঁস খুলতে শুরু করল। প্রতিটি বোতাম খুলে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ফিওনার শ্বাস ভারী হয়ে উঠছিল। কাপড়টি আলগাভাবে খুলে

গিয়ে তার গায়ের ওপর ঝুলে থাকল।

তারপর,জ্যাসপার তার দু’আঙুল দিয়ে ফিওনার কোমরের কাছের কাপড়টি ধীরে ধীরে টানতে শুরু করল।তার ফিতার স্লিভের ভেতরের পাতলা গেঞ্জিটা আলতোভাবে উপরের দিকে তুলল। ফিওনার মসৃণ ত্বকের ওপর থেকে কাপড় সরে গেলে তার সুন্দর নাভীটি চাঁদের

নরম আলোয় স্পষ্ট হয়ে উঠল। সেই আলো যেন তার ত্বকের ওপর খেলা করে তার সৌন্দর্যকে আরও মায়াবী করে তুলছিল।ফিওনা শ্বাস আটকে গেল। তার মনে হচ্ছিল যেন সে কিছু বলতে চায়, কিন্তু তার ঠোঁট সিল হয়ে গেছে। তার মন আর শরীর যেন একে অপরের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করছে—একদিকে জ্যাসপারকে ঠেলে সরিয়ে দিতে চাইছে, আর

অন্যদিকে তার প্রতিটি স্পর্শে সাড়া দিচ্ছে।

জ্যাসপার ধীরে ধীরে ফিওনার দিকে ঝুঁকল। তার গভীর কণ্ঠ ফিসফিস করে উঠল,"তোমার এই সৌন্দর্য এতদিন লুকিয়ে রেখেছিলে, হামিংবার্ড?তবে আজ থেকে আর নয়।"

তার কণ্ঠে ছিল এক ধরনের অদ্ভুত অধিকারবোধ, যা ফিওনাকে বাকরুদ্ধ করে ফেলল।

তার হাতগুলো ধীরে ধীরে ফিওনার কোমর ছুঁল, যেন মসৃণ পাথরের ওপর দিয়ে জলধারা প্রবাহিত হচ্ছে। ফিওনার শরীর থরথর করে কেঁপে উঠল। তার চোখ বন্ধ হয়ে গেল, কিন্তু তার মনে হলো যেন জ্যাসপারের স্পর্শ তার প্রতিটি

অনুভূতি তীব্র করে তুলছে।“তুমি কি জানো,” জ্যাসপার ফিওনার কানের কাছে নিচু স্বরে বলল, “তোমার এই মুহূর্তের প্রতিটি শ্বাস আমার জন্য সবচেয়ে মুল্যবান।”ফিওনার হৃদস্পন্দন যেন জোরে জোরে ধাক্কা দিতে লাগল, তার ভেতরের অনুভূতিগুলো যেন বিস্ফোরিত হতে চাইছে।

ফিওনা তখন বিছানায় শুয়ে,তার দেহ টানটান,চোখে আতঙ্কের ছায়া। তার শ্বাস ভারী,যেন কিছুই বুঝে উঠতে পারছে না।জ্যাসপার ধীরে ধীরে বিছানার নিচে ঝুঁকে পড়ল, তার ঠোঁটে সেই পরিচিত শয়তানি হাসি।তারপর,তার লম্বা আঙুল দিয়ে এক অদ্ভুত সংকেতযুক্ত সুইচ চাপল।

মুহূর্তের মধ্যে ফিওনার শরীরের চারপাশে এক অদৃশ্য শক্তি সক্রিয় হয়ে উঠল।তার পেটের কাছে হালকা চাপ অনুভূত হলো,আর সেই সঙ্গে একটা অজানা অনুভূতি ছড়িয়ে পড়ল তার দেহের প্রতিটি শিরায়।

ফিওনা আতঙ্কে সোজা হয়ে শুয়ে থাকল,কিন্তু তার শরীর যেন নিজের নিয়ন্ত্রণে নেই।সে একবার নড়তে চেষ্টা করল, আর তখনই তার ভেতর

দিয়ে হালকা বৈদ্যুতিক শক ছড়িয়ে পড়ল। শকের অনুভূতি তার রক্তের প্রতিটি কণায় পৌঁছে গিয়ে যেন একধরনের উত্তেজনা ছড়িয়ে দিল।“ওহ!” ফিওনা হঠাৎ চিৎকার করে উঠল,”এটা কী!আপনি এটা কেন করছেন?”

জ্যাসপার তার চিরচেনা শয়তানি হাসি দিয়ে বলল,”শান্ত হও, হামিংবার্ড।এটা তোমার জন্যই

দরকার।তুমি জানো না, নড়াচড়া করলে কী বিপদ হতে পারে।”

ফিওনার চোখে আতঙ্ক স্পষ্ট, আর তার দেহ পুরোপুরি সজাগ।”আপনার এই সব পাগলামির খেলা আমাকে দিয়ে করাচ্ছেন কেন?” সে রাগ আর ভয়ে কাঁপতে কাঁপতে বলে উঠল।

জ্যাসপার ধীরে ধীরে তার দিকে এগিয়ে গেল। তার চোখে সেই

গভীর, রহস্যময় দৃষ্টি।”কারণ তুমি আমার রোমান্সের সময় বাধা দিবে আমাকে হামিংবার্ড।আর আমি চাই,তুমি বুঝে নাও—এখানে সবকিছু আমার নিয়ন্ত্রণে।”

তার গভীর কণ্ঠের আবেশ ফিওনার মনে একধরনের অদ্ভুত অনুভূতি তৈরি করল।তার ভেতরে আতঙ্ক থাকলেও সেই মন্ত্রমুগ্ধকর আকর্ষণ তাকে স্থির থাকতে বাধ্য

করল।“কিন্তু আমি চাই না,তুমি ভয়ে সোজা হয়ে শুয়ে থাকো,” জ্যাসপার ফিসফিস করে বলল।তার শব্দগুলো যেন বাতাসে মিশে আরও ভারী হয়ে উঠল।”আমি চাই,তুমি স্বেচ্ছায় আমার নিয়ন্ত্রণে আসো।”

ফিওনার ঠোঁট কাঁপল,কিন্তু কোনো শব্দ বের হলো না। তার দেহ শকের কারণে স্থির,আর মন এক অজানা আবেগে ভেসে যাচ্ছে।জ্যাসপার ধীরে

ধীরে তার উপর ঝুঁকল,তার ঠোঁট থেকে এক চিলতে হাসি মুছে দিয়ে বলল,”তোমাকে শেখাতে হবে,হামিংবার্ড।তুমি এখন শুধু আমার।”

জ্যাসপার ধীরে ধীরে বক্স খুলে বরফের টুকরো হাতে নিল। তার চোখে তখন এক গভীর রহস্যময় দৃষ্টি। ফিওনা আতঙ্কিত হলেও নিরুপায়। সে অসহায়ভাবে তাকিয়ে

রইল, তার নাভি শীতল স্পর্শের জন্য প্রস্তুত নয়।

জ্যাসপার বরফের প্রথম টুকরোটি ফিওনার নাভির উপর রাখতেই শীতলতার প্রবল ধাক্কায় ফিওনার শরীর কেঁপে উঠল।তার চোখ বন্ধ হয়ে গেল, ঠোঁট শক্ত করে চেপে ধরল যেন নিজেকে কোনোভাবে সামলাতে পারে। তবুও, তার মুখ থেকে অদ্ভুত শব্দ বের হতে লাগল।

সেই শব্দে ছিল ব্যথা, লজ্জা এবং কিছুটা মৃদু আকর্ষণ।

বরফ গলতে শুরু করল, ফিওনার কোমল ত্বকের উপর ঠাণ্ডা জল বয়ে যেতে লাগল। তার প্রতিটি কাঁপন যেন জ্যাসপারের মনোযোগ আরও তীব্র করে তুলল।“তোমার প্রতিক্রিয়া বড়ই অনন্য,হামিংবার্ড,”জ্যাসপার মৃদু স্বরে বলল, তার কণ্ঠে শীতল রোমান্টিকতার ছোঁয়া।সে ধীরে ধীরে

সোফায় গিয়ে বসে পড়ল,তার চোখ ফিওনার প্রতিটি প্রতিক্রিয়ায় নিবদ্ধ। “তুমি জানো না,তোমার এই সংবেদনশীলতাই তোমাকে আমার কাছে আরও আকর্ষণীয় করে তুলেছে।”তার গলায় ছিল একধরনের গোপন শক্তি,যা ফিওনাকে আরও অস্থির করে তুলল।

ফিওনা ঠাণ্ডায় কাঁপছিল,কিন্তু তার মনের ভেতর অন্য এক অনুভূতি তাকে আচ্ছন্ন করছিল।জ্যাসপার বরফের টুকরোটি নিজের ঠোঁটে ধরে ফিওনার দিকে ঝুঁকে এল।ফিওনার শীতল নিঃশ্বাসে একপ্রকার হতবিহ্বলতা স্পষ্ট হলেও,তার চোখে অদ্ভুত এক মুগ্ধতার ছাপ ফুটে উঠছিল।

জ্যাসপার ধীরে ধীরে তার ঠোঁট,যার ভেতরে বরফ ছিল, ফিওনার নাভির ওপরে নামিয়ে আনল।ঠাণ্ডা বরফের শীতলতা আর জ্যাসপারের গরম নিঃশ্বাস একসঙ্গে মিশে ফিওনার ত্বকে বিদ্যুৎ ঝলকের মতো ছড়িয়ে পড়ল।ফিওনার শরীর হালকা কেঁপে উঠল,কিন্তু তার হাত বাঁধা থাকায় সে নড়তে পারছিল না।জ্যাসপার তার ঠোঁট দিয়ে বরফের টুকরোটি ধীরে

ধীরে ফিওনার নাভির চারপাশে বোলাতে থাকল,যেন প্রতিটি স্পর্শে আরও গভীর কোনো অনুভূতির আমন্ত্রণ জানাচ্ছিল।তারপর,সে বরফটিকে ঠোঁট দিয়েই ফিওনার নাভি থেকে পেটের মাঝখানে নামিয়ে আনল, যেখানে ঠাণ্ডার স্পর্শ আরও প্রখরভাবে ছড়িয়ে পড়ল।

তারপর, একই ধীর স্থিরতায়,জ্যাসপার বরফের টুকরোটি

তার পায়ের উঁচু দিকে,থাইয়ের ওপরে বোলাতে থাকল।তার প্রতিটি স্পর্শে ফিওনার শরীর যেন শীতলতার মাঝে গলে যাচ্ছিল। ফিওনার শ্বাস ভারী হয়ে উঠল, তার ভেতরে যেন শীতলতা আর উত্তাপের এক অদ্ভুত দ্বন্দ্ব চলছিল।

জ্যাসপার এক মুহূর্ত থেমে ফিসফিস করে বলল,"তোমার মতো নাজুক মানুষ শীতেও গলে যায়,হামিংবার্ড।

কিন্তু আমি কি বরফ দিয়ে তোমাকে আরও শক্ত করে তুলব,নাকি গলিয়ে দেব?”

তার কণ্ঠে ছিল এক গভীর রহস্যময় মায়া,যা ফিওনাকে আরও গভীরে টেনে নিচ্ছিল।

ফিওনার নাভিতে জমে থাকা ঠান্ডা পানির বিন্দুগুলো ধীরে ধীরে গলে যাচ্ছিল,প্রতিটি বিন্দু তার ত্বকে এক নতুন শীতল অনুভূতি ছড়িয়ে

দিচ্ছিল।ফিওনার শরীর কাঁপছিল,আর তার নিঃশ্বাস ভারী হয়ে উঠছিল,যেন সেই শীতলতা তাকে আরও গভীরভাবে আক্রান্ত করছে।জ্যাসপার তার গভীর তীক্ষ্ণ দৃষ্টি নিয়ে ফিওনার দিকে ঝুঁকল। তার ঠোঁটে একটি রহস্যময় হাসি ফুটে উঠল,আর সে আলতো করে ফিওনার নাভিতে জমে থাকা ঠান্ডা পানির বিন্দুগুলো একে একে নিজের

ঠোঁট দিয়ে শুষে নিতে শুরু করলেন। প্রতিটি স্পর্শে ফিওনার শরীরে এক অদ্ভুত উষ্ণতার ঢেউ ছড়িয়ে পড়ছিল,যা তার স্নায়ুকে তাড়িত করছিল।

ফিওনা মনে মনে চেষ্টা করছিল তার প্রতিক্রিয়াগুলো নিয়ন্ত্রণ করতে,কিন্তু তার দেহের প্রতিটি অংশ যেন তার সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করছিল।সে কিছু বলতে চাইল,কিন্তু শব্দগুলো

যেন তার কণ্ঠে আটকে যাচ্ছিল। জ্যাসপার যখন তার ঠোঁট সরিয়ে নিল,তখন তার শরীরের গভীরে এক অসাধারণ অনুভূতির ঝলক অনুভব হল।

জ্যাসপার মৃদু স্বরে বলল,"তোমার নাজুক শরীর থেকে এমন স্বাদ আমি কখনো ভুলতে পারব না,হামিংবার্ড।" তার কণ্ঠে ছিল এক অদ্ভুত

আকর্ষণ,যা ফিওনাকে আরও অসহায় ও সংবেদনশীল করে তুলছিলো।

জ্যাসপার আর ধৈর্য ধরে রাখতে পারল না।তার চোখে ছিল এক ধরনের নেশা, যা তাকে সম্পূর্ণরূপে ফিওনার প্রতি আচ্ছন্ন করে রেখেছিল।এক ঝটকায়,যেন সমস্ত কিছু ভুলে গিয়ে,সে ফিওনার শরীর থেকে জামাকাপড়গুলো খুলে ফেলে দিল ফ্লোরে।ফিওনা লজ্জা ও বিস্ময়ে

তার দৃষ্টি অন্যদিকে সরানোর চেষ্টা করল,কিন্তু বাঁধা থাকায় তার কোনো উপায় ছিল না।তার শরীরের ওপর জ্যাসপারের দৃষ্টির প্রভাব যেন আগুনের মতো পোড়াচ্ছিল,এক অদ্ভুত উন্মাদনায় তাকে যেন পাগল করে দিচ্ছিল।

জ্যাসপার কিছুক্ষণ চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকল,তার নেশালো চোখ দিয়ে ফিওনার পুরো শরীর পর্যবেক্ষণ

করল।তার দৃষ্টি ছিল গভীর এবং তীব্র,যেন প্রতিটি খুঁটিনাটি সে মনে ধারণ করতে চাইছিল।ফিওনার নিখুঁত ত্বক,কোমল বক্রতা,এবং সৌন্দর্যের প্রতিটি অংশ তাকে এক জাদুকরী অভিজ্ঞান দিচ্ছিল,যেন সে এক ভাস্কর্যের সামনে দাঁড়িয়ে আছে। মৃদু স্বরে,যেন নিজেকেই বলল, “কীভাবে সম্ভব এতটা নিখুঁত হওয়া? তোমার প্রতিটি অংশ যেন আমার

জন্যই তৈরি হয়েছে।”তার হাত ধীরে ধীরে ফিওনার দিকে এগোল,কিন্তু সেই মুহূর্তে নিজেকে সামলে নিল। তার ঠোঁটে এক ঝলক হাসি ফুটে উঠল,আর মনে মনে ভাবল,”এ শরীরের স্বাদ সারাজীবন নিলেও শেষ হবে না।তোমার সৌন্দর্য কেবল আমার জন্য,আর কারো জন্য নয়।”ফিওনার শরীর তখন উত্তেজনা ও অস্বস্তিতে কাঁপছিল,কিন্তু

জ্যাসপারের উপস্থিতি তাকে সম্পূর্ণরূপে আচ্ছন্ন করে রেখেছিল, যেন এক স্বপ্নের ভেলায় ভেসে চলেছে।ফিওনার নিঃশ্বাস জড়ো হচ্ছিল,তার হৃদয় বেগে ধুকপুক করছিল।জ্যাসপার তার দিকে এগিয়ে আসতে থাকল,যেন সব কিছু ছাপিয়ে তাকে নিজের কাছে নিয়ে আসবে।

জ্যাসপার কিছুক্ষণ ফিওনার দিকে গভীর দৃষ্টিতে তাকিয়ে থেকে মিষ্টি হাসি দিয়ে বলল,"আজকে তোমার দৈহিক মধু দিয়ে টেস্ট করবো।"তার কণ্ঠে ছিল এক মৃদু ও আর্কষণীয় লাইন, যা ফিওনার মনে এক অদ্ভুত উত্তেজনা ও নৈকট্য বয়ে নিয়ে এলো।

সে মুহূর্তে, জ্যাসপার ফিওনার ঠোঁটে অল্প একটু মধু ঢেলে দিল—প্রায়

দুই-তিন ফোঁটা।তারপর, ধীরে ধীরে, নিজের জিভ দিয়ে লেহন করতে লাগলো, ঠোঁটের ওপর জমে থাকা মধু খেতে শুরু করলো।

ফিওনার অনুভূতি ছিল অবর্ণনীয়। মধুর মিষ্টতা আর জ্যাসপারের ঠোঁটের কোমল স্পর্শে তার দেহে যেন এক নতুন অগ্নিকুণ্ড জ্বলে উঠছিল।সে নড়াচড়া করতে পারছিল না,কিন্তু তার হৃদয়ে এক ধরণের

স্বতঃস্ফূর্ত আনন্দ জেগে উঠছিল। তার শরীরের প্রতিটি স্নায়ু যেন জ্যাসপারের স্পর্শে সাড়া দিচ্ছিল।

জ্যাসপার তার কাজ আরও ধীরে করতে লাগলো। প্রতিটি লেহনের সময় সে ফিওনার চোখের দিকে তাকিয়ে ছিল,যেন তার প্রতিক্রিয়া উপলব্ধি করতে চাইছে।

ফিওনার চোখে এক ধরনের নৈবেদ্য প্রকাশ পেয়েছিল; সে নিজেকে

সম্পূর্ণভাবে জ্যাসপারের কাছে সমর্পণ করতে চাইছিল।জ্যাসপার এবার ফিওনার ঠোঁটের ওপর আছড়ে পড়লো,তার ঠোঁটজোড়া একবারে নিজের মুখের ভেতরে নিয়ে চুম্বন করতে লাগলো।ফিওনার কোমল ঠোঁটের স্বাদ যেন জ্যাসপারের সমস্ত অনুভূতিকে উদ্দীপিত করে তুলেছিল,যেন তার

মধ্যে একটি অবর্ণনীয় আগুন জ্বলতে শুরু করেছে।

ফিওনার ঠোঁটের স্পর্শে জ্যাসপার পাগলের মতো তাকে শুষে নিতে লাগলো,যেন তার সৌন্দর্যের গভীরতা থেকে সমস্ত আনন্দ আহরণ করতে চাইছে। এক এক করে ফিওনার শরীরের প্রতিটি রন্ধ্রে একটি নতুন অনুভূতি ছড়িয়ে পড়ছিল,যা তাকে পুরোপুরি অবশ

করে দিচ্ছিল।ফিওনার ঠোঁটের কোমলতা,সেই গাঢ়তা—সব কিছুই জ্যাসপারের জন্য যেন এক নেশার মতো ছিল।জ্যাসপার উপলব্ধি করল,ফিওনাও তাকে ছুঁতে চাইছে। তার চোখে যে উন্মাদনা ছিল,এবং শরীরের অঙ্গভঙ্গি, সবকিছুই সে কথা বলছিল।তাই সে একটি কাটার দিয়ে একটানে জিপটাই খুলে দিলো। ফিওনার হাতের বাঁধন মুক্ত হতেই

সে কিছুটা অবাক হয়ে গেল,কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে তার মনে একটি উষ্ণ অনুভূতি ছড়িয়ে পড়ল—এখন সে স্বাধীন,এখন তার নিজের ইচ্ছার ওপর তার আধিকার।

সে দ্রুত জ্যাসপারের দিকে হাত বাড়িয়ে দিলো। ফিওনার হাত জ্যাসপারের ঘাড়ে গিয়ে থেমে গেল। জ্যাসপার ফিওনার হাতের স্পর্শে যেন আরও বেশি উজ্জীবিত হয়ে

উঠল। তার হৃদয়ে রক্তের প্রবাহ দ্রুত হয়ে উঠল।

জ্যাসপার ধীরে ধীরে ফিওনার গলা থেকে শুরু করে কোমল চুমু দিতে দিতে নিচে নামছিল।তার ঠোঁটের স্পর্শ যেন এক জাদুর মতো কাজ করছিল, যা ফিওনার শরীরে এক অদ্ভুত শিহরণ ছড়িয়ে দিচ্ছিল।

যখন জ্যাসপার তার ঠোঁটগুলো নাভির দিকে নিয়ে আসছিল,তখন

ফিওনার হৃদপিণ্ডের ধড়ফড় তীব্র হয়ে উঠছিল।প্রতিটি চুম্বন তার ভিতরকার উত্তেজনাকে বাড়িয়ে দিচ্ছিল।জ্যাসপার যখন তার কোমল ত্বকের স্পর্শের সাথে সাথে কামড় দিতে শুরু করল,তখন ফিওনার শরীর যেন উষ্ণতার ঢেউয়ে ভেসে যাচ্ছিল।জ্যাসপারের ঠোঁট এবং দন্ত ফিওনার ত্বকে আলতোভাবে কামড় দিচ্ছিল,যেন সে তার শরীরের

প্রতিটি অংশে একটি স্মৃতি ফেলে রাখতে চাচ্ছে। ফিওনা অনুভব করছিল,জ্যাসপারের প্রতিটি কামড় যেন তাকে আরও গভীরভাবে প্রভাবিত করছে,এবং সে নিজের অজান্তেই তার দিকে আকৃষ্ট হচ্ছিল। তার শ্বাস নিতে কষ্ট হচ্ছিল,কিন্তু এই অনুভূতি যেন এক অদ্ভুত সুখের আবেশ সৃষ্টি করছিল।ফিওনার চোখে উন্মাদনা এবং আকাঙ্ক্ষার এক

গভীর প্রকাশ ছিল;সে পুরোপুরি জ্যাসপারের প্রেমে সমর্পিত হতে চাইছিল।

জ্যাসপার ফিওনাকে এক ঝটকায় ধরে ঘুরিয়ে নিজের ওপর তুলে নিল, যেন তারা এক নতুন উচ্চতায় পৌঁছেছে।ফিওনা এখন তার কোমল শরীরের ওপর বসে আছে,আর এই অবস্থায় তার চোখে উন্মাদনার এক নতুন রূপ ফুটে উঠছিল।জ্যাসপার

তার পিঠে মৃদু হাতের বিচরণ শুরু করল, যেন তার স্পর্শের মাধ্যমে ফিওনার শরীরের প্রতিটি কোণে আগুন জ্বালাতে চাইছে। ফিওনার শরীরের বাঁকগুলো যেন তার স্পর্শে সাড়া দিচ্ছিল, প্রতিটি ছোঁয়া যেন এক নতুন শিহরণ সৃষ্টি করছিল। যখন জ্যাসপার তার ঠোঁট দিয়ে ফিওনার গলায় চুম্বন করতে লাগল, তখন ফিওনা এক আনন্দময় শিহরণ

অনুভব করল,যা তার মন ও দেহকে অদ্ভুতভাবে জড়িয়ে ধরেছিল।

জ্যাসপারের হাত ধীরে ধীরে ফিওনার বুকে চলে গেল। সেই নরম জায়গায় তার হাতের স্পর্শ যেন বিদ্যুতের মতো কাজ করছিল। ফিওনা এক লাফে শিহরণে কেঁপে উঠলো,তার হৃদপিণ্ডের ধড়ফড় বেড়ে গেল, যেন প্রেমের এই আবেগের প্রলয় থেকে মুক্তি চাইছে।

জ্যাসপার তার শরীরের প্রতিটি কোণায় আরও গভীরভাবে প্রবেশ করতে লাগল,যেন সে ফিওনার সমস্ত অনুভূতি এবং প্রেমকে একত্রিত করতে চাইছে।“জ্যাসপার একটানা ফিওনার সারা বুকে হাতের বিচরণ করতে লাগল।তার স্পর্শে ফিওনার মুখ থেকে এক মৃদু শীৎকার বেরিয়ে এল,যেন মুহূর্তটি তাকে অন্য জগতে নিয়ে যাচ্ছে।”

ফিওনা পেছন দিকে হেলে গেলো,আর তার পেট চলে আসে জ্যাসপারের মুখের কাছে।জ্যাসপার তখন তার জিভ দিয়ে নাভীর চারপাশে এক লহরী স্পর্শ তৈরি করে,যা ফিওনার শরীরে শিহরণ সৃষ্টি করলো।তার হৃদয়ের গতি দ্রুত হয়ে উঠলো,আর সে নিজেকে সম্পূর্ণরূপে হারিয়ে ফেললো।

“জ্যাসপার নিটিংয়ের সুতো নিয়ে ফিওনার মুখ শক্ত করে বেঁধে দিলো,ফিওনা অসহায়ভাবে তাকিয়ে থাকল, তার চোখে বিস্ময় আর একরকম অস্বস্তির ছাপ ফুটে উঠলো। সুতোটা এমনভাবে বাঁধা ছিল যে তার ঠোঁটের নড়াচড়া প্রায় অসম্ভব হয়ে পড়ল, আর শ্বাস নিতে গিয়ে তার বুক ধীরে ধীরে উঠানামা করতে লাগল।জ্যাসপার আর

অপেক্ষা না করে ফিওনার ভেতরে ধীরে ধীরে আরো গভীরে নিজেকে প্রবেশ করালো। ফিওনা চিৎকার করতে পারলো না তবে মুখ দিয়ে হাল্কা গোঙানির আওয়াজ আসতে লাগলো আর চোখ দিয়ে পানি পড়তে লাগলো।

“ধীরে ধীরে ফিওনা শান্ত হয়ে এলো,তার ব্যথা যেন রূপান্তরিত হলো এক নতুন অনুভূতিতে। তার

ঠোঁটের কোণ থেকে নিঃশব্দে বেরিয়ে আসতে লাগলো গভীর শ্বাসের মৃদু শব্দ, আর চোখে যেন এক অপার্থিব আবেশ খেলা করছিল।জ্যাসপার তার চোখের দিকে গভীর দৃষ্টিতে তাকিয়ে ছিল, যেন প্রতিটি মুহূর্তে তাকে অচেনা এক সুখের ভুবনে ভাসিয়ে নিয়ে চলেছে।”ফিওনার মুখ থেকে বেরিয়ে এলৌ অস্পষ্ট সুখের গো*ঙানির শব্দ।

“তবে এই সুখ বেশিক্ষণ স্থায়ী হলো না।একঘণ্টা পেরিয়ে গেলেও জ্যাসপারের থামার কোনো লক্ষণ ছিল না। ফিওনার শরীরে আবারও ক্লান্তি আর ব্যথার ঢেউ বইতে শুরু করলো।সে অস্থির হয়ে উঠল, ব্যথায় তার ঠোঁট থেকে মৃদু আর্তনাদ বেরিয়ে আসতে লাগল। তার দেহের শক্তি যেন ক্ষীণ হয়ে পড়ছিল, আর চোখে একরকম অসহায়তা ছায়া

ফেলছিল।”রাতের নিঃশব্দে চাঁদের আলো মাউন্টেন গ্লাস হাউজের দেয়াল বেয়ে গলে পড়ছিল।ভোরের প্রথম আলো এসে পৌঁছাতেই জ্যাসপারের ঘুম ভাঙল। তার হাত তখনো ফিওনার কোমল শরীর ঘিরে ছিল।কিন্তু কিছু একটা অস্বাভাবিক লাগল।ফিওনার নিঃশ্বাস ভারী,আর তার গাল জ্বলন্ত আগুনের মতো উত্তপ্ত।

“ফিওনা?”জ্যাসপার গলার স্বর নামিয়ে ডাকল,কিন্তু কোনো সাড়া নেই।তার তীক্ষ্ণ চোখ ফিওনার দিকেই আটকে গেল।মুখের রঙ ফ্যাকাসে,ঠোঁটের কোণ ফেটে গিয়েছে।এমন নিস্তেজ রূপ আগে কখনো দেখেনি সে।যেন মুহূর্তেই তার হৃদয়ের ভেতর কোথাও একটা শূন্যতা নেমে এলো।

জ্যাসপার হাত বাড়িয়ে ফিওনার কপালে স্পর্শ করল।তীব্র তাপমাত্রায় তার নিজের হাতই পুড়ে যাবার উপক্রম।“জ্বর!এমন তীব্র জ্বর?ভ্রু কুঁচকে উঠল তার।“ফিওনা!চোখ খুলো!”একের পর এক ডাক দিলেও ফিওনার নিথর দেহে কোনো সাড়া নেই।এক মুহূর্তের জন্য জ্যাসপারের বুকের ভেতর কেমন একটা ব্যথা অনুভূত হলো।কাল রাতের সবকিছু

তার মনে পড়ে গেল।সে বুঝল—তার অপ্রতিরোধ্য উন্মাদনা হয়তো ফিওনাকে এমন অবস্থায় নিয়ে এসেছে।তার নিজের শক্তি যে কোনো সাধারণ মানুষের পক্ষে সহ্য করা সম্ভব নয়,সেটাই ভুলে গিয়েছিল সে।

“এটা আমার দোষ,”গম্ভীর কণ্ঠে নিজেকেই বলল জ্যাসপার। তার চোয়াল শক্ত হয়ে গেল,চোখের মধ্যে

অপরাধবোধের অন্ধকার ছায়া নেমে এলো।সে তৎক্ষণাৎ উঠে দাঁড়ালো। কোনো সময় নষ্ট করা যাবে না। ফিওনাকে এমন অবস্থায় ফেলে রাখা অসম্ভব।দ্রুত একটি তোয়ালে পানিতে ভিজিয়ে নিয়ে ফিওনার শরীর মুছিয়ে দিতে লাগল সে।তার সোনালি চুলগুলো ভেজা তোয়ালের আড়ালে ছড়িয়ে পড়েছে,আর

কপালের চারপাশে বিন্দু বিন্দু ঘাম জমেছে।

পোশাক বদলে তাকে নরম কম্বলের নিচে শুইয়ে দিয়ে জ্যাসপার নিজেই ফিওনার উষ্ণ হাত ধরল।ভেতরটা কেঁপে উঠল তার। “আমি তোমাকে সুস্থ করব,হামিংবার্ড,”মৃদু কণ্ঠে প্রতিশ্রুতি দিল সে।সমস্ত গ্লাস হাউজে যেন দ্রুত খবর ছড়িয়ে পড়ল—ফিওনা অসুস্থ।থারিনিয়াস

প্রথমেই পরিস্থিতি বোঝার জন্য ছুটে এলো। “প্রিন্স,আমি মেডিসিন আনার ব্যবস্থা করছি,কিন্তু... তার অবস্থা খারাপ দেখাচ্ছে।”

“এখানকার কোনো ওষুধ ওকে সুস্থ করতে পারবে না,” জ্যাসপার কড়া গলায় বলল।“ডক্টর আগ্নিসকে খবর দাও। বলো,তাকে এই মুহূর্তে পৃথিবীতে আসতে হবে।”

থারিনিয়াস ভ্রু কুঁচকে বলল,“কিন্তু প্রিন্স... ডক্টর আগ্নিস তো ড্রাগনদের চিকিৎসক।মানব কন্যার জন্য তার কী-ই বা করার আছে?”জ্যাসপার চোখ তুলে থারিনিয়াসের দিকে তাকাল।সেই দৃষ্টি যেন বিদ্যুতের মতো জ্বলজ্বল করছিল। “তোমার কি মনে হয়, আমি ডক্টর আগ্নিস সম্পর্কে জানিনা?তিনি শুধু ড্রাগন

চিকিৎসক নন।মানব চিকিৎসায়ও তার জ্ঞান অসামান্য।”

থারিনিয়াস কিছু বলতে যাচ্ছিল,কিন্তু তখনই সিলভা আর অ্যালিসা এসে উপস্থিত হল।

“প্রিন্স,”অ্যালিসা হঠাৎ বলে উঠল, তার গলায় ঈর্ষার আভাস স্পষ্ট,“সামান্য একটি মানব কন্যার জন্য এত অস্থির হওয়া কি উচিত?

ডক্টর আগ্নিসকে আনতে গেলে সময় আর শক্তি দুটোই নষ্ট হবে।”

জ্যাসপার তৎক্ষণাৎ অ্যালিসার দিকে তাকাল।সেই দৃষ্টিতে এমন কিছু ছিল,যা অ্যালিসার আত্মা পর্যন্ত কাঁপিয়ে দিল। তার কণ্ঠের শক্তি যেন বজ্রের মতো গম্ভীর হয়ে উঠল। “ফিওনা সামান্য নয়,অ্যালিসা।সে আমার কাছে গুরুত্বপূর্ণ। আর আমি যা বলেছি সেটা করাই হবে।”

অ্যালিসা চোখ নামিয়ে নিল।কিছুক্ষণ আগে পর্যন্ত তার আত্মবিশ্বাস ছিল দৃঢ়, কিন্তু জ্যাসপারের সেই এক দৃষ্টিতে সমস্ত ইচ্ছাশক্তি যেন ভেঙে পড়ল।”অন্যদের নির্দেশ দিয়ে জ্যাসপার একাই ফিওনার পাশে বসে পড়ল।তার চোখে আর সেই কঠোরতা নেই,বরং এক অদ্ভুত নরম আলো ছড়িয়ে পড়ছে।সে ফিওনার হাত নিজের হাতে তুলে নিল।

“তোমাকে সুস্থ হতেই হবে,” মৃদু কণ্ঠে বলল জ্যাসপার। তার কণ্ঠে প্রতিটি শব্দে দায়িত্ব,অপরাধবোধ আর আবেগের মিশ্রণ।“তুমি আমাকে ছেড়ে যেতে পারবে না,ফিওনা।”

গ্লাস হাউজের বাইরের বাতাসে তখনো সূর্যের আলো ফুটে উঠছিল,কিন্তু ভেতরের পরিবেশ ভারী।জ্যাসপার জানত—এই যুদ্ধ তার নিজের সাথেই।ফিওনাকে সুস্থ

করার জন্য সে শেষ পর্যন্ত যা প্রয়োজন,তাই করবে।ডক্টর আগ্নিসের সোনালি রঙের ড্রাগন অবয়ব মাউন্টেন গ্লাস হাউজের শীতল বাতাসে জ্বলজ্বল করতে থাকে। তার দীর্ঘ ডানা হালকা আওয়াজে কাচের ঘরের দেয়াল ছুঁয়ে যায়। শক্তিশালী অথচ শীতল চোখে তিনি চারপাশ পরখ করে দ্রুত মানবীটিকে দেখার

জন্য জ্যাসপারের নির্দেশ অনুসরণ করেন।

জ্যাসপার হাত দিয়ে ইঙ্গিত করে বললো, “ওর চিকিৎসা করতে হবে, আগ্নিস। সময় খুব কম।”

ডক্টর আগ্নিস তখন ফিওনার দিকে তাকিয়ে খানিকক্ষণ স্তব্ধ হয়ে গেলেন। তার গাঢ় সোনালি চোখে অবিশ্বাসের ঝিলিক“একজন সাধারণ

মানবী...!” তিনি নিজের মনে বিড়বিড় করলেন।

কিন্তু মুহূর্তের মধ্যেই তার বিজ্ঞানমনা মন এই চিন্তা ঝেড়ে ফেলে ফিওনার শারীরিক অবস্থা পর্যবেক্ষণ করতে শুরু করলো। তার চোখে জ্বলজ্বল করতে থাকা উজ্জ্বল অরব এক ঝলক আলো ছড়িয়ে দিলো।

ডক্টর আগ্নিস দ্রুত তার বিশেষ প্রযুক্তিসম্পন্ন যন্ত্রপাতি খুলে নিলেন। তার সোনালি ড্রাগন চোখগুলো ধীরে ধীরে উজ্জ্বল হয়ে উঠছিল, যেন কোনো অজানা শক্তির উৎস তিনি সক্রিয় করতে চলেছেন।

“অ্যাস্ট্রোবায়োটিক স্ক্যানার” নামের একটি আধুনিক ডিভাইস তিনি প্রথমে ফিওনার হৃদপিণ্ডের দিকে স্থাপন করলেন। এটি একটি

ড্রাগনদের তৈরি অতি-উন্নত হোলোগ্রাফিক মেশিন, যা কোষের গভীর স্তর থেকে ডিএনএ পর্যন্ত সমস্ত কিছুর নিখুঁত চিত্র তুলে আনতে পারে। যন্ত্রটি ফিওনার দেহের উপরে ভাসতে থাকা আলোকরশ্মি তৈরি করল। কয়েক সেকেন্ডের মধ্যেই একদম পরিষ্কার হোলোগ্রাম তৈরি হল—ফিওনার রক্তনালী, টিস্যু এবং কোষের

ভেতরে “ড্রাগন স্পার্মের” সক্রিয় কণাগুলো আলোকিত হয়ে ফুটে উঠল।ডক্টর আগ্নিস চোখ ছোট করে স্ক্যানের ফলাফল বিশ্লেষণ করলেন। তিনি বিড়বিড় করে বললেন,

“এটা অবিশ্বাস্য... মানব কোষের সাথে ড্রাগন ডিএনএর সংমিশ্রণ! কোষ বিভাজন এত দ্রুত কীভাবে হচ্ছে?”

পরবর্তী পদক্ষেপে তিনি “ডিএনএ অ্যানালাইজার” যন্ত্রটি বের করলেন। যন্ত্রটি দেখতে ছিল ছোট একটি থ্রি-ডি স্ফটিকের মতো, যার গায়ে অসংখ্য ন্যানো-লেজার প্রবাহিত হচ্ছে। এটি ফিওনার শরীর থেকে এক ফোঁটা রক্ত সংগ্রহ করল এবং তাৎক্ষণিকভাবে বিশ্লেষণ শুরু করল। যন্ত্রের ফলাফল তাকে হতবাক করে দিলো।

স্ক্রিনে ফুটে উঠলো:

“ড্রাগন স্পার্মের বায়ো-কেমিক্যালস দ্বারা কোষের পুনর্গঠন শুরু হয়েছে। মানব কোষের প্রাকৃতিক জেনেটিক কোড পরিবর্তিত হচ্ছে।”

ডক্টর আগ্নিস দ্রুত লেজার-স্ক্যানারটি ফিওনার ঘাড় এবং বুকের অংশে চালিয়ে দেখলেন। সেখানে এক অদ্ভুত তাপমাত্রা বৃদ্ধি এবং “বায়োকেমিক্যাল রিঅ্যাক্টিভিটি”

শনাক্ত হল। তিনি গম্ভীর হয়ে পড়লেন এবং মনে মনে হিসাব করলেন।ডক্টর আগ্নিস ধীরে ধীরে তার বিশাল পরীক্ষাগুলো শেষ করলেন।ফিওনার নিস্তেজ শরীর থেকে এক ফোঁটা রক্ত, হৃৎস্পন্দনের কম্পন এবং কোষের গভীরে চলা অদ্ভুত জৈবপ্রক্রিয়া তার চোখের সামনে স্পষ্ট হয়ে উঠছিলো।তিনি থমকে দাঁড়ালেন।এক মুহূর্তের জন্য

তার সোনালি চোখ বিস্ময়ে জ্বলে উঠল।

অবশেষে তিনি মাথা তুলে জ্যাসপারের দিকে তাকালেন। কণ্ঠে একধরনের চরম বিস্ময় আর শঙ্কা—

জ্যাসপার...”

জ্যাসপার চুপচাপ দাঁড়িয়ে ছিলো ফিওনার শিয়রের পাশে। ডক্টর আগ্নিস এবার আর নিজেকে ধরে রাখতে পারলেন না।অবশেষে ডক্টর

আগ্নিস গভীর শ্বাস নিয়ে মুখ তুলে জ্যাসপারের দিকে তাকালেন। তার কণ্ঠে ভারী গাম্ভীর্য।

“প্রিন্স অরিজিন,এটা বোঝা যাচ্ছে যে তোমার লাভ ফাংশনালিটি অ্যাক্টিভ হয়েছে।”

জ্যাসপার কিছুটা বিরক্ত স্বরে বলল, “এটা আমি জানি, আগ্নিস।ফিওনাকে নিয়ে কী হয়েছে সেটা বলো।”

“এই মানবীর শরীরে ড্রাগনের স্পার্ম শনাক্ত হয়েছে।” ডক্টর চিৎকার করে বললেন।”এটা কি তোমার কাজ? তুমি ওর সাথে ফিজিক্যাল সম্পর্কে জড়িয়েছো?”

জ্যাসপার একটু নড়েচড়ে দাঁড়ালো,কিন্তু তার চেহারা শান্ত। যেন এই প্রশ্নের জন্য সে প্রস্তুত ছিলো।ধীরে ধীরে মাথা নত করে বললো,”হ্যাঁ।”

ডক্টর আগ্নিস হতবাক হয়ে গেলেন। কয়েক মুহূর্ত তিনি চুপ করে তাকিয়ে রইলেন।তারপর কঠিন গলায় বললেন,

“কিন্তু কেনো?কে এই মেয়ে?কে হয় সে তোমার?”জ্যাসপার এবার ফিওনার দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে রইলেন। তার চোখে এক অদ্ভুত কোমলতা আর দৃঢ়তা ফুটে উঠলো।

খুব শান্ত অথচ গভীর কণ্ঠে বললো
“ও আমার ভালোবাসা।”
ডক্টর আগ্নিস বিস্ময়ে এক পা পিছিয়ে গেলেন।তার মতো অভিজ্ঞ ড্রাগন বিজ্ঞানীও এমন কথা কোনোদিন শোনেননি। তিনি হতভম্ব কণ্ঠে বললেন,
“একজন ড্রাগন প্রিন্স...যে শুধু এল্ড্র রাজ্যের নয়,গোটা ভেনাসের উত্তরাধিকারী...সে কিনা মানবীর

প্রেমে পড়েছে? এটা তুমি কী করলে,জ্যাসপার?”

কয়েক মুহূর্তের নিস্তব্ধতা। তারপর ডক্টর আগ্নিস এক দীর্ঘশ্বাস ফেললেন।তার চোখে উদ্বেগ ঝলসে উঠলো।

“তুমি কি জানো এই ব্যাপার যদি তোমার পিতার কাছে পৌঁছায়,কী হবে?ড্রাগন রাজ্যে এ প্রেমের মূল্য খুবই ভয়ানক। তোমার এই সম্পর্ক

গোটা ভেনাসকে সংকটে ফেলতে পারে!”জ্যাসপার এবার মুখ তুলে কঠিন কণ্ঠে বললো,

“তাই বলে কি ভালোবাসাকে অস্বীকার করবো?

আমি জানি কী ভুল করেছি,কিন্তু ও আমার।আমি তাকে রক্ষা করবো,আমার জীবন দিয়ে হলেও।”

ডক্টর আগ্নিস হতাশ চোখে জ্যাসপারের দিকে তাকালেন। তিনি

মনে মনে জানতেন,এই ভালোবাসার পরিণতি খুব জটিল হতে চলেছে। ধীরে ধীরে বললেন,

“তুমি ভালোবাসা বলতে যা বুঝছো,তার মূল্য হয়তো তোমার পিতার রাজ্যের চেয়েও বেশি।কিন্তু মনে রেখো,জ্যাসপার—তোমার ভুলের শাস্তি তোমার নয়,হয়তো এই মেয়েটিকেই পেতে হবে।”

ঘরের ভেতর নীরবতা নেমে এলো। ফিওনার নিঃশ্বাসের মৃদু শব্দ ছাড়া আর কিছু শোনা যাচ্ছিল না।ডক্টর আগ্নিস ফিওনার দিকে তাকিয়ে বললেন,“এখন যা হোক না কেনো,তাকে বাঁচানোর জন্য যা করা প্রয়োজন,সেটা করতে হবে।আমি চেষ্টা করবো।কিন্তু তোমার উচিত ওর থেকে দূরে থাকা।তোমার শক্তি

ওর মানব শরীরের জন্য ধ্বংসাত্মক হতে পারে।”

জ্যাসপার কিছু বললো না।শুধু ফিওনার হাতটা আলতো করে ধরলো,যেন নিজের ভালোবাসার প্রতিশ্রুতি আবারও তার নিঃশব্দে জানিয়ে দিলো।

তিনি যন্ত্রের ফলাফলের দিকে ইঙ্গিত করে ব্যাখ্যা করতে শুরু করলেন।

“তোমার স্পার্ম—ড্রাগনের স্পার্ম—মানব শরীরে সম্পূর্ণ ভিন্ন প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করেছে।প্রথমত,ড্রাগনদের কোষে যে প্লাজমেটিক এনার্জি থাকে সেটা মানব কোষের সঙ্গে মিলিত হওয়ার পর একটা বিরাট জৈবিক সংঘর্ষ তৈরি করেছে।এই সংঘর্ষের ফলে ফিওনার কোষ বিভাজন দ্রুত হয়ে যাচ্ছে, এমনকি কিছু কোষ মিউটেটও করছে।”

জ্যাসপার একপাশে দাঁড়িয়ে ফিওনার দিকে উদ্বিগ্ন দৃষ্টি নিয়ে তাকিয়ে থাকে।জ্যাসপার ভ্রু কুঁচকে বলল, “তাহলে তার শরীরে কি ধরণের পরিবর্তন হচ্ছে?”ডক্টর আগ্নিস গভীর গলায় বললেন,”মেয়েটির শরীরে হঠাৎ তাপমাত্রা বেড়ে যাওয়ার কারণ হচ্ছে ড্রাগনিক এনজাইমস।তোমার স্পার্মে থাকা বিশেষ প্রোটিনসমূহ তার দেহের প্রতিরোধ ক্ষমতাকে

অস্বাভাবিকভাবে উত্তেজিত করেছে। তার ইমিউন সিস্টেম তোমার ডিএনএকে বহিরাগত শত্রু হিসেবে চিনে ফেলেছে এবং প্রতিরোধ গড়ে তুলছে।এটা খুবই বিপজ্জনক,কারণ তার শরীর নিজেই তার কোষ ধ্বংস করতে পারে।ডক্টর আবার বললেন,"এটা একধরনের "জেনেটিক শক"—জ্যাসপারের মুখ

ক্রমশ কঠিন হয়ে উঠছে।সে ধীর গলায় বললেন,”আর কী হয়েছে?”

ডক্টর আগ্নিস এবার আরেকটি স্ক্রিনের দিকে তাকিয়ে বললেন,”সবচেয়ে গুরুতর বিষয় হলো তার মস্তিষ্কে নিউরাল সিগন্যালের পরিবর্তন।সাধারণ মানুষের স্নায়ু সংকেতের যে সীমাবদ্ধতা থাকে, তা ভেঙে যাচ্ছে। তার স্নায়ুতন্ত্রে ড্রাগন-ইনফ্লুয়েন্সড

এনার্জি ফ্লো তৈরি হয়েছে। এটি তার অনুভূতি এবং চিন্তার জগতে এক নতুন স্তর তৈরি করতে পারে,কিন্তু এক্ষেত্রে তার দেহ এতে মানিয়ে নিতে পারছে না।তীব্র ক্লান্তি,জ্বর এবং অজ্ঞান হয়ে যাওয়া সবই এর ফল।”

জ্যাসপার এগিয়ে গিয়ে ডক্টরের সামনে দাঁড়িয়ে বলল, “তাহলে তার জীবন ঝুঁকির মধ্যে আছে?”

ডক্টর আগ্নিস গম্ভীর মুখে বললেন,”এখনই নয়।তবে তার শরীর ক্রমশ দুর্বল হয়ে পড়ছে।যদি এই সংঘর্ষ চলতে থাকে,একসময় তার শরীর অক্ষম হয়ে পড়বে। তোমার স্পার্মের প্রভাব এতটাই শক্তিশালী যে মানব দেহের জন্য তা সহ্য করা কঠিন।”কিছুক্ষণ নীরবতা নেমে আসে।ফিওনা তখনো ঘুমিয়ে আছে,তার নিস্তেজ মুখের দিকে

তাকিয়ে জ্যাসপারের চোখে অপরাধবোধের ছায়া খেলে যায়।

ডক্টর আগ্নিস এবার “বায়ো-স্ট্রিম ডিভাইস” চালু করলেন,যা ফিওনার শারীরিক শক্তির স্তর মাপতে পারে। স্ক্রিনে দেখা গেল,তার প্রাণশক্তি ক্রমশ কমে যাচ্ছে এবং একটি বিশেষ অংশে—ফুসফুস ও হৃদপিণ্ডের সংযোগস্থলে অদ্ভুত শক্তির প্রবাহ তৈরি হয়েছে।

তিনি আশঙ্কাজনক গলায় বললেন,”তোমার লাভ ফাংশনাল অ্যাক্টিভেশনের কারণে তার শরীরে ‘ড্রাকোনিয়ান লাভ এনজাইম’ সক্রিয় হয়েছে।এই এনজাইম তাকে বাঁচিয়ে রাখছে,কিন্তু খুব দ্রুত তার কোষ ক্ষয় হয়ে যাবে।”

ডক্টর আগ্নিস হালকা গলায় বললেন, “এখন বুঝতে পারছো?ভালোবাসা কতটা বিপজ্জনক?মানবী কখনোই

ড্রাগনের শক্তিকে পুরোপুরি ধারণ করতে পারবে না।এই মেয়েটিকে রক্ষা করতে হলে তোমাকে বিশেষ ব্যবস্থা নিতে হবে।আমি তোমার সাথে আছি,কিন্তু মনে রেখো,এই সম্পর্ক শুধু তার জন্য নয়,তোমার জন্যও ঝুঁকিপূর্ণ।”

জ্যাসপার ধীরে ধীরে বলল,”আমি যা করবো,তার সবই তাকে রক্ষার জন্য।”ডক্টর আগ্নিস তখন

বললেন,”আমাকে সময় দাও। আমি তার শরীরের সঙ্গে তোমার ডিএনএকে সামঞ্জস্যপূর্ণ করার একটা উপায় খুঁজে বের করবো। কিন্তু ততদিন তাকে সাবধানে রাখতে হবে। একটুও ঝুঁকি নয়।”

জ্যাসপার তখন ডক্টরের দিকে তাকিয়ে ফিসফিস করে বলল,”কীভাবে তাকে বাঁচানো যায়?”

ডক্টর আগ্নিস চিন্তা করে বললেন,”তার শরীরে একটি প্রতিষেধক ইনজেকশন দিতে হবে। আমি ড্রাগনদের জিনেটিক ক্ষমতা কিছুটা স্তিমিত করতে পারি,যাতে তার কোষ বিভাজনের হার স্বাভাবিক হয়।তবে এই সমাধান সাময়িক। তাকে পুরোপুরি সুস্থ করতে চাইলে তোমার শক্তি নিয়ন্ত্রণে আনতে হবে,জ্যাসপার।”

তিনি দ্রুত “ড্রাকোনিয়ান নিউরো-সিঙ্ক ইনজেকশন” বের করে ফিওনার বাহুর শিরায় ইনজেকশন দিলেন।এরপর তিনি কিছু ট্যাবলেট রেখে বললেন,”এই ওষুধ তাকে কয়েকদিন স্থিতিশীল রাখবে,কিন্তু মনে রেখো—তোমার তার কাছ থেকে আপাতত দূরে থাকা প্রয়োজন।তার প্রাণই এখন গুরুত্বপূর্ণ।”জ্যাসপার ধীরে ধীরে

ফিওনার পাশে বসে পড়ল।তার বড় হাত ফিওনার নরম চুলের ওপর স্পর্শ করতেই ফিওনা যেন শান্ত হয়ে ঘুমিয়ে রইল।তার চোখের গভীর বিষণ্ণতা এক ঝলক ঝরে পড়ল। তিনি ফিসফিস করে বললো,”আম সরি,হামিংবার্ড।আমাকে মাফ করে দাও। আমি হয়তো বুঝতে পারিনি আমার অস্তিত্ব তোমার জন্য কতটা বিপদজনক।

কিন্তু আমি আর কখনো তোমাকে স্পর্শ করবো না।দূর থেকেই তোমাকে ভালোবাসবো,তোমার পাশে থেকেও তোমার থেকে দূরে থাকবো।”

তার কণ্ঠে একটা অদ্ভুত ব্যথা আর প্রতিজ্ঞা মিশে ছিল, যেন নিজেকেই তিরস্কার করছে।

ডক্টর আগ্নিস সামনের দিকে এগিয়ে এসে দৃঢ় কণ্ঠে

বললেন,”জ্যাসপার,এখন বুঝতে পারছো তুমি কী করেছো?এই মেয়েটি একজন সাধারণ মানবী! ড্রাগনদের শক্তি কখনোই সাধারণ দেহে সহ্য হবে না,।”

জ্যাসপার কোনো উত্তর দিল না।তার হাতের আঙুলগুলো ফিওনার কপালের ওপর স্থির হয়ে রইল।

ডক্টর আগ্নিস দীর্ঘশ্বাস ছাড়লেন। “ভালোবাসা অনেক শক্তিশালী,প্রিন্স

জ্যাসপার,কিন্তু কখনো কখনো ভালোবাসার জন্য ত্যাগ করতে হয়। সাবধানে পদক্ষেপ নিও।তোমার সিদ্ধান্ত যেন তোমার জাতির কিংবা এই মেয়েটির জীবনে বিপদ না বয়ে আনে।”জ্যাসপার চুপচাপ ডক্টরের কথা শুনলো।তার দৃষ্টি আবার ফিরলো ফিওনার দিকে।অচেতন ফিওনার নিস্তেজ মুখের দিকে তাকিয়ে তিনি মনে মনে প্রতিজ্ঞা

করলেন—”তোমার জন্য আমি সব কিছু করবো,হামিংবার্ড।এমনকি যদি নিজের অস্তিত্বের বিপদ ডেকে আনতে হয়,তাও তোমাকে রক্ষা করবো।”

ডক্টর আগ্নিস তখন উঠে দাঁড়ালেন এবং চুপচাপ ফিওনার দিকে একবার তাকিয়ে কক্ষ ত্যাগ করার প্রস্তুতি নিলেন,কিন্তু তার চোখে ছিল উদ্বেগ আর কৌতূহলের মিশ্রণ।”একটা

সাধারণ মানবী কীভাবে ড্রাগনের হৃদয় এতটা গভীরে পৌঁছাতে পারে? এ যেন ইতিহাসের নতুন দিক উন্মোচন।”

ডক্টর আগ্নিস দরজার সামনে পৌঁছেই থেমে গেলেন। তার চিন্তামগ্ন চোখে কিছু একটা স্পষ্ট হলো।তিনি ধীরে ধীরে ঘুরে দাঁড়ালেন এবং আবার জ্যাসপারের দিকে ফিরে এসে বললেন,

“জ্যাসপার,আরেকটা কথা।এই মেয়ের দেহে যে বায়ো কেমিক্যাল পাওয়া গেছে,সেটা কীভাবে সম্ভব? এই ক্যামিক্যাল শুধুমাত্র ড্রাগনদের মধ্যেই তৈরি হয়।স্পার্মের মাধ্যমে এটা কোনো মানবীর শরীরে যাওয়ার কথা নয়।এটা তো জৈবিকভাবে অসম্ভব।”

জ্যাসপার গভীর নিঃশ্বাস ফেলল। তার চেহারায় কোনো চমক নেই,যেন

সে এই প্রশ্নের জন্য প্রস্তুত ছিলো। ধীরে এবং স্থির স্বরে তিনি বললো,“আমি জানি,ডক্টর আগ্নিস। আমি জানি ফিওনার শরীরে বায়ো কেমিক্যাল আছে।”

ডক্টর আগ্নিস বিস্মিত হয়ে বললেন,”তাহলে তুমি কীভাবে জানলে?এটা কখন থেকে?”

জ্যাসপার কিছুক্ষণ চুপ করে থাকল, যেন অতীতের সেই মুহূর্তে ফিরে গেছেন। তারপর সে বললো,

“একদিন আমার শরীর হঠাৎ করে দুর্বল হয়ে পড়েছিল। আমি অনুভব করছিলাম যে আমার সমস্ত শক্তি শেষ হয়ে যাচ্ছে।কিন্তু তারপর,তার ঠোঁটের স্পর্শে আমি কিছু একটা পেলাম।আমি বুঝতে পারলাম ওর শরীর থেকে আমার মধ্যে

একধরনের বায়ো কেমিক্যাল প্রবেশ করেছে।সেটাই আমাকে সুস্থ করে তুলেছিল।এবং ওই মুহূর্তেই আমার ‘লাভ ফাংশনালিটি’—যেটা আমার মধ্যে কখনোই ছিল না—তা এক্টিভ হয়ে যায়।”ডক্টর আগ্নিস স্তম্ভিত হয়ে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে রইলেন। তার চোখে বিস্ময়ের ছাপ স্পষ্ট। তিনি ধীরে ধীরে বললেন,

“এটা তো অসম্ভব...আর অদ্ভুতও বটে।এমন ঘটনা তো ইতিহাসে কখনো ঘটেনি।এমনকি একজন ড্রাগন কন্যার মধ্যেও এই বিশেষ কেমিক্যালের অস্তিত্ব থাকা অসম্ভব। এটা কীভাবে সম্ভব?”

জ্যাসপার মাথা নিচু করে শান্ত গলায় বলল,

“আমি জানি না।কিন্তু ফিওনা সাধারণ কোনো মানবী নয়।সে

আমার জন্য বিশেষ... এবং হয়তো তার অস্তিত্বের মধ্যেই কোনো রহস্য লুকিয়ে আছে,যেটা আমি এখনও বুঝতে পারিনি।”

ডক্টর আগ্নিস গভীর চিন্তায় ডুবে গেলেন।তিনি মনে মনে হিসাব মেলানোর চেষ্টা করলেন।

“যদি এই মানবীর শরীরে ড্রাগনদের বায়ো কেমিক্যালের প্রতিরূপ থাকতে পারে,তাহলে তার জন্মসূত্রে কিছু না

কিছু ড্রাগন সম্পর্কিত শক্তি অবশ্যই লুকিয়ে আছে।এটা অসম্ভব নয় যে তার পূর্বপুরুষদের মধ্যে কেউ ড্রাগন ছিল।”

তিনি আবার জ্যাসপারের দিকে তাকিয়ে বললেন,“তোমাকে সাবধান থাকতে হবে,প্রিন্স জ্যাসপার।এই মেয়েটি শুধু তোমার জন্য নয়,আমাদের জাতির জন্যও গুরুত্বপূর্ণ অথবা বিপদজনক হতে

পারে।তার মধ্যে যে রহস্য লুকিয়ে আছে,সেটা হয়তো আমাদের ভবিষ্যৎ নির্ধারণ করবে।”

জ্যাসপার কপাল কুঁচকে ফিওনার দিকে তাকালো।তার মনে যেন নতুন চিন্তার ঢেউ উঠল।সে নিজেকে বললো,

“তুমি কে,হামিংবার্ড?কেন তোমার মাঝে এমন শক্তি লুকিয়ে আছে যা

আমার মতো ড্রাগনকেও বদলে দিতে পারে?”

ডক্টর আগ্নিস আবার মাথা ঝাঁকিয়ে বললেন,”আমি এটা নিয়ে আরো পরীক্ষা করবো।কিন্তু সাবধানে থেকো, জ্যাসপার।এই রহস্যের সমাধান যতই আকর্ষণীয় হোক না কেন,তার মূল্য চুকাতে হতে পারে।”

এরপর সে কক্ষ ছেড়ে বেরিয়ে গেলেন।তার গতি দ্রুত,কিন্তু তার

মনে অসংখ্য প্রশ্ন ঘুরপাক খাচ্ছে। আর জ্যাসপার,সে আবার ফিওনার পাশে বসে গভীর দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলো।গভীর রাত ফিওনার কক্ষের বাইরে থারিনিয়াস ফিসফিস করে অ্যাকুয়ারাকে বলল,”এই মুহূর্তে প্রিন্স জ্যাসপারের নির্দেশ মতো কেউ কক্ষের কাছে ঘেঁষতে পারবে না। কিন্তু তুমি কি লক্ষ্য করেছ,আলিসা

অনেকক্ষণ ধরেই আমাদের দিকে নজর রাখছে?”

অ্যাকুয়ারা মাথা নাড়ল।তার চোখে সন্দেহের ছাপ ফুটে উঠল।”হ্যাঁ। আলিসা সন্দেহ করছে।সে নিশ্চয়ই কিছু আঁচ করতে পেরেছে।কিন্তু তাকে বেশি কাছে ঘেঁষতে দেওয়া যাবে না।”

থারিনিয়াস কপাল কুঁচকে বলল,”আমাদের প্রিন্সের যে কি হয়ে

গেলো,এতোটা উন্মাদ আগে কখনো দেখিনি।”ভেতরে,জ্যাসপার রাতের আকাশের দিকে তাকিয়ে ফিসফিস করে বলল,”তোমাকে সুস্থ করবো,হামিংবার্ড।যত কিছুই হোক না কেন।আর কেউ তোমাকে কষ্ট দেবে না।”

সে ফিওনার মাথায় হাত রেখে চুপচাপ বসে থাকল,বাইরে চাঁদের

আলো পাহাড়ের আড়ালে মিলিয়ে যেতে শুরু করল।

জ্যাসপার নিঃশব্দে ফিওনার পাশে বসে রইল।তার গভীর চোখে দুঃখ আর অনুশোচনা একসাথে জ্বলজ্বল করছিল। ফিওনার মুখের দিকে তাকিয়ে সে হঠাৎই হাত বাড়িয়ে আলতো করে তার চুল সরিয়ে দিল। মেয়েটার নিঃশ্বাস ধীরে উঠানামা করছে,যেন কোনো অচেনা স্বপ্নের

মধ্যে ঘুমিয়ে আছে।জ্যাসপার নিজেকে আর সামলাতে পারল না। সে ফিওনার কপালের কাছে ঝুঁকে গিয়ে খুব সাবধানে,খুব যত্নের সাথে একটি চুমু এঁকে দিল—নিঃশব্দে,যেন কোনো বাতাসের স্পর্শও না পড়ে তার ঘুমে।

“তোমার আমার ভালোবাসা সারাজীবন শুধু মনে মনেই হবে,”জ্যাসপার ধীরে ধীরে ফিসফিস

করল।তার কণ্ঠ ভারী,যেন আবেগের গভীর সমুদ্র থেকে উঠে আসছে।“আর কখনোই শারীরিকভাবে তোমাকে কাছে পাবো না,হামিংবার্ড।তোমার ওই মিষ্টি,কোমল দেহ আমি আর কখনো ছুঁতে পারবো না,আর চাইওনা ছুঁতে যেটার কারনেই তোমাকে মরতে হবে সেটা আমি কখনোই করবো না।”

তার চোখে এক ফোঁটা জল চিকচিক করে উঠল,কিন্তু সে নিজেকে সামলে নিল।চুপচাপ ফিওনার হাতের কাছে বসে রইল,যেন তার উপস্থিতির উষ্ণতা দিয়ে মেয়েটাকে সুস্থ করার চেষ্টা করছে।

পাহাড়ের বাইরে বাতাস বয়ে চলল,আর মাউন্টেন গ্লাস হাউজের কাঁচের জানালা দিয়ে জ্বলজ্বলে রাতের আকাশের তারা তাকিয়ে

রইল,দু’জনের এই নিরব ভালোবাসার সাক্ষী হয়ে।রাত গভীর,কক্ষের চারপাশে নিস্তব্ধতা। আজ দুদিন বাদে ফিওনার চোখ ধীরে ধীরে খুলে গেল।মাথার পাশেই দেখতে পেল জ্যাসপার, বেডের সাথে হেলান দিয়ে ঘুমিয়ে আছে। তার মুখে ক্লান্তির ছাপ স্পষ্ট,যেন অনেকগুলো রাত নির্ঘুম কাটিয়েছে।

ফিওনা ধীরে ধীরে উঠে বসল,তার মনেই হলো জ্যাসপার এতটা ক্লান্ত কেন।তার হাত আলতো করে জ্যাসপারের গালে ছুঁয়ে দিল।স্পর্শের সাথে সাথেই জ্যাসপারের ঘুম ভেঙে গেল। তড়িঘড়ি করে সে চোখ খুলল,আর ফিওনাকে জেগে বসে থাকতে দেখে যেন তার চোখে বিস্ময় আর স্বস্তি একসাথে ফুটে উঠল।

জ্যাসপার কোনো কিছু বলার সুযোগ না দিয়েই ফিওনাকে জাপ্টে ধরল। তার শক্ত আলিঙ্গনে ফিওনার শরীর প্রায় পিষে যাচ্ছিলো।তবুও ফিওনা কিছু বলল না,বরং জ্যাসপারের উষ্ণতা অনুভব করছিল।

জ্যাসপার কাঁপা কণ্ঠে বলতে শুরু করল,"হামিংবার্ড,তোমার জ্ঞান ফিরেছে!অবশেষে!তুমি ঠিক আছো? শরীর ভালো লাগছে এখন?"ফিওনা

কিছুটা অবাক হয়েও মৃদু হাসল,তার গলার স্বরে ক্লান্তি আর শান্তি মিশে ছিল।সে কোনো উত্তর না দিয়ে আলতো করে মাথা নাড়ল।জ্যাসপার তখনও তাকে শক্ত করে ধরে রেখেছিল,যেন আর কখনো তাকে হারানোর ভয় সে পেতে চায় না।

কক্ষের মধ্যে তখনও একটা নীরবতা বিরাজ করছে,কিন্তু এই নীরবতার

ভেতরেই যেন এক গভীর সংযোগ তৈরি হচ্ছিল, তাদের দুজনের মধ্যে। ফিওনা জ্যাসপারের এমন উদ্বিগ্ন মুখ দেখে মৃদু হেসে বলল, “আমি ঠিক আছি, প্রিন্স।আপনি এতটা চিন্তা করেছন কেন? আমি তো কোথাও হারিয়ে যাচ্ছিলাম না।”

জ্যাসপার তার বাঁধা কণ্ঠে বলল,”তোমার কিছু হলে আমি কী করতাম,হামিংবার্ড?তোমার দেহ

এতটাই দুর্বল হয়ে পড়েছিল যে তোমাকে বাঁচাতে ডক্টর আগ্নিসের সাহায্য নিতে হয়েছিল। আমি কখনও এতটা অসহায় বোধ করিনি।”

ফিওনা তার কথা শুনে গভীর দৃষ্টিতে তাকিয়ে বলল,”আপনি আমার জন্য অনেক কিছু করেছেন।আমি জানি না কীভাবে আপনার কাছে এতটা গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছি,কিন্তু আপনার

প্রতি আমার বিশ্বাস আছে।আপনি সব সমস্যা ঠিক করে দেবেন।”জ্যাসপার তার চোখে দৃঢ় সংকল্পের ছায়া ফুটিয়ে বলল,”তুমি শুধু আমার।আমি তোমাকে রক্ষা করব,যেকোনো মূল্যে।”

ফিওনা তার শক্ত আলিঙ্গনে নিজেকে সুরক্ষিত অনুভব করছিল।তার হাত আলতো করে জ্যাসপারের বুকের ওপর রাখল,যেন বলতে

চাচ্ছে,”আপনার এই শক্তির ভেতরেই আমি নিরাপদ।”

কিছুক্ষণ নীরব থাকার পর জ্যাসপার তার কণ্ঠে কোমলতা এনে বলল,”তুমি এখন বিশ্রাম নাও।আমি এখানে আছি, হামিংবার্ড।তুমি আমার চোখের আড়াল হবে না আর।”

ফিওনা মৃদু মাথা নাড়ল।তার ক্লান্ত শরীর আবারও ঘুমিয়ে পড়ল,কিন্তু এইবার তার মনে শান্তি ছিল।

জ্যাসপার তাকে শক্ত করে ধরে রেখেছিল,যেন এই পৃথিবীর কোনো বিপদই তাকে স্পর্শ করতে পারবে না।

ফিওনা কিছুক্ষণ নীরব থেকে অবশেষে প্রশ্ন করল, “কিন্তু আমার আসলে কী হয়েছিল,প্রিন্স?আমি জ্ঞান হারালাম কেন?আর হঠাৎ করে জ্বর এলো কীভাবে?”জ্যাসপার প্রশ্ন শুনে কিছুক্ষণ চুপ রইল।ডক্টর আগ্নিস যা

বলেছিল,তা মনে পড়তেই তার ভ্রু কুঁচকে গেল।ফিওনাকে সত্যি জানালে সে ভয় পাবে—এটা সে চাইছিল না।তাই গভীর একটা শ্বাস নিয়ে সে ফিওনার প্রশ্নটা এড়িয়ে দিল।

“আমার রোমান্সের তাপে তোমার জ্বর এসেছিল,হামিংবার্ড,” সে মৃদু হেসে বলল।তার কণ্ঠে ছিল

হাস্যরসের আবরণ,কিন্তু চোখে লুকিয়ে ছিল অন্যরকম ভাবনা।

ফিওনা কিছুটা লজ্জায় রাঙা হয়ে গেল।তার মনে পড়ল সেদিনের মুহূর্তগুলোর কথা—তাদের অন্তরঙ্গ সময়,তাদের মিলনের গভীর অনুভূতিগুলো।নিজের মনে সেই স্মৃতির ঝলক খেলতেই ফিওনা মুখ লুকিয়ে রাখল জ্যাসপারের প্রশস্ত বুকের ভেতর।

জ্যাসপার ফিওনার সেই প্রতিক্রিয়া দেখে বুঝে গেল তার ভাবনা।সে মৃদু হেসে ফিওনার মাথায় হাত রাখল,আঙ্গুল দিয়ে আলতো করে তার চুলে বিলি কাটতে লাগল।মনে মনে বলল, “তোমাকে এসব থেকে দূরে রাখতে পারলেই আমি শান্ত।”রাত তখন আরও গভীর। কক্ষের নিস্তব্ধতা তাদের একে অপরের আরও কাছে নিয়ে

আসছিল।কিন্তু জ্যাসপারের চোখের গভীরে একটা চিন্তা থেকে যাচ্ছিল—ফিওনাকে রক্ষা করার চূড়ান্ত দায়িত্ব তার নিজের।

জ্যাসপার কিছুক্ষণ ফিওনার পাশে বসে ছিল,কিন্তু হঠাৎ যেন কিছু একটা মনে পড়ল।সে নীরবে ফিওনার দিকে তাকিয়ে থেকে বলল,"তোমার এখন খাবার খাওয়ার

আর ঔষধ নেওয়ার সময় হয়েছে হামিংবার্ড।”

এটা বলেই সে ধীরে ধীরে ফিওনাকে বালিশে শুইয়ে দিয়ে উঠে দাঁড়াল। ফিওনা কিছু বলতে চাইলেও জ্যাসপারের দৃঢ় চাহনি দেখে কিছুই বলতে পারল না।

জ্যাসপার দ্রুত কক্ষ ত্যাগ করল। তার ভেতরে একটা অদ্ভুত অস্থিরতা কাজ করছিল,কিন্তু সে সেটা প্রকাশ

না করেই কক্ষ ছেড়ে বেরিয়ে গেল। কিছুক্ষণ বাদে ফিওনার কক্ষে অ্যাকুয়ারা এসে পৌঁছাল।তার হাতে ছিল সুস্বাদু খাবারের ট্রে আর একপাশে রাখা ছিল ফিওনার ঔষধ। অ্যাকুয়ারা ফিওনার সামনে খাবার রাখল আর নরম গলায় বলল, “এখন কেমন আছো ফিওনা ? এইযে তোমার খাবার আর ঔষধ নিয়ে এসেছি। প্রিন্স আমাকে

বিশেষভাবে বলেছে,এখন থেকে তোমার খাবার আর যত্নের দায়িত্ব সম্পূর্ণ আমার ওপর।”

ফিওনা অবাক হয়ে বলল, “অ্যাকু!সে নিজে এল না কেন?”

অ্যাকুয়ারা একটু হাসল,যেন সে প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার অনুমতি নেই।”প্রিন্স তোমাকে বিশ্রাম নিতে বলেছে।তোমার যত্ন নেওয়াই ওনার

সবচেয়ে বড় চিন্তা এখন,” বলেই সে চুপ হয়ে গেল।

ফিওনা খাবার খেতে বসে মনেমনে ভাবল,জ্যাসপারের আচরণে কিছু একটা বদল ঘটছে,কিন্তু সেটা কী,সে কিছুতেই বুঝতে পারছিল না। জ্যাসপার নিজের কক্ষে যাওয়ার জন্য দ্রুত পা বাড়াচ্ছিল, কিন্তু দরজার সামনে এসে অ্যালিসার সঙ্গে মুখোমুখি হয়ে গেল।অ্যালিসার

চেহারা স্পষ্টতই রাগে ফেটে পড়ছিল।

অ্যালিসা কোনো ভূমিকা না করেই সরাসরি প্রশ্ন করল, “আপনি সেদিন আমাকে কক্ষে বসিয়ে রেখে কোথায় গিয়েছিলেন প্রিন্স?”

জ্যাসপার তার স্বাভাবিক গম্ভীর ভঙ্গিতে উত্তর দিল,”একটা জরুরি কাজ ছিল,তাই বের হতে হয়েছিল।”অ্যালিসার চোখ আরো

সংকুচিত হয়ে গেল।তার কণ্ঠস্বরে তীক্ষ্ণতা যুক্ত হলো।”জরুরি কাজ? আপনি আমাকে একবার বলেও যেতে পারতেন।আমাকে ওভাবে বসিয়ে রেখে চলে যাওয়া আমার জন্য অত্যন্ত অপমানজনক ছিলো,প্রিন্স।”

জ্যাসপার তার ঠোঁটের কোণে হালকা হাসি ফুটিয়ে বলল, “অ্যালিসা, ড্রাগন প্রিন্সদের জীবনে এমন অনেক মুহূর্ত

আসে যখন কাউকে কিছু ব্যাখ্যা করার সময় থাকে না।আর আমার কোনো ইচ্ছেই ছিল না তোমাকে অপমান করার।তুমি যদি বিষয়টাকে ব্যক্তিগতভাবে নেও,তবে আমি দুঃখিত।তবে আমার কাজটা আরও গুরুত্বপূর্ণ ছিলো।”

অ্যালিসা তার জবাবে আরো রেগে গেল,”আপনার কাছে কি আমি এতটাই অপ্রয়োজনীয়,প্রিন্স?”

জ্যাসপার এবার সোজাসুজি তার দিকে তাকিয়ে বলল, “তোমার অপ্রয়োজনীয় হওয়া বা না হওয়ার প্রশ্ন নয়, অ্যালিসা।আমি যা করেছি,সেটি পরিস্থিতির প্রয়োজনেই করেছি।আশা করি তুমি এটা বুঝবে।”

অ্যালিসা তার জেদী স্বরে আবার প্রশ্ন করল,”আপনি তো এখন ফিওনার কক্ষ থেকে বের হলেন তাই না?এই

মানব কন্যার কক্ষে আপনি একা কী করছিলেন?”জ্যাসপারের পা থেমে গেলো।ধীরে পেছন ফিরে দাঁড়িয়ে তার গভীর চোখে অ্যালিসার দিকে তাকাল।তারপর শান্ত গলায় বলল,”ফিওনা অসুস্থ।এটা তুমি জানো নিশ্চয়ই।তার খোঁজখবর নিতেই গিয়েছিলাম।কারণ সে আমার প্রয়োজনীয় জিনিস।তাই তাকে সুস্থ হতে হবেই,বুঝলে?”

অ্যালিসা তীক্ষ্ণ কণ্ঠে প্রতিক্রিয়া দিল,”একটা সাধারণ মানব কন্যা,আর কিছুই না।সে কীভাবে আপনার জন্য এতটা প্রয়োজনীয় হলো,সেটাই এখনো বুঝতে পারলাম না।”

জ্যাসপার এবার কোনো জবাব দিল না।তার চোখের গভীরতা যেন আরও গভীর হলো,যেন কোনো কিছু বলার চেয়ে নীরবতাই বেশি

শক্তিশালী।স্লাইডিং দরজা খুলে নিজেকে কক্ষে প্রবেশ করাল।

অ্যালিসা দাঁড়িয়ে রইল,তার মুখভঙ্গিতে হতাশা আর ঈর্ষার ছাপ স্পষ্ট।কিন্তু জ্যাসপার আর একবারও পেছন ফিরে তাকাল না।অ্যালিসা আর দাঁড়িয়ে রইল না।রাগে গজগজ করতে করতে সে সোজা লিভিং রুম পেরিয়ে মাউন্টেন গ্লাস হাউজের বাইরে বেরিয়ে এলো।বাইরে রাতের

ঠান্ডা বাতাস বইছিল আর চারপাশের পাহাড়ের শিখরে জমে থাকা হালকা কুয়াশা যেন তার মনের মেঘমালা প্রতিফলিত করছিল।

সে দাঁড়িয়ে আকাশের দিকে তাকিয়ে রইল,যেখানে তারা ঝলমল করছিল। তার মুখে দৃঢ়তার ছাপ ফুটে উঠল। অ্যালিসার মনে ক্রোধ,অভিমান আর অপমানের এক অদ্ভুত মিশ্রণ খেলা করছিল।

নিজের মনেই বিড়বিড় করে বলল,”এই মানব কন্যা কীভাবে প্রিন্স জ্যাসপারের এতটা মনোযোগ পায়?আমি এখানে তার জন্যই এসেছি,অথচ সে...” কথাটা শেষ না করেই সে এক ঝটকায় ঘুরে হাঁটা শুরু করল,যেন কোনো দৃঢ় সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেছে।

অ্যালিসার মন একটাই স্থির ছিল—সে জ্যাসপারকে হারাতে দেবে

না,বিশেষ করে এমন এক সাধারণ মানবীর কাছে।তিনদিন পেরিয়ে গেলো,তিন দিন ধরে ফিওনা জ্যাসপারের এক ঝলক দেখারও সুযোগ পাচ্ছে না।এই হঠাৎ দূরত্ব যেন ফিওনাকে ভেতরে ভেতরে আরও ব্যাকুল করে তুলেছে। জ্যাসপার সবসময় তার কাছাকাছি থাকত,তার যত্ন নিত, আর এখন

যেন এক অদৃশ্য দেয়াল তাদের মধ্যে দাঁড়িয়ে গেছে।

ফিওনা বারবার নিজের মনে প্রশ্ন করে,”হঠাৎ জ্যাসপার এভাবে দূরে সরে গেল কেনো?তার তো কোনো মিশন নেই, তাহলে এমন আচরণ কেনো করছে?”

এদিকে ফিওনা জানতেও পারে না,গভীর রাতে যখন সে গভীর ঘুমে থাকে,জ্যাসপার তখন চুপিসারে গ্লাস

হাউজে আসে।ফিওনার বিছানার পাশে দাঁড়িয়ে তাকে দেখে,যেন নিজের সমস্ত ক্লান্তি আর দুশ্চিন্তা ভুলে যায়।তার নির্ঝঞ্ঝাট ঘুমন্ত মুখ দেখে জ্যাসপারের হৃদয়ে অজানা আবেগ খেলে যায়।কিন্তু ভোর হওয়ার আগেই সে নিজের কক্ষে ফিরে যায়,যাতে ফিওনা বুঝতে না পারে।জ্যাসপারের কক্ষের পাসওয়ার্ড এখন একদম প্রাইভেট করে

রেখেছে,যাতে কেউ প্রবেশ করতে না পারে।

ফিওনা যতই চেষ্টা করে,জ্যাসপারের হঠাৎ এই ব্যবহারের কারণ খুঁজে পায় না।সে আরও চিন্তিত হয়ে পড়ে।তার মন বলছে,"এই দূরত্বের পেছনে নিশ্চয়ই কোনো কারণ আছে। কিন্তু জ্যাসপার কি সত্যিই আমাকে এড়িয়ে চলতে চাইছে, নাকি অন্য কিছু লুকোচ্ছে?"

এদিকে জ্যাসপারও নিজের ভিতরে এক কঠিন লড়াইয়ের মধ্যে দিয়ে যাচ্ছে।ফিওনার প্রতি তার টান দিনে দিনে বেড়েই চলেছে,কিন্তু সে জানে,এই টান তার জন্য বিপজ্জনক হতে পারে,আর ফিওনার জন্য আরও বেশি।তাই সে নিজেকে দূরে রাখতে চেষ্টা করছে,যদিও তার হৃদয় তাকে বারবার ফিওনার কাছে টেনে নিয়ে যেতে চায়।আজ ফিওনার মনটা খুব

খারাপ।বিষন্নতা যেন তাকে ঘিরে রেখেছে।সেই কারণেই সে অ্যাকুয়ারাকে বললো,”আমাকে আজকে বাইরে নিয়ে চলো।একটু মুক্ত বাতাসে যেতে ইচ্ছে করছে।”

অ্যাকুয়ারা কিছুটা অপ্রস্তুত হয়ে বললো,”দুঃখিত,ফিওনা। প্রিন্সের স্পষ্ট আদেশ রয়েছে,তার অনুমতি ছাড়া তোমাকে বাইরে নিয়ে যাওয়া যাবে না।”

ফিওনা হতাশ হয়ে মনে মনে ভাবলো,”জ্যাসপার তো আমার সামনে আসছে না।তাহলে অনুমতি চাইব কীভাবে?আমাকে এভাবে ব*ন্দি করে রাখার কোনো মানে হয় না।”

তবু ফিওনা আশা ছাড়েনি।সে এরপর এথিরিয়নের কাছে গেলো,ভেবেছিলো হয়তো সে সাহায্য করবে।কিন্তু এথিরিয়নও জ্যাসপারের

কড়া আদেশের কথা মনে করিয়ে দিলো। “দুঃখিত,ফিওনা।জ্যাসু ভাইয়া স্পষ্ট করে বলেছে, তার অনুমতি ছাড়া তুমি গ্লাস হাউজের বাইরে যেতে পারবে না।আমি কোনো নিয়ম ভাঙতে পারবো না।”

এ কথায় ফিওনার মন আরও ভারাক্রান্ত হয়ে পড়লো।সে বুঝতে পারছে না কেন জ্যাসপার এমন আচরণ করছে।তার তো কোনো

অপরাধ নেই।কেন তাকে এই গ্লাস হাউজে আটকে রাখা হচ্ছে?ফিওনার মনে প্রশ্নের পাহাড় জমতে লাগলো,আর সেই প্রশ্নগুলোর কোনো উত্তর সে খুঁজে পাচ্ছিলো না।ফিওনা অনেকক্ষণ ধরে ভাবছিলো কীভাবে তার বিষণ্ন মনটা একটু ভালো করা যায়।বাইরে যাওয়া অসম্ভব,কিন্তু গ্লাস হাউজের ছাদ তো তার জন্য উন্মুক্ত।

এই ভেবে সে একা একাই ছাদে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিলো।

বিকেল তখন প্রায় সন্ধ্যার কাছাকাছি।নরম আলো ধীরে ধীরে রঙ বদলাচ্ছে,আকাশে সূর্যের শেষ রশ্মি মেঘের আড়ালে হারিয়ে যাচ্ছে। ফিওনা ধীরে ধীরে সিঁড়ি বেয়ে ছাদে উঠলো।

ছাদে পৌঁছে চারদিকে তাকিয়ে তার মনে একটু প্রশান্তি এল। ছাদের

চারপাশে কাচের দেওয়ালের বাইরে দেখা যাচ্ছিলো বিশাল জলপ্রপাত,আর দূরে ঘন সবুজ অরণ্য।বিকেলের ঠাণ্ডা হাওয়া ফিওনার চুল এলোমেলো করে দিলো।

সে কাঁচের দেওয়ালের পাশে গিয়ে দাঁড়ালো,দু'হাত দিয়ে কাঁচটা স্পর্শ করলো আর নিচে দূরের দৃশ্যের দিকে তাকিয়ে থাকলো।প্রকৃতির এই

নীরব সৌন্দর্য তার ভেতরের ভারাক্রান্ত মনকে কিছুটা হলেও হালকা করে দিলো।

ফিওনা গভীরভাবে শ্বাস নিলো,আর মনে মনে বললো, “এমন জায়গায় যদি সবসময় মুক্ত থাকতে পারতাম! এতটা বন্দি হয়ে থাকতে ভালো লাগে না।”তারপর একটু হাসি ফুটলো তার মুখে।প্রকৃতির এই সৌন্দর্য যেন তাকে নতুন করে

সাহস যোগাচ্ছে।তবে সে জানতো না, দূর থেকে কেউ একজন তাকে দেখছে।

ফিওনা নানারকম ফুলগুলো ছুঁয়ে দেখতে লাগলো,আর মাথার ওপর মেঘগুলোও যেন সেগুলোকে একবার ছুঁয়ে দিল। ফুলের কোমল পাপড়ি এবং তাদের মিষ্টি গন্ধে সে মুহূর্তটি উপভোগ করছিল। কিন্তু কিছুক্ষণ বাদে, ফিওনার মনে হলো যেন কেউ

তাকে দূর থেকে পর্যবেক্ষণ করছে। এ অনুভূতিতে তার মনে একটু সন্দেহের সঞ্চার হলো, আর সে অদ্ভুতভাবে তার চারপাশে তাকিয়ে দেখলো, যেন নিশ্চিত হতে চাচ্ছে কারা তাকে দেখছে।

হঠাৎ করেই,আকাশ থেকে একটি বিশাল সোনালী ড্রাগন উড়ে এলো,তার পাখা মেলে দিয়ে সূর্যের আলোতে ঝলমল করতে লাগলো।

ড্রাগনের সোনালী রঙ যেন সেই মুহূর্তে পুরো পরিবেশকে আলো ঝলমল করে তুলেছিল।ফিওনার চোখে এই দৃশ্য দেখার মুহূর্তে এক অদ্ভুত মিশ্রণ অনুভূত হলো—একদিকে বিস্ময়,অন্যদিকে আতঙ্ক। সে ভাবলো,সম্ভবত এটি জ্যাসপারের আরেক ড্রাগন সদস্য,যে কোনো বিশেষ কাজে এসেছে।কিন্তু যখন ড্রাগনটি কাছে আসতে

লাগলো,ফিওনার মনে একটি অসাধারণ শঙ্কা উদয় হলো।মুহূর্তেই ড্রাগনটি তার দুই পায়ের বড় বড় নখ দিয়ে ফিওনার কাঁধে খামচে ধরলো। ফিওনার বুকের মধ্যে এক দারুণ চাপ অনুভব হলো,সে মনে মনে ভাবলো—কি হচ্ছেটা কি?

পলকেই,ড্রাগনটি তাকে তুলে নিয়ে উড়াল দিল।ফিওনা তখন জোরে চিৎকার করতে লাগলো,‘কে তুমি ?

কোথায় নিয়ূ যাচ্ছো আমাকে? আমাকে ছেড়ে দাও!’ কিন্তু তার চিৎকারের আওয়াজ গ্লাস হাউজের মধ্যে কোথাও পৌঁছাচ্ছিল না।সে তার পা দুটো ছোটাছুটি করেনিচে নামার জন্য চেষ্টা করলো, কিন্তু সেই শক্তিশালী ড্রাগনের নখের চাপে তার সারা শরীর অস্থির হয়ে উঠলো।

বাতাসে উড়তে উড়তে ফিওনার মনে হচ্ছিল,সে যেন স্বপ্নের মতো এক

অভিজ্ঞতার মধ্যে ঢুকে পড়েছে—একদিকে অবিশ্বাস্য আর অন্যদিকে ভয়ঙ্কর।তার হৃদয় দ্রুত স্পন্দিত হচ্ছিল,আর মনে এক ভয়াবহ আশঙ্কা ছিল—সে কি সত্যিই কিড*ন্যাপ হতে যাচ্ছে?ড্রাগনের অদ্ভুত শক্তি আর অবরুদ্ধ অবস্থায়,ফিওনা বুঝতে পারছিল না সে কোথায় নিয়ে যাচ্ছে তাকে।”বিকেলে জ্যাসপার ল্যাবেই

ছিলো,তার মনে অদ্ভুত এক প্রশান্তি ছিল।আজকের দিনটি সে কাটিয়েছিল ল্যাবে, থারিনিয়াসের সঙ্গে কাজ করে।ফিওনা অসুস্থ থাকায় সংগ্রহ করার উপাদান ভেনাসে পাঠানো হয়নি,তাই আজকের কাজটি ছিল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

জ্যাসপার তার পরিকল্পনাটি পুরোপুরি গুছিয়ে নিয়েছিল।সে

থারিনিয়াসকে সব বুঝিয়ে দিয়েছে আর আগামীকালই তাকে উপাদানগুলো পাঠাতে হবে—এটাই ছিল তাদের মধ্যে করা আলোচনা। দ্রুত কাজটি অবিলম্বে শেষ করতে হবে,যাতে কিছুতেই সময় নষ্ট না হয়।

ল্যাবের,জ্যাসপার বসলো একটি টেবিলের সামনে।তার মনে ছিল ফিওনার জন্য চিন্তা,কিভাবে সে দ্রুত

সুস্থ হবে।কিন্তু সেদিকে মনোযোগ না দিয়ে সে তার কাজের দিকে ফিরে আসলো।ল্যাবের নথি আর উপাদানগুলো সঠিকভাবে প্রস্তুত করতে লাগলো।সবকিছু গুছিয়ে নিলে,সে নিশ্চিন্ত হতে পারবে যে,ভেনাসের জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে।

এখন তার মন শুধুই কাজের প্রতি নিবদ্ধ।সে জানে, থারিনিয়াসের সঙ্গে

তার আলোচনা অতি দ্রুত সম্পন্ন করতে হবে।একদিকে তার তীব্র কামনা আর অন্যদিকে ফিওনার জন্য চিন্তা—দুটোই তাকে দ্বন্দ্বে ফেলে দিচ্ছিল।কিন্তু সে জানতো,তার পরিকল্পনাগুলো বাস্তবায়িত না হলে সবকিছু অসম্পূর্ণ রয়ে যাবে।রাতে যখন জ্যাসপার গ্লাস হাউজে ফিরলো,তখন তার প্রথম গন্তব্য ছিল ফিওনার কক্ষ।কিন্তু সেখানে

পৌঁছাতে দেখলো, ফিওনা নেই।তার হৃদয়ে অস্বস্তি ছড়িয়ে পড়লো।সে দ্রুত বাকিদের কক্ষে খোঁজ করতে লাগলো,কিন্তু তাদের মধ্যে কোথাও ফিওনাকে পাওয়া গেল না।কিচেন এবং লিভিং রুমের পাশ দিয়েও এসেছিল,কিন্তু সেখানে কেউই ছিল না।অথচ,ফিওনার অদৃশ্যতা জ্যাসপারের মনে উদ্বেগের জন্ম দিল।সে ভাবতে লাগলো,কোথায়

চলে গেলো ফিওনা?তার অসুস্থতার কারণে সে চিন্তিত ছিল আরএমনিতেই উদ্বিগ্ন।

অবশেষে,সে অ্যাকুয়ারার কক্ষে পৌঁছাল।সেখানে গিয়ে অ্যাকুয়ারাকে প্রশ্ন করলে,সে জানালো,“আজ বিকেল থেকে আমি ফিওনার কক্ষে যাইনি।তবে এখন আমি খাবার আর ঔষধ দিতে যাচ্ছিলাম।”

জ্যাসপার পুরো গ্লাস হাউজটি তন্ন তন্ন করে খুঁজলো,কিন্তু কোথাও ফিওনার কোনো খবর নেই।বাকিরাও —অ্যাকুয়ারা, এথিরিয়ন,থারিনিয়াস— সবাই মিলে তাকে খুঁজতে বের হলো। কিন্তু ফলস্বরূপ,তাদের প্রচেষ্টা বিফল হলো।ফিওনা যেন কোথাও হারিয়ে গেছে,আর এই ভাবনা জ্যাসপারের মাথায় অশান্তির সঞ্চার করছে।

আবেগে কেঁপে উঠা জ্যাসপার,যখন অবশেষে আবার ও অ্যাকুয়ারার কাছে পৌঁছালো,তখন তার ক্রোধ আর উদ্বেগের মিলিত অনুভূতিতে সে অ্যাকুয়ারার দুই বাহু শক্ত করে চেপে ধরলো।“আমি তোমাকে দায়িত্ব দিয়েছিলাম ফিওনার!এই তোমার দায়িত্ব পালন ?কোথায় আমার ফিওনা?” তার গর্জন প্রায়

পুরো গ্লাস হাউজে প্রতিধ্বনিত হলো।

জ্যাসপারের এমন আচরণ দেখে অ্যাকুয়ারার চোখে বিস্ময় উদয় হলো।সে ভাবলো,“এটা কী হচ্ছে? কেন সে এত রেগে আছে?”অ্যাকুয়ারার জন্য এটি এক অস্বাভাবিক পরিস্থিতি ছিল—জ্যাসপার এমনভাবে ধমকাচ্ছে,যেন

সে একজন ড্রাগন নন,বরং একটি পাগল প্রেমিক।

তখন পাশেই দাঁড়িয়ে থাকা আলিসা সিলভা,পরিস্থিতি দেখে খুবই আশ্চর্য হয়ে গেলেন।“প্রিন্স,এটা কি ঠিক হচ্ছে?আপনি অ্যাকুয়ারাকে এভাবে ধমকাচ্ছ কেন?সে তো আপনার জন্য সবকিছু করছে!”

একের পর এক চিন্তা ও অনুভূতি ঝড়ের মতো একে অপরের সঙ্গে

মিলিত হচ্ছিল।জ্যাসপারের মনে ফিওনার জন্য গভীর উদ্বেগ ছিল,কিন্তু তার এই উত্তেজনা যেন সবকিছুকে বিপর্যস্ত করে তুলছিল। এখন সে চাইছিল যে,যেভাবেই হোক ফিওনাকে খুঁজে বের করতে হবে।

“আমার ফিওনা কোথায়?”—এটা ছিল তার একমাত্র চিন্তা, যেন পুরো গ্লাস হাউজের পরিবেশে একটি সংকটের চিত্র তুলে ধরছে।অ্যালিসা

অবাক হয়ে প্রশ্ন করলো,“ আর হ্যাঁ প্রিন্স,আপনার ফিওনা মানে?”

জ্যাসপার তখন রাগান্বিত ভঙ্গিতে তাকিয়ে বললো,“জাস্ট সাট আপ! তোমার এসব অহেতুক প্রশ্ন করা বন্ধ করো এই মুহূর্তে।নাহলে ফল খুব খারাপ হবে।”তার চোখে যেন আগুন জ্বলছিল।

তারপর,আরও দৃঢ়তার সঙ্গে সে ঘোষণা করলো,“আমি সবাইকে বলে

দিচ্ছি,যদি ফিওনার কিছু হয়,আমি পুরো গ্লাস হাউজ জালিয়ে দিবো!”

এ কথায় সেখানকার সবাই অবাক হয়ে গেল।থারিনিয়াস আর অ্যাকুয়ারার কাছে এটি পরিচিত ছিল,কারণ তারা জানতো জ্যাসপার ও ফিওনার সম্পর্কের গভীরতা।কিন্তু বাকিদের কাছে,যারা এই সম্পর্কের বিষয়ে কিছুই জানত না, তাদের

জন্য এটি এক বিস্ময়কর আর ভয়ংকর ঘোষণা ছিল।

তারা ভাবছিল,“কী ঘটছে এখানে? প্রিন্স কেন এমন রেগে আছে?ফিওনা কোথায়?” তাদের মনে অসংখ্য প্রশ্ন উঁকি দিতে লাগলো।জ্যাসপারের এই উত্তেজনা আর আতঙ্কের মধ্যে, বাকিদের মধ্যে শঙ্কা ও উদ্বেগ ছড়িয়ে পড়তে লাগলো।সবাই বুঝতে পারলো,ফিওনার অনুপস্থিতি শুধুমাত্র

একটি ছোট সমস্যা নয়;এটি একটি বৃহত্তর সংকটের সংকেত।

এই সময়,জ্যাসপারের মনোভাব ছিল যেন সে পুরো বিশ্বকে অগ্নিদগ্ধ করতে প্রস্তুত,যদি তার হামিংবার্ড ফিওনার কিছু হয়ে যায়।

এথিরিয়ন তখন প্রশ্ন করলো,“জ্যাসু ভাইয়া,ফিওনা আজকে আমাকে বলেছিলো সে একটু বাইরে যেতে চায়,কিন্তু আমি তো তোমার আদেশে

মানা করেছিলাম।তাহলে কি সে বাইরে গেলো?”

জ্যাসপার কিছুক্ষণ চুপ থেকে বললো,“ও একা কিভাবে বাইরে যাবে?মেইন দরজায় প্যানেল কোড ওর জানা নেই।যদি না তুই ওকে সাহায্য করিস।”এথিরিয়ন মাথা নিচু করে বললো,“কিন্তু ভাই,আমিতো ওকে সাহায্য করিনি!”

জ্যাসপারের মুখে ক্রোধের ছাপ ছিল।হঠাৎই তার মাথায় কিছু একটা ঢুকলো।“কী?!তুই সত্যিই ওকে সাহায্য করিসনি?”এই প্রশ্নের উত্তরে এথিরিয়নের মুখ থেকে কোনো উত্তর বেরোলো না।

তখন,জ্যাসপার হঠাৎ করে দ্রুততার সাথে ছাদে দৌড়ে গেলো।তার মনে একটি আতঙ্কের অনুভূতি ছিল। ফিওনা যদি সত্যিই বাইরে চলে

যায়,তাহলে তার নিরাপত্তা নিয়ে গভীর উদ্বেগ জন্ম নিচ্ছিল।

ছাদের দিকে ছুটে যাওয়ার সময়,জ্যাসপার নিজের অজান্তেই ভাবতে লাগলো,“ও যদি সত্যিই বাইরে চলে যায়, তাহলে আমি কীভাবে তাকে রক্ষা করবো?”তার মনে তখন কেবল ফিওনার চিত্র ভাসছিল,আর সেই সঙ্গে তার অসহায়তা।এথিরিয়ন,জ্যাসপারের

ছাদে যাওয়ার পানে তাকিয়ে ভাবছিল,“তাহলে কি সে সত্যিই চলে গেছে?আমি কিছুই জানি না।” তাদের মধ্যে চলছিল এক আতঙ্কের খেলা,আর জ্যাসপার নিজেকে প্রস্তুত করছিল,যেন কিছু ঘটলে তার সর্বাত্মক চেষ্টা থাকবে ফিওনাকে রক্ষার।

জ্যাসপার ছাদে উঠেই চারপাশ ভালো করে দেখতে লাগলো। তার

হৃদয়ে একটি অজানা উদ্বেগ ছড়িয়ে পড়ছিল।হঠাৎ, তার চোখে পড়লো কিছু একটি।দ্রুততার সঙ্গে সেটি তুলে নিয়ে তার চোখ দুটো বড় বড় হয়ে গেল—ফিওনার কানের দুল।

ড্রাগন যখন ফিওনার কাঁধে ধরে নিচ্ছিলো,তখন একটি কানের দুল পড়ে যায়।জ্যাসপার সেটি হাতে নিয়ে ভালো করে দেখলো।এক মুহূর্তের জন্য তার মনে

হলো,“এখনই ফিওনা ছাদেই ছিলো!” কিন্তু এর পরেই মনে হলো,“তাহলে সে কোথায় গেলো?”এই চিন্তায় জ্যাসপার ছাদের ফ্লোরে হাঁটু গেড়ে বসে পড়লো। কানের দুলটা হাতে নিয়ে,বিষণ্ণ গলায় বললো,“হামিংবার্ড, কোথায় চলে গেলে তুমি?তোমার কোনো বিপদ হয়নি তো? যদি তোমার কিছু হয়ে যায়,আমার সব দোষ।তিন দিন

তোমার থেকে দূরে থাকাই আমার উচিত হয়নি।”

তার কথায় গভীর উদ্বেগ আর প্রেমের উষ্ণতা ছিল। মনে হচ্ছিল, যেন ফিওনার অনুপস্থিতি তার সমস্ত সুখকে কেড়ে নিয়েছে। জ্যাসপার অনুভব করছিল,এই মুহূর্তে তার হৃদয়ের সমস্ত আবেগ ফিওনার জন্যই সৃষ্টি হয়েছে।

জ্যাসপার কানের দুলটি তার কাছে ধরে আরও একবার ফিওনাকে ডাকার চেষ্টা করলো, “হামিংবার্ড,আমি তোমাকে খুঁজে বের করবোই।ফিরে এসো আমার কাছে তুমি,আমি তোমাকে হারাতে দেবো না।”জ্যাসপার আর অপেক্ষা করতে পারলো না।ছাদ থেকে দ্রুত নেমে এসে পাহাড়ের পাদদেশে দাঁড়াল। মুহূর্তের মধ্যে,সে নিজের ড্রাগন রূপ

ধারণ করলো।বিশালাকৃতির, সবুজ আঁশের মধ্যে বিদ্যুতের মতো জ্বলজ্বল করতে লাগলো তার দেহ। ড্রাগন হিসেবে তার শ্বাসে গর্জন আর হৃদয়ে একটানা উত্তেজনা ছিল।

পাহাড়ের পাদদেশ থেকে আকাশে উড়াল দিলো।তার পাখার প্রতিটি টানে যেন বাতাসও কেঁপে উঠলো। পুরো পুষ্পরাজ পাহাড় এখন তার সামনে।সেখানে সে ফিওনাকে খুঁজে

বের করার জন্য তন্নতন্ন করে দেখতে লাগলো।প্রতিটি জায়গা, প্রতিটি কোণ,যেখানে ফিওনার পদচিহ্ন পড়তে পারে—সেই সব জায়গায় নজর রাখছিল।

জ্যাসপারের হৃদয়ে ছিল এক অদম্য ইচ্ছা।সে জানত, ফিওনা যদি বিপদে পড়ে থাকে,তাহলে তাকে উদ্ধার করতে হবে।সে কল্পনা করছিল,কিভাবে ফিওনাকে আবার

ফিরে পাবে ,কিভাবে তারা আবার একসাথে ফিরে আসবে।

“হামিংবার্ড,তুমি কোথায়?”—অন্ধকার আকাশে গর্জন করে উঠলো জ্যাসপার।তার ড্রাগন রূপের শক্তি আর সাহস যেন তাকে আরও উজ্জীবিত করছিল।পাহাড়ের প্রতিটি অংশে পৌঁছানোর জন্য সে প্রস্তুত ছিল।ফিওনাকে খুঁজে বের করতে, সে এখন আর কোনো বাধা মানতে

চায় না।টানা দু’দিন ধরে জ্যাসপার পাহাড় আর চীনের শহর দুটিতে ফিওনাকে খুঁজে বেড়াচ্ছে।কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত,সে কোথাও তাকে খুঁজে পায়নি।তার মনে হচ্ছে,ফিওনার পক্ষে একা এই বিশাল পাহাড়ে থেকে বের হয়ে যাওয়া সম্ভব নয়। এই পাহাড় পাড়ি দিতে হলে মহাসমুদ্রের বিশালতা পার করতে

হবে আর তাও কেবল পাখি কিংবা ড্রাগনের সাহায্য ছাড়া সম্ভব নয়।

জ্যাসপার পাহাড়ের এক কোণে দাঁড়িয়ে আছে।তার চোখ-মুখে দৃঢ়তা রয়েছে,কিন্তু মনে মনে অস্থিরতা আর দুশ্চিন্তা বাড়তে থাকে।তার হৃদয়ে যেন ঝড় বয়ে যাচ্ছে। চোখের কোণে গড়িয়ে পড়া পানির মতো দেখতে কিছু,কিন্তু এটি পানির ফোঁটা নয়—এটি র*ক্ত।ড্রাগনরা সাধারণত কাঁদে

না,কিন্তু যখন তারা কাঁদে,তখন তাদের চোখের পানি হয় র*ক্ত।এক ফোঁটা রক্ত হাজার হাজার পানির ফোঁটার সমতুল্য।জ্যাসপারের হৃদয়ে ব্যথা,উদ্বেগ আর অস্থিরতা একত্রে জড়ো হয়েছে।“কোথায় তুমি,হামিংবার্ড?”—তার মুখে হঠাৎ উচ্চারিত এই প্রশ্ন,যেন আকাশের দিকে ছুঁড়ে দিচ্ছে তার শোক ও হতাশা।সে জানে,তাকে এই

বিপদজনক পরিস্থিতি থেকে উদ্ধার করতে হবে।

জ্যাসপারের র*ক্তাভ চোখগুলোতে সংকল্প জেগে ওঠে। সে এবার আর থামবে না,তাকে এই পাহাড়ের কোণে থেকে বেরিয়ে আসতেই হবে।সে জানে,ফিওনার জন্য তার প্রেম আর ভালোবাসাই তার বড় শক্তি।

অবশেষে জ্যাসপার একটি সিদ্ধান্তে পৌঁছালো।সে জানে, এভাবে খুঁজে পাওয়া সম্ভব নয়।দ্রুত সে ল্যাবে গেলো, যেখানে সে কিছু করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে।তার মনে হঠাৎ করে ফিওনার গলায় থাকা লকেটটির কথা মনে পড়লো—যেটা সে ফিওনাকে দিয়েছিল।এই লকেটের মাধ্যমে ফিওনার অবস্থান জানা সম্ভব,কিন্তু কেবলমাত্র তখনই

যখন ফিওনা লকেটের পাথরে আঙুল স্পর্শ করবে।জ্যাসপার ল্যাবের দিকে দ্রুত পা বাড়ায়,তার হৃদয়ে আশার একটি নতুন আলো জ্বলে ওঠে।সে জানে,ফিওনা যদি সত্যিই লকেটটি স্পর্শ করে থাকে,তাহলে সে তার অবস্থান সনাক্ত করতে পারবে।ল্যাবে পৌঁছার পর সে দ্রুত লকেটটির প্রযুক্তিগত দিকটি খতিয়ে দেখতে লাগলো।

অভ্যন্তরে থাকা ডিভাইসটি চালু করতে গিয়ে,জ্যাসপার তার মনে আশার সঞ্চার করে।সে লকেটের ফাংশনগুলো পরীক্ষা করতে থাকে,তার মুখে একটি উজ্জ্বল আশা দেখা দেয়। ফিওনার জন্য তার ভালোবাসা তাকে এই বিপজ্জনক পরিস্থিতির মোকাবেলা করতে বাধ্য করছে।

“তোমাকে খুঁজে বের করবোই আমি হামিংবার্ড,” সে নিজের মনে মনে প্রতিজ্ঞা করে।”তোমার কোন বিপদ হলে আমি সেটা সহ্য করতে পারবো না।”সুতরাং,প্রস্তুতি সম্পন্ন করে,জ্যাসপার লকেটটির সক্রিয়করণের জন্য প্রস্তুত হল,আশা করে যে ফিওনা শীঘ্রই লকেটের পাথর স্পর্শ করবে আর সে তার অবস্থান খুঁজে পাবে।

জ্যাসপার যখন ল্যাবের ডিভাইসের স্ক্রীনে “ইরর” লেখা দেখলো,তখন তার হৃদয়ে এক বিষণ্ণতা নেমে এল।ফিওনা একবারের জন্যও লকেটের পাথর স্পর্শ করেনি।এটাই তো তার জন্য একমাত্র আশা ছিল। মাথায় হাজারো চিন্তা ঘুরপাক খাচ্ছিল—কোথায় থাকতে পারে ফিওনা?তার কি কোনো বিপদ হয়েছে?অসহ্য হতাশায় ভেঙে

পড়ে,জ্যাসপার ল্যাবের সমস্ত কিছু উল্টে-পাল্টে দিতে শুরু করলো। কম্পিউটার স্ক্রীনগুলো, গবেষণার উপকরণ,এমনকি যন্ত্রপাতিগুলো—সবকিছু ভা*ঙচুর করতে লাগলো। তার চিৎকারগুলো ল্যাবের দেয়ালগুলিকে প্রতিধ্বনিত করে। “কেনো তুমি রকেট স্পর্শ করছো না হামিংবার্ড?কোথায় তুমি, কিভাবে আছো?”

ল্যাবের মাঝে এক ভয়ঙ্কর ধ্বংসাত্মক পরিবেশ তৈরি হল। সমস্ত প্রযুক্তির শোকরূপে,সে যেন নিজের ভেতরের ক্রোধকে বাইরের জগতের প্রতিফলন করছিল।প্রিয় মানুষটির জন্য, সে নিজেকে সম্পূর্ণভাবে বিলীন করতে চাইছিল। কিন্তু যতই সে ধ্বংসাত্মক আচরণ করুক,ফিওনার জন্য তার ভালোবাসা তাকে বাধা দিচ্ছিল।“এভাবে কিছু

হবে না,” সে নিজেকে মনে করালো। “জ্যাসপার শান্ত হো তোকে এই মুহূর্তে ঠান্ডা মাথায় কাজ করতে হবে,ফিওনাকে খুঁজে বের করতে হবে,তাকে বাঁচাতে হবে।”একটু শান্ত হয়ে,জ্যাসপার এক মিনিটের জন্য থেমে গেলো। গা থেকে রাগের উত্তাপ বের করতে সে চোখ বন্ধ করলো। ধীরে ধীরে,সে ল্যাবের গ্লাসের দেয়ালের দিকে

তাকিয়ে থাকলো,যেন তার ভেতর থেকে অন্য কোনো জগতের দিকে তাকাচ্ছে। সে জানে,তাকে নতুনভাবে চিন্তা করতে হবে।

অবশেষে,জ্যৈ প্রতিজ্ঞা করলো,“আমি তোমাকে খুঁজে বের করব,হামিংবার্ড। আমি কোনওভাবে তোমাকে আমার কাছ থেকে হারিয়ে যেতে দিবো না।”এখন,ভাঙা যন্ত্রপাতিগুলোর মাঝে দাঁড়িয়ে,জ্যাসপার তার চিন্তা

পরিষ্কার করতে লাগলো।ফিওনার অবস্থান সনাক্ত করতে কিছু নতুন উপায় বের করার চেষ্টা করবে। কারণ সে জানে,এই যুদ্ধ তার জন্য শেষ নয়,বরং নতুন একটি শুরু। ফিওনা ধীরে ধীরে জ্ঞান ফিরে পায়। চারপাশ অন্ধকার, কিন্তু সময়ের সঙ্গে সঙ্গে তার চোখ অন্ধকারের সঙ্গে অভ্যস্ত হয়ে ওঠে।গুহার দেয়াল থেকে এক রকম ঠান্ডা আর্দ্রতা তার

ত্বকে অনুভূত হচ্ছে।এক বিরাট শূন্যতার মধ্যে সে নিজেকে খুঁজে পায়—গুহার প্রশস্ততা তার অস্তিত্বকে ক্ষুদ্রতর মনে করায়।

তার হাত পিছনে শক্ত বাঁধা।প্রতিটি চেষ্টা তার কব্জিতে ব্যথা বাড়াচ্ছে,কিন্তু সে থামছে না।"জ্যাসপার!"সে চিৎকার করে। তার কণ্ঠস্বর গুহার দেয়ালগুলোয় প্রতিধ্বনিত হয়,আবার তার নিজের

দিকে ফিরে আসে। যেন এই অন্ধকার গুহা তার চিৎকারকে চেপে ধরছে।

হঠাৎ,গুহার দূর থেকে এক সুতীব্র গর্জনের শব্দ তার মনোযোগ কেড়ে নেয়।শব্দটি যেন পাথরের দেয়াল কাঁপিয়ে দিচ্ছে।ফিওনার হৃদয় দ্রুত গতিতে ধড়ফড় করতে থাকে।”এটা কি?সে নিজেকে প্রশ্ন করে।

সে টের পায়,তার আশেপাশে কারো উপস্থিতি আছে। অন্ধকারের ভেতর,এক জোড়া উজ্জ্বল চোখ ঝিকিমিকি করছে।বিশাল লম্বা ছায়ামূর্তি ধীরে ধীরে তার দিকে এগিয়ে আসছে।এটি সেই ড্রাগন,যে তাকে ব*ন্দী করেছে।তার সোনালী আঁশগুলো অন্ধকারেও জ্বলজ।গভীর গুহার নীরবতা যেন এক শূন্যতার গল্প বলে। কালো অন্ধকারে মিশে

থাকা প্রতিটি ছায়া যেন ফিওনার ক্ষীণ সাহসকে তীক্ষ্ণ ছুরির মতো চিরে ফেলতে চায়।তার হাতদুটি পেছনে শক্ত দড়ি দিয়ে বাঁধা, আর পাথুরে মেঝের শীতলতা তার দেহে বয়ে আনে অবর্ণনীয় ক্লান্তি। তবুও,তার চোখে এক অদম্য আলো জ্বলজ্বল করছে—প্রত্যাশার আলো।

“জ্যাসপার কোথায় আপনি ?...”সে ফিসফিস করে,তার কণ্ঠ যেন

বাতাসে হারিয়ে যায়।গুহার দেয়ালগুলো প্রতিধ্বনিতে ভরে ওঠে, যেন অন্ধকারই তার কণ্ঠকে গ্রাস করতে চায়।তবু তার বিশ্বাস অটুট। চারপাশ থেকে গভীর,রহস্যময় শব্দ ভেসে আসে—মাঝে মাঝে পাথরের চাঙড় খসে পড়ে,কখনো হাওয়ার গর্জন, আর কখনো ...দূর থেকে শোনা যায় থমথমে গর্জন, যেন কোনো অজানা শক্তি সতর্ক করে

দিচ্ছে তার উপস্থিতি।ফিওনার মন বারবার প্রশ্নে ঘুরপাক খায় —“কোথায় আমি?কেন আমাকে এখানে আনা হল?”তবু তার মনের গভীরে এক দৃঢ় বিশ্বাস, এক অবিচল প্রত্যাশা জেগে থাকে।“ প্রিন্স,”সে আবার ফিসফিস করে,কিন্তু এবার তার স্বরে দৃঢ়তা।”আপনি আমায় খুঁজে পাবেন।আমি জানি আপনি আসবেন।”

আচমকা গুহার মেঘলা নীরবতায় এক চঞ্চলতা দেখা দিল।গুহার দেওয়াল যেন কেঁপে উঠল,পাথরের ফাটলগুলো থেকে হালকা আলো ছড়িয়ে পড়ল।দড়ি বাঁধা অবস্থায় ফিওনা কেবল অনুভব করতে পারল, কিছু একটার আগমন।বাতাস ভারী হয়ে উঠেছে, আশপাশের পরিবেশে যেন অদৃশ্য কোনো শক্তির ছোঁয়া।

এবং ঠিক সেই মুহূর্তে,এক তীক্ষ্ণ গর্জন গুহার নিস্তব্ধতাকে বিদীর্ণ করে দিল।গর্জনের ধ্বনি তার হৃদয়কে একধরনের সাহস এনে দিল। ফিওনার চোখ বন্ধ হয়ে গেল,কিন্তু তার মনে ভেসে উঠল জ্যাসপারের দৃঢ় মুখ।

আলো ক্রমেই বাড়ছে।হঠাৎ,একটি ছায়ামূর্তি গুহার প্রবেশমুখে দৃশ্যমান হলো।ফিওনার হৃদয় দ্রুত ধুকপুক

করতে লাগল।পাথরের স্তূপ ভেঙে ফেলে,আগুনে ঝলসে ওঠা চেহারা নিয়ে জ্যাসপার গুহায় প্রবেশ করল। তার ড্রাগন আকৃতি যেন গুহার সমস্ত অন্ধকারকে গ্রাস করে নিল।“আমি জানতাম আপনি আসবেন,” ফিওনার কণ্ঠ এবার শান্ত,কিন্তু তাতে সাহসের ঝলক।

জ্যাসপার তার দিকে এগিয়ে এলো,তার চোখে আগুনের শিখা

আর চোয়ালে দৃঢ়তা।”তুমি কি ভেবেছিলে হামিংবার্ড,আমি তোমাকে ছেড়ে যেতে পারি? তার কণ্ঠ গভীর,কিন্তু তাতে এক ধরনের মমতা মিশে আছে।

তারপরে শুরু হলো লড়াই।গুহার অন্ধকার থেকে একটি মনস্টার বেরিয়ে এলো,বিশালকায় আকৃতি আর ধারালো দাঁত নিয়ে।তার চোখগুলো যেন আগুনের মতো

জ্বলছে।জ্যাসপার তার ড্রাগন শক্তি নিয়ে লড়াই শুরু করল।পাথর ভাঙার শব্দ,আগুনের শিখা,আর মনস্টারের গর্জনে গুহাটি যেন কাঁপছে।

ফিওনা দড়ি থেকে মুক্ত হয়ে পাশে দাঁড়িয়ে দেখল,তার রক্ষাকর্তা কীভাবে জীবনের জন্য লড়াই করছে।তার মনে তখন একটাই কথা,“জ্যাসপার আমার জন্য

আসবেই,সে কখনো পিছু হটবে না।”

লড়াই শেষ হলো।জ্যাসপার বিজয়ী হলো।তার ড্রাগন আকৃতি আবার মানুষের রূপ নিল।ফিওনার দিকে তাকিয়ে বলল,”তুমি আমার পৃথিবী,হামিংবার্ড।আমি তোমার জন্য শেষ র*ক্তবিন্দু পর্যন্ত লড়ব।”

এই মুহূর্তে ফিওনা জানল,সে কেবল নিরাপদ নয়,বরং সে এমন একজন

যোদ্ধার ভালোবাসায় আবদ্ধ।যে তার জন্য দুনিয়ার যেকোনো প্রতিকূলতার মুখোমুখি হতে প্রস্তুত।ফিওনা ধীরে ধীরে চোখ খুলল।চারপাশে নীরবতা। পাথরের গন্ধে ভারী বাতাস।গুহার দেওয়ালের শীতলতা যেন তার ত্বকে অনুভূত হচ্ছে।সে ধীরে ধীরে বুঝতে পারল,যা কিছু সে এতক্ষণ দেখছিল —জ্যাসপারের প্রবেশ,তার সাহসী

লড়াই,তার কথা—সবই ছিল একটি স্বপ্ন।

“এটা কি শুধুই কল্পনা ছিল?”তার গলা ভেঙে এল, আর হৃদয়ে এক অদ্ভুত শূন্যতা গ্রাস করল।

চারপাশে তাকিয়ে ফিওনা অনুভব করল,সে একেবারেই একা।সেই জ্বলন্ত চোখের মনস্টার বা জ্যাসপারের আগমন,কোনো কিছুরই আর চিহ্ন নেই।তার হাত এখনও

দড়ি দিয়ে বাঁধা।বাতাসে ভেসে বেড়ানো গুহার ভুতুড়ে নীরবতা যেন তার একাকিত্বকে আরও প্রকট করে তুলছে।

সে তার মনে বারবার নিজের সান্ত্বনা দিতে চাইল,"না, এটা শুধু কল্পনা হতে পারে না।জ্যাসপার আমাকে খুঁজে পাবে।সে নিশ্চয়ই আসবে।"কিন্তু সময় যেন থমকে গেছে।যতক্ষণে তার প্রতীক্ষা দীর্ঘ

হচ্ছে,ততই সন্দেহ দানা বাঁধছে মনে।“যদি সে না আসে?যদি সে জানতেই না পারে আমি কোথায়?”

ফিওনার মনে একদিকে ভয়,আরেকদিকে আশা।একা গুহার গভীরে ব*ন্দি,তার মনে হচ্ছিল যেন সময় আর বাস্তবতা তার বিরুদ্ধে কাজ করছে।

তবু,সে নিজের মনকে শক্ত করল।“আমি নিজেকে হারাতে পারি

না।যদি সে আমাকে খুঁজে না পায়,তবে আমাকেই বেরিয়ে আসতে হবে।”

তার চোখ দুটি গুহার চারপাশে ঘুরে বেড়াল।দেয়ালের কোথাও কোনো ফাটল বা আলোর চিহ্ন খুঁজতে লাগল। তার হাতের দাঁড়িগুলো ধীরে ধীরে টানতে শুরু করল, জানত এটা সহজ হবে না।

গুহার নীরবতার মধ্যে হঠাৎ এক তীক্ষ্ণ আওয়াজ শুনতে পেল।দূরে কোথাও যেন পাথর গড়িয়ে পড়ছে। তার হৃদয় আবার জেগে উঠল।“এটা কি... জ্যাসপার?”অথবা,হতে পারে,এই আওয়াজ কোনো নতুন বিপদের আগমনী বার্তা।

ফিওনার মনে আশা আর আতঙ্কের মিশ্রণ।এই অন্ধকার তাকে গ্রাস করার আগে,তাকে নিজেকে মুক্ত

করতে হবে।আর যদি কেউ তার দিকে আসেও,সে জানত না,সেটা জ্যাসপার নাকি আরেকটি দুঃস্বপ্ন।

ফিওনা হাতের বাঁধন মুক্ত করার জন্য মরিয়া হয়ে চেষ্টা করছিল।দড়ি শক্ত হলেও কোথাও যেন আলগা ছিল, যেন কেউ ইচ্ছাকৃতভাবে শক্ত করে বাঁধেনি।তার হাতগুলো ধীরে ধীরে ঘামছিল,কিন্তু সে চেষ্টা থামালো না।অবশেষে,এক পর্যায়ে দড়ির গিঁট

আলগা হয়ে গেল।সে দ্রুত হাত দুটো মুক্ত করে নিল এবং কাঁধ মচকালো। মুক্তির স্বাদে তার মনে সামান্য স্বস্তি এলেও,এই গুহার গভীর অন্ধকার তাকে মনে করিয়ে দিল যে আসল চ্যালেঞ্জ এখনো শেষ হয়নি।

“সোনালী ড্রাগন...”ফিওনার মনে হঠাৎ সেই ড্রাগনের কথা ভেসে উঠল।সে কীভাবে তাকে এখানে

ধরে এনেছিল,তার চোখের সেই রহস্যময় দৃষ্টি,যেন সে জানত ফিওনা এখান থেকে বেরিয়ে যেতে পারবে না। ফিওনা বুঝতে পারল,তাকে আলগা করে বেঁধে রাখা হয়েছিল একটাই কারণে—এই গুহা তার কাছে আরেকটি অদৃশ্য কারাগার।

সে ধীরে ধীরে উঠে দাঁড়াল।পাথরের মেঝে তার পায়ের নিচে শীতল অনুভব হচ্ছিল।তার মন বারবার

প্রশ্ন করতে লাগল,”এই গুহা থেকে বের হওয়ার পথ কোথায়?এখানে কতটা বিপদ লুকিয়ে আছে?”

গুহার দেয়াল ছুঁয়ে ছুঁয়ে সে হাঁটতে শুরু করল। চারপাশে নীরবতা,শুধু দূরের কোথাও থেকে পানির শব্দ শোনা যাচ্ছিল।পাথরের দেয়ালগুলো শীতল আর ভেজা।গুহার প্রতিটি কোণ যেন তাকে আরেকটি ধাঁধার মধ্যে ঠেলে দিচ্ছিল।ফিওনার মনে

বারবার প্রশ্ন জাগল,”ড্রাগন কেন আমাকে মুক্তির সুযোগ দিল?সে কি চায় আমি কিছু খুঁজে পাই?নাকি এটা শুধু একটা পরীক্ষা?”

সে হঠাৎ এক স্থানে থমকে দাঁড়াল। দেওয়ালের ফাঁকে একটি ছোট আলোর রেখা দেখা যাচ্ছে।তার চোখ জ্বলজ্বল করে উঠল।”আলো মানে তো বাইরের দুনিয়া, হয়তো এখান থেকেই আমি বের হতে পারি!”

কিন্তু ঠিক তখনই,গুহার গভীর থেকে এক হিমশীতল শব্দ ভেসে এল। শব্দটা ভারী আর গভীর,যেন কারও শ্বাসের শব্দ।ফিওনা স্থির হয়ে দাঁড়াল।তার মনে হল, গুহায় সে একা নয়।ফিওনা চারপাশে কোনো পথ খুঁজে পাচ্ছিল না। অন্ধকার গুহার দেওয়ালগুলো যেন তাকে ঘিরে ধরেছিল,তার মুক্তির সম্ভাবনাকে দূরে ঠেলে দিয়েছিল।

হতাশার ভারে ক্লান্ত হয়ে সে মাটিতে ধপাস করে বসে পড়ল।তার চোখ ভিজে উঠল,আর মনটা যেন কেঁদে উঠল।নিঃসঙ্গতা আর অনিশ্চয়তা তাকে গ্রাস করছিল।

হঠাৎ,ফিওনার মনে পড়ল তার গলায় থাকা লকেটের কথা।দ্রুত জামার ভেতর হাত ঢুকিয়ে লকেটটা বের করল।লকেটটা তার হাতের স্পর্শে ধীরে ধীরে উজ্জ্বল হয়ে

উঠল,মৃদু সবুজ আলো ছড়িয়ে পড়ল অন্ধকার গুহায়।আলো এতটাই মায়াময় ছিল যে,মুহূর্তের জন্য গুহার চারপাশটা যেন রহস্যময় জগতে পরিণত হলো।

ফিওনা লকেটের উজ্জ্বল পাথরে হাত রেখে বুকে চেপে ধরল।তার কণ্ঠ ভেঙে গেল,"আমি কি আর আপনার কাছে ফিরতে পারব না?আপনাকে আর দেখতে পারব না

জ্যাসপার?”এদিকে,বহু দূরে জ্যাসপার তার ল্যাবে বসে ছিল।তার চারপাশে ল্যাবের আধুনিক ডিভাইসগুলোর অবশিষ্টাংশ ছড়িয়ে-ছিটিয়ে ছিল—সবই ভাঙা। সেগুলো নিজের হাতেই ধ্বং*স করেছিল সে,কারণ ফিওনাকে হারানোর পর থেকে সেগুলোকে অর্থহীন মনে হচ্ছিল।

কিন্তু হঠাৎ তার স্মার্ট ঘড়িটা কম্পন দিতে শুরু করল। ঘড়ির পর্দায় ছোট্ট একটি নীলচে-সবুজ সিগন্যাল জ্বলজ্বল করে উঠল।জ্যাসপার দ্রুত ঘড়ির দিকে তাকাল।"এটা... এটা তো ফিওনার লকেটের সিগন্যাল!"

সে সঙ্গে সঙ্গেই স্মরণ করল,ফিওনার লকেট তার নিজস্ব প্রযুক্তিতে তৈরি করা।লকেটের পাথরের ভেতরে একটি অত্যাধুনিক কম্পিউটার চিপ

বসানো ছিল,যা শুধুমাত্র ফিওনার স্পর্শে সক্রিয় হবে।ফিওনা যখনই লকেট স্পর্শ করবে সেটা সংকেত পাঠাবে জ্যাসপারের স্মার্ট ঘড়িতে।

জ্যাসপার তৎক্ষণাৎ উঠে দাঁড়াল। তার চোখে এক ঝলক আশা জ্বলে উঠল।"ফিওনা...তুমি বেঁচে আছ! আমি আসছি।"

সে দ্রুত তার ল্যাবের কোণায় রাখা ছোট জেটপ্যাকটি তুলে নিল, এটি

ছিল তার নিজস্ব ডিজাইন করা একটি দ্রুতগামী ফ্লাইট ডিভাইস,যা সংকেত অনুসরণ করে সঠিক স্থানে পৌঁছতে পারে।সে তার স্মার্ট ঘড়ি থেকে সিগন্যাল ট্র্যাক করে লকেটের অবস্থান নির্ধারণ করল।জ্যাসপারের স্মার্ট ঘড়ির পর্দায় হঠাৎই একটি তিন-মাত্রিক মানচিত্র ভেসে উঠল। নীলচে-সবুজ আলোয় আঁকা মানচিত্রটি ধীরে ধীরে স্পষ্ট হয়ে

উঠতে লাগল।একটি পাহাড়ের নাম জ্বলজ্বল করে দেখা গেল— “শিলা ক্লিফ”।

শিলা ক্লিফ ছিল পৃথিবীর অন্যতম রহস্যময় এবং দুর্গম স্থান।পাহাড়টি ছিল আকাশছোঁয়া,শিখরের চারপাশে সবসময়ই মেঘ জমে থাকত।এর পাদদেশে গভীর অরণ্য এবং প্রবল নদীর গর্জন শোনা যেত।পাহাড়ের ঢালগুলো ছিল খাড়া এবং

বিপজ্জনক,যেখানে মানুষের পা রাখা প্রায় অসম্ভব।

পাহাড়ের শিখরে ছিল একটি প্রাচীন গুহা,যা স্থানীয় কিংবদন্তিতে পরিচিত ছিল”আঁধার আশ্রয়”নামে। কথিত ছিল,এই গুহায় একসময় ড্রাগনরা বসবাস করত।কেউ কখনো গুহার ভেতরের রহস্য উদ্ঘাটন করতে পারেনি,কারণ এর পথ সবসময় রহস্যময়ভাবে অদৃশ্য হয়ে যেত।

জ্যাসপার দ্রুত ঘড়ির মানচিত্র দেখে নিশ্চিত হলো। ফিওনার সংকেত সেই আঁধার আশ্রয় গুহা থেকেই আসছে।

“শিলা ক্লিফ,”জ্যাসপার নিজের মনে নামটা উচ্চারণ করল।তার ভ্রু কুঁচকে উঠল।”তোমাকে এরকম বিপজ্জনক জায়গায় নিয়ে গেছে কে,ফিওনা?যা-ই হোক,আমি আসছি।”

জ্যাসপার জেটপ্যাকটি প্রস্তুত করল এবং নিজের স্মার্ট ঘড়ির নির্দেশনায় শিলা ক্লিফের দিকে যাত্রা শুরু করল। গন্তব্যে পৌঁছাতে কিছুটা সময় লাগবে,কারণ শিলা ক্লিফ এমন একটি জায়গা, যেখানে সাধারণ ডিভাইস কাজ করত না।

এদিকে,ফিওনা গুহার মেঝেতে বসে ছিল,লকেট থেকে নির্গত আলো তার চারপাশের অন্ধকারকে দূরে সরিয়ে

রেখেছিল।গুহার বাইরে শিলা ক্লিফের বাতাস শোনা যাচ্ছিল—প্রবল এবং শীতল,যেন গুহাটির রহস্যকে আরও ঘনীভূত করছিল।

জ্যাসপার জানত,শিলা ক্লিফে পৌঁছানো মানেই শুধু বিপজ্জনক এলাকায় প্রবেশ করা নয়,বরং তাকে এমন এক শত্রুর মুখোমুখি হতে হবে, যে এই গুহাকে তার নিজের সাম্রাজ্য বলে মনে করে।শিলা

ক্লিফের পাথুরে শিখরে পৌঁছানোর সাথে সাথেই জ্যাসপার দূর থেকে একজনকে দেখতে পেলো।সোনালী ড্রাগনটি মানব রুপেই গুহার প্রবেশপথে দাঁড়িয়ে ছিল,জ্যাসপার যতই কাছে আসছিল, ড্রাগনের চোখ দুটি লাল আগুনের মতো ঝলকাচ্ছিল।

ড্রাগনটি এক মুহূর্ত দেরি না করেই ফিওনাকে গুহার ভেতর থেকে টেনে

বের করল।ফিওনা হঠাৎ করে এভাবে বের হওয়ায় ধাক্কা খেয়ে প্রায় পড়ে যাচ্ছিল, কিন্তু ড্রাগনটি তাকে শক্ত করে ধরে রাখল।

“এবার তুমি আমার হাত থেকে বাঁচতে পারবে না,” সোনালী ড্রাগন গর্জে উঠল।তারপর সে ফিওনার হাত দুটো তুলে জোর করে নিজের গলার কাছাকাছি চেপে ধরল।যেন

এটিই তার পরবর্তী পরিকল্পনার সূচনা।

ড্রাগনটি ধীরে ধীরে তার আসল রূপ ধারণ করল—এক বিশাল,প্রাচীন সোনালী ড্রাগন।তার দেহ ঝলমল করছিল সূর্যালোকে,যেন সে এক জীবন্ত সোনার মূর্তি। ফিওনা নিজেকে ড্রাগনের পিঠে আবিষ্কার করল,আর মুহূর্তের মধ্যেই ড্রাগনটি আকাশে উড়াল দিল।পেছনে থাকা

জ্যাসপার এই দৃশ্য দেখে মুহূর্তের জন্য থমকে গেল।কিন্তু এক সেকেন্ডও নষ্ট না করে সে তার বিশাল ডানা বিস্তার করে সে এক লাফে আকাশে উঠল।

ফিওনা বাতাসের শীতলতা আর উচ্চতার ভয়ে চোখ বন্ধ করে ফেলেছিল।হঠাৎই তার কানে ভেসে এল ডানা ঝাপটানোর শব্দ।ভয় পেয়ে পেছনে তাকিয়ে সে দেখল—

এক সবুজ ড্রাগন তাদের পেছনে আসছে।

ড্রাগনটির চেহারা,গতি,আর ভঙ্গিমা তার জন্য অত্যন্ত পরিচিত।সে চিনতে ভুল করল না।

“প্রিন্স!আপনি এসেছেন!আপনি আমাকে বাঁচাতে এসেছেন!”ফিওনা চিৎকার করে উঠল।

সোনালী ড্রাগন ফিওনার চিৎকার শুনে ক্ষেপে গেল।সে তার গতি

আরও বাড়িয়ে দিল,যেন তার শিকারকে আরও দূরে সরিয়ে নিতে পারে।

জ্যাসপার পেছন থেকে এক কঠিন গর্জন ছাড়ল,যা পুরো আকাশে প্রতিধ্বনিত হলো।তার সবুজ ডানা শক্তিশালী বাতাস কেটে এগিয়ে চলছিল,আর তার চোখ দুটি আগুনের মতো জ্বলছিল।“তোমাকে থামতেই হবে,সোনালী ড্রাগন।ওকে

ছেড়ে দাও!”ফিওনা এক মুহূর্তের জন্য সাহস ফিরে পেল। জ্যাসপারের উপস্থিতি যেন তাকে নতুন করে বাঁচার আশা দিল।এখন তার ভরসা শুধুই তার ড্রাগন প্রিন্স, যে কোনোভাবেই তাকে এই বিপদ থেকে মুক্ত করবে।

সোনালী ড্রাগনটি হঠাৎ করে উজ্জ্বল সোনার আলোতে জ্বলে উঠল,যেনো আকাশ নিজেই তার রাগের

প্রতিফলন দেখাচ্ছে।তার বিশাল মুখ থেকে এক বিশাল আগুনের গোলা বেরিয়ে জ্যাসপারের দিকে ছুটে এলো।

জ্যাসপার এক চমৎকার দক্ষতায় বাতাসে দ্রুত বাঁক নিল,গোলাটি তার পাশ দিয়ে চলে গেল।কিন্তু সে পাল্টা আ*ক্রমণ করতে পারল না—তার চোখ ফিওনার দিকে আটকে ছিল। সোনালী ড্রাগনের পিঠে বসা

ফিওনার চোখে আ*তঙ্ক আর আকুল আবেদন স্পষ্ট ছিল।

“আমি যদি আ*ক্রমণ করি,ফিওনার কিছু হয়ে যেতে পারে,” জ্যাসপারের মনে এক দ্বন্দ্ব জেগে উঠল।তার মস্তিষ্কে কেবল একটাই চিন্তা:ফিওনাকে সুরক্ষিত রাখা।

সোনালী ড্রাগন এই সুযোগটা কাজে লাগিয়ে আবার আক্রমণ চালাল। এবার সে তার ডানা দিয়ে বাতাসের

প্রবল ঝাপটা তৈরি করল,যা জ্যাসপারের ভারসাম্য নষ্ট করার জন্য যথেষ্ট।জ্যাসপার দ্রুত নিজেকে সামলে নিল,কিন্তু তার চোখে হতাশার ছাপ স্পষ্ট ছিল।

ফিওনা এই মুহূর্তে চিৎকার করে উঠল,“প্রিন্স!নিজেকে রক্ষা করুন! আপনি আমার জন্য কষ্ট সহ্য করতে পারবেন না!”জ্যাসপার ফিওনার কণ্ঠে ব্যথার ছোঁয়া শুনে তার মন

স্থির করল।সে ড্রাগন রূপে থাকা সত্ত্বেও যেনো তার হৃদয়টা আরও বেশি মানবিক হয়ে উঠল।

এদিকে ফিওনা সোনালী ড্রাগনের দিকে ফিরে কাঁদো কাঁদো কণ্ঠে বলল, “প্লিজ,ওনাকে আঘাত করবেন না। আপনি যেখানে বলবেন আমি সেখানেই যাবো।কিন্তু জ্যাসপারকে কষ্ট দেবেন না।প্লিজ,তার কিছু করবেন না।”সোনালী ড্রাগনের

চোখে এক মুহূর্তের জন্য দ্বিধার ছায়া ফুটে উঠল।তার শক্ত ডানা স্থির হয়ে গেল। ফিওনার আকুল আবেদন হয়তো তার হৃদয়ের কোনো এক কোণ ছুঁয়ে গেল।

জ্যাসপার এই সময়ে ফিওনাকে আরও দৃঢ়ভাবে দেখতে থাকল,তার মনে একটাই প্রতিজ্ঞা—কোনো ভাবেই সে ফিওনাকে বিপদে পড়তে দেবে না।এখন তার অপেক্ষা কেবল

এক সুযোগের,যেটা তাকে তার ভালোবাসার মানুষকে বাঁচানোর পথ দেখাবে।সোনালী ড্রাগনটি হঠাৎ আরও বেপরোয়া হয়ে উঠল কিছু একটা মনে করে।তার আ*ক্রমণ যেন আকাশ কাঁপিয়ে তুলছিল,এবং প্রতিবারের ঝাপটায় জ্যাসপারকে অস্থির করে তুলছিল।বাতাসে দুলতে থাকা ফিওনা অনুভব করছিল

ড্রাগনের পিঠ ক্রমেই তার নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যাচ্ছে।

হঠাৎ,একটি প্রবল আ*ঘাতের ধাক্কায় ফিওনা পিছলে গেল।ড্রাগনের পিঠ থেকে সে মাটির দিকে তীব্র গতিতে পড়তে শুরু করল।চারপাশের বাতাস যেন তার চিৎকারকে গিলে ফেলছিল।ফিওনার মনে হলো,এই পড়ে যাওয়া তার জীবনের শেষ অধ্যায়।“আজ হয়তো সব শেষ।

জ্যাসপার,আমি আর কখনো আপনাকে দেখতে পাব না...”ফিওনা চোখ বন্ধ করে ফেলল,এক অনিবার্য পরিণতির জন্য প্রস্তুত।

কিন্তু সেই মুহূর্তে,এক শক্তিশালী বাহু তাকে ধরে ফেলল।একটি পরিচিত উষ্ণতা তার চারপাশে ছড়িয়ে পড়ল। ফিওনা ধীরে ধীরে চোখ খুলল এবং দেখে সে জ্যাসপারের পিঠে বসে আছে।তার সবুজ ড্রাগন রূপে থাকা

জ্যাসপার শক্ত ডানা মেলে ফিওনাকে নিরাপদে ধরে রেখেছে।

এক মুহূর্তের জন্য ফিওনা কিছু বলার ভাষা খুঁজে পেল না।তার হৃদয় যেন ধুকপুক করতে করতে থেমে গেল। সে ধীরে ধীরে জ্যাসপারের পিঠে গাল ঠেকাল, নিজের হাত দিয়ে তাকে শক্ত করে আঁকড়ে ধরল।

“আপনি এলেন,প্রিন্স... আমি জানতাম,আপনি আমাকে বাঁচাবেন।” ফিওনার কণ্ঠ আবেগে ভরা,এবং তার চোখে কৃতজ্ঞতার অশ্রু টলমল করছে।জ্যাসপার তার ডানা শক্ত করে মেলে উড়তে থাকল। তার দৃষ্টি সোনালী ড্রাগনের দিকে নিবদ্ধ ছিল,কিন্তু তার কণ্ঠে এক অদ্ভুত কোমলতা ফুটে উঠল।

“আমি থাকতে তোমাকে কখনোই পড়ে যেতে দেব না, হামিংবার্ড।তুমি আমার কাছে সবচেয়ে মূল্যবান।”

সেই মুহূর্তে ফিওনার মনে হলো,আকাশে তাদের এই উড়াল যেন কেবল যুদ্ধের এক টুকরো নয়,বরং তাদের সম্পর্কের এক নতুন অধ্যায়।

সোনালী ড্রাগনের আচরণ যেন আরও হিং*স্র হয়ে উঠল।এবার তার

মুখে এক ধরনের বি*কৃত আনন্দ ফুটে উঠল,কারণ তার কাছে সুযোগ এসেছে একসাথে জ্যাসপার এবং ফিওনাকে ধ্বং*স করার।সে হিং*স্রভাবে জ্যাসপারের দিকে ঝাঁপিয়ে পড়ল,তার শক্তিশালী ডানা বাতাসকে কাঁপিয়ে তুলল।তবে এবার জ্যাসপার তার প্রিন্স শক্তি ব্যবহার করল। তার হাত থেকে এক তীব্র আ*গুনের গোলা বেরিয়ে সোজা

সোনালী ড্রাগনের দিকে ছুটে গেল। সেই আগুনের গোলাটি ড্রাগনের চোখে ঝলকানি তৈরি করল এবং মুহূর্তের জন্য ড্রাগনটি দিশেহারা হয়ে পড়ল। সে আকাশে নিজের ভারসাম্য হারিয়ে ছটফট করতে থাকল।

জ্যাসপার আর এক মুহূর্ত নষ্ট না করে একটি নিরাপদ স্থানের সন্ধান করল।পাহাড়ের নিচে একটি শান্ত গাছের ছায়ায় সে ফিওনাকে পিঠ

থেকে নামিয়ে রেখে নরম কণ্ঠে বলল,”এখানে থেকে কিছুক্ষণ অপেক্ষা করো। আমি ওকে শেষ করে আসছি।”ফিওনা আতঙ্কিতভাবে বলল,”আপনি সাবধানে থাকবেন,প্রিন্স।”জ্যাসপার এক মৃদু হাসি দিয়ে বলল,”তুমি জানো, আমি তোমার জন্য সব করতে পারি।”

তারপর সে দ্রুত আকাশে উড়ে গেল।এবার তার আ*ক্রমণ আরও

তীব্র হয়ে উঠল।একের পর এক আগুনের ঝলক দিয়ে সে সোনালী ড্রাগনটিকে পরাস্ত করার চেষ্টা করতে থাকল।ড্রাগনটি ততক্ষণে পাহাড়ের নিচে নেমে আসার চেষ্টা করছিল,তার শক্তি ক্রমেই কমে আসছিল।

শেষমেশ,যখন সোনালী ড্রাগন বুঝতে পারল তার আর পালাবার পথ নেই,সে তার ড্রাগন রূপ ত্যাগ

করে মানব রূপ ধারণ করল।তবে তার এই কৌশলও কাজে এল না। জ্যাসপারও ততক্ষণে মাটিতে নেমে এসেছে এবং মানব রূপ ধারণ করেছে।

সোনালী ড্রাগন পালানোর চেষ্টা করতেই জ্যাসপার তার হাত শক্তভাবে চেপে ধরে বলল,”এবার আর তোমার পালানোর কোনো পথ

নেই।তুমি যা করার চেষ্টা করেছ, তার মাশুল দিতে হবে।”

ড্রাগনটি তার চোখে ভয় নিয়ে জ্যাসপারের দিকে তাকাল।তার শক্তি এবং জ্যাসপারের দৃঢ় সংকল্প এক মুহূর্তে তার ভয়কে বহুগুণ বাড়িয়ে দিল।জ্যাসপার যখন সেই সোনালী ড্রাগনটির মুখোমুখি হলো এবং তার মানব রূপটি স্পষ্ট দেখতে পেল,তার চোখে বিস্ময় ও ক্রোধের ছাপ ফুটে

উঠল।সে অবিলম্বে বুঝতে পারল,এই ড্রাগনটি ভেনাসের ফ্লোরাজ রাজ্যের একজন সদস্য,এবং তার নাম থেরাসিলিয়ান।

জ্যাসপারের গলার স্বর দৃঢ় ও তীক্ষ্ণ হয়ে উঠল, “থেরাসিলিয়ান!তুমি আমার রাজ্যের ড্রাগন হয়েও আমার বি*রুদ্ধে যেতে সাহস করেছ?কী সাহস তোমার, ফিওনাকে ব*ন্দি করার!”

থেরাসিলিয়ান তখনই জ্যাসপারের পায়ে পড়ে যায়। তার মুখে আতঙ্ক ও লজ্জার ছাপ,সে কাঁপতে কাঁপতে বলে উঠল,”প্রিন্স,আমি দোষী। আমাকে ক্ষমা করুন। আমি শুধুমাত্র আদেশ পালন করছিলাম।”

জ্যাসপার আরও ক্ষি*প্ত হয়ে ওঠে। তার হাতের মুষ্টি শক্ত হয়,এবং তার কণ্ঠ তীব্র হয়ে ওঠে,”কার আদেশে? কে তোমাকে পাঠিয়েছে?বলো,নইলে

আমি তোমাকে এখানেই শেষ করে দেব!”থেরাসিলিয়ান কাঁপতে কাঁপতে বলে,”এটা... এটা প্রিন্সেস অ্যালিসার আদেশ ছিল।তিনি আমাকে পাঠিয়েছেন।তিনি ফিওনাকে বন্দি রাখতে বলেছেন, যাতে আপনি তার কাছে ফিরে আসতে বাধ্য হন।”

জ্যাসপারের মুখে ঘৃণার ছাপ ফুটে উঠল।”অ্যালিসা... আমি জানতাম তার মধ্যে এই ধরনের কূটকৌশল

আছে।কিন্তু সে এতটা নিচে নামবে,এটা কল্পনাও করিনি।”

থেরাসিলিয়ান তখনও জ্যাসপারের পায়ে পড়ে কাঁদতে থাকে “আমাকে দয়া করুন,প্রিন্স।আমি শুধু আদেশ পালন করেছি।আমি বুঝতে পারিনি,এটা আপনাকে এতটা কষ্ট দেবে।আমাকে মেরে ফেলবেন না। আমি আর কখনো আপনার পথে আসব না।”

জ্যাসপার কিছুক্ষণ থেরাসিলিয়ানের দিকে কঠোর দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে। তার মনে ক্রোধের আগুন জ্বলতে থাকলেও,তার ভেতরের ন্যায়বোধ তাকে থামিয়ে দেয়। সে কঠিন কণ্ঠে বলে,"তোমার জীবন এবার আমি ছেড়ে দিলাম,কিন্তু মনে রেখো,যদি আবারও আমার বা ফিওনার বিরুদ্ধে কিছু করো,তখন তোমার শেষ নিশ্চিত।জ্যাসপার ফিওনাকে হাত

ধরে মাউন্টেন গ্লাস হাউজে প্রবেশ করতেই গৃহের আবহাওয়া এক ভিন্নরূপ নেয়।গ্লাসের প্রাচীরগুলি বাইরে থেকে আসা রৌদ্রের আলোকে প্রতিফলিত করে এক অসাধারণ দীপ্তি তৈরি করেছে,কিন্তু তার মন শান্ত ছিল না।তার মনে শুধুই থেরাসিলিয়ানের শাস্তির চিন্তা। ফিওনার চোখে উদ্বেগের ছাপ স্পষ্ট ছিল,সে মনে মনে চিন্তা

করছিল,”এটা ঠিক কি করছে জ্যাসপার?”কিন্তু তার মনের চিন্তা স্পষ্ট করতে পারেনি।

গ্লাস হাউজের লিভিং রুমে এসে জ্যাসপার জোরে জোরে অ্যালিসার নাম ডাকতে থাকে,”অ্যালিসা! অ্যালিসা!”কিন্তু সেখানে কোনো সাড়া মেলে না।ফিওনা দেখল,জ্যাসপারের মুখে এক ধরনের গম্ভীরতা,এবং সে বুঝতে পারল যে কিছু বড় ঘটনা

ঘটতে যাচ্ছে।হঠাৎ,অ্যাকুয়ারা প্রবেশ করে।সে ফিওনাকে দেখতে পেয়ে আনন্দে চিৎকার করে ওঠে এবং তাকে আলিঙ্গন করে বলে, “ফিওনা! তুমি ফিরে এসেছ!আমি তোমাকে এত মিস করেছি!”

ফিওনা হাসিমুখে সাড়া দেয়,”আমিও তোমাকে মিস করেছি,অ্যাকুয়ারা। কিন্তু আমি কিছু ভয়াবহ ঘটনা পার করেছি।”

জ্যাসপার তখন অ্যাকুয়ারা কে নির্দেশ দেয়,"অ্যাকুয়ারা, এখনি অ্যালিসাকে ডেকে আনো।আমি ওর সাথে জরুরি কথা বলতে চাই।"

অ্যাকুয়ারা নীরবে মাথা নেড়ে সম্মতি জানায় এবং দ্রুত অ্যালিসার সন্ধানে বেরিয়ে যায়।

অ্যাকুয়ারা কিছুক্ষণ পর ফিরে আসে, তার পেছনে অ্যালিসা উপস্থিত হয়। অ্যালিসার মুখে অস্বস্তির ছাপ দেখা

যায়।সে বোঝে,কিছু গুরুতর সমস্যা ঘটেছে।আর ফিওনাকে দেখে আরো বেশি অবাক হয়ে যায়।

জ্যাসপার মুখ শক্ত করে বলে,”অ্যালিসা,আমি তোমার কাছে একটি বিষয় জানতে চাই। থেরাসিলিয়ান এখন টর্চার সেলে রাখা হয়েছে।তার প্রতি তোমার আদেশ ছিল ফিওনাকে আটকানোর?”

অ্যালিসা জ্যাসপারের দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে বলে,”আমি থেরাসিলিয়ানকে পাঠাইনি।আমি এমন কোনো আদেশও দিইনি।”তার গলার স্বরে তে হতাশা স্পষ্ট ছিল।

জ্যাসপার তার কথা শুনে বিরক্ত হয়ে ওঠে। “কিন্তু সে তো স্বীকার করেছে যে তোমার আদেশ ছিলো।তুমি কি আমার সাথে সত্যি কথা বলছ?”অ্যালিসা নিজের অবস্থান

স্পষ্ট করতে চেষ্টা করে। “আমি জানি না হয়তো কেউ আপনাকে ভুল বোঝাতে পারে।আমি থেরাসিলিয়ানকে ফিওনাকে আটকাতে আদেশ দেইনি।সে কি কারণে এমন করেছে,সে জানে।”

জ্যাসপারের চোখ ক্রোধে জ্বলে উঠল।তার গলার স্বর তীক্ষ্ণ হয়ে উঠল,”অ্যালিসা,একদম মিথ্যা কথা বলবে না!তুমি খুব ভালো করেই

জানো,ড্রাগন সদস্য কখনো মিথ্যা বলে না।আর থেরাসিলিয়ানকে পৃথিবীতে আনবার অধিকার তোমার ছাড়া আর কারো নেই।

তুমি নিজেও জানো ফিওনার প্রতি তোমার ঈর্ষা কতটা তীব্র।”

অ্যালিসা কিছুক্ষণ চুপ থেকে,মাথা নিচু করে দাঁড়িয়ে রইল। তার মুখে দ্বিধার ছাপ। অবশেষে সে মৃদু কণ্ঠে বলল,”হ্যাঁ প্রিন্স,আপনি ঠিকই

বলেছেন।আমি সবকিছু বুঝে গেছি। আমি জানি আপনি ফিওনার প্রতি কতটা ভালোবাসা অনুভব করেন। আর আমি... আমি এটা সহ্য করতে পারিনি।”জ্যাসপার তার দিকে এগিয়ে গেল, তার চোখে তীব্র প্রশ্ন।”তাহলে কেন?কেন এমন করেছ?শুধু ঈর্ষার কারণে?”

অ্যালিসা তার মাথা তুলল,চোখে অশ্রু নিয়ে বলল, “আমি ওকে মেরে

ফেলতে চাইনি,প্রিন্স।আমার শুধু মনে হয়েছিল...যদি ফিওনা আপনার থেকে দূরে থাকে, তাহলে হয়তো আপনি আবার আমার দিকে ফিরে তাকাবেন।আমি শুধু ওকে আটকাতে চেয়েছিলাম।আমি জানতাম থেরাসিলিয়ান ওকে আ*ঘাত করবে না।”

জ্যাসপার একটি দীর্ঘ শ্বাস নিল।তার কণ্ঠে ক্ষোভ এবং হতাশা মিশ্রিত

হয়ে উঠল।”তুমি জানো আমি কখনোই অন্যায়ের পাশে দাঁড়াই না। ফিওনার জীবনের ঝুঁকি নেয়ার অধিকার তোমার ছিল না।তুমি যে কাজ করেছো,তার শা*স্তি ভোগ করতে হবে।”অ্যালিসা কাঁপতে কাঁপতে বললো।”প্রিন্স,আমি দোষ স্বীকার করছি।কিন্তু দয়া করে আমাকে ক্ষমা করুন। আমি শুধু...

শুধু আপনাকে হারানোর ভয়ে এমন করেছি।”

জ্যাসপার কঠোর কণ্ঠে বলল,”ক্ষমার প্রাপ্যতা তোমার কাজে নির্ধারিত হবে।থেরাসিলিয়ানের ভুল এবং তোমার ষড়যন্ত্রের কথা আমি ভেনাসে জানাবো। রাজ্যের বিধি অনুযায়ী তোমার শাস্তি নির্ধারণ করা হবে।”ফিওনা পাশ থেকে সবকিছু চুপচাপ দেখছিল।তার চোখে মিশ্রিত

ছিল দুঃখ ও হতাশা।সে ভেবে পেল না,কীভাবে একজন মেয়ে ভালোবাসার কারণে এত নিচুতে নেমে যেতে পারে।

অ্যালিসা ফিসফিস করে বলল,”আপনার প্রতি আমার ভালোবাসাই আমাকে অন্ধ করে দিয়েছে,প্রিন্স।”

জ্যাসপার তার দিকে পেছন ফিরে বলে দিল, “ভালোবাসা যদি অন্যের

জীবন নষ্ট করে,তাহলে সেটা ভালোবাসা নয়,সেটা শুদ্ধতায় কালিমা।”

অ্যালিসা এবার রেগে যায় ও জানে এমনিতে এখন প্রিন্স ওকে শা*স্তি দিবে,তাই তেড়ে এসে ফিওনার দুই বাহু ধরে ঝাঁকাতে থাকে আর বলে,”তোর জন্য সাধারণ মানবী হয়ে তুই কিভাবে আমার প্রিন্সকে বশ করেছিস বল!তোরা মানবীরা

একটা জাদুকরী,তোরা ছলনাময়ী।”তখনই ফিওনা ব্যথায় কুকিয়ে উঠে,তার মুখে যন্ত্রণার ছাপ স্পষ্ট হয়ে ওঠে।

অ্যালিসার আচরণ দেখে জ্যাসপারের ধৈর্যের বাঁধ ভেঙে যায়।সে ফিওনার আ*র্তনাদ শুনে দ্রুত এগিয়ে এসে ফিওনার বাহু থেকে অ্যালিসার হাত সরিয়ে দেয়। অ্যালিসাকে ঠেলে দূরে

সরিয়ে রেখে ফিওনার দিকে তাকিয়ে বলে,”ফিওনা,তুমি ঠিক আছো?”

ফিওনা যন্ত্রণায় ম্লান কণ্ঠে বলল,”আমার কাঁধটা খুব ব্যথা করছে,প্রিন্স।”

জ্যাসপার তখন ফিওনার কাঁধের দিকে নজর দেয় এবং জামার ভেতরে কাঁধের গভীর ক্ষত দেখে তার চোখে ক্রোধ ঝলসে ওঠে।তার কণ্ঠ কঠিন হয়ে যায়,”এটা সহ্য

করার মতো নয়।”ওই ড্রাগন যখন ছাদ থেকে ফিওনার কাঁধে খামচে নিয়ে গেছিলো,তখনি তার নখে ফিওনার কাঁধে একটি গভীর দাগ রেখে গিয়েছিল।জ্যাসপার তার জামাটা হালকা নামিয়ে দেখলো সেই দাগ;র*ক্তের দাগগুলো যেনো বেদনার চিহ্ন হয়ে দৃষ্টি আকর্ষণ করছিল।মুহূর্তের মধ্যে জ্যাসপারের মাথা রাগে গজগজ করতে

লাগলো,আর তার প্রতিক্রিয়া ছিল অত্যন্ত তীব্র।

সে অ্যালিসার গলা চেপে ধরলো সবার সামনে,যেনো তার কঠোর সিদ্ধান্তের কথা স্পষ্ট করে দিতে চায়।

ঠিক তখনই থারিনিয়াস,আলবিরা,এবং সিলভা একত্রে উপস্থিত হলো।তাদের চোখে ছিল বিস্ময় ও চিন্তা,যেন তারা

বোঝার চেষ্টা করছে এই উত্তেজনাপূর্ণ পরিস্থিতির পরিণতি কি হতে পারে।

জ্যাসপারের চোখে রাগের আগুন যেন আরও দাউদাউ করে জ্বলে উঠল।তার গলার স্বর কঠিন হয়ে গেল, “অ্যালিসা!তুমি কীভাবে সাহস করলে ফিওনাকে আঘাত করার?”ফিওনার কাঁধ থেকে রক্ত ধীরে ধীরে মেঝেতে পড়ছিল। সে

যন্ত্রণায় ম্লান হয়ে জ্যাসপারের দিকে তাকাল।

অ্যালিসা ধকধক করে কাঁপতে লাগল,তবুও তার মুখে ঔদ্ধত্যের ছাপ।সে গলায় শ্বাসের অভাবে কষ্ট পাচ্ছিল, তবুও বলল,"আপনার জন্য আমি সব করতে পারি, প্রিন্স!কিন্তু এই সাধারণ মানবী আপনার ভালোবাসা পাবে এটা আমি মেনে নিতে পারি না!"

জ্যাসপারের চোখ রক্তিম হয়ে উঠল। তার কণ্ঠ বজ্রধ্বনির মতো গর্জে উঠল,”কে সাধারণ,আর কে অসাধারণ,সেটা নির্ধারণ করার অধিকার তুমি পেয়েছ কোথায়? ফিওনাকে আঘাত করার সাহস তুমি কীভাবে পেলে?তোমার কাজের জন্য আমি তোমাকে আজই শাস্তি দেব কারন শুনে রাখো একটা কথা স্পষ্টভাবে ফিওনা আমার ভালোবাসা

আর আমার ভালোবাসা কখনোই সাধারণ হতে পারেনা।”

থারিনিয়াস দ্রুত এগিয়ে এসে বলল, “প্রিন্স,দয়া করে নিজেকে সংযত করুন।শাস্তি দিতে হলে রাজ্যের নিয়ম অনুযায়ী দিন।এভাবে রাগে সিদ্ধান্ত নেবেন না।”অ্যালবিরা, অ্যাকুয়ারা,এবং সিলভাও এই দৃশ্য দেখে হতবাক হয়ে গেল।অ্যাকুয়ারা ধীরে ধীরে জ্যাসপারের পাশে এসে

বলল,”প্রিন্স,ফিওনার কাঁধের অবস্থা খুব খারাপ।তাকে আগে চিকিৎসা দিতে হবে।দয়া করে শান্ত হোন।”

জ্যাসপার কিছুক্ষণ চুপ করে রইল। তার চোখে ক্রোধ আর দুঃখের ঝড় বইছিল।শেষে সে ধীরে ধীরে হাত সরিয়ে নিল,কিন্তু তার কণ্ঠ কঠোর রয়ে গেল। “থারিনিয়াস,অ্যালিসাকে তৎক্ষণাৎ টর্চার সেলে নিয়ে যাও। আর তার অপরাধের কথা ভেনাসে

জানানো হোক।রাজ্য তার জন্য কী শাস্তি নির্ধারণ করে,তা দেখা হবে।”

অ্যালিসা মাটিতে বসে পড়ল,শ্বাস নিতে কষ্ট হচ্ছিল তার।তবে তার চোখে এখনও হিং*স্রতার ছাপ ছিল। ফিওনার দিকে তাকিয়ে ফিসফিস করে বলল,”তুই জিততে পারবি না। প্রিন্সের ভালোবাসা একদিন তোকে ধ্বংস করবে।”

ফিওনা কিছু বলল না।সে কেবল জ্যাসপারের দিকে তাকাল।জ্যাসপার ধীরে ধীরে তার দিকে এগিয়ে এসে মৃদু কণ্ঠে বলল,”তুমি ঠিক আছো,ফিওনা?”ফিওনা ম্লান গলায় বলল,”আমি ঠিক আছি,প্রিন্স।

জ্যাসপার কিছু না বলে তার হাতে ফিওনাকে তুলে নিল।গ্লাস হাউজের চিকিৎসাকক্ষে নিয়ে যাওয়ার আগে তার চোখে কঠোর প্রতিজ্ঞার ছাপ

ছিল।”যে আমার ভালোবাসাকে আঘাত করবে,তার জন্য আমি কোনও দয়া দেখাব না।”

অ্যালিসা হতাশ ও ক্ষুব্ধ হয়ে বলে,”আপনি আমাকে শাস্তি দিতে চান,তাই না?দিন শাস্তি।কিন্তু মনে রাখবেন, এই মানবী আপনার ধ্বংসের কারণ হবে।”জ্যাসপার ফিওনার দিকে এগিয়ে যায়।তারপর সবার সামনে ঘোষণা

দেয়,”অ্যালিসা,তোমার এই অন্যায়ের শাস্তি হবে।থারিনিয়াস,এই মুহূর্তে অ্যালিসাকে টর্চার সেলে নিয়ে যাও। আমি ভেনাসে তার আসল বিচারের ব্যবস্থা করব।”

থারিনিয়াস আদেশ অনুযায়ী অ্যালিসাকে ধরে টর্চার সেলের দিকে নিয়ে যায়।অ্যালিসা যেতে যেতে শেষবারের মতো ফিওনার দিকে তাকিয়ে বলে,”তুই আমার সবকিছু

কেড়ে নিয়েছিস।একদিন তোর সবকিছু ধ্বংস হয়ে যাবে,মানবী!”

ফিওনা চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকে,তার চোখে অশ্রু। জ্যাসপার ধীরে ধীরে ফিওনার কাছে এসে তার হাত ধরে বলে,”তুমি ভয় পেয়ো না,ফিওনা। আমি তোমার পাশে আছি।”অ্যালিসার চলে যাওয়ার পর পুরো গ্লাস হাউজে নীরবতা নেমে আসে।কিন্তু জ্যাসপারের মনে

আগুনের শিখা জ্বলতে থাকে।সে প্রতিজ্ঞা করে,যে কেউ ফিওনাকে আঘাত করবে,তাকে তার শক্তির মূল্য দিতে হবে।

আলবিরা আর সিলভা অবাক হয়ে একে অপরের দিকে তাকাল। আজকের ঘটনাগুলি তাদের জন্য অবিশ্বাস্য ছিল;তারা জানতে পারলো জ্যাসপার আর ফিওনার সম্পর্কের কথা।আলবিরার চোখে সন্দেহের

ছাপ দেখা যাচ্ছিল।সে বিশ্বাসই করতে পারছিল না যে,তাদের প্রিন্স,যিনি এতদিন ধরে গর্বের সাথে ড্রাগন রাজ্যকে নেতৃত্ব দিচ্ছিলেন,এখন ভালোবাসায় উন্মাদ হয়ে পড়েছেন একজন মানবীর জন্য।“এটা কিভাবে সম্ভব? আলবিরা ভাবতে লাগলো, “আমাদের রাজ্যের একজন প্রিন্স,যার মধ্যে লাভ ফাংশনাল ডিলিট সে কিভাবে প্রেমে

পড়তে পারে তাও একজন মানবীর প্রেমে পড়েছেন!সে তো আমাদের জন্য বড়ই অশুভ!”দুদিন পেরিয়ে গেছে।অ্যালিসা এখনও ট*র্চার সেলের ঠাণ্ডা, অন্ধকার দেয়ালের মাঝে ব*ন্দি।তার প্রতিটি নিশ্বাস যেন এক ভয়ানক নির্জনতার সাক্ষী। এই সময়ের মধ্যে জ্যাসপার তার সিদ্ধান্ত বদলায়নি।অ্যালিসা এবং সিলভাকে একসঙ্গে ভেনাসে

পাঠানোর ব্যবস্থা চলছে।থারিনিয়াস ইতোমধ্যেই
অক্সিজেন,হাইড্রোজেন,এবং কার্বন সংগ্রহ করে ভেনাসে রওনা দিয়েছে। সে ফিরে এলে,তাদের পাঠানোর কাজ সম্পন্ন হবে।
পাহাড়ের উপর গ্লাস হাউজে নিজের কক্ষে ফিওনা এক কোণে বসে আছে।তার মন অনেক ভারী।মাঝে মাঝে তার গ্রান্ডপার কথা মনে

পড়ে।মিস্টার চেন শিং,যিনি এই মুহূর্তে ফিওনার খুব নিকটে তবুও ফিওনাকে সামনে দেখার জন্য অপেক্ষা করছেন।সেই আশায় তিনি জ্যাসপারের প্রতিশ্রুতিকে আঁকড়ে ধরেছেন—মিশন শেষ হলে ফিওনাকে ফিরে দেয়া হবে।কিন্তু ফিওনা কি ফিরতে পারবে?সে নিজেও জানে না।

মিস ঝাংয়ের মুখটা মনে পড়লে ফিওনার বুকটা একটু ধক করে ওঠে।তার শৈশবের স্মৃতিগুলো ঝাপসা হয়ে চোখের সামনে ভেসে ওঠে।কিন্তু যখনই সে ভাবতে চায়,তার মন এক অদ্ভুত দ্বিধায় পড়ে যায়।জ্যাসপার... তাকে ছেড়ে যাওয়া কি সম্ভব আদো?গ্লাসের দেওয়ালের পাশ দিয়ে হেঁটে যাওয়ার সময় ফিওনার চোখ আটকে যায়

আকাশে।সন্ধ্যার তারা,ভেনাসের উজ্জ্বল আলোর দিকে তাকিয়ে তার মনে পড়ে যায় প্রথম সেই দৃশ্য—যখন আকাশ থেকে এক সবুজ লম্বা রেখা পৃথিবীর বুকে নেমে এসেছিল। সেই সময়ের সবকিছু যেন তাকে আজ এখানে টেনে এনেছে।

অন্যদিকে, ষজ্যাসপারও নির্বিকার। সে তার লক্ষ্য স্থির রেখেছে।মিশন শেষ করতেই হবে।মিস্টার চেন

শিংকে দেয়া কথা রাখতে হবে।কিন্তু তার ভেতর কোথাও একটা অস্পষ্ট অনুভূতি বাসা বাঁধছে।ফিওনাকে ছেড়ে দেয়ার কথা সে যতবার ভাবে,তার মন ততবার বিদ্রোহ করে।

এই ভাবনার মাঝে থারিনিয়াসের পথে থাকা খবর এসে পৌঁছায়। সবাই জানে,ভেনাসে তাদের পাঠানোর প্রস্তুতি সম্পন্ন হতে আর

বেশি দেরি নেই।অ্যালিসা এবং সিলভা দুজনেই জানে তাদের ভবিষ্যত কী হতে চলেছে।

কিন্তু ফিওনার ভবিষ্যৎ?

এই অদ্ভুত মোড়ে সবাই নিজের জায়গায় দাঁড়িয়ে, অপেক্ষা করছে। আর এইসবের মাঝখানে ফিওনা—এক সাধারণ মানবী,যে নিজের অজান্তেই একজন ড্রাগন প্রিন্সের হৃদয়ের সবচেয়ে গভীর অংশে স্থান

করে নিয়েছে।তিনদিন পেরিয়ে গেছে।জ্যাসপার যেন এক অদৃশ্য পর্দার আড়ালে চলে গেছে।সেদিন ফিওনাকে ওই ড্রাগনের থেকে বাঁচিয়ে আনার পর থেকে সে আর তার সামনে আসেনি।গ্লাস হাউজের নির্জনতায় ফিওনা একা বসে থাকে,তার চোখগুলো কখনো পাহাড়ের দূর দিগন্তে,কখনো গ্লাসের

দেয়ালে আটকে যায়।আর জ্যাসপার?

সে ল্যাবেই সময় কাটাচ্ছে।প্রতিটি মুহূর্তে সে থারিনিয়াসের সাথে যোগাযোগ করছে,ভেনাসে উপাদান পাঠানোর প্রস্তুতি নিয়ে ব্যস্ত।মিস্টার চেন শিংয়ের সাথে পরবর্তী মিশনের পরিকল্পনাও এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। তার মুখে কোনো অনুভূতির ছাপ নেই,কাজের মধ্যে ডুবে থাকা যেন

তার নিজের সান্ত্বনার একমাত্র উপায় হয়ে উঠেছে।কিন্তু মাঝরাতে,যখন গ্লাস হাউজ অন্ধকারে ডুবে থাকে,ফিওনা গভীর ঘুমে,তখনই জ্যাসপার হাউজে ফেরে।সে নির্জনে ফিওনার দিকে তাকিয়ে থাকে,কিন্তু কোনো শব্দ না করে আবার নিজের কক্ষে চলে যায়।ফিওনার মন অস্থির।সে বুঝতে পারছে না কেন জ্যাসপার এভাবে দূরে সরে যাচ্ছে।

সেদিনের ঘটনা যেন তাদের দুজনের মাঝে এক অদৃশ্য প্রাচীর তুলে দিয়েছে।ফিওনার মনে হাজার প্রশ্ন ঘুরপাক খায়—”আমার কোনো ভুল হয়েছে?সে কি আমাকে দোষারোপ করছে?নাকি তার ভেতরে কোনো যুদ্ধ চলছে?”

তবে একটি বিষয় পরিষ্কার,জ্যাসপারের মনে কিছু চলছে। কিছু গভীর, যকিছু জটিল।

ফিওনা জানে এই রহস্য তাকে ছিন্ন*ভিন্ন করে দিচ্ছে।কিন্তু তার হৃদয়ের কোনো এক কোণায় সে অনুভব করে,জ্যাসপার যতই দূরে থাকুক,সে এখনো তার সুরক্ষার জন্যই লড়াই করছে।ফিওনা আর সহ্য করতে পারছিল না।জ্যাসপারের এমন আচরণ তার মনে এক অজানা শূন্যতা সৃষ্টি করেছিল। শেষমেশ,ফিওনা সিদ্ধান্ত নিল—

এভাবে আর চলতে পারে না। জ্যাসপার কেন এমন করছে,সেটা তাকে জানতেই হবে।

অ্যাকুয়ারাকে জিজ্ঞেস করতেই সে জানালো,”জ্যাসপার এখন ল্যাবে আছে।”এই কথাই যেন ফিওনার জন্য যথেষ্ট ছিল।সে মনের ভেতর দৃঢ় প্রতিজ্ঞা নিয়ে ল্যাবে যাওয়ার পরিকল্পনা করলো। ষলিভিং রুমে এসে যখন পা রাখল, তখনই

আলবিরার সাথে দেখা হয়ে গেল। ফিওনা কোনো দেরি না করেই বললো,”আমাকে ল্যাবে নিয়ে চলো। প্রিন্সের সাথে আমার জরুরি কথা আছে।”

আলবিরা এক মুহূর্ত চুপ করে থেকে ফিওনার চোখের দিকে তাকালো। তার দৃষ্টিতে কৌতূহল এবং সতর্কতার ছাপ ছিল। তারপর সে শান্ত গলায় বললো,”ফিওনা,এটা

সম্ভব নয়। ল্যাবে যাওয়ার অনুমতি নেই।প্রিন্স নিজেই কঠোর আদেশ দিয়েছেন।শুধু ল্যাবের কাজে যুক্ত ব্যক্তিরাই সেখানে প্রবেশ করতে পারে।তুমি সেখানে যেতে পারবে না।”

ফিওনা এবার দৃঢ় কণ্ঠে বললো,”আমাকে যদি তুমি এই মুহূর্তে ল্যাবে তার কাছে নিয়ে না যাও,আমি নিজের ক্ষতি করবো।”

আলবিরা প্রথমে ভ্রু কুঁচকে তাকালো।কিন্তু ফিওনার চোখের চাহনি দেখে সে ভয় পেয়ে গেল।সে স্পষ্ট বুঝতে পারল, ফিওনা মিথ্যে বলছে না।যদি ফিওনা সত্যি কিছু করে বসে, তাহলে পরিস্থিতি আরও জটিল হয়ে উঠবে।জ্যাসপার তো অ্যালিসার উপরও রেয়াত করেনি,ফিওনার জন্য যদি কোনো অনিষ্ট হয়,তাহলে প্রিন্স ওকে কোনো

দায়মুক্তি দেবে না।আলবিরার মনে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ল।”তুমি এমন কিছু করবে না,ফিওনা!”সে কাঁপা কণ্ঠে বললো।

কিন্তু ফিওনার মুখে কোনো পরিবর্তন এল না।সে বরং আরও দৃঢ়তার সাথে বললো,”তাহলে আমাকে নিয়ে চলো।আমি আর অপেক্ষা করতে পারছি না।”

আলবিরা বোঝে যে এই মুহূর্তে ফিওনাকে আটকে রাখা অসম্ভব।সে দীর্ঘ নিঃশ্বাস নিয়ে বললো,"ঠিক আছে।আমি তোমাকে ল্যাবের কাছে নিয়ে যাব।কিন্তু ওখানে যাওয়ার পর তুমি যা বলবে সেটা প্রিন্সের সামনে শান্তভাবে বলবে। ঠিক আছে?"

ফিওনা মাথা নেড়ে সম্মতি জানালো। আলবিরা তাড়াতাড়ি ফিওনাকে নিয়ে ল্যাবের দিকে রওনা দিল।ফিওনার

পায়ে পায়ে ল্যাবের সামনে এসে দাঁড়িয়ে পড়ল দুজন।ল্যাবের দরজা বন্ধ,কিন্তু ভেতর থেকে জ্যাসপারের কাজের শব্দ শোনা যাচ্ছে।

আলবিরা কাঁপা কণ্ঠে বললো,"আমি দরজার প্যানেল খুলছি।কিন্তু তুমি কী বলতে চাও,সেটা ভেবে নিও,ফিওনা।"

ফিওনা কিছু বললো না।তার মনোযোগ ছিল দরজার ওপাশে থাকা

জ্যাসপারের দিকে।আজ সে জ্যাসপারের সমস্ত গোপনা কথা জানবেই।জ্যাসপার এক্সিকিউটিভ চেয়ারে বসে গভীর মনোযোগে কম্পিউটারের স্ক্রিনে কিছু তথ্য বিশ্লেষণ করছে।তার চারপাশে ল্যাবের নীরব পরিবেশ ভেদ করে কেবলমাত্র যন্ত্রপাতির সূক্ষ্ম শব্দ শোনা যাচ্ছে।হঠাৎ করেই তার নাকে

পরিচিত এক হরমোনাল গন্ধ ভেসে আসে।

জ্যাসপার তার মাথা সামান্য ঘুরিয়ে নাক দিয়ে গন্ধ শুঁকে নিশ্চিত হতে চায়।কিন্তু তাৎক্ষণিকভাবে নিজেকে স্থির করে ফেলে।"এটা হয়তো আমার ভ্রম।ফিওনা তো এখানে আসতে পারবে না,"সে নিজেই নিজেকে বলে।

কিন্তু গন্ধটা যেন আরও স্পষ্ট হয়ে ওঠে।তার ড্রাগন সত্ত্বা এই গন্ধের সঙ্গে খুব পরিচিত।মৃদু রাগ মিশ্রিত কৌতূহল জেগে ওঠে তার মনে।

জ্যাসপার এক মুহূর্তের জন্য চেয়ারে গা এলিয়ে বসে এবং চোখ বন্ধ করে হালকা নিঃশ্বাস নেয়।সেই গন্ধ যেন তার ধৈর্য্যের পরীক্ষা নিচ্ছে।

জ্যাসপার এক্সিকিউটিভ চেয়ারে হেলান দিয়ে ছিল।হঠাৎ, ফিওনা

পেছন থেকে গলা জড়িয়ে ধরে। জ্যাসপার ধড়ফড় করে উঠে পড়ে। তার চোখে অবিশ্বাসের ঝলক।মাথা ঘুরিয়ে পেছনে তাকাতেই দেখে,ফিওনা ওর খুব কাছে ঝুঁকে আছে।“ফিওনা?!”জ্যাসপার অবাক হয়ে বলল। “তুমি এখানে কীভাবে? আর কে তোমাকে ল্যাবে ঢুকতে দিলো?আমার অনুমতি ছাড়া কেউ এখানে ঢুকতে পারে না।”

ফিওনা কোনো কথা না বলে এক মুহূর্তের জন্য তার চোখের গভীরতায় তাকিয়ে থাকে।তারপর মুচকি হেসে বলে, “আপনার অনুমতি ছাড়া আমি এখানে আসিনি।আমি তো আপনার নিজের। আপনার কাছে আসতে কোনো অনুমতির দরকার হয় না আমার।”

এটা বলেই ফিওনা তার হাত দিয়ে জ্যাসপারের গলা আরও শক্ত করে

ধরে।জ্যাসপার কিছু বলতে যাবে,এমন সময় ফিওনা আরও কাছাকাছি চলে আসে।

ফিওনা আর কোনো কথা না বলে জ্যাসপারের পায়ের ওপর কোলে বসে পড়ে এবং তার গলা জড়িয়ে ধরে।জ্যাসপারের মনে এক অদ্ভুত অনুভূতি জাগ্রত হয়;সে কিছু বলতে গেলে তার কণ্ঠরোধ হয়ে আসে। ফিওনার স্পর্শে সে যেন পুরোপুরি

নিমজ্জিত হয়,অথচ ভেতরে এক অস্থিরতা কাজ করছে।

“ফিওনা,”সে অবশেষে বলল,”তুমি এমন করছো কেন?এটা ঠিক নয়।” কিন্তু তার কথায় কোন কঠোরতা ছিল না; বরং, তার চোখে অস্পষ্ট একটি উদ্বেগ ছিল।ফিওনা তার দিকে তাকিয়ে ছিল, যেন বলছে,”আমি এখানে থাকতে চাই। আপনি আমাকে বাধা দিতে পারেন

না ।” সেই মুহূর্তে, জ্যাসপারের মনে হয়েছিল,তার চারপাশের সব কিছু অস্পষ্ট হয়ে যাচ্ছে,আর ফিওনার উপস্থিতি তাকে একটি নতুন বাস্তবতায় নিয়ে যাচ্ছে।

জ্যাসপার তখন বললো,”আমার জরুরি কাজ আছে,শেষ করতে হবে।আমি আলবিরাকে ডাকছি,ও তোমাকে গ্লাস হাউজে নিয়ে যাবে।”

ফিওনা হেসে বললো,”আপনি কাজ করুন,কে ধরে রেখেছে? আমি এখানে চুপচাপ বসে থাকব,একটুও বিরক্ত করবো না।”জ্যাসপার কিছু বলতে চাইল,কিন্তু তার মুখ থেকে কোন শব্দ বের হলো না।সে বুঝতে পারছিল,ফিওনার এই মনোভাব তাকে একটু হলেও প্রভাবিত করছে।তাই পুনরায় কম্পিউটারের দিকে মনোযোগ দিল।

কিন্তু ফিওনার উপস্থিতি,তার উষ্ণতা এবং উজ্জ্বলতা,সব কিছুই যেন জ্যাসপারের মনোযোগকে দ্বিধাবিভক্ত করছিল। সে চেষ্টা করছিল কাজের মধ্যে ফিরে যেতে,তবে ফিওনার চোখে যে মাধুর্য ছিল,সেটা তার মনোযোগ টেনে নিয়ে যাচ্ছিল।

হঠাৎ ফিওনা জ্যাসপারের ঘাড়ের কাছে মুখ গুজে দিলো। তার নিঃশ্বাসের ছোঁয়ায় জ্যাসপারের মধ্যে

এক অদ্ভুত অসস্থি তৈরি হচ্ছিল। হৃদস্পন্দন যেন বেড়ে যাচ্ছিল,তীব্র অনুভূতি সজাগ হচ্ছিল মনে।

কিন্তু জ্যাসপার চেষ্টা করছিল কাজের দিকে মনোযোগ দিতে। ঠিক তখনই ফিওনা হঠাৎ করে নিজের নাক ঘষতে লাগলো জ্যাসপারের ঘাড়ের সাথে।তার নিঃশ্বাস আর ঠোঁটের ছোঁয়ায় জ্যাসপার প্রায় পাগল হয়ে যাচ্ছিল।

এই অস্থির পরিস্থিতিতে জ্যাসপার ফিওনার বাহু চেপে ধরে বললো,”কি করছো তুমি,ফিওনা?”তার কণ্ঠে এক ধরনের আশ্চর্যতা ছিল,মনে হচ্ছিল,একই সাথে বিরক্ত এবং আকৃষ্ট।ফিওনার দিকে তাকিয়ে,জ্যাসপার বুঝতে পারছিল,এই মুহূর্তগুলো তার নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যাচ্ছে।

ফিওনা তখন মিষ্টি হাসি নিয়ে বললো,”কোথায়?আমি কি করছি? আমি তো ক্লান্ত,তাই আপনার কাঁধে একটু বিশ্রাম নিচ্ছি।” তার কথায় ছিল চাঁদনী রাত্রির কোমলতা,যেন প্রতিটি শব্দে এক ধরধের দুষ্টু খেলা চলছে।

জ্যাসপার বুঝতে পারলো,ফিওনা আসলে তাকে জ্বালাতেই এখানে এসেছে।কিন্তু সে নিজেকে সামলাতে

লাগলো,কারণ তার মনে হচ্ছিল, যদি সে এই মুহূর্তে নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যায়,তবে আবার ফিওনার সাথে ফিজিক্যালভাবে যুক্ত হয়ে যাবে,যা সে কোনোভাবেই চাইছিল না।

জ্যাসপার একপাশে গাঢ় শ্বাস নিয়ে বললো,"ফিওনা,তুমি জানো আমি এখন গুরুত্বপূর্ণ কাজ করছি।"তার কণ্ঠস্বর ছিল শান্ত,কিন্তু মনে মনে সে অস্থির হয়ে উঠছিল।এই ঘনিষ্ঠতা

তাকে প্রলুব্ধ করছিল,আর সে চেষ্টা করছিল নিজেকে দূরে রাখতে। ফিওনার চোখে এক ধরনের চাহনি ছিল,যেন সে জানতো তার উপস্থিতি জ্যাসপারের মনে কেমন অস্থিরতা সৃষ্টি করছে। সে আবারও কাঁধে মাথা রেখে বললো,”আমার ভালো লাগছেনা,একা একা লাগছে ।তাই আমি এখানে একটু সময় কাটাতে এসেছি আপনার কাছে কিছুক্ষণ।”

জ্যাসপার মনে মনে চিন্তা করতে লাগলো,”কীভাবে এই পরিস্থিতি সামলানো যায়?”

জ্যাসপার তখন বললো,”ঠিকাছে,আমি নিজেই তোমাকে গ্লাস হাউজে নিয়ে যাচ্ছি।”এটা বলেই সে উঠতে গেল,কিন্তু ফিওনা তাকে থামিয়ে দিয়ে বললো,”আচ্ছা,আমি আর বিরক্ত করবো না।আমি একটু

ল্যাবটা ঘুরে দেখি।আপনি কাজ করুন।”

ফিওনা কথাগুলো বলেই জ্যাসপারের কোলে থেকে উঠে গেল।ধীরে ধীরে পুরো ল্যাবে ঘুরে দেখতে লাগলো,যেন সে নতুন কিছু আবিষ্কার করতে চাইছে।জ্যাসপার তার কর্মে মনোযোগ দিলেও,মাঝে মাঝে ফিওনার দিকে নজর রাখছিল। ফিওনার হাস্যোজ্জ্বল মুখ দেখে

জ্যাসপারের মনে অদ্ভুত অনুভূতি হচ্ছিল।সে বুঝতে পারছিল যে,ফিওনা তার কাজের প্রতি যতটা গুরুত্ব দিচ্ছে,সে ততটাই যেন তার মনোযোগ টানতে চাচ্ছে।ল্যাবের বিভিন্ন যন্ত্রপাতি ও পরীক্ষার উপকরণ ঘুরে দেখে ফিওনা কৌতূহল প্রকাশ করছিল।

জ্যাসপার মৃদু হাসি দিয়ে ভাবতে লাগলো,”ফিওনার মাথার কি কোনো

দুষ্টু বুদ্ধি চলছে?”এই চিন্তায় তার হৃদস্পন্দন বেড়ে যাচ্ছিল,কিন্তু সে নিজের কাজের প্রতি মনোযোগী থাকার চেষ্টা করছিল।

অনেকক্ষণ বাদে ফিওনা আবারও জ্যাসপারের সামনে চলে আসে।হঠাৎ করেই সে আবারও জ্যাসপারের কোলে বসে পড়লো।জ্যাসপার বিরক্ত ভাব প্রকাশ করলো,কিন্তু ফিওনা কিছুটা রেগে গেছে।

“আপনি আমাকে অবহেলা করছেন? তাইনা?আপনি আর আমাকে চান না,তাইনা?শখ মিটে গেছে,একদিন বিছানায় নিতেই মজা শেষ,আর ভালো লাগছেনা আমাকে?”

ফিওনার কথাগুলো শুনে জ্যাসপারের মাথায় রাগ উঠে যায়। সে রাগান্বিত দৃষ্টিতে ফিওনার দিকে তাকিয়ে বললো,”সাট আপ!কি সব বলছো? নিজেই নিজেকে সস্তা ভাবছো?

সিরিয়াসলি?”ফিওনা তখন বললো,”আমার তো মনে হয় আমি সস্তাই আপনার কাছে।যখন ইচ্ছা নিজেই কাছে আসবেন,যখন ইচ্ছা নিজেই দূরে ঠেলে দিবেন কেনো? আমার চাওয়ার কোনো মূল্য নেই?”জ্যাসপার কঠোর হয়ে বললো,”সব আমার নিয়ন্ত্রণেই চলে।”

ফিওনা তখন রাগের সাথে বললো,”আমার ভার্জিনিটি শেষ করে এখন আমাকে অবহেলা করা হচ্ছে,তাইনা?”

এই কথা শুনে জ্যাসপার ফিওনার গালে শক্তভাবে চেপে ধরলো।তার চোখে রাগের আগুন জ্বলছিল।সে বললো, “আর একটা কথা বললে এমনভাবে ছুড়ে ফেলবো,হাড়গোড়

ভেঙে যাবে। এক্ষনি তুমি ল্যাব থেকে যাবে।”

জ্যাসপার হঠাৎ উঠে দাঁড়াতে যাবে, কিন্তু উঠতেই পারলো না। কিছু একটা আটকে যাচ্ছে।তার দৃষ্টি ফিওনার দিকে গেল,যে তার হাত দুটো কৌশলে বেঁধে দিয়েছে। জ্যাসপার অবাক হয়ে গেল এবং আবার কিছুটা তাচ্ছিল্যভাবে হাসলো।হাতের বাঁধন খুলতে চেষ্টা

করলো,কিন্তু পারলো না। ্ সে বুঝতে পারলো,ফিওনা কোনো ক্যামিকেল ব্যবহার করেছে।তবে, জ্যাসপার জানে,সে যদি তার ড্রাগন পাওয়ার ব্যবহার করে এই বাঁধন খুলতে চায়,তাহলে ফিওনার ক্ষতি হবে।ফিওনা জানত যে জ্যাসপার কখনোই তার শক্তি ব্যবহার করে তাকে বিপদের মধ্যে ফেলবে না।সে তাই কিছু পরিকল্পনা করে এবং

ল্যাবে ঘুরে বেড়ানোর সময় যে সব ক্যামিকেল ও যন্ত্রপাতি তার নজরে এসেছে,সেগুলো কাজে লাগানোর সিদ্ধান্ত নেয়।সে একটি বিশেষ ক্যামিকেল তৈরির উপাদান খুঁজে পায়,যা “ন্যানো বন্ডিং সলিউশন” নামে পরিচিত।এই ক্যামিকেলটি ন্যানো টেকনোলজির সাহায্যে তৈরি হয় এবং যে কোনো পদার্থকে একত্রিত করতে সক্ষম।ফিওনা

জানত, এই সলিউশনটি জ্যাসপারের শক্তি ব্যবহারের ক্ষেত্রে কার্যকরী বাধা তৈরি করতে পারে।

ফিওনা একটি পিপেট ব্যবহার করে ন্যানো বন্ডিং সলিউশনটি জ্যাসপারের হাতের উপর প্রয়োগ করে।অল্প সময়ের মধ্যে, সলিউশনটি জ্যাসপারের হাতের ত্বকে সম্পূর্ণরূপে বেঁধে যায়, ফলে তার হাতগুলো মুক্ত করা অসম্ভব

হয়ে যায়।“এটা তুমি কি করলে? আর এসব বিষয়ে জানলে কিভাবে?” জ্যাসপার জিজ্ঞেস করলো,তার কণ্ঠে বিস্ময় ও রাগের ছাপ।

ফিওনা তখন আরও কাছে এসে বললো,”এই তিন দিনে রিসার্চ করেছি,অ্যাকুয়ারাকে দিয়ে বিভিন্ন বই আনিয়েছি। আর হ্যাঁ,আমাকে এতোটা তুচ্ছ ভাবেন না,প্রিন্স।আমি সাইন্সের স্টুডেন্ট!”

ফিওনার আত্মবিশ্বাসী কথাগুলো জ্যাসপারের মনে নতুন প্রশ্ন তৈরি করলো। সে ভেবেছিল,ফিওনা শুধুমাত্র একটি সাধারণ মানুষ,কিন্তু তার এই জ্ঞান ও উদ্যোগ তাকে অন্য চোখে দেখতে বাধ্য করলো।”তুমি কী চাইছো,ফিওনা?”জ্যাসপার জানতে চাইল,তার গম্ভীর সুরে।

“আমি চাই আপনার মনোযোগ,” ফিওনা স্পষ্টভাবে বললো। “আমার প্রতি এই যে অবহেলা,সেটা আমি আর মানতে পারছিনা”জ্যাসপার তার গভীর,সবুজ চোখে ফিওনার দিকে তাকিয়ে বুঝতে পারল সে কী করতে যাচ্ছে।”তুমি কি আমাকে নিয়ন্ত্রণ করতে চাও হামিংবার্ড?”জ্যাসপার বলল।

ফিওনা মৃদু হাসি দিয়ে তার এক হাত জ্যাসপারের শার্টের বোতামে নিয়ে গেল।বোতাম খুলতে খুলতে ফিসফিস করে বলল,”ইয়েস,প্রিন্স।” ফিওনার ঠোঁট জ্যাসপারের ঘাড়ে স্পর্শ করতেই সে কেঁপে উঠল।”ফিওনা,তুমি জানো না তুমি আমার সঙ্গে কী করছ,”জ্যাসপার বলল।ফিওনা মৃদু হাসল।”আমি জানি,জ্যাসপার।আপনি এখন সম্পূর্ণ

আমার হাতে ব*ন্দি,”বলে সে আরও কাছে এগিয়ে এল।এ মুহূর্তে জ্যাসপার বুঝতে পারল,সত্যিকারের দুর্বলতা ভালোবাসার মধ্যে লুকিয়ে থাকে।

ফিওনা জ্যাসপারের শার্টের বোতাম খুলতেই,জ্যাসপারের উন্মুক্ত বডি দেখা দিল।সে কিছুটা স্তব্ধ হয়ে গেছে,যেন সময় থেমে গেছে।তার শরীরে এক অদ্ভুত উষ্ণতা ছড়িয়ে

পড়তে লাগল।ফিওনা তখন হঠাৎ করেই জ্যাসপারের দুপায়ের ওপর হাঁটু গেড়ে বসলো।জ্যাসপার একটু পেছনে হেলান দিল তার চোখের দৃষ্টি এখন ফিওনার দিকে নিবদ্ধ।

ফিওনা আলতো করে জ্যাসপারের গালে হাত রেখেছে,যেন একটি স্পর্শে তার সমস্ত বেদনা ভুলে যেতে চাচ্ছে।সে প্রথমে একটি কপালে চুমু দিলো, আর জ্যাসপার চোখ বন্ধ

করে নিল।ফিওনার কোমল ঠোঁটের ছোঁয়া যেন তার হৃদয়ে এক নতুন অনুভূতি সৃষ্টি করছে।সে ধীরে ধীরে জ্যাসপারের চোখে এবং গালে চুমু দিতে লাগলো।জ্যাসপার প্রায় দিশেহারা হয়ে গেল,তার মনে হচ্ছিল যেন সারা পৃথিবী শুধুই এই মুহূর্তে সীমাবদ্ধ।

ফিওনা জ্যাসপারের ঠোঁটের দিকে নজর দিলো এবং বললো, “এই

ঠোঁটজোড়া আমাকে কতোটা টানে,তা তুমি জানো না, প্রিন্স।তোমার ছোঁয়া পাওয়ার জন্য আমি কতোটা আকুল হয়ে আছি,জানো না,একয়দিনে আমার কি হাল হয়েছে,তা তুমি বুঝবেনা।”জ্যাসপারের হৃদয়টা যেন চুর্ণ-বিচুর্ণ হয়ে যাচ্ছে।সে জানে,সে ফিওনাকে কতোটা কষ্ট দিয়েছে,কিন্তু সে নিজেও এর থেকে বেশি কষ্ট পাচ্ছে।এই অনুভূতি তাকে অস্থির

করে তুলছে, আর সেটাও ফিওনা বুঝতে পারছে।

ফিওনার এই কথাগুলো জ্যাসপারের অন্তরে একটি তীব্র অনুভূতি তৈরি করল।সে ফিওনাকে কিছু বলতে চাইল,কিন্তু তার কণ্ঠস্বর যেন থমকে গেছে।এ মুহূর্তে, শুধুমাত্র ফিওনার উপস্থিতি,তার মিষ্টি হাসি এবং আলতো স্পর্শই তাকে ঘিরে রেখেছে।“হামিংবার্ড,” সে

বলল,”আমি জানি,আমি তোমাকে কষ্ট দিয়েছি, কিন্তু আমি...।”

ফিওনা তার কথা শুনে একটু সরে এলো এবং গভীর চোখে জ্যাসপারের দিকে তাকালো।”এখন কিছু বলার সময় নয়, প্রিন্স,” সে বললো,”আমাদের এখন অনুভব করার সময় একৈ অপরকে।

জ্যাসপারের ভেতরে দাবানল জ্বলছে।ফিওনার এমন অপ্রত্যাশিত

আদর,তার কোমল স্পর্শ এবং মুখ থেকে বের হওয়া “তুমি” ডাক শুনে জ্যাসপার যেন তার সমস্ত অনুভূতি ভুলে যেতে পারছে না।তার হৃদয়ে এক ধরনের আকাঙ্ক্ষা, এক ধরনের আগুন জ্বলে উঠেছে,যা তাকে আগেও কখনো অনুভব হয়নি।

ফিওনা যখন তার সামনে এত কাছে আসছে,জ্যাসপার বুঝতে পারছে,এই মূহূর্তে তার সব কিছুই বিপর্যস্ত হয়ে

যাচ্ছে। সে একয়দিন নিজের অনুভূতিগুলোকে গোপন রাখার চেষ্টা করেছে,কিন্তু ফিওনার উপস্থিতি সবকিছু এলোমেলো করে দিচ্ছে। তার কাছে থাকার এই অনুভূতি,ফিওনার ঠোঁটের ছোঁয়া,আর তাদের মধ্যকার বিদ্যুতের শূন্যতা সবকিছুকে যেন অতিক্রম করছে। জ্যাসপার তখন বললো,"প্লিজ,সড়ে যাও।এমনটা করো না, হামিংবার্ড

তোমার ক্ষতি হবে।সেদিন তুমি অসুস্থ হয়ে গেছিলে,ভুলে গেছো?”

কিন্তু ফিওনা কোনো উত্তর দিলো না।তার চোখে এখন এক অদ্ভুত নেশা,তা হলো প্রেমের নেশা।সে ধীরে ধীরে জ্যাসপারের গলায় চুমু দিতে লাগলো,তার ঠোঁটের কোমল স্পর্শে যেন দুনিয়া থেমে গেছে। ফিওনার ছোঁয়া জ্যাসপারের প্রতিটি স্নায়ুতে শিহরণ জাগিয়ে তোলে।

জ্যাসপার অবশ হয়ে গিয়েছিল।তার বুকের উন্মুক্ত ত্বকে যখন ফিওনা চুমু দিলো,তখন সে সম্পূর্ণভাবে হারিয়ে গেল। তার চোখ দুটো বন্ধ হয়ে গেল,আর মনে হলো যেন সে নিজের নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে গেছে।

এখন সে জানে,ফিওনার এই ভালোবাসার স্পর্শ তাকে কতটা দুর্বল করে দিচ্ছে।তার সমস্ত শক্তি,তার সমস্ত প্রতিরোধ যেন

একদম ভেঙে পড়ছে।সে জানে,ফিওনার কাছে তাকে এমনভাবে হারানো সম্ভব যা সে কখনো কল্পনাও করেনি।“হামিংবার্ড,”জ্যাসপার যেন কষ্টের সঙ্গে বললো, “তুমি জানো না তুমি কী করছ।”

কিন্তু ফিওনার চোখে সে শুধুই প্রেমের রূপ দেখছিল,তার স্পর্শে এতটা নরমতা ছিল যে জ্যাসপার

তার সমস্ত উদ্বেগ ভুলে যেতে চাইলো।ফিওনার এই অভিব্যক্তি তাকে আরও গভীরভাবে আকর্ষণ করছিল।

এখন, দুজনের মধ্যে শুধু প্রেমের একটি অসীম স্রোত বয়ে চলছিল,যা তাদেরকে এক নতুন জগতের দিকে নিয়ে যাচ্ছিল।জ্যাসপার নিজেকে আর আটকাতে পারছিল না,সে শুধু

ফিওনার কাছে আরও কাছে যেতে চাইল।

জ্যাসপার এবার বললো,”আমার হাত দুটো খুলে দাও, হামিংবার্ড।আমি তোমাকে আদর করতে চাই,রাইট নাও?”

ফিওনা তার চোখের দিকে তাকালো,এবং সে বুঝতে পারলো যে জ্যাসপার এখন নিয়ন্ত্রণহীন হয়ে

গেছে।তার হৃদয়ে আনন্দের একটি তরঙ্গ বয়ে গেল।

ফিওনা আরেকটা কেমিক্যালের মাধ্যমে জ্যাসপারের হাতের বাঁধন খুলে দিলো আর হাতের বাঁধন খুলতেই জ্যাসপার এক মুহূর্তের জন্য অপেক্ষা না করে,ফিওনার কোমড় ধরে টেবিলের ওপর বসানোর আগেই এক হাত দিয়ে টেবিলে থাকা কম্পিউটার এবং সব ডিভাইস

ফেলে দিলো। যন্ত্রপাতিগুলো আছড়ে পড়ে ভেঙে গেল,কিন্তু তাদের মনোযোগ শুধুই একে অপরের দিকে।জ্যাসপার ফিওনাকে টেবিলের ওপর বসিয়ে দিলো,তার চোখে আগুন জ্বলছে।"এখন আমি তোমাকে আমার মতো করে আদর করবো,"সে বললো,তার কণ্ঠে এক নতুন আবেগের সুর।

ফিওনা তার ঠোঁটের কোণে এক মিষ্টি হাসি নিয়ে বললো, “আমিতো সেটাই চাই প্রিন্স?”

জ্যাসপার তার হাত দিয়ে ফিওনার পিঠে কোমলভাবে স্পর্শ করলো,যেন সে তাকে আরও কাছে আনতে চাইছে।

“তুমি জানো,আমি তোমার জন্য কতটা আকুল,” ফিওনা বললো, তার কণ্ঠে এক অদ্ভুত মাধুর্য।

জ্যাসপার তখন তার হাত দুটো ফিওনার গালের পাশে রেখে বললো,”তুমি আমার কাছে অমূল্য রত্ন হামিংবার্ড।”

জ্যাসপার আর অপেক্ষা না করে ফিওনার ঠোঁটে ঠোঁট ডুবিয়ে দিলো। তার হৃদয়ের প্রতিটি ধকধক ধ্বনিত হচ্ছিল ফিওনার প্রতি।প্রথম চুম্বনটি ছিল সতেজ ও মৃদু,কিন্তু ধীরে ধীরে তা গভীর হয়ে উঠলো,যেন দুজনেই

তাদের চারপাশের সমস্ত কিছু ভুলে গেছে।ফিওনার দেহে উত্তেজনার একটি তরঙ্গ ছড়িয়ে পড়লো। জ্যাসপারের ঠোঁটের স্পর্শ যেন তার সমস্ত র*ক্তকে উত্তপ্ত করে দিল।সে নিজেকে হারিয়ে ফেললো,চুম্বনের আবেশে নিমজ্জিত হয়ে পড়লো।

জ্যাসপার পুরোপুরি দিশেহারা হয়ে গেছে।তার হাতগুলো ফিওনার মাথায় ঘুরতে লাগলো,যেন সে তাকে

আরও কাছে টানতে চাইছে।প্রতিটি চুম্বনে তাদের মধ্যে একটি নতুন আবেগের সঞ্চার হচ্ছিল—ভালোবাসা,কামনা,আর একে অপরকে পাওয়ার আকাঙ্ক্ষা।

ফিওনা তার হাত দিয়ে জ্যাসপারের পিঠে শক্ত করে জড়িয়ে ধরলো।তার দেহে এক অজানা শক্তি অনুভব করছিল। চুম্বনটির গভীরতা যেন

তাদের মধ্যে কিছুকে পুনর্নবীকরণের প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল।

“আমি তোমাকে ছাড়া একদিন ও থাকতে পারবো না হামিংবার্ড,”জ্যাসপার ফিওনার ঠোঁট থেকে আলগা হয়ে বলে উঠলো,তার গলার স্বরে অদ্ভুত এক চাপা আবেগ ছিল।এবার জ্যাসপার ফিওনাকে কোলে তুলে নিয়ে গেলো কেমিক্যাল সেলফের দিকে।তার সারা দেহে

উত্তেজনার ঝড় বয়ে যাচ্ছিল,আর ফিওনার জন্য সেই মুহূর্তটি যেন চিরস্থায়ী হয়ে যাওয়ার মতো মনে হচ্ছিল।ফিওনাকে ঠেসে ধরার সাথে সাথেই সেলফে থাকা কেমিক্যালের কাঁচের বোতলগুলো একে একে পড়ে গেলো ফ্লোরে।

জ্যাসপার পুরো হুঁশ হারিয়ে ফেললো,যেন তার সমস্ত চিন্তা-কল্পনা ফিওনার দিকে কেন্দ্রীভূত হয়ে

গেছে।কাঁচের বোতলগুলো মেঝেতে ছিটকে পড়ার শব্দ হঠাৎ করেই ল্যাবের নীরবতাকে ভেঙে দিলো,কিন্তু জ্যাসপার তার চারপাশের সবকিছু ভুলে গিয়ে ফিওনার দিকে মনোযোগ দিতে থাকলো।“হামিংবার্ড,” সে বললো,তার কণ্ঠস্বর গম্ভীর হয়ে উঠলো, “আমি তোমার কোনো ক্ষতি করতে চাই না।কিন্তু...”

ফিওনা তার ঠোঁটের দিকে তাকিয়ে ছিল উত্তেজনায় তার হৃদয় দ্রুত স্পন্দিত হচ্ছিল।“কিন্তু তুমি আমাকে না ছুঁয়ে থাকতে পারবেনা,”সে বললো,এক অদ্ভুত আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে।জ্যাসপার তখন ফিওনাকে আরও কাছে টেনে নিলো।

কেমিক্যালের ঘ্রানে পুরো ল্যাব ভরে গেলো,এক অদ্ভুত ও মাদকতা পরিবেশ তৈরি করে। সেই

পরিবেশে,জ্যাসপার যেন পুরোপুরি মত্ত হয়ে আছে ফিওনার মাঝে।তার হাতগুলো ফিওনার কোমরকে ঘিরে ধরে,আর সে তার গলায়,ঘাড়ে চুমু দিতে দিতে ফিওনাকে অস্থির করে তুলছে।

ফিওনার হৃদয় পুকুরের মতো ঠাণ্ডা ছিল,কিন্তু জ্যাসপারের স্পর্শে তা দ্রুত গরম হয়ে উঠলো।জ্যাসপার যখন ফিওনার টপসটা খুলে

ফেললো,তখন উন্মুক্ত হলো তার দেহ।শুধু ইননার পরিধান করেই সে জ্যাসপার কোলের মধ্যেই ছিলো, যেন সে নিজেই এখন একটি শিল্পকর্মে পরিণত হয়েছে।“হামিংবার্ড...” জ্যাসপারের কণ্ঠস্বর কাঁপছিল,আর তার চোখে এক অদ্ভুত উন্মাদনা ঝলমল করছিল। “তুমি জানোনা আমি তোমাকে কতটা চাই।”ফিওনা তার

চোখে তাকিয়ে ছিল,অঙ্গীকারের মতো।“আমি জানি,প্রিন্স।

জ্যাসপার পুনরায় ফিওনাকে কোলে নিয়ে সেলফের থছকে সড়ে এসে আলতো করে এক্সিকিউটিভ চেয়ারে বসাল। ফিওনার কোমড় উঁচু করে থাকার ফলে সে যেন আরো আকর্ষণীয় হয়ে উঠলো।তার চোখে এক অদ্ভুত উন্মাদনা, আর শরীরের

উত্তাপ থেকে এক অদৃশ্য চুম্বকীয় শক্তি চারপাশে ছড়িয়ে পড়ে।

“তুমি এখানে কমফোর্ট ফিল করছো?”জ্যাসপার প্রশ্ন করলো, তার কণ্ঠস্বর হালকা কাঁপছিল।ফিওনার কোমরের গতি যেন এক ধরনের আহ্বান ছিল,যা জ্যাসপারের সমস্ত অনুভূতিকে উদ্দীপ্ত করে তুলেছিল।

কিছুটা আনইজি,” ফিওনা বললো,তার ঠোঁটের কোণে এক

কোমল হাসি। “কিন্তু এই মুহূর্তের অনুভূতিগুলো অস্বাভাবিক করতে চাই ।”“এবং তুমি সফল হচ্ছ,”জ্যাসপার বললো,তার হাত ফিওনার গালের ওপর রাখলো।”তুমি জানো,তোমার এমন আচরণ আমাকে একদম পাগল করে দিচ্ছে।”

জ্যাসপার ফিওনার দিকে এগিয়ে আসতে আসতে মনে পড়ে গেলো

ডক্টর আগ্নিসের কথা,যা তাকে ভাবতে বাধ্য করলো। “তুমি যদি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলো,তবে এর পরিণতি ভয়ঙ্কর হতে পারে,”ডক্টর আগ্নিসের সতর্কবার্তা মনে মনে গুনগুন করতে লাগলো সে।

ফিওনা তখনও অস্থির হয়ে উঠে,তার চোখে এক প্রকার আকুলতা।সে জানে,জ্যাসপারের প্রতি তার আকর্ষণ অনেকটাই প্রবল,আর সেটা

জ্যাসপার নিজেও বুঝতে পারলো তবে এই মুহূর্তে ফিওনাকে শান্ত করতে হবে।তাই জ্যাসপার নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করতে চেষ্টা করলো।কিন্তু তারপরও ফিওনার উন্মাদনার প্রতি সে প্রতিরোধ করতে পারলো না। জ্যাসপার হঠাৎ করেই ফিওনার ঠোঁটে হামলে পড়লো,কিন্তু চুম্বন নয়,বরং তার দন্ত দিয়ে জোরে জোরে কামড়াতে লাগলো।ফিওনা

প্রথমে কিছুটা হতবাক হয়ে গেলো,কিন্তু তারপর ব্যথায় কাতর হয়ে উঠলো।”আহ!”সে চিৎকার করে উঠলো।

জ্যাসপার জানত যে সে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলছে।কিন্তু সে চেয়েছিল ফিওনা যেন তার কাছ থেকে পালিয়ে যায় যেন সে নিজেই ছি মুহূর্তটা নষ্ট করে দেয়।তাই সে ইচ্ছে করে ফিওনার গলায় ও বুকে

কামড়াতে শুরু করলো,যেন ফিওনার আকর্ষণ দুর্বল হয়ে যায়।

ফিওনা ব্যথায় আর্তনাদ করে উঠলো, “আহ! প্রিন্স কি করছো?” তার কণ্ঠে বিভ্রান্তি এবং যন্ত্রণার সম্মিলন।সে বুঝতে পারছিল না কেন জ্যাসপার এমন আচরণ করছে, কেন তার প্রতি সে এতটা রাক্ষসের মতো আচরণ করছে।

জ্যাসপার,যে নিজেই নিজের অস্থিরতা থেকে ভীত ছিল, ফিওনার প্রতি আরও চেপে ধরতে লাগলো। তার ঠোঁট ফিওনার শরীরের বিভিন্ন স্থানে ক্ষ*তবিক্ষত করতে শুরু করলো,যেন সে ফিওনাকে সম্পূর্ণরূপে দখল করতে চাইছে। কিন্তু এই অবস্থায় ফিওনা এখন আতঙ্কিত এবং চরমভাবে বিভ্রান্ত হয়ে পড়েছে।ফিওনার চোখের জল

তার মুখে ঝরতে লাগলো,কিন্তু সে কিছু বলছিল না।তার মুখের উপর এক ধরনের নিস্তব্ধতা ছিল,যেন সে নিজের ভেতরের যন্ত্রণাকে বাইরে আসতে দিতে চাচ্ছে না।ফিওনা সহ্য করে যাচ্ছে জ্যাসপারের এমন অমানবিক আচরণ।জ্যাসপার বুঝতে পারলো,এই মুহূর্তে ফিওনার সহ্যশক্তি তার সীমা অতিক্রম করছে।

জ্যাসপারের হৃদয়ে এক ধরনের পীড়া জেগে উঠলো।সে দেখলো,ফিওনার চোখে যে যন্ত্রণা রয়েছে,তা তার নিজের জন্যও একরকম কষ্টদায়ক।জ্যাসপার তখন থেমে গেলো,তার চোখে অসহায়ত্ব ফুটে উঠলো।তার মনে হচ্ছিল, সে একজন অপরাধী,ফিওনাকে এতটা কষ্ট দেওয়ার জন্য। হঠাৎ করেই জ্যাসপার ফিওনাকে চেয়ার থেকে

তুলে নিলো এবং নিজেই চেয়ারে বসে পড়লো। ফিওনাকে কোলে নিয়ে সে তার বুকে জাপটে ধরলো,যেন তার কাছে সে একমাত্র নিরাপত্তার ঠিকানা।

ফিওনা অবাক হয়ে গেলো,কিন্তু তার মনে এক ধরনের শান্তি আসলো। জ্যাসপার তার চুলের মধ্যে চুমু খেতে শুরু করলো, একটার পর একটা,যেন সে তার সব কষ্টের জন্য

ক্ষমা চাইছে।ফিওনার হৃদয় ধড়ফড় করতে লাগলো।তার চোখে জল এসে গেলো,কিন্তু এই মুহূর্তে সেই জল ছিল আনন্দের, প্রেমের।

জ্যাসপার ফিওনার গালে আলতো করে হাত রাখলো,তার স্পর্শে ফিওনার শরীরের প্রতিটি কোণে এক অদ্ভুত অনুভূতি ছড়িয়ে পড়লো। সে তার কপালে একটি মিষ্টি চুমু দিলো এবং তারপর ঠোঁটে ঠোঁট

ছোঁয়াল।এই ছোট্ট চুমুর মাধ্যমে যেন সমস্ত বেদনা এবং সন্দেহ দূর হয়ে গেলো।“হামিংবার্ড,”জ্যাসপার বললো,তার কণ্ঠস্বর কোমল। “আমার বলতে হবে কিছু গুরুত্বপূর্ণ বিষয়।তুমি জানো ডক্টর আগ্নিস কি বলেছিল?”

ফিওনার চোখের দৃষ্টি তার দিকে কৌতূহলী হয়ে গেলো। “না তাতো জানিনা কি বলেছিলো?।”

জ্যাসপার গভীর নিঃশ্বাস নিলো,যেন কথা বলতে একটু সাহস সংগ্রহ করতে হচ্ছে।“ডক্টর আগ্নিস বলেছিল,আমাদের শারীরিক সম্পর্কের ফলে তোমার জন্য মারাত্মক ফল হতে পারে।এমনি মৃ*ত্যু হতূ সাথে তোমার।আমাদের ফিজিক্যাল হলে সেটা তোমার শরীরে মারাত্মক প্রভাব ফেলতে পারে।”

ফিওনার চোখে উদ্বেগের ছাপ পড়লো।“কিভাবে?কেন?”“তুমি জানো,আমি ড্রাগন।আমার শক্তি,আমার ডিএনএ—সবকিছুই ভিন্ন।তোমার শরীর যদি আমার শক্তির সংস্পর্শে আসে,তাহলে তুমি সেগুলো গ্রহণ করতে পারবে না। সেটা তোমার জীবনকে হুম*কির মুখে ফেলবে,”জ্যাসপার বললো, তার কণ্ঠস্বর ভারী হয়ে এল।

“কিন্তু তুমি তো...তুমি আমাকে ভালোবাসো তাইনা,”ফিওনা বললো,তার কণ্ঠে হতাশা ছিল।“তাহলে কেন তুমি আমাকে দুরে ঠেলে দিলে?”

“হামিংবার্ড। আমি তোমাকে হারাতে চাই না।কিন্তু যখন আমি তোমার কাছে আসি,তখন আমার মধ্যে অন্যরকম আবেগ কাজ করে।আমি নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারি না।

ডক্টর আগ্নিসের সতর্কবার্তা শুনে আমি ভেবেছিলাম,আমি তোমার থেকে দূরে থেকে তোমাকে ভালোবাসবো যদি কাছে যাই তাহলে আবারও আমি তোমার মধ্যে হারিয়ে যাবো।আর সেটা সত্যিই ভয়াবহ হবে,” জ্যাসপার বললো,তার চোখে দুঃখের ছাপ।ফিওনা তার কথা শুনে কিছুক্ষণ চুপ রইলো। তার মনে হচ্ছিল,জ্যাসপার আসলে তার জন্য

কতটা চিন্তা করছে। “তুমি কি বলতে চাইছো যে আমার তোমার কাছ থেকে দূরে থাকতে হবে?” সে জিজ্ঞেস করলো, তার কণ্ঠে বিষণ্ণতা।

“না,আমি সেটা বলছি না,” জ্যাসপার তৎক্ষণাত বললো। “আমি চাই তুমি নিরাপদ থাকো।আমি জানি,আমাদের মধ্যে যে ভালোবাসা আছে,সেটা

অমূল্য। কিন্তু আমাদের সতর্ক থাকতে হবে।”

“তাহলে আমাদের কি করতে হবে?” ফিওনা বললো, তার কণ্ঠে দৃঢ়তা ছিল।

“আমাদের সম্পর্কের মধ্যে সীমা রাখতে হবে, আমি তোমাকে ভালোবাসি,কিন্তু আমার সঙ্গে তোমার শারীরিক সম্পর্কের ফল ভ*য়াবহ হতে পারে।আমি চাই তুমি নিরাপদে

থাকো,” জ্যাসপার বললো,তার চোখে এক ধরনের প্র”ত্যয় ছিল।ফিওনা তখন একটু মুচকি হাসলো,যেন সে কিছু ভেবেছে। “আচ্ছা,চলো আমরা পৃথিবীর নিয়মে বিয়ে করে নেই।এটা আমাদের সম্পর্ককে আরও দৃঢ় করবে আর সবাই জানবে আমরা একসঙ্গে,”সে বললো।

জ্যাসপার হালকা হাসি দিয়ে বললো,“হ্যাঁ,আমি তোমার সঙ্গে

পৃথিবীতে একেবারে থাকতে চাই। কিন্তু আগে আমার মিশন শেষ হোক।তখন আমি নিশ্চয়ই তোমার কাছে ফিরে আসবো।”

ফিওনার চোখে উজ্জ্বলতা দেখা দিলো। “তুমি কি বলতে চাও যে, তুমি মিশন শেষে এখানে এসে আমাদের বিয়ের পরিকল্পনা করবে?”“ঠিক তাই।এবং হ্যাঁ, ধৈর্য ধরো,আমি কিছু একটা উপায় বের

করেই ফেলবো।কারণ,তোমাকে না স্পর্শ করতে পারলে আমার সত্যিই ভালো লাগবেনা,”জ্যাসপার বললো তার কণ্ঠে একটি উষ্ণতা ছিল।

জ্যাসপার ফিওনাকে নিজের হাতে ধীরে ধীরে টপস্ পরিয়ে দিলো,যেন সে একটি মূল্যবান জিনিসকে সাজাচ্ছে। ফিওনার এলোমেলো চুলগুলো খুব যত্নের সাথে ঠিক করে

দিয়ে, সে তাকে চেয়ারে বসিয়ে রাখলো।

“তুমি ঠিক আছো তো?” জ্যাসপার মৃদু প্রশ্ন করলো, যেন ফিওনার কোনও অস্বস্তি বা যন্ত্রণার প্রমাণ দেখতে না পায়।

ফিওনা তার দিকে তাকিয়ে একটু হাসল, “হ্যাঁ,আমি ঠিক আছি,তুমি যেভাবে কেয়ার করো ঠিক না হয়ে কোথায় যাবো।”এরপর জ্যাসপার

একটা বিশেষ মলম নিয়ে এলো,যেটি সে নিজে তৈরি করেছিল।সেটি ফিওনার ঠোঁটে,গলায় এবং বুকে লাগিয়ে দিতে লাগলো। “এটি তোমার জন্য,” সে বললো, “এটা তোমার ক্ষতগুলো দ্রুত সারিয়ে তুলবে।”

ফিওনা চোখ বন্ধ করে মলমের প্রশান্তি অনুভব করতে লাগলো।”“চলো,এখন আমি

তোমাকে গ্লাস হাউজে নিয়ে যাই। তোমার এখন বিশ্রাম প্রয়োজন ,”জ্যাসপার বললো,তার কণ্ঠে সুরেলা রেশ ছিল।ফিওনাকে নিয়ে জ্যাসপার গ্লাস হাউজের দিকে যাত্রা করলো। ভেনাসের লালচে আকাশ তখন থমথমে।সূর্যের আলো ম্লান হয়ে গেছে,যেন প্রকৃতিও কোনো অমঙ্গল সংবাদ পেয়ে স্তব্ধ হয়ে গেছে।এল্ড্র রাজ্যের সিংহাসনে বসে থাকা

জ্যাসপারের পিতা গভীর চিন্তায় নিমগ্ন।তার সাদা চুলগুলো যেন আরও সাদা হয়ে উঠেছে উদ্বেগের ভারে।সামনে রাখা স্ফটিক গোলকটি থেকে স্পষ্ট হয়ে ওঠে তার সন্তানের হৃদয়ের পরিবর্তন।জ্যাসপারের লাভ ফাংশনাল সক্রিয় হয়েছে,তবে সেটি কোনো ড্রাগন রাজকুমারীর জন্য নয় বরং আর সেটি ঘটেছে একটি সাধারণ মানবীর জন্য।“এ অসম্ভব!”

ড্রাকোনিস ফুঁসে উঠলেন,তার গলা ঘরজুড়ে প্রতিধ্বনিত হলো।”আমার র*ক্তধারায় এই দুর্বলতা?এমন ভুল আর কখনো ঘটতে পারে না।”

তাঁর স্মৃতিতে ফিরে আসে সেই দিনগুলো,যখন তাঁর ভাই একটি মানবীর প্রেমে পড়ে নিজের জীবন বিসর্জন দিয়েছিল। মানবীর প্রেমে পড়ে প্রতিবারই ড্রাগন জাতির কেউ না কেউ নিজের শক্তি ও সম্মান

হারিয়েছে।এই প্রেম,এই অনুভূতি তাঁদের জন্য কেবলই বিপদের পূর্বাভাস।

তিনি তার দৃষ্টি ফেরালেন স্ফটিক গোলকের দিকে।গোলকে দেখা যাচ্ছে অ্যালিসাকে যে কিনা সবটা জানাচ্ছে ড্রাকোনিসকে, অ্যালিসা আর সিলভা ভেধখে ফিরে এসেছে তবে অ্যালিসার শাস্তি নির্ধারণ করা হয়েছে আর শাস্তির পুর্বেই সে সবটা

জানাচ্ছে ড্রাকোনিসকে ,জ্যাসপার এবং ফিওনার কিছু মুহূর্ত—যা তুলে ধরলো অ্যালিসা ।সেই দৃশ্যগুলো কল্পনা করতেই ড্রাকোনিসের ভ্রু কুঁচকে গেল।”তুমি কী করে ভুললে,জ্যাসপার?আমি তোমাকে এই ভালোবাসার ফাংশনাল থেকে বাঁচানোর জন্য এত ব্যবস্থা নিয়েছিলাম।”অ্যালিসার শাস্তি নির্ধারণ হয়ে তা প্রস্তুতি চলছে ।

ড্রাকোনিস জানতেন,তার অপরাধ ছিল ক্ষমার অযোগ্য।তবে এই মুহূর্তে তার শাস্তির বিষয়টি নয়,বরং জ্যাসপারের অবস্থা তার চিন্তার কেন্দ্রবিন্দুতে।

“এবার আমার হস্তক্ষেপ করা ছাড়া আর কোনো উপায় নেই,” ড্রাকোনিস নিজেকে বললেন। “মানবীটির অস্তিত্বই আমাদের জাতির জন্য হু*মকি হয়ে উঠতে পারে।”

তাঁর কণ্ঠস্বর ভারী হয়ে গেল। ড্রাকোনিসের সিদ্ধান্ত যেন পুরো এলড্র রাজ্যের ভার বহন করছিল। তিনি তাঁর প্রধান উপদেষ্টা অ্যালড্রিককে ডাকলেন।“জ্যাসপারকে ফিরিয়ে আনতে হবে।তার সঙ্গে সেই মানবীর সম্পর্ক এখনই শেষ করতে হবে।যদি সে না মেনে চলে, তাহলে...” তার কথাটি অসম্পূর্ণ রয়ে গেল,কিন্তু অ্যালড্রিক বুঝতে

পেরেছিলেন রাজা কী ইঙ্গিত করছেন।

ড্রাকোনিস তখন আকাশের দিকে তাকালেন।তার গভীর দৃষ্টি যেন শূন্যতায় কিছু খুঁজে ফিরছে।”ড্রাগন এবং মানবীর মিলন কখনো শুভ ফল বয়ে আনেনি।আমি আমার সন্তানকে হারাতে পারবো না।”

রাজ্যের আকাশ ভারী হয়ে উঠলো। এক নতুন ঝড়ের পূর্বাভাস যেন

ভেসে আসছিল।ড্রাকোনিস জানতেন,সামনে যে লড়াই আসছে,তা কেবল জ্যাসপারের নয়,পুরো জাতির ভবিষ্যৎ নির্ধারণ করবে।

এদিকে,পৃথিবীতে ফিওনা হয়তো বুঝতেই পারেনি যে তাদের নিষ্পাপ সম্পর্কের কারণে ভেনাসের শিখরে এমন ঝড় উঠেছে।কিন্তু জ্যাসপার? সে জানে,তার সামনে দুটি পথ—

ফিওনার কাছে থাকা,অথবা তার নিজের জাতি এবং পরিবারের ঐতিহ্য রক্ষা করা।ফ্লোরাস রাজ্যের রাজা জারেন অ্যালিসার পিতা,এক অত্যন্ত শক্তিশালী এবং বুদ্ধিমান ড্রাগন,তার সোনালি রাজকীয় চাদর গায়ে জড়িয়ে বন্দিশালার দীর্ঘ করিডোর ধরে হাঁটছিলেন। চারপাশে শুধু নিঃস্তব্ধতা।এই বন্দিশালা ভেনাসের গভীরতম অঞ্চলে

অবস্থিত,যেখানে অপরাধীদের রাখা হয়,তবে এখানে বন্দিদের অধিকাংশই ড্রাগন জাতির উচ্চ শ্রেণির সদস্য।

শেষে এসে তিনি থামলেন এক কক্ষের সামনে।কক্ষটি অন্যসব কক্ষের চেয়ে আলাদা।কক্ষের ভেতরে একটি আলোকিত স্ফটিক ল্যাম্প ঝুলছে,আর তাতে আলো ছড়াচ্ছে।কক্ষের মাঝখানে একটি

চেইনে বাঁধা একজন নারী বসে আছেন—ফ্লোরাস রাজ্যের প্রাক্তন রাজকন্যা লিয়ারা,যিনি একসময় পৃথিবীর একজন মানবের প্রেমে পড়েছিলেন এবং নিজের জাতির সব নিয়ম ভেঙে দিতে চেয়েছিলেন।“তুমি এখনো সেই পৃথিবীর স্বপ্ন দেখে যাচ্ছ?” জারেন ধীর কণ্ঠে বললেন,কক্ষের ভেতরে প্রবেশ করে।

লিয়ারা মাথা তুললেন।তার চুলগুলো কিছুটা এলোমেলো,কিন্তু তার চোখ এখনো গর্ব এবং দুঃখের মিশ্রণ। “আমি পৃথিবীর স্বপ্ন দেখি না,জারেন ভাইয়া।আমি দেখি আমার জীবনের একমাত্র প্রেমিকের স্বপ্ন।যে ভালোবেসেছিল আমাকে,যে আমাকে এমনভাবে আপন করেছিল,যা আমাদের জাতির কোনো ড্রাগন কখনো পারেনি।”

“তুমি জানো,তোমার এই ভালোবাসা আমাদের জাতির জন্য কী ধরনের বিপদ ডেকে আনতে পারত,” জারেন গম্ভীর স্বরে বললেন। “তুমি তোমার জাতি,তোমার পরিবার,এমনকি আমাদের পুরো ড্রাগন ঐতিহ্যের বিরুদ্ধে গিয়েছিলে।”

লিয়ারা ধীরে ধীরে উঠে দাঁড়ালেন,চেইনের বাঁধন তাকে

আটকে রেখেছে। “আপনারা আমাকে এখানে বন্দি করে রাখতে পারেন,কিন্তু আমার ভালোবাসা মুছে ফেলতে পারবেন না।আর আপনি জানেন না,আমি আর সেই মানব—আমাদের এক সন্তান হয়েছিলো।”জ্যারেন চমকে উঠলেন,কিন্তু তার মুখের ভাব বজায় রাখলেন। “তোমার সন্তান?তুমি এত

বছর ধরে এটি গোপন করেছিলে?সে কোথায়?”

“আমি জানি না।” লিরায়ার গলা কাঁপল। “আমি জানি না সে ছেলে ছিলো নাকি মেয়ে।আমি জানি না সে এখনো জীবিত আছে কি না।কিন্তু আমার অন্তর বলে,সে বেঁচে আছে,জারেন ভাইয়া।আর তার রক্তে ড্রাগনের শক্তি মিশে আছে।”জ্যারেন কিছুক্ষণ নীরব রইলেন।তার চোখে

ভাবলেশহীন দৃষ্টি,কিন্তু তার মনের মধ্যে প্রশ্নের ঝড় বইছিল। “তুমি জানো,এই কথা যদি এল্ড্র রাজ্যের রাজা জানতে পারে,তাহলে সে তোমার সন্তানকে পৃথিবী থেকে খুঁজে আনতে কিছুতেই দ্বিধা করবে না। ড্রাগন এবং মানবের মিলনে জন্ম নেওয়া সন্তান সবসময় বিপদের কারণ হয়েছে।”

লিরায়া কঠিন দৃষ্টিতে জারেনের দিকে তাকালেন। “আপনারা সবসময় ভালোবাসাকে ভয় করেন। আপনি আর ড্রাকোনিস একই ধরনের।কিন্তু আমি জানি,সেই সন্তান পৃথিবীতে কোথাও বেঁচে আছে।এবং তার মাধ্যমেই একদিন ড্রাগন জাতির ভাগ্য বদলাবে।”

জারেন ধীরে ধীরে পেছনে সরে গেলেন।তার ভ্রু কুঁচকে গেল।তিনি

জানতেন,এই তথ্য তাকে বিপদের সামনে দাঁড় করাতে পারে।কিন্তু তিনি এটাও জানতেন,এই সন্তানের অস্তিত্ব পৃথিবীর আর ভেনাসের মধ্যে এক নতুন ইতিহাসের সূচনা করতে পারে।“তোমার স্বপ্নে বিভোর থাকো,লিয়ারা।কিন্তু মনে রেখো, আমি কিছুতেই আমাদের জাতির ভবিষ্যৎ নষ্ট হতে দেব না।যদি তোমার সন্তান বেঁচেও থাকে,আমি

তাকে খুঁজে বের করব।এবং নিশ্চিত করব যে সে আর কখনো আমাদের জাতির বিপদ ডেকে আনতে না পারে।”

এই কথা বলে জারেন দ্রুত কক্ষ থেকে বেরিয়ে গেলেন।তার মনের মধ্যে ভীষণ যুদ্ধ চলছিল।তিনি জানতেন,এই সন্তানের অস্তিত্ব পৃথিবী এবং ভেনাসের শক্তির ভারসাম্যকে চিরদিনের জন্য বদলে

দিতে পারে।ভেনাসের আকাশে সূর্যের মতো উজ্জ্বল এক নক্ষত্র ঢলে পড়েছে।থারিনিয়াস,ড্রাগন জাতির সবচেয়ে বিশ্বস্ত দূত,ধীরে ধীরে ড্রাকোনিসের প্রাসাদে প্রবেশ করল। তার হাতে ছিল এক অনন্য ধাতব বাক্স,যার ভেতরে ছিল ভেনাসের জন্য অপরিহার্য উপাদান—উন্নত প্রযুক্তি এবং শক্তির শুদ্ধ নির্যাস।

ড্রাকোনিস,জ্যাসপারের পিতা এবং এল্ড্র রাজ্যের সর্বোচ্চ শাসক,তার ব্যক্তিগত ল্যাবে উপস্থিত ছিলেন। ল্যাবটি ছিল প্রযুক্তির এক বিস্ময়কর দৃষ্টান্ত।স্ফটিক-আধার থেকে নিঃসৃত আলো চারদিকে ছড়িয়ে পড়ছিল,আর ল্যাবের কেন্দ্রস্থলে ছিল বিশাল এক পাত্র,যেখানে ভেনাসের পরিবেশের শক্তি এবং উপাদান সংমিশ্রণের জন্য প্রস্তুতি চলছিল।

থারিনিয়াস এসে মাথা নত করল। “সর্বোচ্চ রাজা,সমস্ত উপাদান সংগ্রহ করা হয়েছে।এগুলো সম্পূর্ণ প্রস্তুত। প্রিন্স যখন ফিরে আসবে,তখন এই উপাদান ভেনাসের শক্তি পুনঃপ্রতিষ্ঠায় ব্যবহৃত হবে।”ড্রাকোনিস মাথা ঝুঁকিয়ে সম্মতি দিলেন এবং বাক্সটি গ্রহণ করে সযত্নে ল্যাবের এক নিরাপদ অংশে রেখে দিলেন। “তুমি তোমার

দায়িত্ব ভালোভাবে পালন করেছো থারিনিয়াস।কিন্তু এখন আমাকে অন্য একটি বিষয়ে জানতে হবে।জ্যাসপার পৃথিবীতে অনেক দিন ধরে রয়েছে,আর আমি জানতে পেরেছি যে সে একজন সাধারণ মানবীর সঙ্গে জড়িত হয়েছে।তার লাভ ফাংশনালিটি সক্রিয় হয়ে গেছে।এ বিষয়ে তুমি কী জানো?”

থারিনিয়াস এক মুহূর্ত চুপ থাকল,তারপর ধীরে ধীরে বলল, “হ্যাঁ,কিং। প্রিন্স একজন মানবীর সঙ্গে সম্পর্ক গড়েছে।তার নাম ফিওনা।আমি দেখেছি সে সেই মেয়েকে রক্ষা করতে তার নিজস্ব শক্তি ব্যবহার করেছে।আমি মনে করি,তার লাভ ফাংশনালিটি সম্পূর্ণ সক্রিয় হয়ে গেছে।এই বিষয়টি পুরো

ড্রাগন জাতির জন্য একটি উদ্বেগের কারণ।”

ড্রাকোনিসের চোখে গভীর চিন্তার ছাপ ফুটে উঠল।তিনি তার দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন, “ড্রাগনরা যখনই মানবদের প্রেমে পড়েছে,তখনই বিপর্যয় ডেকে এনেছে।লিরায়ার ঘটনা তোমার মনে আছে তো,থারিনিয়াস? ফ্লোরাস রাজ্যের রাজকুমারী ছিলো,যাকে আমি আর

জ্যারেন মিলে নিজের হাতে বন্দি করেছি,কারণ তার প্রেম আমাদের জাতিকে ধ্বং*সের পথে ঠেলে দিয়েছিল।আর এখন আমার নিজের পুত্র!তার এই সিদ্ধান্ত ভেনাসের পরিবেশ এবং শক্তির ভারসাম্যে হু*মকি হয়ে দাঁড়াতে পারে।”থারিনিয়াস গভীর কণ্ঠে বলল, “কিং,আমি বুঝতে পারি আপনার উদ্বেগ।কিন্তু ফিওনা শুধুমাত্র

একটি সাধারণ মানবী নয়।তার চরিত্র এবং সাহসিকতায় এমন কিছু আছে,যা তাকে অন্যদের থেকে আলাদা করে।তবে প্রিন্স তার প্রতি এতটাই আকৃষ্ট যে সে তার নিজের শক্তির সীমা অতিক্রম করছে।”

ড্রাকোনিস স্থির দৃষ্টিতে থারিনিয়াসের দিকে তাকালেন। “আমাকে নিশ্চিত করতে হবে,এই সম্পর্কের কারণে ভেনাসের কোনো ক্ষতি না হয়।যদি

প্রয়োজন হয়,আমি নিজেই পৃথিবীতে গিয়ে এই সমস্যার সমাধান করব। কিন্তু আমি আশা করি,জ্যাসপার নিজে তার দায়িত্ব সম্পর্কে সচেতন হবে।ফিওনার কারণে যদি ভেনাসের শক্তির ভারসাম্য বিনষ্ট হয়,তবে তার ফল অত্যন্ত ভয়াবহ হবে।”

থারিনিয়াস মাথা নিচু করে সম্মতি দিল। “আমি আপনার নির্দেশ অনুযায়ী সব ব্যবস্থা নেব, কিং।এবং

আমি প্রিন্সকে পর্যবেক্ষণ চালিয়ে যাব।”

ড্রাকোনিস তার চোখ তুলে দূরে তাকালেন। তার মুখে দৃঢ়তার ছাপ, কিন্তু ভেতরে গভীর এক দ্বিধা। তিনি জানতেন, জ্যাসপারের ভালোবাসা হয়তো তাদের জাতিকে নতুন এক চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি দাঁড় করাবে। কিন্তু একজন পিতা হিসেবে, তিনি নিজের ছেলের প্রতি ভালোবাসা আর

জাতির দায়িত্বের ভারের মধ্যে আটকে গিয়েছিলেন।ভেনাসের আকাশে সোনালী সূর্য ক্রমশ অস্তমিত হতে চলেছে। ড্রাকোনিস, এল্ড্র রাজ্যের রাজা,চিন্তিত মনে দেবতা আভ্রাহারের সঙ্গে দেখা করার জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছিল।ভেনাসের রক্ষক আভ্রাহারের কাছে যাওয়া মানে ছিল একটি নির্ভরযোগ্য সূত্রের কাছে

পৌঁছানো,যেখানে সব সমস্যার সমাধান ছিল।

আভ্রাহারের প্রাসাদটি ছিল বিশাল,অনন্য এক স্থাপত্য, যেখানে প্রাকৃতিক সৌন্দর্য ও শক্তি একত্রিত হয়েছিল। বিশালাকার ড্রাগনের আকৃতির মতো,এটি আকাশের দিকে উঁচু হয়ে দাঁড়িয়ে ছিল,যেন এটি মহাবিশ্বের সুরক্ষক।প্রাসাদের বাইরে দাঁড়িয়ে ড্রাকোনিস অনুভব

করল,ভেনাসের দেবতা সত্যিই অনেক রহস্যময়।

ড্রাকোনিস গভীর শ্বাস নিয়ে প্রাসাদের দিকে প্রবেশ করল। ভেতরে প্রবেশ করেই সে অনুভব করল,সবদিকে রহস্যময় শক্তি বিরাজমান।দেবতা আভ্রাহার সেখানে ছিল,তার সোনালী স্কেল সুর্যের আলোতে ঝলমল করছিল।সে জ্ঞানী ও অভিজ্ঞ,এবং তার চোখে একটি

গম্ভীর দৃষ্টি ছিল।“রাজা ড্রাকোনিস,”আভ্রাহার তার অমলিন কণ্ঠে বললেন। “তুমি কেন এসেছ?” “হে মহামান্য দেবতা,”ড্রাকোনিস মাথা নত করে বলল। “আমার ছেলে, ভেনাসের একমাত্র প্রিন্স জ্যাসপার অরিজিন,একটি মানবীর সঙ্গে প্রেমে জড়িত হয়েছে।আমি জানি,আপনি সব জানেন । আমি

চাই,আপনি আমাকে এই সম্পর্কে কিছু বলুন।”

আভ্রাহারের চোখে একটি গভীর মৃদু হাসি ফুটে উঠল। “জ্যাসপার এবং ফিওনার সম্পর্কের খবর আমি শুনেছি। তাদের প্রেমের পথ কখনও মসৃণ হবে না।তুমি জানো, ড্রাগনরা যখন মানব প্রেমে পড়ে,তখন ইতিহাসে অনিষ্ট ঘটেছে।”

ড্রাকোনিসের কণ্ঠে উদ্বেগ ছিল। “আমি জানি,কিন্তু আমার ছেলে তার হৃদয়ের টানে বাধা দিতে পারছে না। আমি তাকে বুঝতে চাই,কিন্তু আমার পিতার দায়িত্বের চাপও রয়েছে।”“প্রেমের চেষ্টায় অনেক কিছু জড়িত,”আভ্রাহার বললেন। “তুমি যদি চাও,আমি তাকে তার সত্যিকার দায়িত্ব বোঝানোর জন্য পাঠাতে পারি।তবে মনে রেখো,এই

পথের পরিণতি তোমার জাতির জন্য গুরুত্বপূর্ণ।”

ড্রাকোনিস মাথা নেড়ে সম্মতি জানাল। “আমি জ্যাসপারের ভালোর জন্য চাই,কিন্তু মানব-ড্রাগন সম্পর্ক ভেনাসের জন্য বিপদ ডেকে আনতে পারে।”

“তুমি যদি তোমার ছেলে আর ফিওনার জন্য সঠিক পদক্ষেপ গ্রহণ করতে চাও,তবে তাদের স্বাধীনতা

দিতে হবে।প্রেম কখনও বাধার সামনে মাথা নত করে না।তুমি নিজেও জানো,তাদের মধ্যে এক শক্তিশালী সম্পর্ক গড়ে উঠছে।কিন্তু এটি তোমার ওপর নির্ভর করছে—তুমি কীভাবে তাদের পরিচালনা করবে।”

ড্রাকোনিসের চোখে দীপ্তি ছিল। “তাহলে, আমি তাদের সম্পর্কের পথে বাধা সৃষ্টি করতে চাই না।

কিন্তু আমি কি তাদের এই সম্পর্ককে নিরাপত্তা দিতে পারব?”“এটি তোমার ক্ষমতায়,” আভ্রাহার বললেন। “যদি তুমি তাদের সহায়তা করতে চাও, তাদের এই সম্পর্কের শক্তি ব্যবহার করো। এটি ভেনাসের শক্তিকে বৃদ্ধির পথে নিয়ে যেতে পারে,যদি তুমি সঠিকভাবে পরিচালনা করো।”

ড্রাকোনিস কৃতজ্ঞতার হাসি দিয়ে বলল, “ধন্যবাদ, দেবতা। আমি আপনার পরামর্শ গ্রহণ করব এবং চেষ্টা করব যেন আমি আমার জাতির সুরক্ষা এবং আমার ছেলের ভালোবাসা,দুইটিকে সামঞ্জস্য রাখতে পারি।”

আভ্রাহার একটি মৃদু হাসি দিয়ে বললেন, “ভালোবাসা এবং শক্তির মধ্যে একটি সুন্দর ভারসাম্য খুঁজে

নাও, রাজা।এই কাজের মধ্যে সবকিছুই সম্ভব।”

ড্রাকোনিস প্রাসাদ থেকে বেরিয়ে এলেন, মনে মনে একটি নতুন পরিকল্পনা নিয়ে। আভ্রাহার তার পাথরের মতো কঠিন জ্ঞানের মাধ্যমে তাকে একটি নতুন পথ দেখিয়েছেন, এবং তিনি জানতেন, তাকে তার ছেলের প্রেমের জন্য আরও দৃঢ় হতে হবে।

আভ্রাহার,ভেনাসের দেবতা,প্রাসাদের গোপন কক্ষে প্রবেশ করলেন।কক্ষটি অন্ধকারে মোড়া,যেখানে একটি পুরনো বইয়ের ওপর ধুলো জমেছে। বইটির নাম“ড্রাগনের অমর প্রেমের ইতিহাস,”এবং এটি বহু যুগ আগে রচিত হয়েছিল। দেবতা প্রতিদিনই নানান কাজের মধ্যে ব্যস্ত থাকলেও,আজ তার মনে হলো এই

পুরনো ইতিহাসের দিকে একবার নজর দেয়া দরকার।

তিনি আস্তে আস্তে বইটির কাছে গিয়ে ধুলো ঝাড়তে লাগলেন।তখনই হঠাৎ করে বইটির পৃষ্ঠাগুলি নিজে থেকেই খুলে গেল।আভ্রাহার অবাক হয়ে গেলেন।এতোদিন পর কেন যেন একটি অজানা শক্তি বইটির পৃষ্ঠাগুলি খুলতে বাধ্য করেছে।তিনি বইটির ওপরে নজর রাখলেন।

পুরনো কালির অক্ষরগুলোর মধ্যে নতুন কিছু লেখা যোগ হয়েছে।“এটি কি সম্ভব?”দেবতা ভাবলেন,তার চোখ বড় বড় হয়ে গেল।সেই নতুন লেখা ছিল কিছু বিশাল কথামালা,যা বলে উঠছিল যে, ড্রাগন এবং মানবের প্রেমের এই নতুন অধ্যায়টি নাকি ইতিহাসের গতি পরিবর্তন করতে পারে।

আভ্রাহারের চোখের সামনে সেই লেখাগুলি মনোযোগ সহকারে পড়তে লাগলেন।সেখানে বর্ণনা করা হচ্ছিল, একজন ড্রাগনের প্রেমে পড়ে এক মানবীর আত্মার শক্তি কতটা প্রভাব ফেলতে পারে।লেখায় বলা হয়েছিল,এই প্রেমের ফলে একটি নতুন শক্তিশালী জাতির জন্ম হতে পারে, যেখানে মানব ও ড্রাগন

উভয়েই নিজেদের অস্তিত্ব খুঁজে পাবে।

“অদ্ভুত,”আব্রাহার ভাবলেন।“কেন আমি এতদিন এখানে আসিনি?এই বইটির মধ্যে কত গুরুত্বপূর্ণ তথ্য লুকিয়ে আছে!”তিনি আরও গভীরভাবে পড়তে লাগলেন এবং বুঝতে পারলেন,সেই ইতিহাসের কেন্দ্রবিন্দুতে ছিল জ্যাসপার ও ফিওনার সম্পর্ক।তাদের প্রেমের

মধ্যে ছিল এক বিশেষ শক্তি, যা ভেনাসের ইতিহাসে এক নতুন অধ্যায় রচনা করতে পারে।

দেবতা চিন্তায় পড়ে গেলেন।“তাদের প্রেম কি সত্যিই এইভাবে আমাদের ইতিহাসকে পরিবর্তন করবে?আমি কীভাবে তাদের সাহায্য করতে পারি?”মাউন্টেন গ্লাস হাউজের নীরবতা যখন চারপাশে বিরাজ করছে,রাতের আকাশে তারাগুলি

জ্বলজ্বল করছে।হাউজের উজ্জ্বল কাচের দেয়ালগুলি পুরো পরিবেশকে এক অন্যরকম রূপে সাজিয়েছে,কিন্তু ভিতরে,জ্যাসপার গভীর ঘুমে ডুবে আছে।

স্বপ্নের মধ্যে,জ্যাসপার হঠাৎ দেখতে পায় একটি সবুজ ড্রাগন আর একটি বাদামী ড্রাগন আকাশে উড়ে বেড়াচ্ছে।তাদের মাঝে একটি অদৃশ্য বন্ধন রয়েছে,যেন তারা একে

অপরের সাথে প্রেমের বাঁধনে আবদ্ধ।সবুজ ড্রাগনটি মৃদুভাবে ঘুরে ফিরে বাদামী ড্রাগনের পাশে থাকে,আর দুজনই খুব সুন্দর আর আকাশের মধ্যে মুক্তভাবে উড়ছে।

কিন্তু হঠাৎ করে,একটি বিপদ ঘটতে শুরু করে।জ্যাসপার দেখছে,বাদামী ড্রাগনটি আচমকা নীচে পড়তে শুরু করে।সে ছটফট করতে করতে মাটিতে আছড়ে পড়ে।জ্যাসপার

ভয়*ঙ্করভাবে অবাক হয়ে যায়,এবং তার হৃদয়ে এক অদ্ভুত শূন্যতা অনুভব করে।বাদামী ড্রাগনের মৃ*ত্যু দৃশ্য দেখে সে হতবিহ্বল হয়ে যায়।“এলিজিয়া!”নামটি তার মুখ থেকে বের হয়ে আসে,যেন এটি কোনো পবিত্র উচ্চারণ।কেন এই নামটি সে বলল,সে তা বুঝতে পারে না।এটি যেন তার অজান্তেই বের হয়ে এসেছে।

জ্যাসপার তৎক্ষণাৎ লাফিয়ে উঠে বসে।হৃদয়ের উত্তেজনা তার দেহে ছড়িয়ে পড়ে,আর সেই ভ*য়ঙ্কর দৃশ্যটির রেশ তার মনে ভাসমান থাকে।সে বুঝতে পারে যে,এটি ছিল তার জীবনের প্রথম স্বপ্ন এবং এত ভ*য়ঙ্কর কেন এটা ঘটেছে। এলিজিয়া নামটি কেন উচ্চারিত হলো,সেই প্রশ্নটি তার মনে ঘুরতে থাকে।

জ্যাসপার শান্ত হতে চেষ্টা করে,কিন্তু অস্থিরতার অনুভূতি তাকে দমিত করতে পারে না।সে জানে,এই স্বপ্নের অর্থ হয়তো গভীর,কিন্তু কিভাবে এর সাথে তার বাস্তবের সম্পর্ক আছে, তা নিয়ে তিনি চিন্তিত।এলিজিয়া কে?কেন এই নাম তার মনে এসেছে?

মাউন্টেন গ্লাস হাউজের স্বচ্ছ দেয়ালের বাইরে রাতের আকাশের

তারাগুলি চকচক করছে,কিন্তু জ্যাসপারের মনে অন্য একটি জগতের ভাবনা চলছে।সে মনে মনে ভাবে, “এটি কি কেবল একটি স্বপ্ন,নাকি এর পেছনে কোনো বাস্তবতা আছে?”

সে ধীরে ধীরে উঠে দাঁড়িয়ে কক্ষের কাঁচের দেয়ালের কাছে গেলো,আকাশের দিকে তাকিয়ে থাকলো।সেই সবুজ এবং বাদামী

ড্রাগনদের প্রেমের স্বপ্ন এখনও তার মনে উজ্জ্বল ছিল,আর এলিজিয়ার নামের রহস্য এখনও তার হৃদয়ে ঝিলমিল করছে।সকাল বেলার সূর্য হালকা আলোতে পাহাড়ের চূড়াগুলোকে আলোকিত করছে। মাউন্টেন গ্লাস হাউজের কাচের দেয়ালে সোনালী রশ্মি এসে পড়ছে,যা পুরো কক্ষটিকে মায়াবী করে তুলেছে।জ্যাসপার পাশে বসে

ফিওনাকে গভীর ঘুমে দেখতে পাচ্ছে।তার মুখাবয়বে এক শান্তির অনুভূতি,নিঃশ্বাসে যেন জাদু।

জ্যাসপার মন মরা,তার চিন্তা প্রবাহিত হচ্ছে। “কেন আমি এমন স্বপ্ন দেখলাম?”সে ভাবতে থাকে। “এলিজিয়া নামটা কি কারণে এল আমার মনে?আমি তো এই নাম আগে কখনো শুনিনি।”

চোখে চোখে তাকিয়ে জ্যাসপার অনুভব করে,”আমার হৃদয়ে শুধু তুমি,হামিংবার্ড।তুমি আমার স্বপ্ন,আমার বাস্তবতা,আমার মস্তিষ্কের প্রতিটি কোণে,আমার শিরায় শিরায় শুধু তোমার নাম জড়ানো।”

ফিওনার নিদ্রা যেন একটি স্বপ্নের রাজ্য।জ্যাসপার তার কোমল মুখের দিকে তাকিয়ে ভাবছে,”আমি অন্য কারো নাম কেন বললাম?তোমার

কথা ভাবতে ভাবতে এলিজিয়ার নামটি কিভাবে চলে এলো?”তবে,তার হৃদয়ের গভীরে একটিই অনুভূতি,”তুমি ছাড়া অন্য কাউকে আমি কখনো ভাবতে পারি না হামিংবার্ড”

মৃদু হাসি মুখে ফুটিয়ে সে মনে করে,”এটি কি শুধুই একটি স্বপ্ন? নাকি এর পেছনে কোনো অদৃশ্য বার্তা রয়েছে?” তবে জানে,ফিওনার

প্রতি তার ভালোবাসা অটুট এবং সব কিছু ঠিক থাকবে যতক্ষণ না ফিওনা তার পাশে আছে।

সে ফিওনার কাছাকাছি গিয়ে তার কোমল হাতের ওপর হাত রাখে। “এলিজিয়া নামটি কেবল একটি স্বপ্নের অংশ,কিন্তু তুমি আমার জীবনের বাস্তবতা হামিংবার্ড।”

এমন মুহূর্তে জ্যাসপার জানে,ফিওনা তার কাছে থাকলেই সব ঠিকঠাক

থাকবে।জীবনের সমস্ত অশান্তি দূর হয়ে যাবে, যতক্ষণ তার হৃদয়ে ফিওনার নাম ভাসছে।সন্ধ্যা নেমে এসেছে। মাউন্টেন গ্লাস হাউজের ল্যাবের চারপাশে পাহাড় আর জলের মৃদু আওয়াজ এক অদ্ভুত নীরবতা তৈরি করেছে।ল্যাবের ভেতরে জ্যাসপার একটি বিশাল স্ক্রিনের সামনে বসে আছে।স্ক্রিনে বিভিন্ন

উপাদানের বিশ্লেষণ ভাসছে,কিন্তু তার মন কোথাও আটকে আছে।

ঘুমহীন রাতের সেই স্বপ্ন এখনো তার মনে জ্বলজ্বল করছে। সবুজ আর বাদামী ড্রাগনের আকাশে ওড়ার দৃশ্য,তাদের প্রেমের বন্ধন,আর সেই অদ্ভুত নাম—“এলিজিয়া।”

জ্যাসপার মাথা ঝাঁকিয়ে নিজেকে সামলে নিল।তার কাজের মাঝে মনোযোগ দেওয়ার চেষ্টা করল,কিন্তু

সেই স্বপ্নের প্রভাব যেন তাকে ছাড়ছে না।ঠিক সেই মুহূর্তে স্ক্রিনে একটি সংকেত ভেসে উঠল। ড্রাকোনিস কল করছে।জ্যাসপার দ্রুত কলটি গ্রহণ করল। স্ক্রিনে ড্রাকোনিসের মুখ ভেসে উঠল,শান্ত ও আত্মবিশ্বাসী।

“থারিনিয়াস ঠিকঠাকভাবে উপাদানগুলো নিয়ে ভেনাসে

পৌঁছেছে তো ড্রাকোনিস?”জ্যাসপার সরাসরি প্রশ্ন করল।

ড্রাকোনিস একটু থেমে বলল,“হ্যাঁ,থারিনিয়াস তার কাজ সম্পূর্ণ করেছে।সবকিছু সঠিক পথে চলছে।তবে ভেনাসের সেন্ট্রাল ল্যাবে উপাদানগুলো বিশ্লেষণ করতে আরও কিছুটা সময় লাগবে।”

“তাড়াতাড়ি করতে বলুন।পরবর্তী মিশনের প্রস্তুতির জন্য আমাদের

সেই তথ্যগুলো দরকার।”

জ্যাসপারের গলায় দৃঢ়তা।ড্রাকোনিস মৃদু হাসল। “তুমি তো সবসময়ই এত মনোযোগী মাই সান।তবে পরবর্তী মিশন নিয়ে ভাবার আগে নিশ্চিত হও, অন্য কোনো বিষয় তোমার মনোযোগ সরিয়ে নিচ্ছে না।”

ড্রাকোনিসের কথাগুলো সাধারণ শোনালেও,এর গভীরে যেন কিছু

লুকিয়ে ছিল।জ্যাসপার ভ্রু কুঁচকে তার দিকে তাকাল। তবে তার মুখে এক ফোঁটা সন্দেহ প্রকাশ করল না। “আমার মনোযোগ সম্পূর্ণ মিশনে। অন্য কোনো ব্যাপার আমাকে প্রভাবিত করতে পারবে না ড্রাকোনিস”জ্যাসপার দৃঢ়ভাবে বলল। ড্রাকোনিস কিছু না বলে মাথা নেড়ে হাসল।তার স্বর ছিল স্বাভাবিক,যেন কোনো গোপন ইঙ্গিত দিতে চাইছে

না। “তাহলে ভালো মাই সান।আমি ভেনাসে এই বিষয়গুলো তদারকি করছি।তুমি এখানকার কাজ চালিয়ে যাও। তাড়াতাড়ি মিশন শেষ করে এথিরিয়নকে নিয়ে ফিরে আসো ভেনাসে,পুরো ভেনাস তোমার অপেক্ষায়।”

কথোপকথন স্বাভাবিকভাবেই শেষ হলো।ড্রাকোনিস মিশন নিয়ে আরও কিছু কথা বলল,কিন্তু প্রতিটি বাক্যে

যেন একধরনের কৌশল লুকিয়ে ছিল।

কল কেটে যাওয়ার পরও জ্যাসপার কিছুক্ষণ স্ক্রিনের দিকে তাকিয়ে রইল।তার মনে হতে লাগল,ড্রাকোনিস কিছু জানে। তবে কি সে ফিওনার কথা জেনে গেছে?

জ্যাসপার নিজের জায়গা থেকে উঠে ল্যাবের বিশাল কাঁচের দেয়ালের দিকে এগিয়ে গেল।আকাশে একটা

তারার আলো ঝলমল করছে সেটা সন্ধ্যাতারা যেটা তার বাসস্থান ভেনাস,কিন্তু তার মনের মধ্যে সেই স্বপ্ন আর ড্রাকোনিসের ইঙ্গিত যেন মেঘ হয়ে জমে আছে।“ড্রাকোনিস কি সত্যিই কিছু জানে?নাকি এটা কেবল আমার কল্পনা?”নিজেকে প্রশ্ন করল সে।

তবে এক জিনিস পরিষ্কার,কিছু একটা বদলে যাচ্ছে। ফিওনার প্রতি

তার অনুভূতি আর ড্রাকোনিসের আচরণ—সবকিছু যেন এক গভীর রহস্যের ইঙ্গিত দিচ্ছে।

জ্যাসপার গ্লাস হাউজে ফিরল। রাত গভীর হলেও পাহাড়ের উপর নির্মিত এই বাড়ির ভিতরটা নীরব এবং প্রশান্ত। দরজা খুলে সে সোজা লিভিং রুমে ঢুকল, আর তখনই তার চোখ গেলো সোফায় বসে থাকা ফিওনার দিকে।

ফিওনা একটি বই হাতে ধরে ছিল, কিন্তু জ্যাসপারকে দেখেই বইটি নামিয়ে রেখে উঠে দাঁড়াল। চোখে অল্প হতাশা আর দীর্ঘ অপেক্ষার ছাপ স্পষ্ট। জ্যাসপার কয়েক পা এগিয়ে এল, মুখে একধরনের অবাক হালকা হাসি।

“হামিংবার্ড, এত রাতে এখনও জেগে আছ? ঘুমাওনি কেন? রাত অনেক হয়েছে,” জ্যাসপার প্রশ্ন

করল, তার গলায় একটু বকুনি মিশ্রিত মমতা।ফিওনা ভ্রু কুঁচকে, তবে মুখে একটু দুষ্টু হাসি এনে বলল, “ঘুম আসবে কিভাবে? সারাদিন তোমার দেখা পাইনি। অপেক্ষা করছিলাম কখন ফিরবে। তোমাকে একবার না দেখলে তো আমার ভালোই লাগে না। সেটা কি তুমি বুঝতে পারো না?”

তার কণ্ঠে অভিমান মিশে ছিল, কিন্তু সেই অভিমান জ্যাসপারকে হাসতে বাধ্য করল।

“তুমি সত্যি একটা পচা ফায়ার মনস্টার,জানো?” ফিওনা হঠাৎ করেই যোগ করল, তার গলার সুর যেন একসাথে রাগ আর ভালোবাসার মিশ্রণ।

জ্যাসপার এক পা এগিয়ে ফিওনার দিকে ঝুঁকল। তার চোখে

একধরনের মৃদু শ্লেষ ফুটে উঠল, কিন্তু সুরটি নরম ছিল। “তাহলে পচা ফায়ার মনস্টার হয়েও কি আমার দেখা পাওয়ার জন্য এভাবে অপেক্ষা করবে?”

ফিওনা মুখ ফিরিয়ে একটু গম্ভীর হওয়ার ভান করল। “আর কি করব?আমি তো এমনিই বোকা মানবী।”

জ্যাসপার ফিওনার দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করল,“তুমি রাতে খেয়েছো?”ফিওনা মুখ ফিরিয়ে মৃদু কণ্ঠে বলল,“না।খাবো না।খিদে নেই।”জ্যাসপার ভ্রু কুঁচকে ফিওনার পাশে গিয়ে দাঁড়াল। “হামিংবার্ড,খিদে না থাকলেও কিছু খেতে হবে।না খেলে অসুস্থ হয়ে যাবে। চলো,তোমাকে খাওয়াতে হবে।”

ফিওনা মাথা নেড়ে বসল,“তোমাকে আমার জন্য ঝামেলা করতে হবেনা আমার খিদে নেই।আমি ঠিক আছি।”

কিন্তু জ্যাসপার এক পা পিছু হটল না।“কথা না বাড়িয়ে চুপচাপ বসো। আমি খাবার নিয়ে আসছি।”

জ্যাসপার সোজা কিচেনে প্রবেশ করলো।কিচেনে থাকা ফ্রিজ খুলে ভেতর থেকে হালকা ও গরম খাবার

বের করল।রাতের জন্য সে স্টিমড ডাম্পলিংস(স্টাফড ভেজিটেবল ও চিকেন দিয়ে তৈরি)ও একটি বাটি মিষ্টি কর্ন স্যুপ গরম করল।

ট্রেতে খাবার সাজিয়ে নিয়ে লিভিং রুমে ফিরে এল।ফিওনা তখনও সোফায় বসে ছিল,হাতের বইটা বেখেয়ালে ধরে রেখেছে।জ্যাসপার খাবারের ট্রেটা টেবিলে রাখল আর ফিওনার পাশে বসল।

“তুমি নিজের খেয়াল রাখতে জানো না,তাই তোমার জন্য আমাকে সবসময় থাকতেই হবে।এখন চুপচাপ খাও।” জ্যাসপার বলল। ফিওনা মুচকি হেসে বলল,“তুমি তো সবসময় ভয় দেখাও। আর আমিও তোমার হুম*কি বাধ্য।”

জ্যাসপার কোন উত্তর দিল না।সে চামচ তুলে প্রথমে একটি ডাম্পলিং

ফিওনার মুখের সামনে ধরল।“মুখ খোলো।”

ফিওনা একটু ইতস্তত করলেও,জ্যাসপারের জেদের কাছে হার মানল।মুখ খুলে এক চামচ খাবার নিল।ডাম্পলিংয়ের নরম মসলাদার স্বাদ তার মুখে মিশে গেল।

“ভালো?”জিজ্ঞেস করল জ্যাসপার।

ফিওনা মৃদু হাসি দিয়ে বলল,“তুমি কি জানো,এমন কেউ আমাকে আগে খাওয়ায়নি মানে গ্রান্ডপা আর মিস ঝাং ছাড়া।”জ্যাসপার হাসল।“আমি সবকিছুই প্রথমবার করি, হামিংবার্ড। আর এখন তুমি কেবল খাও।”

ফিওনা এবার জোর করে বলল,“তুমি নিজেও কিছু খাও। আমি একা খাব না।”

জ্যাসপার কিছুক্ষণ বিরতি দিয়ে চামচ তুলে নিজের জন্যও এক টুকরো ডাম্পলিং নিল।“ঠিক আছে,আমিও খেলাম। এবার খুশি?”
ফিওনা মুচকি হেসে বলল,“খুশি নই,কিন্তু মেনে নিলাম।”
খাওয়ার সময়,হঠাৎ জ্যাসপার একটি মিষ্টি কর্ন স্যুপের চামচ ফিওনার মুখের সামনে ধরল।ফিওনা চামচ থেকে স্যুপ খাওয়ার পর জ্যাসপার

এক মুহূর্ত থেমে তার গালে হালকা একটি চুমু খেল।

ফিওনা চমকে উঠে বলল, “তুমি!চুমু কেনো দিলে?”

জ্যাসপার শান্তভাবে বলল,“তোমার খাবার খাওয়ার পুরস্কার।”ফিওনা লজ্জায় মুখ ফিরিয়ে বলল,“তুমি সত্যিই পচা।”

জ্যাসপার হেসে উঠল।“হ্যাঁ,তবে আমার হামিংবার্ড এই পচা

মনস্টারকেই পছন্দ করে।”“পুষ্পরাজ” পাহাড়ের মধ্যে অত্যাধুনিক ল্যাবের কনফারেন্স রুমে এক চাপা উত্তেজনা বিরাজ করছে। চারপাশের স্ক্রিনে বিভিন্ন ডেটা ভাসমান,মাঝে মাঝে রঙ পরিবর্তন করে সংকেত দিচ্ছে।টেবিলের চারপাশে

জ্যাসপার,থারিনিয়াস,আলবিরা, এবং

মিস্টার চেন শিং গভীর আলোচনায় মগ্ন।

টেবিলের কেন্দ্রে একটি হোলোগ্রাফিক প্রজেকশন।এতে দেখা যাচ্ছে দক্ষিণ আমেরিকার আমাজন বনাঞ্চলের একটি ত্রিমাত্রিক মানচিত্র।জ্যাসপার তার লম্বা আঙুল দিয়ে একটি নির্দিষ্ট স্থানের দিকে ইঙ্গিত করে বললো,“এই এলাকাটি হলো আমাদের পরবর্তী লক্ষ্য।

এখানে‘ইথেরিয়াম অরব’রয়েছে,যা আমাদের ভেনাসের প্রজেক্ট সম্পন্ন করার জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ উপাদান।তবে সমস্যা হলো,এটি ‘শেডো স্নার্ক’নামে একটি অত্যন্ত বিপজ্জনক মনস্টার দ্বারা সুরক্ষিত।”থারিনিয়াস তার চেয়ার ঠেলে পেছনে হেলান দিয়ে বললো, “শেডো স্নার্ক সহজ প্রতিপক্ষ নয়। আমি ভেনাসেও এমন একটি প্রাণীর

মুখোমুখি হয়েছি।এটি কেবল ফিজিক্যাল অ্যা*টাক করে না,এটি সাইকোলজিকাল ম্যানিপুলেশনেও সক্ষম।সুতরাং আমাদের স্ট্র্যাটেজি হতে হবে অনেকটাই সুনিপুণ।”

মিস্টার চেন শিং,যিনি সবসময় তথ্য বিশ্লেষণে ব্যস্ত থাকেন, তার হালকা ধাতব কণ্ঠস্বর ভেসে এলো।”তোমাদের প্রাথমিক লক্ষ্য হলো অরবের অবস্থান শনাক্ত করে

তা নিরাপদে উদ্ধার করা।তবে এই মিশনের জন্য আমাদের তিন স্তরের সুরক্ষা প্রয়োজন। প্রথমত, শেডো স্নার্কের বিষাক্ত ধোঁয়ার প্রতিরোধী স্যুট,দ্বিতীয়ত,আলোক-ভিত্তিক অস্ত্র যা এর অন্ধকার শক্তিকে ভেঙে দিতে পারবে,এবং তৃতীয়ত,একটি দ্রুত পালানোর ব্যবস্থা।”

আলবিরা তার ল্যাব-প্যাডে কিছু লিখে বলল,“আমার ফায়ার

এনহ্যান্সড আলোক অস্ত্র তৈরি করা সম্ভব।তবে এর জন্য ‘রেয়ার ক্রিস্টাল’প্রয়োজন,যা ল্যাবের ভেনাসিয়ান স্টক থেকে আনতে হবে।এটা করতে আমার কিছু সময় লাগবে।”স্ক্রিনে একটি নতুন ডেটা ফিড প্রদর্শিত হলো।তাতে দেখা যাচ্ছে,শেডো স্নার্ক যেকোনো কম্পাঙ্কের শব্দ শোষণ করতে

পারে,তবে একটি নির্দিষ্ট তরঙ্গদৈর্ঘ্যে এটি দুর্বল হয়ে যায়।

জ্যাসপার সামনের দিকে ঝুঁকে বললো,“আমাদের আলোক অস্ত্রের পাশাপাশি সাউন্ড ফ্রিকোয়েন্সি নিয়ন্ত্রণে কাজ করতে হবে। থারিনিয়াস,তুমি সাউন্ড এম্প্লিফায়ার প্রস্তুত করবে। এটি স্নার্কের ধোঁয়া ভেদ করে তার কেন্দ্রীয় স্নায়ুকে আঘাত করবে।”

থারিনিয়াস মাথা নেড়ে বললো,“ঠিক আছে।আমি সুরক্ষা স্যুট এবং সাউন্ড ডিভাইস তৈরি করছি।তবে আমাদের দ্রুত কাজ করতে হবে।সময় বেশি নেই।”চেন শিং একটি হলোগ্রাফিক স্ক্রিনে অরবের বিশ্লেষণ তুলে ধরে বললেন,“ইথেরিয়াম অরবের ভেতর এমন একটি শক্তি আছে যা গ্র্যাভিটি-ফিল্ড ম্যানিপুলেট করতে পারে।এটি যদি তোমরা সফলভাবে

উদ্ধার করতে পারো,তাহলে এটি শুধু তোমাদের গবেষণার জন্য নয়,পৃথিবীর পরিবেশকে স্থিতিশীল করতেও কাজে লাগবে।”

জ্যাসপার দীর্ঘ শ্বাস নিয়ে বলল,“তাহলে পরিকল্পনা এমন—আমরা আগামীকাল রাতেই আমাজনের উদ্দেশ্যে যাত্রা করব। থারিনিয়াস,আলবিরা,তোমাদের ২৪ ঘণ্টার মধ্যে সব প্রস্তুতি সম্পন্ন

করতে হবে। মিস্টার চেন শিং,আপনি অরবের শক্তির সঙ্গে আমাদের ডিভাইসগুলোর সামঞ্জস্য নিশ্চিত করবেন।”আলোচনা শেষে সবাই ধীরে ধীরে উঠে দাঁড়াল। রুমের ভেতরে এক চাপা নীরবতা। সবাই জানে,এই মিশন শুধু তাদের দক্ষতার পরীক্ষাই নয়,বরং এটি পৃথিবী এবং ভেনাসের ভবিষ্যতের জন্য একটি অমোঘ চ্যালেঞ্জ।

কনফারেন্স রুমে সবাই ধীরে ধীরে বেরিয়ে যাওয়ার প্রস্তুতি নিচ্ছিল। আলোচনার টানাপোড়েন সত্ত্বেও পরিবেশে একটি চাপা শান্তি নেমে এসেছিল।মিস্টার চেন শিং হঠাৎ থেমে জ্যাসপারের দিকে তাকিয়ে বললেন,“জ্যাসপার, ্তোমার সাথে আমার কিছু গুরুত্বপূর্ণ কথা আছে। তুমি আমার কক্ষে এসো।”জ্যাসপার ভ্রু কুঁচকে বলল, “এখনই?”

মিস্টার চেন শিং মাথা নেড়ে বললেন,“হ্যাঁ,এখনই।এটা অত্যন্ত জরুরি।”

এই কথা বলেই মিস্টার চেন শিং দ্রুত কনফারেন্স রুমের দরজা দিয়ে বেরিয়ে গেলেন,তার সুনিপুণ চলাফেরা থেকে বোঝা যাচ্ছিল যে বিষয়টি নিঃসন্দেহে গুরুতর। জ্যাসপার কয়েক মুহূর্ত স্থির দাঁড়িয়ে রইল,ভেবে দেখল কী হতে পারে।

তার মন কিছুটা অস্বস্তিতে ভরে গেল।কনফারেন্স রুমের আলো ম্লান হয়ে আসছিল।থারিনিয়াস টেবিলের চারপাশ থেকে সবার নোটপ্যাড আর ডিভাইস গুছিয়ে তুলছিল।হঠাৎ,সে জ্যাসপারের দিকে ফিরে বলল, “মাফ করবেন প্রিন্স,একটি কথা ছিল।”

জ্যাসপার,নিজের নোটপ্যাড গুছাতে গুছাতে চোখ তুলে তাকিয়ে বলল,“বলো,থারিনিয়াস, কী বলবে?” থারিনিয়াস একধরনের দ্বিধা নিয়ে তার সামনে এগিয়ে এসে বলল,“প্রিন্স,বলছিলাম যে আপনি ইতিমধ্যে বেশ কয়েকবার ল্যাবের কম্পিউটার আর ডিভাইস ধ্বং*স করে ফেলেছেন। কিং ড্রাকোনিস ভেনাস থেকে যে ডিভাইসগুলো এনে

স্টোকে রেখেছিলেন,সেগুলো প্রায় শেষ।স্টোর রুমে এখন আর মাত্র একটা ডিভাইস সেট রয়েছে।এবার আপনি এগুলো ভেঙে ফেললে আবার ভেনাস থেকে আনতে যথেষ্ট কষ্ট হবে,সময়ও লাগবে।তাই প্লিজ,দয়া করে ওই অবলা ডিভাইসগুলোর ওপর আর রাগ ঝাড়বেন না।”জ্যাসপার থারিনিয়াসের কথা শুনে সামান্য

হেসে ফেলল। তার ঠোঁটের কোণে এক চিলতে বিদ্রূপের ছাপ ফুটে উঠল। “ঠিক আছে,থারিনিয়াস,”সে বলল।“এরপর থেকে ডিভাইসের ওপর নয়,তোমার ওপর রাগ ঝাড়ব।”

থারিনিয়াস বিস্ময় নিয়ে তাকিয়ে রইল,কিন্তু কিছু বলার সাহস করল না।জ্যাসপার নোটপ্যাডটি হাতে নিয়ে দরজার দিকে এগিয়ে গেল।রুমের

বাইরে যাওয়ার সময় তার পায়ের ধপধপ শব্দ থারিনিয়াসের মনে অজানা শঙ্কার জন্ম দিল।

কনফারেন্স রুমের দরজা খুলে জ্যাসপার বেরিয়ে গেল। করিডোরের শীতল বাতাস তার মুখে আছড়ে পড়ল। তার চোখে দৃঢ় সংকল্পের ছাপ ছিল।সে জানত,মিস্টার চেন শিং এর সাথে কথোপকথন সহজ হবে না,তবুও তাকে সেখানে যেতে

হবে।থারিনিয়াস পেছনে দাঁড়িয়ে চুপচাপ তার যাওয়া দেখল।সে নিজেকে মনে মনে বলল,“প্রিন্স আর তার রাগ... কোনো একদিন এটাই হয়তো আমাদের সবার জন্য ঝামেলা ডেকে আনবে।”এরপর সে ধীর পায়ে রুমের বাকি সরঞ্জাম গুছানোর কাজে মন দিল,যেন সেগুলো আর কোনোভাবেই জ্যাসপারের ক্রোধের শিকার না হয়।

ল্যাবরেটরির প্রশস্ত করিডোর ধরে এগিয়ে চলল জ্যাসপার। তার পায়ের শব্দ কাচের মেঝেতে প্রতিধ্বনি তুলছিল,আর চারপাশে ভাসমান মনিটরে বিভিন্ন গ্রাফ ও ডেটা চলমান ছিল।

চেন শিং এর কক্ষটি ছিল ল্যাবের এক কোণে।দরজায় পৌঁছে জ্যাসপার হালকা চাপ দিল,আর দরজা ধীরে ধীরে খুলে গেল।

জ্যাসপার মিস্টার চেন শিং এর কক্ষে প্রবেশ করতেই চেন শিং তাকে দেখেই গম্ভীর মুখে বললেন,“তোমার জন্যই অপেক্ষা করছিলাম,জ্যাসপার।বসো,আমাদের কিছু জরুরি কথা আছে।”

জ্যাসপার সামনে রাখা চেয়ারে বসল।তার চোখে এক ধরনের বিরক্তি ছিল,তবে মুখে তা প্রকাশ

করল না।“বলুন,মিস্টার চেন শিং। কী বিষয়ে কথা বলতে চান?”

চেন শিং হাত গুটিয়ে নিজের চেয়ারে হেলান দিয়ে বললেন, “তুমি হয়তো জানো আমি কেন তোমাকে আলাদা ডেকেছি। বিষয়টি আমার নাতনী ফিওনাকে নিয়ে।”

জ্যাসপার একটু এগিয়ে বসে বলল,“দেখুন,মিস্টার চেন শিং, আমি আগেই বলেছি,যখন আমার কাজ

শেষ হবে,আমি ফিওনাকে এবং আপনাকে চীনে পৌঁছে দিয়ে ভেনাসে ফিরে যাব।তাহলে এই বিষয়ে আর কথা বলার কী দরকার?”

চেন শিং তখন এক গভীর দৃষ্টিতে তার দিকে তাকালেন। “আমি এই বিষয়ে কথা বলতে চাই না,জ্যাসপার।আমি অন্য বিষয়ে কথা বলতে চাই।তোমার মনে নেই ,তুমি আমাকে কী বলেছিলে?তুমি

বলেছিলে,তুমি প্রমাণ করবে যে ফিওনা তোমার সৌন্দর্যে মুগ্ধ হয়ে কোনো আবেগের প্রভাবে ভাসছে না।বরং সে তোমাকে সত্যি সত্যি ভালোবাসে।আমি এখন সেই প্রমাণ দেখতে চাই।”জ্যাসপারের মুখ হঠাৎ কঠোর হয়ে উঠল।তার চোখে এক ধরনের আগ্রহ আর রাগ মিশ্রিত হয়েছিল।“আপনার বিশ্বাস নেই,তাই তো?”সে ঠান্ডা স্বরে বলল।“আপনি

কি ভেবেছেন, ফিওনা কেবল আমার সৌন্দর্যের ফাঁদে পড়ে আবেগের বশে আমার সাথে থাকছে?”

চেন শিং ঠান্ডা গলায় বললেন,“আমি জানি না,জ্যাসপার। আমি একজন বৈজ্ঞানিক।আমার কাজ হলো প্রমাণ খোঁজা। তুমি যদি বলো ফিওনা তোমাকে সত্যি ভালোবাসে,তাহলে তা প্রমাণ করো।যদি তুমি তা করতে পারো,আমি আর কখনোই তোমার

আর ফিওনার সম্পর্ক নিয়ে প্রশ্ন তুলব না।”জ্যাসপার গভীরভাবে এক মুহূর্তের জন্য ভাবল। তারপর সে উঠে দাঁড়িয়ে বলল, “ঠিক আছে। আমি প্রমাণ করব। তবে মনে রাখবেন, মিস্টার চেন শিং, সেই প্রমাণের পর ফিওনার লাইফের সবকিছুই আমার দায়িত্বে থাকবে।”

মিস্টার চেন শিং হালকা হেসে বললেন,“আমি অপেক্ষা করব,

জ্যাসপার।দেখি তুমি কী প্রমাণ করো।”

জ্যাসপার কোনো কথা না বলে ঘুরে দাঁড়াল তার মনের ভেতর এখন নতুন এক পরিকল্পনার বীজ অঙ্কুরিত হচ্ছিল।

জ্যাসপার মিস্টার চেন শিং-এর কক্ষের দরজার সামনে দাঁড়িয়েই গম্ভীর কণ্ঠে বলল, “আমি আজ রাতেই প্রমাণ করব। আপনাকে আর

বেশি অপেক্ষা করতে হবে না।”চেন শিং এক ভুরু উঁচিয়ে বললেন, “আজ রাতেই? এত দ্রুত কীভাবে?” জ্যাসপার তার স্বাভাবিক আত্মবিশ্বাসী ভঙ্গিতে উত্তর দিল, “আপনার উত্তর পেতে খুব বেশি সময় লাগবে না। আমি এখনই যাচ্ছি। কিছুক্ষণ পরেই থারিনিয়াসকে পাঠাব। সে আপনাকে নিয়ে বের হয়ে আসবে। আমি তার আগেই সব প্রস্তুতি সেরে ফেলব।”

চেন শিং কিছু বলতে যাচ্ছিলেন, কিন্তু তার আগে জ্যাসপার দ্রুত ঘুরে দরজা খুলে বেরিয়ে গেল। তার পায়ের শব্দ কক্ষের বাইরে মিলিয়ে যাওয়ার পর চেন শিং নিঃশ্বাস ফেলে নিজের চেয়ারে হেলান দিলেন। তার চোখে মিশ্র অনুভূতির ছায়া।

“দেখি, ড্রাগন প্রিন্স জ্যাসপার। তোমার সাহস আর আত্মবিশ্বাস কতটা ঠিক,” চেন শিং নিজে নিজেই

বিড়বিড় করলেন।এদিকে,জ্যাসপার ল্যাবের করিডোর ধরে দ্রুত এগিয়ে গেল। তার মুখে এক অনমনীয় দৃঢ়তা স্পষ্ট।নিজের পরিকল্পনা নিয়ে সে এক মুহূর্তের জন্যও দ্বিধায় ছিল না।

“ফিওনা,আজ রাতেই আমি সবাইকে প্রমাণ করব, তুমি আমাকে কেবল মুগ্ধ হয়ে নয়,সত্যিকার অর্থে ভালোবাসো,” সে মনে মনে বলল।

ল্যাবের দরজার বাইরে দাঁড়িয়ে জ্যাসপার থারিনিয়াসকে নির্দেশ দিল,“থারিনিয়াস,আমি একটা সিগন্যাল পাঠানোর সাথে সাথেই তুমি মিস্টার চেন শিংকে নিয়ে ল্যাবের বাইরে যাবে, আর সিগন্যালেই লোকেশন থাকবে।

থারিনিয়াস একটু অবাক হয়ে বলল, “আপনার পরিকল্পনা কী, প্রিন্স?”

জ্যাসপার তার দিকে তাকিয়ে এক ঠান্ডা হাসি দিল। “তোমার জন্য সেই গল্প নয়,থারিনিয়াস।শুধু আমার নির্দেশ পালন করো।এবং দয়া করে আর কোনো প্রশ্ন কোরো না।”

থারিনিয়াস মাথা নাড়ল। “আচ্ছা,প্রিন্স।আপনার নির্দেশ অনুযায়ী কাজ করব।তবে আশা করছি,আপনি আর কোনো ডিভাইস ভাঙবেন না।”

জ্যাসপার তার দিকে এক দৃষ্টি ছুড়ে দিয়ে দ্রুত নিজের গন্তব্যের দিকে রওনা দিল।তার চোখে এক গভীর সংকল্পের ছাপ।আজ রাতটি তার এবং ফিওনার জন্য নতুন কিছু বয়ে আনতে চলেছে।রাত গভীর হলেও ল্যাবের গোপন কক্ষটি এক অদ্ভুত নীরবতায় আচ্ছন্ন।জ্যাসপার নিজের চেম্বারে ঢুকে দরজা বন্ধ করল।এই ঘরটি তার একান্ত নিজস্ব—যেখানে

অন্য কারও প্রবেশ নিষেধ।দেওয়ালে ঝুলে থাকা মনিটরের নীল আলোকছটা তার মুখে পড়ে,তার চোখের গভীরতায় এক দুঃখমাখা কিন্তু অদম্য সংকল্প ফুটে উঠল।

সে মনিটরের সামনে দাঁড়িয়ে কিছু ডেটা স্ক্যান করল,তারপর ধীরে ধীরে একটি কেমিক্যালের বোতল তুলে নিল। বোতলটির ভিতরে ছিল একটি স্বচ্ছ,উজ্জ্বল তরল—একটি বিশেষ

কেমিক্যাল যার নাম‘ফিনোমাইন (Phenomine)’ এটি একটি শক্তিশালী ড্রাগ,যা মানব রুপের অবস্থায় কৃত্রিম উপায়ে ড্রাগন শক্তি স্থানান্তরিত করে।এর ফলে কিছুক্ষণ জন্য মানবদেহের ফিজিওলজিতে পরিবর্তন ঘটে,যা ফলস্বরূপ কুৎসিত ও ভয়ঙ্কর চেহারা তৈরি করে।

জ্যাসপার বোতলটি খুলে সেই কেমিক্যালটি ধীরে ধীরে নিজের

মধ্যে প্রবাহিত করতে লাগল।প্রথমে এটি তার শরীরে কোনো অনুভূতি তৈরি করল না,কিন্তু কয়েক মিনিটের মধ্যে ধীরে ধীরে তার দেহে উত্তেজনা অনুভূত হতে শুরু করল। কেমিক্যালটির প্রভাব শুরু হল—এটি তার রক্তপ্রবাহে ছড়িয়ে পড়ে এবং শরীরের অভ্যন্তরে অদ্ভুত পরিবর্তন ঘটাতে লাগল।“এটাই সঠিক পথ,” জ্যাসপার মনে মনে বলল।

কিছুক্ষণের মধ্যে,তার মুখে এবং শরীরে অদ্ভুত পরিবর্তন শুরু হল। তার চামড়া কুঞ্চিত হতে লাগল,চোখে এক উজ্জ্বল আলো ফুটে উঠল।ঠোঁট ফুলে গেল,আর কানের আকৃতি পরিবর্তন হতে শুরু করল। সে মিররে নিজের প্রতিফলন দেখে হতভম্ব হয়ে গেল। এক ধরণের বিকৃতি ঘটতে লাগল,এবং তার মুখের কাঠামো পরিবর্তিত হতে শুরু

করল,যেন একটি ভয়ঙ্কর ড্রাগনে রূপান্তরিত হচ্ছে।

“কী ভয়ংকর লাগছে নিজকে।” সে আতঙ্কিত হয়ে ভাবতে লাগল।

তার শরীরে শক্তি অনুভূত হচ্ছিল,কিন্তু সেই শক্তির সাথে যুক্ত ছিল ভয়াবহতা।তার চেহারা এখন অতি বিকৃত এবং কুৎসিত। “এই কেমিক্যাল আমাকে আর্টিফিশিয়াল

ভাবে আমার প্রকৃত শক্তি দিতে চাচ্ছে।”

এরপর সে দ্রুত করিডোর পেরিয়ে ল্যাব থেকে বেরিয়ে মাউন্টেন গ্লাস হাউজের দিকে রওনা দিল।তবে কেমিক্যালের প্রভাবে সে কিছুটা অসুস্থ ও অস্বস্তিতে ভুগছিল।তার মুখের বি*কৃতি এক ভয়ংকর রূপ নিচ্ছিল,এবং এটাই তার জন্য সবচেয়ে কার্যকর ছিলো পরিকল্পনা।

মাউন্টেন গ্লাস হাউজে প্রবেশ করার পর সে প্রথমেই আলবিরাকে খুঁজে পেল।আলবিরা লিভিং রুমে কিছু কাজ করছিল,কিন্তু জ্যাসপারছর উপস্থিতি দেখে বুঝতে পারল যে কিছু গুরুতর বিষয় ঘটছে।

“ প্রিন্স!আপনি কী করেছেন?” আলবিরা তার বি*কৃত চেহারা দেখে হতবাক হয়ে গেল।

“আলবিরা,আমার দিকে তাকিও না। জরুরি কথা আছে। ফিওনার কাছে গিয়ে বলো আমি তাকে মাউন্টেন গ্লাস হাউজের বাইরে পাহাড়ে ডেকেছি,”জ্যাসপার বলল,তার কণ্ঠে দ্বিধা ছিল।

“প্রিন্স,আপনি... আপনার চেহারা!” আলবিরা বিস্ময়ে প্রায় চিৎকার করে উঠলো।

“প্রশ্ন কোরো না,আলবিরা।শুধু আমার বার্তাটি ফিওনার কাছে পৌঁছে দাও।বাকিটা আমি সামলে নেব,” জ্যাসপার অঙ্গভঙ্গিতে কিছুটা শক্তি প্রদর্শন করল,কিন্তু তার শরীরের বি*কৃতি তাকে দুর্বল ও অবসন্ন করে ফেলছিল।

আলবিরা মাথা নাড়ল,“ঠিক আছে,প্রিন্স। আমি এখনই যাচ্ছি।”জ্যাসপার কিছু না বলে

সোজা লিভিং রুমের কাঁচের দেয়ালের দিকে এগিয়ে গেল। জানালার কাচে রাতের আকাশ প্রতিফলিত হচ্ছিল,আর দূরের পাহাড়ের চূড়াগুলি এক রহস্যময় ছায়ায় ঢাকা পড়ে ছিল।তার মন তখন আরও একবার সেই সংকল্পে আটকে গেল।“এবার সব পরিষ্কার হয়ে যাবে,”সে মনে মনে বলল।

আলবিরা দ্রুত ফিওনার কাছে চলে গেল,তবে সে জানত না, এই রাতটি তাদের দুজনের জন্য কী অপেক্ষা করে রেখেছে।

ফিনোমাইন (Phenomine)এর প্রভাব ৩০ মিনিটের মধ্যে তার চেহারা বিকৃত করে দেবে এবং প্রায় বিশ মিনিটের জন্য তাকে ভয়ংকর রূপে আবদ্ধ রাখবে।মাউন্টেন গ্লাস হাউজের বাইরে পাথুরে পথ বেয়ে

ফিওনা ধীরে ধীরে পাহাড়ের চূড়ার দিকে এগোচ্ছিল।অন্ধকার আকাশে তারার আলো ম্লান,আর বাতাসে ছিল এক অজানা উত্তেজনার গন্ধ। জ্যাসপার পাহাড়ের চূড়ায় দাঁড়িয়ে আকাশের দিকে চেয়ে ছিল।তার হাত এখনও বডি স্যুটের পকেটে ঢোকানো,যেন কিছু একটা লুকানোর চেষ্টা করছে।

ফিওনা মৃদু স্বরে ডাকলো,"প্রিন্স?"

জ্যাসপার ধীরে ধীরে ঘুরে দাঁড়ালো। তার মুখটা যেন এক অদ্ভুত আভায় আবৃত।চোখের নিচে গভীর রেখা,গালের চামড়া ঝলসে যাওয়ার মতো,আর ঠোঁটের কোণে এক নির্মম হাসি।শরীরের বাকি অংশেও পরিবর্তন স্পষ্ট—মুখ,বুক আর বাহু থেকে বড় বড় আশ বেরিয়ে এসেছে,যা ড্রাগনের মতো দেখাচ্ছে।

ফিওনা থমকে দাঁড়ালো।তার গলা শুকিয়ে এলো। “তোমার... তোমার চেহারাটা এমন কেন?এটা কী হয়েছে তোমার?”জ্যাসপার তার চোখ মেলে সরাসরি ফিওনার দিকে তাকালো। তার চোখের গভীরতায় লুকিয়ে থাকা বেদনা চাপা পড়ে আছে।সে মৃদু কণ্ঠে বলল,”এটা এক ধরনের দুর্ঘটনা,ফিওনা। ল্যাবে এক বিশেষ কেমিক্যালের সঙ্গে কাজ

করছিলাম। হঠাৎ করে এটি আমার শরীরের সঙ্গে বিক্রিয়া করেছে।”

ফিওনার চোখ বড় হয়ে গেল। “কিন্তু... এটা কি ঠিক হবেনা? তুমি কি আবার আগের মতো হতে পারবে না?”

জ্যাসপার এক দম দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল,”বিজ্ঞানীদের মতে, এটা স্থায়ী। আর কখনো আগের মতো হওয়া

সম্ভব নয়।এমন রূপ নিয়ে আমাকে সারাজীবন বাঁচতে হবে।”

ফিওনা ধীরে ধীরে তার দিকে এগিয়ে এলো।কিন্তু প্রতিটি পদক্ষেপে তার পা ভারী হয়ে আসছিল।তার মন ঘূর্ণিঝড়ে পড়ে গেল।জ্যাসপারের এই রূপ দেখে সে যেন ঠিক বুঝতে পারছিল না কীভাবে প্রতিক্রিয়া জানাবে।

“তুমি কি... তুমি কি আমাকে ভয় পাচ্ছো,ফিওনা?” জ্যাসপার প্রশ্ন করল।তার কণ্ঠে ছিল এক ধরনের চাপা ব্যঙ্গ।

ফিওনা তার দিকে একদৃষ্টিতে তাকিয়ে বলল,”আমি... না, ভয় পাচ্ছিনা।কিন্তু এটা... কীভাবে...”

জ্যাসপার তার দিকে আরও এগিয়ে এলো।এবার তার কণ্ঠ দৃঢ়,”তাহলে? আমাকে বলো, ফিওনা।এই রূপে

আমাকে দেখে তুমি কী অনুভব করছ?ফিওনা হতবাক হয়ে গেল। সে সত্যিই কিছু বলতে পারছিল না। জ্যাসপারের বিকৃত মুখ আর ড্রাগনের মতো শরীর দেখে তার মনের গভীরে যেন ভয়ের ছায়া নেমে এলো

পাহাড়ের শীর্ষে ঠাণ্ডা বাতাস বইছিল।জ্যাসপার ফিওনার দিকে তাকিয়ে বলল,”হামিংবার্ড,তোমাকে

আমি আজকেই তোমার বাড়িতে তোমার পরিবারের কাছে ফিরিয়ে দেবো।”

এই কথাটা শোনার সঙ্গে সঙ্গে ফিওনা থমকে গেল।তার চোখে জল টলমল করে উঠল।কোনো কিছু না ভেবেই সে এক দৌড়ে এসে জ্যাসপারকে শক্ত করে জাপটে ধরল।তার হাত জ্যাসপারের চারপাশে শক্ত করে পেঁচানো,যেন

তাকে আর ছাড়তেই চাইছে না। জ্যাসপার নিরাবেগ মুখে দাঁড়িয়ে রইল।অনেক আগেই সে থারিনিয়াসকে সিগন্যাল পাঠিয়েছিল,যার নির্দেশ ছিল সিগন্যাল পেলেই মিস্টার চেন শিংকে নিয়ে এখানে এসে পৌঁছানো।মাত্র কয়েক হাত দূরে,মিস্টার চেন শিং এসে

দাঁড়িয়েছেন এবং নীরবে সবকিছু দেখছেন।

ফিওনা জ্যাসপারের বুক থেকে মুখ তুলে তার চোখে চোখ রাখল।তার কণ্ঠ ভাঙা কিন্তু দৃঢ়। “প্রিন্স,আমাকে তোমার থেকে দূরে পাঠিয়ে দিওনা। আমি তোমাকে অনেক ভালোবাসি। তোমাকে ছাড়া আমি থাকতে পারবো না।তোমার যাই হয়ে যাক,যতো ভয়ংকর রূপই হোক না কেন,যতই

কু*ৎসিত হোক,আমি তবুও তোমার সাথেই থাকব।প্লিজ, আমাকে দূরে সরিয়ে দিওনা।”জ্যাসপার এক মুহূর্তের জন্য চুপ রইল।তার চোখ ম্লান হয়ে গেল,যেন কোনো গভীর দ্বন্দ্বের মধ্যে আটকে আছে।ধীরে ধীরে সে ফিওনার মুখের দিকে তাকিয়ে বলল,”কিন্তু হামিংবার্ড...এই রূপ নিয়ে আমি কীভাবে তোমার পাশে থাকতে পারি?এটা কেবল

শুরু।প্রতিদিন আমার রূপ আরও বিকট হবে।তুমি সহ্য করতে পারবে না।প্লিজ,আমার কথা শোনো।”

ফিওনা কথা না বলে জ্যাসপারের দিকে এগিয়ে এলো।তার চোখে কোনো দ্বিধা ছিল না।সে জানত,এই মুহূর্তে তাকে নিজের ভালোবাসার প্রমাণ দিতে হবে।

জ্যাসপার কিছু বলার আগেই,ফিওনা তার ঠোঁটজোড়া জ্যাসপারের কুৎসিত

বিকট ঠোঁটে চেপে ধরল।চুম্বনটা গভীর, দৃঢ়,আর সমস্ত ভালোবাসা দিয়ে পূর্ণ।যেন এই মুহূর্তে সে প্রমাণ করতে চাচ্ছে,তার ভালোবাসা কোনো চেহারা,রূপ বা অবস্থার উপর নির্ভর করে না।

কয়েক হাত দূরে দাঁড়িয়ে থাকা মিস্টার চেন শিং সাথে সাথেই ঘুরে দাঁড়ালেন।তার চোখে দৃশ্যটা ছিল যতটা অবিশ্বাস্য, ততটাই

আবেগপূর্ণ।তার বুকের ভেতর এক ধরনের ঝড় বয়ে গেল।তিনি জানলেন,ফিওনার ভালোবাসা সত্যিই নিঃস্বার্থ এবং শর্তহীন।জ্যাসপার ধীরে ধীরে ফিওনার থেকে নিজেকে সরিয়ে নিল। তার চোখে এক ধরনের বিস্ময়। “হামিংবার্ড...”

ফিওনা মৃদু হেসে নিজের ঠোঁটজোড়া আলগা করে বলল,”তোমার যা-ই হোক,আমি তোমার সাথেই থাকব।

এটা কখনোই বদলাবে না, এটা বলেই পুনরায় চুম্বন করলো জ্যাসপার ঠোঁটজোড়ায়”

দূরে দাঁড়িয়ে থাকা মিস্টার চেন শিং নিজের মনে বললেন, “এটাই বোধহয় সত্যিকারের ভালোবাসা। এমন ভালোবাসাই মানুষকে অপরাজেয় করে তোলে।”

এই মুহূর্তে,পাহাড়ের ঠাণ্ডা বাতাস আর তারার আলো যেন দুজনকে

আশীর্বাদ করল। ভালোবাসার পরীক্ষায় ফিওনা উত্তীর্ণ হয়েছে,আর জ্যাসপার বুঝল,তার জীবনে ভালোবাসার অর্থ কতটা গভীর।

ফিওনা ধীরে ধীরে চুম্বন শেষ করে জ্যাসপারের দিকে তাকাল।সে অবাক হয়ে দেখল,জ্যাসপারের বিকৃত চেহারা আর নেই।তার আগের সেই সুদর্শন, ষসুপুরুষ রূপ ফিরে এসেছে তার চামড়ার সমস্ত

পোড়া দাগ উধাও,শরীরের ড্রাগনের চিহ্নগুলোও মিলিয়ে গেছে।“প্রিন্স,তোমার মুখ,শরীর—সব ঠিক হয়ে গেছে!” ফিওনা বিস্ময়ে ফিসফিস করে বলল।”এটা কিভাবে সম্ভব হলো?”

জ্যাসপার হাসল,সেই পরিচিত বাঁকা হাসি।তার চোখে এক ধরনের দুষ্টুমির ঝলক ফুটে উঠল। “হামিংবার্ড,”সে বলল, তার কণ্ঠ

গভীর এবং কোমল,”আমিতো ভুলেই গেছিলাম, তোমার মধ্যে আমার জন্য তৈরি বায়ো-কেমিক্যাল মেডিসিন আছে।তোমার ভালোবাসার স্পর্শ আর সেই চুমুই আমাকে সুস্থ করে দিলো।”

ফিওনা অবাক হয়ে জ্যাসপারের কথা শুনল।তার মুখে লজ্জার একটি মৃদু ছাপ ফুটে উঠল। “তাহলে... আমার চুমু-ই আবার তোমাকে ঠিক করল?”

জ্যাসপার হেসে বলল, “ঠিক তাই। তুমি জানো না, হামিংবার্ড, তুমি শুধু আমার ভালোবাসা না,আমার জীবনও।তোমার একটুখানি স্পর্শেই আমি নতুন করে বাঁচি।”এই কথা বলেই জ্যাসপার ফিওনাকে শক্ত করে নিজের বাহুতে জড়িয়ে ধরল। তার মুখ ফিওনার ঘাড়ে গুঁজে দিয়ে গভীরভাবে শ্বাস নিল।তার গলার

গভীর ধ্বনি যেন ফিওনার শরীরে শিহরণ জাগিয়ে তুলল।

ফিওনা স্থির দাঁড়িয়ে রইল,তার হৃদয় তুমুলভাবে ধুকপুক করছিল। জ্যাসপারের উষ্ণতা,তার আলিঙ্গনের শক্তি, সবকিছু যেন তাকে আরও বেশি করে জ্যাসপারের প্রতি আকৃষ্ট করছিল।

পাহাড়ের চূড়ায় দাঁড়িয়ে থাকা এই দুইজন যেন পুরো পৃথিবী থেকে

আলাদা একটি জগতে চলে গেল। ঠাণ্ডা বাতাসে তাদের ভালোবাসা মিলেমিশে গেল। দূরে তারার আলো তাদের এই মুহূর্তটাকে আরও রোমাঞ্চকর করে তুলল।

জ্যাসপার ধীরে ধীরে ফিসফিস করে বলল, ষ”তোমার ভালোবাসা আমাকে শুধু সুস্থ করে দেয়নি,হামিংবার্ড, আমাকে অজেয় করেছে।”ফিওনার ঠোঁটে মৃদু হাসি

ফুটে উঠল। তার চোখে ভালোবাসার এক গভীর ছায়া।”তোমার সাথে থাকাই আমার জীবনের সবচেয়ে বড় সুখ,প্রিন্স।”

জ্যাসপার মনে মনে বলল, “তুমি তোমার ভালোবাসার পরীক্ষায় বিজয়ী হয়েছ।আর আমি তোমার জন্য আমার প্রাণটাও দিয়ে দিবো নির্দ্বিধায়।”

এই ভাবনায় তার হৃদয়ে একটি অদ্ভুত অনুভূতি জেগে উঠল। ফিওনার প্রতি তার ভালোবাসা এত গভীর যে, তার জন্য নিজের জীবনও উৎসর্গ করতে প্রস্তুত। সে জানত, ফিওনা শুধুই তার প্রেমিকা নয়; সে তার জীবনের একমাত্র আলো, যাকে ছাড়া তার অস্তিত্ব অসম্পূর্ণ।

জ্যাসপার কিছুক্ষণ ফিওনাকে আঁকড়ে ধরে থাকল, মনে মনে

ভেবে চলল, “আমি যতদিন বেঁচে থাকব, তোমাকে কখনো দূরে যেতে দেবো না। তুমি আমার জন্য যে ভালোবাসা দেখিয়েছ, সেই ভালোবাসা আর তোমাকে আমি চিরকাল রক্ষা করবো।”পাহাড়ের চূড়ায় দাঁড়িয়ে জ্যাসপার আকাশের দিকে তাকাল।রাতের আকাশে নক্ষত্রগুলো যেন হীরের মতো জ্বলজ্বল করছিল।শীতল বাতাস তার

গায়ে লাগছিল,কিন্তু সে মনে মনে তার প্রিয় হামিংবার্ডের কথা ভাবছিল।আজ রাতে সে ফিওনাকে নিয়ে সময় কাটানোর পরিকল্পনা করেছে।

ফিওনা যখন জ্যাসপারের আঙুলের মাঝে নিজের আঙুল দিয়ে আঁকড়ে ধরলো, তখন জ্যাসপার তাকে এক উজ্জ্বল হাসি দিয়ে স্বাগত জানাল। চাঁদের আলোতে তার মুখের

উজ্জ্বলতা যেন আরও বাড়িয়ে দিয়েছিল।”হামিংবার্ড,আজ রাতে আমাদের জন্য একটি বিশেষ সময়,”জ্যাসপার বললো, তার গলায় উষ্ণতা ও আন্তরিকতা ছিল।

ফিওনা হেসে বললো,”তুমি আজ রাতে কী পরিকল্পনা করেছ, প্রিন্স?”“আমরা এখানে সময় কাটাবো,তারা হাজারো তারা আমাদের সাক্ষী হবে,”জ্যাসপার

বললো। “আর আমি তোমাকে জানাতে চাই যে,তুমি আমার জন্য কতটা বিশেষ। এই রাতটা আমাদের।”ফিওনার চোখে উজ্জ্বলতা ফুটে উঠলো,সে বুঝতে পারছিল জ্যাসপার আজ রাতে তার হৃদয়ের আরো অজানাই কথা বলার জন্য প্রস্তুত।পাহাড়ের শীর্ষে,তারা দুজন একত্রে বসে থাকা,রাতের পরিবেশ

যেন এক রোমাঞ্চকর স্বপ্নের মতো লাগছিল।

জ্যাসপার পাহাড়ের চূড়ায় বসে ছিল,তার দুপায়ের মাঝখানে ফিওনা। ফিওনাকে পেছন থেকে জ্যাসপার জড়িয়ে ধরে বসে ছিল,আর ফিওনা তার মাথাটা হেলান দিয়ে রেখেছিল জ্যাসপারের বুকে।রাতের নিস্তব্ধতায় চারপাশে শুধু তাদের কণ্ঠস্বরের মৃদু প্রতিধ্বনি।তারা অনেক গল্প করেছে,

হাসিঠাট্টা করেছে,আর সময়ের গতির কোনো অনুভূতি পায়নি।

হঠাৎ,ফিওনা এক আকর্ষণীয় প্রশ্ন করে বসলো,“আচ্ছা, প্রিন্স,তুমি কি এই প্রথম পৃথিবীতে এসেছোনাকি আগেও এসেছিলে?”জ্যাসপার কিছুক্ষণ চুপ থেকে বললো,“না,এটা নিয়ে আমার দ্বিতীয়বার।প্রথমবার যখন এসেছিলাম,অনেক বছর আগে,

১০ বছর আগে একবার এসেছিলাম।”

ফিওনা কৌতূহলী হয়ে জিজ্ঞেস করলো,“তখন তুমি কী দেখতে পেয়েছিলে?কেমন ছিল সেই অভিজ্ঞতা?”

জ্যাসপার একটু হাসলো।“সেই সময় পৃথিবীকে দেখার দৃষ্টিকোণ ছিল ভিন্ন।আমি এই প্রকৃতির সৌন্দর্য,মানুষের হাসি আর তাদের

সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্যকে নতুনভাবে উপলব্ধি করেছিলাম।তবে তখন আমি কিছুটা ভয় পেয়ে গিয়েছিলাম,কারণ আমার মধ্যে ছিল এক অদ্ভুত অনুভূতি—কিছু একটা রয়েছে যা আমাকে এখানে আসতে বাধ্য করেছিল।”ফিওনা তার কথায় গভীরভাবে মনোযোগ দিল। “তাহলে,তোমার প্রথম পৃথিবীতে আসার অনুভুতি কেমন

ছিল?”জ্যাসপার তার স্মৃতিতে খুঁজতে গিয়ে বললো, “প্রথমবার যখন এসেছিলাম,তখন এক অদ্ভুত ঘটনা ঘটেছিল।প্রায় দশ বছর আগে আমাকে পৃথিবীতে পাঠানো হয়েছিল। কারণ,আমার পৃথিবীতে অনেক কাজ ছিল।আমি ভবিষ্যতে প্রিন্স হবো,তাই মাউন্টেন গ্লাস হাউজ দেখতে আমাকে পাঠানো হয়েছিল।”

ফিওনা মনোযোগ দিয়ে শুনছিল,তার কৌতূহলী চোখগুলো জ্যাসপারের দিকে মেলে ধরেছিল।

“আমি রওনা দিয়েছিলাম ভেনাস থেকে,”জ্যাসপার এগিয়ে বলে,“সোজা চীনের বেইজিংয়ে ল্যান্ড করেছি।সেদিন মেবি ওই এলাকায় ড্রাগন উৎসব ছিলো।চারপাশে উজ্জ্বল আলোকিত পতাকা,উৎসবের গান,আর মানুষের উল্লাস। আমার

মনে হয়েছিল, আমি যেন এক ভিন্ন জগতে প্রবেশ করেছি।”ফিওনা একটু হাসলো “এটাতো তো খুব রোমাঞ্চকর!আমার প্রিয় উৎসবের মধ্য এটা একটি।তবে তুমি তখন কী অনুভব করছিলে এই উৎসব নিয়ে?” জ্যাসপার জবাব দেয়ার পুর্বেই ফিওনা হঠাৎ কি ভেবে চমকে উঠলো আর বিষ্ময়ে বললো “এক মিনিট তুমি কি বললে?১০ দশ বছর

আগে ড্রাগন উৎসবে এসেছিলে? তারমানে,আমি যে দুবার ওই সবুজ আলোকরশ্মি দেখছিলাম,সেটা তুমি ছিলে?”জ্যাসপার মুহূর্তের জন্য থমকে গেলো,তার চোখগুলো বিস্ময়ে চমকিত।“কি বলছো তুমি সবুজ আলোকরশ্মি দেখেছো?কিন্তু কিভাবে?ড্রাগনরা যখন পৃথিবীর কোনো মানুষের উপস্থিতিতে ল্যান্ড করে,তখন আমরা আমাদের আসল

রূপ লুকিয়ে রাখি।আলোকরশ্মি দেখা কোনো মানুষের পক্ষে সম্ভব নয়!”

ফিওনা কিছুক্ষণ চুপ থেকে বললো,“কিন্তু আমি দেখেছি।তুমি এবারের ড্রাগন উৎসবে যখন পৃথিবীতে এসেছো,তখনও আমি ওই সবুজ আলোকরশ্মি দেখেছি। সেই মুহূর্তগুলো আমাকে এক অদ্ভুত অনুভূতি দিয়েছে।”

“এটা অসম্ভব,”জ্যাসপার বললো, তার কৌতূহল আরও বাড়তে লাগলো।“তবে যদি তুমি সত্যিই ওই আলোকরশ্মি দেখে থাকো,তাহলে এর মানে কি? হয়তো তোমার মধ্যে কিছু বিশেষ ক্ষমতা রয়েছে,যা অন্যদের থেকে তোমাকে আলাদা করে।“বিশেষ ক্ষমতা?”ফিওনা একটু চিন্তিত হয়ে জিজ্ঞেস করলো।“আমি তো একজন সাধারণ মানুষ।”

“তুমি সাধারণ নও,হামিংবার্ড,”জ্যাসপার বললো। “তুমি বিশেষ।তোমার মধ্যে এমন কিছু রয়েছে যা হয়তো তুমি জানো না।ড্রাগনদের সঙ্গে তোমার এই সংযোগের কারণেই তুমি সেই আলোকরশ্মি দেখতে পেরেছো।”

ফিওনার মনে কিছুটা গুঞ্জন হলো।“তাহলে কি তুমি বলতে চাচ্ছো যে,আমাদের মধ্যে কোনো

যোগসূত্র রয়েছে?হয়তো আমার ভিতরেও বিশেষ কিছু লুকিয়ে আছে?”

জ্যাসপার তার চোখে গভীরতা আনলো।“হতে পারে। তুমি যেহেতু সেই আলোকরশ্মি দেখেছিলে,তাহলে তোমার সঙ্গে আমার সংযোগ আরও গভীর।রাতের পাহাড়ি বাতাসে শীতলতার পরশ।মাউন্টেন গ্লাস হাউজের কাচের দেয়ালের পাশ

ঘেঁষে দাঁড়িয়ে ছিলো জ্যাসপার।তার চোখে এক ধরনের অনির্বচনীয় দৃষ্টি, যেন অনেক দূরের কোনো স্মৃতি তার মনকে জড়িয়ে ধরেছে।ফিওনা নীরবে তার মুখের দিকে তাকিয়ে ছিল।

হঠাৎ,জ্যাসপার গভীরভাবে শ্বাস নিলো।তার কণ্ঠে এক ধরনের ভার অনুভূত হলো।"তোমাকে একটা কথা বলিনি,হামিংবার্ড।প্রথমবার

যখন পৃথিবীতে এসেছিলাম,একটা অদ্ভুত ভ*য়াবহ ঘটনা ঘটেছিল।”

ফিওনার কপালে ভাঁজ পড়ল।”কী ঘটনা,প্রিন্স?”জ্যাসপার একটু পেছনে হেলান দিয়ে স্মৃতির গভীরে ডুব দিলো।”সেদিন বেইজিংয়ের আকাশে আলোকরশ্মি হয়ে পৃথিবীতে অবতরণ করেছিলাম,কিন্তু হঠাৎ করে এক ভয়ানক দৃশ্য দেখলাম।”

সে এক মুহূর্ত থেমে ফিওনার দিকে তাকাল।”একটি কালো গাড়ি দ্রুতগামী হাইওয়ে থেকে খাদে পড়ে গেল। আমার চোখের সামনে সবকিছু ঘটল।গাড়িটা গভীর খাদে পড়ে চূ*র্ণবিচূর্ণ হয়ে গেল।”

ফিওনার চোখ বিস্ময়ে বড় হয়ে গেল।”তারপর?”

“আমি দেখলাম,খাদ থেকে কয়েক ফুট ওপরে একটা গাছে একটা

মেয়ে ঝুলে ছিল।তার বেঁচে থাকার সম্ভাবনা ছিল ক্ষীণ।হঠাৎ গাছের ডালটা ভেঙে পড়তে শুরু করল। মেয়েটি খাদে গড়িয়ে পড়তে লাগল।”

জ্যাসপারের গলায় চাপা আবেগের সুর ভেসে এলো। “জানি না কেন,কিন্তু আমি আর দাঁড়িয়ে থাকতে পারিনি।কিছু একটা আমাকে বলেছিল,‘তাকে বাঁচাও।’”ফিওনা

বিষ্ময় হয়ে শুনছিল।”তাহলে তুমি তাকে বাঁচিয়েছিলে?”

জ্যাসপার মাথা হেঁট করে বলল,”হ্যাঁ।আমি ড্রাগন রূপ ধারণ করেছিলাম।তাকে আমার ডানা দিয়ে আটকে একটা ঢালু জায়গায় নামিয়ে দিলাম।সে অজ্ঞান হয়ে পড়ে ছিল, র*ক্তাক্ত অবস্থায় আমি কিছুক্ষণ অপেক্ষা করলাম,কিন্তু কোনো সাড়া পাচ্ছিলাম না তার।তখন তাকে মুখ

দিয়ে অক্সিজেন দিলাম।কয়েক মুহূর্ত পর সে একটু সাড়া দিল।”

ফিওনার চোখে অশ্রুর আভা দেখা দিলো।”তুমি নিজের জীবনের ঝুঁকি নিয়ে তাকে বাঁচিয়েছিলে।কিন্তু তারপর কী হলো?”“হঠাৎ চারিদিকে এক প্রকার মানুষের কোলাহল শুরু হলো তারা এ*ক্সিডেন্ট বিষয়ে কথা বলছিলো,তারা আমাকে দেখার আগেই দ্রুত সরে যেতে হলো।

মেয়েটিকে রেখে আমি অদৃশ্য হয়ে গেলাম।”

ফিওনা একটু থেমে বলল,”তুমি কি জানো সে মেয়ে বেঁচে ছিল কিনা?”

জ্যাসপার দীর্ঘশ্বাস ফেলল।”জানি না।শুধু জানি, সেদিন আমি প্রথমবার নিজের ক্ষমতার সঙ্গে মানবিক আবেগের মিল দেখেছিলাম। হয়তো সে মেয়ে জানেও না যে,তার

জীবনের পেছনে একজন ড্রাগন ছিল।”

রাতের আকাশে তারাগুলো যেন নীরবে সাক্ষী ছিল। ফিওনা মাউন্টেন গ্লাস হাউজের বাইরে পাহাড়ের আরামদায়ক দোলনায় বসে ছিল,আর তার পাশেই দাঁড়িয়ে ছিল জ্যাসপার। জ্যাসপারের চোখে দূরের শূন্যতা,যেন সে স্মৃতির মায়াজালে আটকে গেছে।ফিওনা ধীরে ধীরে

বললো,“তুমি বলছিলে সেই মেয়েটার কথা,যে গাড়ি দুর্ঘটনায় আহত হয়েছিল।তার পোশাক কেমন ছিল,মনে আছে?”

জ্যাসপার একটু ভ্রু কুঁচকালো,স্মৃতির গভীরে ডুব দিল। “মনে হয় লাল আর সাদা রঙের কোনো ড্রেস ছিল। তবে নিশ্চিত নই।তবে এটুকু মনে আছে,তার ড্রেসে রক্ত লেগে গিয়েছিল।আর তার মুখ... খুবই

কষ্টকর দেখাচ্ছিল।যেন মৃত্যুর খুব কাছে পৌঁছে গিয়েছিল সে আর বয়স আনুমানিক আট,নয় হবে।”

ফিওনার গলা শুকিয়ে গেল।তার মনে যেন এক ঝড় উঠলো।“মেয়েটিকি মারাত্মক ভাবে আহত ছিলো?তোমাকে দেখেনি?”জ্যাসপারের চেহারা গভীর হয়ে গেল। “হ্যাঁ,হামিংবার্ড। তার অবস্থা খুবই শোচনীয় ছিল চোখ

খুলে কাউকে দেখার মতৌ অবস্থা তার ছিলোনা।তার মাথায় আঘাত লেগেছিল,শরীরে রক্ত ঝরছিল।আমি যত দ্রুত সম্ভব তাকে বাঁচানোর চেষ্টা করেছিলাম।কিন্তু তার পর কী হলো,আমি জানি না।সেদিন আমার ক্ষমতা সীমিত ছিল,আর মানুষের দুনিয়ায় আমি নবাগত। ষআমি তখন কেবল এটুকুই বুঝেছিলাম,জীবন বাঁচানোই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ।”

ফিওনার গলায় যেন কাঁপন এসে গেল।“তুমি তাকে রক্ষা করলে।কিন্তু তারপর?তুমি কখনও জানতে চাওনি,সে কীভাবে কোথায় আছে?”

জ্যাসপার দীর্ঘশ্বাস ফেলল। “না,জানতে পারিনি। আমার সামর্থ্য তখন এত সীমিত ছিল যে,আমি কেবল তাকে নিরাপদ জায়গায় রেখে চলে যেতে বাধ্য হয়েছিলাম।

ফিওনা ধীরে ধীরে জ্যাসপারের দিকে ঘুরলো। তার চোখ ভেজা,আর জ্যাসপার সেদিকে তাকিয়ে স্তব্ধ হয়ে গেল।“হামিংবার্ড,তুমি কাঁদছো কেন?” জ্যাসপার প্রশ্ন করলো,তার গভীর কণ্ঠে উদ্বেগ স্পষ্ট।

ফিওনা কোনো উত্তর দিল না।সে হঠাৎ জ্যাসপারকে শক্ত করে জড়িয়ে ধরলো এবং তার কাঁধে মুখ লুকিয়ে অঝোরে কাঁদতে লাগলো।জ্যাসপার

পুরোপুরি হতভম্ব। সে ধীরে ধীরে তার গাল দুটো ধরে ফিওনার মুখটা তার দিকে তুলে ধরলো।“হামিংবার্ড,কী হয়েছে? কাঁদছো কেন? আমি কি কিছু ভুল করেছি?” তার কণ্ঠে অপরাধবোধ ফুটে উঠলো।

তারপর হঠাৎ যেন একটা ভিন্ন ধারণা মাথায় এলো।

“ও তুমি কি... জেলাস হচ্ছো?আমি ওই মেয়েটাকে মুখে মুখ লাগিয়ে অক্সিজেন দিয়েছি বলে এটা শুনে?”

ফিওনা তার কথায় আরও জোরে কেঁদে উঠলো। জ্যাসপার তৎক্ষণাৎ আত্মপক্ষ সমর্থনে ব্যস্ত হয়ে পড়লো।

“আরে, সে তো একটা বাচ্চা মেয়ে ছিল!যদি আমি অক্সিজেন না দিতাম,সে মারা যেত!কিন্তু... হয়তো

আমি সেদিন পুরোপুরি তাকে রক্ষা করতে পারিনি।”

ফিওনা তার কান্না সামলে বললো, “প্রিন্স,তোমার মনে আছে আমি একবার বলেছিলাম আমার বাবা-মা এ*ক্সিডেন্টে মারা গেছেন?আর আমি অলৌকিকভাবে বেঁচে গিয়েছিলাম?”

জ্যাসপার ধীরে মাথা নাড়লো।“হ্যাঁ,মনে আছে। কিন্তু... তার সাথে এর কী সম্পর্ক?”

ফিওনা গভীর শ্বাস নিলো। “সেই এক্সি*ডেন্টেই আমি খাদে পড়ে গিয়েছিলাম।আর যেই মেয়েটাকে তুমি সেদিন বাঁচিয়েছিলে,সেই মেয়েটা আমি ছিলাম।”

জ্যাসপারের চোখ বড় হয়ে গেল। তার ভ্রু কুঁচকে গেলো। “তুমি...তুমি সেই মেয়ে?আমার বিশ্বাস হচ্ছে না। এটা কীভাবে সম্ভব?”ফিওনা ততক্ষণে নিজের সব শক্তি একত্রিত

করে জ্যাসপারকে সব বলে দিল।“সেদিন আমাদের গাড়ি ব্রেকফেল করেছিল।গাড়িটা খাদে পড়ে যাচ্ছিলো, শুধু এতোটুকুই মনে আছে আমার আর কিছু জানিনা আমি, তারপর সব অন্ধকার হয়ে গেল।যখন জ্ঞান ফিরলো, বুঝতে পারলাম কোনো এক অলৌকিক ভাবে আমি বেঁচে গেছি।আজ

জানলাম তুমিই সেদিন আমাকে বাঁচিয়ে ছিলে।”

জ্যাসপার অবিশ্বাসে ফিওনার দিকে তাকিয়ে রইলো। কয়েক মুহূর্ত কিছু বলতে পারলো না।তারপর ধীরে ধীরে ফিওনার চোখে তাকালো।“তুমি...তুমি আমার অতীতের সেই মেয়ে?”তার কণ্ঠে বিস্ময়ের সঙ্গে মিশে ছিল একটা অপরাধবোধ।

“আমি জানতাম না,হামিংবার্ড।আমি কখনো ভাবিনি, আমাদের অতীত এমনভাবে জড়িয়ে আছে।”

ফিওনা এবার তার গলা জড়িয়ে ধরে বললো,“তোমার জন্যই আমি আজ বেঁচে আছি।আমার এই জীবন,এই শ্বাস-প্রশ্বাস,সবকিছু তোমার জন্য। আমি আজ বুঝলাম,তুমি শুধু আমার রক্ষক নও,তুমি আমার জীবনের অধিকারী।”

জ্যাসপার ধীরে ধীরে ফিওনাকে তার বুকে জড়িয়ে নিল। “হামিংবার্ড,”সে ফিসফিস করে বললো,তুমি জানো না,তুমি আমার কাছে কতটা গুরুত্বপূর্ণ।আমি সেদিন শুধু একজন মেয়েকে বাঁচাইনি,আমি আমার নিজের ভবিষ্যতকে রক্ষা করেছিলাম।তুমি আমার জীবনের সবচেয়ে মূল্যবান অংশ।”

ফিওনা কাঁদতে কাঁদতে বললো,“তুমিও আমার সবচেয়ে মূল্যবান।তুমি আমার হৃদয়ের প্রতিটি স্পন্দনে আছো,প্রিন্স।আমি তোমার ভালোবাসার বাইরে আর কিছু চাই না।”

পাহাড়ের চূড়ায় তারা দুজন একে অপরের দিকে তাকিয়ে রইলো। ষঝর্ণার শব্দ,বাতাসের মৃদু সুর—সবকিছু যেন তাদের মুহূর্তটাকে

আরও গভীর এবং শাশ্বত করে তুলছিল।জ্যাসপার হঠাৎ করে বললো,“হামিংবার্ড,উঠো!এখনি ল্যাবে যেতে হবে।”ফিওনা চমকে উঠলো। “কেন?এত তাড়াহুড়ো কিসের?”

জ্যাসপারের চোখে গভীর এক উত্তেজনার ঝলক ছিল। “তোমার শরীরের ভেতরে বায়ো ক্যামিকেলের উৎস কিভাবে সেটাই আজকে জানবো।”

ফিওনা অবাক হয়ে বললো,“তুমি এত নিশ্চিত হলে কীভাবে?আমি তো নিজেই কিছু বুঝতে পারছি না!”

জ্যাসপার তার হাত ধরে বললো,“সেইদিন দুর্ঘ*টনার সময় আমি তোমাকে বাঁচানোর জন্য অক্সিজেন দিয়েছিলাম।কিন্তু তুমি জানো না,সেটা ছিল সাধারণ অক্সিজেন নয়।এটা আমার দেহের প্রাণশক্তি থেকে আসা কিছু।এবং...

আমার অসুস্থতার রাতে যখন তুমি আমাকে চুমু খেয়েছিলে,আমি সুস্থ হয়ে গিয়েছিলাম “বায়ো ক্যামিকেল”পেয়েছিলাম।”জ্যাসপার ল্যাবে পৌঁছে দ্রুত সমস্ত প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি চালু করলো।ফিওনাকে বিশেষভাবে ডিজাইন করা একটি চেয়ারে বসতে বললো।চারপাশে শীতল পরিবেশ,কম্পিউটার

স্ক্রিনগুলোতে অসংখ্য জটিল ডাটা ভাসছে।

“শোনো,হামিংবার্ড,” জ্যাসপার বললো,“তোমার দেহে আমার অক্সিজেন এক বিশেষ প্রক্রিয়ায় বিক্রিয়া করেছে।এটি শুধুমাত্র শারীরিক নয়,এটি কোয়ান্টাম স্তরে প্রভাব ফেলেছে।”

ফিওনা অবাক হয়ে জিজ্ঞাসা করলো,“কোয়ান্টাম স্তর?এর মানে কী?”

জ্যাসপার তার হাতে একটি হাই-টেক স্ক্যানার তুলে নিলো। “মানুষের শরীর কোষের স্তরে কাজ করে।তবে আমার ড্রাগনিয়ান শক্তি কোষের স্তরকেও ছাড়িয়ে যায়।এটি কোয়ান্টাম ফিল্ডে প্রবেশ করে,যেখানে সময়,স্থান এবং শক্তি

একসঙ্গে কাজ করে।যখন আমি তোমাকে অক্সিজেন দিয়েছিলাম,এটি তোমার রক্তের সাথে মিশে তোমার কোষে বায়ো-কেমিক্যাল তৈরি করেছে।এটি কেবল একধরনের শক্তি নয়;এটি একটি নতুন বায়ো-অ্যালগরিদম।”

“বায়ো-অ্যালগরিদম?” ফিওনার কণ্ঠে বিস্ময়।“ঠিক তাই,”জ্যাসপার বললো।“তোমার দেহ এখন নিজেই

নিজেকে রূপান্তর করতে পারে।আমি নিশ্চিত যে এটি তোমার ইমিউন সিস্টেমকে এমনভাবে শক্তিশালী করেছে,যা সাধারণ মানুষের কল্পনার বাইরে। এটি তোমার কোষগুলোকে একধরনের সেলুলার রিজেনারেশন ক্ষমতা দিয়েছে,যেটি তোমার আঘাত সারানোর ক্ষমতা বহুগুণ বাড়িয়ে তুলেছে।”

এবার জ্যাসপার ফিওনার রক্তের নমুনা বিশ্লেষণে মন দিলো। প্রথমে,সে একটি স্পেকট্রাল ডিফ্রাকশন ডিভাইস ব্যবহার করলো,যা আলোর মাধ্যমে রক্তের ভেতরের উপাদানগুলোকে বিশ্লেষণ করে।স্ক্রিনে নানা রঙ ফুটে উঠলো।

“দেখো এখানে,”জ্যাসপার বললো। “তোমার রক্তে হেমোগ্লোবিনের সাথে এক অদ্ভুত গ্যাসীয় যৌগ মিশে

গেছে। এটি সাধারণ অক্সিজেন নয়। এটি ড্রাগনিয়ান প্লাজমা অক্সিজেন,যা আমার দেহের শক্তি থেকে তৈরি। এটি তোমার কোষগুলোর DNA স্ট্রাকচারে ঢুকে পড়েছেএবং তাদের পুনর্গঠন করেছে।”“এতে কী প্রভাব পড়েছে?ফিওনার চোখ বিস্ময়ে বড় হয়ে গেল।“তাহলে...আমি কি কোনোভাবে তোমার মতো কিছু হয়ে যাচ্ছি?”

জ্যাসপার মুচকি হেসে বললো,“না,হামিংবার্ড।তুমি মানুষই থাকবে।কিন্তু তুমি এখন আর সাধারণ মানুষ নও।তুমি এমন কিছু শক্তি অর্জন করছ,যা আমাদের দুজনকে আরও কাছাকাছি নিয়ে আসবে।”

“তোমার কোষগুলো এখন দেহের ক্ষতি সারাতে এবং বহিরাগত আক্রমণ প্রতিহত করতে আগের

চেয়ে দ্রুত কাজ করে। এমনকি, তোমার স্নায়ুতন্ত্রের সিগন্যাল স্পিডও বেড়ে গেছে, যার মানে তুমি আরও দ্রুত সিদ্ধান্ত নিতে পারবে।”

জ্যাসপার এবার একটি নিউরো-ম্যাগনেটিক রেজোন্যান্স ডিভাইস চালু করলো। এটি ফিওনার মস্তিষ্কের কার্যকলাপ পর্যবেক্ষণ করছিল।“অদ্ভুত! তোমার মস্তিষ্কের নিউরাল এক্টিভিটি বেড়ে গেছে। তুমি

হয়তো কিছু সময়ের মধ্যে এমন স্মৃতিও মনে করতে পারবে,যা তোমার মন থেকে হারিয়ে গিয়েছিল।”

“এই পরিবর্তনগুলো কি শুধু সেই অক্সিজেনের কারণে?”ফিওনা সন্দিহান।

জ্যাসপার গভীরভাবে বললো,“না,এটি শুধু অক্সিজেন নয়। তোমার শরীরের সাথে এটি যে

রাসায়নিক বিক্রিয়া ঘটিয়েছে, তা একধরনের মেটা-বায়োলজিক্যাল সিম্বায়োসিস তৈরি করেছে।সেই রাতে,যখন তুমি আমাকে চুমু খেয়েছিলে, তোমার শরীরের তৈরি হওয়া বায়ো-কেমিক্যালের অংশ আমার শরীরেও প্রবেশ করেছে। এখন এটি আমাদের দুজনের মধ্যে একটি জৈবিক সংযোগ তৈরি করেছে।”

“এখন তুমি কী পরীক্ষা করবে?”ফিওনা প্রশ্ন করলো।

“আমি নিশ্চিত হতে চাই,এই বায়ো-কেমিক্যাল কি শুধুমাত্র রক্তে কাজ করছে,নাকি এটি তোমার অন্যান্য সিস্টেম যেমন হার্ট,লাংস,বা মস্তিষ্কেও প্রবেশ করেছে।”

জ্যাসপার এবার একটি বায়ো-ইলেক্ট্রোম্যাগনেটিক সেন্সর ব্যবহার করলো,যা পুরো দেহের শক্তির মাত্রা

নির্ধারণ করে। স্ক্রিনে ফিওনার দেহের শক্তি গ্রাফ দেখাচ্ছিলো।

“দেখো,” জ্যাসপার বললো। “তোমার শরীর একটি নতুন ধরনের বৈদ্যুতিক তরঙ্গ তৈরি করছে।এটি কেবল জীবনের জন্য নয়,বরং এটি একধরনের প্রতিরক্ষামূলক ঢাল তৈরি করতে পারে।”

“আমার মনে হচ্ছে,তুমি এটা নিয়ে খুব বেশি উত্তেজিত,” ফিওনা

বললো।ল্যাবের আলো মৃদু ঝলমল করছে।বাইরের পাহাড়ি বাতাস কাচের দেয়ালে ধাক্কা খেয়ে এক অনন্য সুর সৃষ্টি করছে।জ্যাসপার ধীর পায়ে ফিওনার দিকে এগিয়ে এল।জ্যাসপার ফিওনার কপালে কোমলভাবে চুমু দিয়ে বলল,“এইজন্যই,হামিংবার্ড,আমি যখন অসুস্থ হয়েছিলাম,তখন তোমার চুমুর মাধ্যমে বায়ো-কেমিক্যাল পেয়ে

গিয়েছিলাম।কারণ আমি তো তোমাকে প্রথম অক্সিজেন দিয়েছি। আর সেখান থেকেই আমার জন্য তোমার শরীরে আমার অ্যান্টি-বায়োটিক তৈরি হয়েছে,মানে বায়ো-কেমিক্যাল।আমি ভাবতেই পারিনি,তুমি হিউম্যান হয়েও কিভাবে আমাকে বায়ো-কেমিক্যাল দিতে পারলে,এখন বুঝতে পারছি।”সে ফিওনাকে আরো গভীরভাবে চুমু

দিতে লাগলেন, তার অনুভূতি যেন পাগল হয়ে গেছে।“এই যেভাবে তোমাকে বাঁচালাম,তারপর অক্সিজেন দেওয়া,আবার দশ বছর পর তোমার কাছে আসা—সবকিছু মিলিয়ে এটি যেন এক মহাবিশ্বের পরিকল্পনা। তোমার শরীরের বায়ো-কেমিক্যাল পাওয়ার মাধ্যমে আবার আমার ফাংশনাল এক্টিভেশন হওয়া,এসব কিছুই ডেস্টিনি। হামিংবার্ড,এই

ইউনিভার্সের ডেস্টিনি।এই ডেস্টিনি কোনো এক কারণে আমাদের মিলিয়ে দিয়েছে।”

ফিওনার হৃদয় বিগড়ে গেল।সে অনুভব করলো যে, তাদের মধ্যে যে গভীর সম্পর্ক তৈরি হচ্ছে, তা শুধুমাত্র প্রণয় নয়; এটি যেন এক শাশ্বত বন্ধন, যা তাদের অতীত,বর্তমান এবং ভবিষ্যতকে একসূত্রে গেঁথে দিয়েছে।

“ডেস্টিনি?” ফিওনা মৃদু হাসলো,“তাহলে,আমাদের এই মিলন কি সত্যিই অনিবার্য ছিল?”

“হ্যাঁ,আমি বিশ্বাস করি।সব কিছুই আগে থেকেই নির্ধারিত ছিল,”জ্যাসপার বললো তার চোখে গভীর তীব্রতা।“আমরা হয়তো ভিন্ন জগতে থেকেছি,কিন্তু আমাদের পথ যেন সবসময় একে অপরের দিকে এগিয়েছে।পাহাড়ের নির্জন

প্রান্তরে,যেখানে বাতাস থমকে থাকে সেই প্রান্তেরের ল্যাব,ল্যাবের সাদা আলোয়,যেখানে বিজ্ঞান আর আবেগের মিশ্রণ ঘটছে,জ্যাসপার ফিওনার দিকে ঝুঁকে এলো।তার চোখের গভীরতায় যেন অন্ধকারের মাঝে এক উজ্জ্বল নক্ষত্রের আলো ছিল।ফিওনার শ্বাস আটকে গেল, সময় যেন থমকে গেল বলে মনে হলো।

জ্যাসপার ধীরে ধীরে তার হাত ফিওনার কোমরে রাখল,মৃদু কিন্তু শক্তিশালী এক ভঙ্গিতে।সেই স্পর্শে ফিওনার শরীরে যেন বিদ্যুতের মতো এক ঝাঁকুনি ছড়িয়ে পড়লো।তার চোখের গভীরতায় এমন কিছু ছিল যা তাকে ভেঙে ফেললো,আবার নতুন করে গড়ে তুললো।

“এবার আরো একটা কাজ বাকী। তোমাকে গভীরভাবে আদর করার

জন্য উপায় বের করতে হবে,হামিংবার্ড,” জ্যাসপার ফিসফিস করে বলল,তার কণ্ঠে যেন পাহাড়ি ঝরনার মতো এক মিষ্টি সুর।“তোমার কাছাকাছি থাকা, তোমার এই শ্বাসের স্পন্দন—সবকিছুই যেন আমাকে এক অন্য জগতে নিয়ে যায়।আমি নিজেকে আর নিয়ন্ত্রণ করতে পারছি না।তুমি আমাকে পাগল করে

তুলেছো।”জ্যাসপার ফিওনার শরীরের প্রতি এলোমেলোভাবে হাত বোলাতে লাগলো,ফিওনার কোমরের সংস্পর্শে তার স্পর্শে একটি নতুন শিহরণ তৈরি হলো।ফিওনা কিছুটা বেসামাল হয়ে পড়ল,যেন সে নিজেকে হারাতে শুরু করেছে।সে জ্যাসপারের কাঁধের শার্ট শক্ত করে খামচে ধরলো,আর তার হৃদয়ের প্রতিটি ধাক্কায় তার অনুভূতি যেন

আরো তীব্র হয়ে উঠছিল।“কিভাবে উপায় বের করবে?”সে মৃদু স্বরে জিজ্ঞাসা করলো,তার গলার সুরে এক শিহরণ।

জ্যাসপার তার ঠোঁট ফিওনার ঠোঁটের মাঝে ডুবিয়ে দিল।দুই হৃদয়ের মিলনে যেন ল্যাবের আলো জ্বলজ্বল করছিল। ঠোঁটের স্পর্শে সময় থেমে গেল।সে অনুভব করলো যে তার শরীরের প্রতিটি কণা যেন

জ্যাসপারের স্পর্শে সাড়া দিচ্ছেভেনাসের এল্ড্র রাজ্যে এক মহাকালান্তক দিন। দেবতা আভ্রাহার তার রহস্যময় বই থেকে এমন এক কাহিনী উন্মোচন করলেন,যা শুনে রাজা ড্রাকোনিস হতবাক হয়ে গেলেন।এই কাহিনী শুধু একটি প্রাচীন প্রেমের গল্প নয়,এটি ভেনাসের ইতিহাসের এক ভয়াবহ অধ্যায়,যেখানে

ভালোবাসা,বিশ্বাসঘাতকতা এবং আত্মত্যাগ একসূত্রে গাঁথা।প্রায় একশত বছর পুর্বে ফ্লোরাক্সিয়া রাজ্য একসময় ভেনাসের সবচেয়ে সমৃদ্ধ এবং শক্তিশালী রাজ্যগুলোর একটি ছিল।সেই রাজ্যের সেনাপতি ছিল সবুজ ড্রাগন জাইরন ড্রাকভাল,যার সাহস,শক্তি, আর বুদ্ধিমত্তা ফ্লোরাক্সিয়াকে বারবার শত্রুর হাত থেকে রক্ষা করেছিল।

ফ্লোরাক্সিয়ার রাজকুমারী,বাদামী ড্রাগন কায়রা ফ্লোরিস,ছিলেন রাজ্যের সৌন্দর্য আর মেধার প্রতীক। তার কোমল হৃদয় আর দুর্নিবার আকর্ষণ জাইরনের প্রতি গভীর ভালোবাসা তৈরি করে।জাইরন কায়রাকে আদর করে ডাকতো “এলিজিয়া”,যা তার কাছে ভালোবাসা প্রতীক হয়ে উঠেছিল। তাদের প্রেমের কথা জানার

পর,ফ্লোরাক্সিয়ার রাজা থাল্ডান ফ্লোরিস,কায়রার বাবা,প্রথমে এই সম্পর্ক মেনে নিতে অস্বীকার করেন।রাজকুমারীর ভবিষ্যৎ তিনি অন্যভাবে পরিকল্পনা করেছিলেন। কিন্তু কায়রার অটল ভালোবাসা আর জাইরনের প্রতি তার আত্মনিবেদন দেখে থাল্ডান একসময় এই সম্পর্কের প্রতি নমনীয় হন।

তবে কায়রার ভাই আরডান ফ্লোরিস এই সম্পর্ক কোনোভাবেই মেনে নিতে পারেনি।কারন তার ঘনিষ্ঠ বন্ধু,কালো ড্রাগন যে কিনা পাশের রাজ্যের রাজকুমার থেরন সোলারিয়াস,কায়রাকে ভালোবাসতো আর তার সঙ্গে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হতে চেয়েছিল।

কায়রার বাবার সম্মতি একপাশে থাকলেও,আরডান আর থেরন মিলে

এক চূড়ান্ত ষড়যন্ত্র তৈরি করে জাইরনকে হ*ত্যা করার জন্য। কায়রা যখন জানতে পারে তার ভাই আর থেরনের এই ষড়যন্ত্রের কথা,তখন সে চুপ থাকতে পারে না। নিজের ভালোবাসাকে রক্ষা করার জন্য সে জাইরনকে সতর্ক করে। কিন্তু জাইরন ভালোবাসার প্রতি তার দায়িত্ববোধের কারণে কায়রাকে

রাজ্য ছেড়ে পালাতে বাধ্য করতে চায়নি।

একদিন,কায়রা নিজের জীবনের ঝুঁকি নিয়ে জাইরনের পাশে দাঁড়ায়,যখন আরডান আর থেরনের বাহিনী তাদের আক্রমণ করে।এক ভয়ানক যুদ্ধে জাইরন একা পুরো সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে লড়াই করে,কায়রাকে রক্ষা করার জন্য।

কিন্তু কায়রা যখন তার ভাইয়ের বন্ধু থেরনের তরবারির আঘাত থেকে জাইরনকে বাঁচাতে যায়,তখন সে নিজেই প্রা*ণ হারায়। কায়রার মৃ*ত্যুতে জাইরনের হৃদয় ভেঙে যায়।

কায়রার মৃ*ত্যু দেখে জাইরন ভয়ঙ্কর রূপ ধারণ করে।তার শক্তি এতটাই প্রবল হয়ে ওঠে যে সে রাজকুমার থেরনকে হ*ত্যা করে আর তার

পরে আরডানের জীবন শেষ করে। কিন্তু কায়রার মৃ*ত্যুতে জাইরনের জীবন শূন্য হয়ে যায়।তার কাছে এই মহাবিশ্বের আর কিছুই অর্থপূর্ণ মনে হয়নি।সে নিজেকে ধ্বং*স করার সিদ্ধান্ত নেয়,কারণ কায়রা ছাড়া তার অস্তিত্ব মূল্যহীন।

ফ্লোরাক্সিয়ার ইতিহাসে কায়রা এবং জাইরনের এই আত্মত্যাগের গল্প লেখা হয়।তাদের ভালোবাসা

ভেনাসের মহাকাব্যের অংশ হয়ে ওঠে।দেবতা আভ্রাহার সেই সময় এই বইয়ে উল্লেখ করেন,“এই দুই আ*ত্মা একদিন আবার জন্ম নেবে। তবে তারা ড্রাগন রূপে জন্মাবে কি না,তা বলা সম্ভব নয়।তাদের ভালোবাসা এমন এক শক্তি যা সময় আর জন্মের বাধা পেরিয়ে চিরন্তন হয়ে থাকবে।”

এই কাহিনী শুনে রাজা ড্রাকোনিস স্তব্ধ হয়ে যান।তিনি আভ্রাহার দিকে তাকিয়ে বলেন,“তাহলে কি আমরা তাদের নতুন জন্মের সাক্ষী হতে চলেছি?”আভ্রাহা মৃদু হাসেন এবং বলেন,”রাজা ড্রাকোনিস,প্রকৃতি এবং মহাকালের নিয়ম বড়ই রহস্যময়।যা ঘটেছে,তা আবার ঘটবে।তাদের প্রেম এই ব্রহ্মাণ্ডের শক্তি দিয়ে বাঁচবে,এবং তারা ফিরে এসেছে।

ড্রাকোনিস গভীর চিন্তায় ডুবে যান। তিনি বুঝতে পারেন, এই কাহিনী শুধু অতীতের নয়;এটি ভবিষ্যতের একটি বার্তা।ভালোবাসা এমন এক শক্তি যা সমস্ত প্রতিকূলতাকে জয় করতে পারে।

ড্রাকোনিসের সভা তখন গভীর স্তব্ধতায় ভরে উঠেছিল। দেবতা আভ্রাহার কণ্ঠে এক অপার গম্ভীরতা,তিনি বললেন,” আজকে

তোমার সাথে এই বিশেষ কারনেই আমি দেখা করতে এসেছি,আজকে এমন কিছু বলবো যা তোমাকে স্তব্ধ করে দিতে বাধ্য হবে।জাইরন আবার জন্ম নিয়েছে।সে আর কেউ নয়,সে তোমার পুত্র,জ্যাসপার।তবে এখনো কায়রার জন্মস্থান পুরোপুরি স্পষ্ট নয়।কারন তখন ভবিতব্য লেখা ছিলো জাইরন ড্রাগন রুপেই জন্মাবে তবে কায়রা কোন রুপে

জন্মাবে তা নিশ্চিত করা হয়নি। কায়রা যে রূপেই জন্মাক,একদিন সে ড্রাগনে রূপান্তরিত হবে।সেই সময় জাইরন এবং কায়রার মিলন সম্পূর্ণ হবে,এবং তাদের বিয়ে হবে। তবে তার আগে ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি আবার ঘটতে পারে।কারন থেরন ও জন্মগ্রহণ করবে তবে সে কোন রুপে আর কোথায় জন্মাবে তা নিশ্চিত না এই মুহূর্তে আমি।এই

কারণেই ভেনাস প্রিন্স জ্যাসপারের জীবনে এখন বিপদের ছায়া নেমে এসেছে।”ড্রাকোনিস হতবাক হয়ে দেবতার দিকে তাকালেন।কিছুক্ষণ কথা বলতে পারলেন না।তার মস্তিষ্কে যেন হাজারো চিন্তার ঝড় বয়ে যাচ্ছে।অবশেষে তিনি জিজ্ঞাসা করলেন,”তাহলে ফিওনা...সে কি কায়রা?”

দেবতা মাথা হেলিয়ে বললেন,”এখনও নিশ্চিত বলা যাচ্ছে না।তবে সমস্ত চিহ্ন এবং সময়ের স্রোত ইঙ্গিত দিচ্ছে,ওই মানবী কন্যাই কায়রার পূর্ণজন্ম হতেও পারে।”

ড্রাকোনিসের মন ফিরে গেল শতাব্দী প্রাচীন সেই সময়ে,যেখানে জাইরন এবং কায়রার প্রেমের কাহিনী এক র*ক্তাক্ত অধ্যায়ে শেষ হয়েছিল।

নিজের সন্তান জ্যাসপারের ভবিষ্যতের কথা ভেবে তার মন ভয়ে শিউরে উঠলো।সে জানতো,ফিওনার সাথে জ্যাসপারের সম্পর্ক সহজ হবে না।তারা একে অপরকে ভালোবেসে ফেলেছে,কিন্তু তাদের মিলন যেন এক অভি*শপ্ত ভবিষ্যতের সেতু হয়ে উঠছে। ড্রাকোনিস বললেন,”তাহলে,যদি ইতিহাস পুনরাবৃত্তি হয়,আমার ছেলে

কি একই পরিণতির দিকে এগিয়ে যাচ্ছে?”

দেবতা আভ্রাহার শান্তভাবে উত্তর দিলেন,”তাদের ভালোবাসা ব্রহ্মাণ্ডের শৃঙ্খলকে অতিক্রম করেছে।তাদের প্রেম এক অভি*শাপের মতো,যা বারবার ফিরে আসে,আবার আলোর মতো সবকিছুকে ছাপিয়ে যায়।কিন্তু মনে রেখো,তারা কেবল তখনই সত্যিকার অর্থে একত্রিত হবে,যখন

তারা নিজেদের সীমাবদ্ধতা এবং পূর্বের ভুলগুলিকে অতিক্রম করতে পারবে।”

ড্রাকোনিস বুঝতে পারলেন,জ্যাসপারের জন্য একটি বড় বিপদ অপেক্ষা করছে।তবে ফিওনাই যদি কায়রার পূর্ণজন্ম হয়,তবে তাদের মিলন কেবল তাদের ব্যক্তিগত বিষয় নয়,পুরো ভেনাসের ভবিষ্যতের উপর নির্ভর

করছে।তিনি দেবতার দিকে তাকিয়ে বললেন,”আমার ছেলেকে রক্ষা করার উপায় কী,দেবতা?আমি কি এই ইতিহাসকে আরেকবার র*ক্তাক্ত হতে দেবো?”দেবতা একটি দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন,”তাদের ভালোবাসাকে রক্ষা করতে চাইলে তোমাকে সতর্ক থাকতে হবে।তবে মনে রেখো,অতীতের ঘটনাগুলো কেবল সতর্কতার বার্তা।ভবিষ্যত

তাদের উপর নির্ভর করছে। ফিওনাকে চিনতে দাও তার প্রকৃত পরিচয়,এবং জ্যাসপারকে নিজের পথ খুঁজে পেতে সাহায্য করো।শুধু ভালোবাসা নয়,তাদের শত্রুদের চক্রান্তও তাদের থামাতে চাইবে।”

ড্রাকোনিস প্রতিজ্ঞা করলেন,তিনি তার ছেলেকে রক্ষা করবেন এবং এই অ*ভিশপ্ত ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি ঠেকাবেন। তবে তার মন একটাই

প্রশ্নে ভারাক্রান্ত রইল—কায়রা যদি সত্যিই ফিওনার রূপে ফিরে এসে থাকে,তবে কীভাবে তার জীবনের গল্প নতুন মোড় নেবে?ড্রাকোনিসের মনে গভীর উদ্বেগ আর দুশ্চিন্তা ঘনিয়ে আসলো।দেবতার কথাগুলো তার হৃদয় ভেঙে দিচ্ছিল,কিন্তু তিনি জানতেন,দেবতা আভ্রাহার ভবিষ্যদ্বাণী কখনো মিথ্যা হয় না। ড্রাকোনিস জিজ্ঞাসা করলেন,”তাহলে

আমাকে কী করতে হবে?আমার ছেলেকে কীভাবে এই অ*ভিশপ্ত ভালোবাসা থেকে দূরে রাখবো?”

দেবতা আভ্রাহা দৃঢ় কণ্ঠে বললেন,”তোমার ছেলেকে ফিওনার কাছ থেকে দূরে সরিয়ে দিতে হবে,তবে এমনভাবে যাতে সে নিজেই বুঝতে পারে যে এই সম্পর্ক তার জন্য ক্ষতিকর। সরাসরি হস্তক্ষেপ করলে সে তোমার শত্রু

হয়ে উঠতে পারে। তাই তোমাকে এমন পরিকল্পনা করতে হবে যা তাকে ফিওনাকে ছেড়ে দিতে বাধ্য করবে।”

ডেবতা ড্রাকোনিসকে একটি গোপন পরিকল্পনার কথা জানালেন,যা তাদের দুজনেরই হৃদয় বিদীর্ণ করেছিল।তিনি বললেন “জ্যাসপারকে পৃথিবীতে পাঠানো তোমার ভুল ছিল না,কিন্তু এখন তার

নিরাপত্তা ভেনাসের জন্য গুরুত্বপূর্ণ। মানবীর সাথে তার সম্পর্ক যদি আরও গভীর হয়,তাহলে তা শুধু ভেনাসের রাজ্য নয়,তার নিজের জীবনকেও ধ্বং*স করবে।মানব মেয়ে কখনো ড্রাগনের সন্তান ধারণ করতে পারবে না।এটা করলে শুধুই মৃ*ত্যু আসবে,তার জন্য এবং মানবীর জন্যও।এই ভবিষ্যৎ এড়ানোর একমাত্র উপায় হলো

তাদের আলাদা করা।”ড্রাকোনিসের কণ্ঠ কাঁপলো, “কিন্তু কায়রা যদি সত্যিই তার পূর্ণজন্মে ফিরে আসে এবং ফিওনার রূপে উপস্থিত হয়, তাহলে তাদের ভাগ্য কি আগে থেকেই নির্ধারিত নয়?দেবতা, আমাকে দয়া করে বলুন,আমি কীভাবে আমার ছেলের হৃদয়কে ভেঙে দিয়ে তাকে রক্ষা করবো?”

দেবতা আভ্রাহার শান্তভাবে বললেন, “তোমাকে এমন কিছু করতে হবে যাতে সে নিজেই ফিওনাকে ত্যাগ করতে বাধ্য হয়।তাকে এমন পরিস্থিতিতে ফেলে দাও,যেখানে সে বুঝবে এই সম্পর্ক শুধু তার নয়,তার প্রিয়জনদের জন্যও ধ্বং*সাত্মক। একবার সে নিজের ইচ্ছায় সম্পর্ক ভেঙে ফেললে,ভবিষ্যৎ আর অভি*শাপ এড়ানো সম্ভব হবে।”

ড্রাকোনিস ভারী হৃদয়ে দেবতার কথা মেনে নিলেন। তবে তিনি জানতেন এটি সহজ হবে না।তিনি নিজের ছেলেকে ভালোবাসেন,কিন্তু তিনি ভেনাসের রাজ্যের রক্ষকও। তিনি ধীরে ধীরে বললেন, “আমি দেবতার নির্দেশ পালন করবো, কিন্তু এর জন্য আমাকে যা করতে হবে, তা আমার আত্মাকে চিরকাল পোড়াবে।আমার ছেলের হৃদয় ভেঙে

দিতে হবে, আর আমাকে তার শ*ত্রুতে পরিণত হতে হবে।”দেবতা হেসে বললেন,”তোমাকে শ*ত্রু হতে হবে না।তোমাকে শুধু এমন একটি পথ তৈরি করতে হবে,যেখানে জ্যাসপার নিজের বুদ্ধিতে বুঝতে পারবে,তার জন্য সবচেয়ে ভালো সিদ্ধান্ত কী।তাকে ভেনাসে ফিরতে দাও আর আমাদের রাজ্যের ভবিষ্যৎ রক্ষা করো।”

ড্রাকোনিস স্থির মনোযোগ দিয়ে একটি সিদ্ধান্তে পৌঁছালেন। তিনি ফিওনার এবং জ্যাসপারের সম্পর্ককে এমন এক দ্বন্দ্বের দিকে ঠেলে দেবেন,যেখানে তারা নিজেরাই একে অপরকে ত্যাগ করতে বাধ্য হবে।তবে তার মন এই প্রশ্নে বিদ্ধ হতে লাগলো—”আমি কি এই ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি সত্যিই ঠেকাতে পারবো?নাকি আমার পুত্র

জ্যাসপার এবং তার ভালোবাসা ফিওনা,আগের জন্মের মতোই,অ*ভিশপ্ত পরিণতির দিকে এগিয়ে যাচ্ছে?”মাউন্টেন গ্লাস হাউজের স্বচ্ছ দেয়াল দিয়ে পাহাড়ের গা বেয়ে নামা ঝর্ণার স্নিগ্ধ শব্দ শোনা যাচ্ছিল।ফিওনা আর অ্যাকুয়ারা সোফায় বসে হাসি-ঠাট্টায় মগ্ন ছিল।ফিওনার চুলে আলতো করে ব্রাশ চালাচ্ছিল অ্যাকুয়ারা,আর

তাদের কথার মাঝেই উঠে আসছিল পৃথিবী আর ভেনাসের জীবনযাত্রার তুলনা।

“তুমি বলছিলে ভেনাসে এত উজ্জ্বল আলো থাকে যে রাতেও তারার আলো ম্লান মনে হয়?পৃথিবীতে কিন্তু রাতের আকাশ তারাময় হলে বেশ রোমাঞ্চকর লাগে,”ফিওনা বলল।

অ্যাকুয়ারা হেসে বলল,”তোমরা মানুষেরা কীভাবে এত সামান্য

বিষয়েও এত আনন্দ পেতে পারো,ফিওনা!তারারা তো শুধু আকাশের আলো,আর কিছুই না।”

ফিওনা ঠোঁট বেঁকিয়ে বলল,”এই জন্যই আমরা মানুষ আর তোমরা ড্রাগন।আমাদের অনুভূতিগুলো একটু বেশি সূক্ষ্ম।”তাদের হাসি-আড্ডার মাঝেই দরজার বাইরে থেকে একটি গম্ভীর কণ্ঠ শোনা গেল।”আড্ডা জমে

গেছে,মনে হচ্ছে। আমার জন্য কোনো জায়গা আছে?”

ফিওনা আর অ্যাকুয়ারা ঘুরে তাকিয়ে দেখে,এথিরিয়ন দরজায় হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে।তার লম্বা,মজবুত গড়ন আর চওড়া হাসি তার ব্যক্তিত্বে এক অদ্ভুত দৃঢ়তা যোগ করেছিল।

“রিয়ন!” ফিওনা উচ্ছ্বসিত স্বরে বলল।”তুমি তো মনে হচ্ছিল ভেনাসে আছ।এখানে কীভাবে?”

এথিরিয়ন ভেতরে ঢুকে বলল, “আমি জ্যাসু ভাইয়ের নির্দেশে এসেছি।তোমাদের দেখে মনে হচ্ছে,তাকে মিস করছ না একটুও।”অ্যাকুয়ারা কপট অভিমানী ভঙ্গিতে বলল,”তুমি তো সবসময় এমন,এথিরিয়ন।মজা নষ্ট করার জন্য হাজির হও।”

এথিরিয়ন হাসল।তার আকাশী রঙের চোখজোড়া আর শারীরিক

গঠনের মধ্যে ছিল এক ধরনের অভিজাত্য,যা তাকে অন্য ড্রাগনদের থেকে আলাদা করত।

“তোমরা যা-ই বলো,আমি এখানে মজা করার জন্যই এসেছি। ওনা,পৃথিবীর খাবারের স্বাদ নিয়ে বলছিলে,তাই না? আমি ভেনাসের খাবারের চেয়ে ভালো কিছু আশা করিনি।”

ফিওনা হেসে বলল, “পৃথিবীর খাবার বেস্ট।কিন্তু একটা ব্যাপারে একমত হতে হবে—তুমি আর তোমার জ্যাসু ভাইয়া অনেক বেশি আদেশ দেওয়ার অভ্যাস করো।”

“জ্যাসু ভাইয়া কি এখানে নেই?” এথিরিয়ন জিজ্ঞাসা করল।

“না,” অ্যাকুয়ারা উত্তর দিল। “ওনারা তো আজ মিশনে গেছে।”

এথিরিয়ন বসে পড়ল এবং স্বভাবসিদ্ধ ভঙ্গিতে বলল, “তাহলে চল,আমরা আড্ডা দিই।গল্প করি, হাসি,আর একটু সময় কাটাই।”

মাউন্টেন গ্লাস হাউজের পরিবেশ আরো প্রাণবন্ত হয়ে উঠল। ঝর্ণার শব্দ,পাহাড়ি বাতাস,আর তাদের কথার মিলনে মুহূর্তগুলো যেন সোনালী হয়ে উঠল।

কিছুক্ষণ বাদে অ্যাকুয়ারা উঠে চলে যায়।মাউন্টেন গ্লাস হাউজের ভেতরে ফিওনা আর এথিরিয়নের হাসির শব্দ বাতাসে ভেসে আসছিল।তাদের আড্ডার বিষয়গুলো ছিল হালকা-ফুলকা,আর মাঝে মাঝেই ফিওনার মুখে হাসির ঢেউ বয়ে যাচ্ছিল।“তোমরা পৃথিবীর মানুষরা কীভাবে এত হাসিখুশি থাকতে পারো?”এথিরিয়ন মৃদু হেসে

বলল।”তোমাদের জীবনটা আমার কাছে বেশ সহজ আর মজার মনে হয়।”

ফিওনা হেসে উত্তর দিল,”আসলে আমরা ছোট ছোট মুহূর্তগুলো উপভোগ করতে জানি।হয়তো সেই কারণেই আমাদের জীবন এত আনন্দময় মনে হয়।”

এথিরিয়ন তার কথায় সায় দিল। তারা দুজনে গল্প করতে করতে সময়ের খেয়াল হারিয়ে ফেলেছিল। হঠাৎ,এথিরিয়নের হাসি একটু গভীর হলো।সে একটু সামনে ঝুঁকে এসে বলল,”তুমি সত্যিই খুব সুন্দর আর ভিন্ন ধরনের মানুষ,ফিওনা।তোমার উপস্থিতি আর হাসির ধ্বনি আমার বুকের নিঃসঙ্গ পাহাড়ে এক ধরনের উজ্জ্বলতা নিয়ে আসে।”ফিওনা তার

দিকে তাকিয়ে হেসে বলল,”তুমি বেশ ভালো কথা বলতে পারো রিয়ন।”

ঠিক তখনই,এথিরিয়ন হঠাৎ ঠাস করে ফিওনার গালে চুমু দিয়ে বসে। ফিওনা সম্পূর্ণ স্তব্ধ হয়ে গেল।তার চোখ বিস্ময়ে বড় হয়ে গেল,আর সে ধীরে ধীরে গালে হাত রাখল।

“তুমি...তুমি এটা কী করলে?” ফিওনা ধরা গলায় বলল।

এথিরিয়ন হেসে বলল,”এমনি ভালো লাগলো তাই দিলাম!মানুষরা কি এটা নিয়ে এমন বড় ইস্যু করে?”

ঠিক তখনই,মাউন্টেন গ্লাস হাউজের দরজার কাছে ভারী পায়ের শব্দ শোনা গেল।ফিওনা আর এথিরিয়নের দিকে তাকিয়ে দাঁড়িয়ে ছিল জ্যাসপার।তার মুখ লাল হয়ে গিয়েছিল রাগে,আর তার চোখ যেন

জ্বলন্ত অগ্নিশিখার মতো হয়ে উঠেছিল।

গ্লাস হাউজের প্রান্তে দাঁড়িয়ে জ্যাসপার তার হাত মুষ্টিবদ্ধ করল। তার গভীর,গম্ভীর গলায় কথা ভেসে এলো“এথিরিয়ন”.....

এথিরিয়ন মুহূর্তের জন্য চুপ হয়ে গেল,তারপর স্বাভাবিক থাকার চেষ্টা করে বলল,”কি হয়েছে জ্যাসু ভাইয়া?”

জ্যাসপার কয়েক পা সামনে এগিয়ে এলো।তার প্রতিটি পা ফ্লোরে ভারী শব্দ তুলছিল,যেন তার রাগের ওজন বহন করছে।

“তোর এই মজার ধরণ আমার একটুও পছন্দ নয়, এথিরিয়ন” জ্যাসপার ঠাণ্ডা গলায় বলল।তার চোখ ফিওনার গালে আটকে ছিল,যেখানে এথিরিয়নের চুমুর চিহ্ন যেন জ্বলজ্বল করছিল।

ফিওনা বিব্রত হয়ে দ্রুত গাল থেকে হাত সরিয়ে নিল। কিন্তু জ্যাসপার তখনও এথিরিয়নের দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে ছিল।

“গ্লাস হাউজের বাইরে পাহাড়ের দিকে যা আমি আসছি তোর সাথে কথা আছে আমার,” জ্যাসপার চাপা গলায় বলল। “রাইট নাও,,,,এথিরিয়ন।”

এথিরিয়ন বুঝতে পারল যে পরিস্থিতি আরও উত্তপ্ত হতে যাচ্ছে। সে হাত উঁচিয়ে বলল,”ঠিক আছে,ঠিক আছে।আমি চললাম।এত রাগ করছো কেনো ব্রো।”এথিরিয়ন বেরিয়ে যেতেই জ্যাসপার ফিওনার দিকে ঘুরে দাঁড়াল।তার চোখে এখনো রাগের শিখা জ্বলছিল।

“তুমি কীভাবে ওকে এতটা কাছাকাছি আসতে দিলে?” জ্যাসপার চাপা স্বরে বলল।

ফিওনা চুপচাপ দাঁড়িয়ে ছিল,কিন্তু তার মুখে মৃদু একধরনের অপরাধবোধ দেখা যাচ্ছিল।

“আমি বুঝতে পারনি ও এমনটা করবে ,” ফিওনা ধীরে ধীরে বলল।”ও তো শুধু মজা করছিল...।

ফিওনা জিনিসটা স্বাভাবিক রাখতে চাইলো কারন জ্যাসপারের রাগ সম্পর্কে ওর ধারনা আছে।

“এটা শুধু মজা তাইনা?তাহলে আমি ওকে মজা কীভাবে নষ্ট করতে হয় সেটা শিখিয়ে দেব,” জ্যাসপার রাগী গলায় বলল।

ফিওনা জ্যাসপারের মুখের দিকে তাকাল।তার চোখে এক অদ্ভুত অনুভূতি ছিল,যা সে বুঝতে পারল না

—রাগ, হতাশা,আর যেন একধরনের পীড়া।“তুমি কি এথিরিয়নকে শা*স্তি দিবে?” ফিওনা জিজ্ঞাসা করল।তার কণ্ঠে বিস্ময় আর কিছুটা অপরাধবোধ মেশানো ছিল।

জ্যাসপার ধীর পায়ে তার দিকে এগিয়ে এলো।তার পায়ের ভারী শব্দ গ্লাস ফ্লোরে প্রতিধ্বনিত হচ্ছিল।

“তুমি কি বুঝতে পারছ,ফিওনা?” তার কণ্ঠ ছিল গভীর, যেন কোনো অগ্ন্যুৎপাতের আগের মুহূর্ত।

“কি বুঝবো?”ফিওনা ভ্রু কুঁচকে বলল।”ও তো শুধু ফান করছিল।”

“আবার ও একই কথা?”জ্যাসপার হঠাৎ ফুসে উঠল।তার চোখ তীক্ষ্ণ হয়ে উঠল।”তুমি কি জানো,তার এই ‘মজা’কাকে আঘাত করেছে?আমার ধৈর্যের পরীক্ষা নিতে চাইছ?”

ফিওনা চুপ করে গেল।তার গলা শুকিয়ে গিয়েছিল।

“এথিরিয়ন জানেনা যে তুমি আমার...তুমি তো জানো? —”জ্যাসপারের কণ্ঠ থেমে গেল।সে তার মুষ্টি খুলল,যেন নিজেকে শান্ত করার চেষ্টা করছে।

“তুমি কী করতে চাও প্রিন্স ?” ফিওনা ভয়ের মিশ্রিত কণ্ঠে বলল।

জ্যাসপার ধীরে ধীরে তার দিকে এগিয়ে এল।তার চোখ ফিওনার চোখে আটকে ছিল,আর সেই দৃষ্টিতে এমন কিছু ছিল যা ফিওনার হৃদস্পন্দন বাড়িয়ে দিল।“তুমি আমার,হামিংবার্ড,”জ্যাসপার ফিসফিস করে বলল। “তুমি কি সেটা ভুলে গেছ?”

ফিওনা পেছনে সরে যেতে চাইল,কিন্তু জ্যাসপারের তীক্ষ্ণ দৃষ্টি

আর তার অদ্ভুত উপস্থিতি তাকে আটকে রাখল।

“তুমি এথিরিয়নের জন্য চিন্তা করছ? নাকি নিজের জন্য?”জ্যাসপার তার হাত বাড়িয়ে ফিওনার গালে স্পর্শ করল।তার স্পর্শে যেন আগুনের তাপ ছিল।

“তুমি কি আমাকে বিশ্বাস করো না ?”জ্যাসপার ধীরে ধীরে বলল।তার কণ্ঠে গভীরতা ছিল,যা ফিওনার

মনকে এলোমেলো করে দিল। ফিওনা জানে জ্যাসপারকে বিশ্বাস করা গেলেও ওর রাগকে বিশ্বাস করা যায়না।

“বিশ্বাস করি তো,”ফিওনা ফিসফিস করে বলল।জ্যাসপার তার কাছ থেকে চোখ সরাল না।

“তাহলে শেষবারের মতো জেনে নাও।এই মহাবিশ্বে,এই পৃথিবীতে,এই মাউন্টেন গ্লাস

হাউজে,তুমি শুধু আমার আর তোমাকে ছোঁয়ার অনুমতি আর কারো নেই আমি ছাড়া।”পাহাড়ের চূড়ায় বাতাসের প্রবল শো শো শব্দের মাঝে দাঁড়িয়ে আছে জ্যাসপার আর এথিরিয়ন।জ্যাসপারের চোখ রাগে জ্বলজ্বল করছে,আর এথিরিয়নের মুখে এক অদ্ভুত মিশ্র অভিব্যক্তি—অপরাধবোধ আর অস্বাভাবিক সাহস।

জ্যাসপার ধমক দিয়ে বলল,
“তুই ফিওনাকে চুমু দিলি কোন সাহসে?”
এথিরিয়ন খানিকটা বিব্রত হলেও মুখের হাসি চাপা দিল না। মৃদু স্বরে বলল,”কারণ আমি ওকে পছন্দ করি,ভাইয়া। হয়তো প্রেমে পড়েছি। ফিওনা অদ্ভুত কিউট মেয়ে।”জ্যাসপার মুহূর্তেই সামনে এগিয়ে এথিরিয়নের কলার চেপে

ধরল।তার হাতের শক্তি এতো প্রবল ছিল যে,এথিরিয়নের মুখের হাসি মুহূর্তেই মিলিয়ে গেল।”তুই পছন্দ করিস?তুই কি জানিস,ফিওনা তোকে পছন্দ করে কি না?তুই প্রশ্ন করেছিস, নাকি নিজের ইচ্ছেতে তার অনুমতি ছাড়াই চুমু দিয়েছিস?”

এথিরিয়ন গম্ভীর হয়ে গেল। সে ধীরে ধীরে বলল,

“দেখো,জ্যাসু ভাইয়া।আমি ওকে পছন্দ করি।ওকে প্রপোজ করার আগে একটা চুমু দিয়েছি,যাতে ও আমার অনুভূতি বুঝতে পারে।কিন্তু তুমি এসে সবকিছুতেই জল ঢেলে দিলে!”

জ্যাসপার হঠাৎ গগন কাঁপিয়ে চিৎকার করে উঠল।

“ফিওনা আমার!শুধু আমার!ও আমাকে ভালোবাসে,আর আমি

ওকে।ওকে স্পর্শ করার সাহস আর কখনো দেখাস না!”এথিরিয়নের চোখে বিস্ময়ের ছাপ পড়ল।তার মাথায় যেন বজ্রপাত হলো।সে ফিসফিস করে বলল,”তুমি... তুমি কি বলছ,জ্যাসু ভাইয়া?তুমি ওকে ভালোবাসো?এটা কীভাবে সম্ভব? তোমার তো লাভ ফাংশনাল ডিলিট করা হয়েছে!”

জ্যাসপার এবার শান্ত স্বরে বলল, কিন্তু তার কণ্ঠে রাগ স্পষ্ট।

“সেটা এখন এক্টিভ হয়ে গেছে,আর তার কারনটাই ফিওনা,ওর কারনেই আমি ভালোবাসার এতো সুন্দর স্বাদ পেয়েছি।আমি ওকে ভালোবাসি।এটা কোনো প্রোগ্রামিং নয়, এথিরিয়ন। এটা আমার অস্তিত্ব।ফিওনা আমার প্রাণের অংশ।”এথিরিয়ন এবার পুরোপুরি চুপ হয়ে গেল।তার মাথায়

যেন ঝড় বয়ে যাচ্ছে।এটাই তো অসম্ভব ছিল।একজন ড্রাগন, যার মধ্যে প্রেমের ফাংশন সরিয়ে ফেলা হয়েছে,কীভাবে এক মানবীর প্রেমে পড়তে পারে?

জ্যাসপারের হাত দুটো নিজের কলারের কাছ থেকে সড়াতে সড়াতে এথিরিয়ন দৃঢ় কণ্ঠে বলল,"জ্যাসু ভাইয়া,তুমি শুধু আমার ভাই না,তুমি পুরো ভেনাসের প্রিন্স।তোমার প্রতিটা

পদক্ষেপ আমাদের রাজ্যের জন্য একটা উদাহরণ।কিন্তু এই ভালোবাসা... এটা আমাদের রাজ্যের জন্য অভি*শাপ।আমি ফিওনাকে ভালোবাসি,এটা আমার ব্যক্তিগত ব্যাপার।কিন্তু তুমি প্রিন্স হয়ে এই পথ বেছে নিতে পারো না। প্লিজ,ভাইয়া, এই পথ থেকে সরে যাও।”

জ্যাসপারের রাগ যেন দপদপ করে জ্বলতে লাগল।তার চোখ ধ্বংসের ইঙ্গিত দিচ্ছিল।এক মুহূর্তে সে তার নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে এথিরিয়নের দিকে সজোরে ঘু*ষি চালিয়ে দিল। এথিরিয়ন ছিটকে পড়ে গেল পাহাড়ের পাথুরে মাটিতে,বেশ কিছুটা দূরে।এথিরিয়ন নিজেকে সামলাতে না সামলাতেই তার চোখ বিস্ফারিত হয়ে গেল।জ্যাসপার তার

ড্রাগন রূপ ধারণ করেছে।বিশাল ডানাগুলো বাতাসে ছড়িয়ে পড়েছে, তার সবুজ আঁশগুলো চাঁদের আলোয় ঝলমল করছে,আর চোখগুলো আগুনের মতো জ্বলছে।

এথিরিয়ন শুয়ে শুয়ে ফিসফিস করে বলল,

“এই জ্যাসু ভাইয়া...এই তুমি?তুমি আমাকে বাঁচানোর জন্য একসময় নিজের প্রাণ সংশয়ে পড়েছিলে,আজ

সেই তুমিই আমাকে আঘাত করলে? তাও কার জন্য?একটা মানবী মেয়ের জন্য?”

জ্যাসপারের ড্রাগন রূপে কণ্ঠ ছিল গম্ভীর আর গর্জনের মতো।”ফিওনা আমার।শুধু আমার।তুই তাকে ভালোবাসতে পারিস না,তাকে স্পর্শও করতে পারিস না।এটাই আমার কথা।”এথিরিয়ন এবার ধীরে ধীরে উঠার চেষ্টা করলো,মুখে

হতাশার ছাপ।”তুমি কি জানো,ভাইয়া,তুমি আসলে কী বলছ? তুমি কি জানো,তোমার এই ভালোবাসা আমাদের প্রাচীন রীতি, আমাদের অস্তিত্বের জন্য কী বিপদ বয়ে আনতে পারে?তুমি এক মানবীর জন্য আমাদের রাজ্যের ভবিষ্যৎকে আ*গুনে ফেলে দিচ্ছ। তুমি...তুমি এটা করতে পারো না।”

জ্যাসপার হেসে উঠল, কিন্তু সেই হাসিতে যেন ছিল উপহাস আর যন্ত্রণা।”তুই ভালো করেই জানিস,এথিরিয়ন।আমি কী পারি আর কী পারি না,সেটার সীমা কোনো রাজ্য নির্ধারণ করে না। ফিওনা আমার,আর ওকে রক্ষা করতে আমি পুরো ভেনাসের বিরুদ্ধে দাঁড়াতে পারি। তুই যদি এই পথে

আসিস, তবে তুই শুধু আমার ভাই না,আমার শত্রুও হবি।”

এথিরিয়নের মুখে হতাশা আর অবিশ্বাস।সে পিছু হটতে হটতে বলল,”তাহলে হয়তো তোমার জন্য প্রার্থনা করা উচিত, ভাইয়া।কারণ যে পথ তুমি বেছে নিয়েছ,সেই পথ তোমাকে ধ্বং*সের দিকে নিয়ে যাবে আর আমি এটা হতে দেবো না, আমি বাবাকে জানাবো

সবটা।”জ্যাসপার কোনো কথা বলল না।তার ড্রাগন রূপ আকাশে ঝাঁপিয়ে পড়ল,পাহাড়ের চারপাশের বাতাস হঠাৎ করেই ভারী হয়ে উঠল। এথিরিয়ন পাথরের উপর ভর দিয়ে উঠার চেষ্টায় রইল,তার মনে একটাই প্রশ্ন—এই মুহূর্তে সে কাকে দেখছে?

হঠাৎ জ্যাসপার তার ড্রাগন রূপে বিশালাকার পা উঁচু করে দাঁড়িয়ে,

এথিরিয়নকে পি*ষে ফেলার জন্য প্রস্তুত।তার চোখে আগুনের মত রাগ আর বিদ্বেষ,তার এই মুহূর্তে মনে হচ্ছিলো তার সামনে তার ভাই না,এ যেনো তার কোনো জন্ম জন্মান্তের চিরশত্রু,রাখে এই মুহূর্তে শেষ করে দিতে হবে তানাহলে তার জীবনে সবচেয়ে বড় ক্ষতি হয়ে যাবে।”

এথিরিয়ন স্থির হয়ে পড়ে ছিল,ব্যথায় কাতর।সে জানত, এখন তার

ভাইয়ের রাগের সামনে তার কিছুই করার নেই। জ্যাসপার যখন তার পা নিচে নামাতে যাচ্ছিল,ঠিক তখনই হাওয়ার মতো দ্রুত গতিতে ফিওনা সেখানে উপস্থিত হলো।ফিওনা নিজের চোখকে বিশ্বাস করতে পারছিল না।তার সামনে জ্যাসপার,যে তাকে সবসময় রক্ষা করেছে,এখন তারই ভাইকে শেষ করে দিতে চাইছে।ভয় আর দুঃখ

মিশ্রিত কণ্ঠে ফিওনা চিৎকার করে উঠল,”প্রিন্স! থামো!তুমি এটা করতে পারো না!”

ফিওনা দৌড়ে এথিরিয়নের সামনে চলে গেল,তাকে আড়াল করে দাঁড়াল।তার হাত দুটো প্রসারিত,যেন তার শরীর দিয়ে এথিরিয়নকে রক্ষা করতে চায়।জ্যাসপারের আগুনে চোখ ফিওনার দিকে ঘুরল।তার রাগের স্রোত এক মুহূর্তে থেমে

গেল।সে দেখল,ফিওনা তার সামনে দাঁড়িয়ে,দৃঢ় ও ভীত একসঙ্গে।এই দৃশ্য যেন তাকে তার নিজের রাগের জগৎ থেকে টেনে বের করে আনল। তার বিশাল ড্রাগন পা হাওয়ায় স্থির হয়ে রইল।কয়েক মুহূর্তের জন্য পাহাড়ে এক নিঃস্তব্ধতা নেমে এলো। তারপর জ্যাসপার ধীরে ধীরে ড্রাগন রূপ থেকে সরে এসে তার মানব রূপ ধারণ করল।তার সবুজ

আঁশগুলো মিলিয়ে গেল,ডানা গুটিয়ে শরীর আবার মানুষের রূপে ফিরে এলো।

জ্যাসপারের মুখে এখনও ক্রোধের ছাপ ছিল,কিন্তু তার কণ্ঠ শান্ত হয়ে এলো।"ফিওনা,তুমি কি জানো,তুমি কী করছো? তুমি ওর পাশে দাঁড়িয়ে আমাকে বাধা দিচ্ছ?"

ফিওনার চোখে জল। তার কণ্ঠে হতাশা আর ব্যথা স্পষ্ট।

“প্রিন্স,তুমি যে কারণে এথিরিয়নকে আঘাত করতে যাচ্ছ, সেটা কীভাবে ন্যায়সঙ্গত হতে পারে?তুমি জানো না,তুমি কী করছিলে এটা তুমি নও,প্রিন্স। তুমি নিজের মধ্যে নেই।” জ্যাসপার কণ্ঠ নিচু করল,কিন্তু তার ভিতরে এখনও দ্বন্দ্ব চলছিল।”তুমি জানো না, ফিওনা,ও কী কী বলেছে এই মুহূর্তে।ও তোমার কাছাকাছি আসার সাহস দেখিয়েছে।তুমি শুধু

আমার।আর কেউ তোমার দিকে তাকানোরও অধিকার রাখে না।”ফিওনা মাথা ঝাঁকিয়ে বলল,”তুমি বুঝতে পারছো না,প্রিন্স ও তোমার আপন ভাই,তুমি সামান্য আমাকে স্পর্শ করার জন্য ওকে মেরে ফেলতে পারোনা, আর যেখানে আমিও তোমাকে ভালোবাসি সেখানে তোমার এতো ভয় পাওয়া উচিত না

প্রিন্স আমাকে নিয়ে,আমার ও তো স্বাধীনতা দরকার।”

এই কথাগুলো যেন জ্যাসপারের রাগের ঢেউকে ভেঙে ফেলল।সে হতভম্ব হয়ে ফিওনার দিকে তাকিয়ে রইল,তার মুখে একটা গভীর বেদনার ছাপ ফুটে উঠল।

জ্যাসপার ফিওনার কথা শুনে নিরব হয়ে গেল।তার ভেতরের রাগ ধীরে ধীরে ক্ষীণ হতে লাগল।ফিওনা যে

এত দৃঢ়ভাবে তার সামনে দাঁড়িয়ে তার ভাইকে রক্ষা করছে,তা তার হৃদয়ে একটা অদ্ভুত যন্ত্রণা জাগিয়ে তুলল।

কয়েক মুহূর্ত নীরব থাকার পর,জ্যাসপার ধীরে ধীরে বলল,“তুমি জানো না,হামিংবার্ড এই পৃথিবীতে আমার একমাত্র দুর্বলতা তুমি।আমি তোমাকে হারানোর ভয় পাই।কেউ যদি তোমার কাছে আসার চেষ্টা

করে,সেটা আমি সহ্য করতে পারি না।”

ফিওনার চোখে জল ঝরছিল,কিন্তু তার কণ্ঠ ছিল স্থির।

“প্রিন্স,ভালোবাসা মানে শুধু নিজের অনুভূতির কথা ভাবা নয়।এটা মানে অন্যের স্বাধীনতাকেও সম্মান করা। তুমি যদি সত্যিই আমাকে ভালোবাসো,তাহলে আমাকে বাঁচানোর জন্য এভাবে নিজের

কাছের মানুষদের আঘাত করবে না। এথিরিয়ন তোমার ভাই।”

জ্যাসপার এক পা পেছনে সরল। তার মুষ্টি শক্ত ছিল,কিন্তু তার চোখে কষ্ট ফুটে উঠল।সে এথিরিয়নের দিকে তাকিয়ে বলল,”আমি ওকে ছেড়ে দিলাম,কিন্তু শুধু তোমার জন্য, হামিংবার্ড।”

এথিরিয়ন ধীরে ধীরে উঠে দাঁড়াল। সে জ্যাসপারের চোখে তাকিয়ে

একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল,”ভাইয়া,আমি যা করেছি,সেটা হয়তো ভুল ছিল।কিন্তু আমি তোমার মতো এমন কিছু করতাম না যাতে আমাদের সম্পর্ক ধ্বংস হয়ে যায়।”জ্যাসপার কোনও উত্তর দিল না।সে শুধু ফিওনার দিকে শেষবারের মতো তাকিয়ে নিজের গলা পরিষ্কার করল এবং শান্ত কণ্ঠে বলল,”আমি তোমাকে সময়

দিলাম,হামিংবার্ড। কিন্তু মনে রেখো,কেউ যদি আমার এবং তোমার মাঝখানে আসার চেষ্টা করে,আমি তখন এইভাবে নিজেকে আটকাতে পারব না।”

এই কথা বলেই জ্যাসপার পেছন ফিরে চলে গেল,তার চেহারায় এখনও একটা অদ্ভুত গম্ভীরতা। ফিওনা তার চলে যাওয়া দেখল,আর তার হৃদয় আরও ভারী হয়ে উঠল।

সে জানত, এই সম্পর্ক আরও গভীর সংকটে জড়িয়ে যাচ্ছে।এথিরিয়ন ধীরে ধীরে উঠে দাঁড়াল,গায়ের ধুলো ঝেড়ে ফেলল।তার চোখে একটা দ্বিধা আর হতাশা।পাহাড় থেকে হিমেল বাতাস বইছিল,কিন্তু তার ভেতর যেন আগুনের ঝড় বয়ে যাচ্ছিল।

ফিওনার চলে যাওয়া আর জ্যাসপারের আচরণ নিয়ে ভাবতে

ভাবতে সে নিজের মনে বলতে শুরু করল,”জ্যাসু ভাইয়া কি সত্যিই পাগল হয়ে গেছে?এতটা রাগ, এতটা পাগলামি... এটা কি শুধু ভালোবাসার জন্য?ফিওনার জন্য নিজের ভাইকে শেষ করে দেওয়ার কথা ভাবলো! এভাবে কি কেউ ভালোবাসে?”

সে এক পা সামনে এগিয়ে গেল,তারপর থেমে গেল।তার মন যেন দ্বিধার জালে জড়িয়ে

গেছে।”আমি এখন কী করবো? ভাইয়ার প্রতি রাগ করবো,নাকি তার ভালোবাসাকে মেনে নেবো?কিন্তু এই ভালোবাসা তো সবার জন্য বিপদ। ফিওনাকে কেন্দ্র করে ওর এই অন্ধ আবেগ ভেনাসের শান্তি নষ্ট করবে। পুরো রাজ্য ধ্বংস হয়ে যেতে পারে ওর এই পাগলামির জন্য।”এথিরিয়নের চোখে তীব্র যন্ত্রণার ছাপ ফুটে উঠল।

“কিন্তু এটা তো সেই ভাই,যে আমার জন্য নিজের জীবন বাজি রেখেছিল। যার কারণে আমি আজ এখানে দাঁড়িয়ে আছি।এই অবস্থায় কি আমি তার পাশে দাঁড়াবো,নাকি তার ভুলের বিরুদ্ধে যাবো?আমি কি ফিওনার সঙ্গে তারএই সম্পর্ক মেনে নেবো? নাকি তাকে থামানোর চেষ্টা করবো?”

তার মুখে একটা কঠিন অভিব্যক্তি ফুটে উঠল।সে আকাশের দিকে তাকিয়ে মনে মনে প্রতিজ্ঞা করল,”জ্যাসু ভাইয়া, আমি তোমার ভালোবাসাকে সম্মান করি।কিন্তু যদি এই ভালোবাসা আমাদের রাজ্যের জন্য বিপদ হয়,তাহলে আমি বাধ্য হবো তোমাকে থামানোর।ভাইয়ের পাশে দাঁড়ানো আর সত্যের পথে থাকা—এই দুইয়ের মধ্যে যে যুদ্ধ

আমার সামনে আসছে, আমি সেটার জন্য প্রস্তুত হবো।”

এথিরিয়ন ধীরে ধীরে পাহাড় থেকে নেমে আসতে শুরু করল। তার মুখে ছিল দ্বন্দ্বের ছাপ,কিন্তু হৃদয়ে একটা কঠিন সিদ্ধান্ত নেওয়ার প্রস্তুতি।”ভাইয়া,যদি তুমি নিজের ভালোবাসায় অন্ধ হয়ে যাও,তাহলে আমাকে হয়তো তোমার বিরোধী হতে হবে। কিন্তু আমি তোমাকে

কখনো একা ছেড়ে দেবো না, সবসময় তোমার পাশেই থাকবো।”জ্যাসপার তার কক্ষে বিছানায় বসে ছিল,চোখ দুটি স্বচ্ছ কাঁচের দেয়ালের বাইরে স্থির। পাহাড়ের অন্ধকার মেঘাচ্ছন্ন আকাশে বিদ্যুতের ঝলকানি তাকে আরও অস্থির করে তুলছিল মনে মনে বারবার নিজেকে বলছিল,এতোটা রাগ করা উচিত হয়নি।এথিরিয়ন

তার আপন ভাই।যে ভাইয়ের জন্য নিজের জীবনকে বাজি রেখেছিল,তাকে এত নিষ্ঠুরভাবে আঘাত করার কোনো অধিকার তার ছিল না।তবুও,একটি গোপন উপলব্ধি তার অন্তরে চাপা রাগের মতো দাউ দাউ করে জ্বলছিল। এথিরিয়ন ফিওনার কাছে যেতে সাহস পেয়েছিল,আর এই সাহসই তাকে শা*স্তি পেতে বাধ্য করেছিল।

জ্যাসপারের কাছে ক্ষমা চাওয়া ছিল দুর্বলতার সমতুল্য,আর সে কখনোই নিজেকে দুর্বল কখনোই দেখাবেনা। তবে তার মনে এ কথাও গভীরভাবে দাগ কাটছিল যে,এথিরিয়ন এখন নিশ্চয়ই বুঝতে পেরেছে—ফিওনার কাছে যাওয়া কেবল তার নিজের জন্যে মহাবিপদ।

নিজের রাগ আর অনুশোচনার মধ্যেই সে ভাবছিল,”আমি যা

করেছি,তা সঠিক ছিল।এথিরিয়ন যদি ফিওনার কাছ থেকে দূরে না থাকে,তাহলে তার পরিণতি আরও ভ*য়ঙ্কর হতে পারে।”তবুও মন যেন শান্ত হচ্ছিল না।তার অস্থিরতায় ছায়া আরও গাঢ় হলো।যেন কোনো অজানা ঝড় তার ভালোবাসা,তার দায়িত্ব,আর তার রাজ্যের মধ্যে একটা ভয়ানক দ্বন্দ্ব সৃষ্টি করে চলেছে।**রাতের নীরবতা ভেঙে

ঘরের দরজা স্লাইডিং করে খুলে গেল। কক্ষের ভেতরে বসে থাকা জ্যাসপার জানতো কে আসতে পারে,তবুও কোনো প্রতিক্রিয়া দেখালো না।তার চোখ দুটি কাঁচের দেয়ালের বাইরে ঘন অন্ধকারে স্থির ছিল।তবে তার মুখের অভিব্যক্তিতে স্পষ্ট ছিল যে,নিজের আচরণের জন্য তার মনে সামান্য অনুশোচনা কাজ করছে।এথিরিয়নের প্রতি এতটা

কঠোর হওয়া উচিত হয়নি,কিন্তু ক্ষমা চাওয়া জ্যাসপারের চরিত্রের অংশ নয়।

ফিওনা ধীরে ধীরে কক্ষে ঢুকে এল। তার চেহারায় ছিলো দৃঢ়তা,কিন্তু তার চোখে লুকিয়ে থাকা কষ্ট আর হতাশা লুকাতে পারছিল না।জ্যাসপার ঘাড় ঘুরিয়েও তাকাল না।সে নিজের অস্থিরতাকে চেপে রাখার চেষ্টা করছিল।

“আজকে যা করলে সেটা বাড়াবাড়ি হয়ে গেল না?”ফিওনার কণ্ঠে অভিযোগ ঝরে পড়ল।”এথিরিয়ন তোমার আপন ভাই। তুমি নিজেই তো একসময় তাকে বাঁচাতে নিজের জীবন বিপন্ন করেছিলে।আজ তাকে আঘাত করার আগে কি একবারও ভাবলে না?”জ্যাসপার ধীরে ধীরে উঠে দাঁড়াল।তার দীর্ঘ ছায়া ঘরের মেঝেতে পড়ে আরও গভীর

লাগছিল।ফিওনার সামনে এসে দাঁড়িয়ে সে ঠান্ডা কণ্ঠে বলল,”তুমি এখনো কিছুই বুঝতে পারো না,ফিওনা।”তার চোখে গভীরতা বাড়তে থাকলো।

“তোমার আর আমার ভালোবাসা ভেনাস কখনোই মেনে নেবে না। পুরো ভেনাস আর পুরো রাজ্য তোমার শত্রু হয়ে যাবে।তারা তোমাকে শেষ করে দিতে

চাইবে,আর সেটা করতে আমার পরিবারও পিছপা হবে না।”

ফিওনা চুপ করে তার কথা শুনছিল। জ্যাসপারের বলা প্রতিটি শব্দ যেন তার হৃদয়ে গভীরভাবে আঘাত করছিল।তবুও সে সাহস হারালো না।এক ধাপ এগিয়ে এসে দৃঢ়তার সঙ্গে বলল,

“তুমি থাকতে আমার কেউ স্পর্শ করতেও পারবে না,আমি জানি।

কারণ তুমি শুধু ভেনাসের প্রিন্স নও,তুমি আমার রক্ষক।”জ্যাসপারের চোখে ক্ষণিকের জন্য দ্বিধা ফুটে উঠলো। তারপর সে আবার কঠিন মুখে বলল,”আমার স্বভাব ক্ষমা চাওয়া বা ক্ষমা করা কোনোটাই নেই।তুমি এথিরিয়নকে এতটা সাহস দিয়েছো যে সে আজ তোমাকে চুমু দেওয়ার দুঃসাহস দেখিয়েছে।”

ফিওনার ভেতরে যেন রাগ আর কষ্ট একসঙ্গে জেগে উঠলো।

“তাহলে তুমি কি মনে করো,এটা আমার দোষ?আমি কি তাকে বলেছিলাম এটা করতে?”

জ্যাসপার তার দিকে এক পা এগিয়ে এল। তার গভীর গলায় উত্তর দিল,”তুমি জানো না,ফিওনা। তোমার সান্নিধ্য শুধু আমার জন্যে তাই কাউকে নিজের কাছে আসাতে

দেয়ার দুঃসাহস করোনা। এথিরিয়নকে দূরে থাকতে দাও।”

ফিওনা দৃঢ় কণ্ঠে বলল,”ঠিক আছে কিন্তু এবার তো রাগটা একটু কমাও।”

জ্যাসপার এবার এক মুহূর্তের জন্য চুপ থাকলো।তার চোখে একটি অদ্ভুত ঝলক ফুটে উঠলো,যেন নিজের আবেগ আর রাগের মধ্যে আটকে গেছে।তারপর সে ঘুরে

কাঁচের দেয়ালের দিকে এগিয়ে গিয়ে গভীর শ্বাস নিয়ে বলল,”বললাম না একবার ক্ষমা করে দেয়ার মতো এতো মহৎ গুণ আমার মধ্যে নেই, তাই তোমাকেও শাস্তি পেতে হবে। ফিওনা চমকে উঠে তাকালো জ্যাসপারের দিকে।

“তুমি কি সত্যিই আমাকে শাস্তি দেবে, প্রিন্স?”ফিওনার কণ্ঠে বিস্ময় আর হতাশা মিশে ছিল।তার চোখে

কৌতূহলের ঝিলিক,যেন জ্যাসপারকে বুঝতে চেষ্টা করছে।
জ্যাসপার ফিওনার দিকে এগিয়ে এসে একটু ঝুঁকে ফিওনার চোখের গভীরে তাকিয়ে বললো,“হ্যাঁ,তোমার শাস্তি আমি নির্ধারণ করেছি।তুমি মানবে না?”
ফিওনা কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বললো,“আমার আচরণে যদি তোমার সামান্য খারাপ লেগে থাকে

তাহলে দাও শাস্তি। আমি মেনে নেবো।”

জ্যাসপারের ঠোঁটের কোণে একটু রহস্যময় হাসি ফুটে উঠলো। “আজ রাতে তুমি আমার কক্ষে থাকবে,” সে ঠান্ডা স্বরে বললো।“আমি ঘুমাবো,আর তুমি থাকবে আমার পাশে। তবে শর্ত একটাই—তুমি ঘুমাতে পারবে না।তুমি সকাল পর্যন্ত আমাকে চুমু দিয়ে যাবে।”ফিওনা

হতবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলো,“তুমি কি মজা করছো?”জ্যাসপার চোখ সরিয়ে নিলো,তারপর ধীরে ধীরে পায়চারি করতে করতে বললো, “এটা তো সবে শুরু, হামিংবার্ড।এর আগে আরেকটা কাজ আছে।”

ফিওনা বিস্ময় নিয়ে বললো, “আরেকটা কাজ?সেটা কি?”

জ্যাসপার একটি টেস্ট টিউব থেকে একটি বিশেষ কেমিক্যাল বের

করলো।কেমিক্যালটি হালকা নীলাভ রঙের,যা স্পর্শ করলে সামান্য ধোঁয়া বের হতে দেখা যায়।এটি একটি উচ্চ-সংবেদনশীল রাসায়নিক,যার নাম “Neuro-Thermo Cleanser” (NTC-7)।

Neuro-Thermo Cleanser (NTC-7) হলো একটি বায়ো-ইঞ্জিনিয়ারড কেমিক্যাল,যা মূলত ড্রাগনের শক্তি থেকে উদ্ভূত।এটি

শুধুমাত্র ড্রাগন রাজ্যে ব্যবহৃত হয়। এটি চামড়ার উপরের স্তরে তাপ-উৎপাদন করে এবং পুরনো কোষ ধ্বংস করে নতুন কোষ তৈরি করতে সহায়তা করে।বিশেষ ক্ষেত্রে এটি স্মৃতি মুছে ফেলতেও ব্যবহৃত হয়, যেখানে শরীরের একটি নির্দিষ্ট অংশের স্নায়ুকে লক্ষ্যবস্তু করা হয়। NTC-7 এর বিপদজনক দিক হলো, এটি অপব্যবহারের মাধ্যমে ব্যথা ও

ক্ষতি করতে পারে,তবে ড্রাগনের ইমিউনিটি সিস্টেমের জন্য এটি তুলনামূলক নিরাপদ।জ্যাসপার এটি একটি নরম টিস্যুতে ঢেলে,তাতে সামান্য পাউডার মিশিয়ে ফিওনার গালে ঘষে দিলো।কেমিক্যালটি এমনভাবে কাজ করে,যেন চামড়ার সবচেয়ে উপরের স্তরকে উত্তপ্ত করে তুলে এবং স্নায়বিক সংযোগগুলিকে

উত্তেজিত করে,যা থেকে তীব্র জ্বালাভাব সৃষ্টি হয়।

ফিওনা সাথে সাথে চিৎকার করে উঠলো,“এটা কি দিলে তুমি প্রিন্স,আমার প্রচণ্ড জ্বালা করছে!”

জ্যাসপার শান্ত,নির্লিপ্ত স্বরে বললো,“এথিরিয়ন তোমাকে এখানে চুমু দিয়েছে।ওর চুমুর চিহ্নও থাকবে না।”

ফিওনার গাল লাল হয়ে উঠলো,জ্বালার মাত্রা এতোটাই বেড়ে গেলো যে মনে হলো চামড়ার স্তর উঠে গেছে।তার হাত দিয়ে বারবার গাল ঘষে ফেলে দিতে চাইলো,কিন্তু স্পর্শ করতেই তীব্র ব্যথা অনুভূত হলো।জ্যাসপার ফিওনাকে বিছানায় বসিয়ে তার মুখে শান্ত স্বরে বললো, “তোমার গাল এখনো জ্বলছে তাইনা হামিংবার্ড?আমি মলম লাগিয়ে

দিচ্ছি।”এরপর জ্যাসপার একটি বরফ টুকরো তুলে ফিওনার লাল হয়ে যাওয়া গালে আলতো করে ঘঁষতে শুরু করলো।ফিওনা জ্বালার মাঝেও অবাক হয়ে দেখছিলো,এই একই মানুষ এক মুহূর্তে ভয়ানক হয়ে উঠতে পারে,আবার পরম যত্নশীলও হয়ে যেতে পারে।

জ্যাসপার বরফ সরিয়ে একটি ছোট কাঁচের পাত্র থেকে নীলাভ একটি

মলম বের করলো।ফিওনার গালে আলতো করে মলমটা লাগিয়ে দিলো।ফিওনার মনে হলো যেন শীতল একটা অনুভূতি পুরো গালে ছড়িয়ে পড়ছে,জ্বালাটা ধীরে ধীরে কমে আসছে।

সে কিছুটা সাহস সঞ্চয় করে অবাক হয়ে প্রশ্ন করলো,“তুমি আসলে কি যে করো আমি বুঝিন।এতটা রাগ করে আমাকে কষ্ট দাও,আবার

নিজের হাতে যত্ন নাও।আমি কিছুই বুঝতে পারি না।”

জ্যাসপার কোনো উত্তর দিলো না,তার চোখে একইসাথে কঠোরতা আর গভীরতা খেলা করছিলো। ফিওনা খানিকক্ষণ চুপ করে রইলো,কিন্তু তার কৌতূহল তাকে থামাতে পারলো না।সে আবার বললো,”আচ্ছা,যদি কেউ আমার

পুরো শরীরে স্পর্শ করে?তখন তুমি কি করবে?”

জ্যাসপার তার স্বভাবসিদ্ধ ঠান্ডা ভঙ্গিতে উত্তর দিলো,” যে স্পর্শ করবে তাকে মহাবিশ্ব থেকে মুছে ফেলবো।আর তোমাকে পুরো NTC-7 কেমিক্যালের মধ্যে চুবিয়ে রাখবো।”ফিওনার চোখ বড় বড় হয়ে গেলো।সে গিলে নেয়া ঢোকের

শব্দ যেন ঘরের নিস্তব্ধতাকে ভেঙে দিলো।

ফিওনা ফিসফিস করে বললো,”তুমি... তুমি কি আসলে সত্যি বলছো?”

জ্যাসপার কোনো শব্দ করলো না,শুধু তার ঠোঁটের কোণে হালকা একটা বিদ্রুপের হাসি ফুটে উঠলো।ফিওনার মনের ভেতর অজানা আতঙ্ক আর একধরনের অদ্ভুত শিহরণ বয়ে

গেলো।জ্যাসপার এক অদ্ভুত প্রশান্ত ভঙ্গিতে বললো,”আমার এখন ঘুম পেয়েছে।আমি ঘুমাবো।আর তোমার কাজ তো জানোই—সারারাত আমাকে চুমু দেবে।এক মুহূর্তের জন্যও থামবে না।”

ফিওনা হতবাক হয়ে জ্যাসপারের দিকে তাকিয়ে রইলো।তার মনে হচ্ছিল,পৃথিবী যেন হঠাৎ করেই উল্টো হয়ে গেছে।সে অস্পষ্টভাবে

ফিসফিস করে বললো,”তুমি মজা করছো,তাই না?”

জ্যাসপার একটুও হাসলো না।তার মুখে সেই কঠিন, আদেশমূলক অভিব্যক্তি।ফিওনার গলা শুকিয়ে গেলো। মাথায় ঝড়ের মতো একটাই চিন্তা ঘুরছিল—এই জ্যাসপার আসলেই পাগল।এই ড্রাগন নরমাল নয়।একেবারে সাইকো ড্রাগন।মনে মনে সে নিজেকে ধমক দিলো।

কীভাবে এই পরিস্থিতি সামলাবো? কিন্তু মুখে কিছু বলার আগেই জ্যাসপার আরেকটা বালিশ ঠিক করে নিলো এবং শান্তভাবে বললো, “যাও,এখন শুরু করো।আমি ধৈর্য হারানোর আগেই।”

ফিওনা ভেতরে ভেতরে জ্বলে উঠলো।সে সাহস করে বললো, “তুমি কি জানো এটা কতটা

অস্বাভাবিক?এভাবে কেই সারারাত চুমু দিতে পারেনা প্রিন্স।”

জ্যাসপার চোখ বন্ধ করলো,কিন্তু ঠোঁটের কোণে মৃদু একটা হাসি ফুটে উঠলো। “আমার সব কিছুই অস্বাভাবিক, হামিংবার্ড।আর তুমি সেই অস্বাভাবিকতার অংশ।এখন কাজ শুরু করো।অথবা শাস্তি আরও বড় হবে।”

ফিওনা হতাশ হয়ে বিছানার এক পাশে বসল।মনে মনে বললো,এ তো পুরো সাইকো কেস।এভাবে থাকলে আমিও হয়তো একদিন পাগল হয়ে যাবো।জ্যাসপার ধীরে ধীরে শুয়ে পড়লো,আর ফিওনা আড়চোখে ওকে দেখতে লাগলো।তার মুখে এমন একটা ভাব যে,সে যেনো মনে মনে নিজেকে প্রবোধ দিচ্ছে।জ্যাসপার চোখ বন্ধ করে শুয়ে আছে,কিন্তু

আচমকা আধশোয়া হয়ে বললো,”কি হলো,হামিংবার্ড?বসে আছো কেনো? আমি কি বলেছি ভুলে গেছো নাকি?” ফিওনা রাগ আর হতাশার মিশ্রণ নিয়ে দীর্ঘশ্বাস ফেললো। তারপর ধীরে ধীরে জ্যাসপারের পাশে শুয়ে পড়লো।মনে মনে ভাবলো,এটাই হয়তো আমার জীবনের সবচেয়ে আজব মুহূর্ত।

জ্যাসপারের দিকে ঝুঁকে ফিওনা আলতোভাবে তার গালে একটা চুমু দিলো।তারপর তার কপাল,থুতনি,ঠোঁট—সব জায়গায় একে একে আলতো চুমু দিতে লাগলো।প্রতিটি চুমু যেন তার মনের কথা গোপন রাখার একটা উপায়।

জ্যাসপার চোখ বন্ধ রেখেই সেই অনুভূতি নিচ্ছিলো।তার ঠোঁটের কোণে একটা মৃদু হাসি ফুটে

উঠলো।ফিওনার প্রতিটি চুমু যেনো তার রাগের আগুনকে শান্ত করতে সাহায্য করছিলো।একটা সময় ফিওনা নিজেই হাল ছেড়ে দিলো এবং নিচু স্বরে বললো,”তুমি কি ঘুমিয়েছো?”

জ্যাসপার মৃদু স্বরে বললো, “না,আমি জেগে আছি।আর তুমিও জেগে থাকবে।মনে রেখো এখনো পুরো রাত কিন্তু বাকি আছে।”ফিওনার মুখ

ব্যাজার হয়ে গেলো। মনে মনে বললো, এ তো পুরো অত্যাচার। জ্যাসপারকে ছাড়া এই জীবন হয়তো অনেক সহজ হতো। কিন্তু তাকে ছাড়া আমার জীবন কি আর জীবন হতো?ফিওনা টানা এক ঘণ্টা ধরে জ্যাসপারকে চুমু দিতে দিতে ক্লান্ত হয়ে পড়েছে।জ্যাসপারের ফর্সা গাল,কপাল,আর মুখ পুরো লাল হয়ে গেছে ফিওনার নরম চুমুর স্পর্শে।

ধীরে ধীরে ফিওনার চোখ বুজে আসছে,কিন্তু তার ঠোঁট তখনো জ্যাসপারের গালে স্পর্শ করে আছে। চুমু দিতে দিতে কখন যে গভীর ঘুমে তলিয়ে গেছে,সে নিজেও টের পায়নি।

জ্যাসপার ঘুমানোর ভান করে শুয়ে ছিলো,তার মনোযোগ পুরোপুরি ফিওনার প্রতি।সে অনুভব করছিলো ফিওনার নিঃশ্বাসের উষ্ণতা আর

ঠোঁটের কোমল স্পর্শ।অনেকক্ষণ কোনো সাড়া না পেয়ে সে চোখ খুললো।ফিওনার ঘুমন্ত মুখ দেখে তার ঠোঁটের কোণে মৃদু হাসি ফুটে উঠলো।“তোমাকে কি বলবো,হামিংবার্ড?”জ্যাসপার ফিসফিস করে বললো।তারপর ধীরে ধীরে ফিওনার দিকে ঝুঁকলো। আলতো করে তার গালে,কপালে,ঠোঁটে আর পুরো মুখে

চুমুতে ভরিয়ে দিলো।ফিওনার চুলে আঙুল চালিয়ে মৃদুস্বরে বললো,“তুমি ঘুমাও,হামিংবার্ড।তোমার মতো কোমল,আর হালকা জেদি মেয়েকে বশ মানানো কতটা সহজ,সেটা আজ বুঝলাম,তবে তোমার ভালোবাসা সত্যি কঠিন।”এরপর সে নিজেও শুয়ে পড়লো,কিন্তু ফিওনার হাতটা নিজের হাতের মুঠোয় রেখে।সেই মুহূর্তে জ্যাসপার অনুভব করলো,

মহাবিশ্বের সমস্ত রাগ,জেদ,আর ক্ষমতার লড়াইয়ের মাঝেও এই ছোট্ট মেয়েটিই তার জীবনের সবচেয়ে মধুর স্বস্তি।কয়েকদিন সময় অতিবাহিত হয়ে গেছে,ভোরের সূর্যও যেন জ্যাসপারকে তাড়া করছে।

জ্যাসপার ল্যাবের চারপাশে হেঁটে বেড়াচ্ছে।তার মনে এক অসম্ভব ভার—একদিকে ফিওনার প্রতি গভীর ভালোবাসা, অন্যদিকে ভেনাসের

দায়িত্ব।ভেনাসের প্রকৃতি যেন ওর অপেক্ষায় আছে।সে জানে,তাকে ছাড়া কেউ এই উপাদান ভেনাসের পরিবেশে মিশাতে পারবে না।কিন্তু ফিওনাকে রেখে যাওয়া তার কাছে অসম্ভব কষ্টদায়ক।

ফিওনা এখনো জানে না যে কালই জ্যাসপার ভেনাসে ফিরে যাবে। জ্যাসপার তাকে কিছু বলতেও পারছে না।

রাতের আঁধারে ফিওনাকে চুপচাপ দেখে,তার ঘুমন্ত মুখের প্রশান্তি তার মনের ঝড়কে আরো প্রবল করে তোলে। সে ফিসফিস করে বলে,“হামিংবার্ড,আমি কীভাবে তোমাকে ছাড়া থাকবো? কিন্তু আমার রাজ্য আমার ভেনাস ভালো থাকার জন্যই আমাকে যেতে হবে।”জ্যাসপার জানে,ফিওনা মানবী—ভেনাসের পরিবেশ তার জন্য

সহনশীল নয়।সেখানে তাকে সাথে করে নিয়ে যাওয়া মানে তার জীবন ঝুঁকির মুখে ফেলা।

সকালের সূর্য উঠার আগে,জ্যাসপার তার ল্যাবে সবকিছু চেক করে নিশ্চিত হলো।প্রতিটি উপাদান সুরক্ষিত আছে, ভেনাসে পরিবহনের জন্য প্রস্তুত।

কিন্তু হৃদয়ের কোণে এক অদ্ভুত শূন্যতা।জ্যাসপার জানে, আজকের

রাতই তাদের একসঙ্গে কাটানোর শেষ রাত।সে মনে মনে প্রতিজ্ঞা করলো,“হামিংবার্ড আমি দ্রুত আমার কাজ শেষ করেই তোমার কাছে ফিরে আসবো সারাজীবনের জন্য।”

এই প্রতিজ্ঞা নিয়েই সে রাতটা ফিওনার পাশে কাটালো, তার নিঃশ্বাসের স্পর্শ আর মুখের প্রশান্তি মনের গভীরে আঁকড়ে ধরে।তারপর ফিওনাকে জড়িয়ে ধরে ঘুমিয়ে

পড়লো।পরেরদিন সকালে ল্যাবরেটরির আলো ঝলমল করছে। জ্যাসপার,এথিরিয়ন,থারিনিয়াস,আল বিরা,ভেনাসে পরিবেশ রক্ষা করার জন্য প্রয়োজনীয় উপাদানগুলো গুছিয়ে নিচ্ছে। চারপাশে টেকনোলজির গুনগুন শব্দ আর ল্যাবের মধ্যে চলমান কর্মযজ্ঞে এক ধরনের চাপা উত্তেজনা কাজ করছে।

জ্যাসপার নিজের ড্রাগন রূপে ভেনাসে ফিরবে তাই উপাদান নেয়ার জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছে।তার শরীরের শক্তিশালী চৌম্বক ক্ষেত্রের নিচে অদৃশ্যভাবে লুকানো রয়েছে বিশেষ ন্যানো-পার্টিকল কনটেইনার। এগুলোর মধ্যে সংরক্ষিত করে নিয়ে যাবে পৃথিবী থেকে সংগৃহীত গুরুত্বপূর্ণ উপাদান—ম্যাগনেসিয়াম অক্সাইড,নাইট্রোজেন ফিক্সেশন

ক্যাটালিস্ট, বায়ো-প্লাজমা মডিউল এবং ক্রিস্টালাইন এনার্জি স্টোরেজ ইউনিট।এই উপাদানগুলো ভেনাসের পরিবেশে ভারসাম্য আনবে।জ্যাসপার তার হাতে একটি অ্যান্টি-গ্র্যাভিটি পড তুলে নিল।এটা তার ড্রাগন রূপের পিঠে স্থাপন করা হবে।

ল্যাবে কাজ প্রায় শেষ।জ্যাসপার সবার সাথে মিশনের চূড়ান্ত দিকনির্দেশনা দিচ্ছে।গুরুত্বপূর্ণ

উপাদানগুলো একে একে অ্যান্টি-গ্র্যাভিটি পড এবং ন্যানো-পার্টিকল কন্টেইনারে সুরক্ষিতভাবে রাখা হয়েছে।এথিরিয়ন আর বাকিরা নিশ্চিন্তে জানালো যে সবকিছু ভেনাসে নিয়ে যাওয়ার জন্য প্রস্তুত। জ্যাসপার এক মুহূর্তের জন্য থেমে দাঁড়ালো।তার চোখে অদ্ভুত একটা চাপা চিন্তার ছাপ।কাজ শেষ হয়েছে ঠিকই, কিন্তু তার মন পুরোপুরি শান্ত

নয়।ফিওনার কাছে যাওয়ার সময় হয়ে এসেছে।

এদিকে মিস্টার চেন শিং,জ্যাসপারের প্রতিশ্রুতিতে নিশ্চিন্ত হয়ে নিজ বাসায় ফিরে গেছে।জ্যাসপার তাকে কথা দিয়েছে, ফিওনাকে রাতের মধ্যেই তার কাছে ফিরিয়ে দেবে।

ল্যাব থেকে বেরিয়ে জ্যাসপার সরাসরি মাউন্টেন গ্লাস হাউজে ফিরে গেল।

ফিওনা তখন নিজের কক্ষে দাঁড়িয়ে ছিল।আকাশে তখন বিকেলের সুর্য কমলা রঙের হয়ে আছে।কিন্তু তার মনের মধ্যে এক অদ্ভুত অস্বস্তি।হঠাৎ জ্যাসপার ভেতরে ঢুকলো,তার উপস্থিতি সবসময়ই যেন একটা শক্তিশালী ঝড়ের মতো।

ফিওনা একটু বিরক্ত ভঙ্গিতে তাকিয়ে বললো,“আজকে এত দেরি করলে কেনো?কী করছিলে?”

জ্যাসপার তার দিকে কিছুক্ষণ চুপচাপ তাকিয়ে রইলো। তারপর গভীর স্বরে বললো,“তোমাকে অনেক কথা আছে বলার।কিন্তু তার আগে জানি,তুমি আমার উপর রাগ করেছো।”

ফিওনা হাত বাঁধা ভঙ্গিতে বললো,“কি কথা শুনি।.”

জ্যাসপার তাকে থামিয়ে দিয়ে বললো,

“ফিওনা,শুনো আজ রাতেই তোমাকে তোমার বাসায় ফিরিয়ে দেবো।আর সেটা আমি করবো।তবে যাওয়ার আগে তোমার কিছু জানতে হবে।”ফিওনা কিছুটা অবাক হয়ে বললো,“তুমি আমাকে ফিরিয়ে দিবে?তাহলে এতদিন কেনো এখানে রাখলে?”

জ্যাসপার হালকা হাসলো,তবে তার চোখে চাপা বিষণ্ণতা।

“তুমিচো জানো হামিংবার্ড,আমি কেনো তোমাকে নিয়ে এসেছিলাম,তোমার ওপর প্রতি*শোধ নিতে তোমাকে শা*স্তি দিতে। কিন্তু এখন,তোমাকে মুক্তি দেওয়ার সময় এসেছে।তবে শুধু কিছু সময়ের জন্য,কারন তুমি এখন আমার ভালোবাসা, কিন্তু আমার যে ভেনাসে ফেরার সময় হয়ে গেছে।”

ফিওনার মনে হঠাৎ কেমন একটা অদ্ভুত শূন্যতা অনুভব হলো।“তাহলে?তুমি আমাকে রেখে চলে যাবে?আমায় ভুলে যাবে?”জ্যাসপার এগিয়ে এসে ফিওনাকে জড়িয়ে ধরলো.....

“তোমাকে ভুলে যাওয়া আমার পক্ষে অসম্ভব।কিন্তু হামিংবার্ড,আমি ভেনাসে ফিরছি।তোমাকে পৃথিবীতে রেখে যেতে হবে।আমি তোমাকে

সাথে করেই নিয়ে যেতাম কিন্তু তুমি ভেনাসে বাঁচতে পারবে না।আর আমি তোমার জীবন নিয়ে ঝুঁকি নিতে পারি না।কিন্তু একটা প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি—আমি আবার ফিরে আসবো।যেভাবেই হোক।”

ফিওনা কিছুক্ষণ চুপ করে থাকলো। তারপর ধীরে ধীরে বললো,“তুমি কি সত্যি ফিরে আসবে,নাকি এটা শুধু সান্ত্বনা দেওয়ার কথা?”

জ্যাসপার গভীর স্বরে বললো,“তুমি আমার ‘হামিংবার্ড’।তুমি আমার শ্বাস,আমার হৃদয়।আমি ফিরবো,ফিওনা।”

এরপর জ্যাসপার রাতের জন্য সব গুছিয়ে ফিওনাকে প্রস্তুত হতে বললো।তাকে রাতেই পৃথিবীতে তার নিজের জীবনে ফেরত পাঠিয়ে দেবে।কিন্তু এই বিকেলটাএটা শুধু তাদের জন্য।বিকেলটা থমথমে।

ফিওনা কাঁচের দেয়ালের সামনে দাঁড়িয়ে বাইরের দিকে তাকিয়ে আছে।তার চোখ ভিজে উঠেছে, কয়েক ফোঁটা পানি গাল বেয়ে নামছে।ভেতরে এক অদ্ভুত শূন্যতা একধরনের হাহাকার।জ্যাসপারের চলে যাওয়ার কথা শোনার পর থেকে তার মনের অবস্থা ভীষণ খারাপ।

ফিওনার পিঠে কারো উষ্ণ ছোঁয়া অনুভূত হলো।এক মুহূর্তের জন্য থমকে গেল।

জ্যাসপার পেছন থেকে ফিওনাকে জড়িয়ে ধরেছে।তার শক্ত হাতে মাখানো উষ্ণতায় ফিওনার সমস্ত অভিমান যেন একটু নরম হলো।

জ্যাসপার তার কাঁধে নিজের থুতনি ঠেকিয়ে,গভীর স্বরে ফিসফিস করে বললো,“তুমি কি জানো হামিংবার্ড?

এভাবে মন খারাপ করে থাকলে আমার যেতে কষ্ট হবে।আমি জানি, তুমি আমাকে অনেক মিস করবে আর আমিও।কিন্তু আমার জন্য একবার হাসি মুখে বিদায় দাও। প্লিজ,একবার।”ফিওনার বুকের ভেতর একটা অদ্ভুত ঝড় বইছে। কান্নাটা আটকানোর চেষ্টা করেও পারছে না।

সে বললো,“তোমার এতটুকু কি যায় আসে,প্রিন্স?তুমি তো যেতেই চাইছো।আমি হাসি মুখে বিদায় দিই বা না দিই,তাতে কি কোনো পরিবর্তন হবে?”

জ্যাসপার আরেকটু শক্ত করে তাকে জড়িয়ে ধরলো।

“তোমার হাসি আমার জন্য অনেক কিছু হামিংবার্ড।আমি যদি দেখি তুমি হ্যাপি আছো তাহলে আমি শান্তিতে

যেতে পারবো।প্লিজ,আমাকে এই একটা উপহার দাও।”

ফিওনা চোখের জল মুছে জ্যাসপারের দিকে ঘুরে তাকালো। তার মুখে একটুকরো হাসি ফুটে উঠলো,যদিও সেটা ভীষণ কষ্টে ঢাকা।“এই নাও তোমার হাসি।খুশি তো?”

জ্যাসপার এক মুহূর্তের জন্য তাকিয়ে থাকলো।তারপর বললো,“এটা যথেষ্ট

নয়।তোমার হাসি যেন আমার স্মৃতিতে চিরকাল থেকে যাবে।আমি ফিরে আসার সময় যেন এটা মনে করতে পারি।”এরপর সে ফিওনার কপালে আলতো করে চুমু খেলো।

“ধন্যবাদ, হামিংবার্ড।তুমি আমাকূ ভুলে যেওনা।

ফিওনা চোখ নামিয়ে ফিসফিস করে বললো,

“তুমি যদি আমাকে ভুলে যেতে না বলো,তবে কেনো তুমি আমাকে ছেড়ে যাচ্ছো?” জ্যাসপার কোনো উত্তর দিতে পারছেনা। শুধুমাত্র তাকিয়ে আছে ব্যাথাতুর দৃষ্টিতে।

ফিওনার কণ্ঠ ভারী হয়ে উঠলো।তার দুচোখ ছলছল করছে, কিন্তু সে সেগুলো লুকাতে চাইল না।কাঁচের দেয়াল থেকে ঘুরে দাঁড়িয়ে জ্যাসপারের দিকে তাকিয়ে বললো,

“আচ্ছা,আমার কাছের মানুষগুলো কেনো সবসময় আমার কাছ থেকে হারিয়ে যায়?তারা কেনো আমাকে একা করে দেয়,বলো তো?”জ্যাসপার কিছু বলতে গিয়েও থেমে গেল।তার চোখে একধরনের অপরাধবোধ খেলা করছিল।

ফিওনা ধীরে ধীরে এগিয়ে এলো। তার কণ্ঠে কষ্টের এক অনুরণন,যা বাতাসকেও ভারী করে তুলেছে।

“প্রথমে বাবা-মা চলে গেলো... আমাকে একা করে দিয়ে। আমি সেই কষ্ট বুকে নিয়ে এতোটা বছর বেঁচে ছিলাম, জানো?তারপর তুমি এলে আমার জীবনে।তোমাকে পাওয়ার পর সেই কষ্টটা কিছুটা মলিন হয়েছিলো।কিন্তু এখন তুমিও চলে যাচ্ছো।আবার সেই পুরোনো শূন্য জীবনে ফিরে যাবো, যেখানে

সবাই থাকবে...কিন্তু আমার ভালোবাসা থাকবে না।”

ফিওনার চোখ দিয়ে এবার অঝোর ধারায় জল পড়তে লাগলো।তার কণ্ঠ কেঁপে উঠলো।“তুমি জানো, প্রিন্স? আমি আর পারবো না।আরেকবার সেই নিঃসঙ্গতার মুখোমুখি হওয়া আমার পক্ষে সম্ভব নয়।সবাই আমাকে ছেড়ে চলে যায় কেনো? আমি কি এতটাই অসহ্য?”

জ্যাসপার এবার আর স্থির থাকতে পারলো না। ফিওনার এই কষ্ট যেন তার বুকেও বিদ্ধ করলো। সে দ্রুত এগিয়ে এসে ফিওনার হাত দুটো ধরে ফেললো।“হামিংবার্ড,আমি জানি তুমি যা বলছো,তা সত্যি।কিন্তু আমার এই যাওয়াটা তোমার থেকে দূরে যাওয়া নয়।আমি প্রতিটা মুহূর্ত তোমার সঙ্গেই থাকবো,প্রতিটা নিঃশ্বাসে।আর এই কথা তোমাকে

দিলাম—যত দ্রুত সম্ভব আমি ফিরে আসবো,শুধু তোমার জন্য।তুমি একা নও।আমি তোমারই। সবসময় ছিলাম,আছি,থাকবো।”

ফিওনা জ্যাসপারের চোখের দিকে তাকিয়ে বুঝতে পারলো, তার কথাগুলো সৎ।কিন্তু সেই আশ্বাসেও তার বুকের ভারটা কিছুটা কমলো না।

ফিওনা জ্যাসপারের দিকে তাকিয়ে তার গভীর অলিভ গ্রিন চোখে চোখ রাখলো,যেন তার মনের কথা পড়ার চেষ্টা করছে। তারপর ধীরে ধীরে তার গলা দু'হাতে জড়িয়ে বললো,

"আচ্ছা, প্রিন্স,যাওয়ার আগে অন্তত এমন কিছু করো যাতে আমি তোমাকে মিস করতে করতে শান্তিতে থাকতে পারি।"জ্যাসপার ফিওনার কথায় মৃদু হাসলো।সে

বুঝতে পারলো ফিওনার ইঙ্গিত কী। সে তার দিকে একটু ঝুঁকে বললো, “তোমার ইঙ্গিত আমি বুঝেছি,হামিংবার্ড।কিন্তু আমি তোমাকে অসুস্থ করে যেতে চাই না।”

ফিওনা গলা চড়িয়ে বললো,”তোমার কথায় মনে হয় যেন আমি একটা কাঁচের পুতুল!আমি এতটা দুর্বল নই,বুঝলে?”

জ্যাসপার হেসে বললো,”তুমি দুর্বল নও,তবে তুমি মানুষ। আর আমি... আমি ড্রাগন।তুমি জানো না,যদি আমি একটু বেশি আবেগপ্রবণ হয়ে যাই,তোমার শরীর সেটা সহ্য করতে পারবে না?”

ফিওনা একটু রাগ করে বললো,”তাহলে তুমি যাও।তুমি তো শুধু কথা বলে যাওয়ার সময় কাটাচ্ছো।আমি যা বলেছি সেটা যদি

করতে না পারো,তাহলে আমার আর কিছু চাই না!”

জ্যাসপার ফিওনার হাত ধরে নিজের কাছে টেনে নিলো। ফিওনার মুখ তার মুখের কাছে এনে বললো,”তুমি কি সত্যিই ভেবেছো আমি তোমাকে কিছুই দিয়ে যাবো না?”

ফিওনা তার কথা শুনে একটু অপ্রস্তুত হলো।”তাহলে?কি দিয়ে যাবে?...”

জ্যাসপার তার ঠোঁট ফিওনার কানের কাছে এনে ফিসফিস করে বললো,”তোমার ধৈর্য পরীক্ষা করছি,হামিংবার্ড। যাওয়ার আগে তোমাকে এমন একটা স্মৃতি দিয়ে যাবো,যা ভেবে তুমি সারাজীবন অপেক্ষা করতে পারবে।”

এরপর সে হঠাৎ ফিওনাকে ধরে বিছানায় শুইয়ে দিলো। ফিওনা

চমকে উঠে বললো,”তুমি করছো কী?”

জ্যাসপার তার ওপরে ঝুঁকে বললো,”তোমার যা চাই,সেটা দিতেই তো চাচ্ছি।”

তাদের চোখে-মুখে এক ধরনের মিশ্র আবেগ,রাগ, ভালোবাসা আর খুনসুটি ছড়িয়ে পড়লো।জ্যাসপার তার নরম স্পর্শে ফিওনাকে আরো অপ্রস্তুত করে তুললো।কিন্তু যখন ফিওনা

ভেবেছিল যে সে জিততে চলেছে,জ্যাসপার হেসে বললো,”তোমার ইচ্ছাটা রেখে দিলাম আমার ফেরার পরের জন্য।”

ফিওনা হতভম্ব হয়ে বললো, “তুমি... তুমি আসলেই একটা সাইকো ড্রাগন!”

জ্যাসপার মুচকি হেসে বললো,”আর তুমি আমার প্রিয় হামিংবার্ড।”সন্ধ্যার আকাশে গোধূলির আলো মিলিয়ে

যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে লিভিং রুমেএকটা আবছা মায়াবী পরিবেশ। ফিওনা সোফায় আধশোয়া হয়ে আছে,মাথাটা অ্যাকুয়ারার পায়ের ওপর। অ্যাকুয়ারা তার দীর্ঘ নীলচে ড্রাগন চুল নিয়ে,ফিওনার মাথায় আলতোভাবে হাত বুলিয়ে দিচ্ছে,যেন তাকে শান্ত করার চেষ্টা করছে। ফিওনার গাল ভেজা,কান্না থামার নাম নেই।

অ্যাকুয়ারা গভীর সুরে বললো,”ফিওনা,আমাদের চলে যেতে হচ্ছে,কিন্তু এর মানে এই নয় যে আমরা তোমাকে ভুলে যাবো। আমাদের হৃদয়েও তোমার জন্য একটা জায়গা থাকবে।”

ফিওনা ফোঁপাতে ফোঁপাতে বললো,”তোমরা সবাই চলে যাচ্ছো... আমাকে ফেলে রেখে।আমি কীভাবে একা থাকবো?জানো আমি এই

মাউন্টেন গ্লাস হাউজে আসার পরে যখন প্রথম প্রথম অনেক বিষন্ন থাকতাম তখন তুমি আসার পর আমি এতোটা হাসিখুশি ছিলাম যা আগে কখনো হয়নি।...”অ্যাকুয়ারা তার নরম হাতে ফিওনার গাল স্পর্শ করে বললো, “ফিওনা,আমরা ড্রাগনরা সহজে কাউকে কথা দেই না।কিন্তু যখন দেই,তা পবিত্র।আমি

আসবো,তোমার সাথে দেখা করতে ঠিক আসবো।”

পাশে বসা আলবিরা মৃদু হেসে বললো,”তুমি জানো,ফিওনা, আমরা পৃথিবীর থেকে যত দূরেই যাই না কেন,তোমার জন্য আমাদের দরজা সবসময় খোলা থাকবে।আর জানো,আমি তোমার জন্য নতুন কোনো সুস্বাদু খাবার বানিয়ে আনবো ভেনাস থেকে।”

থারিনিয়াস একটু গম্ভীর গলায় যোগ করলো,”আমরা ড্রাগনরা প্রতিশ্রুতি রাখার জন্য পরিচিত।তাই ভেবো না, ফিওনা।আমরা ঠিক আসবো।আর তুমি চাইলেই আমরা আবার একসাথে হাসতে পারবো।”

ফিওনা তাদের কথা শুনেও কান্না থামাতে পারছে না।তার মনের ভেতর একটা ভারী শূন্যতা। এথিরিয়ন,যে এতক্ষণ নীরব

ছিলেন,হঠাৎ হাসিমুখে বললো,”তুমি যদি সত্যিই আমাদের মিস করো,তবে আমি তোমার জন্য ভেনাসের সবচেয়ে বিরল ফুল নিয়ে আসবো।তবে সেই দিন তুমি আর কান্নাকাটি করো না।”ফিওনা একটু ম্লান হেসে বললো,”তোমরা এভাবে কথা বলছো...কিন্তু জানি না আদৌ তোমরা আসবে কি না।”

অ্যাকুয়ারা এবার একটু মুচকি হেসে বললো,”তুমি আমাদের কথা বিশ্বাস করো ছোট্ট মানবী।তোমার এই কান্না দেখে মনে হচ্ছে তুমি আমাদের ছাড়াই সবকিছু হারিয়ে ফেলেছো। কিন্তু মনে রেখো,আমরা আবার একদিন একসাথে হবো।”

ফিওনা চোখ মুছে একটু চুপ হয়ে গেলো। লিভিং রুমের ভেতর এক ধরনের নীরবতা নেমে এলো।

বাইরের গোধূলির আলো ম্লান হয়ে রাতের তারাগুলো স্পষ্ট হতে থাকলো। ফিওনার মনটা ধীরে ধীরে শান্ত হলেও তার চোখে একটা গভীর বেদনা স্পষ্ট।

ড্রাগনদের এই শেষ সন্ধ্যা যেন সময়ের ঘূর্ণি তৈরি করেছে, যেখানে ফিওনার শূন্যতা আর ড্রাগনদের অমর প্রতিশ্রুতি একসাথে মিলে ভবিষ্যতের এক অদৃশ্য সেতু গড়ে

তুলেছে।গভীর রাত।মাউন্টেন গ্লাস হাউজের ভেতরটা শান্ত,কিন্তু আবহাওয়ায় বিদায়ের একটা অদৃশ্য ভারী অনুভূতি। জ্যাসপার পাহাড়ের চূড়ায় দাঁড়িয়ে আকাশের দিকে তাকিয়ে নিজের শ্বাস প্রশ্বাস ঠিক করছে।দীর্ঘ এক সন্ধ্যার প্রস্তুতির পর,ল্যাবে সবকিছু গুছিয়ে সে অবশেষে ফিওনাকে বিদায় দিতে এসেছে।

ফিওনা মাউন্টেন গ্লাস থেকে বেরিয়ে এসেছে।তার চোখে লুকানো বিষণ্ণতা স্পষ্ট,কিন্তু মুখে একটা সামান্য হাসির চেষ্টা।তার গায়ে হালকা শীতের জ্যাকেট আর ছোট্ট ব্যাগ।সে জানে, এই রাতটা অনেক কিছু বদলে দেবে।

আলবিরা কাছে এসে ফিওনাকে জড়িয়ে ধরলো। তার স্বর্ণকেশী চুল ফিওনার চুলের সঙ্গে মিশে

গেলো,আর সে মৃদুস্বরে বললো,“নিজেকে ভালো রেখো।তুমি জানো, আমাদের প্রতিশ্রুতি অটুট। আমরা একদিন আবার দেখা করবো।”অ্যাকুয়ারা এসে মাথায় হাত বুলিয়ে দিলো ফিওনার। তার চোখে মায়ার ছায়া।“তোমার কান্না আমি দেখতে চাই না। শক্ত থাকো,ফিওনা।আমার সঙ্গে দেখা করার জন্য শুধু তুমি আমাকে মনে

মনে মিস করবে তাহলেই আমি চলে আসবো।”

এথিরিয়ন আর থারিনিয়াস একটু দূরে দাঁড়িয়ে ছিলো। এথিরিয়ন এগিয়ে এসে ফিওনার দিকে হাত বাড়ালো,ফিওনা হালকা হ্যান্ডশেক করলো আর মৃদু হাসলো।এথিরিয়ন তখন কোমল কণ্ঠে বললো “তুমি জানো,তোমার কাথা আমার সবসময়

মনে থাকবে।আমাদের দেখা আবার হবে।এটাই তো চক্রের নিয়ম।”

থারিনিয়াস মৃদু হেসে বললো,“তোমার কোমলতা আর সাহসিকতা আমাকে মুগ্ধ করেছে কারন একা একটা মানবী হয়ে এতো গুলো ড্রাগনের মাঝে থাকাটা কম সাহসিকতার না কিন্তু।তোমার সঙ্গে কাটানো মুহূর্তগুলো মনে রেখো।”

জ্যাসপার ফিওনাকে ইশারা করলো তার পিঠে চড়তে।তারপর ফিওনা জ্যাসপারের দিকে এগিয়ে গেলো। ফিওনা জ্যাসপারের পেছন থেকে তার গলা জড়িয়ে ধরলো।জ্যাসপার ফিওনার দিকে তাকালো,তার চোখে এক অদ্ভুত মায়া।“তৈরি?”

ফিওনা মাথা নেড়ে সায় দিলো।

এক মুহূর্তে জ্যাসপার তার ড্রাগন রূপ ধারণ করলো।বিশাল ডানা

ছড়িয়ে আকাশ আলোকিত করলো। তার আগুনের মতো চোখে দৃঢ় সংকল্প।ফিওনা ধীরে ধীরে তার পিঠে ভালোভাবে চড়লো।

“চললাম,”বললো জ্যাসপার।

তারপর বিশাল ডানা মেলে আকাশে উড়াল দিলো।গভীর রাতের আকাশে ড্রাগনের ছায়া ছড়িয়ে পড়লো।তারা মহাসাগরের ওপর দিয়ে উড়ে যেতে থাকলো।ফিওনা পেছনে তাকিয়ে

দেখলো,মাউন্টেন গ্লাস হাউজ ক্রমশ ছোট হয়ে আসছে।তার চোখে পানি জমে উঠলো,কিন্তু সে জ্যাসপারের পিঠে আঁকড়ে ধরলো।আকাশে তারা ছড়ানো,নিচে সাগরের ঢেউয়ের শব্দ। এই বিদায় যেন এক নতুন অধ্যায়ের শুরু।রাতের আকাশে ড্রাগনের ডানার আওয়াজ থেমে গেছে। চড়াই-উতরাই পেরিয়ে, জ্যাসপার ধীরে ধীরে চীনের পাহাড়ের নির্জন

এক প্রান্তে নেমে এলো। চারপাশে নিস্তব্ধতা। বাতাসের মৃদু শব্দ আর পাথরের ওপর ড্রাগনের শক্ত পদক্ষেপ ছাড়া আর কিছুই শোনা যায় না।

জ্যাসপার তার ড্রাগন রূপ থেকে ধীরে ধীরে মানব রূপে ফিরে এলো। ফিওনা পাহাড়ের পাথুরে জমিতে দাঁড়িয়ে, নিঃশব্দে চারপাশের দৃশ্য দেখছে। জ্যাসপার তার দিকে

তাকিয়ে বললো,”আরও একটু পথ। নেমে আসো।”

পাহাড়ের ঢাল বেয়ে তারা নিচে নামতে শুরু করলো। মাটির কাছাকাছি এসে জ্যাসপার একটি পুরনো গ্যারেজের দিকে ইশারা করলো।”এটাই আমার গ্যারেজ। পৃথিবীতে চলাচলের জন্য কয়েকটা জায়গায় গাড়ি রেখেছি।”

গ্যারেজের দরজা খুলতেই পুরনো কিন্তু বেশ শক্তিশালী একটি কালো গাড়ি সামনে দেখা গেলো। গাড়ির গ্লাসগুলো টিন্টেড, যেন বাইরের কেউ সহজে ভেতর দেখতে না পায়। জ্যাসপার তার ঠান্ডা মেজাজে বললো,

“এই গাড়ি ঠিক আছে।চলো,বাড়ি পৌঁছে দিই।”গাড়ির ড্রাইভিং সিটে উঠে বসলো জ্যাসপার।ফিওনা

কোনো কথা না বলে ধীরে ধীরে পাশের সিটে বসল। তার চোখে বিষণ্নতার ছাপ স্পষ্ট। যাত্রা একেবারে শেষ পর্যায়ে চলে এসেছে।

জ্যাসপার ইঞ্জিন চালু করলো। গাড়ির গর্জন পাহাড়ের নীরবতা ভেঙে দিলো। গন্তব্য—চীনের বেইজিং, ফিওনার বাড়ি। রাস্তার

আলো গাড়ির কাচে প্রতিফলিত হচ্ছে।

ফিওনা জানালার বাইরে তাকিয়ে আছে, নীরব। পাহাড়ের আঁকাবাঁকা পথ থেকে গাড়ি ক্রমশ সমতলে নেমে আসছে। জ্যাসপারও কিছু বলছে না, কিন্তু তার চোখ মাঝে মাঝে ফিওনার দিকে চলে যায়। গাড়ির ভেতর নীরবতা যেন কথার চেয়ে বেশি কিছু বলে দিচ্ছে।

তাদের গন্তব্য কাছে আসছে, আর ফিওনার বুকের ভেতর একটা ভারী চাপ অনুভব হচ্ছে। জ্যাসপার জানে, এই মুহূর্তটা তাদের জন্য কঠিন, কিন্তু তার মুখে একটাই দৃঢ় প্রতিজ্ঞার ছাপ—”আমি ফিরে আসবো।”

অবশেষে গাড়ি এসে থামলো ফিওনার বাড়ি থেকে কয়েক গজ দূরে।চারপাশ নীরব,যেন রাতের

স্তব্ধতা তাদের বিদায়ের গোপন সাক্ষী হয়ে দাঁড়িয়ে আছে।রাস্তার ল্যাম্পপোস্টের ম্লান আলোয় ফিওনার চোখে অশ্রু ঝিলমিল করছে।

জ্যাসপার গাড়ি থেকে নামলো,তার পেছনেই ধীরে ধীরে ফিওনাও।কিন্তু কিছু না বলে ফিওনা অভিমানী মুখে বাড়ির দিকে হাঁটা শুরু করলো। জ্যাসপার কয়েক সেকেন্ড চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলো।তারপর, দৃঢ় এক

সিদ্ধান্তে ফিওনার হাত ধরে এক টানে তাকে নিজের দিকে টেনে নিলো।

ফিওনা কোনো কিছু বুঝে ওঠার আগেই জ্যাসপারের শক্ত বুকে গিয়ে আঁচড়ে পড়লো।তার দেহ কাঁপছে,আর সে হঠাৎ করেই অঝোরে কাঁদতে শুরু করলো।

“তুমি আমাকে একা ফেলে চলে যাচ্ছো!”ফিওনার গলা

কাঁপছে,শব্দগুলো একেকটা ধারালো ছুরির মতো জ্যাসপারের হৃদয়ে বিঁধছে।

জ্যাসপার ফিওনার মুখের দিকে তাকালো।তার চোখে কষ্ট, ভালোবাসা আর অপরাধবোধের মিশ্রণ।ফিওনার কাঁধ ধরে তাকে কাছে টেনে নিয়ে বললো,"হামিংবার্ড,আমি জানি এটা তোমার জন্য কষ্টকর।কিন্তু এটা

আমারও জন্য ও সহজ নয়। আমি প্রতিটা মুহূর্ত তোমাকে মিস করবো।”ফিওনা চিৎকার করে বললো,”তাহলে যেওনা!আমাকে আরেকবার একা করে দিও না।আমি আর পারবো না...”

জ্যাসপার তার দুই হাত দিয়ে ফিওনার মুখটা তুললো।তার চোখে গভীর এক প্রতিজ্ঞার ছাপ।”আমি ফিরে আসবো, হামিংবার্ড।তুমি

আমার কাছে যা,তা কোনো কিছুতেই হারাতে দেবো না।আমি প্রমিজ করছি,খুব তাড়াতাড়ি আবার তোমার কাছে থাকবো।কিন্তু আজ আমাকে যেতে দাও।”

ফিওনা অসহায়ভাবে জ্যাসপারের বুকের সাথে মাথা ঠেকিয়ে কেঁদে চললো।জ্যাসপার তার চুলে হাত বুলিয়ে,ফিসফিস করে বললো,”তোমার জন্যই আমি বেঁচে

থাকবো।অপেক্ষা করো,হামিংবার্ড। আমি ফিরে আসবো।”

জ্যাসপার যদি ড্রাগন না হয়ে শুধুই মানব হতো,এ মুহূর্তে হয়তো সে নিজেও ফিওনার মতোই অঝোরে কেঁদে ফেলতো। কিন্তু ড্রাগন হওয়ায় তার আবেগ প্রকাশের উপায়টা ভিন্ন। তবুও,তার হৃদয়টা যেন ধীরে ধীরে ছি*ন্নভি*ন্ন হয়ে যাচ্ছে।বুকের ভেতর একটা অদৃশ্য চাপা যন্ত্রণা

তাকে গ্রাস করছে। প্রতিটি পদক্ষেপের সাথে মনে হচ্ছে,সে যেন নিজের আত্মাকে ছেড়ে যাচ্ছিল। ফিওনার কাঁদো কাঁদো মুখ,সেই অসহায়তা—সবকিছুই তার চোখে বারবার ভেসে উঠছে।

কিন্তু ড্রাগন রাজকুমার হওয়ার কারণেই সে দুর্বলতা দেখাতে পারে না।নিজের যন্ত্রণাটা গোপন

করে,কঠিন মুখে পেছন ফিরে হাঁটতে থাকে।

হাঁটতে হাঁটতে মনে পড়ছে ফিওনার মুখের প্রতিটা ভাঁজ,তার হাসি,তার অভিমান।নিজের সাথে লড়াই করতে করতে জ্যাসপার আকাশের দিকে তাকালো।এক মুহূর্তের জন্য,মনে হলো যদি সবকিছু ছেড়ে ফিওনার পাশেই থাকতে পারতো!

কিন্তু ফিওনার চোখে তখনো প্রশ্ন—জ্যাসপার কি সত্যিই ফিরে আসবে? কয়েক হাত দূরে যাওয়ার পর আচমকা সে দাঁড়িয়ে পড়লো। জ্যাসপারের পা থেমে যাওয়ার পর যেন পুরো পৃথিবী থমকে গেলো। চারপাশের নিস্তব্ধতা,রাতের নীরবতা,আর ফিওনার অসহায় দৃষ্টি—সবকিছু একসাথে মিলে যেন

জ্যাসপারের হৃদয়ের ভেতর স্রোতের মতো বয়ে গেলো।

ধীরে ধীরে সে ঘুরে দাঁড়ালো। ফিওনার মুখে এমন এক ব্যথার ছাপ ছিলো যা ভেদ করে যাচ্ছিলো জ্যাসপারের সমস্ত প্রতিরোধ।তার চোখের জল,ঠোঁটের কাঁপুনি—সবকিছু জ্যাসপারকে ভেতর থেকে গুঁড়িয়ে দিচ্ছিলো।

কোনো কিছু না ভেবেই,সে এক দৌড়ে ফিওনার কাছে ছুটে এলো। ফিওনা এক মুহূর্তের জন্য কিছু বুঝে উঠতে পারলো না।জ্যাসপার তাকে এমন শক্তভাবে জাপটে ধরলো যে, ফিওনা নিজের ভারসাম্য হারিয়ে ফেললো।কিন্তু জ্যাসপারের শক্ত বাহুর বাঁধনে সে নিরাপদ আর অসহায় হয়ে পড়লো।

জ্যাসপার কোনো কথা বললো না,ফিওনার মুখের দিকে এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলো।তারপর ধীরে ধীরে ফিওনার ঠোঁটজোড়া আঁকড়ে ধরলো। চুম্বনে যেন সমস্ত আবেগ সমস্ত যন্ত্রণা আর ভালোবাসা ঢেলে দিলো। ফিওনা শুরুর ধাক্কায় অবাক হলেও পর মুহূর্তেই সেই চুম্বনে নিজেকে সঁপে দিলো।সময় যেন থেমে গিয়েছিল।এই শেষবারের মতো

চুম্বনে জ্যাসপার নিজের সমস্ত অস্তিত্ব ফিওনার মধ্যে রেখে দিতে চাইল। যেন এই মুহূর্তটুকুই হয়ে উঠুক চিরকালীন,যা তাদের দুজনকে বেঁধে রাখবে—যে দূরত্বই আসুক,এই স্মৃতি তাদের আলাদা হতে দেবে না।

কতক্ষণ কেটে গেলো কেউ জানে না।অবশেষে জ্যাসপার ধীরে ধীরে চুম্বন ভেঙে দিলো। ফিওনার মুখে হাত রেখে গভীরভাবে তাকিয়ে

বললো,”তোমার থেকে দূরে যাওয়া আমার জীবনের সবচেয়ে কঠিন কাজ।কিন্তু এই স্মৃতি,এই মুহূর্ত—এটাই আমাকে বাঁচিয়ে রাখবে।”

জ্যাসপার তখন তার ওভারকোটের পকেট থেকে একটি ছোট পারফিউমের কাঁচের বোতল বের করলো। ফিওনার হাতে সেটি দিয়ে বললো,”এই পারফিউমটা তোমার কাছে রাখো। এতে আমার ঘ্রাণ

লেগে আছে।যখনই তুমি আমাকে মিস করবে,এটা ব্যবহার করো।তুমি আমার অস্তিত্ব অনুভব করবে।”ফিওনা বোতলটা হাতে নিয়ে অবাক হয়ে বললো, “এটা তো তোমার প্রিয় পারফিউম,ভেনাসিয়ান পারফিউম।”জ্যাসপার হালকা হাসি দিয়ে বললো,”হ্যাঁ।আমার ঘ্রাণ তোমার সাথে থাকলে,তুমি কখনোই একা অনুভব করবে না।”

ফিওনা বোতলটা শক্ত করে ধরে কিছুক্ষণ চুপ করে রইলো। তারপর নিচু স্বরে বললো,”আমিতো তোমাকে কিছুই দিতে পারলাম না, প্রিন্স। এমন কিছু,যেটাতে তুমিও আমার অস্তিত্ব অনুভব করতে পারবে।”

জ্যাসপার ফিওনার প্রশ্ন শুনে মৃদু হাসলো। তার চোখে গভীর কোমলতা, যেন সে বুঝতে পারছে ফিওনার মনের গভীর কষ্ট।

“হামিংবার্ড,” জ্যাসপার ফিসফিস করে বললো, “তোমার অস্তিত্ব তো আমি প্রতিটি মুহূর্তেই অনুভব করি। তুমি যা কিছু বলো,যেভাবে হাঁটো,এমনকি তোমার এই অভিমানী দৃষ্টিও—সবই আমার সাথে থাকবে।

ফিওনা চুপ করে রইলো,কিছুক্ষণ ভেবে তারপর হঠাৎ তার হাত থেকে একটা চিকন চেইনের ব্রেসলেট খুলে ফেললো। সেটা ছিল তার মা-বাবার

দেওয়া একটা ছোটবেলার বিশেষ উপহার।যেটা সে কখনোই খুলে রাখতো না। ব্রেসলেটটা ছিলো অ্যাডজাস্টেবল ব্রেসলেট যেটা সব হাতেই পড়া যায়।সে ব্রেসলেটটা জ্যাসপারের হাতে পড়িয়ে দিয়ে বললো,

“এটা আমার সবচেয়ে প্রিয় জিনিস। আমি চাই তুমি এটা রাখো।এতে

তোমার শুধু আমার নয়,আমার পরিবারের অংশটুকুও থাকবে।”

জ্যাসপার ব্রেসলেটের দিকে গভীরভাবে তাকালো।ফিওনার দেয়া এই উপহার যেন তার হৃদয়ে এক নতুন আবেগের ঝড় তুললো।সে ব্রেসলেটায় আলতো চুমু খেয়ে বললো,”এই ব্রেসলেট শুধু তোমার স্মৃতি নয়,আমার ভেনাসে থাকার একমাত্র সান্ত্বনাও হয়ে থাকবে।আমি

প্রতিদিন এটা দেখবো আর তোমাকে অনুভব করবো,হামিংবার্ড, ধন্যবাদ তোমাকে। আমাকে নিজের এতো মূল্যবান জিনিস উপহার দেয়ার জন্য।

তুমি আমাকে যা দিয়েছো,তা মহাবিশ্বের কোনো উপহার দিয়ে মাপা সম্ভব নয়।”

এবার জ্যাসপার নিজের ওভারকোটের পকেট থেকে

আরেকটি ছোট কাঁচের বোতল বের করলো।বোতলটির গায়ে খোদাই করা নাম— “My Hummingbird”। ফিওনা বিস্ময়ে তাকিয়ে রইলো।

“এটা...?” ফিওনা বিস্মিত কণ্ঠে বললো।জ্যাসপার হালকা হাসি দিয়ে বললো,”এটা আমার নিজের তৈরি করা পারফিউম।জানো,এটাতে কি আছে?”

ফিওনা কৌতূহলী চোখে তাকিয়ে রইলো।জ্যাসপার কিছুক্ষণ থেমে বললো,”সেদিন ল্যাবে তোমার রক্তের নমুনা নিয়েছিলাম,মনে আছে?কিন্তু রক্তের সাথে সাথে আমি তোমার হরমোনের তথ্যও সংগ্রহ করেছিলাম।সেই হরমোন দিয়ে আমি এই পারফিউম বানিয়েছি।এটাতে শুধু তোমার ঘ্রাণ আছে।”ফিওনার

চোখ বড় হয়ে গেলো।”তাহলে তুমি... এটা ভেনাসে নিয়ে যাবে?”

জ্যাসপার মৃদু মাথা নেড়ে বললো “হ্যাঁ। আমার কাছে যখন তোমার অস্তিত্ব থাকবে,তখন আমি যত দূরেই থাকি না কেন, তোমাকে অনুভব করতে পারবো।”

ফিওনা কিছু বলতে পারলো না।তার চোখে জল এসে পড়লো।ফিওনা আচমকা জ্যাসপারের গলা জড়িয়ে

ধরলো। তার মুখ ভরা অশ্রু,কিন্তু সে যেন সেই মুহূর্তে সমস্ত আবেগ উজাড় করে দিতে চায়।একের পর এক চুমু দিয়ে চললো জ্যাসপারের গালে,চোখে, কপালে,অবশেষে ঠোঁটে। জ্যাসপার অবাক হয়ে প্রথমে স্থির দাঁড়িয়ে থাকলেও ধীরে ধীরে রেসপন্স করলো। সেই চুম্বন যেন সময়ের জন্য থেমে থাকা এক গভীর মুহূর্ত।চুম্বন শেষে ফিওনা,মৃদু

হেসে,দুঃসাহসীভাবে বললো,”ক্যান আই হ্যাভ আ ডীপার টাচ?”জ্যাসপার তার কথার গভীরতা বুঝতে পেরে নিঃশ্বাস ফেলে তার মুখটা ফিওনার দিকে একটু ঝুঁকালো।কোনো কথা না বলে,সে ফিওনাকে শক্ত হাতে তুলে নিলো। ধীরে ধীরে গাড়ির কাছে গিয়ে ফিওনাকে গাড়ির হুডের ওপরে বসালো।

সেই মুহূর্তে তাদের চোখে চোখ পড়লো—একদিকে গভীর প্রেম,আর অন্যদিকে বিদায়ের বেদনা।গাড়ির হুডের ওপরে বসা ফিওনাকে ধরে জ্যাসপার বললো,ইয়েস, ইউ ক্যান বিকজ আই'ম অল ইউয়ার্স,অনলি ইউয়ার্স।"

জ্যাসপার আর কোনো কথা বলার প্রয়োজন মনে করলো না। চারপাশ একবার ডানে-বামে দ্রুত পর্যবেক্ষণ

করলো, যেন নিশ্চিত হতে চায় এই মুহূর্তটা কেবল তাদের দুজনের জন্য। তারপর আচমকাই ফিওনার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়লো।

ফিওনা পেছনের দিকে হেলে পড়লো,গাড়ির হুডের ওপর শুয়ে পড়ার মতো অবস্থায়।জ্যাসপার তার গভীর চোখে ফিওনাকে এক পলক দেখে নিয়ে গাল,ঠোঁট, গলা, ঘাড়—সব জায়গায় নরম কিন্তু অধিকারী

চুমু দিতে থাকলো।মাঝেমধ্যে তার দাঁতগুলো মৃদু কামড় বসিয়ে যাচ্ছিল, যা ফিওনার শরীর জুড়ে এক ধরণের শিহরণ তৈরি করছিল।

ফিওনার চোখ ধীরে ধীরে ভারী হয়ে এলো। সে নিজের ঘন নিঃশ্বাসকে সামলাতে পারছিল না। জ্যাসপারের প্রতি তার আবেগ যেন বাধ মানছে না। নিজের দুই হাত দিয়ে জ্যাসপারের ঘাড়ের চুল আঁকড়ে

ধরলো,যেন আর কোনোদিন তাকে ছাড়তে চায় না।চারপাশ নিস্তব্ধ,শুধুই তাদের গভীর আবেগের ঢেউ আর ঘন নিঃশ্বাসের শব্দ বাতাসে মিশে যাচ্ছে।

জ্যাসপার যেন নিজের সমস্ত সংযম হারিয়ে ফেলেছে। তার প্রতিটি পদক্ষেপে উন্মাদনার ছাপ স্পষ্ট। ফিওনার টপসের গলার দিকের বাটনগুলো খুলতে সে হাত ব্যবহার

করলো না; বরং দাঁতের সাহায্যে একে একে খুলতে লাগলো।

ফিওনা নিঃশ্বাস আটকে তার প্রতিক্রিয়া অনুভব করছিল, শরীর শিহরিত হচ্ছিল। জ্যাসপার তার কাজ শেষ করে কিছুক্ষণ থেমে গভীর, নেশাভরা চোখে ফিওনার দিকে তাকালো, যেন তার প্রতিটি অনুভূতি বুঝতে চাইছে।

তারপর কোনো দেরি না করে আবার ফিওনার কাঁধে ও বুকে চুমুর বন্যা বইয়ে দিলো। প্রতিটি চুম্বনে তার আবেগ, আকর্ষণ এবং গভীর ভালোবাসার প্রকাশ ঘটছিল। ফিওনার শরীরের প্রতিটি শিরা-উপশিরায় যেন সেই উষ্ণ স্পর্শের কম্পন ছড়িয়ে পড়ছিল।জ্যাসপার যেন নিজের সমস্ত সংযম হারিয়ে ফেলেছে। তার প্রতিটি পদক্ষেপে

উন্মাদনার ছাপ স্পষ্ট। ফিওনার টপসের গলার দিকের বাটনগুলো খুলতে সে হাত ব্যবহার করলো না; বরং দাঁতের সাহায্যে একে একে খুলতে লাগলো।ফিওনা নিঃশ্বাস আটকে তার প্রতিক্রিয়া অনুভব করছিল, শরীর শিহরিত হচ্ছিল। জ্যাসপার তার কাজ শেষ করে কিছুক্ষণ থেমে গভীর, নেশাভরা

চোখে ফিওনার দিকে তাকালো, যেন তার প্রতিটি অনুভূতি বুঝতে চাইছে। তারপর কোনো দেরি না করে আবার ফিওনার কাঁধে ও বুকে চুমুর বন্যা বইয়ে দিলো। প্রতিটি চুম্বনে তার আবেগ, আকর্ষণ এবং গভীর ভালোবাসার প্রকাশ ঘটছিল। ফিওনার শরীরের প্রতিটি শিরা-উপশিরায় যেন সেই উষ্ণ স্পর্শের কম্পন ছড়িয়ে পড়ছিল।ফিওনাও

যেন নিজের ভেতরের সমস্ত বাধা ভেঙে দিয়েছে। জ্যাসপারের গলায় নরম ঠোঁট রেখে গভীর লাভ বাইট দিলো, যেন নিজের উপস্থিতি তার ওপর অমর করে রাখতে চায়। জ্যাসপারের শার্টটা হাতে টেনে ফাটিয়ে একদম খুলে ফেলল। তারপর ধীরে ধীরে জ্যাসপারের প্রশস্ত বুকে নিজের ঠোঁটের ছোঁয়া দিলো। সেই উষ্ণ চুমু জ্যাসপারের

গলা থেকে শুরু হয়ে ধীরে ধীরে নেমে এলো তার পেট পর্যন্ত। প্রতিটি স্পর্শ যেন তাদের ভেতরের টান আরও বাড়িয়ে তুলছিল। জ্যাসপার পুরোপুরি আবেশে ডুবে গিয়েছিল। চোখ বন্ধ করে, ফিওনার প্রতিটি চুম্বনের প্রতিক্রিয়া অনুভব করছিল। এক হাত দিয়ে ফিওনার মাথার পেছনের চুল মুঠো করে ধরে রেখেছিল, যেন এই মুহূর্তে তাকে

আরও কাছে টেনে আনতে পারে। এ এক আবেগময় মুহূর্ত, যেখানে শুধু ভালোবাসা আর আকর্ষণের উত্তাল স্রোত বইছিল।

জ্যাসপারের শরীর উত্তে*জনার তীব্র স্রোতে ভেসে যাচ্ছিল, তবুও সে বুঝতে পারলো যে এই মুহূর্তে ফিওনার ক্ষতি হতে পারে। ফিসফিস করে বললো,”হামিংবার্ড,আমি আমার

কন্ট্রোল হারিয়েছি। প্লিজ,আমাকে বাধা দাও।”

ফিওনা তার চোখে গভীর আকাঙ্ক্ষার ঝলক দেখিয়ে জবাব দিলো,”নো,আমি এটা চাই।”

জ্যাসপার জানত, ফিওনা এখন নিজের নিয়ন্ত্রণেও নেই।পরিস্থিতি হাতের বাইরে চলে যাওয়ার আগেই সে কঠিন সিদ্ধান্ত নিল। হঠাৎ করেই ফিওনার হাতে নিজের তীক্ষ্ণ দাঁত

বসিয়ে কামড় দিলো।ব্যথায় ফিওনা আর্তনাদ করে উঠলো, হাত থেকে রক্ত বের হতে শুরু করলো।তারপর, জ্যাসপার নিজেও নিজের হাত কামড়ে রক্তাক্ত করলো।ব্যথার তীব্রতা তাদের উভয়ের মধ্যে একটা ধাক্কা এনে দিলো,যেন তাদের উত্তে*জনা মুহূর্তেই থেমে গেল। জ্যাসপার ফিওনার চোখের দিকে

তাকিয়ে বললো,”তোমার ক্ষতি আমি কখনো হতে দিতে পারি না।”

ফিওনা আহত হলেও জ্যাসপারের এই পদক্ষেপের অর্থ বুঝতে পারলো।সে হতবাক হয়ে তাকিয়ে রইলো, একদিকে তার নিজের ব্যথা,আরেকদিকে জ্যাসপারের আত্মত্যাগ—সবকিছু যেন তার হৃদয়ে গভীর ছাপ ফেললো।ভেনাস জুড়ে আজ এক মহা উৎসব।এল্ড্র রাজ্যের

আকাশে রঙিন আলোয় সাজানো বিশাল আয়োজন।উজ্জ্বল নীল,সোনালি,আর রক্তিম আলোর ঝলকানিতে চারিদিক যেন এক স্বপ্নের জগতে রূপান্তরিত হয়েছে। ড্রাগনরূপী আতশবাজি আকাশে ছড়িয়ে পড়ছে,তাদের ডানা মেলে প্রদর্শন করছে ভেনাসীয় ঐতিহ্যের মহিমা।প্রাসাদের সামনে দাঁড়িয়ে হাজার হাজার ড্রাগন প্রজা

জ্যাসপারের নামে স্লোগান দিচ্ছে। তার প্রশংসা,তার গৌরব আর তার শৌর্যের কাহিনি ছড়িয়ে পড়ছে প্রতিটি কোণে।প্রাসাদের সিংহাসন কক্ষকে সাজানো হয়েছে দৃষ্টিনন্দনভাবে। সোনালি আর রক্তিম মণির খচিত ঝাড়বাতি থেকে আলো ঠিকরে পড়ছে বিশাল হলের দেয়ালে।মাঝখানে বিশাল এক সিংহাসন,যা সাদা ক্রিস্টাল আর গাঢ়

নীল ড্রাগনশিল্পে খোদাই করা। সিংহাসনের দু’পাশে ড্রাগনের ডানা প্রসারিত মূর্তি দাঁড়িয়ে আছে,যেন জ্যাসপারের প্রহরী।সিংহাসনের উপরে এল্ড্র রাজ্যের প্রতীক—এক সোনালি ড্রাগন মুকুট মাথায়।

জ্যাসপার বসে আছে সিংহাসনে।তার চেহারায় বিজয়ের গর্ব আর কিছুটা ক্লান্তি।তার পরনে ড্রাগনের প্রতিচ্ছবিযুক্ত গভীর নীল আর কালো

রঙের ব্লেজার সুট,যা তার শক্তি আর মর্যাদার প্রতীক।সুটের উপরে খচিত সোনালি ড্রাগনের প্রতীক যেন তার রক্তের শক্তির প্রতিনিধিত্ব করছে। তার কাঁধের ওপর দিয়ে লাল আর সোনালি রঙের একটি ভারি কেপ ঝুলছে,যা তার রাজকুমারের মতো ভাবমূর্তি আরও বাড়িয়ে তুলেছে।তার গলায় রয়েছে সোনার তৈরি চেন,যার মধ্যে রয়েছে এল্ড্র রাজ্যের প্রতীক।

তার চুল নিখুঁতভাবে ব্রাশ করা,চোখে কঠোর অথচ গভীর এক দৃষ্টি।হাতে তার প্রিয় ড্রাগনচর্ম খচিত আংটি,যা তার আভিজাত্য এবং শাসকের ক্ষমতার ইঙ্গিত দেয়।তার গলার ট্যাটু আর কানের দুলটা জলজল করছে।

রাজ্যের প্রাসাদের বাইরে বিশাল উৎসব চলছে।মেঘের উপর তৈরি আলোকিত পথ ধরে ভেসে বেড়াচ্ছে

বিভিন্ন ড্রাগন আকৃতির আকাশযান। মাটিতে প্রজারা সুরে সুরে গাইছে জ্যাসপারের জয়গান। ড্রাগনের ডানার মতো করে তৈরি করা মঞ্চে নাচছে ড্রাগন নর্তকীরা,তাদের হাতে আলো ঝলমলে ফ্লেম ল্যান্স।জ্যাসপার সিংহাসনে বসে সবার দিকে নির্লিপ্ত দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে।তার মনে পৃথিবীর কথা,তার হামিংবার্ডের কথা।কিন্তু বাইরের এই

উল্লাসে,ভেনাসের প্রতি তার দায়িত্ব তাকে ভুলতে দিচ্ছে না নিজের অবস্থান।

তবে তার চোখের কোণে এক মুহূর্তের জন্য যেন একটা ঝিলিক দেখা গেলো।হয়তো ফিওনার কথা ভেবে,হয়তো নিজের আসন্ন ভবিষ্যতের অজানা যু*দ্ধের কথা ভেবে। তবে এই মুহূর্তে, পুরো ভেনাস জুরে একটাই সুর

—“জ্যাসপার,এল্ড্র রাজ্যে আর পুরো ভেনাসের গৌরবময় রাজপুত্র।”

জ্যাসপারের ডান পাশে একটি আর বাম পাশে আরো একটি সিংহাসন,একে অপরের পাশে সমান দূরত্বে স্থাপিত। প্রতিটির নির্মাণেই ফ্যান্টাসির অনন্য শিল্পকর্ম। মাঝখানের সিংহাসনটি সবসময় জ্যাসপারের জন্য নির্ধারিত,যা তার রাজপুত্রের মর্যাদা এবং ক্ষমতার

প্রতীক।সিংহাসনের পাশে ছোট ছোট ড্রাগনের খোদাই করা লতাপাতার মতো কারুকাজ, যা জ্যাসপারের শক্তি আর শৃঙ্খলার প্রতীক। তার ঠিক পাশে, বামে এবং ডানে বসেছে ড্রাকোনিস এবং এথিরিয়ন।

ড্রাকোনিসের সিংহাসনটি গভীর সবুজ এবং কালো রঙে খচিত, যা তার অভিজ্ঞতা ও রাজ্যের জ্ঞানী অভিভাবকের ভূমিকার পরিচায়ক।

এর নিচের অংশে ড্রাগনের আঁচড়ের মতো খোদাই করা লতাপাতা ও সোনালি মণির আলোকছটা যেন তার প্রজ্ঞাকে প্রতিফলিত করছে। ড্রাকোনিস বসে আছে গাঢ় সবুজ পোশাকে,যা তার ব্যক্তিত্বের শোভা আরও বাড়িয়ে তুলেছে।এথিরিয়নের সিংহাসনটি সাদা আর রূপালি রঙে খচিত, তার উদ্যমী এবং যুবাকালের প্রতীক। এর পেছনে ড্রাগনের ডানা

মেলে ধরা অবস্থায় খোদাই করা হয়েছে,যেন সে ভবিষ্যৎকে আকর্ষণ করছে।এথিরিয়ন পরেছে এক ঝলমলে রূপালি পোশাক,যা তার প্রাণশক্তি আর উজ্জ্বলতার প্রতিনিধিত্ব করে।

তিনটি সিংহাসন কক্ষের মাঝখানে এমনভাবে স্থাপন করা হয়েছে,যেন তারা একসঙ্গে রাজ্যের কেন্দ্রবিন্দু। তবে জ্যাসপারের মাঝখানের

সিংহাসনটি সবসময় তাকে কেন্দ্র করে তৈরি, তর সিদ্ধান্ত,তার শাসনই এল্ড্র রাজ্যের ভবিষ্যৎ নির্ধারণ করে। উৎসবের মুহূর্তে ড্রাকোনিস এবং এথিরিয়ন নিজেদের সিংহাসনে বসে সন্তুষ্ট দৃষ্টিতে চারপাশের উল্লাস দেখছে।কিন্তু জ্যাসপারের চোখে দেখা যায় এক ধরণের শূন্যতা।সে মাঝে মাঝে পাশে বসা ড্রাকোনিস ও এথিরিয়নের দিকে তাকায়, যেন

কিছু বলতে চায়।তবে তার ঠোঁট থমকে যায়,আর মন চলে যায় পৃথিবীর দিকে,ফিওনার চিন্তায়।

এত আলোকছটার মাঝেও, এত সাফল্যের ভিড়েও, জ্যাসপারের সিংহাসন যেন একাকিত্বের সুরে মগ্ন। তবে তার পাশের দুটি সিংহাসনে বসা ড্রাকোনিস ও এথিরিয়ন তার শক্তি আর রক্ষার আশ্বাস হয়ে আছে।রাজ্যের সম্মানিত

রাজারাও একত্রে বসেছেন বিশাল হলে, যার চারপাশে খোদাই করা ড্রাগনের প্রতিকৃতি যেন তাদের ঐতিহ্যের গর্ব বহন করছে।

জ্যাসপার তার সিংহাসনে বসে আছে,তার মুখ গম্ভীর,কিন্তু আত্মবিশ্বাসী।এথিরিয়ন তার ডান দিকে শান্তভাবে বসে আছে, চোখেমুখে লজ্জা এবং স্মৃতির ছাপ।

ড্রাকোনিস বাঁ দিকে বসে প্রজাদের শান্ত করার চেষ্টা করছেন।

জ্যাসপার ধীরে ধীরে উঠে দাঁড়ালেন। তার শক্ত গলা পুরো হলে প্রতিধ্বনিত হলো:

“আমার প্রিয় প্রজা এবং সম্মানিত রাজারা,আজকের দিনটি আমাদের জন্য আনন্দের,কারণ আমরা আমাদের আপনজন এথিরিয়নকে ফিরে পেয়েছি।কিন্তু তার এই

বন্দিত্বের গল্পটি সহজ নয়।আমি আপনাদের সেই গল্প বলার জন্য প্রস্তুত।”পুরো হল নিস্তব্ধ হয়ে গেল।

জ্যাসপার শুরু করলেন:“পৃথিবীর মানুষের লোভ আর বিজ্ঞানীর নির্লজ্জ গবেষণার শিকার হয়েছিল এথিরিয়ন।

এথিরিয়নের পৃথিবীতে যাত্রা এবং বন্দিত্বের গল্প (ফ্ল্যাশব্যাক)

এথিরিয়ন ধীরে ধীরে উঠে দাঁড়াল। প্রজাদের সামনে তার উপস্থিতি শক্তিশালী,কিন্তু চোখের গভীরে ক্লান্তি আর দুঃখের ছাপ স্পষ্ট।পুরো হল নিস্তব্ধ।সবাই তার কণ্ঠ শোনার অপেক্ষায়।

“আমি কেন পৃথিবীতে গিয়েছিলাম?”এথিরিয়ন নিজের দিকে তাকিয়ে এক গভীর শ্বাস নিল।

“আমি গিয়েছিলাম একটি সংকেতের সন্ধানে।একটি প্রযুক্তিগত সংকেত,যা আমাদের এল্ড্র রাজ্যের যোগাযোগ ব্যবস্থাকে ব্লক করে রেখেছিল। আমার বিশ্বাস ছিল এটি এল্ড্রের নিরাপত্তার জন্য হুমকি।কিন্তু সেটি ছিল একটি ফাঁদ।”

এথিরিয়ন আরও বলল,“ওই সংকেতটি পৃথিবীর বিজ্ঞানীদের তৈরি করা একটি অত্যাধুনিক

ডিভাইস থেকে আসছিল, যা ভেনাসের সিগন্যাল শনাক্ত করতে সক্ষম।ড্রাগনের শক্তির প্রতি মানুষের লোভ কখনোই নতুন কিছু নয়।ওয়াং লি এবং মিস্টার চেন শিং—পৃথিবীর সবচেয়ে চালাক বিজ্ঞানী এবং প্রযুক্তি উদ্ভাবকরা সেই সংকেত পাঠিয়ে আমাদের মনোযোগ আকর্ষণ করেছিল।তাদের লক্ষ্য ছিল একটাই—আমাদের ড্রাগনশক্তি দখল করা।”

এথিরিয়ন ফ্ল্যাশব্যাকে ফিরে গেল।

“আমি পৃথিবীতে পৌঁছানোর পরই বুঝতে পারি এই সংকেতটি উদ্দেশ্যপ্রণোদিত।তারা এমন একটি অঞ্চল নির্বাচন করেছিল,যা ছিল প্রযুক্তি এবং অস্ত্র দিয়ে সুরক্ষিত। ওয়াং লি এবং চেন শিং মিলে এমন একটি ফাঁদ তৈরি করেছিল,যা ড্রাগনের শারীরিক শক্তিকে সাময়িকভাবে নিষ্ক্রিয় করতে পারে।

একটি ইলেক্ট্রোম্যাগনেটিক পালস (EMP) ডিভাইস আমার চারপাশে সক্রিয় হয়ে যায়।”

সে থেমে গেলো। প্রজাদের চোখে বিস্ময়।

এথিরিয়ন ব্যাখ্যা করলেন,“তাদের ডিভাইসে এমন একটি ফ্রিকোয়েন্সি ব্যবহার করা হয়েছিল, যা আমাদের ড্রাগনশক্তিকে দুর্বল করতে সক্ষম। আমার ডানাগুলো এক মুহূর্তে অবশ

হয়ে গেল।আমি পড়ে গেলাম তাদের ল্যাবে।তারা আমাকে একটি অত্যন্ত সুরক্ষিত টেস্ট চেম্বারে বন্দি করেছিল,যা তৈরি ছিল গ্রাভিটোনিয়াম ধাতু দিয়ে। এটি এমন একটি উপাদান,যা আমাদের ড্রাগনশক্তিকে সম্পূর্ণভাবে শোষণ করতে পারে।”

“ওয়াং লি আর চেন শিং চেয়েছিল আমাদের ডিএনএ এবং ক্ষমতা

বিশ্লেষণ করতে। তারা আমাকে বিভিন্ন পরীক্ষা-নিরীক্ষার জন্য ব্যবহার করেছিল।আমার শরীর থেকে সেলুলার নমুনা নিয়ে তারা মানুষের শরীরে আমাদের ক্ষমতা স্থানান্তর করার চেষ্টা করছিল। এই গবেষণার মূল লক্ষ্য ছিল সুপারহিউম্যান তৈরি করা।কিন্তু আসলেই তাদের গোপন লক্ষ্য ছিল অন্য কিছু।”

এথিরিয়ন কঠিন কণ্ঠে বলল,“ওয়াং লির আসল লক্ষ্য ছিল অমরত্ব।সে আমার ড্রাগন শক্তিকে ব্যবহার করে তার শরীরকে এমনভাবে পরিবর্তন করতে চেয়েছিল,যা তাকে মৃত্যুহীন করে তুলবে। কিন্তু চেন শিং শুধু বিজ্ঞান এবং শক্তির প্রতি আগ্রহী ছিল।তার লোভ এবং উচ্চাকাঙ্ক্ষা আমাদের জন্য বিপজ্জনক হয়ে উঠেছিল।”

এথিরিয়ন থেমে গেল। তার চোখে লজ্জার ছাপ।

“আমি তখন এতটাই দুর্বল ছিলাম যে পালানোর কোনো উপায় ছিল না। তাদের অত্যাধুনিক প্রযুক্তি আমার সমস্ত ক্ষমতা শোষণ করছিল। কিন্তু ঠিক তখনই জ্যাসু ভাইয়া পৃথিবীতে এসে আমাকে মুক্ত করার জন্য তাদের ল্যাব ধ্বংস করেছিল।সে আমার শক্তি ফিরিয়ে

দিয়েছিল এবং আমাদের রাজ্যের জন্য আমাকে জীবিত ফিরিয়ে এনেছে।”

সারা হলে শূন্যতা। প্রত্যেকে শুনে স্তব্ধ। জ্যাসপার সিংহাসনে বসে এথিরিয়নের কথা শেষ হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করল। তারপর উঠে বলল,”এটি শুধু একটি গল্প নয়,এটি আমাদের জন্য সতর্কতা।পৃথিবীর মানুষের লোভ এবং তাদের প্রযুক্তি

আমাদের জন্য হুমকি হতে পারে। আমাদের আরও শক্তিশালী হতে হবে এবং আমাদের রাজ্যকে আরও সুরক্ষিত করতে হবে।”ড্রাকোনিস ধীর,গভীর কণ্ঠে বলল,

“তারা এথিরিয়নকে কোথায় বন্দি করেছিল,তা খুঁজে বের করতে আমাদের এক বছর লেগে গিয়েছিল।এর কারণ ছিল তাদের ব্যবহৃত একটি অত্যাধুনিক

ডিভাইস,যা শুধু এথিরিয়নের উপস্থিতি গোপন করেই রাখেনি,বরং আমাদের প্রযুক্তিগত সিস্টেমেও বিভ্রান্তি সৃষ্টি করেছিল।”

ড্রাকোনিস কথা চালিয়ে গেল,

“তাদের ডিভাইসটি ছিল একটি ‘সিগন্যাল ডিসপারসাল ফিল্ড’।এটি এমনভাবে ডিজাইন করা হয়েছিল যে, এথিরিয়নের শরীর থেকে নির্গত কোনো শক্তি বা তরঙ্গ ভেনাসের

যোগাযোগ সিস্টেম দ্বারা শনাক্ত করা সম্ভব ছিল না।তারা এই ডিভাইসটি তার বন্দিশালার চারপাশে সক্রিয় করে রেখেছিল,যা আমাদের সমস্ত অনুসন্ধানকে ভুল পথে পরিচালিত করত।”

ড্রাকোনিস নিজের হাত মুঠো করে বলল,

“আমরা যখন একটি দুর্বল সংকেত শনাক্ত করলাম,তখন তা বিশ্লেষণ

করতে এবং সঠিক লোকেশন চিহ্নিত করতে দীর্ঘ সময় লেগে গেল।কিন্তু তারা এতটাই চালাক ছিল যে, সিগন্যালটি প্রতি ৪৮ ঘণ্টা পরপর তার অবস্থান পরিবর্তন করত।এটি তাদের মূল চেম্বারের অবস্থান গোপন রাখার কৌশল ছিল।”

ড্রাকোনিস এবার কিছুটা গর্বের সঙ্গে বলল,“তবে শেষ পর্যন্ত,আমাদের

ভেনাসের বিজ্ঞানীদের প্রযুক্তি এবং আমার পুত্র জ্যাসপারের ধৈর্য এই সমস্যার সমাধান করল।জ্যাসপার ব্যক্তিগতভাবে একটি প্রোটোটাইপ ডিভাইস তৈরি করেছিল,যা সিগন্যাল ডিকোড করতে সক্ষম।সেই ডিভাইসটি আমাদের চূড়ান্ত লোকেশন খুঁজে পেতে সাহায্য করেছিল।

ড্রাকোনিস থেমে এথিরিয়নের দিকে তাকাল।

“জ্যাসপার যখন পৃথিবীতে পৌঁছেছিলো,তখনও দেরি হয়ে গিয়েছিল। ওরা ইতোমধ্যে এথিরিয়নের শক্তি চুরি করার বেশ কিছু পরীক্ষা চালিয়েছিল।”

জ্যাসপার এবার হালকা হাসল।“ওদের সিস্টেম ধ্বংস করতে আমাকেও বেশ বেগ পেতে

হয়েছিল।আমি পৃথিবীর বিদ্যমান প্রযুক্তি এবং ভেনাসিয়ান প্রযুক্তির মিশ্রণে তৈরি একটি ইলেক্ট্রোম্যাগনেটিক পালস ডিভাইস ব্যবহার করি,যা তাদের সুরক্ষা ব্যবস্থা ধ্বংস করে দেয়।সেই ল্যাব পুরোপুরি ভেঙে ফেলতে এবং এথরিয়নকে মুক্ত করতে পুরো এক রাত লেগেছিল।”

প্রজারা বিস্মিত হয়ে শুনছিল। তাদের চোখে জ্যাসপারের প্রতি কৃতজ্ঞতার ছাপ।

ড্রাকোনিস শেষ কথায় বলল,

“তাদের তৈরি প্রযুক্তি আমাদের জন্য বড় সতর্কবার্তা।এই ঘটনা আমাদের দেখিয়েছে,পৃথিবীর মানুষ আমাদের শক্তি চুরি করার জন্য কতটা দূর পর্যন্ত যেতে পারে।এখন সময় এসেছে আরও উন্নত প্রযুক্তি এবং

প্রতিরক্ষার ব্যবস্থা করার।”গভীর রাত্রি।উৎসবের আমেজ ধীরে ধীরে মিলিয়ে গেছে। এল্ড্র রাজ্যের রাজকুমার জ্যাসপার এখন বিশাল ল্যাবরেটরির কেন্দ্রীয় ঘরে বসে।তার চারপাশে থারিনিয়াস, এথিরিয়ন,এবং আলবিরা—সবাই ভেনাসের শক্তি এবং পৃথিবী থেকে আনা উপাদান নিয়ে গবেষণায় ব্যস্ত। ভেনাসিয়ান

প্রযুক্তির আলোতে পুরো ঘরটি রহস্যময় ঝলমল করছে।

জ্যাসপার নিজের এক্সিকিউটিভ চেয়ারে হেলান দিয়ে আকাশমুখী তাকিয়ে ছিল।তার সামনে একটি হোলো স্ক্রিনে এল্ড্র রাজ্যের নতুন প্রযুক্তির ব্লুপ্রিন্ট ভাসছে।তবে তার চোখে ছিল ক্লান্তির ছাপ।সারা রাত গবেষণা,দায়িত্বের বোঝা,আর

পৃথিবীর স্মৃতিগুলো তাকে এক মুহূর্তের জন্যও শান্তি দেয়নি।

হঠাৎ জ্যাসপারের স্মার্ট ঘড়ি থেকে মৃদু সিগন্যাল এল।স্ক্রিনে একটি চিহ্ন ভেসে উঠল—ফিওনার লকেট অ্যাক্টিভেট হয়েছে।জ্যাসপারের ঠোঁটের কোণে এক অদ্ভুত হাসি ফুটে উঠল।তার সমস্ত চিন্তা আর ক্লান্তি যেন মুহূর্তেই উধাও হয়ে গেল।

লকেটের সিগন্যাল মানে একটাই—ফিওনা তাকে মিস করছে।

সে ফিসফিস করে বলল,

“আমার হামিংবার্ড... এতো রাতেও আমাকে মনে করছে।”

গবেষণা রাজ্যের দায়িত্বপালনের কারণে সে ফিওনার সাথে কথা বলতে পারবে না।ইমেল পাঠানো বা অন্য কোনো উপায়ে যোগাযোগ করাও সম্ভব নয় এখন।কিন্তু

লকেটের স্পর্শ মানেই ছিল তার হৃদয়ের সঙ্গে ফিওনার অনুভূতির সংযোগ। ফিওনা যদি লকেটটি স্পর্শ করে,তার মানে সে জ্যাসপারকে অনুভব করছে,মিস করছে।

জ্যাসপার একটি দীর্ঘ নিঃশ্বাস নিল।

“এটাই আমার কাছে যথেষ্ট,”সে মনে মনে বলল।

তাকে সরাসরি কিছু বলতে না পারলেও,এই ছোট্ট সিগন্যালই যেন

পৃথিবীর সাথে তার সমস্ত সম্পর্ক পুনরুজ্জীবিত করে।

সে ঘড়ির স্ক্রিনে এক মুহূর্তের জন্য ফিওনার নামটি দেখে নিঃশব্দে চোখ বন্ধ করল।যত কঠিন কাজই সামনে থাকুক, এই ছোট্ট মুহূর্তটিই তার হৃদয়ে শান্তি নিয়ে এলো।ডাইনিং টেবিলের ওপর সাজানো ছিল নানা রকম খাবার—চাইনিজ নুডলস,ডাম্পলিংস,আর গ্র্যান্ডপার

প্রিয় স্যুপ।কিন্তু ফিওনার মন নেই কোনো কিছুতেই।চামচ দিয়ে অন্যমনস্কভাবে স্যুপ নাড়ছে।চোখের নিচে গাঢ় কালি পড়ে গেছে,চুলগুলো এলোমেলো।জ্যাসপার চলে যাওয়ার তিন দিন হয়ে গেল,কিন্তু মনে হচ্ছে যেন তিন বছর পার হয়ে গেছে।

তারপর ধীরে ধীরে উঠে জানালার পাশে গিয়ে বসে পড়ল। ঘরের বাইরে রঙিন বাতি জ্বলছে,কিন্তু

ফিওনার মনে কেবল সেই এক আলো—সন্ধ্যাতারা,যেটি এখন ভেনাসের প্রতীক তার জন্য।

সে জানালার বাইরে তাকিয়ে নিজেকেই বলল,“তুমি কি জানো,প্রিন্স?প্রতিদিন এই তারা দেখে তোমাকে খুঁজে ফিরি।তুমি বলেছিলে ভেনাসই তোমার রাজ্য। তবে আজ মনে হয় সেই রাজ্যের একটা অংশ আমার হৃদয়ে আছে।”

তারা ঝিকিমিকি করতে থাকে। ফিওনার মনে পড়ে জ্যাসপারের কথা —তার হাসি,তার স্পর্শ,তার চোখের সেই গভীরতা,আর তার মুখে সেই ভালোবাসার নাম—”হামিংবার্ড।”

গভীর রাত হয়ে আসছে।কিন্তু ফিওনা জানালা ছেড়ে উঠতে পারছে না।বাতাসে জ্যাসপারের সেই পারফিউমের মৃদু ঘ্রাণ যেন ভেসে

আসে।লকেটটা ধরে সে ফিসফিস করে বলল,

“প্রিন্স,তুমি কি আমাকে শুনতে পাচ্ছো?আমি জানি,হয়তো পারছো না।কিন্তু আমি জানি,তুমি আমায় অনুভব করতে পারছো।”তার চোখের কোণ ভিজে উঠল,কিন্তু ভেতর থেকে এক ধরনের শক্তি অনুভব করল।সেই সন্ধ্যাতারা যেন তাকে সান্ত্বনা দিচ্ছে।তার মনের

প্রিন্স হয়তো দূরে,কিন্তু তার ভালোবাসা ঠিক এই পৃথিবীতেই রয়ে গেছে।

মিস্টার চেন শিং চুপচাপ বসে আছেন তার স্টাডি রুমে।তার টেবিলের ওপর ছড়িয়ে আছে নানা গবেষণার নোট,আর তার হাতের মাঝে একটা ছোট ছবি—ছোটবেলার ফিওনার। ফিওনার বর্তমান অবস্থাটা তার হৃদয় ভেঙে দিচ্ছে।সে জানে,

তার নাতনি কেন এত দিশেহারা। কারণটা যে জ্যাসপার,তা তার কাছে আর অজানা নয়।

সেদিন যখন ফিওনা বাড়িতে ঢুকেই গ্র্যান্ডপাকে দেখেছিল, তাদের দুজনেই যেন কত বছরের কষ্ট ভুলে কেঁদেছিল। ফিওনার চোখের জল দেখে মিস্টার চেন শিংয়ের মনে হয়েছিল,এই মেয়েটা কেবল একমাত্র মানুষ যার কারনেই মিস্টার চেন শিং

এখনো বেঁচে আছে। এই মেয়েটা ছাড়া তার যে পৃথিবীতে আর কেউ নেই।প্রিয় নাতনীকে দেখে সে এতোটা আনন্দিত হয়েছিলো যা হয়তো কোনো ভাষায় প্রকাশ করা যাবেনা।কিন্তু মিস্টার চেন শিং একটাই কথা লুকিয়ে রেখেছে—তিনি এতদিন ধরে জ্যাসপারের ল্যাবের ছিলন,একদম কাছ থেকে সবকিছু পর্যবেক্ষণ করেছিলন।

পরের দিনের জন্য প্রস্তুতি চলছে। মিস্টার চেন শিং আগামীকাল ফিওনাকে নিয়ে হসপিটালে যাবেন মিস ঝাংকে আনতে।তিনি জানেন,মিস ঝাং ফিরলে ফিওনার মনের ভার কিছুটা হলেও কমবে।

তিনি ফিওনাকে বললেন,“ফিওনা,কাল থেকে তুমি ভার্সিটিতে ফিরে যাবে।জীবন থেমে

থাকে না,মাই লিটল এনেজল।তুমি পড়াশোনায় মন দাও।”

ফিওনা অন্যমনস্ক ভঙ্গিতে মাথা নাড়ল।তার চোখে এখনো সন্ধ্যাতারার প্রতিচ্ছবি।মিস্টার চেন শিং চিন্তিত হলেও জানেন,ফিওনা সময়ের সঙ্গে তার মন শক্ত করবে।

মিস্টার চেন শিং মনে মনে ভাবলেন, “আমি জানি, জ্যাসপার আর ফিওনার সম্পর্কটা সহজ নয়। কিন্তু

আমি চাই না,ফিওনা আর কষ্ট পাক। কাল থেকে আমি ফিওনার জীবনে নতুন অধ্যায় শুরু করার জন্য তাকে সাহায্য করব।”

এটা ভেবে তিনি তার চশমাটা খুললেন,চেয়ারে হেলান দিলেন। আগামীকাল নতুন এক দিন আসবে, আর সেই দিন যেন তার নাতনির জন্য একটা নতুন আশার বার্তা নিয়ে আসে।ফিওনা আজ প্রায় দুই মাস

পর পিকিং ইউনিভার্সিটিতে ফিরে এসেছে।এতদিন পর ইউনিভার্সিটির পরিচিত পরিবেশে পা রাখতেই তার মনে হালকা একটা আনন্দের ঢেউ খেলে গেলো।পিকিং ইউনিভার্সিটির সেই বড় গেট, সাজানো-গোছানো বাগান,আর এদিক-ওদিক ছুটে বেড়ানো ছাত্রছাত্রীদের চঞ্চলতা দেখে তার ভেতরের ভার কিছুটা হলেও কমে গেল।ক্লাস বিল্ডিংয়ের সামনে

পৌঁছে ফিওনা কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে রইল।জানালা দিয়ে ক্লাসের ভেতরের চেনা পরিবেশটা দেখল।ধীরে ধীরে ক্লাসের দরজার সামনে যেতেই তার দুই প্রিয় বান্ধবী, লিন আর লিয়া, ফিওনাকে দেখে অবাক হয়ে থমকে গেলো

লিন হঠাৎ বলল,

“ফিওনা! তুই... তুই সত্যিই ফিরে এসেছিস? এতদিন কোথায় ছিলি তুই?”

লিয়া তাড়াতাড়ি কাছে গিয়ে ফিওনার হাত ধরে বলল,

“আমরা ভেবেছিলাম তুমি আর ফিরবে না।তুমি কতদিন ধরে আমাদের মেসেজের কোনো রিপ্লাই দাওনি।আমরা তো ভেবেছিলাম,তুমি বড় কোনো সমস্যায় পড়েছ!ফিওনা

হালকা হাসল। তার চোখে এখনো একধরনের ক্লান্তি, কিন্তু তার ভেতর একটা অদ্ভুত শান্তিও।সে বলল,

“আমি ঠিক আছি।কিছু পারিবারিক বিষয় নিয়ে ব্যস্ত ছিলাম তাই গ্রিসে যেতে হয়েছিলো।কিন্তু এখন সব ঠিক আছে। তোমাদের সবাইকে মিস করেছি অনেক।”

লিন আর লিয়া একে অপরের দিকে তাকিয়ে ফিসফিস করে

বলল,”ফিওনার চোখ-মুখে যেন কিছু বদলে গেছে।সে আগের মতো নেই।”

কিন্তু তারা আর কিছু না বলে ফিওনাকে নিয়ে ক্লাসের ভেতরে ঢুকে গেল।ক্লাসে ঢুকতেই ফিওনার মনে হল,যেন সে তার পুরোনো জীবনে ফিরে এসেছে।কিন্তু তার হৃদয়ের গভীরে জ্যাসপারের স্মৃতির ছায়া এখনো স্পষ্ট।পিকিং

ইউনিভার্সিটির এই সেমিস্টারে ফিওনার ইলেকটিভ কোর্স হিসেবে ছিল ‘Environmental Geography’। যদিও সে মূলত সায়েন্স স্টুডেন্ট, তবে এই কোর্সটা বেছে নিয়েছিল নিজের আঁকায় প্রকৃতির প্রভাব আর পরিবর্তনগুলো বুঝে নিতে।আজ ক্লাসরুমে ভুগোলের এই ক্লাস চলছে। অধ্যাপক ব্ল্যাকবোর্ডে সৌরজগতের

গ্রহগুলো নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করছেন। ভেনাস নিয়ে কথা বলার সময় ক্লাসরুমে একধরনের উত্তেজনা তৈরি হয়।সবাই মনোযোগ দিয়ে শুনছে,কিন্তু ফিওনার মন যেন কোথাও হারিয়ে গেছে।

সে নিজের বইয়ের পাতা খুলে ভেনাসের চিত্রের দিকে তাকিয়ে থাকে।ছবির ওপর তার আঙুল বুলিয়ে মৃদু হাসে। তার মনের কোণে

একটাই ভাবনা— “জ্যাসপার এখানেই আছে।”

ভেনাসের পৃষ্ঠের অজস্র রহস্যময় পাহাড়,উপত্যকা আর আগ্নেয়গিরির ছবি দেখে ফিওনা নিজের মনের মধ্যে খুঁজে বের করার চেষ্টা করে,জ্যাসপারের রাজ্যটা ঠিক কোথায়।

“এটা কি এল্ড্র রাজ্যের পাহাড়?”সে অজান্তেই চিত্রের একটি অংশে

আঙুল রেখে ফিসফিস করে বলল “হয়তো এই জায়গাটা।এখানে নিশ্চয়ই আমার প্রিন্সের সিংহাসন আছে।”

তার এই অদ্ভুত আচরণ লক্ষ্য করে পাশে বসা লিয়া কৌতূহল নিয়ে ফিসফিস করে জিজ্ঞেস করল,

“ফিওনা,তুমি কী দেখছো এতো মনোযোগী হয়ে?”

ফিওনা হঠাৎ বাস্তবে ফিরে এল।লিয়া হাসি চাপার চেষ্টা করে বলল,”দেখে মনে হচ্ছে তুমি তো ভেনাস নিয়ে একেবারে মুগ্ধ!এমন কোনো রাজপুত্র খুঁজে পাওনি তো সেখানে?” ফিওনা লাজুকভাবে মাথা নীচু করল। তার ঠোঁটের কোণে এক চিলতে হাসি ফুটে উঠল,কিন্তু সে কিছু বলল না।লিয়ার মজা করার শব্দ ফিওনার

কানে এলেও,তার মন তখনো ভেনাসের আকাশে ভেসে বেড়াচ্ছে। ফিওনার গলার লকেটটি আজ বেশ উজ্জ্বলভাবে চকচক করছিল।ক্লাসের আলোয় সেটি আরও আকর্ষণীয় লাগছিল। লিন আর লিয়া প্রথম থেকেই ফিওনার লকেটটি লক্ষ্য করেছিল।

ক্লাসের বিরতির সময় লিয়া ফিওনার পাশে বসে জিজ্ঞেস করল,"এই

লকেটটা এত সুন্দর! তুমি কোথা থেকে পেলে?”লিনও আগ্রহ নিয়ে বলল,

“হ্যাঁ,ফিওনা! এত ইউনিক ডিজাইন,আমি এরকম আগে কখনো দেখিনি।এটা কি কোনো স্পেশাল গিফট?”

ফিওনা লকেটটি আঙুল দিয়ে ছুঁয়ে মৃদু হাসল। তার মনে ভেসে উঠল জ্যাসপারের কথা,যে তাকে এই

লকেটটি দিয়েছিল।লকেটটির ভেতরে ছিল ছোট্ট একটি গোপন টাচ প্যাড,যা শুধু ফিওনার স্পর্শেই সক্রিয় হবে।

ফিওনা ধীরে ধীরে বলল,

“হ্যাঁ,এটা একটা গিফট।খুব স্পেশাল একজন দিয়েছে।”

লিন হেসে বলল,

“ওহ! তাহলে এটা নিশ্চয়ই তোর প্রিন্স চার্মিংয়ের কাছ থেকে পেয়েছিস?”

লিয়া ঠাট্টা করে বলল,

“প্রিন্স চার্মিং?না কি ভেনাসের কোনো রাজপুত্র?”

ফিওনা তাদের হাসির সঙ্গে মিশে গেল,কিন্তু তার চোখে-মুখে এক ধরনের অনাবিল শান্তি খেলা করছিল। সে জানত,তার এই লকেট

শুধু একটি গিফট নয়;এটি তার আর জ্যাসপারের ভালোবাসার চিহ্ন।

কথার মাঝেই লিয়া আবার বলল,“সত্যি করে বলো,ফিওনা। আমরা জানি তোমার জীবনে কেউ আছে।এতো সুন্দর লকেট প্রিয় মানুষ ছাড়া কেউ দিতে পরেনা।”

ফিওনা মৃদু হেসে লকেটটা ধরে বলল,

“হয়তো তোমরা সঠিক।তবে প্রিন্স চার্মিং কোথায় থাকে,সেটা বলা যাবে না।”

লিন আর লিয়া তখন আর কোনো কথা বলল না,শুধু পরস্পরের দিকে তাকিয়ে মুচকি হাসল।তাদের মনে তখনো রহস্যটা উন্মোচন করার চেষ্টা চলছিল।পেরিয়ে গেছে অনেকটা সময়।দুই মাস ধরে ভার্সিটি এবং পড়াশোনার প্রতি ফিওনার কোনো

মনোযোগই ছিল না। আজ রেজাল্ট বের হতে তার মনের ভেতর যে ভয় ছিল, সেটাই বাস্তবে রূপ নিল। খাতায় তার নাম্বার দেখে নিজের চোখকেও যেন বিশ্বাস করতে পারছিল না।

লিন আর লিয়া তার এই অবস্থা দেখে বুঝতে পারছিল যে ফিওনার জীবনে কিছু একটা গভীরভাবে প্রভাব ফেলেছে।

লিন জিজ্ঞেস করল,”ফিওনা,তুই না ! কতো ভালো স্টুডেন্ট ছিলি,এতোটা খারাপ রেজাল্ট এটা কীভাবে সম্ভব?”

লিয়া যোগ করল,”তোমার কিছু একটা হয়েছে,ফিও।প্লিজ আমাদের বলো,আমরা তো তোমার প্রিয় বন্ধু।”

কিন্তু ফিওনা কিছুই বলল না।শুধু ম্লান হাসি দিয়ে বলল,“কিছু না তোমার এতো ভেবো না আমাকে

নিয়ে।হয়তো আমার মনোযোগ কম ছিলৎতাই,সমস্যা নেই সামনের পরিক্ষাগুলো ভালোই হবে।

রেজাল্ট নিয়ে বাসায় পৌঁছে ফিওনা সরাসরি নিজের ঘরে ঢুকে দরজা বন্ধ করে দিল।মিস ঝাং তখন ডাইনিং রুমে বসে চায়ের কাপ হাতে টিভি দেখছিলেন।তিনি এখন অনেকটাই সুস্থ আছেন।তিনি

ফিওনার বিষণ্ন মুখ দেখে কিছুটা চিন্তিত হয়ে পড়লেন।

“ফিওনার কি হয়েছে?”মিস ঝাং মৃদু কণ্ঠে মিস্টার চেন শিংকে জিজ্ঞেস করলেন।মিস্টার চেন শিং জানতেন,ফিওনা গত কয়েক মাস ধরে কতটা ভেঙে পড়েছে।কিন্তু তিনি কিছুই বললেন না,শুধু দীর্ঘশ্বাস ফেলে নিজের কাজ করতে চলে গেলেন।

ঘরের দরজা বন্ধ করে ফিওনা চুপচাপ বিছানায় বসে পড়ল। তার চোখ ভিজে উঠল।তার মনে পড়ল মাউন্টেন গ্লাস হাউজের সেই দিনগুলো,জ্যাসপারের সাথে কাটানো মুহূর্তগুলো।

লকেটটা হাতে নিয়ে সে তাকিয়ে বলল,“তুমি তো বলেছিলে,কোনোদিন আমাকে একা

থাকতে দেবে না।তাহলে এখন আমি এতটা একা কেন?”

ঘরের জানালার পাশে দাঁড়িয়ে ফিওনা দৃষ্টি নিবদ্ধ করল আকাশে জ্বলজ্বল করা সন্ধ্যাতারার দিকে।তার চোখে গভীর ব্যথা আর অভিমানের ছায়া।নিজের হাতে থাকা লকেটটা আলতোভাবে স্পর্শ করল সে।যেন লকেটের মধ্যে লুকিয়ে থাকা

স্মৃতিগুলো তার প্রিয় জ্যাসপারকে কাছে নিয়ে আসবে।

নিঃশ্বাস নিয়ে ফিওনা মৃদু স্বরে বলল,“প্রিন্স,তুমি কি এতটাই ব্যস্ত হয়ে পড়েছ যে আমাকে একটা ইমেইলও দিতে পারছো না?আমি কতোগুলো ইমেইল করেছি তোমাকে একটাও রেসপন্স করোনি।আমি তো দিনে অন্তত ১০০ বার এই লকেটটা স্পর্শ করেছি।রাতেও তোমার দেওয়া

পারফিউম মেখে ঘুমিয়েছি,যেন তুমি আমার কাছেই আছো। তবুও তোমার একটু রেসপন্স পাচ্ছিনা।”

তার কণ্ঠ ভারী হয়ে আসছিল। চোখের কোণ দিয়ে এক ফোঁটা অশ্রু গড়িয়ে পড়ল।সন্ধ্যাতারার দিকে তাকিয়ে সে আরও বলল,”তোমাকে তো বলেছিলাম,আমি তোমার অপেক্ষায় থাকব।কিন্তু তুমি কি একবারও আমাকে মনে করো না?

নাকি ভেনাসের রাজ্য তোমাকে এতটাই দূরে নিয়ে গেছে যে পৃথিবীর এই ছোট্টপাখি তোমার হামিংবার্ড আর তোমার প্রিয় নয়?”ফিওনা জানত,জ্যাসপার এমন একজন যে দায়িত্ব আর কর্তব্যকে সবার আগে রাখে।তবুও তার মন এই দীর্ঘ নীরবতার কোনো ব্যাখ্যা খুঁজে পায়নি।

লকেটটা শক্ত করে ধরে সে বলল,

“প্রিন্স,তুমি যদি আমাকে ভুলে গিয়ে থাকো,তাহলে আমি কেন তোমাকে ভুলতে পারছি না?বলো,আমি কেন তোমাকে এত ভালোবাসি?”

ফিওনার কথাগুলো যেন শূন্য আকাশের দিকে ছুটে গেল। কিন্তু কোনো উত্তর এলো না।শুধু সন্ধ্যাতারা অটুটভাবে আকাশে জ্বলছিল,যেন সে জ্যাসপারের নীরবতার একমাত্র সাক্ষী।রাত

গভীর। বাড়ির পরিবেশ নিরব আর ভারী।ডাইনিং টেবিলে সবার জন্য খাবার সাজানো থাকলেও ফিওনার প্লেট খালি পড়ে ছিল।মিস ঝাং অসুস্থ থাকায় বাড়িতে আরেকজন মেইড রাখা হয়েছে।সেই বাড়ির সাহায্যকারী এসে জানিয়ে গেল,"ম্যাডাম বলেছেন,তিনি আজ খাবেন না।"

মিস্টার চেন শিং চুপচাপ বসে ছিলেন।ফিওনার ভার্সিটি থেকে আসা ফোনের খবর তাকে গভীর চিন্তায় ফেলে দিয়েছে।তার প্রতিভাবান নাতনি,যে সবসময় সেরা রেজাল্ট করত,আজ সে এত বাজে রেজাল্ট করেছে।চেন শিং বুঝতে পারলেন, সমস্যাটা অনেক গভীর,যা এড়িয়ে গেলে ফিওনার ভবিষ্যৎ নষ্ট হয়ে যাবে।

অবশেষে,তিনি নিজের সিদ্ধান্ত নিলেন।রাতের নীরবতায় তিনি উঠে দাঁড়িয়ে ধীরে ধীরে ফিওনার ঘরের দরজার সামনে এসে দাঁড়ালেন। দরজায় নক করে বললেন,

“ফিওনা,দরজা খোলো।আমার তোমার সাথে জরুরি কথা আছে।”

ভেতর থেকে কোনো সাড়া পেলেন না।কয়েক সেকেন্ড অপেক্ষা করেও যখন ভেতরে কোনো শব্দ শোনা

গেল না, তখন তিনি আবার বললেন,”দরজা খুলতে হবে না যদি তুমি না চাও,কিন্তু শোনো ফিওনা। তুমি আর কতদিন এভাবে নিজেকে ধ্বং*স করবে?তুমি কি জানো,তোমার রেজাল্ট কতটা খারাপ হয়েছে?তুমি কি জানো,এটা তোমার ভবিষ্যতের জন্য কতটা বিপজ্জনক?”ফিওনা ভেতরে বসে আকাশের দিকে তাকিয়ে ছিল।

মিস্টার চেন শিংয়ের কণ্ঠ তাকে তেমনভাবে স্পর্শ করতে পারছিল না।তিনি আবার বললেন,”ফিওনা, আমি জানি তুমি কী হারিয়েছো।আমি জানি,কী কারণে তুমি এই অবস্থায় পড়েছ। কিন্তু জানো তো,জীবন এভাবেই চলে।আমাদের উঠে দাঁড়াতে হবে। ফিওনা,দরজা খুলে আমার সাথে কথা বলো।”

ফিওনা দরজার কাছে এসে হাত রাখল। কিন্তু খুলল না। তার কণ্ঠ নরম অথচ বিষণ্ন।ভেতর থেকে বলল,

“গ্র্যান্ডপা,দয়া করে আমাকে একা থাকতে দাও।আমি জানি তুমি আমাকে বোঝানোর চেষ্টা করছো। কিন্তু আমার যা হারিয়েছে,তা আর ফিরে আসবে না।তুমি শুধু দয়া করে আমাকে সময় দাও।”

মিস্টার চেন শিং কিছুক্ষণ চুপ থাকলেন।তারপর বললেন,“ঠিক আছে,ফিওনা। কিন্তু একবার তো আমার সাথে কথা বলে দেখো, এই বয়সে এসে এতো চিন্তা করলে আমি তো অসুস্থ হয়ে যাবো সেটা কি বুঝবে না তুমি?নিজের গ্রান্ডপাকে এভাবে কষ্ট দিতে পারবে তুমি?।”

অবশেষে ফিওনা দরজাটা খুলে দিলো,ধীরে ধীরে ঘরের ভেতর ঢুকলেন মিস্টার চেন শিং।

ফিওনার হাত কাঁপছে,মনে হচ্ছিল এতদিনের গোপন কথাগুলো আজ বেরিয়ে আসার পর আর কোনো কিছুই গোপন থাকবে না।মিস্টার চেন শিং ধীরে ধীরে সোফায় বসে পড়লেন।তার চোখের গভীরতায় এক অজানা প্রশান্তি,যেন তিনি আগে

থেকেই জানতেন আজ এই কথাগুলো শোনার দিন।ফিওনা তার পাশে বসল,চোখের কোণে জমে থাকা অশ্রু আড়াল করতে না পেরে সরাসরি বলেই ফেলল,

“গ্রান্ডপা,তুমি যে ড্রাগন এথিরিয়নকে ব*ন্দি করেছিলে,তার ভাই,ভেনাসের ড্রাগন প্রিন্স,যে আমাকে কি*ডন্যাপ করেছিল—আমি আসলে তাকে ভালোবাসি।সেও আমাকে

ভালোবাসে।আমাদের সম্পর্কটা অনেক গভীর পর্যন্ত পৌঁছে গেছে।”ফিওনার কণ্ঠে অদ্ভুত এক কম্পন,মনে হচ্ছিল তার ভেতরের সমস্ত জগৎ যেন টুকরো টুকরো হয়ে যাবে।কিন্তু মিস্টার চেন শিং কোনো রাগ বা বিস্ময়ের প্রতিক্রিয়া দেখালেন না।বরং তার ঠোঁটে হালকা একটা স্মিত হাসি ফুটে উঠল।শান্ত

গলায় বললেন,”আমি জানি, ফিওনা। আমি সবটাই জানি।”

ফিওনার চোখ বিস্ফারিত হয়ে গেল।

“তুমি জানো? কিন্তু কীভাবে?”

মিস্টার চেন শিং ধীরে ধীরে বললেন,

“ওই ড্রাগন প্রিন্স,জ্যাসপার,সে আমার সাথে কথা বলেছিল। ভেনাসে যাওয়ার আগে সে আমার সাথে দেখা করে গিয়েছিল।সে

আমাকে বলেছিল,তুমি তার কাছে কতটা গুরুত্বপূর্ণ।কিন্তু তার আরও অনেক দায়িত্ব আছে,ফিওনা। সে শুধু একজন ড্রাগন নয়,সে ভেনাসের প্রিন্স।ওর দায়িত্ব অনেক বড়।”

ফিওনা তৎক্ষণাৎ জিজ্ঞেস করল,

“কিন্তু গ্রান্ডপা,তাহলে দু’মাস হয়ে গেল,সে আমার সাথে কোনো যোগাযোগ করছেনা কেনো?ওর কি কোনো বিপদ হয়েছে?নাকি সে

আমাকে ভুলে গেছে?”মিস্টার চেন শিং ফিওনার মাথায় স্নেহভরে হাত বুলিয়ে বললেন,”না,ফিওনা।জ্যাসপার তোমাকে ভুলে যায়নি।কিন্তু তোমাকে বুঝতে হবে,তার জীবনটা আমাদের মানুষদের মতো সহজ নয়।ভেনাসে ফিরে যাওয়ার পর থেকে ওর অনেক কাজ ও দায়িত্ব পালন করতে হচ্ছে।তার রাজ্যের জন্য সে অনেক বড় বড় সিদ্ধান্ত নিচ্ছে।”

ফিওনার চোখে পানি টলমল করছিল।

“কিন্তু আমি তাকে মিস করছি,গ্রান্ডপা।আমি রাতে তার দেয়া পারফিউম মেখে থাকি,তার দেয়া লকেট স্পর্শ করি।কিন্তু কিছুতেই তার উপস্থিতি অনুভব করতে পারি না।সে কি আর আমার কাছে ফিরবে না?”

মিস্টার চেন শিং গভীর গলায় বললেন,“ফিওনা,তোমার অপেক্ষা করতে হবে।ভালোবাসা যদি সত্য হয়,তাহলে কোনো বাধাই তাকে থামাতে পারবে না।আর জ্যাসপার? সে শুধু তোমাকে ভালোবাসে না,সে তোমার জন্য নিজের জীবনও দিতে পারে।তুমি শুধু একটু ধৈর্য ধরো।”

ফিওনা স্থির চোখে মিস্টার চেন শিং-এর দিকে তাকিয়ে বলল,”আমি আর

কিছুদিন অপেক্ষা করবো গ্রান্ডপা। কিন্তু যদি ততদিনেও জ্যাসপার আমার সাথে যোগাযোগ না করে, আমি নিজেই ভেনাসে যাবো।আর সেই ব্যবস্থা তুমি করবে, গ্রান্ডপা। আমাকে কথা দাও,তুমি আমাকে ভেনাসে যাওয়ার ব্যবস্থা করে দিবে।”

মিস্টার চেন শিং বিস্ময়ে হতবাক হয়ে গেলেন।তার কণ্ঠে চাপা

উৎকণ্ঠা,”তুমি কি পাগল হয়ে গেছ,ফিওনা?মানুষ হয়ে ভেনাসে যাওয়ার কথা ভাবছো?ওখানের পরিবেশ, ওখানকার প্রকৃতি,সবকিছুই ভিন্ন।তুমি এক মুহূর্তও টিকতে পারবে না সেখানে। ভেনাস কোনো সাধারণ জায়গা নয়। বিজ্ঞানীরা অনেক গবেষণা এবং প্রস্তুতি নিয়ে সেখানে যায়। সাধারণ মানুষ ওখানে যেতে পারে না,আর

যাওয়ার অনুমতিও নেই।”ফিওনা কোনো ভয় বা দ্বিধা দেখাল না। তার কণ্ঠে ছিল অদম্য সংকল্প,”এসব কিছু আমি জানি না,গ্রান্ডপা।কিন্তু তুমি আমার জন্য এটা করতেই হবে।তুমি তো বিজ্ঞানী।তুমি যদি ঠিক করতে চাও,তুমি পারবে।আমি শুধু আমার জ্যাসপারের কাছে যেতে চাই।সে যদি আমার কাছে আসতে না পারে, আমি নিজেই সেখানে যাবো।তুমি

তো সবকিছুই করতে পারো,আমাকে সাহায্য করো।”

মিস্টার চেন শিং দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলে বললেন,

“তোমার আবেগ বুঝি,ফিওনা।কিন্তু বাস্তবতা এত সহজ নয়। ভেনাসে যাওয়ার জন্য শুধু প্রযুক্তি নয়,দরকার বিশেষ অনুমতি,বিশেষ প্রস্তুতি।তুমি যদি কিছুতেই থামতে না চাও, তবে আমাকে সময় দাও।আমি দেখতে

পারি,কোনো নিরাপদ উপায় আছে কিনা।তবে তোমাকে বুঝতে হবে,এটা খুবই ঝুঁকিপূর্ণ।”

ফিওনার চোখে আশা ঝিলমিল করল।সে দৃঢ় কণ্ঠে বলল,“আমি কোনো ঝুঁকির পরোয়া করি না,গ্রান্ডপা।আমি আমার জ্যাসপারের কাছে যাবো,যেভাবেই হোক।”

মিস্টার চেন শিং ফিওনার মুখের দৃঢ়তা দেখে বুঝতে পারলেন,তাকে

থামানো সম্ভব নয়।তিনি মনে মনে সিদ্ধান্ত নিলেন,ভেনাসে যাওয়ার প্রস্তুতির বিষয়ে গভীরভাবে চিন্তা করবেন।কিন্তু একই সাথে,তিনি বুঝতে পারলেন,এই সিদ্ধান্ত তাদের জীবনে অনেক বড় পরিবর্তন নিয়ে আসবে।আরো কয়েকটা দিন কেটে গেছে।ফিওনার চোখের নিচে ক্লান্তির কালো ছাপ,মন ভেঙে চূর্ণ-বিচূর্ণ। জ্যাসপারের এখনো কোনো খোঁজ

নেই—না কোনো বার্তা,না কোনো সংকেত। প্রতিটি মুহূর্ত যেন তার বুকের ভেতর ছুরি চালাচ্ছে।এবার আর ধৈর্য ধরতে পারল না সে। সোজা মিস্টার চেন শিং-এর কক্ষে গিয়ে দাঁড়াল।

“গ্র্যান্ডপা,আমি আর অপেক্ষা করতে পারব না।আমাকে ভেনাসে যেতে দিন।আপনি এখনই ব্যবস্থা করুন।”

যতার গলা কাঁপছিল,চোখে একরাশ দৃঢ়তা।

মিস্টার চেন শিং-এর মুখ থমথমে হয়ে গেল।পাশেই মিস ঝাং হতবাক হয়ে দাঁড়িয়েছিলেন।দুজনেই জানতেন,এই মেয়েটি একবার কিছু ঠিক করলে তাকে থামানো অসম্ভব। কিন্তু ভেনাসে যাত্রা?এটি কোনো সাধারণ বিষয় নয়।

“ফিওনা,এটা সম্ভব নয়।ভেনাসে যাওয়া কেবল বিপজ্জনকই নয়,এর জন্য শারীরিক এবং মানসিক প্রস্তুতি দরকার।তুমি জানো না সেখানকার পরিবেশ কেমন,”চেন শিং কঠোর গলায় বললেন।“গ্র্যান্ডপা,আমি সেটা পরোয়া করি না।জ্যাসপার আমার ভালোবাসা,আমাকে আমার ভালোবাসার জন্য এটা করতে হবে, যেহেতু আমি পৃথিবীর কাউকে

ভালোবাসি নি, বেসেছি একজন ভিনগ্রহের ড্রাগনকে তাহলে তার ভালোবাসা হয়ে এতবড় রিস্ক নেয়ার ক্ষমতা আর যোগ্যতা দুটোই আমার থাকতে হবে।আমি এবার ভেনাসের যেতে চাই আর জানাতে চাই সে কেনো এতো প্রতিশ্রুতি দিয়ে আমার সাথে কোনো যোগাযোগ করছেনা” ফিওনার গলায় ভাঙা আত্মবিশ্বাস ফুটে উঠল।মিস ঝাং তাকে

বোঝানোর চেষ্টা করলেন। “ফিওনা,তুমি আমাদের একমাত্র পরিবার।তোমার জীবনের ঝুঁকি আমরা নিতে পারি না।ভেনাসে যাওয়া কোনো সাধারণ অভিযান নয়। সেটা মৃ*ত্যু ডেকে আনতে পারে।”

কিন্তু ফিওনা নাছোড়বান্দা।কিছুতেই তাকে বোঝানো গেল না। অবশেষে,হতাশ হয়ে গ্র্যান্ডপা আর

মিস ঝাং কক্ষ থেকে বের হয়ে গেলেন। ফিওনা দাঁড়িয়ে থাকল,চোখ ভরা ক্রোধ আর বেদনা।

কিছুক্ষণ পর,সিদ্ধান্ত নিয়ে কক্ষের দরজা বন্ধ করে দিল সে। “আপনারা যদি আমাকে যেতে না দেন,তাহলে আমাকে মৃ*ত দেখবেন!” দরজার পেছন থেকে ফিওনার কণ্ঠস্বর ভেসে এল।চেন শিং হতভম্ব হয়ে দরজার দিকে

তাকালেন। তার ধৈর্যের বাঁধ ভেঙে গেল।দরজা ঠেলে খুলে দিলেন তিনি।“তুমি যদি আমাকে এমন করতে বাধ্য কর,তাহলে যাওয়ার জন্য প্রস্তুতি নিতে হবে।তবে এটি সহজ হবে না,ফিওনা।ভেনাসে যাওয়ার জন্য স্পেসশিপ চালানোর প্রশিক্ষণ লাগবে।সেটা তোমাকে নিতে হবে।তার আগে আমি কিছুতেই তোমাকে যেতে দেব না।”

ফিওনার চোখে স্ফুলিঙ্গ ফুটে উঠল।“আমি সব শিখতে রাজি আছি।শুধু আমাকে অনুমতি দিন গ্রান্ডপা আর সব ব্যবস্থা করুন।”

মিস্টার চেন শিং গভীর শ্বাস নিলেন।“ঠিক আছে।তবে মনে রেখো,এটি সাধারণ মানুষের কাজ নয়।তুমি যদি একটুও ব্যর্থ হও,আমি এই মিশন বাতিল করব।”রাতের গভীরতা বাড়ছে।মিস্টার চেন শিং

একটি ছোট ব্যাগ হাতে নিয়ে বাড়ি থেকে বেরিয়ে পড়লেন।তিনি জানেন,এই মিশন অত্যন্ত বিপজ্জনক,কিন্তু ফিওনার জেদের কাছে তিনি হার মেনেছেন।তার মনের গভীরে একধরনের অস্বস্তি কাজ করছে,তবে তিনি জানেন,এই কাজে তাকে সাহায্য করার মতো একজনই আছেন—তার পুরোনো বন্ধু, ড.হুয়াং ঝি।

ড. হুয়াং ঝি,একসময় চেন শিং-এর সঙ্গে একাধিক গবেষণায় কাজ করেছেন।দুজনেই ছিলেন একে অপরের উপর পুরোপুরি নির্ভরশীল। কিন্তু হুয়াং ঝি এখন অনেক সাফল্যের শীর্ষে,একটি অত্যাধুনিক ল্যাব পরিচালনা করেন এবং সবসময়ই নতুন কিছু আবিষ্কারের নেশায় ব্যস্ত।

চেন শিং তার বাড়ি থেকে প্রায় এক ঘণ্টার দূরত্বে অবস্থিত হুয়াং ঝি-এর ল্যাবে পৌঁছালেন।রাতের অন্ধকারে ল্যাবটি যেন আরও রহস্যময় দেখাচ্ছিল।ল্যাবের নিরাপত্তা চেক পেরিয়ে তিনি ভেতরে ঢুকলেন।হুয়াং ঝি তখনও তার ডেস্কে বসে কিছু পরীক্ষার কাজ করছিলেন।চেন শিং-কে দেখে তিনি চমকে

উঠলেন।“চেন!তুমি এত রাতে এখানে?কিছু ঘটেছে নাকি?”

চেন শিং গভীর শ্বাস নিয়ে বললেন,

“হুয়াং আমি তোমার সাহায্য চাইতে এসেছি।একটা খুব গুরুত্বপূর্ণ বিষয়।”

হুয়াং ঝি গম্ভীর মুখে বললেন,

“তোমার গলার স্বর শুনে মনে হচ্ছে ব্যাপারটা সহজ নয়। বসো,বলো কী হয়েছে।”

চেন শিং একটু থেমে ধীরে ধীরে সবটা খুলে বললেন—ফিওনার জেদ,জ্যাসপারের কথা,ভেনাসে যাওয়ার পরিকল্পনা,এবং স্পেসশিপের প্রয়োজনীয়তা।হুয়াং ঝি হতবাক হয়ে শোনেন।

“তুমি কি পাগল হয়ে গেছ,চেন? একজন সাধারণ মানুষকে ভেনাসে পাঠানোর পরিকল্পনা করছ?জানো না

ওখানকার পরিবেশ আমাদের জন্য কতটা প্রতিকূল?এটা অসম্ভব!”

চেন শিং শান্ত গলায় বললেন,

“আমি জানি,হুয়াং।কিন্তু ফিওনা আমার নাতনি।ওর জেদ আর ভালোবাসা এতটাই গভীর যে আমি ওকে থামাতে পারিনি।যদি তুমি সাহায্য না করো,ও হয়তো নিজের জীবন শেষ করে দেবে।তুমি তো জানো,আমি ওর জীবন রক্ষা করতে

যা করা লাগে,তা করব।”হুয়াং ঝি কিছুক্ষণ চুপ করে রইলেন।তারপর বললেন,

“চেন,আমি বুঝি তোমার পরিস্থিতি। কিন্তু এর ঝুঁকি খুব বেশি। ভেনাসে পৌঁছানোই শুধু নয়,ওখান থেকে ফিরে আসাটাও প্রায় অসম্ভব।”

চেন শিং জোর দিয়ে বললেন,

“আমি জানি,কিন্তু আমি ওর পাশে আছি।আমি চাই না ও একা এই

যাত্রায় বেরিয়ে পড়ুক।তুমি যদি সাহায্য করো, তাহলে আমরা এটা নিরাপদে সম্পন্ন করতে পারব।”

হুয়াং ঝি কিছুক্ষণ ভেবে বললেন, “এই কাজ করলে আমি আমার ক্যারিয়ার ধ্বং*সের মুখে ফেলতে পারি। তবে...যদি এটা সফল হয়,তাহলে একবার ভাবো!আমরা শুধু ভেনাসে মানুষ পাঠানো নয়,ওখানকার পরিবেশে টিকে

থাকার চিত্রও লাইভ দেখতে পাব। আমি যদি এটা রেকর্ড করি,তাহলে সারা বিশ্বে আমার নাম ছড়িয়ে পড়বে।”

চেন শিং একটু হাসলেন।“আমি জানতাম,তুমি আমার কথা ফেলবে না।তবে এটা সম্পূর্ণ গোপনে করতে হবে।ফিওনার কথা যাতে বাইরের কেউ না জানতে পারে।”

হুয়াং ঝি মাথা নাড়লেন।

“ঠিক আছে,চেন।আমি রাজি।কিন্তু মনে রেখো,একবার যাত্রা শুরু হলে এটা আর থামানো যাবে না। ফিওনাকে সম্পূর্ণ প্রস্তুত করতে হবে।আমাদের সব কিছু নিখুঁতভাবে করতে হবে।”

চেন শিং স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললেন।

“ধন্যবাদ,হুয়াং।আমি জানতাম,তুমি আমাকে নিরাশ করবে না।আমরা একসঙ্গে এটা সফল করব।”

দুজন মিলে তৎক্ষণাৎ কাজ শুরু করলেন।হুয়াং ঝি তার ল্যাবের সবচেয়ে দক্ষ কর্মীদের মধ্যে কয়েকজনকে গোপনে এই প্রজেক্টে যুক্ত করলেন।তারা একটি বিশেষ স্পেসশিপ ডিজাইন করার কাজ শুরু করলেন,যা ফিওনাকে ভেনাসে নিরাপদে পৌঁছে দেবে এবং আবার পৃথিবীতে ফিরিয়ে আনবে।

চেন শিং ফিওনাকে খবর দিলেন,

“তোমার প্রশিক্ষণ শুরু করো।আমরা তোমার জন্য স্পেসশিপ প্রস্তুত করছি।তবে এটা মনে রেখো,এই যাত্রা সহজ হবে না।”

ফিওনার চোখে একরাশ আশার আলো ফুটে উঠল।

“ধন্যবাদ,গ্র্যান্ডপা।আমি প্রতিটি চ্যালেঞ্জের জন্য প্রস্তুত।”তিন মাসের কঠোর পরিশ্রম এবং নিখুঁত পরিকল্পনার পর অবশেষে সেই

দিনটি এলো।ড.হুয়াং ঝি এবং মিস্টার চেন শিং একসঙ্গে ফিওনাকে তাদের গোপন ল্যাবের ভেতর নিয়ে গেলেন।এটি ছিল গভীর পাহাড়ি এলাকায় লুকানো একটি অত্যাধুনিক সুবিধা,যেখানে সাধারণ চোখ কখনো পৌঁছাতে পারে না।ল্যাবের প্রধান অংশে প্রবেশ করার সময় ফিওনার হৃদয় উত্তেজনায় ধকধক করছিল।

বিশাল এক স্বচ্ছ ঘরের মধ্যে রাখা হয়েছিল সেটি।ফিওনার চোখ ছানাবড়া হয়ে গেল।এটি দেখতে যেনো কোনো কাল্পনিক জগতের কিছুর মতো।

স্পেসশিপটি একক যাত্রীর জন্য ডিজাইন করা হয়েছে।এর আকার একটি ছোট্ট আধুনিক কারের মতো,তবে এর গঠন অনেক বেশি মসৃণ ও বায়ুবিদ্যুতীয়।গাঢ় রুপালি

রঙে ঢেকে থাকা গ্লাস-ফাইবারের ফিনিশিং এটিকে ভিনগ্রহীয় প্রযুক্তির মতো দেখাচ্ছিল।সামনের অংশটি একটি ত্রিভুজাকৃতির কাঁচ দিয়ে ঢাকা,যা ফিওনার জন্য চারপাশ দেখার সুযোগ তৈরি করেছে।ভেতরে ছিল একটি আরামদায়ক বসার আসন,যা সম্পূর্ণরূপে "স্ট্যাটিক ক্যাপসুল"সিস্টেমে আবদ্ধ।এটি ফিওনাকে ভেনাসের প্রতিকূল

পরিবেশে রক্ষা করার জন্য বিশেষ তাপ-প্রতিরোধী এবং রেডিয়েশন-প্রুফ সিল দিয়ে তৈরি করা হয়েছে। ইউরেনিয়াম ফিউশন মডিউল ইঞ্জিন ব্যবহার করা হয়েছে,যা পৃথিবী থেকে ভেনাস পর্যন্ত গতি তুলতে পারে মাত্র ১০ ঘণ্টায়। এর জ্বালানি এতটাই কার্যকরী যে এটি একবার লোড করলেই ৩টি গ্রহ পরিভ্রমণ করা সম্ভব।

কৃত্রিম অক্সিজেন সরবরাহের জন্য একটি অত্যাধুনিক সিস্টেম স্থাপন করা হয়েছে,যা ভেনাসের ৯২ বার চাপের মধ্যে ফিওনার শ্বাস-প্রশ্বাস নিশ্চিত করবে।ভেতরে স্বয়ংক্রিয় তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রণের জন্য “ক্রায়োজেনিক কুলিং সিস্টেম” সংযুক্ত করা হয়েছে।এটি একটি অর্ধ-স্বয়ংক্রিয় চালকব্যবস্থা,যাতে ফিওনা প্রাথমিকভাবে ম্যানুয়ালভাবে

পরিচালনা করতে পারবে।কিন্তু বিপদের সময় রোবোটিক পাইলট স্বয়ংক্রিয়ভাবে নিয়ন্ত্রণ নেবে।

ফিওনাকে সঠিক পথে রাখতে একটি হাই-রেঞ্জ রেডার এবং সরাসরি পৃথিবীতে যোগাযোগের জন্য লেজার কমিউনিকেশন সিস্টেম যুক্ত করা হয়েছে।

ড. হুয়াং ঝি বললেন,”তিন মাসের অক্লান্ত পরিশ্রমের পর এটি প্রস্তুত

হয়েছে।এটি শুধু একটি স্পেসশিপ নয়,এটি তোমার স্বপ্নের দরজা ফিওনা।”

ফিওনা এক মুহূর্তের জন্য যেন স্তব্ধ হয়ে গেল।সে স্পেসশিপের চারপাশে ঘুরে দেখতে লাগল,তার আঙুল দিয়ে মসৃণ পৃষ্ঠ স্পর্শ করল।

চেন শিং বললেন:”কাল থেকে তোমার প্রশিক্ষণ শুরু হবে ফিওনা। এটি শুধু চালানোর জন্য

নয়,তোমাকে বুঝতে হবে এর প্রতিটি অংশ,কারণ ভেনাসে কোনো ভুলের সুযোগ নেই।”

ফিওনার চোখে তখন এক দৃঢ় প্রতিজ্ঞার ঝিলিক।এটি কেবল একটি যন্ত্র নয়;এটি ছিল তার ভালোবাসার কাছে পৌঁছানোর একমাত্র সেতু।

পরের দিন সূর্য ওঠার আগেই ফিওনা প্রস্তুত হয়ে গেল।তার সামনে অপেক্ষা করছে এক নতুন অধ্যায়—

স্পেসশিপ চালানোর প্রশিক্ষণ। মিস্টার চেন শিং এবং ড.হুয়াং ঝি বিশেষজ্ঞদের একটি দল নিয়ে একটি গোপন ক্যাম্প তৈরি করেছেন, যেখানে ফিওনাকে প্রয়োজনীয় সব দক্ষতা শেখানো হবে।

(১ম মাস)

ফিওনাকে প্রথমে স্পেসশিপের প্রতিটি অংশ এবং এর কার্যকারিতা

সম্পর্কে শেখানো হয়।এটি জ্বালানী ব্যবস্থাপনা, লিফট-অফ এবং ল্যান্ডিং সিস্টেম সম্পর্কে তাত্ত্বিক পাঠ অন্তর্ভুক্ত করে।

ফিওনাকে মাইক্রোগ্রাভিটি এবং ভেনাসের উচ্চ-চাপ পরিবেশের ধারণা দেয়া হয়।এটি বোঝানোর জন্য ভার্চুয়াল রিয়ালিটি সিমুলেশন ব্যবহার করা হয়।

স্পেসশিপের কন্ট্রোল প্যানেলের প্রতিটি বোতাম এবং সুইচের কাজ শেখানো হয়।(২য় ও ৩য় মাস):

ফিওনাকে মডেল স্পেসশিপের একটি ভার্চুয়াল ককপিটে বসিয়ে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়।এতে টেক-অফ,ক্রুজ মোড, এবং ল্যান্ডিং অনুশীলন করতে হয়।

মহাকাশে সম্ভাব্য বিপদের জন্য প্রস্তুতি, যেমন—অক্সিজেন লিক,

তাপমাত্রার হঠাৎ পরিবর্তন, এবং যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হওয়া।

একটি বিশাল চেম্বারে ফিওনাকে মহাকাশের পরিবেশ অনুভব করার জন্য প্রশিক্ষণ দেয়া হয়। এটি চাপ, কম অক্সিজেন, এবং তাপমাত্রার প্রভাব বুঝতে সাহায্য করে।(৪র্থ মাস):

ফিওনাকে পুরোপুরি হাতে স্পেসশিপ নিয়ন্ত্রণ করার প্রশিক্ষণ দেয়া হয়।

রোবোটিক পাইলট কীভাবে সাহায্য করবে এবং এটি পুনরায় সেট করা যাবে তা শেখানো হয়।

ভেনাসের প্রতিকূল পরিবেশে কীভাবে নিরাপদে অবতরণ করা যায় তা শেখানোর জন্য মডেলিং এবং বাস্তব প্রশিক্ষণ দেয়া হয়।(৫ম ও ৬ষ্ঠ মাস):

ফিওনাকে স্পেসশিপের লেজার যোগাযোগ ব্যবস্থার ব্যবহার শেখানো

হয়।তাকে জানানো হয় কীভাবে ভেনাসের ঘন মেঘমালা এবং উত্তপ্ত পৃষ্ঠের চাপ এড়িয়ে চলা যায়।

ফাইনাল টেস্ট:একবার সিমুলেটর এবং মডেলে সফল হওয়ার পর, তাকে একটি ছোট স্কেলে প্রকৃত স্পেসশিপে অনুশীলন করতে দেয়া হয়।এদিকে,মিস্টার চেন শিং ফিওনার জন্য বিশেষ সুট তৈরির কাজ তদারকি করছেন।সুটটি ছিল

ফিওনার ভেনাসে কয়েক ঘণ্টার জন্য টিকে থাকার চাবিকাঠি।

সুটটি ভেনাসের ৪৬৫°C তাপমাত্রা সহ্য করার ক্ষমতাসম্পন্ন।

এটি ভেনাসের ৯২ বার বায়ুচাপ মোকাবিলার জন্য ডিজাইন করা হয়েছে।সুটে একটি পোর্টেবল অক্সিজেন ট্যাঙ্ক রয়েছে, যা ৬ ঘণ্টা পর্যন্ত শ্বাস-প্রশ্বাস নিশ্চিত করবে।

রেডিয়েশন থেকে সুরক্ষা দেয়ার জন্য এতে হালকা-ওজনের সীসার স্তর রয়েছে।সরাসরি স্পেসশিপের সাথে সংযোগ রাখার জন্য একটি অন্তর্নির্মিত কমিউনিকেশন সিস্টেম। প্রতিদিনের প্রশিক্ষণে ফিওনার শরীর ও মন আরো দৃঢ় হচ্ছিল। সে জানত, এই যাত্রা শুধু ভালোবাসার জন্য নয়, বরং নিজের সামর্থ্যের এক অনন্য পরীক্ষা। অন্যদিকে, মিস্টার

চেন শিং ও ড. হুয়াং ঝি নিশ্চিত করলেন, কোনো ধরনের ঝুঁকি না নিয়ে ফিওনার স্বপ্ন পূরণ হবে।

ছয় মাসের শেষে,ফিওনা স্পেসশিপ চালানোর জন্য পুরোপুরি প্রস্তুত,এবং তার সুটও পরীক্ষার মাধ্যমে সফল প্রমাণিত হয়েছে।

ফিওনার প্রশিক্ষণ শেষ হওয়ার পর,তাকে ভেনাসে পাঠানোর জন্য একটি সুনির্দিষ্ট দিন ও সময়

নির্ধারণ করা হয়।মিশনের প্রতিটি ধাপ অত্যন্ত গোপনীয় রাখা হয় এবং চূড়ান্ত প্রস্তুতি সম্পন্ন করার জন্য আরও দুই সপ্তাহ সময় নেওয়া হয়। মিশনটি সফল করার জন্য ভেনাস এবং পৃথিবীর কক্ষপথের সবচেয়ে কাছাকাছি অবস্থান (হোহম্যান ট্রান্সফার উইন্ডো) নির্বাচন করা হয়। এটি ছিল একটি শান্ত রাত,ভোর ৩টার সময়,কারণ তখন রাডার বা

অন্য নজরদারি ডিভাইস সহজে এড়ানো সম্ভব।

স্পেসশিপে পুনরায় সব সিস্টেম চেক করা হয়।

ফিওনার জন্য প্রয়োজনীয় খাবার,পানীয়,এবং অক্সিজেন সরবরাহ নিশ্চিত করা হয়।

মিস্টার চেন শিং তাকে শেষবারের মতো মহাকাশযাত্রার প্রতিটি ধাপ সম্পর্কে মনে করিয়ে দেন।

ড. হুয়াং ঝি যোগাযোগ পদ্ধতি চূড়ান্তভাবে পরীক্ষা করেন।গভীর রাত,একটি নির্জন অঞ্চলের লঞ্চ প্যাডে ফিওনাকে গোপনে নিয়ে যাওয়া হয়।সাদা রঙের,অতি-তাপ প্রতিরোধী স্পেসশিপটি লঞ্চের জন্য প্রস্তুত।

ফিওনা স্পেসশিপে ওঠার আগে মিস্টার চেন শিংয়ের হাতে

শেষবারের মতো শক্ত করে হাত ধরেন।

তিনি বলেন,”ফিওনা,তুমি শুধু একজন বিজ্ঞানীর নাতনী নও,তুমি সাহসের প্রতীক।সাবধানে যেও।”শেষবারের মতো মিস্টার চেন শিং তার আদরের নাতনীকে জড়িয়ে ধরলেন।

কাউন্টডাউন শুরু হয়:”5... 4... 3... 2... 1... Liftoff!”

বিশাল শিখার আভায় আকাশ আলোকিত হয়ে ওঠে। ফিওনার স্পেসশিপ ভেনাসের পথে রওনা দেয়।ফিওনার স্পেসশিপ পৃথিবী থেকে ভেনাসে পৌঁছাতে প্রায় ৪০ দিন সময় নেবে।

এই সময়কালে,ফিওনাকে প্রতিদিন সঠিকভাবে খাবার খেতে, শরীরচর্চা করতে এবং যোগাযোগ ডিভাইস পরীক্ষা করতে বলা হয়।

-ফিওনাকে মানসিক চাপ মোকাবিলা করতে অডিওবুক এবং জ্যাসপারের সাথে কাটানো মুহূর্তগুলো ভাবতে বলা হয়।

– স্পেসশিপের টেকনিক্যাল সমস্যা হলে কীভাবে সমাধান করতে হবে তার নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে। ফিওনার যাত্রা শুধুমাত্র তার ভালোবাসার জন্য নয়,এটি ছিল নিজের সামর্থ্য এবং ধৈর্যের একটি

পরীক্ষা।প্রতিটি মুহূর্তে সে জ্যাসপারের মুখ কল্পনা করে নিজেকে উৎসাহিত করে। যাত্রার শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত প্রতিটি ধাপই ছিল অত্যন্ত গোপনীয় এবং কৌশলী।

একদিন,জ্যাসপার যখন নিজ ভেনাসের আকাশে একটি স্পেসশিপ দেখবে,তখন সে ভাবতেও পারবে না যে,তার ভালোবাসা তাকে খুঁজে

পেতে এত দূর পর্যন্ত আসতে পারে। সাধারণ একজন মানবী তার ভালোবাসার জন্য এমন ভয়াবহ সিদ্ধান্ত নিতে পারে।

ফিওনা স্পেসশিপের চালনার সময় তার হৃদয়ের গভীরতা থেকে জ্যাসপারের উদ্দেশ্যে বলল:

“আমার প্রিয়তম জ্যাসপার,আমার ফায়ার মনস্টার

তুমি আমার সেই অমলিন ভালোবাসা।
যাকে আবার ফিরে পেতে,তোমার হামিংবার্ড পাড়ি দিচ্ছে
৪১ মিলিয়ন কিলোমিটার আলোকবর্ষ।
পৃথিবী থেকে ভেনাসের নীলচে আকাশে,
যেখানে আবারো মিলিত হবে
আমাদের প্রেমের আত্মা,

মহাবিশ্বের কোণে লেখা হবে আমাদের ভালোবাসার গল্প।”ফিওনার দীর্ঘ ৪০ দিনের ক্লান্তিকর যাত্রার অবসান ঘটেছে। স্পেসশিপটি ভেনাসের কক্ষপথে প্রবেশ করার পর স্বয়ংক্রিয় অবতরণ প্রক্রিয়ায় সেটি ধীরে ধীরে নির্ধারিত স্থানে অবতরণ করে।ভেনাসের মাটিতে পা রাখার মুহূর্তটি ছিল

ফিওনার জীবনের সবচেয়ে চমকপ্রদ ও চ্যালেঞ্জিং অভিজ্ঞতা।

আকাশটি পৃথিবীর মতো নীল নয়; বরং এটি কমলা ও সোনালি রঙের মিশ্রণে আবৃত।সূর্য ভেনাসে অপেক্ষাকৃত বড় ও আগুনের মতো উজ্জ্বল দেখাচ্ছে।চারপাশে ধোঁয়ার মতো মেঘ ভেসে বেড়াচ্ছে,যা সালফিউরিক অ্যাসিডে পূর্ণ।

পাথুরে মাটি,জায়গায় জায়গায় আগ্নেয়গিরির ছাই জমে আছে।কিছু এলাকায় লাভার মতো উজ্জ্বল প্রবাহিত তরল দেখা যায়। পাহাড়গুলো উজ্জ্বল হলুদ ও লালাভ ছোঁয়া নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে।গড় তাপমাত্রা প্রায় ৪৭৫ ডিগ্রি সেলসিয়াস।গ্যাসের ভারী চাপের কারণে পরিবেশ অনেক বেশি ঘন।

বাতাসে শ্বাস নেওয়া অসম্ভব; কার্বন ডাই-অক্সাইডের পরিমাণ প্রচুর। ভেনাসের দিন অনেক লম্বা;একটি দিন পৃথিবীর ২৪৩ দিনের সমান।

ফিওনার গায়ে ছিলো হিট-রেজিস্ট্যান্ট ন্যানোফাইবার স্যুট।

এটি ৫০০ ডিগ্রি সেলসিয়াস পর্যন্ত তাপমাত্রা সহ্য করতে পারে।স্যুটের মধ্যে শীতলকরণ ব্যবস্থা রয়েছে,যা তার শরীরের তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রণ

করে।বিশেষ অক্সিজেন ট্যাংক, যা ৮ ঘণ্টা পর্যন্ত শ্বাস নেওয়ার জন্য পর্যাপ্ত।ট্যাংকটি স্যুটের পিঠে সংযুক্ত, এবং একটি স্বয়ংক্রিয় সিস্টেমের মাধ্যমে অক্সিজেন সরবরাহ করে। হেলমেটটি স্বচ্ছ ন্যানোগ্লাস দিয়ে তৈরি, যা সালফিউরিক অ্যাসিডের স্প্ল্যাশ প্রতিরোধ করতে পারে।এতে একটি হেডস-আপ ডিসপ্লে (HUD) রয়েছে, যা তাপমাত্রা, অক্সিজেন

লেভেল, এবং পরিবেশের গ্যাসের মাত্রা দেখায়।

বুটের তলা বিশেষভাবে ডিজাইন করা, যাতে লাভার ওপরে পা রাখলেও ক্ষতি না হয়।বুটের সোলটি তাপ শোষণ করে এবং ঠান্ডা রাখে।

মিস্টার চেন শিং এবং ড. হুয়াং-এর সঙ্গে যোগাযোগ রাখার জন্য একটি রেডিও ডিভাইস।

এটি ভেনাসের বায়ুমণ্ডলিক চাপ এবং পৃথিবীর যোগাযোগ সিস্টেমের মধ্যে সমন্বয় সাধন করতে সক্ষম।

ভেনাসের গাঢ় বায়ুমণ্ডল এবং ভূমি থেকে দূরে থাকার জন্য ফিওনার বুটে একটি অ্যান্টি-গ্র্যাভিটি ডিভাইস সংযোজিত।

এটি তাকে চলাফেরা করার সময় মাধ্যাকর্ষণের ভারসাম্য রাখতে সাহায্য করে।স্পেসশিপের দরজা

খুলতেই ভেনাসের উষ্ণ বাতাস তার স্যুটে ধাক্কা দেয়।ফিওনা ধীরে ধীরে সিঁড়ি বেয়ে নেমে আসে এবং তার প্রথম পদক্ষেপ রাখে এই অজানা, রহস্যময় গ্রহের মাটিতে।চারপাশের শূন্যতা তাকে ভয় দেখায়,কিন্তু তার চোখে ছিল জ্যাসপারের মুখ দেখার জন্য দৃঢ় সংকল্প।

ফিওনা হেলমেটের ভেতর থেকে নিজের মনে বলে,

“অবশেষে আমি এখানে পৌঁছে গেছি প্রিন্স!এই গ্রহ,এই তাপ,কিছুই আমাকে থামাতে পারবে না।”

ফিওনা একমনে ভেনাসের বিস্তীর্ণ,অচেনা ভূমি পেরোচ্ছিল। তার হৃদয় তখনো ধুকপুক করছে,কারণ সে জানে জ্যাসপারের খোঁজ পাওয়ার আগে তাকে অনেক বাধা পেরোতে হবে।তার স্যুটের সেন্সর প্রতি মুহূর্তে ভেনাসের তাপমাত্রা এবং বাতাসের

সংকেত পাঠাচ্ছে,কিন্তু ফিওনার মন সেগুলো উপেক্ষা করে একটাই চিন্তায় মগ্ন—জ্যাসপার কোথায়? অবশেষে ফিওনা একটি বিস্তৃত উপত্যকার দিকে এগিয়ে গেল। হঠাৎই মাটির কম্পন টের পায়। প্রথমে মনে হলো হয়তো এটি ভেনাসের কোনো প্রাকৃতিক ঘটনা। কিন্তু দ্রুতই সে অনুভব করে,এটি কোনো ভূমিকম্প নয়।মাটির কম্পন

এবং শব্দ ক্রমেই ভারী হচ্ছে,যেন বিশাল কিছু তার দিকেই এগিয়ে আসছে।

ফিওনা ভয়ে পিছু ফিরে তাকায়।তার হেলমেটের হেডস-আপ ডিসপ্লেতে ভেনাসের ধূলার মধ্য থেকে বিশাল ছায়ামূর্তি দেখা যায়।প্রথমে ধুলোয় ঢাকা থাকার কারণে কিছু স্পষ্ট হয় না। কিন্তু একটু পরেই ফিওনার চোখে ভেসে ওঠে একটি বিশাল

ড্রাগনের আকৃতি।ড্রাগনের প্রতিটি পদক্ষেপে মাটিতে কম্পন ছড়িয়ে পড়ছে।তার পা বিশাল আকারের,যেন পুরো মাটিকে চূর্ণ করে দিতে পারে।ড্রাগনের গা সোনালি ও কালো আঁশে ঢাকা, যা সূর্যের আলোয় চকচক করছে।তার ডানা বিশাল,যেন আকাশের একটি অংশ ঢেকে ফেলেছে।ফিওনা দেখলো ড্রাগনের লাল চোখ,যা তার দিকে

তাকিয়ে আছে।ড্রাগনটি ধীরে ধীরে ফিওনার দিকে এগিয়ে এলো। তার চোখে ছিল কৌতূহল,যেন এটি বুঝতে চাইছে ফিওনা কে এবং এখানে কেন এসেছে।

ফিওনা ভয়ে এক পা পিছিয়ে যায়,কিন্তু তার দৃঢ় মনোবল তাকে পিছু হটতে দেয় না।সে নিজের মনকে শান্ত রেখে ড্রাগনের দিকে তাকিয়ে বলল,”তুমি কি জানো প্রিন্স

জ্যাসপার অরিজিন কোথায়?আমি তার সাথে দেখা করতে এসেছি।”

ড্রাগনটি কোনো শব্দ করল না,তবে তার মাথা একবার ঝাঁকাল।এর পরেই ড্রাগনটি ধীরে ধীরে তার ডানা বিস্তার করল এবং একটি বিশাল শব্দে বাতাসে উঠে গেল।ফিওনা অনুমান করল,এটি তাকে অনুসরণ করতে বলছে।

ফিওনা ড্রাগনের পেছনে দৌড়াতে শুরু করল।তার স্যুটের অ্যান্টি-গ্র্যাভিটি বুট তাকে দ্রুত চলতে সাহায্য করছিল,কিন্তু ড্রাগনের গতি ছিল আরও বেশি।ফিওনা বুঝতে পারল,এটি তাকে জ্যাসপারের রাজ্যের দিকে নিয়ে যাচ্ছে।তারপর সে দেখতে পেল একটি বিশাল প্রবেশপথ,যা পাহাড়ের চূড়ার ভেতর লুকানো।প্রবেশপথটি ড্রাগনের

আঁশের মতো আলোর বিচ্ছুরণে চকচক করছিল।ফিওনার মন বলে দিলো, “এই তো,জ্যাসপারের রাজ্য!” ফিওনা বিস্ময়ের সঙ্গে বিশাল অট্টালিকাটিকে দেখছিল।তার গা ছমছম করছিল,কারণ এটি কোনো সাধারণ প্রাসাদ নয়, একটি এমন রাজ্য যা মানুষের কল্পনারও বাইরে। অট্টালিকাটি কালো এবং সোনালি রঙের অদ্ভুত সমন্বয়ে নির্মিত।এর

বিশাল দরজাগুলো ড্রাগনের মাথার মতো আকৃতির,এবং চারপাশে ড্রাগনের আঁকা প্রতিচ্ছবি খোদাই করা।

হঠাৎ,ফিওনার হেলমেটের সেন্সর বিপদ সংকেত পাঠাতে শুরু করল। সে কিছু বুঝে ওঠার আগেই,চারপাশ থেকে ড্রাগনের মতো দেখতে সশস্ত্র যোদ্ধারা তাকে ঘিরে ফেলল। তাদের গায়ে ছিল ধাতব বর্ম,যা চাঁদের

আলোয় ঝকঝক করছিল।একজন যোদ্ধা,যার লালাভ আঁখি তাকে আরও ভীতিকর করে তুলেছিল,এগিয়ে এসে বলল,”তুমি কে?কীভাবে ভেনাসে প্রবেশ করেছো?”

ফিওনা আতঙ্কিত হলেও তার সাহস বজায় রেখে বলল, “আমি প্রিন্স জ্যাসপারকে খুঁজছি।আমাকে তার কাছে নিয়ে যাও।”কথা শেষ হওয়ার

আগেই যোদ্ধারা ফিওনার হাত থেকে তার সামান্য যন্ত্রপাতি কেড়ে নিল। একজন বলল,”ড্রাকোনিসের রাজ্যে কোনো মানবের প্রবেশ নিষিদ্ধ। ড্রাকোনিসের নির্দেশ অনুযায়ী,তোমাকে ব*ন্দি করা হবে।” ড্রাকোনিস জ্যাসপারের রাজ্যের বর্তমান অভিভাবক এবং ড্রাগন রাজ্যের প্রধান,ইতোমধ্যে খবর পেয়ে গেছেন।একজন মানব কন্যা কীভাবে

ভেনাসে পৌঁছেছে,তা তাকে অবাক করেছে।তিনি তার সেনাদের আদেশ দিলেন,”তাকে আমাদের গোপন কারাগারে নিয়ে যাও।আমি নিজের হাতে এর সত্যতা যাচাই করব।”

ফিওনাকে এক সিক্রেট কারাগারে নিয়ে যাওয়া হলো। কারাগারটি ছিল পাহাড়ের গভীরে,যেখানে সূর্যের আলো কখনো পৌঁছায় না। কারাগারের দেওয়ালগুলো ছিল

মহাকাশের বিরল ধাতু দিয়ে তৈরি,যা পৃথিবীর বিজ্ঞানীরা কল্পনাও করতে পারবে না।কারাগারের চারপাশে ড্রাগনের প্রহরী ঘুরছিল,তাদের চোখ থেকে সবকিছু পর্যবেক্ষণ করছিল। ফিওনার হাত ও কোমরে একধরনের শক্তিশালী শিকল পরানো হলো,যা ভেনাসের বিশেষ চৌম্বক শক্তি দ্বারা তৈরি।ফিওনা বুঝতে পারছিল,পরিস্থিতি তার জন্য

কঠিন হতে চলেছে।কিন্তু তার মন এখনো শক্ত ছিল।সে জানে, জ্যাসপার এখানেই আছে এবং কোনো না কোনোভাবে তাকে দেখতে পাবে।ড্রাকোনিস নিজের সিংহাসনে বসে ভাবছিলেন, “এই মানব কন্যা কীভাবে ভেনাসে এলো? এর পেছনে কি কোনো ষ*ড়যন্ত্র আছে?” তিনি সিদ্ধান্ত নিলেন,কারাগারে গিয়ে নিজেই

মেয়েটির মুখোমুখি হবেন এবং সত্য উদঘাটন করবেন।

ফিওনা এখনো জানে না,কী অপেক্ষা করছে তার জন্য।কিন্তু তার হৃদয়ে একটাই আশা—জ্যাসপারের সঙ্গে দেখা হওয়া।ফিওনাকে ব*ন্দি করে একটি বিশেষ কক্ষে নিয়ে আসা হয়েছে।যা অন্য সাধারণ কারাগার থেকে আলাদা।এটি ছিল ড্রাকোনিস রাজ্যের একটি সুরক্ষিত

এলাকা,যেখানে মানবদের জন্য বিশেষ ব্যবস্থাপনা করা হয়েছিল। কক্ষটি এমনভাবে ডিজাইন করা ছিল,যাতে পৃথিবীর মতো পরিবেশ তৈরি করা যায়।সেখানে কৃত্রিম অক্সিজেন সরবরাহ করা হচ্ছিল। তাপমাত্রা পৃথিবীর গড় তাপমাত্রার সঙ্গে মিল রেখে স্থির রাখা হয়েছিল। চারপাশে গাছপালার মতো কৃত্রিম উদ্ভিদ ছিল,যা শুধুমাত্র পরিবেশের

ভারসাম্য বজায় রাখার জন্য স্থাপন করা হয়েছিল।

কক্ষে একটি নরম বিছানা ছিল, যা মানুষের আরামের কথা ভেবে তৈরি। দেয়ালে বিভিন্ন ধরনের মনোরম দৃশ্য প্রদর্শনকারী হোলোগ্রাফিক স্ক্রিন স্থাপন করা ছিল,যাতে ব*ন্দি থাকা অবস্থায় ফিওনার মনে কোনো চাপ না পড়ে।

কক্ষে পৌঁছানোর পর,ড্রাগন প্রহরীরা ফিওনার সুট খুলে ফেলল। কারণ,তারা নিশ্চিত হতে চেয়েছিল যে সুটের ভেতরে কোনো অস্ত্র বা গোপন ডিভাইস নেই।ফিওনার সুট ও অন্যান্য যন্ত্রপাতি একটি বিশেষ চৌম্বকীয় বাক্সে সংরক্ষণ করা হলো,যাতে ফিওনা এগুলো ব্যবহার করতে না পারে।ফিওনা কিছুটা ক্লান্ত ছিল, তবে তার মধ্যে ছিল অদম্য

সাহস।সে চারপাশটা দেখতে লাগল। কক্ষটি আরামদায়ক হলেও, এটি তার কাছে কোনো মুক্তি নয়।তার মনের মধ্যে শুধু একটাই প্রশ্ন বারবার ঘুরপাক খাচ্ছিল: “জ্যাসপার কি জানে আমি এখানে?”

ড্রাগন প্রহরীরা তাকে জানিয়ে গেল,”ড্রাকোনিস নিজে তোমার সঙ্গে দেখা করবেন। তোমার প্রশ্নের উত্তর তিনি দেবেন।”ফিওনা বসে রইল,

তার মনোযোগ চারপাশের কৃত্রিম পরিবেশে নয়,বরং সেই মুহূর্তে যখন সে জ্যাসপারের মুখোমুখি হবে। ড্রাকোনিস তখনও সিদ্ধান্ত নিচ্ছিলেন কীভাবে ফিওনার সঙ্গে কথা বলা হবে।তিনি জানতেন,একজন মানুষকে এত দূর থেকে ভেনাসে আসতে দেখাটা সহজ কিছু নয়।এটা হয়তো কেবল প্রেম নয়,এর পেছনে কোনো র*হস্য থাকতে পারে।

কিন্তু ড্রাকোনিস আরেকটি জিনিসও অনুভব করেছিলেন: ফিওনার সাহস। এই কন্যা এত বাধা পেরিয়েও এখানে পৌঁছেছে।এ সাহসকে অবমূল্যায়ন করা উচিত নয়। ড্রাকোনিস ধীর পায়ে কক্ষে প্রবেশ করলেন।তার বিশাল দৈহিক অবয়ব এবং মেঘের মতো গম্ভীর কণ্ঠস্বরের কারণে কক্ষের পরিবেশ যেন আরো গম্ভীর হয়ে উঠল।তার আগমনেই

ফিওনা বুঝতে পারল,তিনি কেবল একজন ড্রাগন নন—তিনি রাজ্যের শাসক,ড্রাকোনিস।

ড্রাকোনিস দাঁড়িয়ে ফিওনার দিকে তাকিয়ে বললেন,

“তোমার নাম কী,মানব কন্যা?কেন তুমি ভেনাসে এসেছ?”

ফিওনা একটু ভয় পেলেও সাহস ধরে বলল,”আমার নাম এলিসন ফিওনা।আমি প্রিন্স জ্যাসপারের জন্য

এখানে এসেছি।সে অনেকদিন ধরে আমার কোনো খোঁজ নেয়নি। আমি জানি না সে কী অবস্থায় আছে।”

ড্রাকোনিসের চোখ সংকীর্ণ হলো। তিনি ফিওনার সাহস এবং সরলতা অনুভব করলেন।তবে,তার কণ্ঠ কঠোর রয়ে গেল। তিনি বললেন,”তুমি কি জানো,এখানে আসা মানুষের জন্য কতটা বিপজ্জনক?এটা কেবল প্রেমের

বিষয় নয়।আমি ড্রাকোনিস,এই রাজ্যের রাজা এবং জ্যাসপারের পিতা।”ড্রাকোনিসের পরিচয়ে ফিওনা মৃদু জড়সড় হলেও নিজের অবস্থান ধরে রাখল।সে সামান্য মাথা নুইয়ে বলল, “আপনাকে সম্মান করি,মহামান্য।কিন্তু আমি আমার ভালোবাসার মানুষকে খুঁজতে এসেছি।আমি জানি না,সে কোথায়

এবং কী অবস্থায় আছে। আমি শুধু তার সঙ্গে কথা বলতে চাই।”

ড্রাকোনিস ফিওনার চোয়ালে দৃঢ়তা এবং চোখে সত্যতা খুঁজে পেলেন। তবে তার মুখে কোনো বিশেষ ভাবান্তর দেখা গেল না।তিনি ধীর গলায় বললেন, “তুমি জানো না, তোমার উপস্থিতি কী ধরনের সমস্যা তৈরি করতে পারে।তোমার মতো একজন মানুষের এখানে থাকা

অনেক বিপজ্জনক।আর জ্যাসপারের কাছে যাওয়া এত সহজ নয়।কিন্তু...”

ড্রাকোনিস থেমে গেলেন।তার মনে সন্দেহ এবং কৌতূহল উভয় কাজ করছিল।ফিওনা সরাসরি ড্রাকোনিসের দিকে তাকিয়ে বলল, “আমি যে কোনো পরীক্ষার সম্মুখীন হতে রাজি আছি।আমার জন্য যদি এটি বিপজ্জনক হয়,তবে আমি নিজেই সে ঝুঁকি নিতে প্রস্তুত।আমি

কেবল প্রিন্সের সঙ্গে দেখা করতে চাই।”

ড্রাকোনিস কিছুক্ষণ নীরবে ফিওনার কথা শুনলেন।তিনি বুঝতে পারলেন,এই মানব কন্যা কেবল ভালোবাসার জন্যই এখানে আসেনি। তার ভেতরে আছে এক অদম্য ইচ্ছাশক্তি, যা তাকে এ দূর পর্যন্ত নিয়ে এসেছে।

ড্রাকোনিস ধীর কিন্তু গম্ভীর কণ্ঠে বললেন,”আমি জানি, তোমার আর আমার পুত্রের মধ্যে কী সম্পর্ক ছিল।কিন্তু ফিওনা,তোমার কি মনে হয়,সে এখনো তোমাকে মনে রেখেছে?জ্যাসপার তোমার কথা একেবারেই ভুলে গেছে।”

ফিওনার হৃদয় থমকে গেল। তবে তার চোখে দৃঢ়তা ঝলসে উঠল।সে বলল,”আমি তা বিশ্বাস করি না।

প্রিন্স আমাকে ভুলতে পারে না।”ড্রাকোনিস ঠান্ডা হেসে বললেন,”তোমার বিশ্বাস আর বাস্তবতার মধ্যে আকাশ-পাতাল পার্থক্য।জ্যাসপার এখন অন্য একজনের জীবনে আবদ্ধ।সে তোমাকে অনেক আগেই ভুলে গেছে।এবং হ্যাঁ,তার এনগেজমেন্ট আগামীকাল। অ্যালিসা,ফ্লোরাস রাজ্যের রাজকুমারী,তার হবু স্ত্রী।”

ড্রাকোনিসের কথা শুনে ফিওনার শরীর জমে গেল। মনে হলো, যেন তার মনের সব আশা মুহূর্তেই ছিন্নভিন্ন হয়ে গেল। কিন্তু তারপরও সে নিজের ভেতরের শক্তিকে ধরে রাখল।

সে বলল, “আমি তা মানি না। আপনি যা-ই বলুন,আমি বিশ্বাস করি না যে প্রিন্স আমাকে ভুলে গেছে। আমি নিজে তার মুখ থেকে শুনতে

চাই।আমাকে তার সঙ্গে দেখা করতে দিন।”ড্রাকোনিসের চোখে অবজ্ঞার দৃষ্টিতে চেয়ে বললেন,”তুমি কি জানো,তার কাছে পৌঁছানো কতটা কঠিন?তুমি একজন মানব কন্যা,আর সে ভেনাসের রাজপুত্র। এই রাজ্যের নিয়মের বাইরে তুমি কিছু করতে পারবে না।”

ফিওনার গলায় দৃঢ়তা ফিরে এল। সে বলল, “আমার জীবন নিয়ে আমি

ঝুঁকি নিতে রাজি।আপনি আমাকে তার সামনে নিয়ে যান।আমি নিজের কানেই শুনতে চাই,সে আমাকে ভুলে গেছে কিনা।”

ড্রাকোনিস কয়েক মুহূর্ত নীরব থাকলেন। তার চোখে এক অদ্ভুত দৃষ্টিতে চেয়ে বললেন,”ঠিক আছে, মানব কন্যা।যদি এতই ইচ্ছা,তবে তোমার ইচ্ছা পূরণ হবে।কিন্তু মনে রেখো, তুমি যদি মিথ্যা প্রমাণ

হও,তবে তোমার জন্য এখানে আর কোনো জায়গা থাকবে না।”

ফিওনা দৃঢ়ভাবে মাথা ঝাঁকাল। “আমি প্রস্তুত।আপনি যা-ই বলুন,আমি প্রিন্স জ্যাসপারের মুখ থেকে সত্য শুনতে চাই।”ড্রাকোনিস গভীর দৃষ্টিতে ফিওনার দিকে চেয়ে রইলেন। তারপর নিজের সৈন্যদের নির্দেশ দিলেন,”তাকে একদিনের

জন্য প্রস্তুত করো।কাল সকালে তাকে প্রাসাদে নিয়ে যাওয়া হবে।”

পরেরদিন সকালে ফিওনাকে তার আনা স্যুট পরানো হলো,

ড্রাকোনিসের আদেশে সৈন্যরা ফিওনাকে সুরক্ষিতভাবে প্রাসাদের দিকে নিয়ে গেল।ফিওনার মন উত্তেজনা ও ভয়ে আচ্ছন্ন ছিল।তার একমাত্র ইচ্ছা,জ্যাসপারকে দেখা এবং তার মুখ থেকে সত্যিটা জানা।

প্রাসাদটি এক মহাকাব্যিক স্থাপত্যের নিদর্শন ছিল।বিশাল সোনালি দরজা ধীরে ধীরে খুলে গেল, এবং ফিওনার চোখে পড়ল রাজ্যের সিংহাসন কক্ষ। সোনালি ও রক্তিম আলোয় ঝলমল করছিল পুরো হলঘর।ছাদের গম্বুজে আঁকা ছিল ড্রাগনদের প্রাচীন ইতিহাস, এবং মেঝেতে ছিল জ্বলন্ত পাথরের নকশা,যা ভেনাসের শক্তি প্রতীকীভাবে প্রদর্শন করছিল।

ফিওনাকে সিংহাসনের সামনে নিয়ে যাওয়া হলো।সিংহাসনে বসে ছিলেন ড্রাকোনিস,তার চারপাশে ড্রাগন সৈন্য এবং রাজ্য পরিষদের সম্মানিত সদস্যরা।কক্ষে এক গভীর নীরবতা নেমে এলো,যেন প্রতিটি ব্যক্তি ফিওনাকে পর্যবেক্ষণ করছিল।

ড্রাকোনিস তার গভীর গম্ভীর কণ্ঠে বললেন, “মানব কন্যা, তুমি এখন রাজপ্রাসাদের সিংহাসন কক্ষে

উপস্থিত।আমি তোমাকে এখানে এনেছি,কারণ তুমি দাবি করেছো,আমার পুত্র জ্যাসপারকে তুমি ভালোবাসো এবং সে তোমাকে ভালোবাসে।”ফিওনা ধীরে ধীরে মাথা উঁচু করে তাকালেন। “হ্যাঁ,আমি তাই দাবি করি।আমি এখানে এসেছি শুধু জ্যাসপারের মুখ থেকে সত্যটা জানার জন্য।আপনি যা-ই বলুন,আমি

বিশ্বাস করি না যে সে আমাকে ভুলে গেছে।”

ড্রাকোনিস হাসলেন,তবে সে হাসি ঠান্ডা ও রহস্যময়। “তুমি সত্য জানতে চেয়েছো,তাই সত্য তোমার সামনে প্রকাশিত হবে।কিন্তু মনে রেখো,ফিওনা, ্সত্য সবসময় মধুর হয় না।”

ঠিক সেই মুহূর্তে, সিংহাসন কক্ষের বিশাল দরজা আবার খুলে গেল।

হেঁটে আসছিলেন জ্যাসপার,তার পরনে ছিল ড্রাগন রাজকীয় পোশাক।তার চোখে ছিল কঠোরতা,কিন্তু তার মুখে একধরনের নিরাসক্ত অভিব্যক্তি।

ফিওনার চোখ বড় হয়ে গেল।সে এক পলকের জন্য বিশ্বাসই করতে পারল না যে তার সামনে জ্যাসপার দাঁড়িয়ে আছে। তার হৃদয় দ্রুত ধুকপুক করছিল,কিন্তু জ্যাসপারের

মুখ থেকে কোনো আবেগ প্রকাশ পাচ্ছিল না।

ড্রাকোনিস বললেন,”জ্যাসপার,এই মানব কন্যা দাবি করছে, তুমি তাকে ভালোবাসো।তার কথার সত্যতা প্রমাণ করার জন্য তুমি কি তার সামনে কিছু বলবে?”জ্যাসপার ধীরে ধীরে ফিওনার দিকে এগিয়ে গেল। তার চোখ ফিওনার চোখের দিকে নিবদ্ধ,এবং তার কণ্ঠ ছিল একেবারে

স্থির।”তুমি কেন এখানে এসেছো,ফিওনা?”

ফিওনা হঠাৎ সব শক্তি হারিয়ে ফেলল।সে বলল,”আমি তোমার কাছে জানতে এসেছি,প্রিন্স। তুমি কি আমাকে ভুলে গেছো আমার সাথে যোগাযোগ কেনো করোনি তুমি?”

জ্যাসপার তখন বললো “যোগাযোগ করার মতো কোনো প্রয়োজন মনে করিনি”।

ফিওনা কান্না চেপে রেখে দৃঢ় কণ্ঠে বলল, “তুমি মজা করছো, তাই না, প্রিন্স?মাউন্টেন গ্লাস হাউজে আমাদের কাটানো সেই মুহূর্তগুলো,সেগুলো কি তুমি ভুলে গেছো? তুমি কি ভুলে গেছো,তুমি আমাকে কতোটা যত্ন করেছো? আমাকে বিপদে বারবার বাঁচিয়েছো? তুমি কি সত্যিই ভুলে গেছো আমাদের কাটানো ঘনিষ্ঠ

মুহূর্ত,তোমার দেয়া উপহার এই দেখো তোমার দছয়া লকটে এখনো আমার গলায়, তোমায় দেয়া পারফিউম আমি সবসময় আমার গায়ে জড়িয়ে রাখি আর তুমি সত্যি কি আমাকে ভুলে গেছো?”জ্যাসপার তার চোখ নামিয়ে বলল,”ফিওনা,এই পৃথিবীর বাইরে ভেনাসের রাজ্য মানবদের জন্য নয়।তুমি যেভাবে এসেছো,সেভাবেই ফিরে যাও।

এখানে তোমার থাকার কোনো অধিকার নেই।এই জায়গা তোমার জন্য খুব বিপজ্জনক,আমি তোমার কোনো প্রশ্নের উত্তর দিতে বাধ্য নই।”

ফিওনার চোখ ছলছল করে উঠল,কিন্তু সে হাল ছাড়ল না। “ফিরে যাবো?তুমি জানো আমি এখানে আসার জন্য কী করেছি?কত মাস ধরে কষ্ট করেছি?এক মুহূর্তের

জন্য ভেবেছো,এই বিপজ্জনক পথে আমি কেন এসেছি?না,তুমি ভাবতে পারবে না।তুমি তো ড্রাগন।তুমি এক পলকে উড়ে উড়ে পৃথিবীতে চলে যেতে পারো,কিন্তু আমার কাছে এটা সহজ ছিল না।”জ্যাসপার তার স্থির দৃষ্টিতে ফিওনার দিকে তাকাল।তার চোখে একধরনের শীতলতা দেখা গেল।”তুমি এখানে কেন এসেছো,ফিওনা?ভালোবাসা?আমি

তোমাকে পৃথিবীতে রেখেএ এসেছি। আমার জগৎ তোমার জন্য নয়। আমাদের দুই জগৎ আলাদা এবং আমি সেটাই চেয়েছি।এখানে থেকে তুমি শুধু নিজেকে বিপদের মুখে ফেলছো।”

ফিওনা থেমে গেল।তার কণ্ঠ থরথর করছিল।”তুমি জানো, আমি তোমার জন্যই এসেছি।আমি ভেবেছিলাম,তুমি আমাকে অন্তত

একবার দেখতে চাইবে।কিন্তু এখন দেখছি, তুমি আমাকে পৃথিবীতে রেখে এসে ভুলে যেতে চাইছো।তুমি আমাকে ভালোবাসো না?”

ঠিক সেই মুহূর্তে সিংহাসনের পেছন থেকে ভেসে এলো এক নারীর গম্ভীর ও ধারালো কণ্ঠ।”তুমি কি এখনো এখানে থাকবে, মানব কন্যা?”ফিওনা চমকে উঠল।ধীরে ধীরে এক সুন্দরী ড্রাগন নারী সামনে

এগিয়ে এলো।তার পরনে ছিল চকচকে সোনালি পোশাক,যা তার আভিজাত্যের পরিচয় বহন করছিল। চোখে ছিল একধরনের তীক্ষ্ণ দৃষ্টি,যা ফিওনার দিকে অবজ্ঞার সঙ্গে তাকিয়ে ছিল।ফিওনার আর চিনতে বাকি রইলো না অ্যালিসাকে।

“তোমার সাহস দেখে অবাক হচ্ছি এলিসন ফিওনা।তুমি বুঝতে পারছো না,তুমি এখানে থাকার যোগ্য নও।

আমার প্রিন্সকে নিয়ে তোমার কোনো অধিকার নেই,”অ্যালিসা দৃঢ় কণ্ঠে বলল।

ফিওনা তখন হতভম্ব হয়ে বলল,”কি সব বলছো তুমি অ্যালিসা আর প্রিন্স শুধু আমার—”

অ্যালিসা তার কথার মাঝখানে থামিয়ে দিয়ে বলল,”আমি অ্যালিসা। ড্রাকোনিস রাজ্যের রাজকন্যা এবং জ্যাসপারের নিয়োজিত সঙ্গিনী।

আগামীকাল আমাদের আনুষ্ঠানিক বাগদান হবে।তুমি এখানে আসার সাহস কীভাবে পেলে?”

ফিওনার মুখ ফ্যাকাসে হয়ে গেল,কিন্তু সে হাল ছাড়ল না।

“আমি এখানে জ্যাসপারের কাছে এসেছি।আমি তার সঙ্গে কথা বলতে চাই।আমাদের যে সম্পর্ক ছিল,সেটা এত সহজে শেষ হতে পারে না।”অ্যালিসা একটি তাচ্ছিল্যের হাসি

হেসে বলল,”তুমি কি ভাবছো,তোমার মতো একটি মানব কন্যার জন্য প্রিন্স তার রাজ্য,তার পরিবার এবং তার দায়িত্ব ভুলে যাবে?তুমি বুঝতে পারছো না,সে তোমার জন্য কোনো ভবিষ্যৎ দেখছে না।”

ফিওনা দৃঢ়ভাবে বলল,”এটা আমি তার মুখ থেকেই শুনতে চাই।আমি তোমার কাছে প্রমাণ করতে

চাই,আমার ভালোবাসা আমাকে ভুলে যায়নি।”

অ্যালিসার চোখে আগুন জ্বলে উঠল,কিন্তু সে শান্ত কণ্ঠে বলল,”ঠিক আছে,প্রমাণই যদি চাই,তবে প্রিন্স নিজেই বলবে সে কী চায়।তবে আগামীকাল আমাদের বাগদানের অনুষ্ঠানে তোমাকে আমন্ত্রণ জানালাম”।জ্যাসপার নীরব ছিল পুরো সময়।ফিওনা তার চোখে

কোনো আবেগের ঝলক দেখতে চাইল,কিন্তু তার মুখ ছিল পাথরের মতো শক্ত।”আমি প্রমাণ করব, প্রিন্স এখনো আমারই।তুমি যা-ই বলো না কেন,”ফিওনা দৃঢ় কণ্ঠে বলল এবং অ্যালিসার দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল।

সিংহাসনের কক্ষ তখন এক মুহূর্তের জন্য যেন নিস্তব্ধ হয়ে গেল। ফিওনার কণ্ঠে ছিল দুঃখ, আশা,

এবং বিশ্বাসের মিশ্রণ। তার চোখ থেকে অশ্রু গড়িয়ে পড়ছিল, কিন্তু তার দৃষ্টিতে ছিল এক অটল সংকল্প।

“প্রিন্স, একবার বলো,” ফিওনা জোরালো কণ্ঠে বলল।“তুমি কি আমাকে ভালোবাসো না?আমি শুধু তোমার সত্যি কথা শুনতে চাই,একবার তোমার মুখ থেকে শুনতে চাই তুমি আমাকে এখনো

ভালোবাসো আর আমাকে এখনো মিস করো এটা শুনেই আমি এখান থেকে ফিরে যাবো। যত কষ্টই হোক,তোমার জন্য অপেক্ষা করবো পৃথিবীতে যেয়ে।শুধু একবার বলো,তোমার এই সঙ্গী বা এই রাজ্য আমাকে ভুল প্রমাণ করতে পারবে না।”

জ্যাসপার তার চোখ কঠিন সবুজ চোখজোড়া ফিওনার দিকে স্থির

রেখেই বললো”ফিওনা,” সে অবশেষে বলল,তার কণ্ঠ ভারি আর একেবারে গভীর,যেন নিজের মনের সঙ্গে লড়াই করছে। “তুমি আমার জীবনের এক অংশ ছিলে সেটা পৃথিবীতে থাকাকালীন কিন্তু এখানে তোমার কোনো জায়গা নেই।আমি একজন ড্রাগন,আর তুমি একজন মানব কন্যা। আমাদের এই সম্পর্ক অসম্ভব।”ফিওনার বুকটা যেন

চূর্ণবিচূর্ণ হয়ে গেল,কিন্তু সে হাল ছাড়ল না।”এটা সত্য নয়!” ফিওনা চিৎকার করে বলল। “তোমার চোখে আমি আজও সেই ভালোবাসা দেখতে পাচ্ছি।তুমি আমাকে ভোলোনি,প্রিন্স।সত্যি বলো,তুমি কি আমাকে ভালোবাসো না?”

কক্ষের সবাই তাদের নিঃশ্বাস আটকে রেখেছিল।অ্যালিসার চোখে ছিল রাগ আর বিদ্বেষ,কিন্তু সে কিছু

বলল না। ড্রাকোনিসও নির্বিকার মুখে সিংহাসনের পাশে দাঁড়িয়ে ছিল। এথিরিয়ন চুপচাপ দাঁড়িয়ে সবটা দেখে যাচ্ছে।

জ্যাসপার চুপচাপ ফিওনার দিকে তাকিয়ে রইল।তার চোখে এক মুহূর্তের জন্য আবেগ দেখা দিল,কিন্তু সে আবারও কঠোর হয়ে গেল।“ফিওনা,” সে কড়া গলায় বলল,”তোমাকে ভালোবাসা আমার

জন্য দুর্বলতা।আমি একজন ড্রাগন। আমাদের পথ আলাদা।আর ড্রাগন হয়ে আমি কখনোই দুর্বল হতে চাইনা, ফিরে যাও তুম তোমার পৃথিবীতে।”

ফিওনা নিঃশব্দে দাঁড়িয়ে রইল।তার হৃদয় যেন থেমে গিয়েছিল।অশ্রুভরা চোখে সে কাঁপা কণ্ঠে বলল,

“তুমি মিথ্যে বলছো,প্রিন্স, আমি জানি তুমি মিথ্যে বলছো।”

একবার বলো তুমি আমাকে ভালোবাসো, শুধু একবার বলো প্লিজ!!!!!

ভেনাসের এল্ড্র প্রাসাদে, যেখানে রাজকীয় জৌলুস এবং আভিজাত্যের ছোঁয়া, ঠিক সেখানে ফিওনার হৃদয় যেন একাকিত্বের গভীরে ডুবছে। চারপাশের রূপ-রস-গন্ধের মধ্যে তার অন্তরে যে শূন্যতা, তা ক্রমশ গাঢ় হচ্ছে। জ্যাসপারের মুখে কোনো

পরিবর্তন নেই; ঠোঁট থেকে বেরিয়ে আসা নি*র্মম বাক্যগুলো ফিওনার মনের গভীরে বিষের মতো ক্ষত তৈরি করে—”আমি তোমাকে ভালোবাসি না,ফিওনা। পৃথিবীর ভালোবাসা পৃথিবীতেই শেষ।ভেনাসে তার কোনো অস্তিত্ব নেই আমার কাছে আমি তোমাকে ভুলে গেছি,আর তুমিও আমাকে ভুলে যাও।”

ফিওনার পা যেন জমে গেছে, ষতার চোখে অবাক এবং হতবাক ভাব।যে চোখগুলো এক সময় তার প্রতি ভালোবাসার অনুভূতি প্রকাশ করেছিল,আজ সেগুলো এত ঠান্ডা,এত নির্লিপ্ত!নিজেকে সামলে নিয়ে ফিওনা জ্যাসপারের কাছে এগিয়ে যায়।সে তার হাত স্পর্শ করে,যেখানে এখনও তার দেয়া ব্রেসলেটটি বাঁধা রয়েছে। ফিওনার

ঠোঁট কাঁপে,”তাহলে, প্রিন্স, এই ব্রেসলেটটা এখনো তোমার হাতে কেন?এটাও কি পৃথিবীর ভালোবাসার অংশ নয়?”

জ্যাসপার চোখ নামিয়ে ব্রেসলেটটির দিকে তাকায়। কিছুক্ষণের জন্য তার মুখে এক অদ্ভুত ছায়া ভেসে ওঠে, কিন্তু মুহূর্তেই সে নিজেকে শক্ত করে ঠোঁটে তাচ্ছিল্যের হাসি এনে

বলে,”ওহ,এটা তো ভুলে গিয়েছিলাম।”

সে ব্রেসলেটটি খুলতে যায়,কিন্তু খুলতে পারছে না,যেন সেই ব্রেসলেট তার হৃদয়ের কোনো অংশ ধরে রেখেছে। ক্রোধে জ্যাসপার নিজের শক্তি দিয়ে একটানে ব্রেসলেটটি ছিঁড়ে ফেললো এবং তা প্রাসাদের বারান্দা থেকে নিচে ছুঁড়ে দিলো।

ফিওনা অসহায় দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলো। চোখের জল
গাল বেয়ে পড়ছে, কিন্তু সে কোনো শব্দ করতে পারছে না।
জ্যাসপার এথিরিয়নের দিকে ঘুরে বলে,"এই মেয়েটাকে ওর স্পেসশিপের কাছে পৌঁছে দিয়ে আয়।" এটা বলেই জ্যাসপার প্রাসাদের দরজার দিকে এগিয়ে

যায়,কিছু একটা ভেবে পরমুহূর্তেই থেমে আবার ও ঘুরে দাঁড়ায়।

ফিওনা প্রতিমূর্তির দাঁড়িয়ে ছিলো,তার হৃদয় যেন প্রতিটি ধাপে ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে যাচ্ছিল। হঠাৎ পেছন থেকে একটি ভারী পায়ের আওয়াজ ভেসে এলো।

জ্যাসপার পুনরায় ফিরে এসেছে তার সামনে।তার মুখে ছিল এক অদ্ভুত কঠিনতা,যেন তার সিদ্ধান্ত পাথরের

মতো স্থির।ফিওনার সামনে এসে দাঁড়িয়ে,তার গভীর চোখ দুটো ফিওনার কাঁপতে থাকা হৃদয়ের গভীরে প্রবেশ করলো।কিছুক্ষণ নীরব থাকার পর জ্যাসপার হঠাৎ বলে উঠলো,“তুমি যদি আজ যেতে না চাও,তবে থেকে যাও।আগামীকাল আমার আর অ্যালিসার বিয়েটা দেখে যেও।এটা দেখার পর হয়তো নিজেই সিদ্ধান্ত নিতে পারবে,পৃথিবীতে ফিরে

যাওয়া তোমার জন্য কতটা সহজ হবে।”

ফিওনার শরীর জমে গেল।তার পা যেন মাটিতে শেকড়ের মতো গেঁথে গেল।সে কোনো উত্তর দিতে পারছিল না। জ্যাসপারের মুখে এক বিন্দু অনুশোচনা নেই—শুধু একটি দৃঢ়তা,যা ফিওনার হৃদয় ভেদ করে গেল।

হঠাৎই সেখানে হাজির হলো আলবিরা।তার সাথে থারিনিয়াসও ছিল,কিন্তু অ্যাকুয়ারা কোথাও দেখা গেল না।

“প্রিন্স,আপনি কি নিশ্চিত যে এটাই সঠিক সিদ্ধান্ত?” আলবিরা তার স্বাভাবিক শান্ত গলায় প্রশ্ন করলো।

জ্যাসপার কোনো উত্তর দিল না।তার চোখ সরাসরি ফিওনার দিকে

ছিল,যেন সে অপেক্ষা করছে ফিওনা কী করবে।

থারিনিয়াস পরিস্থিতির জটিলতা বুঝতে পেরে বললো, “আমাদের সময় বেশি নেই।ফিওনাকে স্পেসশিপে পৌঁছাতে হবে। প্রিন্স,আপনি যদি কিছু বলতে চান, তবে এখনই বলুন।”ফিওনা এক মুহূর্তের জন্য স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে রইলো।তার চোখে জল গড়িয়ে

পড়ছিল।আলবিরা আর থারিনিয়াস একে অপরের দিকে তাকালো,যেন এই সম্পর্কের ভবিষ্যৎ নিয়ে তারাও কিছু বলতে পারছে না।

“তুমি কি প্রস্তুত,ফিওনা?” থারিনিয়াস ভাঙা কণ্ঠে প্রশ্ন করলো। জ্যাসপারের কথাগুলো যেন একেকটি তীর হয়ে ফিওনার হৃদয়কে বিদ্ধ করছিল।সে স্থির চোখে জ্যাসপারের মুখের দিকে

তাকিয়েছিল,যেন সেই মুহূর্তে তার শেষ আশাটুকুও নিভে গেলো।

“আচ্ছা,আমি চলে যাবো,” ফিওনা কাঁপা কণ্ঠে বললো,কিন্তু তার গলায় ছিল এক অদ্ভুত দৃঢ়তা।“তবে একবার হামিংবার্ড বলে ডাকো।”

জ্যাসপার থমকে দাঁড়ালো।কয়েক মুহূর্ত তার গভীর দৃষ্টি ফিওনার চোখে আটকে রইলো।তার মনে যেন এক অদৃশ্য যুদ্ধ চলছিল—

ভালোবাসার কাছে নিজেকে হারিয়ে ফেলার ভয় আর নিজের অনুভূতিকে লুকিয়ে রাখার জেদ।

শেষ পর্যন্ত সে এক গভীর নিশ্বাস ফেলে বললো,“হামিংবার্ড, পৃথিবীর সবচেয়ে ছোট পাখি।কিন্তু এটা ভেনাস।এখানে এমন কোনো পাখি নেই।”এই কথা বলে জ্যাসপার মুখ ঘুরিয়ে হনহন করে বেরিয়ে গেলো,যেন তার কথার ভার সে

নিজেও বহন করতে পারছে না। ফিওনা নির্বাক দাঁড়িয়ে রইলো। জ্যাসপারের দৃশ্যটি তার চোখের সামনে ধোঁয়াশার মতো মিলিয়ে যেতে লাগলো।

তার হৃদয় যেন মুহূর্তেই এক বিশাল শূন্যতার মধ্যে পড়ে গেলো।হঠাৎ করে তার শরীর কাঁপতে শুরু করলো,তার শ্বাস আটকে আসছিল। জ্যাসপারকে শেষবারের মতো

দেখার ব্যাকুলতায় ভরা চোখ দুটি ধীরে ধীরে বন্ধ হয়ে এলো।

অতঃপর,ফিওনা নিঃশব্দে মাটিতে লুটিয়ে পড়লো।তার চেতনাহীন শরীর নিস্তব্ধ প্রাসাদের পাথরের মেঝেতে পড়ে রইলো।কিন্তু তার মন তখনও জ্যাসপারের শেষ কথাগুলোর মধ্যে আটকে ছিল,সেই শীতল কথাগুলো যা তার ভালোবাসার সমস্ত আশা ছি*ন্নভি*ন্ন করে দিয়েছিল।

ফিওনার চোখ ধীরে ধীরে খুলে গেল।চারপাশটা যেন ঘোলাটে মনে হচ্ছিল।ধাতস্থ হতে কয়েক মুহূর্ত লেগে গেল।মাথার ভেতর ভারি শব্দ,শরীরটা যেন অবশ হয়ে আছে। অবশেষে চারপাশটা স্পষ্ট দেখতে পেল।এই কক্ষটা তার চেনা—ঠিক সেই ঘর,যেখানে প্রথমবার তাকে এনে রাখা হয়েছিল।মনে পড়ে গেল

প্রথমবারের মতো ড্রাকোনিসের সভায় পা রাখার স্মৃতি।

কক্ষের কোণে দাঁড়িয়ে ছিল থারিনিয়াস।গম্ভীর মুখ, তীক্ষ্ণ চোখে ফিওনার দিকে তাকিয়ে।তার কণ্ঠস্বর যেন পুরো কক্ষে প্রতিধ্বনিত হলো,"ফিওনা,তুমি কি তৈরি? তোমাকে স্পেসশিপের কাছে পৌঁছে দেওয়া হবে। তোমার সিদ্ধান্ত নিতে বেশি সময় নেই।"ফিওনা চুপ করে

রইল।এক মুহূর্তের জন্য মনে হলো, তার শরীরটা যেন আর চলছে না। সবকিছুই যেন থেমে গেছে।কিন্তু তার মনের গভীরে একটা অদ্ভুত শক্তি কাজ করছিল।

“তৈরি হও”থারিনিয়াস আবার বলল,এবার একটু কঠোর সুরে।”যাত্রা সহজ হবে না,তবে তুমি কি যেতে চাও নাকি তুমি সত্যি

সত্যি কালকে পর্যন্ত থাকবে এখানে?”

ফিওনা ধীরে ধীরে উঠে দাঁড়াল।তার চোখে ছিল দৃঢ়তা। “আমি থাকবো না এখানে আর,”সে বলল,স্বরে জেদ আর সাহসের ঝিলিক।”আমি তৈরি। আমাকে নিয়ে চলো।”

থারিনিয়াস তার ঠোঁটে এক চিলতে হাসি টেনে বলল,”তাহলে প্রস্তুত হও।সময় ঘনিয়ে আসছে।আমরা

তোমাকে আর বেশিক্ষণ ভেনাসে রাখতে পারব না।”থারিনিয়াসের নির্দেশে ফিওনাকে সুরক্ষিতভাবে নিয়ে যাওয়ার জন্য কয়েকজন ড্রাগন সদস্য এগিয়ে এলো।

ফিওনা ধীরে ধীরে কক্ষের বাইরে পা রাখল।তার হৃদয় ভারী,কিন্তু তার চাহনিতে ছিল অনড় এক সংকল্প।

প্রাসাদের বাইরে বেরিয়ে তারা বাগান পেরিয়ে চলল।

এই বাগানটা পুর্বে একবার দেখা হলেও এখন যেন এক অদ্ভুত শূন্যতা নিয়ে ফিওনার চোখে ধরা দিল। চারদিকে মনোমুগ্ধকর ফুলের সারি,জলধারার নরম শব্দ—সবকিছুই যেন তাকে বিদায় জানাচ্ছে।

ফিওনা প্রত্যেকটা পদক্ষেপে গভীরভাবে চারপাশটা দেখতে লাগল,যেন কোথাও একবার জ্যাসপারের মুখটা দেখতে পাবে।

তার মনে বারবার প্রশ্ন উঠে আসছে—”সে কি সত্যিই আমাকে দেখতে আসবে না?শেষ বিদায়টুকু জানাবে না?”কিন্তু বাগানের প্রতিটি কোণ,প্রতিটি পথ ফাঁকা।জ্যাসপার কোথাও নেই।

ফিওনা যখন ধীরে ধীরে চারিদিকে তাকিয়ে বাগান পেরোচ্ছিলো,তখন প্রাসাদের একটি জানালার আড়াল থেকে অ্যাকুয়ারা চুপচাপ ফিওনাকে

তাকিয়ে দেখছিল।তার চোখে অদ্ভুত এক দুঃখের ছাপ,যেন সে ফিওনার প্রতিটি ব্যথা নিজের ভেতর অনুভব করছিল।কিন্তু সে একবারের জন্যও সামনে আসেনি।নিজের মুষ্টি শক্ত করে,জানালার গ্রিল ধরে দাঁড়িয়ে রইল।মনে মনে শুধু বলল,"তোমার কষ্ট আমি সহ্য করতে পারছিনা,ফিওনা।তাই একবারও তোমার সামনে যাইনি,কারন

তোমাকে শান্তনা দেয়ার কোনো ভাষা আমি খুঁজে পেতাম না।”

অ্যাকুয়ারা জানত,এই মুহূর্তে ফিওনার সামনে দাঁড়ানো মানে তাকে আরও বেশি ভেঙে দেওয়া। তাই সে নিঃশব্দে বিদায় জানাল,নিজের হৃদয়ে অপরাধবোধ আর গভীর মমতা নিয়ে।

থারিনিয়াস হঠাৎ থেমে গিয়ে বলল,”আমরা এসে গেছি।” ফিওনার

চোখের সামনে তার স্পেসশিপ।এর ধাতব গায়ে সূর্যের আলো পড়ে চকচক করছে।ফিওনা পা বাড়ানোর আগে থারিনিয়াসের দিকে ঘুরে দাঁড়াল।

“আমার হয়ে একটা বার্তা প্রিন্সকে দেবে?”ফিওনা কণ্ঠে দৃঢ়তা ধরে রাখার চেষ্টা করল,যদিও তার গলা কেঁপে উঠল।থারিনিয়াস চোখ সরু করল।”হ্যাঁ,বলো।কী বলতে

চাও?”ফিওনার চোখ ঝলসে উঠল,আর এক মুহূর্ত দেরি না করে বলল,”তাকে বলে দিও,সে যতোই অস্বীকার করুক,যতোই আমাকে ভুলে যাক,আমি সারাজীবন তাকে ভালোবেসে যাব।আমি,এলিসন ফিওনা,তার হামিংবার্ড,তাকে এই মহাবিশ্বের চেয়েও বেশি ভালোবাসি।”

থারিনিয়াস কিছুক্ষণ চুপ করে রইল। তারপর সে এক ঝলক মাথা নাড়ল,তার মুখে কোনো অভিব্যক্তি নেই।”ঠিক আছে।আমি পৌঁছে দেব তোমার বার্তা।”

ফিওনা আর কোনো কথা বলল না। শিপের দিকে এগিয়ে গেল।সিঁড়িতে পা রাখার আগেই হঠাৎ থেমে গেল,আরেকবার পেছনে ফিরে তাকাল। তবু,জ্যাসপারের কোনো

ছায়া দেখল না।ফিওনার চোখে জল ভরে এল।

শিপে পা রাখার পর যখন দরজা ধীরে ধীরে বন্ধ হয়ে গেল,তখন ফিওনার মনে হলো,সে তার জীবনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়টা চিরতরে পেছনে ফেলে যাচ্ছে।স্পেসশিপ ধীরে ধীরে উপরে উঠতে শুরু করল।ফিওনা কাঁচের জানালা দিয়ে বাইরে তাকাল।

প্রাসাদটা ধীরে ধীরে ছোট হয়ে আসছে।তার চোখে জল ঝরছে,কিন্তু সে দৃঢ়ভাবে চেয়েছিল সবকিছু মনে রাখতে।

সে জানত,এই যাত্রা তার শেষ হতে পারে,কিন্তু সে তার ভালোবাসার স্মৃতিগুলোকে সঙ্গী করেই এগিয়ে যাবে।

স্পেসশিপে উঠেই ফিওনা অঝোরে কাঁদতে লাগলো।তার কান্না যেন

আকাশ বাতাস কাঁপিয়ে দিলো। চারপাশে কেবল এক অনুভূতি— যতটুকু ভালোবাসার স্মৃতি,তার সাথে যতটা হতাশা।চোখের সামনে একদিকে ভেসে উঠছে জ্যাসপারের ভালোবাসার মুহূর্তগুলো,যেখানে জ্যাসপার তাকে এক রূপকথার মতো ভালোবাসতো,অন্যদিকে তার ঠোঁটের কোণে বেরিয়ে আসা সেই নিষ্ঠুর কথাগুলো,"আমি তোমাকে

ভালোবাসি না,পৃথিবীর ভালোবাসা পৃথিবীতেই শেষ।”ফিওনার হৃদয়ে যেন কষ্টের জ্বালা,যা কখনো নিভবে না।তার চোখের জল পড়ছিল বয়ে,যেন প্রতিটি টপ টপ শব্দে তার ভালোবাসার প্রতিটি স্মৃতি চূর্ণ হচ্ছিল।“কেন,প্রিন্স?কেন আমাকে এত দূরে ঠেলে দিলে?”—এই প্রশ্নটি যেন তার মনে বারবার ঘুরপাক খাচ্ছিল।

শিপের ভেতরের নিস্তব্ধতা তাকে আরও অসহায় বোধ করালো। একবার ভাবলো যদি সে আবার ফিরে যেতে পারে,যদি সে জ্যাসপারের কাছে ফিরে যেতে পারে,তাহলে হয়তো সবকিছু বদলে যাবে।কিন্তু বাস্তবতা তার সামনে দাঁড়িয়ে ছিল—সে আর পৃথিবীতে নেই,আর প্রিন্সের হৃদয়ে তার স্থানও নেই।

কাঁদতে কাঁদতে ফিওনা অনুভব করলো,এই কান্নার মধ্যে তার ভালোবাসার শক্তি লুকিয়ে আছে। প্রতিটি অশ্রু যেন বলছিল,”আমি তোমাকে ভুলবো না,জ্যাসপার।” প্রেমের গল্পের এই অধ্যায়ে ভাঙা হৃদয়কে বয়ে নিয়ে যেতে হবে,কিন্তু একদিন সে তার ভেঙে পড়া হৃদয়কে আবার গড়ে তুলবে—এই আশা নিয়ে।ফিওনাকে শিপে উঠতে

দেখে জ্যাসপার ধীরে ধীরে প্রাসাদের দিকে ফিরে গেল।তার মুখে কোনো অভিব্যক্তি নেই,কিন্তু ভেতরে এক প্রচণ্ড ঝড় বয়ে চলেছে।নিজের হাত দুটো শক্ত করে মুঠোয় চেপে ধরেছে সে,যেন যন্ত্রণার তীব্রতাকে দমন করার ব্যর্থ চেষ্টা করছে।

প্রাসাদে পৌঁছানোর পর,দরজার আড়ালে পা দিয়েই জ্যাসপারের ধৈর্যের বাঁধ ভেঙে গেল।সে এক

লাফে সিংহাসনের কাছাকাছি থাকা বিশাল টেবিলটা উল্টে ফেলে দিল।“কেন? তার তর্জনীর তীক্ষ্ণ আওয়াজ পুরো প্রাসাদজুড়ে প্রতিধ্বনিত হলো।“কেন আমি তাকে দূরে ঠেলে দিলাম?”

জ্যাসপারের হাত ছুঁড়ে ফেলে পরপর কয়েকটি মূল্যবান ফুলদানি ভেঙে চুরমার করে দিল।এক এক করে প্রাসাদের দেয়ালের ঝুলন্ত

শিল্পকর্ম,ক্রিস্টালের বাতিগুলো—সবকিছু ভাঙচুর করতে শুরু করল। তার তীব্র ক্রোধের সঙ্গে যেন প্রতিটি বস্তু ক্ষুদ্র হতে শুরু করল।এই ভাঙচুরের মধ্যেও তার নিজের দেহ ক্ষতবিক্ষত হতে থাকল।কাঁচের টুকরো তার হাত চিরে ফেলল, সবুজ রক্ত গড়িয়ে পড়তে লাগল মেঝেতে।একটা বড় পাথরের টুকরো ছুঁড়তে গিয়ে তার কপাল কেটে

গেল,কিন্তু সে থামল না।শরীর থেকে রক্ত ঝরছে,ব্যথা যেন প্রতিটি শিরায় ছড়িয়ে পড়ছে,তবুও তার নিজের ভেতরের কষ্টের সামনে এই শারীরিক যন্ত্রণা কিছুই না।

“আমি তাকে এতোটা কষ্ট দিলাম। আমি নিজে তাকে তাড়িয়ে দিলাম। আমি কী করে এমন করতে পারলাম?”—জ্যাসপার বারবার এই কথা নিজেকে বলছিল। তার মনের

ভেতর ঘুরপাক খাচ্ছিল ফিওনার মুখের সেই অসহায় চাহনি।শিপে ওঠার আগে ফিওনার পেছন ফিরে তাকানো,সেই একবার দেখা... যেন তাকে হাজারবার ছু*রিকাঘাত করেছে।হঠাৎ থেমে গেল সে। দেয়ালে ভর দিয়ে দাঁড়াল,তার শ্বাস ভারী হয়ে এলো।রক্তমাখা হাত দিয়ে মুখ ঢেকে ফেলল। তার কণ্ঠস্বর কম্পিত,দমবন্ধ এক স্বরে ফিসফিস

করে বলল,“আমি তাকে ভালোবাসি হামিংবার্ড!!আমি তোমাকে আমার সবকিছু দিয়ে ভালোবাসি।কিন্তু তোমাকে কষ্ট ছাড়া আর কিছুই দিতে পারলাম না। আমি কী করে নিজের ভালোবাসাকে ধ্বং*স করলাম?”

তার চোখ দিয়ে র*ক্তমাখা হাত সরতেই বোঝা গেল, চোখ লাল হয়ে উঠেছে।কিন্তু সেই লাল ক্রোধের নয়;

সেটা ভালোবাসা হারানোর ব্যথার প্রতিচ্ছবি।সে ধীরে ধীরে মাটিতে বসে পড়ল,পিঠ ঠেকিয়ে দিল দেয়ালে। তার চারপাশে ভাঙা কাঁচ,ধ্বং”স হয়ে যাওয়া প্রাসাদের টুকরো,আর মেঝেতে ছড়ানো সবুজ র*ক্ত।

জ্যাসপার জানে,ফিওনাকে সুরক্ষিত রাখার জন্য এই ত্যাগ।সে জানে,এটাই একমাত্র পথ।কিন্তু তার

হৃদয় এই সিদ্ধান্তকে মানতে চায় না। “হামিংবার্ড...”তার কণ্ঠস্বর চাপা হয়ে গেল,যেন নামটা উচ্চারণ করতেই তার হৃদয় আরও খানিকটা ভেঙে গেল।জ্যাসপার এক হাতে নিজের বুক চেপে ধরল,যেন সেই অসহ্য যন্ত্রণা থেকে মুক্তি পেতে চায়।কিন্তু সে জানে, এই যন্ত্রণা কখনো থামবে না।ফিওনা তার জীবনের সবচেয়ে সুন্দর অধ্যায়

ছিল,আর সেই অধ্যায়কে নিজেই ছিঁ*ড়ে ফেলে দিয়েছে।

সেই সময়টা জ্যাসপার প্রাসাদের ধ্বং*সস্তূপের মধ্যে একা বসে রইল। তার ভালোবাসার গভীরতা আর ফিওনাকে দেওয়া কষ্টের অনুশোচনা—এই দুইয়ের ভারে সে চূর্ণ*বিচূর্ণ হয়ে পড়ল।

প্রাসাদের নিস্তব্ধতা ভেঙে আবারও জ্যাসপারের ক্রো*ধের গর্জন শোনা

গেল।কয়েক মুহূর্ত শান্ত থাকার পর হঠাৎ সে যেন নতুন করে ফেটে পড়লো।তার হাতের এক ঝটকায় সিংহাসন উল্টে দিলেন।সিংহাসন মাটিতে ধপাস করে পড়ে গেল,আর তার সঙ্গে প্রাসাদের ভিতরকার বাতাস যেন থমকে গেল।

থারিনিয়াস দ্রুত তার দিকে এগিয়ে এসে বলল,"প্রিন্স এবার থামুন! আপনি কী করছেন?"

জ্যাসপার তার দিকে তীক্ষ্ণ চোখে তাকিয়ে গর্জে উঠল, “আমাকে থামানোর চেষ্টা করো না,থারিনিয়াস! আমি যা হারিয়েছি,তা বুঝতে তোমার এক জীবনও যথেষ্ট হবে না।”

এথিরিয়নও তাকে থামানোর চেষ্টা করল। “আমরা তোমার পাশে আছি,জ্যাসু ভাইয়া..এই ধ্বংস তোমার কষ্ট কমাবে না।”কিন্তু জ্যাসপার তাদের কথায় কান দিল

না।এক ঝটকায় থারিনিয়াস এবং এথিরিয়নকে ছিটকে ফেলে দিল। তারা দু’জন মাটিতে পড়ে গেল। চারপাশের ড্রাগনরা ভয়ে একপাশে সরে গেল,কেউই সাহস করে এগিয়ে আসছিল না।

ঠিক সেই মুহূর্তে দরজার পাশে দাঁড়ালো অ্যালিসা।তার চোখে ছিল অশ্রু,কিন্তু মুখে এক দৃঢ় সংকল্প।

“প্রিন্স অরিজিন!”সে গম্ভীর গলায় বললো।

জ্যাসপার কিছুক্ষণ থমকে দাঁড়ালো। অ্যালিসার কণ্ঠে এমন এক টান ছিল যা তার রাগকে মূহূর্তের জন্য হলেও থামিয়ে দিল।

“এভাবে নিজেকে ধ্বং*স করবেন না,”অ্যালিসা ধীরে ধীরে এগিয়ে এসে বললেন।”আপনার কষ্ট আমি

বুঝি। কিন্তু এই ধ্বং*স আপনাকে মুক্তি দেবে না।”

জ্যাসপারের চোখে এক ঝলক বেদনা ফুটে উঠল।

কিন্তু পরক্ষণেই তা ক্রোধে রূপ নিল।”তুমি কী বুঝবে,অ্যালিসা?তুমি তো কখনো আমাকে ভালোবাসার জন্য এতটা হারাওনি।

দূরে সরে যাও এই মুহূর্তে!”অ্যালিসা আরও এক ধাপ এগিয়ে এসে

বলল,”আমি আপনাকে ভালোবাসি,প্রিন্স।কিন্তু আপনার এই ধ্বংসা*ত্মক আচরণ শুধু আপনাকে নয়,আমাদের সবাইকে ধ্বংস করে দিবে।”

ততক্ষণে জ্যাসপারের ধৈর্যের বাঁধ ভেঙে গেছে।সে হঠাৎ এক ঝটকায় অ্যালিসাকে আঘাত করে বসলো। অ্যালিসা মাটিতে পড়ে গেলো,তার মুখে বেদনার ছাপ।

মাটিতে পড়েও অ্যালিসা তার চোখ তুলে তাকালেন,তার দৃষ্টিতে ছিল অদম্য ভালোবাসা।

“আপনি আমাকে আঘাত করলেন প্রিন্স???

জ্যাসপার থেমে গেলো।তার গলা দিয়ে কোনো শব্দ বের হলো না।তার হাত কাঁপছিল তার চোখে কেবল অন্ধকারের ছায়া।সে ধীরে ধীরে পেছনে সরে গেলো। তার সামনে

পড়ে থাকা সিংহাসন,ধ্বংস হয়ে যাওয়া প্রাসাদের মেঝে,এবং আ*হত অ্যালিসা যেন তার কষ্টের এক জীবন্ত প্রতিচ্ছবি হয়ে উঠল। ড্রাকোনিস দ্রুত থারিনিয়াস এবং এথিরিয়নকে ডেকে পাঠাল।তার মুখে ছিল দৃঢ়তা এবং চিন্তার ছাপ। তিনি তাদের দিকে তাকিয়ে বললেন,”জ্যাসপারের ক্রোধ এখন নিয়ন্ত্রণের বাইরে।যদি তাকে এখন

থামানো না হয়,তাহলে সে নিজেকে এবং আমাদের সবাইকে ধ্বংস করবে।এটা নাও—ড্রাগনস্কেল সেডেটিভ-09।”

থারিনিয়াস কৌতূহলী হয়ে জিজ্ঞাসা করল

“এটি কি নিরাপদ,কিং ড্রাকোনিস?”

ড্রাকোনিস মাথা নাড়লেন।”এটি তার জীবন বাঁচানোর জন্য,থারিনিয়াস। আমরা যদি কিছু না করি,তাহলে সে

নিজেই তার সর্ব*নাশ ডেকে আনবে।”থারিনিয়াস এবং এথিরিয়ন সেডেটিভের ইনজেকশন নিয়ে জ্যাসপারের দিকে এগিয়ে গেল। জ্যাসপার তখনও প্রাসাদের ভাঙা অংশগুলোর দিকে রাগে গর্জন করে ধ্বং*স চালিয়ে যাচ্ছিল।থারিনিয়াস একটি সুযোগ খুঁজছিল।

এথিরিয়ন কৌশলে জ্যাসপারের দৃষ্টি ভিন্ন দিকে আকর্ষণ করল।”জ্যাসু

ভাইয়া!তুমি কি বুঝতে পারছো না,এই ধ্বং*স তোমার কোনো কষ্ট কমাবে না?”

এই মুহূর্তে থারিনিয়াস পেছন থেকে চুপিসারে এসে ইনজেকশনটি জ্যাসপারের হাতে পুশ করে দিল। জ্যাসপার প্রথমে হতভম্ব হয়ে তাকাল।এরপর তার শক্তি ধীরে ধীরে কমে যেতে লাগল।

সে মাটিতে হাঁটু গেড়ে বসে পড়ল। তার চোখ অল্পক্ষণ পর বন্ধ হয়ে গেল,আর তার বিশাল দেহ এক পাশ থেকে শুয়ে পড়ল।ড্রাকোনিস দূর থেকে দৃশ্যটি দেখছিলেন।তিনি গভীর শ্বাস ফেলে বললেন,"এখন অন্তত সে ক্ষণিকের জন্য শান্ত থাকবে।আমাদের তার ভালোবাসার যন্ত্রণার সমাধান খুঁজতে হবে।"

থারিনিয়াস এবং এথিরিয়ন মাথা নত করল।জ্যাসপারের নিথর দেহ তখনও কষ্টের এক প্রতিচ্ছবি হয়ে শুয়ে ছিল যেন তার অন্তর্দাহ এক মুহূর্তের জন্যও থেমে নেই।

এথিরিয়ন,থারিনিয়াস এবং আরও কয়েকজন ড্রাগন মিলে জ্যাসপারকে তার বিশাল,স্ফটিকের দেয়াল ঘেরা কক্ষে বিছানায় শুইয়ে দিল।প্রায় নিস্তব্ধ কক্ষের ভেতর জ্যাসপারের

নিথর দেহ শুয়ে ছিল,আর তার মুখে এখনো যেন যন্ত্রণার এক গভীর ছাপ ফুটে উঠেছিল।ড্রাকোনিস দরজার পাশে দাঁড়িয়ে ছিলেন,যেন তিনি তার ছেলেকে এভাবে দেখে বিশ্বাস করতে পারছিলেন না।এক মুহূর্তের জন্য তার চোখে কিছুটা অসহায়ত্ব ঝলসে উঠল। তিনি ধীরে ধীরে মাথা নিচু করে থারিনিয়াসের দিকে তাকিয়ে বললেন “আমি ভাবতেই

পারিনি...আমার ছেলেটা ভালোবাসার জন্য একদিন এমন পাগলামী করবে।”

থারিনিয়াস কিছু বলার জন্য মুখ খুলতে গিয়েও থেমে গেল। ড্রাকোনিসের চোখে তখন যন্ত্রণার ছায়া,আর তার কণ্ঠ ভারী হয়ে উঠল।”ওর চাচার কথা মনে পড়ে যায়।সে তো ভালোবাসার জন্য নিজেকে শেষ করে দিয়েছিলো।

মানুষের প্রতি তার ভালোবাসা তাকে ধ্বং*স করেছিল।আর লিয়ারা? লিয়ারাকে তো বন্দি করে রাখা হয়েছে,কারণ তার ভালোবাসা তাকে নিয়ন্ত্রণ হারাতে বাধ্য করেছিল।এখন আমার নিজের ছেলেটাও সেই পথেই যাচ্ছে।”

এথিরিয়ন নীরবে ড্রাকোনিসের কথা শুনছিল,কিন্তু তারও চোখে গভীর দুশ্চিন্তার ছাপ স্পষ্ট।ড্রাকোনিস

দীর্ঘশ্বাস ফেলে আবার বললেন,”জ্যাসপার ভেনাসের প্রিন্স। সে শুধু আমার ছেলে নয়,পুরো এলড্র রাজ্যের ভবিষ্যৎ।কিন্তু যদি তাকে বন্দি করে রাখতে হয়,তাহলে রাজ্যের কী হবে?তার শক্তি যদি নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যায়,তাহলে তাকে আমরা কোথায় রাখব?”

থারিনিয়াস সাহস করে জিজ্ঞাসা করল, “মহামান্য,আপনি কি মনে

করেন প্রিন্স কখনো স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে আসতে পারবে?”

ড্রাকোনিসের চোখে অশ্রুর আভাস দেখা গেল,কিন্তু তিনি তা চাপা দিয়ে কঠোর কণ্ঠে বললেন,”আমি জানি না।ভালোবাসা মানুষের জন্য আশীর্বাদ হতে পারে,কিন্তু ড্রাগনদের জন্য এটি অভি*শাপ।জ্যাসপার যদি নিজের অনুভূতিকে নিয়ন্ত্রণ করতে না পারে,তাহলে তাকে হয়তো

আমাদের ইতিহাসের আরও এক করুণ অধ্যায় বানাতে হবে।”কক্ষের ভেতর থমথমে নীরবতা নেমে এলো।জ্যাসপার তখনো শুয়ে ছিল,যেন একটি ঘুমন্ত আগ্নেয়গিরি,যার ভেতরে আগুন জ্বলছে,বিস্ফো*রণের অপেক্ষায়। ড্রাকোনিস ধীরে ধীরে কক্ষ ছেড়ে বেরিয়ে গেলেন,তার পায়ের শব্দ যেন শূন্যতায় হারিয়ে গেল।

থারিনিয়াস আর এথিরিয়ন চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইল,তাদের চোখে শঙ্কার মেঘ।

তাদের মনে প্রশ্ন রয়ে গেল—ভেনাসের প্রিন্স জ্যাসপার কি ভালোবাসার এই অগ্নিপরীক্ষা থেকে মুক্তি পাবে,নাকি সে হয়ে উঠবে তার চাচা আর লিয়ারার মতোই এক করুণ অধ্যায়ের প্রতীক?টানা দু'দিন পর জ্যাসপারের জ্ঞান ফিরলো।চোখ

খুলতেই তার মনের মধ্যে ঝড় উঠল—অতীতের প্রতিটি ঘটনা যেন তীক্ষ্ণ ছু*রির মতো হৃদয়টাকে বিদীর্ণ করে দিচ্ছিল।ফিওনার মুখচ্ছবি তার চোখের সামনে ভেসে উঠল—তার চোখের অশ্রু,তার নিরব প্রশ্ন,তার হৃদয়ের ব্যথা।আর সাথে ভেসে উঠল সেই নিষ্ঠুর মুহূর্ত,যখন সে ফিওনার দেয়া ব্রেসলেট ছিঁড়ে প্রাসাদের

জানালা দিয়ে ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছিলো।

জ্যাসপার আর এক মুহূর্তও অপেক্ষা করলো না।কক্ষ থেকে ছুটে বেরিয়ে প্রাসাদের বাগানের দিকে ছুটে গেলো।তার চোখে ছিল উদ্ভ্রান্ত দৃষ্টিতে খোঁজার তীব্রতা।মনের মধ্যে শুধু একটাই চিন্তা—“আমাকে সেই ব্রেসলেটটা খুঁজে পেতেই হবে।”বাগানের প্রতিটি কোণে সে

খুঁজতে লাগল।ফুলের বাগানের নীচে,ঝরা পাতার মাঝে,মাটির ওপর তার হাত বারবার ঘুরতে লাগল। সময় যেন থমকে গিয়েছিলো,কিন্তু জ্যাসপার থামলো না।তার হৃদয়ে তীব্র অনুশোচনা,ফিওনার প্রতি করা অন্যায়ের বোঝা তাকে কুঁড়ে কুঁড়ে খাচ্ছিল।

অনেক খোঁজাখুঁজির পর,অবশেষে সে ব্রেসলেটটি খুঁজে পেলো।মাটিতে

ধুলোবালিতে ঢাকা পড়া সেই ছেঁড়া ব্রেসলেট, যেটা একসময় ফিওনার ভালোবাসার প্রতীক ছিল।জ্যাসপার তড়িঘড়ি করে ব্রেসলেটটি হাতে তুলে নিলো।চোখের জল তার মুখ বেয়ে পড়তে লাগলো,ব্রেসলেটটি ধরে সে হাঁটু গেড়ে বসল। জ্যাসপারের চোখের জল যখন মাটিতে পড়ল,তখন তা যেন অশান্তির একটি চিহ্ন রেখে গেল।

ড্রাগনদের অশ্রুর এক ফোঁটা রক্তের মতো রঙিন,সেই অশ্রু মাটিতে পড়ার সাথে সাথেই মাটি ক্রমশ শুষ্ক হয়ে যেতে লাগল।মাটির যে অংশে অশ্রু পড়ল,সেখানে একটি কালো দাগ তৈরি হল।সেই দাগটি যেন গভীর হতাশার একটি প্রতীক,যা ভাঙা হৃদয়ের কষ্ট এবং অনুভূতির গভীরতা প্রকাশ করে।মাটির জীবন শক্তি এক ধরনের সংকটে পড়ে

গেল;আশেপাশের ঘাস,ফুল,এবং গাছের পাতা ধীরে ধীরে ম্লান হতে শুরু করল,যেন তারা সেই দুঃখের অশ্রুর সাক্ষী।

এটি যেন একটি অশুভ সতর্কবার্তা,যে জ্যাসপারের কান্না শুধু তার নিজের হৃদয়কে আঘাত করেনি,বরং তার চারপাশের প্রকৃতির ওপরও প্রভাব ফেলেছে। মাটি শুষ্ক হয়ে গেলে,তা জীবনের

জন্য প্রয়োজনীয় উপাদানগুলো হারাতে শুরু করল,এবং প্রকৃতির ভারসাম্য বিনষ্ট হতে লাগল। জ্যাসপার অনুভব করল,এই এক ফোঁটা অশ্রুর মাধ্যমে কেবল তার কষ্টই নয়,বরং তার ভালোবাসা এবং আকাঙ্ক্ষাও মাটির ক্ষতি করছে। তাকে বুঝতে হবে,তার অশ্রু শুধু নিজের জন্য নয়,বরং এটি ভেনাসের প্রকৃতির উপরেও প্রভাব ফেলছে,যা

তাকে আরও গভীর ভাবে ভাবতে বাধ্য করল।

তার হাত কাঁপছিল,কিন্তু ব্রেসলেটটি মুঠোয় শক্ত করে ধরে সে ফিসফিস করে বললো,“আমাকে ক্ষমা করে দাও,হামিংবার্ড।আমি তোমার ভালোবাসার উপহারের অমর্যাদা করেছি।কিন্তু আমি প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি,এটা আর কখনো আমার কাছ থেকে হারাবে না।এটা আমার কাছে

তোমার ভালোবাসার শেষ স্মৃতি,আর আমি এটাকে চিরকাল আমার হৃদয়ে ধারণ করে রাখবো।” বাগানের সবুজের মধ্যে দাঁড়িয়ে,ব্রেসলেটটি মুঠোয় ধরে জ্যাসপার আকাশের দিকে তাকালো।জ্যাসপার দ্রুত নিজের ল্যাবে পৌঁছে গেল।তার মনে একটি অদম্য তাগিদ,যেন প্রতিটি মুহূর্তই মূল্যবান।ল্যাবে ঢুকেই প্রথমে সে টেবিলের উপর রাখা ক্ষতিগ্রস্ত

ব্রেসলেটটিকে তুলে নিল।গভীর মনোযোগ দিয়ে সেটি ঠিক করতে শুরু করল।তার হাত সাবধানে কাজ করছিল,যেন প্রতিটি অংশে তার ভালোবাসার ছোঁয়া থাকে।অবশেষে ব্রেসলেটটি আবার সম্পূর্ণ হলো। জ্যাসপার সেটি নিজের হাতে পরলো।ব্রেসলেটটি হাতে পড়ার পর তার হৃদয়ে একটি অদ্ভুত প্রশান্তি অনুভব হলো। ব্রেসলেটটির ওপর

একটি নরম চুমু খেয়ে সে মৃদু স্বরে বললো,“এখন থেকে তুমি শুধু আমার সাথেই থাকবে, হামিংবার্ড,আমি কোনদিন ভাবতেই পারিনি,কল্পনা করতেও পারিনি,তুমি আমার জন্য ভেনাসের চলে আসবে।।”

এরপর জ্যাসপার ল্যাবের মাঝখানে রাখা তার অত্যাধুনিক কম্পিউটারের সামনে এসে বসলো। কম্পিউটার

অন করতেই স্ক্রিনে ফিওনার স্পেসশিপের লাইভ ফিড ভেসে উঠলো। সেদিন,ফিওনার স্পেসশিপে যাওয়ার আগে,জ্যাসপার কৌশলে একটি অতি-ক্ষুদ্র ক্যামেরা স্থাপন করেছিল।তার একমাত্র লক্ষ্য ছিল ফিওনার নিরাপত্তা নিশ্চিত করা।

জ্যাসপার দৃঢ়স্বরে নিজেকে বললো,“২৪ ঘণ্টা,এক মুহূর্তও আমি এখান থেকে সরবো না।যতক্ষণ না

নিশ্চিত হই,তুমি পৃথিবীতে নিরাপদে পৌঁছেছো।”

তার চোখ স্ক্রিনে আটকে ছিল। স্পেসশিপের প্রতিটি গতিবিধি, প্রতিটি সংকেত সে গভীর মনোযোগ দিয়ে পর্যবেক্ষণ করছিল।বাইরে থেকে তাকে শান্ত মনে হলেও তার ভেতর চলছিল উত্তেজনা আর উদ্বেগের ঢেউ।

ফিওনার স্পেসশিপ মসৃণভাবে এগিয়ে যাচ্ছিল।মাঝে মাঝে জ্যাসপারের দৃষ্টি ব্রেসলেটটির দিকে চলে যেত।ব্রেসলেটটি যেন তার হৃদয়ে একটি অদ্ভুত শক্তি জুগিয়েছিল। এটি তার ভালোবাসার প্রতীক, তার প্রতিশ্রুতির প্রতীক।

সময় যেন থেমে গিয়েছিল।২৪ ঘণ্টার প্রতিটি সেকেন্ড, প্রতিটি মিনিট, জ্যাসপার বসে রইলো।তার

চোখে ছিল এক অদম্য সংকল্প—ফিওনার নিরাপত্তা নিশ্চিত করা আর নিজের ভালোবাসার গভীরতা প্রমাণ করা।সেদিনের স্মৃতিগুলো জ্যাসপারের মনের গভীরে অমলিনভাবে জড়িয়ে এলো। প্রাসাদের সেদিনের সেই মুহূর্ত যেন তার হৃদয়ের প্রতিটি কোণায় গেঁথে গেছে।যখন ফিওনা অজ্ঞা*ন হয়ে প্রাসাদের মেঝেতে পড়ে

ছিল,এথিরিয়ন এগিয়ে এসে তাকে তুলে নেওয়ার আগেই জ্যাসপার সেখানে উপস্থিত হয়েছিল।

প্রথমবারের মতো ড্রাকোনিসকে দেওয়া প্রতিশ্রুতি আর নিজের প্রতি করা প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করে জ্যাসপার নিজ হাতে ফিওনাকে কোলে তুলে নেয়।তার ভেতরে যেন এক অদ্ভুত অনুভূতি কাজ করছিল—ভালোবাসার

গভীরতা আর হারানোর যন্ত্রণার এক মিশ্র আবেগ।

ধীরে ধীরে জ্যাসপার ফিওনাকে সেই কক্ষে নিয়ে গেল।সে জানত,এটাই তাদের শেষ মুহূর্ত।এই সত্য তাকে ভেঙে দিচ্ছিল,কিন্তু সেই মুহূর্তে সে নিজেকে সামলানোর চেষ্টা করছিল। ফিওনার কপালে আলতো করে চুমু দিলো।তারপরে তার নরম,নিস্তেজ

গালেও এক মৃদু চুম্বনে ভালোবাসার শেষ ছোঁয়া রাখল।

তারপর ফিওনার হাতটা শক্ত করে ধরে জ্যাসপার কাঁপা গলায় বলল, “আমি তোমাকে ভালোবাসি,হামিংবার্ড।পৃথিবী, ভেনাস,কিংবা এই মহাবিশ্বের যেকোনো গ্রহেই থাকি না কেন, তোমার প্রতি আমার ভালোবাসা কোনোদিন শেষ হবে না।আমার

শেষ নিঃশ্বাসের আগ মুহূর্তেও তুমি আমার হৃদয়ে থাকবে।কিন্তু আমি চাই তুমি আমাকে ঘৃণা করো,আমাকে ভুলে যাও।”জ্যাসপার জানত,এই ভালোবাসা ফিওনার জন্য যতটা আশীর্বাদ,ঠিক ততটাই অভি*শাপ।সে চেয়েছিল ফিওনা তাকে ঘৃণা করুক ভুলে যাক তাকে,যেন ফিওনার জীবন নতুন করে শুরু হয়।

তারপর সে আবার ফিওনার হাতটি শক্ত করে চুমু দিলো।তার চোখ জলে ভরে উঠছিল,কিন্তু সে তা গোপন করার চেষ্টা করল।ধীরে ধীরে সে ফিওনার চুলে হাত বুলিয়ে দিলো,যেন এটাই তাদের শেষ স্পর্শ।তারপরে শেষবারের মতো,ভালোবাসা আর বিদায়ের চিহ্নস্বরূপ,তার ঠোঁট ফিওনার ঠোঁট স্পর্শ করল।

সেই মুহূর্তটি যেন সময়ের স্রোত থামিয়ে দিয়েছিল।এটা ছিল বিদায়,তবু একসাথে থাকার প্রতিজ্ঞার গভীরতম চিহ্ন। নিজের হৃদয় ভেঙে চুরমার হলেও,জ্যাসপার তার ভালোবাসার জন্য এটুকু ত্যাগ করতে প্রস্তুত ছিল।

সেদিন কক্ষ থেকে বেরোনোর আগে জ্যাসপার এক মুহূর্তের জন্য থেমে গেল।সে জানত,ফিওনা অজ্ঞান

থাকলেও তার মন আর অনুভূতিগুলো প্রবল।ফিওনা তার উপস্থিতি হয়তো সরাসরি অনুভব করতে পারবে না,কিন্তু তার শরীর থেকে ভেসে আসা সুগন্ধ ফিওনার হৃদয়ে গভীর প্রশ্ন তুলবে।নিজের ভালোবাসার প্রমাণ লুকাতে হবে—এই চিন্তায় জ্যাসপার ভেতরে ভেতরে ভেঙে পড়ছিল।তার নিজস্ব সুগন্ধী, যা তার পরিচয়ের অংশ,সেটা

যেন ফিওনার স্মৃতিতে কোনো ছাপ না ফেলে।সে পাশেই থাকা টেবিলে রাখা একটি অন্য পারফিউম তুলে নিল।

জ্যাসপার খুব যত্ন সহকারে ফিওনার গায়ে সেই সুগন্ধী স্প্রে করল।প্রতিটি ছিটে যেন তার হৃদয়ের একেকটা টুকরো ছিল। নিজের ঘ্রান লুকানোর জন্য এভাবে ভালোবাসাকে লুকাতে গিয়ে তার মনে হচ্ছিল যেন সে

নিজের অস্তিত্ব মুছে দিচ্ছে।স্প্রে করার সময় তার হাত কিছুক্ষণ থমকে রইল। সে ফিসফিস করে বলল, “তুমি যেন আমার ঘ্রান অনুভব না করতে পারো,হামিংবার্ড। আমার উপস্থিতি তোমার মনে নতুন কোনো কষ্ট এনে না দেয়।”

তারপর একবার পেছনে ফিরে তাকিয়ে দেখল ফিওনাকে—নীরব,নিস্পন্দ,কিন্তু তার হৃদয়ে

গভীরভাবে থাকা। জ্যাসপারের চোখে জল জমে উঠেছিল।ফিওনার কাছ থেকে নিজেকে এভাবে দূরে সরিয়ে রাখা তার পক্ষে কতটা কষ্টকর ছি, সেটা কেউ বুঝতে পারবে না।এই ছোট্ট কাজের মধ্যেও ছিল তার ভালোবাসার নিঃশব্দ স্বীকারোক্তি।ফিওনার জীবন থেকে নিজেকে মুছে ফেলার প্রচেষ্টায় জ্যাসপার তার হৃদয়কে ধ্বং*স করে

দিচ্ছিল।কিন্তু সে জানত,এটাই ফিওনার মঙ্গলের জন্য সঠিক পথ। ঘণ্টার পর ঘণ্টা অপেক্ষার পরে অবশেষে ফিওনার সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারলেন মিস্টার চেন শিং। ভেনাসে পা রাখার পর থেকেই ফিওনার সঙ্গে আর কোনো যোগাযোগ ছিল না।যদিও স্পেসশিপে একটি লাইভ ক্যামেরা বসানো ছিল,তা শুধু শিপের

ভেতরের পরিস্থিতি দেখানোর জন্য আর শিপের জানালা থেকে ভেনাসের চিত্র ধারন করার জন্য। ফিওনার সুটে কোনো ক্যামেরা লাগানো হয়নি।কারণ ভেনাসের প্রাণী বা অন্য কোনো বসবাসকারীর ছবি তোলা তাদের নীতির বিরুদ্ধে। ফিওনার কন্ঠ শোনা মাত্র মিস্টার চেন শিংয়ের বুকের ভেতর থেকে যেন একটা ভার নেমে গেল।অনেক

ঘন্টা পর প্রিয় নাতনির কণ্ঠ শুনতে পেয়ে আনন্দে তার চোখ ঝলমল করে উঠল। “ফিওনা!আমার নাতনী! তুমি ঠিক আছ?সব ঠিক আছে তো?”ফিওনার কণ্ঠে তেমন কোনো আবেগ প্রকাশ করছিল না।তবে কয়েক মুহূর্ত পরে যখন তার গলার আওয়াজ ভেসে এলো, মিস্টার চেন শিং হতভম্ব হয়ে গেলেন।ফিওনার

গলা ভারী, যেন সে অনেকক্ষণ ধরে কান্না আটকানোর চেষ্টা করেছে।

তারপর হঠাৎ করেই ফিওনার গলার স্বর ভেঙে গেল,আর কান্নার শব্দ ভেসে এলো।একটানা হেঁচকি তুলে সে কাঁদতে লাগল। “গ্র্যান্ডপা!”—তার কণ্ঠস্বর আকাশ কাঁপিয়ে দিলো, “আমি ভুল করেছি এখানে এসে। জ্যাসপার আমাকে ফিরিয়ে দিয়েছে।

সে...সে আমাকে ভালোবাসে না! আমাকে প্রত্যাখ্যান করেছে!”

মিস্টার চেন শিংয়ের মুখ থেকে সব রঙ যেন উবে গেল। ফিওনার কথা শুনে তিনি কয়েক মুহূর্ত নির্বাক হয়ে গেলেন। তার নাতনির এই ভেঙে পড়া দৃশ্য তার সহ্য হচ্ছিল না।তিনি নিজেকে সামলে নিয়ে দ্রুত বললেন,“ফিওনা,মন দিয়ে শোনো। এখন তোমাকে শক্ত হতে হবে।তুমি

শিপে আছ,ভেঙে পড়লে শিপ নিয়ন্ত্রণ করতে পারবে না।আর এটা খুব বিপজ্জনক হবে।শিপের নিয়ন্ত্রণ তুমি কি রোবোটিক প্যানেলের মাধ্যমে চালাচ্ছো?কেন?নিজে কেনো কন্ট্রোল করছো না?”ফিওনা কোনো উত্তর দিল না।সে যেন কেবল নিজের কান্নায় ডুবে ছিল।

মিস্টার চেন শিং আবার ধীর অথচ দৃঢ় কণ্ঠে বললেন, “ফিওনা,তোমাকে

আমার কথা শুনতে হবে।এই মুহূর্তে কান্না করে ভেঙে পড়লে,পুরো মিশন ব্যর্থ হবে।তুমি কি সেটা চাও? তুমি কি সত্যিই চাও,এই শিপ ভুল পথে চলে যাক?নিজেকে সামলাও।তুমি একা নও,আমি তোমার সঙ্গে আছি। আমরা সবাই আছি।কিন্তু আগে নিজেকে সামলাও।”

ফিওনা কাঁদতে কাঁদতে বলল,“কিন্তু আমি কীভাবে, গ্র্যান্ডপা? আমি

পারছি না।আমি জানি না,কীভাবে এত কিছু সহ্য করব।”

মিস্টার চেন শিং তার গলা শক্ত করলেন।“তুমি পারবে, ফিওনা।তুমি চেন শিংয়ের নাতনি।তুমি ভেঙে পড়ার জন্য তৈরি হওনি।তুমি স্ট্রং। এই মুহূর্তে তোমার সেই শক্তি দরকার। এখন কান্না বন্ধ করো এবং শিপের নিয়ন্ত্রণ নিজের হাতে নাও।”কয়েক মুহূর্ত চুপচাপ বসে

রইল ফিওনা।তারপর সে গভীর শ্বাস নিয়ে নিজের কান্না মুছে ফেলার চেষ্টা করল।

“ঠিক আছে,গ্র্যান্ডপা। আমি চেষ্টা করব।” তার কণ্ঠস্বর এখনও ভারী,কিন্তু সেখানে একটা নতুন সংকল্পের ছাপ স্পষ্ট।

“এগিয়ে চলো,ফিওনা,” মিস্টার চেন শিং বললেন।

“তুমি পারবে। আমি জানি।”

ফিওনা চোখ মুছে শিপের প্যানেলের দিকে তাকাল।তার হাতে এবার কাঁপুনির বদলে একটা দৃঢ়তা ছিল। তাকে এবার ফিরতে হবে,ফিরে গিয়ে নিজেকে প্রমাণ করতে হবে। এখন কান্নার সময় নয়।এখন তার সময় সংগ্রামের।জ্যাসপারের ল্যাবের ভেতরে এক অদ্ভুত নীরবতা।স্ক্রিনের সামনে বসে থাকা জ্যাসপার তার চোখ দুটো এক মুহূর্তের জন্যও

সরাচ্ছে না।স্ক্রিনে ফিওনার স্পেসশিপের লাইভ ফিড চলছে।

এই সময় থারিনিয়াস ল্যাবে প্রবেশ করল।হাতে একটি ট্রে, যাতে খাবার সাজানো।জ্যাসপারের আদেশে এখন থেকে থারিনিয়াস প্রতিদিন খাবার ল্যাবেই দিয়ে যাবে।ট্রেটি টেবিলে রেখে থারিনিয়াস বলল,"প্রিন্স,অনেক রাত হয়েছে।আপনার এখন

ঘুমানোর প্রয়োজন।আপনার শরীরের বিশ্রাম দরকার।”

জ্যাসপার খাবার খেতে শুরু করল,কিন্তু তার চোখ তখনো স্ক্রিনেই আটকে।কোনও বিরক্তি বা তাড়াহুড়ো ছাড়াই সে শান্ত গলায় বলল,”আমি একটা কেমিক্যাল নিয়েছি।

এটা আমাকে টানা ৪০ দিন না ঘুমিয়ে থাকতে দেবে।”

থারিনিয়াসের মুখে বিস্ময়ের ছাপ ফুটে উঠল।সে বলল, “প্রিন্স,এভাবে নিজেকে ক্ষ*তিগ্রস্ত করছেন কেন? এতো দিন না ঘুমালে আপনার শরীর দুর্বল হয়ে যাবে।এমনকি সাময়িক অসুস্থতাও দেখা দিতে পারে।”

জ্যাসপার থেমে তাকাল থারিনিয়াসের দিকে।তার সবুজ চোখে যেন আগুনের ঝিলিক। যএক

কথায় উত্তর দিল,“আই ডোন্ট কেয়ার।”

থারিনিয়াসের ঠোঁট নড়ল,কিন্তু সে আর কিছু বলল না।সে জানত,প্রিন্সের ইচ্ছার বিরুদ্ধে কিছু বলার সাহস তার নেই। তার প্রিয় প্রিন্স হয়তো নিজের শরীরের যত্ন নিচ্ছে না,কিন্তু থারিনিয়াস বুঝতে পারল,এই ল্যাবের একমাত্র

মনোযোগ এখন স্ক্রিনের ওই ছবিতে আটকে।

জ্যাসপার আবার স্ক্রিনের দিকে মন দিল।তার চোখে ক্লান্তি স্পষ্ট,কিন্তু সেগুলো উপেক্ষা করার ক্ষমতাও তার অসীম। তার মনে শুধু একটাই চিন্তা—ফিওনা যেন নিরাপদে পৃথিবীতে ফিরে যাম।যতক্ষণ না সে নিজ চোখে সেটা দেখে,ততক্ষণ সে

নিজের জন্য কিছু ভাবার সময়ও পাবে না।

ল্যাবের নীরবতা ভেঙে থারিনিয়াস আবার কথা বলল,তার কণ্ঠে মিশে ছিল কৌতূহল আর দুঃখ।”প্রিন্স,আপনি যদি তাকে এতটাই ভালোবাসেন,তাহলে তাকে যেতে দিলেন কেনো?এভাবে কষ্ট দিয়ে?”

জ্যাসপার ধীরে ধীরে স্ক্রিন থেকে চোখ সরিয়ে তাকাল থারিনিয়াসের দিকে।তার সবুজ চোখের গভীরতায় যেন শত প্রশ্নের উত্তর লুকিয়ে আছে।ঠাণ্ডা গলায় সে বলল,“থারিনিয়াস,তুমি তো সবটাই জানো।তাহলে এ প্রশ্ন করছো কেন?”

থারিনিয়াস কিছু বলার আগেই কক্ষের দরজা খুলে গেল। ভেতরে

ঢুকল আলবিরা আর এথিরিয়ন। দুজনের মুখেই চিন্তার ছাপ।

এথিরিয়ন প্রথমে মুখ খুলল,"জ্যাসু ভাইয়া।এভাবে চলতে থাকলে অসুস্থ হয়ে পড়বে।তোমার শরীর এতোটা চাপ নিতে পারবে না।"

আলবিরা এগিয়ে এসে খাবারের ট্রেটির দিকে তাকিয়ে দেখল যে জ্যাসপার খুব সামান্যই খেয়েছে।তার কণ্ঠে উদ্বেগ স্পষ্ট হয়ে

উঠল,”আপনার এ জেদ শুধু আপনাকেই নয় প্রিন্স আমাদের সবাইকেও চিন্তায় ফেলছে।আমরা কীভাবে আপনাকে এভাবে দেখব?”

জ্যাসপার গভীর নিঃশ্বাস ফেলল। তার দৃষ্টি এক মুহূর্তের জন্যও নরম হলো না।তার গলায় কঠোরতা স্পষ্ট, যেন সবকিছু থেকে নিজেকে দূরে রাখতে চাইছে।”তোমরা সবাই যাও এখান থেকে,” ষসে বলল।”আমাকে

একা থাকতে দাও।”এথিরিয়ন কিছু বলতে যাচ্ছিল,কিন্তু আলবিরা তার হাত ধরে তাকে থামিয়ে দিল। দুজনেই জানত,জ্যাসপার যখন একবার সিদ্ধান্ত নিয়ে নেয়,তখন তাকে বিরক্ত করার অর্থ হয় আরও রাগানো।

এথিরিয়ন পুনরায় গম্ভীর কণ্ঠে বললো,”জ্যাসু ভাইয়া,তুমি যা করছো,এতে কী লাভ হচ্ছে?

মেয়েটাকে কষ্ট দিয়ে বিদায় করে দিলে,আর তুমি নিজের মধ্যে এত কষ্ট জমিয়ে রাখছো।আমি তোমাকে আগে থেকেই সতর্ক করেছিলাম। আজ যদি ফিওনা আমাকে ভালোবাসতো,আমি কখনোই এমন কিছু করতাম না।”

জ্যাসপার এক ঝটকায় চোখ তুলে তাকালো এথিরিয়নের দিকে।তার সবুজ চোখে ক্ষোভের ঝিলিক।

এথিরিয়নের মুখ হঠাৎ চুপসে গেল। এর মধ্যেই আলবিরা নীরবতা ভেঙে নরম কিন্তু দৃঢ় কণ্ঠে বললো,”প্রিন্স,আপনি আমাদের সত্যিটা বলছেন না কেনো? এমন কী ঘটেছিলো যে আপনাকে ফিওনার সঙ্গে এমন ব্যবহার করতে বাধ্য করলো?”

জ্যাসপার দীর্ঘ নিঃশ্বাস নিলো,যেন অনেক বড় ভার নামানোর প্রস্তুতি

নিচ্ছে। কিছুক্ষণ নীরব থাকার পর সে বললো,

“তাহলে শোনো। সেদিন,যখন ভেনাসের উপাদান মেশানোর কাজ শেষ হলো,আমি ড্রাকোনিসের কাছে গিয়েছিলাম অনুমতি নিতে পৃথিবীতে যাওয়ার জন্য।”তার গলা ভারী হয়ে উঠলো।আলবিরা আর এথিরিয়ন একদৃষ্টিতে জ্যাসপারের দিকে তাকিয়ে রইলো।জ্যাসপার আবার

বলতে শুরু করলো,”ড্রাকোনিস জানতো আমি পৃথিবীতে ফিওনার জন্যই যেতে চাই। সে অনুমতি দিলো,তবে একটি শর্তে।শর্ত ছিল আমাকে আগে ভেনাসের দেবতার সাথে কথা বলতে হবে,সবটা শোনার পর আমি যা সিদ্ধান্ত নিবো তাই ড্রাকোনিস মেনে নিবেন।

জ্যাসপার চলে গেলো সেদিনের স্মৃতিতে যেদিন প্রথম সে ভেনাসের

দেবতার সাথে সাক্ষাত করলো। জ্যাসপার ভেনাসের দেবতাকে যথেষ্ট সম্মান আর বিশ্বাস করেন কেননা পুরো ভেনাসের দায়িত্ব জ্যাসপারের হলেও এই ভেনাসের আগাম বার্তা ভবিষ্যতে নির্ধারন তিনি করে থাকেন ভেনাস দেবতা আভ্রাহার।ড্রাকোনিস জ্যাসপারকে দেবতার কাছে নিয়ে এলো।দেবতার সিংহাসন ঘিরে ছিলো এক সোনালি জ্যোতি,যা

চারপাশের শূন্যতা পূর্ণ করেছিল। জ্যাসপার দৃঢ়ভাবে দাঁড়িয়ে ছিলো, কিন্তু ভেতরে এক অজানা শঙ্কা যেন কুঁকড়ে ধরছিল তাকে। দেবতা তার চিরাচরিত গাম্ভীর্য নিয়ে বললেন,

“প্রিন্স জ্যাসপার,পৃথিবীতে যাওয়ার জন্য তুমি অনুমতি চেয়েছো।কিন্তু তুমি কি জানো,তোমার ভালোবাসা কেবল তোমার নয়,পুরো ভেনাসের ঔজন্য হুমকি হতে পারে?”

জ্যাসপার ঠোঁট চেপে ধরে বললো,”আমি জানি,কিন্তু আমি ফিওনাকে ছেড়ে থাকতে পারবো না। তার জন্য সবকিছু করতে রাজি আছি।”

দেবতা তখন তার হাত তুলে এক চিত্র ফুটিয়ে তুললেন। ঝাপসা আলো আর ধোঁয়ার মধ্যে ফুটে উঠলো একটি দৃশ্য। সেখানে এলিজিয়ার প্রতিচ্ছবি।দেবতা

বললেন,“জ্যাসপার,তুমি জানো না,তোমার আত্মার প্রকৃত উৎস।তুমি জাইরন আর কায়রার কাহিনী নিশ্চয় শুনেছিলে? তবে শোনো সেই জাইরন আর তার এলিজিয়ার পুনর্জন্ম হয়েছে।সেটা আর কেউ না তুমি, স্বয়ং তুমি জাইরন। এটা শুনে জ্যাসপার হতভম্ব হয়ে গেলো। দেবতা পুনরায় বলা শুরু করলো “অতীতে জাইরন যে এলিজিয়াকে

ভালোবাসতো, সেই আত্মাও পুনর্জন্ম নিয়েছে।তবে এখন সে আর এলিজিয়া নয়।এলিজিয়া এই জন্মে ভেনাসের প্রিন্সেস অ্যালিসা। ফিওনা মানবী কন্যা সে এই চক্রের বাইরে,তোমার আর অ্যালিসার পুনর্জন্ম হয়েছে পুনর্মিলনের জন্য, ইতিহাস পুনরাবৃত্তি হয়েছে অতীতের কালজয়ী অধ্যায় মুছে ফেলার জন্য।”

জ্যাসপার অবাক হয়ে তাকালো।”কিন্তু এটা আগে কেনো জানলাম না আমি আর পুনর্জন্ম কেনো হলো কি উদ্দেশ্যে?”

দেবতা ধীরে ধীরে বললেন,“এটা প্রকৃতির খেলা।তবে তুমি যদি ফিওনা ওই মানবীর কাছে যাও তার জীবনের সমাপ্তি ঘটবে।প্রকৃতি তাকে তোমার মতো শক্তির কাছে নিরাপদ রাখবে না কারন তুমি তার কাছে

যাওয়া মানে প্রকৃতির ভবিষ্যতের বিরুদ্ধে যাওয়া,তখন ফিওনা প্রকৃতির শত্রু হবে আর তোমাদের ভালোবাসার শত্রু হবে সে এই জন্মের।”

এরপর দেবতা আরেকটি দৃশ্য দেখালেন—ফিওনা জ্যাসপারের হাত ধরে আছে,এবং তার শরীর ধীরে ধীরে নিস্তেজ হয়ে পড়ছে।মাটি ফাটছে,বাতাস উন্মত্ত,আর ফিওনার

নিথর দেহ জ্যাসপারের বুকে লুটিয়ে পড়েছে।এই দৃশ্য দেখে জ্যাসপার থমকে গেল।

ড্রাকোনিস ধীরে ধীরে বললো,

“মাই সান!তুমি বুঝতে পারছো তো? ফিওনাকে বাঁচানোর একমাত্র উপায় হলো তাকে দূরে রাখা,তোমার কারনে একজন নিরীহ সাধারন মানবীর মৃত্যু হবে সেটা কি তুমি চাও?”

জ্যাসপার গভীর শ্বাস নিয়ে নিজের সিদ্ধান্ত জানালো,“আমি আর ফিওনার কাছে যাব না।আমি তাকে ভালোবাসি, তাকে রক্ষা করতে আমি সবকিছু করতে প্রস্তুত।”

ড্রাকোনিস আর দেবতা শান্ত হলো। কিন্তু হঠাৎ জ্যাসপার এক কঠোর দৃষ্টিতে দেবতার দিকে তাকিয়ে বললো,

“তবে শুনুন,আমি অতীতের জাইরন নই।আমার ভালোবাসা শুধুই ফিওনার জন্য।অ্যালিসা যদি এলিজিয়ার পুনর্জন্ম হয়েও থাকে,তা আমার কিছু যায় আসে না।কারন আমি এই জন্মের জ্যাসপার আর এই জনমে জ্যাসপার শুধুমাত্র ফিওনাকেই ভালোবাসে আর সারাজীবন ভালোবেসে যাবে। ফিওনাকে পাবার জন্য আমি

ইতিহাস বদলাতেও প্রস্তুত আবার ওকে বাঁচাতে আমি ওর থেকে দূরে থাকতেও প্রস্তুত।”

দেবতা কিছুক্ষণ নীরব রইলেন। তারপর তার ঠোঁটে এক অদ্ভুত রহস্যময় হাসি ফুটে উঠলো।তিনি বললেন,

“তাহলে সময়ই বলে দেবে,জ্যাসপার।ইতিহাস কি তোমাকে সাহায্য করবে,নাকি

তোমার এই প্রতিজ্ঞাই তোমার ধ্বং*স ডেকে আনবে।”

ড্রাকোনিস চিন্তিত দৃষ্টিতে জ্যাসপারের দিকে তাকালো।সে জানে জ্যাসপার সহজে হার মানবে না।কিন্তু তার এই জেদ তাকে কোথায় নিয়ে যাবে,তা কেবল ভবিষ্যতই জানে।আলবিরা, থারিনিয়াস এবং এথিরিয়ন—তিনজনই স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে ছিল।

জ্যাসপারের কথাগুলো যেন তাদের বুকের ভেতরে ভারী পাথরের মতো আঘাত করছিল।ল্যাবের নির্জন পরিবেশে এক গভীর নীরবতা নেমে এলো।জ্যাসপার ধীরে ধীরে স্ক্রিন থেকে মুখ সরিয়ে তাদের দিকে তাকালো।তার সবুজ চোখগুলোতে এক অপূর্ব বেদনার ছাপ ছিল।

জ্যাসপার গভীর এক দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললো,

“আজ যদি কেউ ফিওনাকে বলতো যে আমার কাছে আসলে তার মৃত্যু হবে,আর সেই দৃশ্যটা তাকে দেখাতো,সে কী করতো?আমি জানি,ফিওনা ঠিক এটাই করতো যা আমি করেছি।সে আমাকে ভালোবাসে,তাই সে আমাকে রক্ষা করতে নিজের ভালোবাসাকে ত্যাগ করতো।”জ্যাসপার চোখ বন্ধ করে এক মুহূর্ত বসে থাকলো।যেন

নিজের মনের গভীরে আরও কিছু বলতে চাইছে।তারপর নিচু স্বরে বললো,”আমি শুধু চাই,ফিওনা আমার কাছ থেকে দূরে থাকলেও ভালো থাকুক।আমাকে ঘৃণা করলেই যদি সে ভালো থাকে,তাহলে সে ঘৃণাই সই।তার কাছ থেকে দূরে থাকতে, তাকে নিরাপদ রাখতে আমি যা করেছি,সেটাই সঠিক ছিল।”

থারিনিয়াস গলার স্বর নরম করে বললো,
“প্রিন্স,আপনি এমনটা করলেন,অথচ নিজেকে পুরোপুরি ধ্বং*স করছেন। এভাবে কি আপনি সত্যিই ফিওনার ভালো চেয়েছেন?”
জ্যাসপার এক তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে থারিনিয়াসের দিকে তাকালো। তার মুখে দৃঢ়তা স্পষ্ট।”তোমরা বোঝোনা।ভালোবাসা মানে কেবল

নিজের প্রিয়জনকে কাছে রাখা নয়। ভালোবাসা মানে তার সুখ নিশ্চিত করা,তার সুরক্ষা নিশ্চিত করা। আমার মৃ*ত্যুও যদি তাকে রক্ষা করতে পারে,আমি তাই করবো। তাকে কাছে পাওয়ার স্বপ্নই যদি তাকে কষ্ট দেয়,আমি সেই স্বপ্নকে ত্যাগ করবো।”

আলবিরা ফুঁপিয়ে বললো,”কিন্তু প্রিন্স,আপনি জানেন না,ফিওনা এখন

কতটা ভেঙে পড়েছে।তার কষ্টের জন্য নিজেকে দায়ী করবেন না।”জ্যাসপার কণ্ঠে এক অদ্ভুত কঠোরতা নিয়ে বললো,

“আমি জানি ফিওনা কষ্ট পাচ্ছে।কিন্তু তার কষ্টের থেকে তার জীবন বেশি গুরুত্বপূর্ণ।একদিন সে এই কষ্টকে অতিক্রম করবে।সে নিজের সুখ খুঁজে নেবে।কিন্তু আমি কখনোই তার মৃ*ত্যুর কারণ হতে পারি না।”

এথিরিয়ন তখন হতাশ গলায় বললো,

“জ্যাসু ভাইয়া,আমরা সবাই জানি তুমি ফিওনাকে কতটা ভালোবাসো। কিন্তু তুমি কি জানো,এই ত্যাগ তোমার নিজের জীবনকে ধ্বংস করছে। একদিন তুমি নিজেই টিকতে পারবে না।”

ল্যাবের বাতাস ভারী হয়ে উঠলো জ্যাসপারের কথায়। তার মুখে এক

অদ্ভুত বেদনা আর দৃঢ়তার ছাপ। আলোর ম্রিয়মান ছটা তার চোখের গভীর অনুভূতিগুলোকে যেন আরও স্পষ্ট করে তুললো।

জ্যাসপার ধীরে ধীরে বললো,“দেবতা যদি আমাকে বলতো আমি ফিওনার কাছে গেলে আমার মৃ*ত্যু হবে, তবুও আমি ফিওনার কাছে যেতাম। তাকে আপন করে নিতাম।নিজের মৃ*ত্যুকে হাসিমুখে বরণ করে

নিতাম।কিন্তু আমার ভালোবাসা,আমার হামিংবার্ড... যদি তার মৃ*ত্যু আমার কারণে হতো,সেটা এই জন্মেও মেনে নিতে পারতাম না।”

তার কথাগুলো যেন চারপাশের নীরবতাকে ভেদ করে এক গভীর অর্থ নিয়ে ছড়িয়ে পড়লো।থারিনিয়াস কিছুক্ষণ তার দিকে তাকিয়ে রইলো। তারপর গভীর শ্বাস ফেলে বললো,

“প্রিন্স,ফিওনা যাওয়ার আগে আপনার জন্য একটা বার্তা রেখে গেছে।”

জ্যাসপার একটু ভ্রু কুঁচকালো।তার চোখে কৌতূহল আর সংশয়।”কী বার্তা?”

থারিনিয়াস কণ্ঠ দৃঢ় করে বললো,“ফিওনা বলেছে,আপনি যতোই অস্বীকার করুন,যতোই তাকে প্রত্যাখ্যান করুন,তবুও সে আপনাকে

সারাজীবন ভালোবাসবে।এলিসন ফিওনা আপনাকে এই মহাবিশ্বের চেয়েও বেশি ভালোবাসে।”

থারিনিয়াসের কথা শেষ হতে না হতেই ঘরের ভেতর যেন এক অদ্ভুত নীরবতা নেমে এলো।জ্যাসপার স্তব্ধ হয়ে বসে রইলো। তার চোখে এক গভীর ব্যথা।থারিনিয়াসের কথাগুলো তার হৃদয়ের গহীনে গিয়ে আঘাত করেছিল।

জ্যাসপার মাথা নিচু করে একটু থেমে রইলো।তারপর কণ্ঠ ভারী করে বললো,”এতোটা তার ভালোবাসা...যে আমি তার মনে আমার জন্য ঘৃণা জন্ম দিতে পারিনি। আমি চেয়েছিলাম সে আমাকে ঘৃণা করুক,আমাকে ভুলে যাক।তবুও সে...।”

সে মুখ তুলে তাকালো,তার চোখে পরাজয়ের ছাপ স্পষ্ট।“আমি হেরে

গেছি।তার ভালোবাসার কাছে আমি সম্পূর্ণ পরাজিত।”

আলবিরা আর থারিনিয়াস নির্বাক হয়ে জ্যাসপারের দিকে তাকিয়ে রইলো। এই মুহূর্তে তারা বুঝতে পারলো, ভালোবাসার কাছে পরাজিত হওয়ার বেদনা কতটা গভীর হতে পারে। জ্যাসপার,যে সারা জীবন শক্তি আর ক্ষমতার প্রতীক ছিল

আজ এক মানবী নারীর ভালোবাসার কাছে ভেঙে পড়েছে।

আলবিরা একটু মুচকি হেসে বললো, “সত্যি,ফিওনার ভালোবাসার কোনো তুলনা হয় না।সে একজন সাধারণ মানবী হয়েও ভেনাসে চলে এসেছে। কতোটা সাহসী সে!কতোটা দৃঢ় তার ভালোবাসা!”

জ্যাসপার আলবিরার কথা শুনে একটু থেমে গেলো।তারপর গভীর

এক দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললো,”এটাই তো,আলবিরা। ফিওনা কখনোই সাধারণ নয়।সে সব দিক থেকেই অসাধারণ।তার সাহস,তার নিষ্ঠা,তার ভালোবাসা—এসবের কারণেই ভেনাসের ড্রাগন প্রিন্স তার প্রেমে পড়েছে।”

তার কণ্ঠে এক অদ্ভুত গর্বের সুর ছিল,তবুও কোথাও একটা বেদনার ছাপ লুকিয়ে ছিল।

জ্যাসপার একটু থেমে আবার বললো,“পাগলিটা!আমি কখনো স্বপ্নেও ভাবিনি,সে এভাবে ভেনাসে চলে আসবে।আমার জন্য এত বড় ঝুঁকি নেবে।আমি চেয়েছিলাম তাকে দূরে রাখতে,নিরাপদ রাখতে। কিন্তু সে... সে নিজেই আমার কাছে চলে এলো।”

আলবিরা মৃদু হেসে বললো,

“ভালোবাসার শক্তি তো এটাই,প্রিন্স। আপনি যতোই তাকে দূরে রাখতে চান না কেন,সে আপনাকে ছেড়ে থাকতে পারবে না।”

জ্যাসপার মাথা নিচু করে বললো,

“জানি।কিন্তু তাকে রক্ষা করার জন্যই আমি তাকে দূরে পাঠিয়েছি। আমার কাছে থাকলে সে নিরাপদ থাকবে না। আমি চাই,সে সুখে থাকুক।”

আলবিরা তখন আর কিছু বললো না,কিন্তু তার চোখে দেখা গেলো জ্যাসপারের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা। একজন ড্রাগন প্রিন্স, যে তার ভালোবাসার জন্য নিজের অনুভূতিগুলোকে দমন করছে,তার ত্যাগ সত্যিই অতুলনীয়।

এথিরিয়ন একধাপ এগিয়ে এসে জ্যাসপারের দিকে গভীরভাবে তাকিয়ে বললো,"সত্যি,জ্যাসু

ভাইয়া,তোমরা দুজন দুজনের জন্যই তৈরি।ফিওনা তোমাকে বেছে নিয়ে কোনো ভুল করেনি।তুমি তাকে ডিজার্ভ করো।”

জ্যাসপার কিছুক্ষণ এথিরিয়নের কথা শুনে চুপ করে রইলো। যেন নিজের ভেতরে কথাগুলো মেলানোর চেষ্টা করছে।

এথিরিয়ন আবার বললো,“তোমার প্রতি তার যে ভালোবাসা,তার সাহস

আর তার আত্মবিশ্বাস—সবকিছুই প্রমাণ করে,সে জানে তুমি তার জন্য ঠিক।আর আমার মনে হয়,আমিও জানি।ফিওনা আমার কাছ থেকে তোমার কাছেই বেশি সুরক্ষিত।আমি যদি কখনো তার জায়গায় থাকতাম,আমিও তোমাকেই বেছে নিতাম।”

জ্যাসপার এক মুহূর্তের জন্য চোখ বন্ধ করলো,যেন নিজের আবেগ

সামলাতে চেষ্টা করছে। তারপর ধীর কণ্ঠে বললো,

“এথিরিয়ন,সুরক্ষা শুধু শারীরিক নয়।আমি জানি আমার সঙ্গে থাকলে সে কখনো সুখী হবে না।সে সব সময় বিপদের মুখোমুখি হবে।তার থেকে দূরে থাকার সিদ্ধান্ত নিয়েছি তার মঙ্গলেই।”

এথিরিয়ন হালকা হেসে বললো,

“তোমার এই ত্যাগই প্রমাণ করে,তুমি তাকে কতটা ভালোবাসো। কিন্তু আমি একটাই বলবো,হয়তো একদিন সে নিজেই আবার তোমার কাছে ফিরে আসবে,আর তখন তুমি তাকে আটকানোর আর কোনো কারণ খুঁজে পাবে না।”

জ্যাসপার কিছু বললো না।শুধু স্ক্রিনে ফিওনার শেষ দৃশ্যের দিকে তাকিয়ে থাকলো,যেন ওখান থেকেই কোনো

সান্ত্বনা খুঁজে পাওয়ার চেষ্টা করছে। সবাই কক্ষ থেকে বেরিয়ে যাওয়ার পর জ্যাসপার গভীর একটি নিঃশ্বাস ছাড়লো।তার হৃদয় ভাঙা,মনে দ্বন্দ্ব চলছিল। এক মুহূর্তের জন্য তিনি নিজেকে হারিয়ে ফেললেন।

অবশেষে,নিজের চিন্তায় ডুবে গিয়ে বললো,

“একটা সময় আমি গর্ব করতাম যে আমি ড্রাগন হয়ে জন্ম নিয়েছি।আমি

ভেনাসের ড্রাগন প্রিন্স—সবচেয়ে শক্তিশালী, সবচেয়ে বুদ্ধিমান।কিন্তু আজ মনে হচ্ছে,আমার ড্রাগন হয়ে জন্ম নেয়া ছিল সবচেয়ে নিকৃষ্ট ব্যাপার।”

তিনি কিছুক্ষণ থেমে থেকে বললেন, “আজ যদি আমি সাধারণ মানব হয়ে পৃথিবীতে জন্মাতাম, তাহলে এক নিমিষেই তোমাকে আমার করে পেয়ে যেতাম। কোনো বাধা থাকতো

না।”তার চোখের কোণে জল জমে গেল।সে নিজেকে স্বাভাবিক করার চেষ্টা করলেও,ফিওনার কথা মনে পড়লেই তার হৃদয়ে একটা তীব্র বেদনা অনুভব হচ্ছিল।

“হামিংবার্ড,”তিনি আবার বললেন,”তুমি আমার কাছে কতটা মূল্যবান,তা আমি কখনোই প্রকাশ করতে পারবোনা আর। তবে আজ আমি জানি,তোমার জন্য আমি

কতদূর যেতে পারি।তোমাকে হারানোর চিন্তাও আমাকে ভেঙে দেয়।”

জ্যাসপারের মুখে এক অস্পষ্ট হাসি এল,কিন্তু তা অশ্রু লুকিয়ে রাখতে পারলো না।মনে মনে সে আকাঙ্ক্ষা করলো যে,একদিন সে ফিওনাকে আবার ফিরে পেতে চায়,যেন তার হৃদয়ের সেই বিশেষ জায়গাটা পূর্ণ হয়।চল্লিশ দিনের দীর্ঘ যাত্রা

শেষে,ফিওনার স্পেসশিপ পৃথিবীতে ল্যান্ড করার জন্য প্রস্তুত ছিল। তবে,যখন সে সাগরের ওপরে অবতরণের প্রক্রিয়া শুরু করল,তখন হঠাৎ করে শিপের প্যানেলে অদ্ভুত একটি বার্তা ভেসে উঠলো—”শিপ নিয়ন্ত্রণ হারিয়েছে!”

মিস্টার চেন শিং এবং তার বন্ধুর হুয়াং ঝির মধ্যে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ল।তাদের কাছে বোঝা গেলকিছু

গুরুতর ভুল হয়েছে।রেড এলার্ট সিগনাল জ্বলতে লাগল,আর জ্যাসপারের হিডেন ক্যামেরা জ্যাসপারের কাছে সংকেত পাঠাতে শুরু করলো।

এদিকে,ফিওনা বুঝতে পারল যে শিপটি ব্লাস্ট হতে যাচ্ছে। মনোবল ধরে রাখতে না পেরে সে সুটের জিপার খুলতে লাগলো।সুটের ভারী আবরণ থেকে মুক্ত হতে চাইল

“এটাই আমার শেষ সুযোগ,”সে মনে মনে ভাবলো।দরজার সামনে এসে দাঁড়িয়ে সে একটি মুহূর্তের জন্য পেছনে তাকালো।

শিপের ভিতর থেকে সংকেতের আওয়াজ,অ্যাম্বার এলার্টের শব্দ,এবং কম্পনের অনুভূতি তার মনে ভয় তৈরি করেছিল। কিন্তু সে জানতো,বাইরে সাগর অপেক্ষা করছে।জানালার দিকে

তাকিয়ে,প্রশান্ত মহাসাগরের বিশাল জলরাশি তাকে ডাকছে।“এবার আর ফিরে যাওয়া সম্ভব নয়,”ফিওনা দৃঢ় সংকল্পে দরজার সামনে দাঁড়িয়ে রইলো।নিয়ন্ত্রণহীনভাবে চলতে থাকা শিপটি তার দিকে এগিয়ে আসছিল। শিপের নিয়ন্ত্রণ প্যানেল থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়া তার সুটটি যেন একটি বর্মের মতো তাকে গিলে নিচ্ছিল।একবার শিপের শক্তিশালী

প্রপেলারের গর্জন তার হৃদয়কে ভেঙে দিতে লাগলো।

“আমি মুক্তি চাই,”সে নিজের কণ্ঠস্বরে বললো,যেন শিপের ভেতরের যান্ত্রিক কণ্ঠস্বরের বিরুদ্ধাচারণ করছে।

অবশেষে ফিওনা সুট খুলে দরজার সামনে দাঁড়িয়ে পড়লো। নিচে বিশাল প্রশান্ত মহাসাগরের নীল জলরাশি অশান্তভাবে তরঙ্গাতে লাগলো।এক

মুহূর্তের জন্য থেমে গেল,তারপর সে চোখ বন্ধ করে নিল।

মনে-মনে ভেসে উঠলো একাধিক স্মৃতি—মায়ের মিষ্টি হাসি, বাবার স্নেহময় আলিঙ্গন,তাদের দুর্ঘটনাজনীত মৃত্যু এবং তার গ্র্যান্ডপা আর মিস ঝাং-এর আদর। এই মুহূর্তগুলো যেন তাকে জীবনের গভীরতায় ডুবিয়ে দিল।

তার ঠোঁট ফিসফিস করে,’আমার পৃথিবী বোধহয় এখানেই শেষ।’ শেষবারের মতো জ্যাসপারের মুখ তার মনে ভেসে উঠলো। কিছুটা তাচ্ছিল্যের হাসি ঠোঁটে খেলতে লাগলো।”তুমি ঠিকই বলেছিলে,প্রিন্স,” সে বললো,”ভালোবাসা মানুষকে ধ্বং*স করে দেয়,মৃ*ত্যুর দিকে ঠেলে দেয়। কিন্তু তোমাকে দেখার

আকাঙ্ক্ষা,আমার মৃত্যু*র পরেও শেষ হবে না।”

এরপর, ক গভীর শ্বাস নিয়ে,ফিওনা ঝাঁপ দিল গভীর সমুদ্রে। পেছনে স্পেসশিপটি আগুনের কুণ্ড*লিতে পরিণত হলো। শিপটির বি*স্ফোরণের শব্দ এবং তীব্র শিখা তার শরীরের কাছে পৌঁছাল,কিন্তু সে এসবের কিছুই অনুভব করলো না। জলের গভীরতার দিকে নিমজ্জিত

হয়ে,ফিওনার মনে এক নতুন স্বাধীনতা অনুভূতি জন্ম নিল।সে জানতো,সাগরের নীল জলে তার সমাপ্তি হলেও,হৃদয়ে জ্যাসপারের প্রেম চিরকাল বেঁচে থাকবে।

এদিকে, যখন স্পেসশিপটির বি*স্ফোরণ ঘটলো,মিস্টার চেন শিং একটি ভয়ংকর চিৎকার করে উঠলেন,“ফিওনা!”তার কণ্ঠস্বর ছিল আতঙ্কিত এবং হৃদয় বিদারক।

বিস্ফো*রণের তীব্র শব্দের সঙ্গে সঙ্গে তার শরীরের মধ্যে একটা শূন্যতা অনুভব হলো,যেন সব কিছু হারিয়ে গেছে। হঠাৎ করে,তার হৃদপিণ্ড দ্রুত স্পন্দিত হতে শুরু করলো।চেন শিং এর বন্ধু হুয়াং ঝি অবাক হয়ে গেল,কারণ সে দেখেছিল মিস্টার চেনের মুখে আতঙ্ক এবং অসহায়ত্ব।

“চেন,তুমি ঠিক আছো?” হুয়াং ঝি দ্রুত এগিয়ে এসে তাকে ধরে রাখলো।

“আমার কিছু হয়নি,তবে...ফিওনা!” মিস্টার চেন শিং তার হৃদয়গ্রাহী অনুভূতি প্রকাশ করতে পারছিলেন না।তাঁর চেহারায় ভীতির ছাপ যেন সমস্ত পৃথিবী তার চারপাশে ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে।“তোমাকে এখনি প্রাথমিক চিকিৎসা করতে হবে!”

হুয়াং ঝি তার একজন সদস্যকে তৎক্ষণাত নির্দেশ দিলো।তারা তাকে নিরাপদ স্থানে নিয়ে গেলো,সেখানে একজন ডাক্তার আগে থেকেই উপস্থিত ছিলেন।

ডাক্তার দ্রুত কাজ শুরু করলেন,মিস্টার চেন শিং-এর বুকে চাপ দিয়ে হার্ট অ্যাটাকের লক্ষণগুলো পর্যবেক্ষণ করতে লাগলেন। “আমার কথা শুনুন,শ্বাস নিন।শান্ত থাকুন!”

ডাক্তার তার দিকে চোখ মেলে বললেন।

মিস্টার চেন শিং-এর মাথায় শুধু ফিওনার মুখ ভেসে উঠছিল। তিনি ভাবছিলেন,“কী হয়ে গেলো আমার ফিওনার?”এই চিন্তায় তার হৃদয়টি আরো দ্রুত স্পন্দিত হতে লাগলো।

প্রথমিক চিকিৎসা চলাকালীন, হুয়াং ঝির মাঝে চাপ এবং আতঙ্কের ছায়া ছিল।সে জানতো,ফিওনার জন্য তার

বন্ধুর জীবন বিপন্ন ।“ফিওনা ফিরে আসবে,আমি বিশ্বাস করি,”চেন শিং এর বন্ধু বললেন,তবে তার কণ্ঠে বিশ্বাসের চেয়ে সংশয় ছিল বেশি।

কিন্তু মিস্টার চেন শিং-এর মনে,ফিওনার অশ্রু ঝরা চেহারা আর মৃ*ত্যুর মুখ কল্পনা করতেই যেন সব কিছু শেষ হয়ে যাওয়ার মতো অনুভব হচ্ছিল।ফিওনা গভীর প্রশান্ত মহাসাগরের জলে তলিয়ে যেতে

যেতে এক দুঃস্বপ্নের মতো অনুভব করছিল।পানির চাপ তার শরীরকে গ্রাস করে ফেলছিল,এবং অক্সিজেনের অভাবে তার শ্বাস নিতে কষ্ট হচ্ছিল।প্রতিটি শ্বাস ক্রমশই দুর্বল হচ্ছিল, যেন শরীরের সমস্ত শক্তি শেষ হয়ে আসছে।

পানির অন্ধকারে ফিওনা অনুভব করলো,তার চারপাশে অসংখ্য মাছ সাঁতার কাটছে,কিন্তু সেগুলো তার

দৃষ্টির বাইরে চলে যাচ্ছে। সে জানত যে তার মৃত্যুর পথ প্রশস্ত হয়ে উঠছে, কিন্তু তার মনে কোনো ভয় ছিল না।স্মৃতিগুলো ধীরে ধীরে তার মনে ভেসে উঠতে লাগলো—মায়ের হাসি,বাবার আদর, গ্র্যান্ডপা এবং মিস ঝাং-এর প্রশ্রয় আর জ্যাসপারের গভীর ভালোবাসা, অবশেষে জ্যাসপারের প্রত্যাখ্যান সেই মুহূর্তগুলো যেন জলের

গভীরতায় গাঢ় হতে শুরু করল। অক্সিজেনের অভাব তাকে শ্বাস নিতে দিচ্ছিল না,এবং সে অনুভব করছিল,শরীরের শক্তি যেন একেবারে শেষ হয়ে যাচ্ছে। চোখ দুটো ধীরে ধীরে বন্ধ হয়ে আসছিল,আর জলের তলায় হারিয়ে যাওয়ার সময়ে সে মনে মনে ভাবছিল,

“এটাই কি আমার শেষ?”

জলের চাপ আর অক্সিজেনের অভাব তাকে খুব দ্রুত নিচে টানছিল।কষ্টের মধ্যে সে অনুভব করলো,তার শ্বাস ফুরিয়ে আসছে, এবং তার মুখ দিয়ে জল প্রবাহিত হচ্ছে।সে অজ্ঞান হয়ে যেতে লাগলো আর চোখ দুটো এখন সম্পূর্ণ বন্ধ।গভীর থেকে আরো গভীরে তলিয়ে যেতে থাকলো,যেন সাগরের অন্ধকারে তার আত্মা হারিয়ে যাচ্ছে।

মনে হচ্ছিল,এই মুহূর্তে তার হৃদয়ে কোনো দাগ নেই,শুধু এক নীরবতা। সবকিছু ধীরে ধীরে মুছে যেতে লাগলো,এবং ফিওনা জানতো,সে আর ফিরে আসবে না আর কোনদিন দেখতে পাবেনা তার গ্রান্ডপাকে।আর কোনদিন ছুঁতে পারবে না তার ভালোবাসার প্রিন্সকে।প্রশান্ত মহাসাগরের অন্ধকার গভীরে ফিওনা তলিয়ে গেছে।তার শরীর

নি*স্তেজ,দুই হাত উপরের দিকে ভাসছে।অতিরিক্ত পানি গলায় ঢুকে গেছে,আর অক্সিজেনের অভাবে তার শরীরের সমস্ত শক্তি হারিয়ে গেছে। শূন্য চোখ আর নিথর হাতের মাধ্যমে ফিওনার অস্তিত্ব যেন সমুদ্রের গভীরতায় বিলীন হতে চলেছে।

ঠিক সেই মুহূর্তে আকাশে এক অদ্ভুত দৃশ্য।প্রবল ঝড় শুরু হয়েছে,যেন প্রকৃতি নিজেই কেঁদে

উঠেছে।আকাশ বিদ্যুতের আলোয় আলোকিত,আর সাগরের উত্তাল ঢেউ ফেনায়িত।হঠাৎ করেই এক বিশাল সবুজ ড্রাগন বিদ্যুৎবেগে আকাশ চিরে নিচে নামল।জ্যাসপার!তার চেহারায় তীব্র ক্ষোভ আর ব্যাকুলতা। ড্রাগন রূপে জ্যাসপার সমুদ্রের গভীরে ঝাঁপিয়ে পড়ল।তার ভারী শরীরের কারণে মুহূর্তেই সমুদ্রজলে একপ্রকার ভূমিকম্পের সৃষ্টি হলো।

গভীর জলে ড্রাগনের তীক্ষ্ণ চোখ খুঁজে নিলো ফিওনাকে।তার শরীর নিথর,তবে প্রাণের একটা মৃদু স্পন্দন এখনও বাকি।জ্যাসপার তার বিশাল ড্রাগনপিঠ ফিওনার নিচে স্থির করল।নিথর মানবীর শরীরটা সে সাবধানে তুলে নিয়ে ওপরে উঠতে লাগল।তার ডানাগুলো বিশাল গতিতে নাড়তে শুরু করল,আর এক মুহূর্তেই সে সমুদ্রপৃষ্ঠ ভেদ করে

আকাশে উড়াল দিলো।ঝড় যেন তার পথ ছেড়ে সরে গিয়ে তাকে এগিয়ে যেতে সাহায্য করছে।

ফিওনাকে নিয়ে জ্যাসপার বেশিদূর গেল না।সামনেই “লুনার দ্বীপ”—এক বিরান,রহস্যময় স্থানে সে নেমে এলো।এই দ্বীপটিকে ঘিরে ছিল চিরসবুজ বৃক্ষ আর নিঃশব্দ প্রকৃতি। তীব্র ঝড়ের মাঝেও এই দ্বীপ যেন এক সুরক্ষিত আশ্রয়।

জ্যাসপার সাবধানে ফিওনাকে মাটিতে শুইয়ে দিল।তার ড্রাগন চোখের কঠিনতায় এবার এক গভীর উদ্বেগ ফুটে উঠল।বাতাসে তার নিঃশ্বাসের উত্তাপ ছড়িয়ে পড়ল,যেন পুরো দ্বীপকেই উষ্ণ করে তুলল। ফিওনার মুখের দিকে তাকিয়ে,সে কপালে বিশাল ড্রাগনের নরম নখ দিয়ে একবার আলতো ছোঁয়া দিলো। জ্যাসপার ড্রাগন রূপ থেকে ফিরে

মানব রূপ নিলো।তার চেহারা ভেজা,চোখে একধরনের আ*তঙ্ক। ফিওনার নিথ*র দেহ তার দু’হাতে তুলে নিলো,বুকের মাঝে জড়িয়ে ধরল।এক হাত দিয়ে ফিওনার মুখ স্পর্শ করল,আরেক হাত দিয়ে চুল সরিয়ে বারবার ডাকতে লাগল,“ফিওনা...ফিওনা...চোখ খোলো,প্লিজ!”

কিন্তু কোনো সাড়া নেই।ফিওনার নিস্তব্ধ মুখ দেখে জ্যাসপারের বুকের ভেতরটা টুকরো টুকরো হয়ে গেল। তার শক্তি,তার অহংকার—সবকিছু যেন মুহূর্তেই হারিয়ে গেল।

জ্যাসপার ফিওনাকে মাটিতে শুইয়ে দিলো।দ্রুত তার পেট চেপে ধরে চেষ্টা করলো সাগরের গিলে ফেলা পানি বের করতে।কিন্তু কোনো ফল হলো না।

আকাশে ঝড়ের গর্জন আর বাতাসের শোঁ শোঁ আওয়াজ তাকে যেন আরো বিচলিত করলো।এক মুহূর্ত দেরি না করে জ্যাসপার ফিওনার ঠোঁটের ওপর নিজের ঠোঁট রেখে শ্বাস দিতে লাগল।সে নিজের সমস্ত শক্তি দিয়ে অক্সিজেন দিচ্ছে, বারবার ফিওনাকে জীবন ফিরিয়ে আনার চেষ্টা করছে।“ফিওনা!প্লিজ!রেসপন্স করো!”তার কণ্ঠে তীব্র আকুতি।

একবার...দুইবার...তিনবার...তবুও ফিওনা রেসপন্স করছে না। জ্যাসপারের সবকিছু যেন থেমে যাওয়ার উপক্রম।তার চোখের কোণে অশ্রু জমে উঠলো।

ঠিক তখনই,ফিওনার শরীরটা একটু নড়ে উঠল।তার ঠোঁট থেকে হালকা কাশির শব্দ ভেসে এলো।পানি তার মুখ থেকে বেরিয়ে এলো,আর সে ধীরে ধীরে চোখ

খুলল।“হামিংবার্ড!”জ্যাসপারের কণ্ঠ আনন্দ আর স্বস্তিতে ভরে উঠল।

ফিওনার চোখ খুলতেই প্রথমে সবকিছু ঝাপসা লাগলো। দৃষ্টির সামনে সবকিছুই আবছা,কিন্তু একজোড়া উজ্জ্বল সবুজ চোখ যেন তার পুরো পৃথিবীটা দখল করে নিল।ফিওনার মুখে একপ্রকার বিস্ময় খেলে গেল।সে ভালো করে দেখার চেষ্টা করলো।তার বুক ধীরে ধীরে

ওঠা-নামা করছে, তবে চোখে অবিশ্বাসের ছাপ স্পষ্ট।

এক মুহূর্তের মধ্যেই জ্যাসপারের মুখাবয়ব স্পষ্ট হয়ে উঠল তার সামনে।সেই অদ্ভুত সুন্দর মুখ,তীক্ষ্ণ চোয়াল,আর গভীর সবুজ চোখ,রক্তিম বেগুনী ঠোঁট,ঘাড়ের ড্রাগন ট্যাটু—সবকিছু যেন একবারে জ্বলজ্বল করছে।ফিওনার নিঃশ্বাস ভারী হয়ে গেল।সে ধীরে ধীরে উঠে

বসল,চোখের দৃষ্টিকে আরও পরিষ্কার করার চেষ্টা করল।কিন্তু তার মনে হলো,এই দৃশ্যটা বাস্তব হতে পারে না।তার ঠোঁট ফিসফিস করে উঠল,“আমি কি... মা*রা গেছি?”

জ্যাসপার চুপ করে তার দিকে তাকিয়ে আছে।তার মুখে কোনো আবেগের ঝলক নেই,কিন্তু তার চোখ বলে দিচ্ছে সে কতটা আত*ঙ্কিত ছিল।

ফিওনা নিজের চারপাশে তাকালো। ঝড় থেমে গেছে,তাদের ঘিরে দ্বীপের নির্জনতা আর প্রশান্তি।কিন্তু ফিওনার মনে হলো,সে কোনো দুঃস্বপ্নে আটকে আছে।তার ঠোঁট কাঁপতে কাঁপতে বলে উঠল,“তুমি...প্রিন্স,
এটা কি...মৃ*ত্যুর পরের কোনো এক পৃথিবী?নাকি আমি কল্পনা করছি?”
জ্যাসপার গভীর নিঃশ্বাস নিয়ে ধীরে ধীরে বলল,“তুমি বেঁচে

আছো,ফিওনা।আমি তোমাকে ম*রতে দিইনি।”

তার কণ্ঠে দৃঢ়তা,কিন্তু ফিওনা অবিশ্বাসে মাথা নাড়ল।তার হাত জ্যাসপারের মুখের দিকে বাড়িয়ে দিল,স্পর্শ করল সেই তীক্ষ্ণ মুখ। স্পর্শের সঙ্গে সঙ্গে তার হাত কেঁপে উঠল।“তুমি...সত্যি?” ফিওনার গলা কাঁপল।

ফিওনা হঠাৎ করেই শক্ত করে জড়িয়ে ধরল জ্যাসপারকে। তার ভেজা শরীর কাঁপছিল,আর চোখ থেকে অশ্রু টপটপ করে পড়ছিল। জ্যাসপার নিজের শক্ত হাত দুটো মুষ্টিবদ্ধ করে রেখেছিল,একদম স্থির বসে।তার মুখে কোনো আবেগের ছাপ নেই,কিন্তু চোখে কিছু চাপা কষ্ট যেন ফুটে উঠছিল।

ফিওনা তার বুকের ওপর মাথা রেখে কাঁপা কণ্ঠে বলল,

“তুমি বলেছিলে,তুমি আমাকে ভালোবাসো না...তাহলে আমাকে কেন বাঁচালে,প্রিন্স?কেন?”

জ্যাসপার শান্তভাবে উত্তর দিল,“কারণ আমি মানুষকে বাঁচাই। তুমি আমার জন্য ভেনাসে গিয়েছিলে।তোমার সাহসিকতা...আমি সেটা অস্বীকার করতে পারিনি।তুমি

আমার প্রতি যা-ই অনুভব করো না কেন,তোমাকে মরতে দেওয়া আমার পক্ষে সম্ভব ছিল না।”ফিওনা তার চোখ তুলে সরাসরি জ্যাসপারের সবুজ চোখের দিকে তাকাল।তার দৃষ্টি গভীর,ভেজা আর তীক্ষ্ণ।সে চিৎকার করে বলল,“তুমি জানলে কীভাবে আমি বিপদে পড়েছি? তুমি জানলে কীভাবে আমি মরতে বসেছি?যদি তুমি আমাকে ভালো না

বাসতে,তাহলে এটা কখনোই জানতে না।এটা ভালোবাসা ছাড়া আর কিছুই না জ্যাসপার। এটা অস্বীকার করো না!”

জ্যাসপার মুহূর্তের জন্য চুপ করে রইল। তার চোখের গভীরতা যেন আরও গাঢ় হয়ে গেল ফিওনা এই প্রথম তার নাম ধরে ডাকলো।সে ফিওনার দিকে তাকিয়ে বলল,“তুমি যা ভাবছো,সেটা ভুল।ভালোবাসা

আমাকে দুর্বল করবে।আর আমি দুর্বল হতে পারি না।তোমাকে বাঁচানো আমার দায়িত্ব ছিল...কিন্তু ভালোবাসা নয়।”

ফিওনার চোখ ফেটে জল বেরিয়ে এলো।সে ধীরে ধীরে তার হাত দুটো সরিয়ে বলল,“তাহলে আমি কী তোমার কাছে শুধুই দায়িত্ব?আমি কিছুই না..শুধু একজন বোঝা?”

জ্যাসপার মুখ ফিরিয়ে নিল।তার ঠোঁট শক্ত হয়ে গেছে,কিন্তু ভেতরে ভেতরে যেন কিছু একটা ভেঙে পড়ছে।সে কোনো উত্তর দিল না। ফিওনা তার সামনে বসে কাঁদতে লাগল,আর বৃষ্টি তাদের চারপাশে পড়তে থাকল,সেই অদৃশ্য দূরত্বটা আরও গভীর করে তুলল।ফিওনা আর কোনো কথা না বলে ধীরে ধীরে উঠে দাঁড়াল।তার শরীর বৃষ্টিতে

ভিজে চুপচুপে,আর চোখের জল বৃষ্টির ফোঁটার সাথে মিশে গিয়ে অদৃশ্য হয়ে যাচ্ছিল।তার মনে যেন এক অদ্ভুত ভারাক্রান্তি,কিন্তু একইসাথে জীবিত থাকার মৃদু আনন্দ।জ্যাসপার তাকে মরতে দেয়নি—এই ছোট্ট সত্যটাই যেন তার মনে একটুখানি প্রশান্তি এনে দিল।

বৃষ্টির মাঝে সে ধীরে ধীরে হাঁটতে লাগল।তার পা ভারী,কিন্তু তার মন চাইছিল এই মুহূর্তে একটু মুক্তি।দূরে গিয়ে,যেখানে বৃষ্টির ধারাটা আরও গভীর,সে দাঁড়াল।মাথা উঁচু করে আকাশের দিকে তাকাল।ঠান্ডা বৃষ্টি তার গাল বেয়ে নামছিল, যেন তার সমস্ত ক্লান্তি ধুয়ে দিচ্ছিল।

পেছনে জ্যাসপার তাকে চুপচাপ দেখছিল।তার সবুজ চোখ গভীর

আর চিন্তিত।ফিওনার প্রতিটি পদক্ষেপ যেন তার হৃদয়ের কোথাও একটা অদ্ভুত অনুভূতি জাগিয়ে তুলছিল, কিন্তু সে নিজের সেই অনুভূতিকে চেপে ধরে দাঁড়িয়ে রইল। তার মনে হচ্ছিল,ফিওনা যত দূরেই যাক,সে তাকে ছেড়ে যেতে পারবে না।

বৃষ্টি পড়তেই থাকল।ফিওনা বৃষ্টির মাঝে দাঁড়িয়ে থাকল,যেন প্রকৃতি

তাকে সান্ত্বনা দিতে চাইছে।কিন্তু তার হৃদয়ের গভীরে, জ্যাসপারের জন্য একটা কষ্ট,একটা প্রশ্ন বারবার ফিরে আসছিল—“তুমি আমাকে কেন বাঁচালে?”বৃষ্টি থেমে যাওয়ার কোনো লক্ষণ নেই।ফিওনা নিঃশব্দে দাঁড়িয়ে,দু’হাত মেলে আকাশের দিকে মুখ তুলে।তার চোখ বন্ধ,আর ঠান্ডা বৃষ্টির প্রতিটি ফোঁটা তার ভেতরের সমস্ত ক্লান্তি আর

অস্থিরতাকে ধুয়ে মুছে দিচ্ছে। বাতাসে তার ভেজা চুল এলোমেলো হয়ে গেছে,কিন্তু সে সেসবের তোয়াক্কা করছে না।এই মুহূর্তে,তার মন যেন প্রকৃতির সাথে একাত্ম হয়ে গেছে।

কিছুটা দূরে দাঁড়িয়ে জ্যাসপার নিঃশব্দে ফিওনার প্রতিটি পদক্ষেপ লক্ষ্য করছিল।তার চেহারায় এক অদ্ভুত শীতলতা, যেন কোনো

অনুভূতি প্রকাশ করতে চায় না।কিন্তু তার চোখ, সেই সবুজ চোখের গভীরে লুকানো এক তীব্র উদ্বেগ ধরা পড়ছিল।

জ্যাসপার ধীরে ধীরে এগিয়ে এলো। তার চলাফেরায় ছিল নিঃশব্দ দৃঢ়তা। কাছে এসে কোনো কথা না বলে,নিজের ব্লেজার খুলে ফিওনার মাথার ওপর ছাতার মতো ধরে রাখল।

ফিওনা ধীরে ধীরে চোখ খুলে তাকাল।তার সামনে জ্যাসপার,দূরে তাকিয়ে,মুখ শক্ত করে ধরে আছে। সে কোনো দুর্বলতা প্রকাশ করতে চায় না।ফিওনা এক মুহূর্ত তাকে দেখল, তারপর তার ঠোঁটে এক অনির্বচনীয় হাসি খেলে গেল। হঠাৎ,ফিওনা এগিয়ে গিয়ে জ্যাসপারকে শক্ত করে জড়িয়ে ধরল।তার ভেজা শরীর ঠান্ডা,কিন্তু

জড়িয়ে ধরার স্পর্শে ছিল উষ্ণতার এক গভীরতা।

“তুমি যতই চেষ্টা করো নিজেকে দূরে রাখতে,আমি জানি,তুমি আমাকে যত্ন করো,”ফিওনা কান্নাভেজা কণ্ঠে বলল।

জ্যাসপার নিজের হাত দুটো শক্ত মুষ্টিতে বন্দী করে রাখল,যেন নিজেকে দুর্বল হতে দিতে চায় না। কিন্তু তার শীতল চেহারা ধীরে ধীরে

বদলে গেল।ফিওনার কথাগুলো যেন তার হৃদয়ের এক গোপন দরজা খুলে দিচ্ছিল।ফিওনা তার গালে হালকা ছুঁয়ে ফিসফিস করে বলল, “তোমার মুখোশের পেছনে যা লুকিয়ে আছে,আমি তা দেখতে পাই।”

জ্যাসপার চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইল।তার চোখের শীতলতা গলে গিয়ে এক অজানা মমতা ফুটে উঠল।কিন্তু সে

কিছু বলল না।চারপাশে বৃষ্টির মৃদু শব্দ প্রতিধ্বনিত হচ্ছিল।সময় যেন থমকে গিয়েছিল,আর ফিওনা আর জ্যাসপারের মাঝে এক নীরব অনুভূতির ভাষা বিনিময় হচ্ছিল।যে ভাষায় কোনো শব্দ প্রয়োজন হয় না,শুধু অনুভূতিগুলোই যথেষ্ট।

ফিওনা ধীরে ধীরে মাথা তুলে জ্যাসপারের চোখে চোখ রাখল।তার ভেজা চুল গালের পাশ ঘেঁষে নেমে

এসেছে,আর চোখে এক অদ্ভুত প্রশ্নের ঝলক।”এই নিয়ে দ্বিতীয়বার তুমি আমার প্রাণ বাঁচালে,” ফিওনার গলা শীতল হলেও ভেতরে লুকিয়ে থাকা কষ্ট স্পষ্ট। “দ্বিতীয়বার নিজের অক্সিজেন দিয়ে আমাকে রক্ষা করলে।কিন্তু সেদিন তুমি বলেছিলে এটা আমাদের ডেসটিনি।তাহলে আজ কেন তুমি সেই ডেসটিনিকে অস্বীকার করছ?”

জ্যাসপার নীরবে তাকিয়ে রইল।তার চেহারায় একধরনের শক্তিশালী অনমনীয়তা ফুটে উঠল,যেন সে নিজের ভেতরের কোনো লড়াইতে মগ্ন।কয়েক মুহূর্ত চুপ থেকে সে গভীর গলায় বলল,"আমাদের ডেসটিনি আমাদের দূরে থাকতেই বলেছে, ফিওনা।"ফিওনা স্থির হয়ে গেল।তার চোখে বেদনাভরা বিস্ময় ফুটে উঠল।কিন্তু জ্যাসপার তার

কথাগুলো শেষ করল।”তুমি আমার কাছ থেকে দূরে থাকলেই ভালো হবে।এখানে থেকে তুমি শুধু নিজের বিপদ বাড়াচ্ছ।তোমার পৃথিবী আছে, তোমার নিজের জীবন আছে।সেটাই গুছিয়ে নাও।আমার মতো কারও পাশে থেকে নিজের জীবন নষ্ট কোরো না।”

ফিওনার ঠোঁট থরথর করে উঠল,কিন্তু সে নিজেকে শান্ত রাখল।

“তুমি যদি সত্যিই বিশ্বাস করতে,আমরা একে অপরের জন্য নই,তাহলে আজ আমাকে বাঁচাতে আসতে না। তুমি যদি আমাকে ভালো না বাসো,তাহলে কেন বারবার আমাকে রক্ষা করছ,জ্যাসপার?”

জ্যাসপার তার দৃষ্টি সরিয়ে নিল।এক মুহূর্তের জন্য মনে হলো, তার মুখে কঠিনতার আড়ালে লুকিয়ে থাকা

কোনো অনুভূতি বেরিয়ে আসতে চাইছে।কিন্তু সে দৃঢ়ভাবে বলল,”তোমার জন্য যা করেছি,তা আমার দায়িত্ব ছিল।এর বেশি কিছু নয়।”ফিওনার চোখে তীক্ষ্ণ বেদনার ছায়া ফুটে উঠল।তার গলা ধরে এলো,কিন্তু সে কিছু বলল না। বৃষ্টি ততক্ষণে আরও ভারী হয়ে গেছে। প্রতিটি ফোঁটা যেন তাদের চারপাশের পরিবেশের সাথে মিশে

গিয়ে আরও বেশি থমথমে করে তুলেছে। তাদের কথার কোনো শেষ নেই, যেন প্রকৃতির বুকে বৃষ্টির শব্দ ছাড়া কিছুই শোনা যাচ্ছে না।

ফিওনার কণ্ঠে ভেজা কাঁপন ছিল,তবু তার চোখে ছিল দৃঢ়তার আগুন।সে থামল না। “তুমি ভাবছো,তোমার থেকে দূরে গেলে আমি ভালো থাকব?আজকে যে অ্যাক্সি*ডেন্ট ঘটেছে,যে স্পেসশিপ নিয়ন্ত্রণ

হারিয়েছে,সেটা কেনো জানো? তোমার কথা ভাবতে ভাবতে আমি সব উল্টোপাল্টা করে ফেলেছিলাম। আজ যদি আমি মারা যেতাম,তার জন্য তুমি দায়ী থাকতে।”

জ্যাসপার স্তব্ধ হয়ে শুনছিল।তার মুখে কোনো অভিব্যক্তি নেই,কিন্তু ফিওনার প্রতিটি শব্দ যেন তাকে ছুরির মতো বিঁধছিল।ফিওনা একপা এগিয়ে এসে তার দিকে আঙুল তুলে

বলল,”তুমি কি সত্যিই ভাবো,তোমাকে ছেড়ে এই পৃথিবীতে এসে আমি খুব ভালো থাকতাম? না,জ্যাসপার,আমি তিলে তিলে ম*রে যেতাম।তোমার সমস্যাটা জানো কি? তুমি নিজের মনের কথা ঠিকই বোঝো,কিন্তু আমার অনুভূতিগুলো বুঝতে পারো না।”

জ্যাসপারের সবুজ চোখ দুটো ক্ষণিকের জন্য ফিকে হয়ে এলো।

সে মুখ ফেরাতে চেষ্টা করল ,কিন্তু ফিওনার শব্দগুলো যেন তাকে থামতে বাধ্য করল।

ফিওনা তার সামনে এসে দাঁড়াল। তার কণ্ঠস্বর এবার নরম,তবু গভীর আঘাতে ভারী।”জ্যাসপার,ভালোবাসা কেবল তোমার একার বিষয় নয়। এটা আমাদের দুজনের।তুমি কীভাবে ঠিক করছো আমি কী চাই বা কীভাবে বাঁচতে চাই?তুমি ভাবছো

দূরে গিয়ে আমার জন্য ভালো করছো?না,তুমি আমাকে কষ্ট দিচ্ছো।প্রতিবার যখন আমাকে দূরে ঠেলে দাও,আমার হৃদয় ভেঙে যায়।” জ্যাসপার চোখ বন্ধ করল।তার শক্ত চোয়াল এক মুহূর্তের জন্য কেঁপে উঠল। তারপর সে গভীর শ্বাস নিয়ে বলল, “ফিওনা,আমি তোমার জন্য যা করছি,তা তোমার ভালো থাকার জন্যই।আমি একটা ভিনগ্রহের

ড্রাগন।আমার জীবন তোমার জীবনের চেয়ে আলাদা।তুমি আমার সাথে থাকলে তোমার জীবন হুমকির মুখে পড়বে।আমি...আমি এটা মেনে নিতে পারি না।”ফিওনার চোখে পানি জমে উঠল।কিন্তু সে হাল ছাড়ল না। “তুমি কি জানো,জ্যাসপার?আমার জীবনের সবচেয়ে বড় হুমকি তোমার অনুপস্থিতি।তোমাকে ছাড়া আমার

জীবন অর্থহীন।আর তুমি যদি সত্যিই আমার ভালো চাইতে,তাহলে আমায় দূরে ঠেলে দিতে না।”

জ্যাসপার কিছু বলল না।তার চোখে যেন অজানা অনুভূতির আলোছায়া খেলা করছিল। ফিওনার কথাগুলো তাকে এক অদৃশ্য বেড়াজালে বন্দি করে ফেলেছে।বৃষ্টি তখনও ঝরছিল, আর তাদের চারপাশে তৈরি হয়েছিল এক অদ্ভুত নীরবতা। দুজনের

মধ্যের দূরত্ব ক্রমশ মিলিয়ে যাচ্ছিল। বৃষ্টি থেমে যাওয়ার পরেও বাতাসে ভেজা মাটির গন্ধ আর সাগরের লবণাক্ততার মিশ্রণ টিকে ছিল। ফিওনা ধীরে ধীরে দাঁড়িয়ে জ্যাসপারের দিকে ঘুরে বলল,"আচ্ছা,এখন এসব বাদ দাও। আগে বলো,আমরা কোথায়?এটা কোন জায়গা?"

জ্যাসপার শান্ত গলায় উত্তর দিল,”এটা লুনার দ্বীপ।”

ফিওনার চোখ বিস্ময়ে বড় হয়ে গেল।”লুনার দ্বীপ?এটা আবার কোথায়?”

জ্যাসপার দূরে সাগরের দিকে তাকিয়ে বলল,”এটা পৃথিবীর একেবারে শেষপ্রান্তে।প্রশান্ত মহাসাগরের গহীনে লুকিয়ে থাকা এক রহস্যময় জায়গা।মানুষের

পৃথিবীর মানচিত্রে এর কোনো অস্তিত্ব নেই।খুব অল্প লোকই জানে এই দ্বীপের কথা, আর যারা জানে তারা এখানে আসার সাহস করে না।”

ফিওনা একটু ঘন হয়ে দাঁড়িয়ে বলল,”কেন?এখানে কী এমন আছে?”জ্যাসপার ঠান্ডা গলায় বলল,”লুনার দ্বীপ নিয়ে অনেক গল্প প্রচলিত। বলা হয়,এখানে অজানা

শক্তি রয়েছে,যা প্রকৃতিকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারে।এই দ্বীপের আকাশ সবসময় রহস্যে ঢাকা,আর এর সাগরতল অনেক গভীর এবং বিপজ্জনক। কিন্তু এর প্রকৃতি এতটা নির্জন আর সুন্দর যে এখানে এলে মনে হয়,সময় থেমে গেছে।”

ফিওনা ধীরে ধীরে চারপাশে তাকাল।বিশাল সবুজ পাহাড়, গভীর জঙ্গল,আর একপাশে অবিরাম

ঢেউয়ের শব্দ তার মনকে অদ্ভুত এক কৌতূহলে ভরিয়ে তুলল।”তাহলে আমরা এখানে কীভাবে এলাম?”ফিওনা জিজ্ঞেস করল।

জ্যাসপার এক মুহূর্ত চুপ থেকে বলল,”এটাই একমাত্র জায়গা যেখানে আমরা দুজন নিরাপদ থাকতে পারছি আপাতত।”

ফিওনা আবার বলল, “তুমি জানলে কীভাবে এই জায়গার কথা? তুমি কি আগে এখানে এসেছিলে?”

জ্যাসপার মৃদু হাসল।”লুনার দ্বীপ শুধু একজন ড্রাগনের পক্ষে খুঁজে পাওয়া সম্ভব।এটা আমাদের পূর্বপুরুষদের ইতিহাসের অংশ।”ফিওনা নীরব হয়ে গেল,কিন্তু তার চোখে বিস্ময় আর কৌতূহল আরও গভীর হয়ে উঠল।”লুনার

দ্বীপ...”ফিসফিস করে বলল সে। “এটা যেন কোনো এক কল্পকাহিনির অংশ।”

ফিওনা চারপাশে তাকিয়ে দ্বীপের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য দেখতে দেখতে হঠাৎ বলল, “আচ্ছা, আমরা এখনো এখানেই দাঁড়িয়ে আছি কেন? আমাকে চীনে পৌঁছে দাও। আমার বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্লাসও মিস হয়ে

যাচ্ছে। দাদা নিশ্চয়ই ভীষণ চিন্তা করছে।”

জ্যাসপার কোনো কথা বলল না। তার সবুজ চোখের গভীরে যেন অদৃশ্য এক দ্বন্দ্ব খেলা করছে। ফিওনা তার নিরুত্তর চেহারা দেখে এক ধাপ এগিয়ে বলল, “জ্যাসপার, আমি তোমার সঙ্গে মজা করছি না। চলো, এখনই চীনে ফিরে যাই।”কিন্তু জ্যাসপার তখনো চুপ। তার মুখে

কোনো আবেগের প্রকাশ নেই। কয়েক মুহূর্ত পর সে নীরবে মুখ ফিরিয়ে সাগরের দিকে তাকাল। তার ভ্রু কুঁচকে আছে, যেন সে কিছু গোপন করছে।

ফিওনা বিরক্ত হয়ে বলল,“তুমি শুনছো না?আমার সঙ্গে কথা বলছো না কেন?”

জ্যাসপার গভীর শ্বাস নিয়ে বলল,“আমি এখন তোমাকে চীনে

পৌঁছে দিতে পারব না। আমার শক্তি... আমার ড্রাগন রূপ এই মুহূর্তে ব্যবহার করা সম্ভব নয়।”

ফিওনা বিস্ময়ে বলল, “কী বলছো তুমি?কেন সম্ভব নয়? তুমি তো ড্রাগন!তুমি তো এতটা শক্তিশালী!কী হলো তোমার?”জ্যাসপার ধীরে ধীরে বলল,“যখন আমি সিগন্যাল পেয়েছিলাম যে তোমার স্পেসশিপ নিয়ন্ত্রণ হারিয়েছে, আমি সময় নষ্ট

করতে পারিনি। পৃথিবীর এতটা গভীরে তোমাকে বাঁচাতে আসার জন্য আমাকে ইম্পালস জাম্পিং এনালজি ব্যবহার করতে হয়েছিল। এটি আমাদের ড্রাগনদের এক বিশেষ শক্তি, যা আমাদের কয়েক সেকেন্ডে আলোকবেগে ভ্রমণ করতে সাহায্য করে। কিন্তু এর খরচ অনেক বেশি। এর ফলে আমার ড্রাগন শক্তি

কয়েকদিনের জন্য স্থগিত হয়ে গেছে।”

ফিওনা অবাক হয়ে বলল,“ইম্পালস জাম্পিং এনালজি? সেটা কী?”

জ্যাসপার ধৈর্য ধরে বোঝাল,“এটা এমন এক প্রযুক্তি যা ভেনাসের ড্রাগনদের জন্য তৈরি হয়েছে। এর মাধ্যমে আমাদের দেহের প্রতিটি কোষ এক ধরনের সুপারচার্জড স্টেটে চলে যায় এবং স্থান-কালকে

ভেদ করে আলোর চেয়ে দ্রুতগতিতে গন্তব্যে পৌঁছায়। কিন্তু এর পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া ভয়ংকর। এর ফলে আমার কোষগুলো এখন নিষ্ক্রিয় হয়ে আছে। এই অবস্থায় ড্রাগন রূপ ধরে বেশি শক্তি ব্যবহার করলে আমার দেহ আর কখনো আগের মতো স্বাভাবিক হবে না।”ফিওনার মুখ ফ্যাকাসে হয়ে গেল। “তাহলে? তুমি

কি আর ড্রাগনে রূপ নিতে পারবে না?”

জ্যাসপার সামান্য হাসল। “পারব, তবে আমাকে কয়েকদিন সময় দিতে হবে। এই কয়েকদিন যদি আমি আবার শক্তি ব্যবহার করি, তাহলে আমার শরীর স্থায়ীভাবে শক্তিহীন হয়ে পড়বে। এমনকি আমার ভেনাসে ফিরে যাওয়ার ক্ষমতাও হারিয়ে ফেলব।”

ফিওনা নিঃশব্দে দাঁড়িয়ে রইল। কিছুক্ষণ পর ধীরে ধীরে বলল, “তাহলে আমরা এই লুনার দ্বীপে আটকে আছি?”

জ্যাসপার নীরবে মাথা ঝাঁকাল। তারপর বলল, “তুমি এখানে নিরাপদে থাকবে। আমি আমার শক্তি পুনরুদ্ধার করার চেষ্টা করব। তার পরেই তোমাকে চীনে পৌঁছে দেব।”

ফিওনা হতাশ হয়ে আকাশের দিকে তাকাল। তার ঠোঁটে একটুখানি বিদ্রূপের হাসি ফুটে উঠল। “তাহলে আমিই প্রথম মানুষ, যাকে কোনো ড্রাগন শক্তিহীন অবস্থায় আটকে রেখেছে।”

জ্যাসপার কোনো উত্তর দিল না। তার চোখে কঠিন দৃঢ়তা ছিল, কিন্তু তার মুখে চাপা এক ধরনের অপরাধবোধ ফুটে উঠল।হঠাৎ

জ্যাসপার হাঁটা শুরু করলো দ্বীপের ভেতরে।ফিওনা জ্যাসপারের পেছনে দৌড়াতে দৌড়াতে বলল,”তাহলে এতদিন আমি খাবো কী?আর থাকব কোথায়?দেখো, পোশাকটাও পুরো ভিজে গেছে!”

জ্যাসপার একবারও পেছনে ফিরে তাকাল না,চুপচাপ দ্বীপের গভীর বনের দিকে হাঁটতে শুরু করল।তার

হাঁটার মধ্যে দৃঢ়তা ছিল,যেন সে জানে ঠিক কোথায় যেতে হবে।

ফিওনা আরও বিরক্ত হয়ে বলল,”প্রিন্স,আমি তোমার সঙ্গে কথা বলছি!তুমি কেন কিছু বলছো না?”

জ্যাসপার হাঁটা থামাল,কিন্তু পেছন ফিরে তাকাল না।কেবল নিচু গলায় বলল, “কিপ কোয়াইট!!এন্ড ফলো মি জাস্ট।”

ফিওনা কিছুটা অস্বস্তিতে থেমে গেল,কিন্তু তারপর বলল,”তুমি সবসময় এভাবে রহস্যময় আচরণ করো কেন?আমি মানুষ,আমার ক্ষুধা লাগে,ঠান্ডা লাগে,আর... আর আমার একটু আরামদায়ক জায়গায় থাকার দরকার।”

জ্যাসপার গভীর নিঃশ্বাস ফেলে বলল,”তুমি এত কথা বলো কীভাবে?আমি তোমাকে ঠিক

জায়গায় নিয়ে যাচ্ছি।শুধু ধৈর্য ধরো।”বনের মাঝ দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে তারা এক জায়গায় পৌঁছাল, যেখানে গাছের আড়ালে একটি প্রাকৃতিক গুহা দেখা গেল। গুহার প্রবেশপথের সামনে ঝুলে থাকা লতাগুল্ম সরিয়ে জ্যাসপার ভেতরে ঢুকল।

গুহার ভেতরটা অবাক করে দেওয়ার মতো ছিল।এক কোণে শুকনো কাঠ

আর শুকনো ঘাস রাখা,যা সম্ভবত বিছানার মতো ব্যবহার করা যায়। অন্য পাশে একটি ছোট ঝরনা বয়ে চলেছে,যার পানি স্বচ্ছ এবং ঠান্ডা।

জ্যাসপার কিছুক্ষণ চুপ থেকে বলল, “এটা আমার তৈরি করা নয়,কিন্তু এই দ্বীপে আসা প্রতিটি প্রাণীর জন্য এই গুহা আশ্রয়ের জায়গা।তুমি এখানে নিরাপদে থাকতে পারবে।”

ফিওনা অবাক হয়ে বলল,”তুমি কি আগেও এখানে এসেছো?”

জ্যাসপার মৃদু হাসল। “এটা একসময় ড্রাগনদের বিশ্রামের জায়গা ছিল।আমরা যখন পৃথিবীতে আসতাম,এই ধরনের জায়গা তৈরি করতাম।”ফিওনা চারদিকে তাকিয়ে বলল,”আচ্ছা,খাবার কী হবে? আমার তো ক্ষুধা লেগেছে।”

জ্যাসপার তার কথায় গুরুত্ব না দিয়ে বাইরে বেরিয়ে গেল। কিছুক্ষণ পর সে ফিরে এল হাতভর্তি অদ্ভুত ফল আর কয়েকটি পাতা নিয়ে,যার ভেতর ছোট ছোট বেরি রাখা ছিল।

ফিওনা ফলগুলো দেখে বলল,"তুমি কি আদিকালের মানুষ নাকি?এগুলো কীভাবে খেতে হয় তাও জানি না।"

জ্যাসপার নির্লিপ্ত স্বরে বলল,"তোমার কাছে চাইনিজ রেস্টুরেন্ট নেই

এখানে,ফিওনা।এসবই তোমার জন্য যথেষ্ট আপতত।”

ফিওনা তার হাত থেকে ফল নিল আর এক কামড় দিয়ে বলল,”এগুলো খেতে তো মন্দ না... তবে আমি এখনও ভিজে আছি।”

জ্যাসপার তার পোশাকের দিকে একবার তাকাল এবং গুহার এক কোণ থেকে শুকনো লতাপাতা এনে

দিল।”এইগুলো শুকিয়ে নাও। আগামীকাল অন্য ব্যবস্থা করব।”

ফিওনা মুচকি হেসে বলল,”তুমি যতই কঠিন দেখাও না কেন, আমি জানি, তুমি কেয়ার করো আমার।”

জ্যাসপার কিছু না বলে গুহার বাইরে চলে গেল।তার চোখে অদ্ভুত এক অস্থিরতা খেলা করছিল,যেন সে নিজের ভেতরের কোনো লড়াই চালিয়ে যাচ্ছে।গুহার নিস্তব্ধতাকে

মুহূর্তেই চিরে ফেলল এক ভয়ঙ্কর গর্জন। সেই শব্দে ফিওনা চমকে উঠল।তার চোখ আতঙ্কে বড় হয়ে গেল। “এটা...এটা কী ছিল?”

জ্যাসপারের মুখে চিন্তার গভীর রেখা পড়ল।তার চোখ ধীরে ধীরে গুহার অন্ধকার কোণগুলোর দিকে ঘুরল।”কিছু বলার দরকার নেই,” সে ঠাণ্ডা গলায় বলল। “এখান থেকে বেরোতে হবে। এখনই।”

ফিওনা বিভ্রান্ত হয়ে বলল, “কিন্তু কেন?এটা তো শুধু একটা গর্জন। হয়তো কোনো বন্য প্রাণী...”

জ্যাসপার তার কথা শেষ করতে দিল না।হঠাৎ তার হাত ধরে দ্রুত গুহার বাইরে নিয়ে যেতে লাগল। তার শক্তি এতটাই ছিল যে ফিওনা বাধা দিতে পারল না।”আমার সঙ্গে চুপচাপ চলে এসো,ফিওনা।এখানে আর থাকা নিরাপদ নয়।”তারা

দুজনেই দ্রুত বনের গভীরতায় ঢুকে পড়ল।পেছনে গর্জন ধীরে ধীরে বাড়তে লাগল।ফিওনা পেছন ফিরে তাকাতে চেয়েছিল,কিন্তু জ্যাসপার তার হাত শক্ত করে ধরে রাখল। “পেছনে তাকিয়ো না,”সে দৃঢ়ভাবে বলল।

প্রায় আধ ঘণ্টা ধরে দৌড়ানোর পর তারা একটি খোলা জায়গায় পৌঁছাল।জ্যাসপার তার শ্বাস ধীরে

স্বাভাবিক করার চেষ্টা করছিল। ফিওনা হাঁপাতে হাঁপাতে বলল,”তুমি কী বলতে চাও?সেটা কী ছিল?তুমি কি জানো?”

জ্যাসপার চোখ বন্ধ করে মাথা নিচু করল। “এটা কোনো সাধারণ প্রাণী নয়।এই দ্বীপে কিছুই সাধারণ নয়। এই জায়গা একসময় ড্রাগনদের আশ্রয়স্থল ছিল,কিন্তু এখন এখানে কিছু ভয়ঙ্কর শক্তি বাস করে।আমি

জানতাম,এই দ্বীপে আসা ঝুঁকিপূর্ণ হবে।”

ফিওনা আতঙ্কিত হয়ে বলল, “তাহলে তুমি আমাকে এখানে এনেছিলে কেন,তুমি তো বললে এটা নিরাপদ জায়গা তাহলে?”জ্যাসপার গম্ভীর স্বরে বলল,”কারণ এখানে আসা ছাড়া আমার আর কোনো উপায় ছিল না।তুমি বেঁচে আছ,সেটাই বড় কথা নয় কি।কিন্তু

এখন আমাদের দ্রুত নিরাপদ জায়গা খুঁজতে হবে।”

হঠাৎ দূরে গর্জনের শব্দ আবার শোনা গেল।এবার তা আরও কাছাকাছি।

ফিওনা ফিসফিস করে বলল,”এটা কি আমাদের খুঁজে বের করছে?”

জ্যাসপার তার দিকে তাকিয়ে বলল,”হ্যাঁ।আর আমি এখন লড়াই করতে চাই না।আমার শক্তি কমে

গেছে।আমি যদি লড়াই করি,আমার শক্তি চিরতরে শেষ হয়ে যাবে,আর আমি আর কখনো ভেনাসে ফিরতে পারব না।”

ফিওনার চোখে এক মুহূর্তের জন্য হতাশার ছায়া পড়ল। “তাহলে এখন কী করব?আমরা কি সারাক্ষণ দৌড়ে বেড়াব?”

জ্যাসপার মৃদু গলায় বলল,”না। আমরা বেঁচে থাকব।এবং তোমাকে

নিরাপদে চীনে পৌঁছে দেবার কোনো উপায় বের করব।”

ফিওনা তার কথায় কিছুটা ভরসা পেল,কিন্তু তাদের সামনে অপেক্ষা করছে কী,তা ভাবতেই তার শিরদাঁড়া দিয়ে ঠান্ডা স্রোত বয়ে গেল।জ্যাসপার ঘন কুয়াশার মধ্য দিয়ে এগিয়ে চলছিল,ফিওনা তার পেছনে পা টেনে টেনে হাঁটছিল। হঠাৎ করেই তারা বনের একটি

ফাঁকা জায়গায় পৌঁছাল,যেখানে একটি ছোট্ট তাবু দাঁড়িয়ে আছে। জায়গাটিতে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে রয়েছে আগুনের ছাই,ক্যান্সার খালি ক্যান আর কয়েকটি ব্যবহৃত প্লেট।দৃশ্যটি যেন কারো পিকনিকের গল্প বলছিল।

ফিওনা তৎক্ষণাৎ বিস্মিত হয়ে বলল,"ওরে বাবা!ড্রাগনরাও কি পিকনিক করে নাকি?"

জ্যাসপার তার দিকে অবাক দৃষ্টিতে তাকাল।”পিকনিক?ড্রাগনরা?তুমি আসলে আমাদের সম্পর্কে কী জানো?”

ফিওনা হেসে বলল,”তোমাদের অনেক কিছুই জানি না।কে জানে,হয়তো ড্রাগনরাও মজা করতে পারে!”

কিন্তু জ্যাসপার তাবুটির চারপাশে হাঁটতে শুরু করল। তার চেহারায়

চিন্তার ছাপ স্পষ্ট হয়ে উঠল।সে বলল,”এটা ড্রাগনদের কাজ নয়। এসব মানবদের কাজ।আর এই দ্বীপে কোনো মানুষ থাকার কথা নয়।”

ফিওনা ভ্রু কুঁচকে বলল,”তাহলে এটা কী?কারা এখানে পিকনিক করতে এসেছিলো?”

জ্যাসপার তাবুর কাছে বসে পড়ে মাটি স্পর্শ করল।তার আঙুলের

ওপর ধুলো জমে উঠল।সে গভীরভাবে তাকিয়ে বলল,”এটা পিকনিক নয়।এটা গবেষণার জায়গা মনে হচ্ছে।”ফিওনা অবাক হয়ে বলল,”গবেষণা?এখানে? কেন? কিসের জন্য?”

জ্যাসপার তাবুর একটি কোণে একটি আধ-খোলা নোটবুক দেখতে পেল।সে সেটি তুলে নিল এবং ধুলো ঝেড়ে পৃষ্ঠাগুলো উল্টাতে লাগল।

পাতাগুলোর মধ্যে কিছু নকশা এবং লেখার চিহ্ন দেখা যাচ্ছিল—ড্রাগন,দ্বীপের গঠন,আর একটি অজানা ধাতুর খোঁজ সম্পর্কে কিছু তথ্য।

জ্যাসপার বলল,”কেউ এখানে ড্রাগনের শক্তি নিয়ে গবেষণা করতে এসেছিল।আর আমার ধারণা,তারা এখন আর এখানে নেই।”

ফিওনা বিস্মিত হয়ে বলল,”তাহলে তারা কোথায় গেল?আর তারা এখানে ড্রাগন নিয়ে কী করছিল?”

জ্যাসপার চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইল।তার চোখে সন্দেহের ছাপ। “আমরা যদি তাদের উদ্দেশ্য বুঝতে পারি,তবে জানতে পারব এই দ্বীপে আর কী বিপদ লুকিয়ে আছে।”

ফিওনা হাসি চাপার চেষ্টা করে বলল,”আচ্ছা,বিজ্ঞানীদের পিকনিক

যদি এমন হয়,তবে আমি কখনোই তাদের সঙ্গে আসব না!”জ্যাসপার এক মুহূর্তের জন্য তাকিয়ে থাকল, তারপর তাবু ছেড়ে সামনে এগিয়ে গেল। তার মুখের ভাব বদলে গিয়েছিল। “তোমার মজা করার সময় না এটা ফিওনা।এখানে থাকার প্রতিটি মুহূর্ত বিপদের সম্ভাবনা বাড়াচ্ছে।”

ফিওনা তাবুর ভেতরে ঢুকে চারপাশে তাকাল।মেঝেতে ছড়ানো ছিল কিছু ব্যক্তিগত জিনিসপত্র।কোণায় একটা মাঝারি আকারের ব্যাগ পড়ে ছিল। ঞফিওনা ব্যাগটা খুলে দেখল।তার ভেতরে দু'জনের ব্যবহৃত পোশাক— একটি পুরুষের জ্যাকেট আর কিছু শার্ট, টি শার্ট আর একটি মেয়ের পাতলা জিন্সের জ্যাকেট আর কিছু শর্ট টপস্ আর জিন্স প্যান্ট।কয়েকটি

তোলা ছবি,কিছু নোটবুক,আর কয়েকটি অর্ধেক ভরা খাবারের ক্যানও দেখা গেল।

আরও গভীরভাবে দেখতে গিয়ে ফিওনা একটা ভরা ওয়াইন বোতল আর কয়েকটি খালি ক্যান খুঁজে পেল।দেখে মনে হচ্ছিল,তারা এখানে একসঙ্গে কিছু সময় কাটিয়েছে। সবকিছু এত পরিষ্কার যে মনে হচ্ছিল,তারা খুব সম্প্রতি এখান

থেকে সরে গেছে।ফিওনা ব্যাগটা হাতে নিয়ে তাবু থেকে বেরিয়ে এল। জ্যাসপার তখনও বাইরে দাঁড়িয়ে দ্বীপের পরিবেশ পরীক্ষা করছিল। ফিওনা ব্যাগটা দেখিয়ে বলল,"প্রিন্স,এখানে তো মনে হচ্ছে কোনো কাপল বিজ্ঞানী পিকনিক বা গবেষণা করতে এসেছিল।এই দেখো,তাদের জিনিসপত্র।"

জ্যাসপার ব্যাগের দিকে তাকাল। তার চোখে সন্দেহের ছাপ স্পষ্ট। সে ব্যাগটা নিয়ে দ্রুত চেক করতে লাগল।জ্যাকেটের পকেট থেকে একটি ছোট রেকর্ডার বের করল। রেকর্ডারে ধুলোর কোনো চিহ্ন নেই। জ্যাসপার বলল,"কাপল বিজ্ঞানী,বলছো?এই জিনিসগুলো দেখে তাই মনে হচ্ছে।কিন্তু প্রশ্ন

হলো,তারা এখানে কী করছিল?এই দ্বীপ কোনো সাধারণ জায়গা নয়।”

ফিওনা বলল,”তাহলে কি ওরা আমাদের মতো কোনো দুর্ঘ*টনার শিকার হয়েছিল?”

জ্যাসপার মাথা নাড়ল।”সম্ভবত। অথবা এর পেছনে অন্য কিছু আছে।”সে রেকর্ডারটা চালানোর চেষ্টা করল। কিছু শব্দ ভেসে উঠল: “আমরা লুনার দ্বীপে এসেছি...শক্তির

উৎস এখানে স্পষ্ট। কিছু বিরল খনিজ পাওয়া গেছে যা সম্ভবত...”

তারপর রেকর্ডিং বন্ধ হয়ে গেল।

ফিওনা বলল,”শক্তির উৎস? তুমি কি কিছু বুঝতে পারছো?”

জ্যাসপার গভীর চিন্তায় পড়ে গেল। সে বলল, “এই দ্বীপে শুধু ড্রাগন নয়,কিছু প্রাকৃতিক রহস্যও লুকিয়ে আছে।সম্ভবত তারা সেই রহস্য খুঁজতে এসেছিল।”

ফিওনা বলল,”তাহলে এখন কী করবো?”

জ্যাসপার বলল,”আগে এই দ্বীপে নিরাপদ জায়গা খুঁজতে হবে।আর তাদের উদ্দেশ্য সম্পর্কে আরও তথ্য বের করতে হবে।”ফিওনা ব্যাগটা নিজের কাছে রেখে বলল, “তাহলে এবার সত্যি কোনো অ্যাডভেঞ্চারের মধ্যে ঢুকে পড়েছি।”

জ্যাসপার তাকে সতর্ক দৃষ্টিতে দেখল।”এটা অ্যাডভেঞ্চার নয়,ফিওনা।এটা একটা অজানা বিপদ।”

ফিওনা তাবুর দরজার কাছে দাঁড়িয়ে আত্মবিশ্বাসী ভঙ্গিতে বলল, “তোমার শক্তি ফিরে পেতে যেহেতু সময় লাগবে,তাই আমি বলছি, এই তাবুতেই থেকে যাই।ব্যাগে যতটা পোশাক আছে,তাতে ক’দিন কেটে

যাবে। আর খাবার?সেটা তো জোগাড় করাই যাবে।কী বলো?”

জ্যাসপার তৎক্ষণাৎ মাথা নাড়ল। তার চোখে বিরক্তির ঝিলিক। “তাবুতে থাকা?মাথা খারাপ!এটা তো একটা সরু তাঁবু।এর ভেতরে জায়গা বলতে কিছু নেই।এখানে আমি তো দূরের কথা,ড্রাগন হিসেবে আমার আত্মসম্মানও আসবে না।”

ফিওনা হেসে বলল,”আত্মসম্মান! সত্যিই,প্রিন্স,তুমি কী চাও? একটা রাজপ্রাসাদ?দ্বীপের মাঝখানে সেটা কীভাবে পাবে?”জ্যাসপার হালকা বিরক্তি নিয়ে বলল,”তোমার জন্য তো আর রাজপ্রাসাদ দরকার নেই,ফিওনা।আমার কথা ভাবো। আমার শ্বাস নেওয়াও কঠিন হবে এখানে।আর ঘুমানোর কথা বলো

না।আমার ড্রাগন শরীর এখানে এক মিনিটও সহ্য করতে পারবে না।”

ফিওনা ঠোঁট কামড়ে হাসি চাপার চেষ্টা করল। “তোমাকে ঘুমাতে কে বলেছে? আমিই তো এখানেই থাকব। তুমি বাইরে কোথাও আরাম করে বসে থাকো।”

জ্যাসপার চোখ কুঁচকাল।”তুমি কি সত্যিই সিরিয়াস?”

ফিওনা গম্ভীরভাবে বলল,”অবশ্যই। আমাকে তো আর ভেনাসে যেতে হবে না,তাই তাবুতেই চলবে। আর তুমি,প্রিন্স, কয়েকটা দিন বাইরে কাটাও।আমিও দেখব তুমি কীভাবে পরিস্থিতি সামলাও।”

জ্যাসপার কিছুক্ষণ নীরবে তাকিয়ে রইল। তার মুখে একধরনের অসহায়ত্ব ফুটে উঠল। “তুমি

কখনোই সহজ কোনো সমাধান দেবে না,তাই না?”

ফিওনা কাঁধ ঝাঁকাল।”আমি শুধু বাস্তববাদী।আর তাছাড়া,তুমি আমার সঙ্গে আছো,তাই ভয় কিসের?”

জ্যাসপার দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল, “ঠিক আছে,ফিওনা। তুমি এখানে থাকতে চাও তাই থাকো। তবে মনে রেখো, কোনো বিপদ হলে আমি দায়ী নই।”ফিওনার মুখে চওড়া হাসি

ফুটে উঠল।”তুমি যে আমাকে নিয়ে এত ভাবো,সেটা না বললেও বুঝতে পারি।”

জ্যাসপার তার দিকে চোখ ছোট করে তাকাল।”তোমার এই অযথা ভুল ধারনা মনে পুষে যদি সাময়িক শান্তি পাও তবে তাই পাও।”

তাবুর মধ্যে থাকা নিয়ে ফিওনার এই জেদের সামনে জ্যাসপার আর তর্ক করল না।তবে তার ভেতরে

একধরনের অস্বস্তি কাজ করছিল। দ্বীপের পরিবেশ এবং অজানা বিপদ সম্পর্কে সে যে কতটা চিন্তিত,সেটা ফিওনা তখনও বুঝতে পারেনি।

হঠাৎ করে আকাশজুড়ে বিদ্যুৎ চমকে উঠল।তার সঙ্গে যেন মাটিও কেঁপে উঠল এক মুহূর্তের জন্য। ফিওনা জানালার দিকে তাকিয়ে বলল,"এই দ্বীপে আসার পর থেকে মনে হচ্ছে শুধু বৃষ্টি আর বৃষ্টি!আর

এই বজ্রপাত! সবকিছু যেন কোনো গল্পের মতো রহস্যময়।”জ্যাসপার চুপচাপ দাঁড়িয়ে ছিল, কিন্তু ফিওনার কথার উত্তরে বলল, “কারণ,এটা সাধারণ দ্বীপ নয়।এই দ্বীপ রহস্যময়,ফিওনা। এখানের প্রকৃতি অদ্ভুত। যেকোনো সময় ঝড় শুরু হতে পারে, আবার হঠাৎ সব শান্ত। এখানকার পরিবেশ সাধারণ নিয়ম মেনে চলে না।”

ফিওনা তার কথা শুনে এক মুহূর্তের জন্য থেমে গেল। কিন্তু তার ভাবনার সময় আর ছিল না। হঠাৎ করে আকাশ ফেটে যেন মুষলধারে বৃষ্টি শুরু হলো। বাতাস এমনভাবে শোঁ শোঁ করে বইছিল, মনে হচ্ছিল তাবুটাও উড়ে যাবে।

“তুমি কি বাইরে ভিজে দাঁড়িয়ে থাকতে চাও,প্রিন্স?” ফিওনা বলল,

তারপর হঠাৎই জ্যাসপারের হাত ধরে টেনে তাবুর ভেতরে নিয়ে এল। তাঁবুর ভেতর একধরনের অন্ধকার। বৃষ্টি আর ঝড়ের শব্দে চারপাশ ভরে গেছে। ফিওনা হঠাৎ তাবুর ভেতরে থাকা একটা লণ্ঠন দেখে হাঁপ ছাড়ল। “এখানে একটা লণ্ঠন আছে! মনে হচ্ছে এখানের আগের লোকেরা খুবই প্রস্তুত ছিল।”

সে ব্যাগের ভেতর হাত দিয়ে খুঁজতে শুরু করল। অবশেষে, সে এক প্যাকেট ম্যাচ পেল। “পাওয়া গেছে!” ফিওনা বলল বিজয়ের সুরে।

মিনিটখানেকের মধ্যে লণ্ঠনের আলো জ্বলে উঠল। পুরো তাবু আলোকিত হয়ে গেল। আলোতে ফিওনা জ্যাসপারের দিকে তাকিয়ে হেসে বলল, “দেখেছো? অন্ধকার আর ঝড় তো আর চিরকাল থাকবে না। একটু

চেষ্টা করলেই সব ঠিক হয়ে যায়।”লণ্ঠনের হলদে আলোয় ফিওনার ভেজা চেহারা যেন আরও আলোকিত হয়ে উঠল। ভেজা চুল তার কপালের পাশে লেপ্টে আছে, ভেজা পোশাক তার শরীরের আকৃতি স্পষ্ট করে তুলেছে। বৃষ্টির ফোঁটাগুলো যেন তার গালে মুক্তার মতো ঝকঝক করছে। এই মুহূর্তে ফিওনাকে দেখে জ্যাসপারের মনে

হলো, সে কোনো মানুষ নয়—এ যেন স্বর্গ থেকে নেমে আসা কোনো অপ্সরা।

জ্যাসপার পলকহীন চোখে তাকিয়ে রইল ফিওনার দিকে। তার মুখে কোনো কথা নেই, চোখের গভীরে এক অজানা আবেগ খেলা করছে। এতদিন নিজেকে শাসন করে রেখেছে, নিজেকে দূরে সরিয়ে রেখেছে। কিন্তু এই মুহূর্তে তার

সমস্ত প্রতিরোধ ভেঙে পড়তে চাইছে।

ফিওনা লণ্ঠন জ্বালিয়ে জ্যাসপারের দিকে তাকিয়ে বলল, “কি হলো? এভাবে তাকিয়ে আছো কেন?”

জ্যাসপার যেন হঠাৎ ধাক্কা খেয়ে বাস্তবে ফিরে এলো। “কিছু না,” সে দ্রুত মুখ ঘুরিয়ে নিল, যেন তার আবেগ ধরা পড়ে যাবে। কিন্তু তার

কণ্ঠস্বর আর চোখের গভীরতা ফিওনাকে বিভ্রান্ত করে তুলল।

ফিওনা তার দিকে এগিয়ে এসে বলল, “তোমার এই চুপ থাকা আমাকে আরও বিভ্রান্ত করে। তুমি কি কিছু বলবে না?”জ্যাসপার গভীর শ্বাস নিল। “তোমাকে এভাবে দেখার জন্য আমি প্রস্তুত ছিলাম না,” সে মৃদু স্বরে বলল।

লণ্ঠনের উজ্জ্বল আলোতে, ফিওনা ও জ্যাসপার একে অপরের দিকে গভীর দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল। জ্যাসপার, ভেজা পোশাক পরিহিত, যেন আরও বেশি হ্যান্ডসাম হয়ে উঠেছে। তার চোখের উজ্জ্বলতায় এক অদ্ভুত আভা ছিল, যেন আকাশের তারাদের মতো। ভেজা চুলগুলো তার মুখের ওপর ছড়িয়ে পড়েছে, আর পোশাক শরীরের ওপর লেপ্টে থাকা তার

আকৃতিকে আরও স্পষ্ট করে তুলেছে।ফিওনা তার দিকে মুগ্ধ হয়ে তাকিয়ে রইল, সময় যেন থমকে গেছে।ফিওনা হঠাৎ করে বলল,”ইউ আর সাচ আ হট অ্যান্ড সেক্সি-লুকিং ড্রাগন”!”তার কথায় এক অপ্রত্যাশিত হাসি ফুটে উঠল। জ্যাসপার একবারের জন্য অবাক হয়ে তার দিকে তাকাল। তারপর, কিছুটা অস্বস্তিতে চোখ পাকিয়ে

অন্যদিকে ঘুরে বসে পড়ল।ফিওনা ঠান্ডায় একদম কাঁপছিল।তার শরীরের প্রতিটা কাপড় যেন গায়ের সাথে লেপ্টে গেছে।ঠান্ডায় কাঁপতে কাঁপতে সে তাবুর এক কোণে বসে নিজের ভেজা টপসটা খুলতে উদ্যত হল। ঠিক তখনই জ্যাসপার এক লাফে এগিয়ে এসে বললো"এই,তুমি এটা কী করছো?"তার কণ্ঠে ছিল হতচকিত বিস্ময়।

ফিওনা তার দিকে তাকিয়ে ঠান্ডায় দাঁত কাঁপানো অবস্থায় বলল,”আজব,আমার ড্রেস ভিজে গেছে।ঠান্ডায় জমে যাচ্ছি। আমি চেঞ্জ করবো না?”

জ্যাসপার যেন আরও বিব্রত হয়ে বলল,”চেঞ্জ করবে ঠিক আছে,কিন্তু আমার সামনে কেনো?দেখতে পাচ্ছো না আমি এখানে আছি?”ফিওনা ভ্রু কুঁচকে বলল,”তাতে কী হয়েছে?

নতুন কিছু দেখবে নাকি?আগেই তো সব দেখেছো।আর কিছু কি বাকি আছে?” তার কণ্ঠে মিশে ছিল একধরনের ঠাণ্ডা আত্মবিশ্বাস।

জ্যাসপার এ কথায় কিছুটা থমকে গেল।তার চোখে কিছুক্ষণ ফিওনার দিকে তাকানোর একধরনের দ্বিধা দেখা গেল,তারপর দ্রুত মুখ ঘুরিয়ে অন্যদিকে তাকাল।এক মুহূর্তের জন্য চারপাশের নির্জন বৃষ্টি,তাবুর

ভিতরের আলো,আর তাদের মাঝে তৈরি হওয়া অদ্ভুত নীরবতা যেন সময় থামিয়ে দিল।

জ্যাসপার কিছু না বলেই তাঁবু থেকে বেরিয়ে যাওয়ার জন্য পা বাড়ালো। ফিওনা অবাক হয়ে বলল,"এই এই,কোথায় যাচ্ছো প্রিন্স?বাইরে তো প্রচণ্ড বৃষ্টি হচ্ছে!"

জ্যাসপার এক মুহূর্ত থমকে দাঁড়িয়ে বলল,

“আমি বাইরে দাড়াচ্ছি।তুমি তাড়াতাড়ি চেঞ্জ কর নাও।”এই কথা বলেই জ্যাসপার তাঁবুর বাইরে বেরিয়ে গেল।কনকনে ঠান্ডা বৃষ্টিতে ভিজে স্থির দাঁড়িয়ে রইল।তার সামনের চুলগুলো ভিজে তার মুখের ওপর লুটিয়ে পড়েছে।সাধারণত, এই ঠান্ডা তার গায়ে লাগতো না;বরং পৃথিবীর তাপমাত্রা তার কাছে একধরনের স্বস্তির মতো লাগত।কিন্তু

এখন,তার শরীর পৃথিবীর মানুষের মতোই ঠান্ডার স্পর্শ অনুভব করছে। কারণ, যে সুপার পাওয়ারটি সে ফিওনাকে বাঁচাতে ব্যবহার করেছিল,সেটিই তাকে সাময়িকভাবে শক্তিহীন করে দিয়েছে।

তাঁবুর ভেতরে ফিওনা আর কিছু না বলে নিজের ভেজা পোশাক খুলে দ্রুত চেঞ্জ করে নিল।সেই অজানা ব্যাক্তিদের রেখে যাওয়া ব্যাগ থেকে

সে একটা জিন্স প্যান্ট আর সাদা রঙের সোয়েটার বের করল।সাথে পেল একটা সাদা উলের ক্যাপ,যা তার ভেজা চুলগুলো ঢেকে দেবে। সোয়েটার আর ক্যাপ পরে আয়নাহীন তাঁবুর ভেতরেই নিজেকে দেখে সে নিজেই মুচকি হাসল।বৃষ্টির আওয়াজ আর তাবুর বাইরে দাঁড়িয়ে থাকা জ্যাসপারের ছায়ামূর্তি তার মনে এক অদ্ভুত অনুভূতি জাগিয়ে

তুলছিল।ফিওনা তখন বলল,”আমার হয়ে গেছে চেন্জ করা।এবার ভেতরে এসো।বাইরে আর কত ভিজবে?”

জ্যাসপার ভেতরে প্রবেশ করল।তার শার্ট পুরোপুরি ভিজে গেছে,আর তার শরীর থেকে পানির ফোঁটা মাটিতে পড়তে শুরু করল।ভেজা শার্ট তার পেশীবহুল শরীরের আকৃতি স্পষ্ট করে তুলেছে।ফিওনা এক নজর

তাকিয়েই বুঝল,এমন অবস্থায় জ্যাসপার যেন আরও আকর্ষণীয় লাগছে।

জ্যাসপার নিজের হাত দিয়ে চুল থেকে পানি ঝাড়তে লাগল। তারপর ধীরে ধীরে বলল,”আর ইউ সিউর? আমি ভেতরে আসতে পারি?আবার অভিযোগ করবে না তো?”

ফিওনা হেসে বলল,”ওহ প্রিন্স,এই মুহূর্তে তোমাকে দেখা ছাড়া আর

কিছুই করব না।কিন্তু সত্যি বলতে,তোমার এমন অবস্থা দেখে মনে হচ্ছে তুমি একটা গরম কাপে চায়ের যোগ্য।”

জ্যাসপার মৃদু বিরক্ত নিয়ে বলল,”গরম চা তো নেই।তবে তোমার এই কথাগুলোই আপাতত বেশ উষ্ণতা দিচ্ছে।”

তাঁবুর ভেতরে মৃদু আলো আর বাইরে ঝরঝর বৃষ্টির শব্দ। ফিওনা

জ্যাসপারের দিকে তাকিয়ে বলল, “শোনো,তুমি পুরো ভিজে গেছো,প্রিন্স।এভাবে থাকলে ঠান্ডা লেগে যাবে।এই ব্যাগে ছেলেদের শার্ট আর প্যান্ট আছে।চেঞ্জ করে নাও।”জ্যাসপার ভ্রু কুঁচকে তাকাল। তার চোখে এক ধরনের কঠোরতা।“তোমার মাথা খারাপ? ড্রাগন প্রিন্স জ্যাসপার অরিজিন কখনো অন্য কারো ব্যবহৃত জিনিস

পরে না।এটা আমার পার্সোনালিটির বিরুদ্ধে।”

ফিওনা বিরক্ত চোখে বলল,“হতে পারে তুমি ড্রাগন প্রিন্স, কিন্তু কখনো কখনো পরিস্থিতির সঙ্গে মানিয়ে নিতে হয়। এভাবে থাকলে আরও বেশি অসুবিধা হবে।আর ওই পার্সোনালিটি তোমার রাজ্যে কাজ করতে পারে,এখানে নয়। এটা পৃথিবী,প্রিন্স!”

জ্যাসপার দৃঢ় কণ্ঠে উত্তর দিল,“আমার ঠান্ডা লাগুক বা না লাগুক,আমি ওই কার না কার ব্যবহৃত জামাকাপড় পরব না। আমার সম্মানের সঙ্গে তা যায় না।”ফিওনা হাতের কাছে থাকা শার্টটা তুলে তার দিকে বাড়িয়ে দিয়ে বলল, “শোনো,এটা সম্মান-অসম্মানের বিষয় নয়।এটা বাস্তবতা। তুমি যদি এভাবে থেকে অসুস্থ হয়ে

পড়ো,আমি কিন্তু তোমাকে সুস্থ করার জন্য অন্য কোনো ঝুঁকি নিতে পারব না। কাজেই,তোমার ইগো সরিয়ে রেখে একটু বাস্তবতার সঙ্গে মানিয়ে নাও।কারণ বেঁচে থাকার জন্য কখনো কখনো নিয়ম ভাঙতে হয়।”

জ্যাসপার কিছুক্ষণ চুপ করে রইল। তার গম্ভীর মুখ দেখে বোঝা যাচ্ছিল, সে ভেতরে ভেতরে এই যুক্তির সঙ্গে

লড়াই করছে। তার মুখ থেকে কোনো কথা বেরোল না, তবে তার চোখের কোণে এক ধরনের অস্বস্তি দেখা দিল।

ফিওনা আবার শার্টটা তার হাতে গুঁজে দিয়ে বলল, “আর বেশি নাটক করার দরকার নেই। শুধু শার্টটা পরে নাও। আমি দেখছি না, ওকে?”তবুও জ্যাসপার নাছোড়বান্দা সে পড়বেনা মানে পড়বেইনা,

ফিওনা আর বাড়াবাড়ি করলো না। তাঁবুর ভেতর বাতাস ঠান্ডা আর ভারী।ফিওনা বুঝতে পারছিল জ্যাসপার ভিজে শার্ট পরে আরও অসহায় হয়ে পড়ছে,যদিও সে তা স্বীকার করছে না।সে শেষবারের মতো চেষ্টা করল, “দেখো,অন্তত ভেজা শার্টটা খুলে ফেলো।এভাবে থাকলে তুমি অসুস্থ হয়ে পড়বে।”

জ্যাসপার গম্ভীর মুখে বলল,“আমাকে নিয়ে তোমার চিন্তা করতে হবেনা,আমি শার্ট খুলবো না।” তার কণ্ঠস্বর দৃঢ়,যেন কোনোভাবেই তার সিদ্ধান্ত বদলাবে না।

ফিওনা তখন আর কথা বাড়ালো না। তবে আচমকাই সাহসী একটা সিদ্ধান্ত নিয়ে তার দিকে এগিয়ে গেল। “ঠিক আছে, তুমি না খুললে আমি নিজেই খুলে দিচ্ছি,”বলে

ফিওনা তার শার্টের বোতামে হাত বাড়াল।

জ্যাসপার হতভম্ব হয়ে গেল। তার চোখে অবিশ্বাস,কণ্ঠে কড়া সতর্কতা, “তুমি কী করছো?এটা ঠিক নয়!”

ফিওনা তাকে শান্তভাবে জবাব দিল, “ঠিক না হোক,।ভেজা শার্টে তুমি কষ্ট পাচ্ছো। তোমার এই গোঁড়ামি আমার সহ্য হচ্ছে না।”জ্যাসপার তার হাত ধরে থামিয়ে দিল। “আমি

নিজেই খুলতে পারবো,” সে কঠিন গলায় বলল, যেন তার গর্বে আঘাত লাগা থেকে নিজেকে রক্ষা করার শেষ চেষ্টা।

একটা গভীর শ্বাস নিয়ে জ্যাসপার নিজেই শার্ট খুলে ফেলল। তার ভেজা গা শীতের ঠান্ডা হাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে কেঁপে উঠল। তবে তার মুখে সেই পরিচিত কঠিন অভিব্যক্তি। সে

কিছুতেই তার দুর্বলতা প্রকাশ করতে চায়নি।

ফিওনা তার কাঁপা শরীর দেখে কিছুটা চিন্তিত হয়ে গেল। সে মৃদু হেসে বলল, “তোমার গর্বের তো অভাব নেই, প্রিন্স। কিন্তু এবার অন্তত একটা শুকনো কাপড় পরে নাও। ঠান্ডায় ড্রাগন হওয়া সত্ত্বেও অসুস্থ হয়ে পড়লে আমিই ভুগবো!”

জ্যাসপার কোনো উত্তর দিল না। তার চোখে একধরনের অদ্ভুত অভিমান, তবে ফিওনার কথায় একটা সত্যতা ছিল, যা সে অস্বীকার করতে পারল না।বাইরের বৃষ্টি থেমেছে,কিন্তু কুয়াশা চারপাশে মোটা চাদরের মতো ঢেকে রেখেছে পুরো দ্বীপটাকে।ভেজা গাছপালা আর মাটির গন্ধ বাতাসে মিশে এক অন্যরকম প্রশান্তি তৈরি করেছে।

জ্যাসপার খালি গায়ে তাঁবুর বাইরে বেরিয়ে এল। তার চুল আর ত্বক থেকে বৃষ্টির জল এখনো গড়িয়ে পড়ছে। ঠান্ডা বাতাস তাকে স্পর্শ করলেও তার মুখের দৃঢ়তায় বিন্দুমাত্র পরিবর্তন দেখা গেল না।

চারপাশে তাকিয়ে সে ভেজা কাঠের কিছু টুকরা খুঁজে কুড়িয়ে নিল। হাতের মুঠোতে সেগুলো আঁকড়ে ধরে আগুন জ্বালানোর চেষ্টা করল।

কিছুক্ষণের মধ্যেই ছোট্ট একটা আগুনের শিখা জ্বলে উঠল।কমলা আভায় তার মুখের রেখাগুলো যেন আরও গভীর হয়ে উঠল।সে আগুনের সামনে বসে তার হাত বাড়িয়ে দিল,তাপটা ধীরে ধীরে তার শরীরকে আরাম দিতে শুরু করল। ফিওনা তাঁবুর ভেতর থেকে এ দৃশ্য দেখছিল।ঠান্ডা বাতাস আর আগুনের আলোর মিষ্টি টান তার মনে

কৌতূহল জাগাল।সে ধীরে ধীরে বাইরে বেরিয়ে এলো।কুয়াশা তার চুল আর পোশাকে বসে থাকলেও সে সেদিকে বিশেষ ভ্রুক্ষেপ করল না।

জ্যাসপারের দিকে তাকিয়ে সে মৃদু হাসল। “তুমি পুরো ভিজে আছো। আগুনের তাপটা তো ভালোই লাগছে,তাই না?”

জ্যাসপার তার দিকে তাকাল,তার চোখে একটা গভীর অথচ নির্লিপ্ত দৃষ্টি। “ড্রাগনদের এমন ঠান্ডায় কিছুই হয়না,”সে শান্ত গলায় বলল, তবে তার কণ্ঠের নিচে কোথাও ক্লান্তির লুকোনো ছাপ ফুটে উঠল।

ফিওনা তার কথায় হেসে ফেলল। “তোমার কথা শুনে মনে হচ্ছে তুমি পৃথিবীর পরিবেশে পুরোপুরি অভ্যস্ত হয়ে গেছো। অথচ দেখো,এই

আগুনের তাপটা তোমারও প্রয়োজন।”

জ্যাসপার কিছু বলল না। তার দৃষ্টি আগুনের শিখায় নিবদ্ধ রইল, যেন সেই আলোয় সে কোনো পুরনো স্মৃতি খুঁজে বেড়াচ্ছে।ফিওনা ধীরে ধীরে আগুনের কাছে এসে বসল। তার ঠান্ডায় লাল হয়ে যাওয়া হাতগুলো আগুনের দিকে বাড়িয়ে দিল। “এই মুহূর্তটা খুব সুন্দর,” সে

বলল, তার কণ্ঠে একধরনের প্রশান্তি। “এই বৃষ্টি,এই কুয়াশা,আর এই আগুন... সবকিছুই যেন আমাদের চারপাশে একটা ঘনিষ্ঠ পরিবেশ তৈরি করেছে।”

ফিওনা ধীরে ধীরে আগুনের কাছ থেকে উঠে দাঁড়াল। ঠান্ডায় লাল হয়ে আসা তার নাকটা ঘষতে ঘষতে বলল, “শোনো, আমি বলছিলাম যে

আমার তো খিদে পেয়েছে।আমরা কি ডিনার করবো না?”

জ্যাসপার,যে এখনো আগুনের শিখার দিকে গভীর মনোযোগ দিয়ে তাকিয়ে ছিলো,এক মুহূর্তের জন্য ফিওনার দিকে তাকালো।মুখে এক ধরনের হাসি ফুটে উঠল,যা ঠাট্টার ইঙ্গিত বহন করছিল।”হ্যাঁ প্রিন্সেস,”সে বলল,গলায় স্পষ্ট কৌতুকের সুর। “আপনার জন্য এই যে ডাইনিং

টেবিল সাজিয়ে রেখেছি।সেখানে আপনার সব পছন্দের আইটেম রাখা আছে।যান গিয়ে আরাম করে আহার করুন।”ফিওনা তার কথায় একটু থতমত খেল। কয়েক সেকেন্ড সে জ্যাসপারের দিকে তাকিয়ে রইল, বুঝতে চেষ্টা করল যে সে মজা করছে নাকি সিরিয়াস। “তোমার এই ঠাট্টাগুলো একেবারে এই মুহূর্তে

মানাচ্ছে না,মিস্টার ড্রাগন প্রিন্স। আমার সত্যি খিদে পেয়েছে!”

জ্যাসপার একটু হেসে বলল, “তাহলে আমাকে বলো,এখানে তোমার পছন্দের খাবার পাওয়া যাবে কোথায়?কোনো ম্যানেজার বা রুম সার্ভিস তো নেই এই জঙ্গলে।”

ফিওনা হাত বেঁধে দাঁড়াল, ঠোঁট বাঁকিয়ে বলল, “তুমি তো ড্রাগন! তোমার তো অনেক ক্ষমতা।কীভাবে

একটা খাবার বানাতে হয় তাও জানো না?”

জ্যাসপার গভীর এক দৃষ্টি দিয়ে তাকাল। “আমার ক্ষমতা অনেক কিছু করতে পারে,কিন্তু রান্না করা সেগুলোর মধ্যে পড়ে না,” সে বলল,যেন নিজেকে দায়মুক্ত করছিল।

ফিওনা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল, “তাহলে বোঝা গেল,আমাকে না হয়

আজ রাতে নিজেই শিকার করতে হবে।কাঁচা ফলমুল খেয়ে দিন কাটাতে হবে।”জ্যাসপার ধীরে ধীরে উঠে দাঁড়াল। আগুনের শিখা তাকে আবছা আলোয় ঘিরে রেখেছিল,কিন্তু সে এক মুহূর্তও সময় নষ্ট না করে তাঁবুর পেছনের দিকে হাঁটতে লাগল।ফিওনা তাকে যেতে দেখে অবাক হল এবং দ্রুত তার পেছনে পেছনে গেল।

কিছুক্ষণ হাঁটার পর তারা একটি ছোট লেকের কাছে পৌঁছাল।লেকের চারপাশে কুয়াশা ঝুলছিল,আর জলের উপর বৃষ্টির ঝাপটা পড়ার মতো নরম এক শীতল বাতাস বইছিল।লেকের পাশে একটি পুরনো জাল পড়ে ছিল,যা দেখে মনে হচ্ছিল বহু বছর কেউ ব্যবহার করেনি।

জ্যাসপার কোনো কথা না বলেই জালটি তুলে ফিওনার হাতে ধরিয়ে

দিল। “এই নাও,”সে বলল, গম্ভীর গলায়।”এবার একটা মাছ শিকার করে দেখাও।যদি না পারো,তবে আজ আর ডিনার খাওয়ার দরকার নেই।”

ফিওনা অবাক হয়ে তার দিকে তাকাল।”তুমি কি সিরিয়াস? আমি জীবনে কোনো দিন মাছ ধরিনি!”

জ্যাসপার হালকা হাসল। “আমি-ও ধরিনি।কিন্তু এটা তোমার

পৃথিবী,তোমাদের জীবন।তাই এই সমস্যার সমাধান তোমাকেই করতে হবে। যাও,শুরু করো।”ফিওনার চোখ বড় হয়ে গেল। “তুমি তো ড্রাগন।এমন ক্ষমতাধর!তোমার কিছুই কি করা সম্ভব নয়?”

“ড্রাগন হওয়া মানে সব কাজ জানি এমন নয়,” জ্যাসপার নির্লিপ্তভাবে বলল। “তোমার জন্য রান্না করতে পারবো না,তবে মাছ ধরার সুযোগ

তোমাকে দিলাম।এটা না পারলে বনে থাকতে হলে তোমার কী কী শিখতে হবে সেটা অন্তত বোঝা যাবে।”

ফিওনা হতাশ মুখে জালটি ধরল।সে জানত,জ্যাসপারের এই গম্ভীর মুখের পেছনে এক ধরনের মজা লুকিয়ে ছিল।কিন্তু এই মুহূর্তে তার সামনে কোনো বিকল্প ছিল না।

“ঠিক আছে,”ফিওনা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল।”আমার ভুল ছিল তোমার থেকে সাহায্য চাওয়া।এবার নিজে চেষ্টা করে দেখি কী হয়।”

জ্যাসপার তার হাতে এক চিমটি বালু নিয়ে লেকের দিকে ছুঁড়ে বলল,”তোমাকে শুভকামনা জানাচ্ছি। আমি দেখছি, তুমি কীভাবে মাছ ধরো ফিওনা।”

ফিওনা মুখ বাঁকিয়ে বলল,”তুমি না সত্যিই একটা একগুঁয়ে ড্রাগন।”জ্যাসপার হালকা হেসে বলল,”তোমার জীবনের প্রথম শিকার হতে যাচ্ছে।তাই সাবধান।”ফিওনা বেশ কয়েকবার জাল ফেলল,কিন্তু প্রতিবারই সেটি খালি উঠে এলো।একটু হতাশ হলেও সে দমে যাওয়ার মেয়ে নয়। চতুর্থবারের সময় জাল টেনে

তোলার সময় একধরনের ভারি টান অনুভব করল।তার মুখে এক আনন্দের ঝলক ফুটে উঠল।

“মনে হচ্ছে এইবার বিশাল একটা মাছ ধরা পড়েছে!”ফিওনা উচ্ছ্বাসে বলল।তার চোখে এক আত্মবিশ্বাসের আলো। “দেখছো,আমার ক্ষমতা? আমি কতটা ট্যালেন্টেড!”

জ্যাসপার দূরে দাঁড়িয়ে চুপচাপ তার চেষ্টা দেখছিল।ফিওনার আত্মবিশ্বাস

দেখে তার চোখে এক মৃদু হাসি ফুটে উঠল।

ফিওনা যখন জাল টেনে তুলল, তখন সেই ভারি জিনিসটি দেখা গেল—একটা বড় গাছের শাখা,যা জল থেকে উঠে এসেছে।তার মুখের হাসি এক নিমেষে মিলিয়ে গেল।

“কি?”ফিওনা হতবাক হয়ে গাছের দিকে তাকাল। তার মুখে বিরক্তির ছাপ স্পষ্ট। “এইটা মাছ না!এ তো

একটা গাছ!”জ্যাসপার মুখ অন্যদিকে ঘুরিয়ে ফিওনার দিকে নজর না দিয়ে মুচকি হেসে ফেলল।তবে সেই হাসি দ্রুত চাপা দিয়ে আবার তার গম্ভীর ভঙ্গি নিয়ে বলল,“হুম... চমৎকার শিকার। তবে আমি মাছের কথা বলেছিলাম।”

ফিওনা তার দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে বলল,“তুমি হাসছো, তাই তো?”

“না,একদমই না,” জ্যাসপার বলল, মুখে গাম্ভীর্যের ছাপ টেনে। “তুমি তো ট্যালেন্টেড,প্রমাণ করো।আবার চেষ্টা করো।”

ফিওনা হতাশা ঝেড়ে আবার নতুন উদ্দীপনায় জাল হাতে নিল। “ঠিক আছে,”সে বলল দৃঢ় কণ্ঠে। “এইবার আমি একটা সত্যিকারের মাছ তুলে দেখাবো।”

ফিওনা এবারও জাল টেনে তুলল,কিন্তু তাতেও কিছু পেল না। জালটা পানিতে ফেলে ক্লান্ত হয়ে হাঁপাতে লাগল।তার হাত-পা ভারী হয়ে গেছে,কিন্তু মনে হয় আরও বেশি ভারী হয়েছে তার মন।

“এইবারও কিছুই পেলাম না!” হতাশা ঝরে পড়ল ফিওনার কণ্ঠে। সে জ্যাসপারের দিকে তাকিয়ে বলল,“তুমি এতোটা রুড কেন,প্রিন্স?

তোমার মধ্যে আমি সেই আগের রূপ দেখতে পাচ্ছি। যখন তোমাকে ‘ফায়ার মনস্টার’ বলে ডাকতাম,তখন তুমি এমনই ছিলে। কীভাবে পারো তুমি এমনটা হতে?”

জ্যাসপার তার ঠাণ্ডা চোখে ফিওনার দিকে তাকাল।তার মুখে কোনো পরিবর্তন নেই। একটুকু আবেগও যেন প্রকাশ পায়নি। “আমি সবসময়ই এমন।এটাই আমার

আসল রূপ,”সে স্রেফ বলল,যেন বিষয়টা একেবারে স্বাভাবিক।

ফিওনা তার কথায় আরও রাগে গজগজ করতে লাগল। “মোটেও না,” সে জোরালো কণ্ঠে বলল,চোখে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি। “তুমি যখন চাও,তখন বদলাতে পারো।এটা জানি আমি।”

এই বলে সে জালটা পানিতে ফেলে দিল।আর কোনো কথা না বলে তাবুর দিকে হাঁটতে শুরু করল।তার

পা-চালায় রাগ আর অভিমানের ছাপ স্পষ্ট।

জ্যাসপার স্থির দৃষ্টিতে তার পেছনে তাকিয়ে রইল। মুহূর্তগুলো নীরবতায় ভরা,কিন্তু সেই নীরবতার ভেতর যেন এক গভীর কাহিনি লুকিয়ে আছে।ফিওনা তাঁবুর ভেতরে চুপচাপ বসে রইল।পেটের ক্ষুধা যেন সহ্যের সীমা ছাড়িয়ে যাচ্ছে।ক্ষুধার তীব্র যন্ত্রণা তার সমস্ত মনোযোগ গ্রাস

করে নিচ্ছে। পেট চেপে বসে আছে,কিন্তু কারও সামনে সে এই দুর্বলতা প্রকাশ করতে চায় না।

ঠিক সেই সময়ে,হঠাৎ তার নাকে এক মিষ্টি ধোঁয়ার গন্ধ ভেসে এলো। যেন সুস্বাদু কোনো কিছু বারবিকিউ করা হচ্ছে।ঘ্রাণটা এতটাই লোভনীয় যে তার ক্ষুধা যেন আরও বেড়ে গেল।

কৌতূহল নিয়ে সে তাঁবুর বাইরে পা বাড়াল।বাইরে এসে সে যা দেখল,তা দেখে হতবাক হয়ে গেল। জ্যাসপার,যাকে সে রূঢ় আর নির্লিপ্ত মনে করেছিল,সে এখন একজোড়া “লুনাস ফিনমাছ” (Lunas Finfish) বারবিকিউ করছে।

এই লুনাস ফিনমাছ লুনার দ্বীপের একটি বিশেষ প্রজাতি,যা তার চাঁদের মতো উজ্জ্বল পাখনার জন্য বিখ্যাত।

জলের নিচে চলার সময় এই মাছের পাখনা এমনভাবে আলো প্রতিফলিত করে যে মনে হয় যেন চাঁদের টুকরো ভেসে বেড়াচ্ছে। মাছটি আকারে মাঝারি,মাংসের টেক্সচার নরম এবং স্বাদে হালকা মিষ্টি,যা সহজেই যেকোনো বারবিকিউর স্বাদ বাড়িয়ে দেয়।জ্যাসপার সুনিপুণভাবে মাছগুলোকে বাঁশের কাঠিতে গেঁথে আগুনে দিচ্ছে।ধোঁয়ার গন্ধ,মাছের

সোনালি হয়ে ওঠা রঙ, আর তার চারপাশে মৃদু কুয়াশা—সব মিলে এক রোমান্টিক পরিবেশ সৃষ্টি করেছে।

ফিওনা কিছুটা বিস্মিত হয়ে বলল,“তুমি কি...তুমি কি আমার জন্য এটা করছ?”

জ্যাসপার এক কোণ দিয়ে তার দিকে তাকিয়ে বলল,“তুমি তো মাছ ধরতে পারোনি,তাই ভাবলাম তুমি

না খেয়ে মরার আগেই কিছু করতে হবে।তবে এটা কোনো ভালোবাসা নয়—এটা পরিস্থিতির দাবি।”

ফিওনার ঠোঁটে হালকা হাসি ফুটে উঠল।ক্ষুধা আর অভিমান ভুলে সে আগুনের পাশে বসে পড়ল,ধীরে ধীরে তাপের আর ধোঁয়ার মিশ্রিত ঘ্রাণে মুগ্ধ হয়ে।অবশেষে জ্যাসপার ফিওনার দিকে একটি লুনাস ফিনমাছ বাড়িয়ে দিল।তার ভঙ্গি ছিল

চিরচেনা শীতল,যেন এটাই স্বাভাবিক।ফিওনা কিছু না বলেই মাছটা নিয়ে খেতে শুরু করল।ক্ষুধার কারণে প্রথম কামড়ে কিছুই বুঝতে পারল না, কিন্তু দ্বিতীয় কামড়ে সে বুঝল যে মাছটা কতটা সুস্বাদু। বারবিকিউয়ের মৃদু ধোঁয়া,গরম মশলার গন্ধ আর মাছের কোমল স্বাদ সবকিছুই যেন এক অদ্ভুত প্রশান্তি এনে দিল।

ফিওনার চোখ বারবার উঠে গেল জ্যাসপারের দিকে।সে কীভাবে ধীরে,মসৃণ ভঙ্গিতে মাছ খাচ্ছে,সেটাই তার দৃষ্টি আটকে রাখল।তার শক্তিশালী আঙুলে কাঠির ওপর গাঁথা মাছ,আর চিবানোর সময় তার মুখের হালকা নড়াচড়া—সবকিছুতেই একরকম সৌন্দর্য ছিল,যা ফিওনা আগে কখনো লক্ষ্য করেনি।

ফিওনা এক মুহূর্তে নিজেকে থামাতে না পেরে বলল,”তুমি মাছ খাওয়াটাও এত নিখুঁতভাবে করছ,যেন এটা তোমার জীবনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কাজ।”জ্যাসপার এক কোণ থেকে তাকিয়ে বলল,”খাওয়াটাই তো বেঁচে থাকার মূল শর্ত,তাই এটা আমি গুরুত্ব দিয়ে করি।”

ফিওনা এক পলক তাকিয়ে বলল, “বলছিলাম যে, আর কতক্ষণ এভাবে খালি গায়ে থাকবে?”

জ্যাসপার তার মাছের কাঠিটা একপাশে রেখে আগুনের তাপে হাত মেলে বলল, “যতক্ষণ না আমার শার্ট শুকিয়ে যায়।” তার কথার মধ্যে ছিল একরকম নির্লিপ্ত আত্মবিশ্বাস, যা তাকে ঘিরে থাকা

শীতল হাওয়াকেও থামিয়ে দিতে পারে।

ফিওনার চোখ পড়ল পাশেই দাড় করানো একটা বাঁশের ওপর। বাঁশের আগায় জ্যাসপার তার ভেজা শার্টটা মেলে রেখেছে। আগুনের মৃদু উত্তাপে শার্টটা ধীরে ধীরে শুকিয়ে উঠছে। দৃশ্যটা ছিল বেশ মজার—একদিকে বাঁশে ঝুলে থাকা শার্ট, অন্যদিকে খালি গায়ে বসে থাকা

জ্যাসপার।ফিওনা খানিকক্ষণ চুপচাপ তাকিয়ে রইল। তার ঠান্ডায় লাল হয়ে যাওয়া গাল জ্বলজ্বল করছে আগুনের আলোয়। তারপর সে বলল, “তুমি তো ড্রাগন নিজেই তো মুখ দিয়ে আগুনের গোলা ছুড়ে মারো,অথচ নিজের শার্ট শুকানোর জন্য আগুনের কাছে এতটা ধৈর্য ধরে বসে আছ!”

জ্যাসপার হালকা হেসে বলল, “আমার আগুনের শক্তি সবকিছুর জন্য ব্যবহার করার নয়,।” তার কণ্ঠে যেন একধরনের ঠাট্টা আর সত্যের মিশ্রণ ছিল।

ফিওনা ভুরু কুঁচকে বলল, “আমি কি তাহলে সারা রাত তোমাকে এভাবে দেখতে থাকব? না হয় আমার ব্যাগে ছেলেদের শার্ট ছিল—তোমার

অহংকারের কারণে সেটা তো পড়তে রাজি নও!”

জ্যাসপার এবার তার চোখ তুলে ফিওনার দিকে তাকাল। গভীর,দৃঢ় চোখে সে বলল,”শার্ট শুকাতে কিছুটা সময় লাগবে,কিন্তু আমার অহংকার টিকে থাকবে।”

ফিওনা একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে আগুনের সামনে আরেকটু গা এলিয়ে দিল। “তাহলে তোমার এই

অহংকার নিয়ে বসে থাকো।আমি শুধু অপেক্ষা করব, কখন তোমার শার্টটা শুকিয়ে যায়।” বলেই সে পেছনে গিয়ে আগুন পোহাতে লাগল।তাঁবুর সামনে দাঁড়িয়ে ফিওনা বলল, “চলো এবার ঘুমোতে যাই। এত রাত হয়েছে, আর জেগে থাকা সম্ভব না।”

জ্যাসপার কোনো কথা না বলে হালকা মাথা নাড়ল। তার শরীর যেন

ক্লান্তিতে ভেঙে পড়তে চাইছে। টানা ৪০ দিন না ঘুমানো, উপরন্তু সেই শক্তিশালী কেমিক্যালের প্রভাব—সবকিছু মিলিয়ে সে এখন ভীষণ দুর্বল। তার চোখে ঘুম যেন অপেক্ষা করছে যেকোনো মুহূর্তে তাকে পুরোপুরি গ্রাস করার জন্য।

জ্যাসপার তাঁবুর দিকে এগিয়ে গেল। তার পদক্ষেপগুলো ছিল ভারি, কিন্তু দৃঢ়। ফিওনা তার পেছনে পেছনে

হাঁটতে হাঁটতে তাঁবুর ভেতরে ঢুকল। ছোট্ট তাঁবুটা আগে থেকেই তেমন সুবিধার ছিল না। এখন তো পুরোপুরি বোঝা গেল, পাশাপাশি শুয়ে থাকলেও তাদের দুজনের মধ্যে কোনো ফাঁকা জায়গা থাকবে না। ফিওনা ভ্রু কুঁচকে তাকাল। “এটা তো পুরো অস্বস্তিকর। তুমি কি নিশ্চিত, এভাবে ঘুমানো সম্ভব?”

জ্যাসপার শুয়ে পড়তে পড়তে বলল,”সম্ভব না হলেও আমাদের করতে হবে। অন্য কোনো বিকল্প নেই।”

ফিওনা হাল ছেড়ে দিয়ে একপাশে শুয়ে পড়ল।তার শরীরের গা ঘেঁষে জ্যাসপার শুয়ে পড়ার সময় তাঁবুর অদ্ভুত সংকীর্ণ জায়গাটা যেন আরও ছোট হয়ে এল।শীতের হালকা বাতাস তাঁবুর বাইরে থেকে ভেতরে

ঢুকছিল,কিন্তু তাঁবুর অভ্যন্তর শীত আর অস্বস্তির মিশেলে এক অদ্ভুত রকমের উত্তাপে ভরে উঠল।

ফিওনা নড়েচড়ে বলল, “তোমার কনুইটা সরাও। আমার দিকেই ধাক্কা লাগছে।”জ্যাসপার চোখ বন্ধ করেই মৃদু গলায় বলল, “তোমার এই অভিযোগ শুনতে আমি প্রস্তুত না। ঘুমোও,ফিওনা।”

ফিওনা কিছু বলার জন্য মুখ খুললেও সেটা আর বলল না। সে বুঝতে পারল, এই মুহূর্তে জ্যাসপার খুব ক্লান্ত। তার শ্বাসপ্রশ্বাস ধীরে ধীরে ভারী হয়ে আসছিল, যা স্পষ্টই বুঝিয়ে দিচ্ছিল যে তার শরীর অবশেষে ঘুমের কাছে আত্মসমর্পণ করতে চলেছে।

তাঁবুর ভেতর নীরবতা নেমে এল। শীতের রাতে দুজনের একসাথে

থাকা, সামান্য ফাঁকা জায়গার মাঝে তাদের কাঁধ ছুঁয়ে থাকা—সবকিছুই যেন এক অন্যরকম অনুভূতির জন্ম দিচ্ছিল।মাঝরাতে ফিওনার ঘুম হালকা হয়ে এল,আর তখনই সে অনুভব করল কিছু অস্বাভাবিক।তার নাভীর ঠিক ওপর একটা উষ্ণ স্পর্শ।মুহূর্তের মধ্যে তার ঘুম ছুটে গেল।ফিওনা চোখ খুলে সোজা হয়ে

শুয়ে ছিল,আর একপাশে জ্যাসপার তার দিকে কাত হয়ে শুয়ে আছে।

সে দ্রুত বুঝতে পারল,তার সোয়েটার খানিকটা পেটের ওপরে উঠে গেছে,আর জ্যাসপারের হাত সেখানে অদ্ভুতভাবে রাখা। ঘুমের ঘোরেই জ্যাসপার হয়তো বুঝতে পারেনি কী করছে, কিন্তু ফিওনার বুকের ধুকপুকুনি মুহূর্তে দ্বিগুণ হয়ে গেল।তার শরীর অবশ হয়ে

আসছিল,কিন্তু মনের ভেতর তীব্র দ্বিধা। কী করবে?জ্যাসপাকে ডাকবে?হাত সরিয়ে দেবে?

ফিওনা গভীর শ্বাস নিল। নিজের আবেগ সামলানোর চেষ্টা করল, কিন্তু তার হাত-পা কাঁপতে শুরু করেছিল। শেষমেশ,সাহস করে তার হাত দিয়ে ধীরে ধীরে জ্যাসপারের হাত সরিয়ে দিল।জ্যাসপার একবার মুখটা নড়াল,কিন্তু ঘুম ভাঙল না।তার মুখে

একরকম শিশুসুলভ নির্ভাবনার ছাপ।

ফিওনা তার সোয়েটার ঠিক করে নিয়ে অন্যদিকে ফিরে শুয়ে পড়ল। কিন্তু ঘুম তার কাছে যেন দূরের কোনো স্বপ্ন হয়ে গেল। নিজের হৃদয়ের গতিবেগ থামানোর চেষ্টা করতে করতে সে একা একাই ফিসফিস করে বলল, “তোমার স্পর্শে এমন কি আছে প্রিন্স যা

আমাকে প্রতিবার পাগল করে দেয়?”

তারপর থেকে পুরো রাত ফিওনার জন্য এক অনন্ত দীর্ঘ সময়ের মতো লাগল। জ্যাসপার ঘুমের মধ্যে অনড় রইল, আর ফিওনা শুয়ে শুয়ে বারবার সেই মুহূর্তের কথা ভাবল। সকাল হতে না হতেই ফিওনা বুঝতে পারল,সারারাত তার চোখ একবারের জন্যও বন্ধ হয়নি।সে

ঠিক রাতের সেই ঘটনার পর থেকেই জ্যাসপারের দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে ছিল।

জ্যাসপার তখনও গভীর ঘুমে।তার মুখের নিঃসঙ্গ শান্তিটা যেন কোনো রহস্যের পর্দা।ফিওনা মনে মনে ভাবছিল,এই ড্রাগন প্রিন্সের এত শক্তি,এতো ইগো,কিন্তু ঘুমের মধ্যে কতটা নিষ্পাপ আর কোমল লাগে!

ফিওনার হৃদয় তার উপর অজানা এক টান অনুভব করছিল। এতটাই গভীর যে,কোনো এক সময়ে সে জ্যাসপারের ঠোঁটের দিকে তাকিয়ে অজান্তেই একটু কাছে ঝুঁকে পড়েছিল।প্রথমে নিজের ভেতর দ্বিধা ছিল,কিন্তু পরে তা যেন অদৃশ্য হয়ে গেল।সে আস্তে আস্তে জ্যাসপারের ঠোঁটে তার ঠোঁট ছুঁইয়ে দিল। একেবারে হালকা,যেন একটা

বাতাসের মতো।জ্যাসপার ঘুমের মধ্যেই সামান্য নড়ল,কিন্তু তার ঘুম ভাঙল না।

ফিওনা একটু দূরে সরে গেল,কিন্তু তার বুকের ধুকপুকানি থামছিল না। তার মন বলছিল, “উফ একটু শান্তিমতো কিসটাও করতে দিলোনা...”

সকালের আলো যখন তাঁবুর ভেতরে ঢুকল, তখনও ফিওনা তাকিয়েই

ছিল।তার মনটা যেন এক অদ্ভুত দোলাচলে ঝুলে ছিল, এবং একটাই প্রশ্ন তার মাথায় ঘুরছিল—”জ্যাসপার কি আগের মতো করে আমাকে ভালোবাসবে?”

জ্যাসপার হঠাৎ চোখ খুলতেই দেখল, ফিওনা তার দিকে একদৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে। সে একটু ভ্রু কুঁচকে বলল, “এভাবে তাকিয়ে আছো কেনো? কিছু

দরকার?”ফিওনা যেন একটু অপ্রস্তুত হয়ে গেল। কিন্তু নিজের ভেতরের অস্থিরতা লুকিয়ে হালকা হেসে বলল, “কিছু না... দেখছিলাম তোমাকে ঘুমের মধ্যে পুরো একটা চকলেটের মতো লাগছিল।”

জ্যাসপারের ভ্রু এবার আরও উঁচু হলো। “চকলেট? তুমি কি পাগল নাকি? এ রকম উদ্ভট তুলনা করছো কেনো?”

ফিওনা ঠোঁট কামড়ে সামান্য হেসে বলল, “তুমি বুঝবে না। চকলেট যেমন সবাইকে আকর্ষণ করে, তুমিও ঘুমের মধ্যে ঠিক তেমনই লাগছিলে।”

জ্যাসপার কিছুক্ষণ ফিওনার কথা শুনে ভেবে দেখল, সে কৌতুক করছে নাকি সত্যিই কিছু বলতে চাইছে। তার চোখ একটু নরম হয়ে

গেল। “তোমাদের পৃথিবীর মানুষ সবসময় এভাবে কথা ঘোরায়?”

ফিওনা একটু ঠোঁট উল্টে বলল, “তোমাদের ড্রাগন রাজ্যে কি কেউ প্রশংসা শুনতে পারে না?”

জ্যাসপার একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল, “তুমি আসলেই অদ্ভুত ফিওনা।তবে মনে রাখো,আমি চকলেটের মতো সহজে গলে যাবার মতো নই।”ফিওনা হেসে বলল,

“তুমি যদি চকলেট হও,আমি তা হলে তোমাকে আস্তে আস্তে গলিয়ে খাবো।”

জ্যাসপার কিছুটা হতভম্ব হয়ে ফিওনার দিকে তাকিয়ে রইল। এই মেয়ে সত্যিই তার ধৈর্যের পরীক্ষা নিচ্ছে।

জ্যাসপার মনেই বলল, “উফ্, হামিংবার্ড, তুমি কি শুরু করলে! এরকম করতে থাকলে আমার ধৈর্য

আর থাকবে না। তোমার এসব কথা শুনে আমি ঠিক থাকতে পারছি না। তোমাকে কাছে টানতে ইচ্ছে করছে, তোমার এই সকালের ঘুম ঘুম চেহারাটা আমাকে খুব টানছে। ইচ্ছে করছে জড়িয়ে ধরে চুমু খাই, কিন্তু পারছি না।”

ফিওনার দিকে তাকিয়ে, জ্যাসপার নিজেকে শান্ত রাখতে চেষ্টা করল। কিন্তু এই শান্তি নষ্ট হচ্ছে যখনই সে

ফিওনার হাস্যোজ্জ্বল মুখটি মনে করে। “কীভাবে তাকে বোঝাবো যে আমি কতটা অনুভব করছি? কিন্তু না আমার নিজকে সামলাতে হবে, ফিওনার কাছে নিজের অনুভূতি প্রকাশ করা যাবেনা, তাহলে ও আমকে ছাড়া আরো থাকতে পারবেনা।

কিন্তু তার হৃদয়ের গহনে ফিওনার প্রতি আকর্ষণ যেন আরো বাড়তে

লাগলো।”জ্যাসপার গভীর নিশ্বাস ফেলল, নিজেকে সামলে নিল। “আচ্ছা,এখন ফিওনার দিকে তাকিয়ে থাকতে হবে না।” এমন ভাবনা মনে আসলেও,তার চোখ আবার ফিওনার দিকে ফিরল। ভেনাসের রাজপ্রাসাদের বিশাল সভাকক্ষে ড্রাকোনিস গভীর চিন্তায় মগ্ন। তাঁর শক্তিশালী উপস্থিতি ও কণ্ঠস্বরে উঁচু অন্ধকার আকাশের

নীচে যেন একটি ঝড় বয়ে যাচ্ছে। তাঁর চোখে উদ্বেগের ছাপ, এবং মুখাবয়বে এক ধরনের অসন্তোষ। “আমার ছেলেটা এটা কি করলো?” তিনি প্রশ্ন তুললেন, যেন সভার অন্য সদস্যদের উদ্দেশ্যে। “সুপার পাওয়ার কেনো ব্যবহার করলো? আমি তো তোমাদের বলেছিলাম, ওর এই ভালোবাসা একদিন ওকে ধ্বংস করবে—এখন সেটাই শুরু হয়েছে।”

সভায় নীরবতা ছড়িয়ে পড়ে। সদস্যরা একে অপরের দিকে তাকাচ্ছে, কিছুটা অস্বস্তি অনুভব করছে। এই মুহূর্তে ড্রাকোনিসের ক্ষোভ ও উদ্বেগ যেন পুরো পরিবেশকে ঘন করে তুলেছে।

এথিরিয়ন,তখন ধীরস্থির গলায় বলল, “বাবা,জ্যাসু ভাইয়া এ কাজটি করেছে কারণ ফিওনার স্পেসশিপ ব্লাস্ট হয়ে গেছিলো আর জ্যাসু

ভাইয়া ওকে বাঁচাতেই এটা করেছে।”ড্রাকোনিস তার পুত্রের দিকে তাকালেন,কিছুটা হতাশা এবং উদ্বেগ নিয়ে। “কিন্তু এভাবে যদি সে নিজের ক্ষমতা ব্যবহার করে,তাহলে তো বিপদ আরো বাড়বে। তুমি জানো, এই ক্ষমতা ব্যবহারের পরিণতি কী হতে পারে।”

এথিরিয়ন মাথা নিচু করে বলল, “আমি জানি, বাবা। কিন্তু ভাইয়া

ফিওনাকে অনেক ভালোবাসে তবে সে যখন আপাকে কথা দিয়েছে যে সে ফিওনার সাথে আর সম্পর্কে লাগবেনা তাহলে সে কথা অবশ্যই জ্যাসু ভাইয়া রাখবে।”

ড্রাকোনিসের চোখে চিন্তা ঝলমল করল। “এটাই তো আমাদের সমস্যা। এই প্রেম তাকে দুর্বল করছে, আর একদিন এই দুর্বলতা তার জন্য বড় বিপদ ডেকে

আনবে।”এথিরিয়ন শান্ত কণ্ঠে বলল, “কিন্তু প্রেম তো শুধু দুর্বলতা নয়, বাবা। এটা শক্তিও হতে পারে। যদি তারা একে অপরকে সত্যিই ভালোবাসে।

ড্রাকোনিস গভীর নিশ্বাস ফেললেন। “তুমি এখনো কিছুই জানোনা এসব বিষয়ে,তাই তোমার কিছু না বললেও চলবে।”

এথিরিয়ন পিতার কথায় মাথা নাড়লেন, “হ্যাঁ বাবা বুঝতে পেরেছি আমি।”সূর্যের আলো ক্রমেই উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। ফিওনা তাঁবুর বাইরে দাঁড়িয়ে বারবার চারপাশে তাকাচ্ছে। একঘণ্টা পেরিয়ে গেলেও জ্যাসপারের কোনো দেখা নেই। তার উদ্বেগ বাড়ছে। “খাবারের খোঁজে গেলো, এতক্ষণ ধরে কী করছে?” ফিওনা নিজের মনেই প্রশ্ন করলো।

তাঁবু থেকে বেশ দূরে, দ্বীপের চূড়ায় দাঁড়িয়ে আছে জ্যাসপার। তার চেহারায় দৃঢ়তার ছাপ, হাতের স্মার্ট ঘড়িটাতে দ্রুত আঙুল চালাচ্ছে। বাতাসের শীতল হাওয়ায় তার চুল উড়ছে, কিন্তু সে তাতে কর্ণপাত করছে না। তার চোখ স্ক্রিনে আটকে আছে।চূড়ার ওপরে একটি সমতল পাথরের উপর দাঁড়িয়ে, জ্যাসপার মিস্টার চেন শিং-এর সঙ্গে সংযুক্ত

ডিভাইসে সিগন্যাল পাঠানোর চেষ্টা করছে। স্মার্ট ঘড়িটির বিশেষ ফাংশন “রেসোন্যান্স পিং” ব্যবহার করে সে বারবার একটি সংকেত পাঠাচ্ছে। যদিও মিস্টার চেন শিং বর্তমানে অসুস্থ এবং তার মোবাইল হুয়াং ঝির ল্যাবে পড়ে আছে, জ্যাসপার জানে না এই তথ্য।

ঘড়ির স্ক্রিনে একটি ক্ষুদ্র অ্যানিমেশন ঘুরছে। “লোকেশন পাঠানো হচ্ছে,”

স্ক্রিনে এই বার্তা ভেসে উঠেছে। কিন্তু প্রতিবারই সিস্টেম জানিয়ে দিচ্ছে, “সিগন্যাল পৌঁছাতে পারছে না।”জ্যাসপারের হাতের স্মার্ট ঘড়ি কেবল সময় দেখানোর যন্ত্র নয়। মিস্টার চেন শিংকে পাহাড় থেকে নামানোর সময়, জ্যাসপার তার স্মার্ট ঘড়ির একটি বিশেষ ফাংশন অ্যাক্টিভেট করেছিল। চেন শিংয়ের মোবাইল ফোনের সাথে জ্যাসপারের

এই ঘড়ি ব্লুটুথের মতো এক ধরনের হাইব্রিড তরঙ্গ প্রযুক্তি ব্যবহার করে সংযুক্ত। তবে এটি সাধারণ ব্লুটুথ নয়। এটি ‘ড্রাগন কোডেড ওয়েভলেংথ’ নামে পরিচিত, যা জ্যাসপার তার নিজস্ব গবেষণা থেকে তৈরি করেছে।

এই প্রযুক্তি পৃথিবীর সাধারণ যোগাযোগের সিগন্যাল থেকে সম্পূর্ণ আলাদা। এটি এমন এক নেটওয়ার্ক

ব্যবহার করে, যা কেবলমাত্র ড্রাকোনিসের বুদ্ধিমত্তা এবং জ্যাসপারের মস্তিষ্কের ডিজাইন করা। যেকোনো ডিভাইসের সাথে এই কোডেড সিস্টেম যুক্ত করার জন্য জ্যাসপার কেবল সেই ডিভাইসটির ইলেকট্রনিক কোড স্ক্যান করেছিল। একবার যুক্ত হয়ে গেলে, এটি পৃথিবীর স্যাটেলাইট বা টাওয়ারের

প্রয়োজন ছাড়াই সরাসরি নেটওয়ার্ক তৈরি করতে পারে।

এটি কাজ করে স্থানীয় ইলেকট্রোম্যাগনেটিক ফ্রিকোয়েন্সি এবং ড্রাকোনিসীয় তরঙ্গ একত্রিত করে। সহজ কথায়, চেন শিংয়ের মোবাইলে একটি অদৃশ্য সিগন্যাল যায়, যা তার কাছে উপস্থিত হয় একটি সাদামাটা টেক্সটের মতো—কিন্তু আসলে এটি একটি সিক্রেট

কোডেড বার্তা।জ্যাসপারের কপালের ভাঁজ গভীর হলো। “এটা কীভাবে সম্ভব? মিস্টার চেন শিং তো এমন ডিভাইস ফেলে রাখার মানুষ নন। তবে কি কোনো সমস্যা হয়েছে?”

সিগন্যালটি পাঠানোর পর জ্যাসপার বুঝতে পারছে যে মিস্টার চেন শিংয়ের মোবাইল থেকে কোনো সাড়া আসছে না। সে বারবার সিগন্যাল পাঠিয়ে যাচ্ছিল, কিন্তু

কোনো জবাব নেই। তার মাথার ভেতর প্রশ্ন ঘুরছে, “কোথায় গেলো এই মোবাইল?”

প্রকৃতপক্ষে, মিস্টার চেন শিং মিনি স্ট্রোক করার পর তিনি এখন বেড রেস্টে আছেন।তার মোবাইলটি তার বন্ধু হুয়াং ঝির ল্যাবে পড়ে আছে। ফলে সিগন্যাল সেখানে পৌঁছালেও,সেটি এখন কার্যকর কোনো কাজ করতে পারছে না।

এইদেকে জ্যাসপারের হাতে সময় খুবই কম।ফিওনাকে নিরাপদে চীনে ফিরিয়ে দেয়া সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু মনের গভীরে চাপা এক অস্বস্তি কাজ করছে। সে জানে,এই সিগন্যালের সফলতা নির্ভর করছে সঠিক অবস্থানে ডিভাইসটির উপস্থিতির উপর।দ্বীপের চূড়ায় বাতাসের শো শো শব্দ।জ্যাসপারের চারপাশে গাছের পাতাগুলো নড়ছে।

তার শক্ত হাত স্মার্ট ঘড়িটা চেপে ধরে আছে।পাথরের চূড়া থেকে নিচে তাকালে দ্বীপের সবুজ আচ্ছাদিত সৌন্দর্য দেখা যায়,কিন্তু সে তা দেখতে পাচ্ছে না। তার মন অন্য জগতে আটকে আছে।

ফিওনা তাঁবুর সামনে দাঁড়িয়ে আছে,তার চোখে চিন্তার ছাপ। সে জানে না জ্যাসপার আসলে কী করছে এতক্ষন।তার কেবল একটাই

প্রশ্ন, “এত দেরি করছে কেনো?”জ্যাসপারের সামনে হঠাৎই একটা উজ্জ্বল আলো জ্বলে উঠলো। আলোটা দ্রুতই একটা ছোট্ট পরির আকার নিলো। তার পরিপাটি সাদা ডানা সূর্যের আলোয় চকচক করছে। মাথার চারপাশে মৃদু সোনালি আভা। ছোট্ট গাঢ় নীল পোশাক পরা পরি একধরনের স্বর্গীয় সৌন্দর্য বহন করছে।তার পায়ের নূপুরের ঝংকার

বাতাসের সঙ্গেও যেন সুর মিলিয়ে বাজছে।

পরি উচ্ছ্বাস ভরা কণ্ঠে বললো,”প্রিন্স অরিজিন!!আমার সুদর্শন রাজকুমার আপনি আবার এসেছেন!এত বছর পর আপনার দর্শন পেয়ে আমি ধন্য।”জ্যাসপারের মুখে বিস্ময়ের হাসি ফুটে উঠলো।”আরে,লিটল অ্যাঞ্জেল!তুমি?”

পরি উড়ে জ্যাসপারের সামনে এসে মিষ্টি হেসে বললো, “আমাকে চিনতে পেরেছেন তাহলে?”

জ্যাসপার এক পলক তাকিয়ে বললো, “কেন চিনবো না!দশ বছর আগে যখন এই দ্বীপে এসেছিলাম,তোমার সাথেই তো প্রথম পরিচয় হয়েছিল।তুমি তখন এতটাই ছোট্ট ছিলে যে আমার

আঙুল ধরেই উড়তে চেষ্টা করছিলে।”

পরি মিষ্টি স্বরে বললো, “আপনার সেই কথা এখনো মনে আছে!আমি আপনাকে আবার ও দেখার অপেক্ষায় ছিলাম। এই দ্বীপের রক্ষক আমার বাবা আমাকে বলেছিলেন, একদিন আপনি আবার ফিরবেন।

সিলভেরা এই দ্বীপের রক্ষক পরিদের রাজকন্যা।তার ডানাগুলো

মুক্তোর মতো উজ্জ্বল এবং নীলাভ আভায় মোড়ানো।তার গলায় একটি ক্ষুদ্র রূপার লকেট ঝুলছে,যেটা তাকে তার শক্তি সংরক্ষণে সাহায্য করে।সিলভেরা খুব চঞ্চল, কিন্তু একইসঙ্গে বুদ্ধিমতী এবং সহায়ক। দ্বীপের প্রতিটি গোপন পথ তার জানা,আর তার মিষ্টি হাসি যেকোনো কঠিন পরিস্থিতিকেও আনন্দময় করে তোলে।সিলভেরা কিছুক্ষণ উড়ে

জ্যাসপারের চারপাশে চক্কর দিলো। তার উচ্ছ্বাস ভরা কণ্ঠে প্রশ্ন,”তা আমার সুন্দরের দেবতা, আপনি কি এবারও দ্বীপে একাই এসেছেন? আগেরবারের মতো?”

জ্যাসপার সামান্য থমকে গেলো। কয়েক সেকেন্ড চুপ থেকে গভীর চোখে সিলভেরার দিকে তাকালো। তারপর গভীর, ভারী কণ্ঠে উত্তর দিলো,”না,আসলে আমি এবার

ফিওনার সাথে এসেছি।আর এসেছি বললে ভুল হবে।আমরা দুজনে আপাতত এখানে আটকা পড়ে গেছি।”

সিলভেরার চোখে কৌতূহলের ঝিলিক ফুটে উঠলো। “ফিওনা?”সে তার মাথা একটু কাত করে চিন্তায় পড়লো। তারপর হালকা হাসি দিয়ে বললো,”মনে হচ্ছে কোনো নারী। সে কি হয় আপনার?”

জ্যাসপারের মুখে সামান্য বিরক্তির ছাপ ফুটে উঠলো।তার চোয়াল শক্ত হলো।সে মৃদু গলায় বললো, “সে আমার... সে আমার একজন ‘জরুরি’সঙ্গী।”

সিলভেরা হেসে বললো,”জরুরি সঙ্গী?হাহ!সুন্দরের দেবতা, আপনার মতো কারো জরুরি সঙ্গীর প্রয়োজন পড়ে?”

জ্যাসপার দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললো,”সবকিছু তোমার মতো সহজ নয়,সিলভেরা।আর এই প্রশ্নের উত্তর দিতে আমি বাধ্য নই।”পরি একটু রাগী ভঙ্গিতে বললো, “ওহ,আপনি আবার আপনার প্রিন্স মেজাজে চলে গেলেন!তবে আমি ফিওনাকে দেখতে চাই।শুনুন,কোনো নারী যদি আপনাকে আটকা পড়তে বাধ্য

করে,তবে তার অবশ্যই বিশেষ কিছু আছে।”

জ্যাসপার মৃদু হেসে বললো,”বিশেষ কিছু?হয়তো বা।”

জ্যাসপার সামনে তাকিয়ে বলল, “ঠিক আছে, আপাতত আমাকে কিছু খাবার জোগাড় করে দাও। ফিওনার জন্য কিছু দরকার।”

পরি সিলভেরা তার ছোট্ট ডানা ঝাপটিয়ে একটু এগিয়ে এল। তার

মুখে চঞ্চল হাসি। “ঠিক আছে, ঠিক আছে, আমার সুদর্শন রাজকুমার! তা আপনার ফিওনা কি ড্রাগন?”

জ্যাসপার শান্ত গলায় বলল, “না, সে মানবী।”

শুনে সিলভেরা এক মুহূর্ত থমকে দাঁড়াল। তার চোখে বিস্ময়ের ঝিলিক ফুটে উঠল। “মানবী?” সে এত ধীরে বলল যেন নিজেকেই প্রশ্ন করছে। তারপর একটু হাসল,

“একজন মানবী! আপনি সত্যিই একজন মানবী নিয়ে এসেছেন এই দ্বীপে? অসম্ভব সুন্দর রাজকুমার আর একজন মানবী... কী অদ্ভুত জুটি!”

জ্যাসপার তার গম্ভীর মুখে একটুও পরিবর্তন না এনে বলল, “খুব বেশি কথা বলো না, সিলভেরা। আমি যা বলেছি, সেটা করো।”সিলভেরা হেসে বলল, “ঠিক আছে, প্রিয়

রাজকুমার। তবে মানবী হলেও নিশ্চয়ই সে বিশেষ কেউ। তা না হলে আপনি তাকে এখানে আনতেন না।”

জ্যাসপার আর কিছু বলল না। শুধু তার চোখে এক ঝলক দৃঢ়তা দেখা দিল। সিলভেরা সেটা লক্ষ করল কিন্তু আর কিছু বলেনি। তার ছোট্ট ডানাগুলো মৃদু আওয়াজ তুলে সে

গাছের ভেতর দিকে উড়ে গেল, খাবার সংগ্রহের জন্য।

ফিরে আসার সময় তার হাতে একটি ছোট্ট ঝুড়ি। ঝুড়িতে ছিলো কয়েকটা বিচিত্র রঙের ফল, মধু আর কয়েকটা এমন ফুল যা পৃথিবীর কোথাও দেখা যায় না। ঝুড়ি বাড়িয়ে সিলভেরা বলল, “এই নিন, রাজকুমার। মানবীর জন্য আমি আমার সেরা ফল আর মধু নিয়ে

এসেছি।”জ্যাসপার কিছু না বলে ঝুড়ি হাতে নিল। সিলভেরা এক মুহূর্ত চুপ থেকে বলল, “রাজকুমার, আপনার এই মানবীকে একবার দেখে যেতে হবে। যে আপনাকে এই দ্বীপে ফিরিয়ে আনতে পারে, সে তো অবশ্যই বিশেষ কেউ.”

অবশেষে জ্যাসপার ফলের ঝুড়ি হাতে নিয়ে ধীর পায়ে তাঁবুর দিকে হাঁটা ধরল।তার পাশেই উড়ে উড়ে

এগোচ্ছিল সিলভেরা।তার ছোট্ট ডানা থেকে মৃদু আলো ঠিকরে পড়ছিল।

“তোমার এই মানবীটা কে,রাজকুমার?”সিলভেরা বলল, কৌতূহল ঝরে পড়ছিল তার কণ্ঠে।“তাকে তো দেখতে হবে! এমন কী জাদু আছে তার মধ্যে,যার জন্য স্বয়ং ড্রাগন প্রিন্স—যার হৃদয়ে কোনোদিন আবেগ কাজ করেনি—তাকে এখানে নিয়ে এসেছে?”

জ্যাসপার কোনো জবাব দিল না। তার গম্ভীর মুখের রেখা একটুও নড়ল না।সে একদৃষ্টিতে তাঁবুর দিকে তাকিয়ে রইল।“ওহ,রাজকুমার,তুমি কিছু বলছো না মানে এটা আরো বেশি রহস্যময়!” সিলভেরা ফিসফিস করে বলল। “তোমার এই মানবীকে দেখতে আমার খুব ইচ্ছে করছে।সে নিশ্চয়ই খুব সুন্দরী কেউ।”

“সিলভেরা,” জ্যাসপার অবশেষে বিরক্তির সুরে বলল, “আমার ধৈর্যের পরীক্ষা নিও না।সে কে,কেন এখানে,তা জানার তোমার কোনো প্রয়োজন নেই।তোমার কাজ ছিল খাবার আনা,সেটা তুমি করেছো তার জন্য তোমাকে অনেক অনেক ধন্যবাদ।এখন ফেরত যাও সাবধানে।”

সিলভেরা হাসল। “আমি বুঝতে পারছি,রাজকুমার।কিন্তু এতদিন পর তোমাকে এমনভাবে দেখছি—যেন তুমি সত্যিই কিছু অনুভব করছো। আর এটা আমি মিস করতে চাই না। তোমার মানবীকে একবার দেখা দরকার।”

জ্যাসপার থামল না।“তোমার এই কৌতূহল একদিন তোমাকে সমস্যায় ফেলবে,সিলভেরা।”

সিলভেরা তার ডানায় ভর দিয়ে একটুখানি উপরে উঠে বলল, “সমস্যায় তো তুমিই পড়েছো,প্রিয় রাজকুমার।আর তা-ও একজন মানবীর কারণে।আমি শুধু দেখতে চাই,তার মধ্যে এমন কী আছে,যা এত শক্তিশালী ড্রাগনকেও দুর্বল করতে পারে।”জ্যাসপার আর কিছু না বলে তাঁবুর পর্দা সরিয়ে ভেতরে ঢুকল। সিলভেরা এক পলকের জন্য

দ্বিধায় দাঁড়িয়ে রইল। তারপর বলল, “মানবীটা কে, তা দেখতেই হবে।” এবং সে উড়তে উড়তে তাঁবুর ভেতরে ঢুকে পড়ল।

তাঁবুর ভেতরে ঢুকতেই ফিওনা দ্রুত উঠে দাঁড়াল। “তুমি এতো দেরি করলে কেনো, জ্যাসপার? কোথায় ছিলে এতক্ষণ?” তার গলায় অভিযোগের সুর।

জ্যাসপার কোনো কথা বলার আগেই সিলভেরা ভেসে এল। ছোট্ট ডানাগুলো আলতো ঝাপটা দিয়ে সে ফিওনার সামনে এসে দাঁড়াল। ফিওনা বিস্ময়ে থমকে গেল। এমন ছোট, জীবন্ত, উজ্জ্বল আলোয় মোড়া পরি সে আগে কখনো দেখেনি। তার চোখ বড় বড় হয়ে গেল।

“তুমি... তুমি কি একটা পরি?” ফিওনা ফিসফিস করে বলল।

সিলভেরা হেসে উঠল। “হ্যাঁ, সুন্দরী মানবী, আমি একেবারে সত্যিকারের পরি। আমার নাম সিলভেরা, কিন্তু প্রিন্স আমাকে আদর করে ‘লিটল এনজেল’ বলে ডাকে। আমি এখানকার রক্ষকের মেয়ে।”

“অবিশ্বাস্য!” ফিওনা মুগ্ধ দৃষ্টিতে সিলভেরার দিকে তাকিয়ে রইল। “আমি কখনো ভাবিনি যে এমন কিছু

দেখতে পাবো। তুমি... তুমি সত্যিই অসাধারণ।”

জ্যাসপার কিছু না বলে খাবারের ঝুড়ি রেখে এক পাশে দাঁড়াল। সিলভেরা মিষ্টি হেসে ফিওনার দিকে তাকিয়ে বলল, “তুমি খুব মজার, ফিওনা। তা, বলো তো, এই ড্রাগন প্রিন্স তোমার কী হয়?”

ফিওনা এক মুহূর্ত থেমে গেল। তারপর আত্মবিশ্বাসী গলায় বলল, “আমার বয়ফ্রেন্ড।”

“বয়ফ্রেন্ড?” সিলভেরা একেবারে বিভ্রান্ত হয়ে গেল। “বয়ফ্রেন্ড মানে কী?”

ফিওনা একটু হাসল। “মানে আমার প্রেমিক। আমার ভালোবাসার মানুষ।”সিলভেরার মুখে বিস্ময়ের ছাপ। সে জ্যাসপারের দিকে

তাকাল। “আমি জানতাম এটা হবে! অথচ প্রিন্স, আপনি আমাকে বললেন আপনি কখনো কাউকে ভালোবাসবেন না। আমাকে বললেন আপনার মধ্যে আবেগ কাজ করে না। কিন্তু এখন? এই মানবীকে তো আপনি ভালোবেসেছেন, তাই না?”

জ্যাসপার কোনো উত্তর দিল না। তার চেহারা কঠিন ও অপ্রকাশ্য রইল।

সিলভেরা আবার বলল, “আপনি আমাকে মিথ্যে বললেন কেনো? আমি তো কখনো কষ্ট পেতাম না। বরং আমি খুশিই হতাম। হ্যাঁ, প্রিন্স, আমি আপনাকে পছন্দ করি। এখনও করি। আপনার মতো সুদর্শন রাজকুমারকে কে না পছন্দ করবে?”ফিওনা এক পাশে দাঁড়িয়ে ছিল। তার ভেতরে যেন হঠাৎই একটা অজানা ঈর্ষার বোধ জেগে

উঠল। কিন্তু মুখে কিছু না বলার চেষ্টা করল। সিলভেরা তখনো হাসছিল, আর তার চোখে দুষ্টু উজ্জ্বলতা খেলে যাচ্ছিল।

সিলভেরা ফিওনার দিকে তাকিয়ে দুষ্টু হেসে বলল, “তবে শোনো, সুন্দরী মানবী কন্যা। তুমি যতই তার প্রেমিকা হও না কেন, তোমার এই প্রেমিকের সঙ্গে আমার পরিচয় হয়েছে সবার আগে। তুমি তো এই

দ্বীপে এসেছো জীবনে প্রথমবার, আর আমি? আমি এবং প্রিন্স এই দ্বীপে অনেক স্মৃতি কাটিয়েছি, জানো? এমন কিছু সময় যা তোমার কল্পনারও বাইরে।”

ফিওনার ভেতরে যেন আগুন জ্বলে উঠল। কিন্তু মুখে সে কিছু প্রকাশ করল না। কেবল ঠোঁট শক্ত করে চেপে রইল। তার মনের ভেতর একটাই কথা বাজছিল, “এই ছোট্ট

পরি নিজেকে কী ভাবে? আর জ্যাসপার, সে কেনো এমন সব কথা সহ্য করে চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকে?”সিলভেরা এবার জ্যাসপারের দিকে ঘুরে তাকাল। “প্রিয় প্রিন্স, আপনার সঙ্গে আড্ডা দেওয়াটা সবসময়ই আনন্দের। আপনার এই মানবী প্রেমিকা বেশ আকর্ষণীয়। তাকে ভালো করে দেখার সুযোগ দেওয়ার জন্য ধন্যবাদ। কিন্তু এখন

আমাকে যেতে হবে। দ্বীপের অন্য দিকেও আমার দায়িত্ব আছে, জানেন তো।”

জ্যাসপার ঠান্ডা গলায় বলল, “যাও তাহলে, লিটল এনজেল। তোমার কাজগুলো সেরে নাও।”

সিলভেরা বিদায় জানিয়ে উড়ে চলে গেল। ফিওনা এক মুহূর্ত চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইল। তারপর তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে জ্যাসপারের দিকে তাকাল। কিন্তু সে

কিছু বলল না। শুধু মাথা ঘুরিয়ে তাঁবুর অন্য কোণে গিয়ে বসে পড়ল, যেন কিছুই ঘটেনি।

জ্যাসপার বুঝতে পারল, ফিওনার মনের ভেতর ঝড় উঠেছে। কিন্তু তার অভিব্যক্তি একেবারে অটল রইল। সে শুধু চুপচাপ তাঁবুর এক পাশে দাঁড়িয়ে থাকল, যেন সবকিছু স্বাভাবিক।ফ্লোরাজ রাজ্যের বন্দিশালার অন্ধকার প্রকোষ্ঠে তখনো

নিস্তব্ধতা। লিয়ারার চিৎকার বন্দিশালার প্রাচীরে প্রতিধ্বনিত হচ্ছিল। এক ভৃত্য তার জন্য খাবার নিয়ে গেলে, লিয়ারা সেটি হাতের আঘাতে ফেলে দিলো মেঝেতে। তার চোখ দুটো ক্রোধ আর বেদনার অশ্রুতে লাল। খবরটি দ্রুত রাজা জারেনের কানে পৌঁছালো। রাজা জারেন শীঘ্রই বন্দিশালায় প্রবেশ করলেন। তার উপস্থিতি যেনো

শীতল বাতাসের মতো লিয়ারার উন্মত্ততা খানিকটা শান্ত করলো।

“ভাই!” লিয়ারা আবেগঘন কণ্ঠে ডাকলো। চোখের কোণে জমে থাকা অশ্রু ধীরে ধীরে গড়িয়ে পড়ছিল। “আপনি আমাকে বন্দি করে রেখেছেন ১৮ বজ্রকাল ধরে। আমি সেই অপরাধের শাস্তি পাচ্ছি, যার কারণ পৃথিবীতে আর নেই। কেনো এমন করছেন? আমাকে মুক্তি দিন।

আমাকে আমার সন্তানকে খুঁজে পেতে দিন। আমি তাকে একবার দেখতে চাই। সে ছেলে না মেয়ে? কেমন দেখতে? একবার শুধু জানার সুযোগ দিন।”জারেন গভীর দৃষ্টিতে লিয়ারার দিকে তাকালেন। তার চোখে কঠোরতা আর একধরনের অমীমাংসিত দ্বন্দ্ব। “লিয়ারা, তুমি একজন ড্রাগন। অথচ তুমি মানুষের গর্ভধারণ করেছো। সেই সন্তানের

জন্ম প্রকৃতির নিয়মের বাইরে। তুমি কি বুঝতে পারছো, এ ঘটনা ভেনাসের নীতিকে অপমানিত করেছে?”

“আমি কোনো নিয়ম মানতে চাই না, ভাই। আমি শুধু জানতে চাই আমার সন্তান বেঁচে আছে কিনা। তাকে একবার দেখতে চাই।” লিয়ারার কণ্ঠে মায়ের আকুতি ফুটে উঠলো।

“তুমি কি করে চিনবে তাকে, লিয়ারা? সে কি বেঁচে আছে, সে কি এখনো তোমারই সন্তান, নাকি কিছু অজানা দুর্বিপাকের শিকার?”“আমি তাকে চিনবো। আমার মাতৃসত্তা তাকে চিনে নেবে, তার অস্তিত্ব অনুভব করবে। আমি তাকে খুঁজে বের করবো,” লিয়ারা দৃঢ়তার সাথে বললো।

জারেন এক মুহূর্তের জন্য নীরব রইলেন। তারপর বললেন, “আমাকে কিছু সময় দাও, লিয়ারা। আমি রাজা ড্রাকোনিসের সঙ্গে আলোচনা করে সিদ্ধান্ত নেব।”

তিনি আরও কিছু না বলে হনহন করে প্রকোষ্ঠ থেকে বেরিয়ে গেলেন। লিয়ারা তখন মেঝেতে বসে পড়লো,তার চোখে ছিলো অনন্ত অপেক্ষার ছবি।বিকেল থেকে সন্ধ্যা

নামতে শুরু করেছে। আকাশের লালচে আভা ম্লান হয়ে চারপাশে একটা অদ্ভুত নীরবতা নেমে এসেছে। ফিওনা পাথরের ওপর বসে আছে, গোধূলির শেষ আলো তার মুখে পড়েছে। সে আনমনে দূরে তাকিয়ে, মুখে অভিমানের ছাপ।

জ্যাসপার তাঁবুর ভেতর থেকে বেরিয়ে তার দিকে এগিয়ে এলো।

“ফিওনা, সন্ধ্যা হয়ে গেছে। এবার তাঁবুর ভেতরে চল। এখানে দ্বীপে যেকোনো সময় প্রকৃতি বদলে যেতে পারে। এটা নিরাপদ নয়।”

ফিওনা কোনো দিকে না তাকিয়ে ঠাণ্ডা গলায় বলল, “তুমি যাও, আমি এখানে থাকব।”জ্যাসপার কিছুটা বিরক্ত হলো। “ফিওনা, এতো জেদ করছো কেন? কী হয়েছে? তুমি এমন আচরণ করছো কেন?”

ফিওনা এবার তার দিক থেকে চোখ সরিয়ে বলল, “তুমি জানতে চাও? সিলভেরা। ওই পরিটাকে নিয়ে তুমি কীভাবে এতো সময় কাটিয়েছো? নিশ্চয়ই গভীর কিছু ছিলো না?”

জ্যাসপারের ভ্রু কুঁচকে গেল। “তুমি কী বলতে চাইছো? ও একটা ছোট পরি, ফিওনা। তুমি এই অদ্ভুত ধারণা কোথা থেকে আনছো?”

ফিওনা রাগ চেপে বলল, “তোমার তো লাভ ফাংশনাল ডিলিট ছিলো, আবেগ ছিলোনা, নারীদের প্রতি আকর্ষণ ছিলোনা। তবে সিলভেরার সঙ্গে কী ছিলো?এতো গল্প,এতো স্মৃতি! আমি কি ভুল বলছি?নিশ্চয়ই ওর সঙ্গে খুব ‘বিশেষ’ কিছু সময় কাটিয়েছো,তাই না?”জ্যাসপার হালকা হেসে মাথা নাড়ল। “তুমি সত্যিই এটা বিশ্বাস করো?একটা

ছোট পরি,যে আমার হাতের আঙুলের সমান,তাকে নিয়ে আমি কি...”

ফিওনা তৎক্ষণাৎ তাকে থামিয়ে বলল, “থাক! আমি কিছু শুনতে চাই না। তুমি যাও। আমি এখানেই থাকব।”

জ্যাসপার এবার আর কিছু বলল না। তার দৃষ্টি একটু কঠিন হয়ে উঠল।”তবে থাকো বসে,যদি পড়ে

বিপদে পড়ো,দোষ কিন্তু আমার না। আমি আমার দায়িত্ব পালন করেছি।” এটা বলেই জ্যাসপার তাঁবুর দিকে ফিরে চলে গেল।ফিওনা তার অভিমানের আগুনে আরও জ্বলে উঠল।কিন্তু সে স্থির বসে রইল,যেন তার সিদ্ধান্ত অপরিবর্তনীয়।বাইরে রাত নেমে এসেছে।তাবুর ভেতরে বসে জ্যাসপার খানিকটা অস্থির। ফিওনা এখনো ফিরে আসেনি।

অপেক্ষার প্রহর যেন দীর্ঘ থেকে দীর্ঘতর হয়।হঠাৎই তাবুর ভেতর অস্বাভাবিক ঠান্ডা অনুভূত হলো। জ্যাসপার দ্রুত তাবুর চেইন খুলে বাইরে তাকিয়ে দেখল চারপাশে তুষারপাত শুরু হয়েছে, প্রকৃতি যেন হঠাৎ করেই তার রূপ বদলে ফেলেছে।

ফিওনা তখনো সেই পাথরের ওপর বসে আছে।তার অভিমান এতটাই

প্রবল যে সে নিজের দিকে আসা বিপদের তোয়াক্কা করছে না। জ্যাসপারের ভেতর এক অদ্ভুত আতঙ্ক জাগল। তুষারের নিচে তাকে এমন একা বসে থাকতে দেখে সে আর অপেক্ষা করতে পারল না।“ফিওনা!” চিৎকার করে কাছে গিয়ে দেখল,ফিওনা একদম শক্ত হয়ে গেছে।তার হাত বরফের মতো ঠান্ডা।জ্যাসপার ফিওনার মুখের

দিকে তাকিয়ে দেখল,ঠোঁটজোড়া কালসেটে হয়ে গেছে,শরীরের রক্তপ্রবাহ যেন থমকে গেছে।

“তুমি কি পাগল হয়ে গেছো?এখনো এভাবে বসে আছো কেন?” জ্যাসপার আর কথা না বাড়িয়ে ফিওনাকে কোলে তুলে নিয়ে তাড়াতাড়ি তাবুর ভেতরে ঢুকে পড়ল।

তাবুর মেঝেতে ফিওনাকে শুইয়ে দিলো।তুষারের ঠান্ডা তার শরীরের ভেতর ছড়িয়ে পড়েছে।ফিওনার নিস্তেজ মুখ দেখে তার নিজের ভেতর একটা অদ্ভুত ব্যথা জেগে উঠল।

“তুমি এত জেদ করছো কেন,ফিওনা?এভাবে নিজের ক্ষতি করছো কেন?”জ্যাসপার ধীরে ধীরে ফিওনার ঠান্ডা হাতগুলো নিজের

হাতে মুঠো করে চেপে ধরল,যেন তার শরীরের তাপ দিয়ে ফিওনাকে উষ্ণ করতে পারে।

বাইরের প্রকৃতি যেন ক্রমেই আরো নির্মম হয়ে উঠছে। তুষারপাত এতটাই অস্বাভাবিক যে দ্বীপের শীতল পরিবেশ এক অন্যরকম শ্বেতশুভ্র আচ্ছাদনে ঢাকা পড়েছে। জ্যাসপার নিজেও ঠান্ডায় কাঁপছে। পাতলা, ফিনফিনে শার্ট তার শরীরের

কোনো রক্ষাকবচ হতে পারছে না। ব্লেজারটা কখন যেন হারিয়ে ফেলেছে, তার খেয়াল নেই। তবে তার মনোযোগ পুরোপুরি কেন্দ্রীভূত ফিওনার দিকে।জ্যাসপার ব্যাগের দিকে তাকিয়ে দেখল ভেতরে একটি মাত্র পাতলা কম্বল পড়ে আছে। কম্বলটা বের করে ধীরে ধীরে ফিওনার গায়ে জড়িয়ে দিল। কিন্তু ফিওনার কাঁপুনি থামার কোনো

লক্ষণ নেই। তার হাত-পা একদম বরফের মতো ঠান্ডা, ঠোঁটের রঙ কালচে হয়ে গেছে।

“আর দেরি করা যাবে না,” জ্যাসপার মনে মনে ভাবল।

সে তৎক্ষণাৎ ফিওনাকে নিজের বুকের মাঝে টেনে নিল। শক্ত করে জড়িয়ে ধরে কম্বলটা দুজনের উপর মুড়ে দিল, যেন তাদের শরীরের তাপমাত্রা কিছুটা হলেও বাড়ে।

জ্যাসপার অনুভব করল ফিওনার ঠান্ডা শরীর তার নিজের ত্বকের সাথে লেগে আছে। তার ভেতরে এক অদ্ভুত সঙ্কল্প জেগে উঠল—কিছুতেই ফিওনাকে এইভাবে হারাতে দেবে না।“তুমি বোকা মেয়ে,”জ্যাসপার ফিসফিস করে বলল।”এভাবে নিজের জীবন নিয়ে খেলতে আসো কেন?”

ফিওনার মুখের দিকে তাকিয়ে তার ভেতর যেন এক নতুন ধরনের অনুভূতি তৈরি হলো।নিজের শরীরের তাপ দিয়ে ফিওনার কাঁপুনিকে থামানোর চেষ্টা করতে করতে জ্যাসপার যেন নিজের মনের ভেতর এক অদ্ভুত অস্থিরতা টের পেল।

কম্বল মোড়া অবস্থায় জ্যাসপার ফিওনার মাথায় আলতো করে হাত

রাখল। “তোমার জন্য কিছুই কি করতে পারছিনা?” তার কণ্ঠস্বর গাঢ় কিন্তু আবেগময়।

বাইরের তুষারপাত আরো জোরালো হচ্ছে।তাঁবুর ভেতর অন্ধকার নেমে এসেছে।কিন্তু জ্যাসপার ফিওনার জন্য জেগে আছে,তাকে উষ্ণতা দিয়ে সুরক্ষিত রাখার প্রতিজ্ঞা করে।তাঁবুর ভেতর অন্ধকার আর ঠান্ডা যেন আরো বেড়ে গেছে। ফিওনার

নিঃশ্বাস ভারী হয়ে আসছে, তার ঠোঁট আরও কালচে হয়ে উঠছে। জ্যাসপার বুঝতে পারল, আর সময় নষ্ট করা যাবে না।

সে তৎক্ষণাৎ লণ্ঠনটা জ্বালিয়ে আলো করল। আলো ছড়াতেই ফিওনার মুখ স্পষ্ট দেখা গেল—একদম ফ্যাকাসে, যেন প্রাণশক্তি হারাতে বসেছে। তার এই অবস্থা দেখে জ্যাসপারের ভেতর

একটা তীব্র দায়িত্ববোধ আর উদ্বেগ কাজ করল।

“এখন আর কোনো উপায় নেই,” জ্যাসপার নিজেকে বলল।

সে দ্রুত নিজের গায়ের পাতলা শার্ট খুলে ফেলল। ফিওনার গায়ের ভারী সোয়েটারটাও খুলে রাখল। ফিওনা তখন কেবলমাত্র ইনার পরে আছে। জ্যাসপার তার শক্ত, উষ্ণ শরীর দিয়ে ফিওনাকে আলতোভাবে

জড়িয়ে ধরল। কম্বলের নিচে দুজনকে সম্পূর্ণ মোড়া অবস্থায় শক্ত করে চেপে রাখল।ফিওনার শরীর এতটাই ঠান্ডা হয়ে গেছে যে তার কাঁপুনি থামছেই না। জ্যাসপার অনুভব করল, তার নিজের শরীরের উষ্ণতাই এখন একমাত্র ভরসা। ফিওনার মাথার কাছে মুখ এনে সে ফিসফিস করে বলল, “তোমার এই অবুঝ জেদের জন্য নিজেকে আর

কতবার বিপদে ফেলবে?আমি তো তোমাকে এইভাবে শেষ হতে দিতে পারি না হামিংবার্ড।”

ফিওনার কাঁধে হাত রেখে নিজের শরীরের উষ্ণতা দিতে দিতে জ্যাসপার একপ্রকার চুপ করে থাকল। বাইরের তুষারপাতের শব্দ তাঁবুর উপর আঘাত করছে, আর ভেতরে তাদের নিঃশ্বাসের শব্দ মিশে

এক অদ্ভুত নীরব পরিবেশ তৈরি হয়েছে।

“হামিংবার্ড,তুমি আমাকে আরো বেশি উন্মাদ বানিয়ে দিচ্ছ,” মনে মনে বলল জ্যাসপার।তার ভেতরের কঠিন,আবেগহীন ড্রাগন হৃদয় যেন মুহূর্তে গলে যেতে চাইছে।তাঁবুর ভেতরে অদ্ভুত এক শান্তি। বাইরের তুষারপাত মুহূর্তেই থেমে গেছে, আর ভেতরে জ্যাসপারের উষ্ণ শরীরের

সান্নিধ্যে ফিওনার সব ঠান্ডা গায়েব হয়ে গেছে। ফিওনা ধীরে ধীরে চোখ মেলল। প্রথমে তার দৃষ্টি ঝাপসা ছিল, কিন্তু কয়েক মুহূর্তের মধ্যেই স্পষ্ট হলো।

তার সামনে জ্যাসপারের গভীর সবুজ চোখজোড়া। দুজনের চোখের মিলন হলো, যেন পৃথিবীর সব শব্দ হারিয়ে গেছে, শুধু তাদের হৃদস্পন্দন শোনা যাচ্ছে।

জ্যাসপারের চোখে চিন্তা, অপরাধবোধ আর একরকম স্নেহ মিশে আছে। ফিওনার চোখে ধীরে ধীরে ফিরে আসা প্রাণের আভা।

জ্যাসপার নিচু গলায় বলল, “এখন কেমন লাগছে?”

ফিওনা প্রথমে কিছু বলল না, কেবল তাকে দেখেই যাচ্ছিল। তার ঠোঁট শুকনো, গলায় কোনো শব্দ আসছে

না। অবশেষে হালকা কাঁপা গলায় বলল, “আমি... আমি ঠিক আছি।”

জ্যাসপার একটা দীর্ঘ শ্বাস ফেলল। “তোমার অবুঝ জেদ তো আমাকে বিপদে ফেলে দিয়েছিলো। যদি তোমার কিছু হয়ে যেত...”ফিওনা এক মুহূর্ত চুপ করে থেকে বলল, “তোমার কথা শোনার মতো মন ছিল না তখন।”

জ্যাসপার তার চোখ নামিয়ে নিয়ে বলল, “আমি তো তোমার ভালো চাই। এই জায়গাটা সহজ নয়, ফিওনা। কখনো কখনো প্রকৃতি হুট করে বিপজ্জনক হয়ে ওঠে।”

ফিওনা কোনো উত্তর দিলো না। কেবল তার চোখজোড়া আবারও মুগ্ধ হয়ে আটকে রইল জ্যাসপারের চোখে।

জ্যাসপার ফিওনাকে কম্বলের মধ্যে যত্ন করে শুইয়ে দিয়ে উঠে যেতে চাইলো। কিন্তু ফিওনার শীতল হাতটা তার হাত ধরল, শক্ত করে। চমকে গেল জ্যাসপার। সে পেছন ফিরতেই ফিওনার চোখের দৃষ্টি তার হৃদয়ে ঝড় তুলল—গভীর ভালোবাসায় ভরা, আর কোনো এক অজানা আকাঙ্ক্ষায় জ্বলজ্বল করা।

“থামো না,” ফিসফিস করে বলল ফিওনা, যেন তার কণ্ঠে ছিল আবেগের এক নীরব আহ্বান।

জ্যাসপার সরে যাওয়ার চেষ্টা করল, কিন্তু ফিওনা তাকে যেতে দিল না। হঠাৎ করেই সে তার কোমল, কাঁপা ঠোঁট দিয়ে জ্যাসপারের ঠোঁট আঁকড়ে ধরল। মুহূর্তটা যেন স্থির হয়ে গেল। জ্যাসপার প্রথমে চমকে উঠে থামাতে চাইল। তার মনের ভেতরে যেন

একদিক থেকে যুদ্ধ চলছিল—প্রেম আর দায়িত্বের দ্বন্দ্ব। কিন্তু ফিওনার এই নির্ভীক স্পর্শ, তার গভীর আবেগ, সবকিছু তার আত্মনিয়ন্ত্রণ ভেঙে দিল।

এক সময় জ্যাসপার আর নিজেকে ধরে রাখতে পারল না। তার হাত ধীরে ধীরে ফিওনার কোমর জড়িয়ে ধরল, আর সে ফিওনার চুম্বনে সাড়া দিল। গভীরতা বাড়তে থাকল, যেন

এই মুহূর্তে বাইরের পৃথিবীর অস্তিত্ব পুরোপুরি বিলীন হয়ে গেছে। জ্যাসপার এখন আর নিজের মধ্যে নেই। ফিওনার সাহসী চুম্বন তার ভেতরের সমস্ত বাঁধভাঙা আবেগকে মুক্ত করে দিয়েছে। এতোদিন ধরে নিজের মধ্যে লুকিয়ে রাখা আকাঙ্ক্ষা যেন ফুঁসে উঠেছে।

তৃষ্ণার্তভাবে সে ফিওনার নিচের ঠোঁট একবার, ওপরের ঠোঁট একবার

শুষে নিচ্ছে। তার চুম্বনের তীব্রতায় যেন ফিওনা শীতের সমস্ত শীতলতাকে ভুলে যাচ্ছে। জ্যাসপার মাঝে মাঝে ঠোঁট কামড়ে, মাঝে মাঝে আদর দিয়ে ফিওনার ঠোঁটজোড়াকে ভরিয়ে তুলছে।

ফিওনা হালকা শীৎকার করে তার গলা জড়িয়ে ধরল। জ্যাসপারের হাত ধীরে ধীরে ফিওনার পিঠে উঠে গেল, তাকে আরো কাছে টেনে নিল।

জ্যাসপার ধীরে ধীরে ঠোঁটজোড়া ছেড়ে দিয়ে হালকা উঠে বসলো। শীতল তুষারপাতে নীলাভ হয়ে থাকা ফিওনার শরীর এখন তার উষ্ণতার ছোঁয়ায় ফিরে পেয়েছে একটি মোহময় আভা।সে ফিওনার দিকে গভীর দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল।লণ্ঠনের হালকা আলো ফিওনার ত্বকের উপর পড়ে যেন এক রহস্যময় ছটায় মেলে ধরেছে তাকে। ফিওনার পোশাকের

ওপরের আবরন না থাকার ফলে তার পেট, না*ভি, আর বু*কের সৌন্দর্য এখন পুরোপুরি জ্যাসপারের সামনে উন্মুক্ত। তার মসৃণ ত্বক লণ্ঠনের আলোয় উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে, আর তা যেন জ্যাসপারের জন্য এক অদম্য আকর্ষণের সৃষ্টি করেছে।

ফিওনার শরীরের প্রতিটি বাঁক,তার কোমল ত্বকের প্রতিটি ছোঁয়া,সবকিছুই জ্যাসপারকে মন্ত্রমুগ্ধ

করে রেখেছে।তার চোখ নেশার মতো গভীর হয়ে উঠেছে।সে যেন আর চোখ ফিরিয়ে নিতে পারছে না। ফিওনার নরম হাত দুটো যখন জ্যাসপারের দিকে বাড়ানো হলো, জ্যাসপার এক মুহূর্ত দেরি না করে তার হাত দুটো শক্তভাবে ধরে টেনে তুলল। ফিওনার কোমল ত্বকের উষ্ণতা জ্যাসপারের হাতের শক্ত মুঠিতে মিশে গেল।

জ্যাসপার তখন দুই হাঁটু গেড়ে বসে ছিল, ফিওনার মুখের দিকে গভীর দৃষ্টিতে তাকিয়ে। তার চোখে এক অদ্ভুত মায়া, অথচ ভেতরে যেন লুকিয়ে থাকা উত্তাল ঢেউ খুঁজে পাওয়া যায়।ফিওনার কোমল, উষ্ণ ঠোঁট জ্যাসপারের শক্তপোক্ত গলার কাছে স্পর্শ করতেই তার সারা শরীরে যেন এক অদ্ভুত ঝড় বয়ে গেল। ফিওনা ধীরে ধীরে

জ্যাসপারের গলা থেকে উন্মুক্ত বুকে চুমু দিতে লাগল। তার নরম ঠোঁটের উষ্ণতা আর নিঃশ্বাসের ছোঁয়া জ্যাসপারের স্নায়ুকে উত্তেজিত করছিল।

জ্যাসপার নিজের জায়গা থেকে নড়তে পারছিল না।

তার দুই হাত শক্তভাবে ফিওনার কোমরে গিয়ে থেমে গেল।সে ফিওনাকে নিজের শরীরের আরো

কাছে টেনে আনলো,যেন তাদের মাঝে কোনো দূরত্ব না থাকে।তার নিঃশ্বাস দ্রুত হয়ে উঠলো,আর তার সবুজ চোখে এক ধরনের গভীর, আদিম আগুন জ্বলতে লাগলো। ফিওনার চোখে দেখা যাচ্ছিল একধরনের তীব্র আকাঙ্ক্ষা,যা জ্যাসপারের ভেতরের পশু*ত্বকে আরো প্রজ্জ্বলিত করছিল।“হামিংবার্ড,” জ্যাসপারের

গলা থেকে এক গভীর, রুদ্ধস্বর বের হলো। তার হাত এবার ফিওনার পিঠ বেয়ে নিচের দিকে নামতে শুরু করলো, আর তার নখের হালকা চাপ ফিওনার ত্বকে দাগ কাটছিল, কিন্তু তাতে ফিওনা কেবল আরো বেশি তার কাছে চলে এলো।

জ্যাসপার নিজেকে সামলানোর জন্য শেষ চেষ্টা করল,কিন্তু ফিওনার প্রতিটি স্পর্শ তাকে আরো বেশি

হিং*স্র করে তুলছিল।হঠাৎ, জ্যাসপার ফিওনার দু’টি হাত শক্ত করে ধরে তার মাথার ওপরে চেপে ধরলো, যেন তাকে সম্পূর্ণ নিজের নিয়ন্ত্রণে নিয়ে আসতে চায়। তার চোখে ঝড়ের মতো কিছু ভাসছিল—একটি মিশ্রণ, ভালোবাসা, কামনা আর গভীর আকাঙ্ক্ষার। ফিওনা চমকে উঠল, কিন্তু সেই বিস্ময় মুহূর্তের মধ্যেই মিলিয়ে গেল।

জ্যাসপার ধীরে ধীরে ফিওনার দিকে আরও ঝুঁকল। তার এক হাত দিয়ে আলতো করে ফিওনার ইনারের হুক খুলে ফেলল, যেন এই মুহূর্তটি একান্তই তাদের হয়ে উঠছে। লণ্ঠনের মৃদু আলোতে ফিওনার ত্বক যেন আরো উজ্জ্বল লাগছিল। ফিওনার হৃদয় দ্রুত বেজে উঠল, আর জ্যাসপারের গভীর দৃষ্টি যেন তাকে পৃথিবীর সব বাস্তবতা ভুলিয়ে

দিল।জ্যাসপার ধীরে ধীরে ফিওনার ঘাড়ে মুখ ডুবিয়ে দিলো। তার ঠোঁটের উষ্ণ স্পর্শে ফিওনার ত্বকে যেন আগুন লেগে গেলো। প্রতিটি চুম্বনে ফিওনার গলা, ঘাড়, আর বুকের ওপরিভাগ লাল হয়ে উঠছিল। জ্যাসপার তৃষ্ণার্তের মতো তার ঘাড় আর ত্বক শু*ষে নিচ্ছিল,যেন প্রতিটি মুহূর্তে ফিওনার অস্তিত্বকে নিজের ভেতরে ধারণ করছে।

ফিওনার নিঃশ্বাস ভারী হতে শুরু করল। তার প্রতিটি শ্বাসের শব্দ তাঁবুর ভেতরে প্রতিধ্বনি হয়ে ফিরে আসছিল, যেন পুরো পরিবেশ তাদের আবেগের ভারে নীরব হয়ে গেছে। জ্যাসপার তার হাত অবাধ্যভাবে ফিওনার শরীরজুড়ে চালিয়ে দিতে লাগল। প্রতিটি স্পর্শ যেন তাকে আরো গভীরে নিয়ে যাচ্ছিল, ফিওনাকে এক অচেনা

আবেশে আচ্ছন্ন করে তুলছিল। ফিওনার শরীর জ্যাসপারের প্রতিটি স্পর্শের কাছে সাড়া দিচ্ছিল।তাঁর চোখ বন্ধ হয়ে এলো,আর তার ঠোঁট থেকে বেরিয়ে এলো অস্ফুট শব্দ,যা জ্যাসপারকে আরও বেশি পাগল করে তুলল।

জ্যাসপার ফিওনাকে আরো গভীরভাবে সুখ দিতে চাইছিল। সে ধীরে ধীরে ফিওনার ব*ক্ষের নরম

জায়গায় মৃদু চাপ প্রয়োগ করল। ফিওনার বক্ষে*র ছোট বৃন্তে নিজর জি*ভ দিয়ে লেহন করতে করতে,জ্যাসপার তা কামড়ে ধরল। ফিওনা যেন পাগল হয়ে যাচ্ছিল। এমন সময় তার মুখ থেকে একপ্রকার মৃদু শিৎকার বেরিয়ে এলো।

জ্যাসপার দ্রুত তার হাত ফিওনার মুখের কাছে ধরল। ফিওনা

অবচেতনভাবে সেই হাত কা*মড়ে ধরল,যেন তার আওয়াজ যেন বাইরে না যায়।

জ্যাসপার হঠাৎ বলল,”তোমার এগুলো পুরাই ফ্ল্যাট।” ফিওনা বুঝতে পারল,জ্যাসপার আসলে কী বোঝাতে চাইছে—সে বোঝাতে চায় যে ফিওনার বক্ষ একদমই সমান। ফিওনা হালকা রাগ দেখাতে চাইলে,জ্যাসপার সাথে সাথে বলল,

“বাট আই লাভ ইট!।”তারপর জ্যাসপার ধীরে ধীরে নিচে নামতে লাগল। ফিওনার নাভী*র কাছে এসে সেখানে ঘ্রাণ নিলো। তারপর একটি হালকা চুমু দিয়ে ফিওনার দিকে তাকাল। ফিওনার চোখজোড়া বন্ধ,ঠোঁট হালকা ফাক হয়ে আছে। জ্যাসপার গাঢ় চুম্বন দিলো নাভী*তে এবং তার চারপাশে লেহন করতে লাগলো। ফিওনা জ্যাসপারের

পেছনের চুল নিজের মুঠোয় নিয়ে নিলো,যেন সবকিছু নিজের হাতে নিতে চাইছে।

জ্যাসপার আর দেরি করল না।সে আরো একটু নিচে নেমে ফিওনাকে চুমুতে ভরিয়ে দিল।তার মধ্যে যেন এক নতুন অনুভূতির স্রোত প্রবাহিত হচ্ছিল।কিন্তু ফিওনা এবার ভয় পেতে লাগলো—আগেরবার জ্যাসপার এক ঘণ্টা ধরে ছিল। এই অনুভূতি

আবারও তার মনের গভীরে আলোড়ন সৃষ্টি করছিল।ফিওনা এবার একপ্রকার পালাতে চাইছিল। কিন্তু জ্যাসপার তা হতে দিতে চায়নি। তার মধ্যে এক অদ্ভুত হিংস্রতা প্রবাহিত হচ্ছিল, যা থামবে না। ফিওনার হাত দুটির আঙুলের ভাঁজে নিজের আঙুল ডুবিয়ে শক্ত করে চেপে ধরল। তারপর তার

ঠোঁটে ঠোঁট ডুবিয়ে দিল যেন ফিওনা চিৎকার করতে না পারে।

অবশেষে সেই চরম মুহূর্ত উপস্থিত হলো। ফিওনা চিৎকার করতে চাইল, কিন্তু কিছুতেই পারল না। জ্যাসপার এত শক্তভাবে তার ঠোঁট চেপে রেখেছে যে, তার শব্দ বের হতে পারছিল না। ফিওনার মনে এক অজানা আতঙ্কের ছায়া জেগে উঠলো;জ্যাসপারের কাছে সে যেন

সম্পূর্ণ ব*ন্দী হয়ে পড়েছিল। পরিস্থিতির আকস্মিকতায় তার শরীরে ঝরঝরে শিরশিরে অনুভূতি বয়ে যাচ্ছিল,যা তাকে একদিকে ভীতির মধ্যে ঢেলে দিচ্ছিল,অন্যদিকে এক অদ্ভুত আকর্ষণও তৈরি হচ্ছিল। অবশেষে,দুটো শরীর,দুটো আত্মা পুনরায় মিলিত হলো। কিন্তু এবার জ্যাসপার থামলো না;সে অনেকটা সময় নিয়েছিল। রাত পার হয়ে

গেছে,যখন ভোরের আলো ধীরে ধীরে ফুটতে শুরু করল।

জ্যাসপার ফিওনাকে জড়িয়ে ধরে ঘুমিয়ে পড়লো। উষ্ণতায় ঘেরা সেই মুহূর্তে, যেন সময় থমকে দাঁড়িয়েছিল। বাইরে সুর্যোদয়ের সোনালী রশ্মি ধীরে ধীরে ঘরটিতে ঢুকে পড়ছিল

আর তাদের চারপাশে একটি মধুর নীরবতা সৃষ্টি করছিল।ভোরের প্রথম

আলো অনেক আগেই বিদায় নিয়েছে,আর দুপুরের সূর্য মাথার ওপর এসে দাঁড়িয়েছে।জ্যাসপার তখনও ঘুমে অচেতন ছিল,কারণ টানা চল্লিশ দিন না ঘুমানোর পর তার দেহ এমন গভীর বিশ্রামেই অভ্যস্ত হয়ে গেছে।অবশেষে তার ঘুম ভাঙল,চোখ খুলতেই অনুভব করল বুকের ওপর একটি নরম উষ্ণতার অস্তিত্ব।

ফিওনা তার বুকের ওপর নির্ভার হয়ে ঘুমিয়ে আছে,মুখের ছোট ছোট শ্বাসপ্রশ্বাস বুকের সঙ্গে মিশে যাচ্ছে। কিন্তু হঠাৎই জ্যাসপারের মন কিছু অস্বাভাবিক টের পেলো।তার হাত ফিওনার কপালে যেতেই মনে হলো যেন তপ্ত আগুনের উপর হাত রেখেছে।লাভার মতো উষ্ণতা তার দেহ থেকে বের হচ্ছে।জ্যাসপার দ্রুত উঠে ফিওনাকে নাড়াতে

লাগল।”ফিওনা! ফিওনা,ওঠো!”কিন্তু কোনো সাড়া নেই।আগেরবার যা ঘটেছিল,তার স্মৃতি বিদ্যুতের মতো মাথায় ঝলসে উঠল।সে বুঝলোপরিস্থিতি দ্রুত সামলাতে হবে।তার ভেতর এক অজানা আতঙ্ক জন্ম নিতে শুরু করল।

জ্যাসপার ফিওনার নিথর মুখের দিকে তাকিয়ে নিজেকে শান্ত করার চেষ্টা করল।তার মন

বলছিল,”ফিওনার কিছু হতে দিবেনা।”কিন্তু এই পরিস্থিতিতে কী করবে,সেটাই যেন স্পষ্ট হচ্ছিল না। তার সমস্ত মনোযোগ এখন ফিওনার দিকে নিবদ্ধ, আর সময় যেন প্রতিটা মুহূর্তে তাদের বিরুদ্ধে কাজ করছে। এই নির্জন দ্বীপে ফিওনাকে নিয়ে জ্যাসপার অসহায় বোধ করছিল। যতবারই সে তার অবস্থা নিয়ে ভাবতে শুরু করছিল, মনে হচ্ছিল

যেন সবকিছু তার নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে গেছে।ফিওনার তপ্ত শরীর কম্বলে ঢেকে দিয়ে যত্ন করে পাশে শুইয়ে রেখে,জ্যাসপার তাঁবুর বাইরে এসে দাঁড়ালো। নির্জন দুপুরে আকাশে সুর্যের আলো প্রখর,আর দূরের প্রশান্ত মহাসাগরের ঢেউয়ের আওয়াজ যেন তার অস্থির হৃদয়ের প্রতিবিম্ব।

সে নিজের মাথায় হাত দিয়ে ফুঁসতে লাগলো।নিজের প্রতি রাগ,নিজের ক্ষমতার সীমাবদ্ধতা—সবকিছু যেন একত্রে তাকে পাগল করে তুলছিল।”আমি কেন নিজেকে কালরাতে নিয়ন্ত্রণ করতে পারলাম না?যদি ফিওনার কিছু হয়ে যায়?!”এই ভেবে রাগে সে পাশে থাকা একটি বড় গাছে ঘুষি মারলো। গাছের শক্ত বাকলে তার হাত কেটে

গেল,আর রক্ত গড়িয়ে পড়তে লাগলো।কিন্তু সে ব্যথা অনুভব করলো না;তার মনের যন্ত্রণা শরীরের যেকোনো ব্যথার চেয়ে বেশি ছিল।

“আমি একজন ড্রাগন প্রিন্স,কিন্তু আমার সামনে আমার ভালোবাসার মানুষ অসহায় অবস্থায় পড়ে আছে,আর আমি কিছুই করতে পারছি না।আমি কি এতটাই দুর্বল?”

উজ্জ্বল দুপুরে ফিওনার অসহায় শ্বাস-প্রশ্বাসের শব্দে জ্যাসপারের হৃদয় ভেঙে যাচ্ছিল।তাঁবুর বাইরে দাঁড়িয়ে সে আকাশের দিকে তাকিয়ে নিজের ক্ষমতার সীমাবদ্ধতাকে অভিশাপ দিচ্ছিল।

তখনই তার মনে পড়লো,এই দ্বীপে তো তার পরিচিত একজন আছেই সিলভেরা,সেই লিটল এনেজল যে ফিওনাকে সুস্থ করতে সাহায্য

করবে।সিলভেরার কথা মনে পড়তেই সে আবার সেই অন্ধকার গভীর জঙ্গলের দিকে তাকালো।

নিজের হাতের রক্ত মুছতে মুছতে সে বলল,"যতক্ষণ না ফিওনা সুস্থ হচ্ছে,আমি থামবো না।উজ্জ্বল দুপুরে ফিওনার অসহায় শ্বাস-প্রশ্বাসের শব্দে জ্যাসপারের হৃদয় ভেঙে যাচ্ছিল।তাঁবুর বাইরে দাঁড়িয়ে সে আকাশের দিকে তাকিয়ে নিজের

ক্ষমতার সীমাবদ্ধতাকে অভিশাপ দিচ্ছিল।

এক মুহূর্তও দেরি না করে জ্যাসপার সিলভেরার খোঁজে বের হলো।দ্বীপের পাথুরে পথ হেঁটে,গভীর জঙ্গলের দিকে এগিয়ে চলল।তার প্রতিটি পা যেন ফিওনার জন্য করা প্রতিজ্ঞারই প্রতিফলন।

অবশেষে,একটি দ্বীপের একটি ছোট্ট পাহাড়ের ঢালে জ্যাসপার

সিলভেরাকে দেখতে পেলো।তার সাদা পোশাক সুর্যের আলোয় আলোকিত হয়ে উঠছিল। সিলভেরা মুখ তুলে জ্যাসপারের দিকে তাকাল।

“আপনি এখানে কেনো,প্রিন্স?”সিলভেরা জিজ্ঞেস করল।জ্যাসপার ক্লান্ত গলায় বলল,”জ্যাসপার সবটা খুলে বললো সিলভেরাকে তারপর আবার বার

বললো “আমি ফিওনাকে বাঁচাতে চাই।যদি তুমি কোনো উপায় জানো দয়া করে আমাকে বলো।”

সিলভেরা এক মুহূর্ত চুপ থেকে বলল,”ফিওনাকে বাঁচানোর একটি উপায় আছে।কিন্তু সেটা সহজ নয় প্রিন্স।”

জ্যাসপার সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে বলল,”আমি যে কোনো কিছু করতে

রাজি।নিজের জীবন দিতেও।তুমি শুধু আমাকে বলো।”

সিলভেরা গভীরভাবে শ্বাস নিল।”দ্বীপের দক্ষিণ শেষ প্রান্তে একটি নিরাময় ঝর্ণা আছে।তার পানিতে এমন ক্ষমতা আছে যা ফিওনার জীবন ফিরিয়ে আনতে পারে।কিন্তু ঝর্ণা সহজলভ্য নয়।”

জ্যাসপারের ভ্রু কুঁচকে গেল।

“কেন?”সিলভেরা ধীরে ধীরে ব্যাখ্যা

করল,”ঝর্ণাটি আগুনের লাভার মাঝে অবস্থিত।সেখানে প্রতিটি পা ফেলার সঙ্গে সঙ্গে মৃ*ত্যু সামনে এগিয়ে আসে।আরও বড় সমস্যা হলো,সেখানে আপনার ড্রাগন শক্তি কোনো কাজ করবে না।আপনি শুধুমাত্র একজন মানুষের মতো সেখানে যেতে পারবেন।”

জ্যাসপার এক মুহূর্তের জন্য নীরব হয়ে দাঁড়াল।তারপর কঠিন মুখে

বলল,”আমি যাব।ফিওনার জন্য আমি সব কিছু করতে পারি।”সিলভেরা অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করল, “আপনি জানেন,এই যাত্রায় বাঁচার সম্ভাবনা খুবই কম তবুও আপনি প্রস্তুত?”

জ্যাসপার দৃঢ় কণ্ঠে উত্তর দিল,”ফিওনার জন্য আমি নিজের জীবনও উৎসর্গ করতে পারি।সে আমার সবকিছু।”

সিলভেরা চোখে জল নিয়ে বলল, “আপনি সত্যিই ভিন্ন, প্রিন্স।খুব কম ব্যাক্তি এমন ভালোবাসা দেখাতে পারে।”

সিলভেরা জ্যাসপারকে ঝর্ণার পথের দিক নির্দেশনা দিল। “দক্ষিণের দিকে এগিয়ে যান।সেখানে আগুনের রঙে ঝলমল একটি গুহা দেখতে পাবেন।কিন্তু মনে রেখবেন,ঝর্ণার

পানি নিতে হলে আপনাকে প্রচণ্ড ধৈর্য আর সাহস দেখাতে হবে।”

জ্যাসপার সিলভেরার কথা শোনার পর ধীরে ধীরে মাথা নোয়াল।”ধন্যবাদ,লিটল এঞ্জেল।

সিলভেরা তার দিকে তাকিয়ে বলল, “আমিও আসছি আপনার সাথে ফিওনাকে দেখতে।”

জ্যাসপার দৃঢ় পায়ে পুনরায় তাঁবুর দিকে রওনা হলো।তার চোখে ছিল

ফিওনাকে বাঁচানোর জন্য এক অদম্য আগুন। “যদি আমার জীবনও চলে যায়,আমি তবুও ওকে বাঁচাবোই। কারণ ও আমার সবকিছু।”তাঁবুর সামনে দাঁড় জ্যাসপার লিটল এনেজলকে বলল,

“তুমি কিছু সময়ের জন্য ফিওনার পাশে থাকতে পারবে? আমি ওকে একা রেখে যেতে চাই না।”

লিটল এনজেল তার বড় বড় চোখে জ্যাসপারের দিকে তাকাল।কয়েক সেকেন্ড চুপ থাকার পর সে বলল,
“আপনি আমার কাছে এমন অনুরোধ করবেন,তা কখনো ভাবিনি প্রিন্স।কিন্তু আমি রাজি।আপনি নিশ্চিন্তে যান,আমি ফিওনার দেখাশোনা করব।”
জ্যাসপার গভীর শ্বাস নিয়ে বলল,“ধন্যবাদ,লিটল এনেজল।আমি

যত দ্রুত সম্ভব ফিরে আসব। যদি আমার ফিরতে দেরি হয়,তবুও অপেক্ষা করো।”

লিটল এনজেল মাথা নেড়ে সম্মতি জানাল।

জ্যাসপার তাঁবুতে ঢুকে ফিওনার পাশে গিয়ে বসল।ফিওনা তখন গভীরভাবে অচেতন,মুখে ক্লান্তির ছাপ।জ্যাসপার ফিওনার চুলে হাত বুলিয়ে মৃদু হাসল।তারপর ধীরে

ধীরে ফিওনার কপালে ঠোঁট ছুঁইয়ে বলল,”আমি ফিরে আসব, হামিংবার্ড।তোমার জন্য যেকোনো ঝুঁকি নিতে রাজি।”

লিটল এনেজল তাঁবুর বাইরে দাঁড়িয়ে এ দৃশ্য দেখছিল। জ্যাসপারের প্রতি তার চোখে বিস্ময় আর প্রশংসার মিশ্রণ ফুটে উঠল।সে ধীরে ধীরে বলল,

“একজন ড্রাগন,যে এত শক্তিশালী,এত গর্বিত,সে কীভাবে একটি মানবীর জন্য এভাবে নিজেকে উৎসর্গ করতে পারে? এটা অসম্ভব মনে হলেও আপনি প্রমাণ করেছেন,ভালোবাসা সবকিছুর ঊর্ধ্বে।”

জ্যাসপার লিটল এনজেলের দিকে তাকিয়ে বলল,

“ফিওনা শুধু আমার প্রেয়সী নয়;সে আমার জীবনের অর্থ। আমি ফিরে আসব,তার জন্য যেকোনো বাধা অতিক্রম করে।”এ কথা বলে জ্যাসপার দৃঢ় পায়ে তাঁবু ছেড়ে বেরিয়ে পড়ল। তার চোখে ছিল অদম্য সাহস আর মনভরা ভালোবাসার শক্তি।লিটল এনেজল তাঁবুর দিকে তাকিয়ে বলল,

“ফিওনা,তুমি জানো না,তুমি কতটা ভাগ্যবতী।পৃথিবীর সবচেয়ে শক্তিশালী প্রাণীও তোমার ভালোবাসার কাছে নিঃস্বার্থ।”তার মুখে একধরনের মুগ্ধতা ফুটে উঠল। “ভালোবাসার এত গভীরতা আগে কখনো দেখিনি।একজন ড্রাগনের মনে এতটা মানবিকতা থাকতে পারে,এটা সত্যিই বিস্ময়কর।”

জ্যাসপার তখন ঝর্ণার দিকে যাওয়ার পথে এগিয়ে যাচ্ছিল। তার মনে ছিল একটাই ভাবনা:”আমি তোমার জন্য ফিরে আসব,ফিওনা।তুমি আমার জীবনের আলো।”জ্যাসপার যখন ঝর্নার গুহার কাছাকাছি পৌঁছালো, দূর থেকে সে ঝর্ণার শীতল পানির ঝলকানি দেখতে পেলো। তার ক্লান্ত হৃদয়ে এক মুহূর্তের জন্য স্বস্তি এলো। কিন্তু সেই ঝর্ণার পথ এতটা

সহজ হবে না, তা গুহার প্রবেশপথ দেখেই বোঝা যাচ্ছিল। মাটিতে লাভার উত্তপ্ত ঢেউ, যেন প্রহরীর মতো দাঁড়িয়ে আছে।

জ্যাসপার গভীর শ্বাস নিয়ে নিজেকে প্রস্তুত করলো।

“ফিওনার জন্য আমি সব সহ্য করব,” নিজেকে বলল সে।

যখনই জ্যাসপার তার পা লাভার ওপর রাখলো,জ্যাসপারের পা লাভার

উত্তপ্ত মাটিতে পড়তেই ঝাঁঝালো পোড়ার গন্ধ বাতাসে ছড়িয়ে পড়লো। তার দামি বুট জুতো নিমিষেই গলে গেলো, আর পায়ের ত্বক তাতে আটকে গেল। যন্ত্রণায় চোখ বন্ধ করলেও, সে থামল না। দাঁতে দাঁত চেপে জুতোগুলো পা থেকে টেনে ছুঁড়ে ফেলে দিলো।

জুতোবিহীন পায়ে লাভার মাটিতে আবার পা রাখতেই মনে হলো যেন

আগুন তার শিরা-উপশিরা দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছে। প্রতিটি পদক্ষেপে তার পা পুড়ে কালো হয়ে যাচ্ছিল। মাংসের পোড়া গন্ধে বাতাস ভারী হয়ে উঠছিল, কিন্তু জ্যাসপার এগিয়ে যেতে থাকলো।তার মনে একটাই চিন্তা—“ফিওনার জীবন আমার চেয়ে বেশি মূল্যবান। আমি যদি না ফিরি, তাও সে বেঁচে থাকুক।”

যতই এগিয়ে যাচ্ছিল, লাভার উত্তাপ যেন আরও বেড়ে যাচ্ছিল। তার পায়ের চামড়া বারবার ফেটে রক্ত ঝরছিল। তার শরীর ঘাম আর রক্তে ভিজে গিয়েছিল, তবুও সে থামেনি। একবার হোঁচট খেয়ে পড়ে গেলেও হাতের মাটির পাত্র শক্ত করে ধরে রাখলো। সেই পাত্র ফেলে দিলে তো সব শেষ।যন্ত্রণায় জ্যাসপারের মাথা ঝিমঝিম করছিল, কিন্তু তার মনের

গভীরে ফিওনার মুখ বারবার ভেসে উঠছিল। তার মনের শক্তিই তাকে এই ভয়ঙ্কর পরিস্থিতির মধ্য দিয়ে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছিল।ঝর্ণার কাছে পৌঁছানোর পর জ্যাসপারের ক্লান্ত মুখে এক মুহূর্তের জন্য হাসি ফুটেছিল। এতটা যন্ত্রণা সহ্য করে, জীবনের ঝুঁকি নিয়ে লাভার পথ পেরিয়ে অবশেষে ঝর্ণা তার সামনে। ঝর্ণার ঠাণ্ডা পানির শব্দ তাকে যেন

এক মুহূর্তের জন্য শান্তি দিল। কিন্তু সেই হাসি দ্রুত মিলিয়ে গেলো।

ঝর্ণার দিকে আরেকটু এগোতেই জ্যাসপার দেখতে পেলো, ঝর্ণার সামনের পুরো পথ কাঁটা-যুক্ত ফুলে ভরা। প্রতিটি ফুল ছিল রক্তলাল, এবং তাদের ধারালো কাঁটাগুলো রোদে ঝিলমিল করছিল। কোনো সাধারণ ফুল নয় এগুলো, এগুলোর

কাঁটা যে কোনো মাংস স্পর্শ করলেই ভেতরে বিষ ঢুকিয়ে দেয়।

জ্যাসপারের মুখ কালো মেঘের মতো গম্ভীর হয়ে উঠলো। একে তো লাভার উত্তাপে পায়ের মাংস প্রায় জ্বলে গেছে, এখন এই বিষাক্ত ফুলের কাঁটার পথ পার হতে হবে। কিন্তু থামার কোনো সুযোগ নেই।

সে নিজেকে বললো, “ফিওনার জন্যই আমাকে এগোতে হবে। এ

পথও পেরোবো। এই কাঁটা আমাকে থামাতে পারবে না।”জ্যাসপার তার পা সাবধানে প্রথম কাঁটাযুক্ত জায়গায় রাখলো। সঙ্গে সঙ্গে একটা কাঁটা তার পায়ের তলায় গভীরভাবে ঢুকে গেল। এক ধাক্কায় তার সারা শরীরের শিরায় যেন বিষ ছড়িয়ে পড়লো। তার পা মুহূর্তেই অবশ হতে শুরু করলো, কিন্তু সে দাঁতে

দাঁত চেপে পা তুললো এবং আরও এক ধাপ এগোল।

প্রতিটি কাঁটা তার পায়ে বিঁধছিল, কিন্তু সে নিজের মনের শক্তিকে হারাতে দিলো না। কাঁটার বিষের কারণে তার পা অবশ হয়ে আসছিল, রক্ত ঝরছিল। একসময় তার হাঁটতে কষ্ট হচ্ছিল, তাই সে মাটিতে হাঁটু গেড়ে হামাগুড়ি দিয়ে এগোতে শুরু করলো।বিষের প্রভাব তার সারা

শরীরে ছড়িয়ে পড়লেও, তার মনের একটাই লক্ষ্য ছিল—ঝর্ণার পানি নিতে হবে।

অবশেষে, ঘণ্টার মতো সময় লেগে গেলো এই বিপজ্জনক পথ পাড়ি দিতে। জ্যাসপার ঝর্ণার কাছে গিয়ে ক্লান্ত হয়ে মাটিতে লুটিয়ে পড়লো। তার হাত থেকে মাটির পাত্র প্রায় পড়ে যাচ্ছিল, কিন্তু সে সেটা শক্ত করে ধরে রাখলো।

শরীরের সমস্ত শক্তি জড়ো করে সে উঠে দাঁড়ালো। ঝর্ণার পানিতে পাত্র ডুবিয়ে পানি তুললো। ঠাণ্ডা পানির স্পর্শে তার হাতের যন্ত্রণা কিছুটা কমলো।

যখন পানি ভরে ফেললো, তখন সে এক মুহূর্ত দাঁড়িয়ে আকাশের দিকে তাকালো। ফিওনার মুখ তার মনে ভেসে উঠলো। ক্লান্ত, রক্তাক্ত মুখে এক ফোঁটা শান্তির হাসি ফুটলো।

কিন্তু তখনই বিষের প্রভাবে তার চোখ ঝাপসা হতে শুরু করলো।

নিজেকে বললো, “এখন মরলে চলবে না। আমাকে ফিরতেই হবে। ফিওনাকে বাঁচাতে হবে। মরার সময় পরে আসবে।”জ্যাসপার পাত্রটা শক্ত করে ধরে ঝর্ণার পথ দিয়ে ফিরে যাওয়ার জন্য প্রস্তুত হলো। কিন্তু এবার তার শক্তি আরও কম, যন্ত্রণা আরও বেশি। তবু সে নিজের

জীবনকে তুচ্ছ মনে করে ধীরে ধীরে পথ ধরে এগোতে শুরু করলো।

ঝর্ণার পানি সংগ্রহ করার পর, জ্যাসপার ক্লান্ত এবং রক্তাক্ত শরীর নিয়ে ধীরে ধীরে ফেরার পথে পা বাড়ালো। তবে এবার তার আশপাশের পরিবেশ অদ্ভুতভাবে পাল্টে গেছে। কাঁটা-যুক্ত ফুলের বাগান আর আগুনের লাভা যেন মায়ার মতো মিলিয়ে গেছে।

জ্যাসপার আশ্চর্য হলো, কিন্তু নিজের মনে বললো, “এটা হয়তো কোনো পরীক্ষা। এখানে কিছুই স্বাভাবিক নয়। তবে যা-ই হোক, আমাকে ফিওনার কাছে ফিরতেই হবে।”

যতই এগোতে লাগলো, ততই তার সামনে এক অদ্ভুত পথ প্রকাশ পেলো। মাটির ওপরে একটা লুডোর বোর্ডের মতো জটিল নকশা আঁকা। গোল, ত্রিভুজ, বর্গক্ষেত্র আর অন্যান্য

চিহ্ন আঁকা সেই পথ যেন এক ধরনের ধাঁধার মতো।

কিছুক্ষণ নকশাগুলো পর্যবেক্ষণ করার পর, জ্যাসপার বললো, “এটা কোনো সাধারণ পথ নয়। এখানে ভুল করলে বিপদ আসবেই। আমার ড্রাগন শক্তি হয়তো এখানে কাজে দেবে না, কিন্তু আমার ইন্দ্রিয় আর বুদ্ধি তো এখনো আছে।”জ্যাসপার প্রথমে একটা ত্রিভুজ চিহ্নের ওপর

পা রাখলো। মুহূর্তের মধ্যে, ওপর থেকে বিশাল একটা পাথর ঝুলে এসে তার কপালে সজোরে আঘাত করলো। আঘাত এতটাই জোরালো ছিল যে কপাল ফেটে রক্ত ঝরতে লাগলো, এবং তার শার্ট দ্রুত রক্তে ভিজে গেলো।

জ্যাসপার দিশেহারা হয়ে পড়লেও সঙ্গে সঙ্গে নিজেকে সামলে নিলো। কপাল থেকে গলগল করে রক্ত

ঝরলেও সে বললো, “এটা শক্তির পরীক্ষা নয়, এটা বুদ্ধির পরীক্ষা। আমাকে আরও সাবধান হতে হবে।” সে চারপাশে তাকিয়ে বোর্ডের প্রতিটি চিহ্ন পর্যবেক্ষণ করতে লাগলো। তার ড্রাগন ইন্দ্রিয় আর অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগিয়ে সে বুঝতে পারলো, প্রতিটি চিহ্নের মধ্যে লুকিয়ে আছে কোনো না কোনো ফাঁদ।

“ঠিক আছে,” সে নিজেকে বললো, “প্রতিটি পদক্ষেপের আগে আমাকে পুরো বোর্ড বিশ্লেষণ করতে হবে। এখানে তাড়াহুড়ো করলে মৃত্যু নিশ্চিত।”এবার জ্যাসপার একটা বর্গক্ষেত্র চিহ্ন বেছে নিলো এবং ধীরে ধীরে পা রাখলো। কিছুক্ষণ অপেক্ষা করলো—কোনো বিপদ ঘটলো না।

জ্যাসপার দীর্ঘশ্বাস ফেললো, কিন্তু তখনই তার সামনে নতুন চ্যালেঞ্জ আসলো। বোর্ডের মাঝখানে দেখা গেল একটা বড় সর্পিল চিহ্ন। এবার জ্যাসপার বুঝলো, প্রতিটি চিহ্নে পা রাখার পর তার বুদ্ধিমত্তা এবং পর্যবেক্ষণ ক্ষমতার আরও পরীক্ষা হবে।

একেকটা পদক্ষেপে সে বোর্ডের ফাঁদগুলো এড়িয়ে এগিয়ে যেতে

লাগলো। যাত্রাটা ছিল ধীর, কষ্টকর, এবং প্রাণঘাতী। পায়ের ক্ষত, রক্তাক্ত কপাল, আর দুর্বল শরীর নিয়ে প্রতিটি ধাপ ছিল যেন মৃত্যুর দিকে এগিয়ে যাওয়ার মতো।

তবুও, ফিওনার কথা মনে করে সে থামেনি। প্রতিটি ভুল তাকে আরও সতর্ক করেছে। প্রতিটি সঠিক পদক্ষেপ তাকে সামনে এগিয়ে নিয়ে গেছে।অবশেষে, দীর্ঘ এক প্রচেষ্টার

পর, জ্যাসপার বোর্ডের শেষ চিহ্নে পৌঁছালো। তার শরীর প্রায় নিস্তেজ, কিন্তু তার মুখে ছিল বিজয়ের এক দৃঢ় হাসি।

ঝর্ণার সামনে থেকে হঠাৎ বিশাল এক পাথর গড়িয়ে আসতে দেখে জ্যাসপারের হৃদয় থমকে গেল। পাথরটা এত বড় এবং দ্রুতগতিতে এগিয়ে আসছিল যে মুহূর্তের মধ্যে

তাকে পিষে ফেলার জন্য যথেষ্ট ছিল।

জ্যাসপার আতঙ্কে নিজের ডান হাত দিয়ে চোখ ঢেকে ফেললো, মনে মনে বললো, “এটাই কি আমার শেষ? ফিওনার কাছে আর ফিরতে পারবো না?”কিন্তু আশ্চর্যজনকভাবে, কিছুই ঘটলো না। চারপাশে কোনো আঘাতের শব্দ নেই, কোনো ধ্বংসের অনুভূতি নেই।

ধীরে ধীরে জ্যাসপার হাত সরিয়ে চোখ খুললো। চোখের সামনে যে দৃশ্য দেখলো, তাতে সে বিস্ময়ে বাকরুদ্ধ হয়ে গেল। পুরো গুহা এক অপার্থিব আলোতে ভরে গেছে। ঝর্ণার চারপাশ থেকে রঙিন আলো ছড়িয়ে পড়ছে, যেন রত্নখচিত এক রাজপ্রাসাদের ভেতর এসে পড়েছে। সেই আলো এত উজ্জ্বল, তবু তা

চোখে কোনো অস্বস্তি তৈরি করছে না।

এরপর ঝর্ণার পানি থেকে বেরিয়ে এলো এক রহস্যময় রমণী। তার সৌন্দর্য দেখে জ্যাসপার চমকে গেল। রমণীর চেহারায় এমন এক মায়া, এমন এক জ্যোতি ছিল যে তাকে একবার দেখলেই যে কেউ মুগ্ধ হয়ে পড়বে। তার লম্বা সোনালী চুল, হালকা নীলাভ চোখ, আর

শরীরে মুক্তোর মতো আলো জ্বলজ্বল করছে। তিনি যেন কোনো দেবী।

জ্যাসপার বিস্মিত কণ্ঠে বললো, “তুমি কে? এই গুহার রহস্য কি? আর কেন তুমি আমার সামনে এলে?”

রমণী হালকা হাসি দিয়ে বললো, “আমি এই ঝর্ণার অভিভাবক। হাজার বছর ধরে আমি এই ঝর্ণার সুরক্ষা করে আসছি। এখানে যে

আসে, তার উদ্দেশ্য জানি।জ্যাসপার স্তম্ভিত হয়ে প্রশ্ন করলো, “তোমার নাম?”

“আমি এই ঝর্ণার রক্ষক, ঝর্ণার রানি সেরেনা,” সে উত্তর দিল।

জ্যাসপার বললো, “ঝর্নার দেবি সেরেনা, আমি তো আমার পরীক্ষায় সফল হয়েছি। এবার আমাকে যেতে দাও।”

“তোমার আসল পরীক্ষা এখন শুরু প্রিন্স অরজিন,” সে বলল।

“কি পরীক্ষা?” জ্যাসপার জানতে চাইল।

“এই ঝরধারার পানি তুমি কেন নিচ্ছো, তা আমি জানি। তোমার মস্তিষ্ক আমি পড়ে ফেলেছি। তবে, এই জায়গা থেকে বের হতে হলে আমাকে খুশি করতে হবে।”

“মানে?”

“মানে, আমি তোমায় প্রতি আকৃষ্ট। তোমার সৌন্দর্য ও সাহস আমাকে মুগ্ধ করেছে, কিন্তু সবচেয়ে বেশি আকর্ষণ করেছে তোমার প্রেয়সীর প্রতি তোমার ভালোবাসা।”জ্যাসপার তার কথায় হতভম্ব হয়ে রইলো।

“আমি তোমাকে কিছু সময়ের জন্য চাই, মানে হচ্ছে তুমি আমাকে কিছু সময়ের জন্য ভালোবাসবে। বুঝতে পারছো কি চাইছি?” সেরেনা

বললো, তার চোখে এক আকর্ষণীয় চাহনি।

“দুঃখিত,তুমি যেটা চাইছো সেটা কখনোই সম্ভব নয়। আমি কখনোই ফিওনাকে ছাড়া অন্য কোনো মেয়েকে স্পর্শ করবো না,” জ্যাসপার উত্তর দিলো দৃঢ়ভাবে, তার কণ্ঠে জেদ।

সেরেনার মুখের হাসি ম্লান হয়ে গেল। “তাহলে তো তুমি এই পানি

নিয়ে পৌঁছাতেই পারবে না, আর পারবে না তোমার প্রেয়সীকে বাঁচাতে, প্রিন্স। আমার কথা শোনো, এতে তোমার লাভ হবে। তোমার শরীরে যে ক্ষত হয়েছে সেগুলো আমি সারিয়ে দিবো আর নিরাপদে তোমাকে এই ঝর্নার পানি সহ পৌঁছে দেবো।”

জ্যাসপার তখন রেগে বললো, “একদম চুপ করো। আমি নিজেই

যেতে পারবো।সারা পথ এত কষ্ট করে পানি নিয়ে আসার পর আমি অবশ্যই বাকিটা অতিক্রম করতে পারবো। কিন্তু তোমার এই কুপ্রস্তাব কখনোই ড্রাগনের প্রিন্সের জন্য গ্রহণযোগ্য নয়!”সেরেনা তখন বললো, “ঠিক আছে,তুমি আমার কথা মানবেনা তো এবার দেখো কি হয়।”

কিছুক্ষণ বাদে জ্যাসপারের মনে হলো তার গলা তৃষ্ণার্ত, ঠোঁট শুকিয়ে গেছে। তৃষ্ণায় গলায় আটকে যাচ্ছে। জ্যাসপার এতোটাই তৃষ্ণার্ত অনুভব করলো যে সে ঝর্নার পানি পান করতে ঠোঁটের কাছে ছোঁয়ালো। কিন্তু মুহূর্তেই তার মনে পড়লো, এটি ফিওনার জন্য!জ্যাসপার থেমে গেল,মনে মনে ফিওনার কথা ভাবতে লাগলো।

কিন্তু তৃষ্ণায় সে যেন মরে যাচ্ছিল। সেরেনা তখন মুখ বাঁকিয়ে হাসতে লাগলো,তার চোখে যেন জয় ও আনন্দের ঝিলিক।

জ্যাসপার আর উপায় না পেয়ে নিজের হাতে জোরে কামড়ে বসালো। রক্ত বেরিয়ে এলো, সে নিজেই নিজের রক্ত পান করতে শুরু করলো। সেরেনা অবাক হয়ে

গেলো। “এটা কি করছে তুমি?” সে বিস্মিত কণ্ঠে প্রশ্ন করলো।

“এটা আমার জন্য নয়, ফিওনার জন্য,” জ্যাসপার বললো দৃঢ়তার সাথে।

সেরেনার মুখে বিস্ময় ফুটে উঠল, তার চোখে কিছুটা ভয় ও বিস্ময় ছিল। “তুমি সত্যিই সেই ভালোবাসার পক্ষে এতটা দৃঢ়?”জ্যাসপার এবার মনে মনে স্থির

করলো—সে যেকোনো উপায়ে ফিওনাকে বাঁচাতে প্রস্তুত,তা সে নিজের ক্ষতির মধ্য দিয়ে হলেও।

সেরেনা তখন বললো, “প্রিন্স, তুমি জানো,আমি তোমাকে প্রথম এই দ্বীপে দেখেছিলাম আরো দশ বছর আগে।সেদিনই তুমি আমার মনে জায়গা করে নিয়েছিলে, কিন্তু কখনো ভাবিনি তুমি কাউকে এভাবে

ভালোবাসবে।দয়া করে,কিছু মুহূর্তের জন্য আমার হয়ে যাও।”

জ্যাসপার তখন দৃঢ়তার সঙ্গে বললো,“মরে গেলেও না। আমাকে মেরে ফেলো ঝর্নার দেবী,কিন্তু তোমার এই ইচ্ছা আমি পূরণ করতে পারবো না।”কিছুক্ষণ পরেই সেরেনা বললো,“সাবাস! তুমি উত্তীর্ণ হয়েছো, প্রিন্স।তুমি সফল।আর হ্যাঁ,দুঃখিত,আমি তোমার লয়ালিটির

পরীক্ষা করছিলাম,দেখতে চেয়েছিলাম তুমি তোমার প্রেয়সীর প্রতি কতোটা নিষ্ঠাবান।এমন একজন সুন্দরী রমনী দেখে তুমি কি নিজের লোভ সামলাতে পারো কিনা। তুমি সত্যি চমৎকার তুমি এবার যেতে পারো।তবে তোমার এই ক্ষত আমি সারিয়ে দিতে পারবো না,কারণ এটা প্রকৃতির বিরুদ্ধে।”

“ধন্যবাদ,ঝর্নার দেবী সেরেনা,” জ্যাসপার বললো,তার গলা কাঁপছে। তারপর জ্যাসপার ধীরে ধীরে গুহা থেকে বেরিয়ে আসতে লাগলো, মনে মনে ফিওনার জন্য সেই ঝর্নার পানি নিয়ে আসার আশায়। তার মন তার প্রেয়সীর জন্য উদ্বেগে ভরপুর ছিল, কিন্তু এখন সে জানতো, সে তার ভালোবাসার প্রতি কতটা দৃঢ় প্রতিজ্ঞাবদ্ধ।জ্যাসপার যখন বেরিয়ে

আসলো, তখন তার মনে হচ্ছিলো যেন সে সত্যিই নতুন করে জন্ম নিল। সে ঝর্নার রক্ষকের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছে, এবং এখন তার কেবল ফিওনাকে বাঁচানোর একটাই লক্ষ্য।

জ্যাসপার গুহা থেকে বেরিয়ে আসার সাথে সাথে সেরেনা বললো, “আমি সত্যি তোমার প্রতি মুগ্ধ ছিলাম,ড্রাগন প্রিন্স। আমি সেই দশ

বছর যাবত অপেক্ষায় ছিলাম যে তোমার সাথে দ্বিতীয়বার দেখা হবে,তবে ভাবতে পারিনি তোমার মনে কোনো এক মানবীর জায়গা হয়ে গেছে।সে সত্যি পৃথিবীর সবচেয়ে ভাগ্যবতী।তোমার ভালোবাসার কাছে আমার এই আকর্ষণ কিছুই না।প্রিন্স,ভালো থেকো।”অবশেষে গভীর রাতে জ্যাসপার তাঁবুতে ফিরে এলো।তাঁবুর

দরজা খুলতেই সিলভেরা চমকে উঠল।জ্যাসপারের পায়ে, হাতে,শরীরে আর কপালে র*ক্ত গড়িয়ে পড়ছে।তার চলাফেরা ক্লান্ত আর দুর্বল মনে হচ্ছিল।

“প্রিন্স,আপনার কি হয়েছে? আপনি তো অনেক আ*হত?” সিলভেরা ভয়ে জিজ্ঞেস করল, তার চোখে আতঙ্ক।

জ্যাসপার হাত তুলে তাকে থামিয়ে বলল,”লিটল এনেজল, এখন এসব প্রশ্নের সময় নেই।আমাকে তাড়াতাড়ি ফিওনাকে এই পানি দিতে হবে।”

সে ধীরে ধীরে ফিওনার কাছে গেল। ফিওনার নিথর দেহ দেখে তার হৃদয় কেঁপে উঠল।সে তার মাথা আলতো করে নিজের পায়ের ওপর রাখল।

সিলভেরা ফিসফিস করে বলল,”কিন্তু প্রিন্স,আপনার র*ক্ত*পাত বন্ধ করা জরুরি।আপনি এমন অবস্থায় ফিওনাকে সাহায্য করবেন কীভাবে?”

জ্যাসপার তার দিকে এক দৃঢ় দৃষ্টিতে তাকিয়ে বলল,“আমি ঠিক আছি।আমার কোনো কিছুতেই কিছু আসে যায় না,আমার হামিংবার্ড সুস্থ হলেই চলবে।”

তারপর জ্যাসপার ঝর্ণার পাত্র থেকে পানি তুলে ফিওনার ঠোঁটের মাঝে ঢালতে শুরু করল।কিছুক্ষণ অপেক্ষার পর ফিওনা হালকা নড়েচড়ে উঠল।তার চোখ ধীরে ধীরে খুলল। প্রথমে ঝাপসা দেখতে পেয়ে সে অস্বস্তি অনুভব করল।

“প্রিন্স?”ফিওনা দুর্বল কণ্ঠে বলল।

“আমি এখানে আছি, হামিংবার্ড।”ইউ আর সেইফ নাও,” জ্যাসপার বলল,তার কণ্ঠে একরাশ প্রশান্তি। সিলভেরা একপাশে দাঁড়িয়ে,একদিকে জ্যাসপারের জন্য উদ্বিগ্ন,অন্যদিকে ফিওনার প্রাণ ফিরে পাওয়া দেখে স্বস্তি অনুভব করল। ফিওনা ধীরে ধীরে উঠে বসতেই জ্যাসপারকে স্পষ্ট দেখতে পেলো। জ্যাসপারের চেহারা র*ক্তাক্ত দেখে

ফিওনার হৃদয় কেঁপে উঠলো।তার মাথা ঘুরে গেলো,তাড়াতাড়ি জ্যাসপারের গালে হাত রেখে বারবার জিজ্ঞেস করতে লাগলো,”তোমার কী হয়েছে,প্রিন্স? এত ক্ষ*ত কেনো?”

সিলভেরা তখন ফিওনার দিকে তাকিয়ে বললো,”তোমাকে বাঁচানোর জন্যই প্রিন্স এই ঝর্নার পানি আনতে

গিয়েছিলেন। সেখানেই তার এমন অবস্থা হয়েছে।”

ফিওনা ভালো করে তাকিয়ে দেখলো—জ্যাসপারের পায়ে গভীর ক্ষ*ত,পা পু*ড়ে গেছে,আর সেখান থেকে রক্ত গড়িয়ে পড়ছে।তার হাতে আর শরীরেও রক্তে*র চিহ্ন।এই দৃশ্য দেখে ফিওনা আর নিজেকে সামলাতে পারলো না।অঝোরে কেঁদে উঠলো,শব্দ করে কান্না করতে

লাগলো।জ্যাসপার অবাক হয়ে বললো, “কী হলো,এভাবে কাঁদছো কেনো?আমি কি ম*রে গেছি?বেঁচে আছি তো!”

ফিওনা কান্নার মধ্যেই বললো, “প্রিন্স,তুমি আমাকে বাঁচাতে কেনো এমন করলে?তোমার কত কষ্ট হচ্ছে!”

সিলভেরা ফিওনার দিকে তাকিয়ে বললো,”বাইরে কিছু ভেষজ উদ্ভিদ

আছে।সেগুলোর পাতা আর শেকড় থেকে তেল পাওয়া যায়,যা ক্ষ*ত সারিয়ে দিতে পারে।”

ফিওনা আর এক মুহূর্তও দেরি না করে সিলভেরার নির্দেশ অনুযায়ী সেই ভেষজ উদ্ভিদ সংগ্রহ করে নিয়ে এলো। জ্যাসপারের শরীরের,পায়ের ক্ষ*ত দেখে ফিওনার চোখে পানি জমে গেল,কিন্তু সে নিজেকে সামলে কাজ শুরু করলো।ভেষজ তেলটি

জ্যাসপারের কপালে লাগিয়ে নিজের টপসের কিছু অংশ ছিঁড়ে সেটি মাথায় পেঁচিয়ে বেঁধে দিলো। এরপর কোলের ওপর জ্যাসপারের পা তুলে তেল মাখাতে লাগলো,যত্ন সহকারে তার হাতেও তেল লাগিয়ে দিলো। কিছুক্ষণ পর সিলভেরা বিদায় নিয়ে চলে গেল।কিন্তু ফিওনা তখনো জ্যাসপারের পাশে বসে ছিল,কাঁদছিল।তার কান্না এতটাই

তীব্র হয়ে উঠলো যে একসময় তার হেঁচকি উঠতে লাগলো।

জ্যাসপার অবাক হয়ে বললো, “কী হলো,ফিওনা?এখনো এভাবে কাঁদছো কেনো?আমি তো ঠিক আছি।সত্যি বলছি, আমার কিছুই হবে না।”

কিন্তু ফিওনা তার কথা শুনলো না। সে হাত বাড়িয়ে জ্যাসপারকে নিজের বুকে জড়িয়ে ধরলো।তার চোখ থেকে অনবরত অশ্রু ঝরছিল।

জ্যাসপার কিছুক্ষণ চুপচাপ থাকলো। তারপর পরম শান্তিতে চোখ বন্ধ করে তার মাথা ফিওনার কাঁধে রেখে দিলো।সে অনুভব করলো, ফিওনার ভালোবাসার স্পর্শে তার সমস্ত ব্যাথা,জ্বলা যেন মুছে যাচ্ছে।

সেদিন রাতটা ধীরে ধীরে কেটে গেল। ফিওনা এক মুহূর্তের জন্যও ঘুমায়নি। জ্যাসপার ক্লান্তিতে গভীর

ঘুমে তলিয়ে গিয়েছিল, কিন্তু ফিওনার চোখে কোনো ঘুম ছিল না। সারারাত ধরে ফিওনা জ্যাসপারের পাশে বসে ছিল। তার রক্তাক্ত কপাল, হাত, আর পায়ের ক্ষতগুলো দেখে তার চোখে জল থামছিল না। ফিওনা তার আঙুল দিয়ে ধীরে ধীরে জ্যাসপারের কপাল ছুঁয়ে দিল, যেন তার স্পর্শে ব্যথাগুলো কমে যাবে। কখনো জ্যাসপারের হাতে বুলিয়ে

দিচ্ছিল, কখনো পায়ে। তার স্পর্শে অদ্ভুত এক কোমলতা ছিল, যেন সে তার সমস্ত ভালোবাসা দিয়ে জ্যাসপারের যন্ত্রণা দূর করার চেষ্টা করছিল।

এক সময়, তার অশ্রুভেজা ঠোঁট দিয়ে জ্যাসপারের কপালে আর হাতে আলতো করে চুমু দিল। ফিওনার চোখের পানি মিশে গেল তার ভালোবাসার স্পর্শে।

জ্যাসপার ঘুমিয়েছিল, কিছু টের পায়নি। কিন্তু ফিওনা সারারাত কাঁদলো আর জ্যাসপারের ক্ষতগুলোতে হাত বুলিয়ে তাকে আদর করলো, যেন তার ভালোবাসা আর যত্ন দিয়ে জ্যাসপারের সমস্ত ব্যথা দূর করে দিতে পারে।

সকালে জ্যাসপার ঘুম থেকে উঠতেই তার চোখ পড়লো ফিওনার দিকে। ফিওনা ঠিক তার পায়ের সামনে

মাটিতে মাথা ঠেকিয়ে ঘুমিয়ে পড়েছিল।জ্যাসপার বুঝতে পারল ফিওনা সারারাত না ঘুমিয়ে তার যত্ন করেছিল আর ভোরের আলো ফোটার পরই ক্লান্তিতে ঘুমিয়ে পড়েছে।

জ্যাসপার মৃদু স্বরে ফিওনাকে ডাকলো,"হামিংবার্ড ওঠো।"ফিওনা ধীরে ধীরে চোখ খুলে তাকালো,আর মুহূর্তেই তার দৃষ্টি গিয়ে পড়লো

জ্যাসপারের ক্ষতগুলোর দিকে।চোখে উদ্বেগ নিয়ে উৎকণ্ঠায় বললো, “তোমার কি ব্যথা হচ্ছে?ক্ষতগুলো এখনো শুকায়নি,একটু বসো,আমি আবার দেখছি।”

জ্যাসপার মৃদু হাসি দিয়ে বললো,”আমি ঠিক আছি।এতৌ চিন্তা করার কিছু নেই আমকে নিয়ে।”সে ফিওনাকে কাছে টেনে নিলো আর তার গালে আলতো করে একটা চুমু

দিলো।কিন্তু ভেতরে ভেতরে জ্যাসপারের হৃদয় ভারাক্রান্ত হয়ে উঠলো।মনে মনে সে ভাবলো,ড্রাকোনিস আর ভেনাস দেবতা ঠিকই বলেছিলেন। আমার জন্যই ফিওনার জীবন বিপন্ন হয়েছে।দুইবার এমন পরিস্থিতি এলো যে ফিওনার মৃ/*ত্যু আমার কারণেই হতে পারত।আমি কি তার

জীবনে সুখ আনতে পারবো নাকি তাকে শুধু কষ্টই দিয়ে যাবো?

জ্যাসপারের চোখে এক মুহূর্তের জন্য বিষণ্নতা ফুটে উঠলো, কিন্তু সে দ্রুত সেটি আড়াল করলো।ফিওনাকে দেখে তার মনে হলো,যাই হোক না কেন,তাকে রক্ষা করার জন্য সে সবকিছু করতে প্রস্তুত।

রাতে দুজনেই না খেয়ে থাকায় সকালেই প্রবল ক্ষুধার্ত হয়ে উঠলো।

জ্যাসপার ধীরে ধীরে উঠে দাঁড়ালো, খাবার আনতে যাওয়ার জন্য পা বাড়াল। কিন্তু কয়েক কদম যেতেই পায়ে ব্যথার তীব্রতা অনুভব করলো। কাল ফিওনাকে বাঁচানোর জন্য এই ব্যথাগুলো সে উপেক্ষা করেছিল, কিন্তু আজ হাঁটতে কষ্ট হচ্ছে। একসময় ভারসাম্য হারিয়ে পড়ে যাওয়ার উপক্রম হলো।ঠিক তখনই ফিওনা তড়িঘড়ি এগিয়ে এসে

জ্যাসপারকে ধরে ফেলল। তার হাত শক্ত করে জড়িয়ে নিজের কাঁধে ভর দিলো। ফিওনার চোখে উদ্বেগ আর ভালোবাসা স্পষ্ট দেখা যাচ্ছিল।

“এখনি পড়ে যেতে!” ফিওনা বলল।

জ্যাসপার নরম গলায় বলল,”আমি ঠিক আছি,ফিওনা। তুমি চিন্তা করো না।আমি একাই—”

ফিওনা তাকে থামিয়ে দিয়ে দৃঢ়ভাবে বলল,”না,আমি তোমাকে একা যেতে

দেব না।আমিও যাচ্ছি তোমার সাথে।”

জ্যাসপার ফিওনার মুখের দিকে তাকিয়ে মৃদু হাসলো। ফিওনার এই জেদ আর ভালোবাসা তার হৃদয়ে স্পর্শ করল।

“তুমি জানো,আমি খুব জেদি,তাই আমাকে থামানোর চেষ্টা কোরো না,”ফিওনা দৃঢ় কণ্ঠে বলল।

ফিওনার সাহায্যে জ্যাসপার ধীরে ধীরে এগিয়ে চলল।দুজন একসাথে তাঁবু থেকে বেরিয়ে পড়ল খাবারের সন্ধানে, জ্যাসপারের হাত ফিওনার কাঁধে জড়ানো,আর ফিওনার মুখে একরাশ দৃঢ় সংকল্প।সকালে কিছু ফল খেয়েই তারা ক্ষুধা মেটালো, কিন্তু দুপুরে ভারি কিছু খাওয়া দরকার ছিল। এরই মধ্যে ফিওনা বুঝলো যে তার গোসল করাটাও খুব

প্রয়োজন। দ্বীপের ছোট লেকের দিকে এগিয়ে গেল সে। লেকের স্বচ্ছ জল দেখে ফিওনার মন ভরে উঠলো।

ফিওনা লেকে নেমে পড়ল, আর জ্যাসপার কিছুটা দূরে একটি বড় পাথরের ওপর বসে তাকে দেখছিল। ফিওনা জলের ছোঁয়ায় বেশ আনন্দ পেয়ে কয়েকবার মজা করে

জ্যাসপারের দিকে পানি ছিটিয়ে দিল।

জ্যাসপার হেসে বলল, “এখন যদি আমি পুরোপুরি সুস্থ থাকতাম, তবে তোমাকে দেখিয়ে দিতাম আসল মজা কাকে বলে!”ফিওনা হেসে বলল, “তাহলে তো তুমি জিততে, তাই এখনই সুযোগ নিয়ে নিচ্ছি!”

ফিওনা আরও কিছুক্ষণ লেকে মজা করে গোসল করল। জলের

ছিটেফোঁটা আর ফিওনার হাসির শব্দে চারপাশটা আরও প্রাণবন্ত হয়ে উঠল। জ্যাসপার একদিকে ফিওনার আনন্দ উপভোগ করছিল, আর অন্যদিকে তার নিজের কষ্ট ভুলে যাওয়ার চেষ্টা করছিল।

ফিওনা গোসল শেষে সেই ব্যাগ থেকে একটি হালকা গোলাপী রঙের হাঁটু পর্যন্ত ফ্লাফি ফ্রক বের করে পরে নিলো। পোশাকটি তার গায়ে

খুব মানিয়ে গিয়েছিল। ফিওনা পোশাক পরে জ্যাসপারের সামনে এসে ঘুরে ঘুরে দেখাল এবং বলল, “কেমন লাগছে আমাকে?”

জ্যাসপার এক মুহূর্ত ফিওনার দিকে তাকিয়ে থাকলো, তারপর হালকা হাসি দিয়ে বলল, “বিউটিফুল! তুমি যেন কোনো স্বর্গের রাজকুমারী।”

ফিওনা এই কথা শুনে হেসে ফেলল।

তারপর সে দৃঢ়ভাবে বলল, “আজকে আমি মাছ ধরবেই ধরব!” এবং পুনরায় জাল হাতে নিয়ে লেকের দিকে এগিয়ে গেল।এদিকে জ্যাসপার তাঁবুতে বসে তার কাজ করছিল। তার সামনে ছিল সেই ঝুড়ি, যেটা লিটল এঞ্জেল সেইদিন দিয়েছিল। ঝুড়িতে দ্বীপের বিশেষ কিছু ফুল ছিল, যেগুলো কখনোই শুকায় না। জ্যাসপার মনের আনন্দে

সেই ফুলগুলো দিয়ে একটি সুন্দর ক্রাউন বানাতে লাগলো, তার মুখে এক অদ্ভুত প্রশান্তির ছাপ।

জ্যাসপার ধীরে ধীরে কাজটি করছিলো,যেন প্রতিটি ফুল সঠিক জায়গায় থাকে।একেকটা ফুল হাতে নিয়ে ডাঁটা পেঁচিয়ে লতাপাতার মধ্যে গেঁথে দিচ্ছিলো।দ্বীপের এই বিশেষ ফুলগুলোর সুবাস তাঁবুর ভেতর ছড়িয়ে পড়ছিল।ফুলগুলো এতটাই

উজ্জ্বল আর প্রাণবন্ত ছিল যে মনে হচ্ছিল যেন কোনো জাদুর স্পর্শে সেগুলো তৈরি হয়েছে।

জ্যাসপার কষ্ট করে লতাপাতার ডাঁটাগুলোকে শক্তভাবে বাঁধছিলো যাতে ক্রাউনটি ভেঙে না যায়।মাঝে মাঝে সে ক্রাউনটি তুলে নিজের সামনে ধরে দেখছিলো,যেন নিশ্চিত হতে পারেন যে এটি যথেষ্ট সুন্দর হচ্ছে।ক্রাউনটির মাঝখানে একটি

বড় সাদা ফুল রাখলো,আর চারপাশে গোলাপী আর নীল ফুলগুলো সাজিয়ে দিলো।

তাঁবুর বাইরে থেকে ফিওনার হাসির শব্দ ভেসে আসছিল,যা জ্যাসপারকে আরও মনোযোগী করে তুলেছিল।সে জানতো, এই ছোট্ট উপহারটি ফিওনার মুখে হাসি ফোটাবে। শেষমেশ, জ্যাসপার ক্রাউনটি হাতে নিয়ে একবার গভীরভাবে দেখলো।

তার ঠোঁটের কোণে একটি শান্ত হাসি ফুটে উঠলো।

সে মনে মনে বললো, “হামিংবার্ড,এই ক্রাউনটি তোমার জন্যই,যেমনটা তুমি—অনন্য এবং সুন্দর।”ফিওনা আনন্দে ঝলমল করছিল।তার একজোড়া মাছ ধরার সাফল্য যেন তাকে নতুন উচ্ছ্বাসে ভরিয়ে দিয়েছিল।“প্রিন্স, দেখো! আজকে কত বড় দুটো মাছ

পেয়েছি!”বলে ফিওনা খুশিতে জোরে জোরে ডাকলো।জ্যাসপার তাঁবুর সামনে বসে হাসিমুখে দেখছিল তার হামিংবার্ডের উচ্ছ্বাস।

ফিওনা তাঁবুর পাশের মাটিতে কয়েকটি গরম মশলার গাছ লক্ষ্য করেছিল।সে দ্রুত সেগুলো তুলে আনলো।দুটি পাথর নিয়ে গাছের পাতা আর ছোট ছোট লতাগুলো মসৃণ করে পিষে মশলা

বানালো,তারপর সে মাছগুলো সুন্দর করে ধুয়ে সেই মশলা মাখিয়ে প্রস্তুতি নিলো বারবিকিউ করার।

ফিওনা পুরো মনোযোগ দিয়ে কাজ করছিল।পাথরের ওপর লতাপাতা পিষে মশলার গন্ধ ছড়িয়ে পড়ছিল। তার নড়াচড়ায় যেন একধরনের ছন্দ ছিল,যা জ্যাসপার মুগ্ধ হয়ে দেখছিল। কিছুক্ষণ পর,ফিওনা যখন বারবিকিউ করতে ব্যস্ত, জ্যাসপার

পেছন থেকে এসে তার হাতে বানানো ক্রাউনটি ফিওনার মাথায় আলতো করে পরিয়ে দিলো।

ফিওনা অবাক হয়ে ঘুরে তাকাল ঔ।

“প্রিন্স,এটা কি?”জ্যাসপার মৃদু হেসে বল সখীলো, “একজন রাজকুমারীর মাথায় ক্রাউনই মানায়।”

ফিওনা ক্রাউনটা হাতে নিয়ে মুগ্ধ হয়ে আলতো হাতে ছুঁয়ে দেখলো। চকচকে ফুলগুলো যেন নিজের গল্প

বলছিলো।সে বিস্ময়ে জিজ্ঞেস করলো,”এটা কোথায় পেলে?”

জ্যাসপার হাসিমুখে বললো,”আমি বানিয়েছি নিজের হাতে।”

ফিওনা অবাক হয়ে তাকালো,”তুমি ক্রাউন বানাতে জানো? তাও এতো সুন্দর?”

জ্যাসপার তার চোখে গভীর মমতা নিয়ে বললো, “হ্যাঁ, আমার কুইনকে

আমার ভালোবাসার মুকুট পরিয়ে দিলাম।”

ফিওনার চোখে জল এসে গেল। সে কিছুক্ষণ ক্রাউনটার দিকে তাকিয়ে থেকে মৃদু স্বরে বললো,”তুমি আমাকে সবসময় এতটা বিশেষ অনুভব করাও,প্রিন্স।”জ্যাসপার মৃদু হাসলো,”কারণ তুমি আমার জন্য সত্যি বিশেষ,হামিংবার্ড।”

ফিওনা ধীরে ধীরে বসা থেকে উঠে দাঁড়ালো।তার চোখে ছিল আবেগের স্রোত কোনো কথা না বলে,সে হঠাৎই জ্যাসপারকে জড়িয়ে ধরলো। জ্যাসপার প্রথমে কিছুটা হতচকিত হয়ে গেলো।কয়েক মুহূর্তের জন্য সে স্তব্ধ হয়ে থাকলো, কিন্তু ফিওনার উষ্ণ আলিঙ্গন তার হৃদয়কে নাড়া দিলো। ধীরে ধীরে,তার শক্ত হাতে

সে ফিওনাকে নিজের দিকে আরও শক্ত করে টেনে নিলো।

এভাবে দু’জনেই নির্বাক হয়ে দাঁড়িয়ে রইলো,যেন সময় থেমে গেছে। বাতাসে যেন এক গভীর শান্তি নেমে এলো,আর তাদের হৃদয় একসাথে স্পন্দিত হচ্ছিল।

“প্রিন্স,আই লাভ ইউ সো মাচ,”ফিওনা ফিসফিস করে বললো। জ্যাসপার তখন শান্ত কণ্ঠে বললো

“আই লাভ ইউ মোর দ্যান ইউ।”বিকেলে জ্যাসপার পুনরায় দ্বীপের ছোট পাহাড়ের চূড়ায় দাঁড়ালো। স্মার্ট ঘড়ির সাহায্যে সে আজকে আবার সিগন্যাল পাঠালো। আশ্চর্যজনকভাবে, সিগন্যাল পাঠানোর পরপরই রেসপন্স এলো। সেদিনের সিগন্যাল পাঠানোর পর মিস্টার চেন শিং-এর বন্ধু হুয়াং ঝি

তার মোবাইলটি নিয়ে চেন শিং-এর কাছে পৌঁছে দিয়েছিল।

মিস্টার চেন শিং তখন কিছুটা সুস্থ হলেও মন থেকে ভেঙে পড়েছিলেন। ফিওনার নিখোঁজ হওয়ার পর থেকে তিনি আর এক মুহূর্তও শান্তিতে ছিলেন না। মিস ঝাংও তার পাশে ছিলেন, কিন্তু তিনিও খাবার-দাবার প্রায় ছেড়ে দিয়েছিলেন। চেন শিং-এর শারীরিক অবস্থার অবনতি

হওয়ায় তাকে জোর করে ঔষধ এবং খাবার খাওয়ানো হয়েছিল।

সেই সময় চেন শিং-এর হাতেই মোবাইল ছিল। জ্যাসপারের সিগন্যাল পৌঁছানো মাত্রই তিনি তা পেয়ে যান। সঙ্গে সঙ্গেই তিনি তার বন্ধু হুয়াং ঝিকে ফোন করে দ্রুত ল্যাবে যাওয়ার নির্দেশ দেন। “তোমাকে এখনই ল্যাবে যেতে হবে। আমাদের নতুন সিগন্যাল

এসেছে, সম্ভবত ফিওনার ব্যাপারে!”হুয়াং ঝি সময় নষ্ট না করে ল্যাবের উদ্দেশ্যে রওনা দিলেন। চেন শিং-এর মনে তখন নতুন করে আশা জেগে উঠেছিল, কিন্তু সেই আশার সাথে মিশে ছিলো এক ধরনের আতঙ্ক—জ্যাসপার কি ফিওনাকে নিরাপদে রেখেছে?

ল্যাবে পৌঁছে মিস্টার চেন শিং এবং তার বন্ধু হুয়াং ঝি আর বিশেষ টিম

মিলে জ্যাসপারের পাঠানো সিগন্যালের মাধ্যমে লোকেশন ট্র্যাক করতে সক্ষম হয়।তারা জানতে পারে যে সিগন্যালটি আসছে প্রশান্ত মহাসাগরের পাশে অবস্থিত একটি গোপন দ্বীপ,যা লুনার দ্বীপ নামে পরিচিত।

মিস্টার চেন শিং সিগন্যাল বিশ্লেষণ করে নিশ্চিত হন যে জ্যাসপার পৃথিবী থেকেই সিগন্যাল পাঠাচ্ছে।

এর মানে হতে পারে,জ্যাসপার ফিওনাকে বাঁচিয়ে ফেলেছে এবং তাকে সেই দ্বীপে নিয়ে গেছে।আশার আলো দেখতে পেয়ে তিনি দ্রুত লুনার দ্বীপে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নেন। তবে তার বন্ধু হুয়াং ঝি সতর্ক করে জানায়,"লুনার দ্বীপ কোনো সাধারণ দ্বীপ নয়।সেখানে পৌঁছাতে বিশেষ ধরনের প্রস্তুতি লাগবে।দ্বীপটি এমনভাবে সুরক্ষিত এবং বিচ্ছিন্ন যে,

সাধারণ জাহাজ বা প্লেন সেখানে যেতে পারবে না।সেই দ্বীপের চারপাশে প্রচণ্ড জলপ্রবাহ,তীব্র বাতাস আর রহস্যময় পরিবেশ রয়েছে।এছাড়া দ্বীপের অভ্যন্তরে কী আছে,তা কেউ জানে না।”

মিস্টার চেন শিং চিন্তিত হয়ে পড়েন কিন্তু ফিওনার জন্য যেকোনো ঝুঁকি নিতে প্রস্তুত ছিলেন। “প্রস্তুতি নাও। যেভাবেই হোক,আমাকে লুনার দ্বীপে

পৌঁছাতে হবে।ফিওনা আমার একমাত্র নাতনি,আমি তাকে এভাবে সেখানে ফেলে রাখতে পারিনা।”হুয়াং ঝি দ্রুত বিশেষ একটি টিম তৈরি করার ব্যবস্থা করেন। সেই টিমে থাকবে দক্ষ পাইলট,নেভিগেটর,এবং সমুদ্র অভিযানের অভিজ্ঞ বিজ্ঞানীরা।লুনার দ্বীপে পৌঁছানোর জন্য একটি বিশেষ

যান প্রস্তুত করতে হবে,যা ওই প্রতিকূল পরিবেশে চলতে পারবে।
চেন শিং একদিকে টিমের প্রস্তুতির দিকে নজর রাখছেন, অন্যদিকে তিনি মনে মনে প্রার্থনা করছেন,”ফিওনা,তুমি বেঁচে থেকো। আমি আসছি তোমাকে নিতে।”এদিকে জ্যাসপার স্মার্ট ঘড়ির মাধ্যমে রেসপন্স পায় যে মিস্টার চেন শিং তার পাঠানো সিগন্যাল

পেয়েছে।তবে অদ্ভুতভাবে,এই খবর তার মনকে স্বস্তি দিতে পারলো না। বরং,এক ধরণের অজানা শূন্যতা তাকে গ্রাস করলো।

সে জানে,মিস্টার চেন শিং লুনার দ্বীপে আসতে হয়তো কিছু সময় নেবে।এই সময়টুকু জ্যাসপার মনে মনে ঠিক করে নিলো,ফিওনার সাথে প্রতিটি মুহূর্তকে বিশেষ করে তুলবে।

জ্যাসপার নিজেকে বললো, “যদি এটাই আমার ফিওনার সাথে শেষ দিনগুলো হয়,তবে আমি আমার সব ভালোবাসা, সব অনুভূতি তাকে উজাড় করে দেবো।কোনো আড়াল থাকবে না,কোনো সংকোচ থাকবে না।হামিংবার্ড!”ডিজার্ভস টু নো হাও মাচ শি মিনস টু মি”জ্যাসপার দ্রুত তাঁবুর দিকে চলে গেলে,সে সেই মুহূর্তে ফিওনার দিকে তাকালো,যে

তখন কিছু গাছের পাতা থেকে হাত পাখা বানাচ্ছিলো।তার চঞ্চল চোখ আর মিষ্টি হাসি দেখে জ্যাসপারের মনে হলো,পৃথিবীতে এমন সুন্দর আর কিছুই নেই।

“হামিংবার্ড,”জ্যাসপার তার দিকে এগিয়ে গিয়ে মৃদু স্বরে বললো,”চলো,আজ আমরা সারা দ্বীপ ঘুরে বেড়াই।আমি তোমাকে এমন কিছু দেখাবো,যা তুমি কোনোদিন

ভুলতে পারবে না।”ফিওনা হাসিমুখে মাথা নাড়লো।সে বুঝতে পারলো না জ্যাসপারের ভেতরে কী গভীর এক ভালোবাসার ঢেউ উঠছে। জ্যাসপার ঠিক করলো,যতক্ষণ এই সময় তার হাতে আছে, ততক্ষণ ফিওনার জন্য পৃথিবীর সবচেয়ে সুন্দর মুহূর্তগুলো তৈরি করবে।ল্যাবের আলো নিভু নিভু হয়ে জ্বলছে।বিশাল স্ক্রিনে লুনার দ্বীপের স্যাটেলাইট ইমেজ

ফুটে উঠেছে।মিস্টার চেন শিং গভীর মনোযোগে স্ক্রিনের দিকে তাকিয়ে আছেন।তার পাশে হুয়াং ঝি একটি ট্যাবলেটে দ্রুত নোট নিচ্ছে। পরিস্থিতি জটিল হয়ে উঠছে।

“এই দ্বীপে পৌঁছানো সহজ নয়। এখানে প্রবল ঘূর্ণিঝড় এবং অনবরত ইলেকট্রোম্যাগনেটিক তরঙ্গ বিচ্ছুরিত হচ্ছে,”হুয়াং ঝি তার নোট দেখে বলল।

চেন শিং দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন,”আমাদের এমন একটা হেলিকপ্টার দরকার যা এই বৈরী পরিবেশে টিকে থাকতে পারে।কিন্তু আমরা যদি এখনই তৈরি করতে বসি,তাহলে অন্তত ১৫ দিন সময় লাগবে। আমাদের হাতে এতো সময় নেই।”হুয়াং ঝি কিছুক্ষণ চুপ করে রইল।হঠাৎ তার মুখে একরকম

উত্তেজনার ঝিলিক দেখা গেল।”লি ওয়েন!”

“লি ওয়েন?”চেন শিং ভ্রু কুঁচকে তাকালেন।

“হ্যাঁ,আমার এক বন্ধু।সে একসময় আমার সঙ্গে গবেষণায় ছিল।তার কাছে এমন একটি হেলিকপ্টার রয়েছে যা দুর্গম অঞ্চলে যাওয়ার জন্য তৈরি।এটা তার প্রোটোটাইপ,নাম’সাইলেন্ট স্টর্ম’।এই

হেলিকপ্টারটি স্টেলথ মোডে কাজ করতে পারে,দুর্যোগপূর্ণ আবহাওয়ায় উড়তে সক্ষম,এবং বৈদ্যুতিক তরঙ্গ এড়াতে এর একটি শক্তিশালী শিল্ড রয়েছে।তবে...”

চেন শিং ধৈর্যহীনভাবে জিজ্ঞেস করলেন,”তবে কী?”“লি ওয়েন সহজে তার প্রযুক্তি অন্যের হাতে তুলে দেয় না।ওর কাছে এই প্রোটোটাইপ তার সবচেয়ে বড়

আবিষ্কার।আমি নিশ্চিত,শুধু কথার জাদুতে ওকে রাজি করানো যাবে না।”

চেন শিং মুহূর্তের জন্য চুপ থেকে বললেন,”আমাদের তাকে বোঝাতে হবে।তাকে বলতে হবে,এই মিশন শুধু আমাদের জন্য নয়,মানবজাতির জন্য।লুনার দ্বীপের রহস্য তার গবেষণারও এক বিশাল সাফল্য এনে দিতে পারে।”

হুয়াং ঝি হেলিকপ্টারেএর বর্ননা দিতে লাগলেন।

‘সাইলেন্ট স্টর্ম’একটি হাইব্রিড হেলিকপ্টার।এটি ইলেকট্রোম্যাগনেটিক শিল্ডিং প্রযুক্তি দ্বারা সুরক্ষিত,যা বৈদ্যুতিক ঝড় এবং চৌম্বকীয় তরঙ্গ থেকে সুরক্ষা দেয়। এতে স্টেলথ মোড রয়েছে,যা রাডার এবং অন্যান্য ট্র্যাকিং ডিভাইস থেকে অদৃশ্য থাকতে সাহায্য করে।এর

অটো-ব্যালেন্সিং সিস্টেম রয়েছে, যা প্রাকৃতিক দুর্যোগের মধ্যেও স্থিতিশীলভাবে উড়তে পারে। হেলিকপ্টারটি ৪০০ নটিক্যাল মাইল/ঘণ্টা গতিতে চলতে পারে এবং একটানা ১৮ ঘণ্টা উড্ডয়ন সক্ষম।ভিতরে রয়েছে একটি ছোট গবেষণা ল্যাব এবং উন্নত চিকিৎসা সরঞ্জাম।

মিস্টার চেন শিং অবাক হয়ে শুনলেন,আর বিবরন শুনে বুঝতে পারলেন হেলিকপ্টারটা কোনো সাধারণ হেলিকপ্টার না।

হুয়াং ঝি বলল,”আমি লি ওয়েনের সঙ্গে কথা বলার চেষ্টা করব,তবে সহজ হবে না।সে খুবই গোপনীয় স্বভাবের মানুষ।”

চেন শিং দৃঢ় কণ্ঠে বললেন,”আমাদের চেষ্টা করতে

হবে। এখানে শুধুমাত্র ফিওনার জীবন বাঁচানোর প্রশ্ন।দিনের শুরুতেই জ্যাসপার ফিওনাকে বলেছিল, “আজকে তোমাকে দেখাবো এই দ্বীপের এমন সব জায়গা,যা তুমি স্বপ্নেও ভাবতে পারো না।”

ফিওনা একটু অবাক হয়ে বলেছিল,”তাহলে চলো,আমাকে অবাক করাও!”

জ্যাসপার প্রথমেই ফিওনাকে নিয়ে গেলো এক মিষ্টি পানির ঝর্ণার কাছে।ঝর্ণার পানির স্ফটিক স্বচ্ছ ধারা সূর্যের আলোয় রঙিন হয়ে উঠছিল।ফিওনা হাঁটুগেড়ে বসে ঝর্ণার পানিতে হাত ডুবিয়ে বললো,"এত ঠাণ্ডা,এত মিষ্টি পানি আমি কখনো ছুঁয়েও দেখিনি।"

পাশেই জ্যাসপার হাসছিলো,"এটা শুধু এই দ্বীপেই পাওয়া যায়।এখানে

কোনো কিছুই সাধারণ নয়,হামিংবার্ড।”

পরবর্তী ধাপ ছিল দ্বীপের এক ফলের বাগান।জ্যাসপার ফিওনাকে পরিচয় করিয়ে দিলো গোলাপি রঙের ছোট্ট একটা ফলের সঙ্গে। ফিওনা ফলটি হাতে নিয়ে বললো,“এটা দেখতে একেবারে ক্যান্ডির মতো।খেতে কেমন?”

জ্যাসপার মুচকি হেসে বললো,”তুমি খেয়ে দেখো,তারপর বলো কেমন।”

ফিওনা ফলটা মুখে দেয়ার পর বিস্মিত হয়ে বললো,”এটা তো মধুর মতো মিষ্টি!কিন্তু সাথে একটা হালকা ফুলের গন্ধও আছে।”

জ্যাসপার হেসে বললো,”এটা আমাদের প্রিয় ‘অ্যাম্ব্রোসি ফ্রুট’।কিন্তু আরেকটা মজার ব্যাপার আছে।”

এরপর জ্যাসপার আরেকটা ছোট ফল তুলে ফিওনার দিকে বাড়িয়ে দিলো।ফিওনা মজা করে ফলটা মুখে পুরে অর্ধেক ঠোঁটের বাইরে রাখলো। জ্যাসপার তার মুখ থেকে বাকি অর্ধেক ফলটা খেয়ে নিলো।ফিওনা লজ্জায় বললো,

“তুমি সবসময় এমন অদ্ভুত কাজ করো কেনো?”জ্যাসপার একটু চুপ করে মুচকি হেসে বললো,”তোমার

সাথে থাকলে আমার অদ্ভুত হতে ইচ্ছা করে।”

দ্বীপের গভীরে নিয়ে যাওয়ার পর জ্যাসপার ফিওনাকে দাঁড় করালো এক দৃষ্টিনন্দন ফুলের গাছের সামনে।গাছটা যেন হাজার হাজার রঙিন ফুলে ভরে ছিলো।ফিওনা মুগ্ধ হয়ে বললো,”এটা তো স্বপ্নের মতো সুন্দর।”

জ্যাসপার কিছু না বলেই গাছটা ঝাঁকিয়ে দিলো।

মুহূর্তেই সেই ফুলগুলো ঝরে পড়ে ফিওনার ওপর।তার চুল, হাত,আর জামা ফুলে ভরে গেলো।ফিওনা কিছুটা চমকে উঠলেও হাসতে হাসতে বললো,"তুমি এটা ইচ্ছে করেই করলে,তাই না?"

জ্যাসপার হেসে বললো,”তোমার তো ফুলের রানী হওয়া উচিত।তাই তোমাকে সাজিয়ে দিলাম।”

দিনশেষে,সূর্যটা যখন আকাশের গাঢ় লাল রঙে রাঙিয়ে দিচ্ছিলো, জ্যাসপার ফিওনার দিকে তাকিয়ে বললো,

“ফিওনা,এই দ্বীপে তুমি এসেছো বলেই এর সৌন্দর্য যেন আরও বেড়ে গেছে।”

ফিওনা একটু লজ্জা পেয়ে বললো,”তুমি সবসময় এমন কথা বলো কেন?আমি তো শুধু একজন সাধারণ মেয়ে।”

জ্যাসপার মৃদু গলায় বললো,”তুমি সাধারণ নও।তুমি আমার মহাবিশ্বের সবচেয়ে অসাধারণ জিনিস।”সারাদিনের ক্লান্তি সত্ত্বেও ফিওনার মন যেন শান্তি খুঁজে পাচ্ছিলো না।দ্বীপের ছোট পাহাড়ের

চূড়া থেকে দূরের প্রশান্ত মহাসাগরের ঢেউগুলো দেখে তার মনের অস্থিরতা আরও বেড়ে যাচ্ছিলো।পিছনে দাঁড়িয়ে থাকা জ্যাসপারের নিঃশব্দ উপস্থিতি তাকে আরও বেশি প্রশ্ন করতে উৎসাহিত করলো।

হঠাৎ ফিওনা ঘুরে দাঁড়ালো।তার চোখে ছিলো গভীর এক প্রশ্ন,আর গলায় একধরনের দৃঢ়তা।”তুমি

আমাকে ভেনাসে অস্বীকার করেছিলে কেনো?” ফিওনার কণ্ঠ ভারী ছিলো।”আমি কিন্তু এখনো সব মনে রেখেছি।তুমি বলেছিলে,তুমি আমাকে ভালোবাসো না।যদিও আমি কখনোই সেটা বিশ্বাস করিনি।”জ্যাসপার প্রথমে কিছু বললো না।সে গভীরভাবে ফিওনার দিকে তাকিয়ে রইলো।তার মুখের মধ্যে কষ্টের ছাপ স্পষ্ট। এক গভীর নিঃশ্বাস নিয়ে সে

বললো,”হামিংবার্ড,আমি যা করেছিলাম,সবটাই তোমার সুরক্ষার জন্য।আমার ভালোবাসার চেয়েও তোমার নিরাপত্তা আমার কাছে বেশি গুরুত্বপূর্ণ ছিলো।”

ফিওনা একটু অবাক হয়ে বললো,”তুমি ভাবলে কি করে আমি তোমার কাছ থেকে দূরে গেলে নিরাপদ থাকবো?

আমি সবচেয়ে নিরাপদ তোমার কাছেই থাকবো।”

জ্যাসপার কিছুক্ষণ চুপ করে থাকলো।তারপর সে বললো,”না হামিংবার্ড,আমার কাছে থাকাই তোমার সবচেয়ে বড় বিপদ।আমি চেয়েছিলাম তুমি আমাকে ঘৃণা করো,আমাকে ভুলে যাও।কারণ আমি জানতাম,আমার ভালোবাসা তোমার জীবনে অন্ধকার নিয়ে

আসতে পারে,তার প্রমান ইতিমধ্যে পেয়েছো দুবার।”ফিওনার চোখে তখন অশ্রু চিকচিক করছিলো।তার কণ্ঠ কেঁপে উঠলো,”তুমি কি সত্যিই ভেবেছিলে,আমি তোমাকে ঘৃণা করতে পারতাম?যাকে একবার ভালোবাসা যায়,সে শত আঘাত দিলেও ঘৃণা করা যায় না।আর আমি জানতাম,তুমি কোনো না কোনো কারনেই এমনটা করেছো আর তার

পেছনে তোমার নিজের কষ্ট লুকিয়ে আছে।আমার বিশ্বাস ছিলো, তুমি আমাকে কখনোই সত্যিকারের কষ্ট দেবে না।”

জ্যাসপার গভীরভাবে ফিওনার চোখে তাকালো।সে অনুভব করলো,এই মেয়েটি তার জীবনে সেই আলো যা তার অন্ধকার মহাবিশ্ব আলোকিত করতে পারে।

সন্ধ্যার আলো তখন ম্লান হয়ে আসছে,মহাসাগরের ঢেউগুলো একঘেয়ে শব্দে দ্বীপের পাড়ে আছড়ে পড়ছিল।বাতাসে ছিলো একধরনের অদ্ভুত প্রশান্তি।জ্যাসপার আর ফিওনা পাহাড়ের চূড়ায় দাঁড়িয়ে।

হঠাৎই জ্যাসপার গভীর কণ্ঠে বললো,"তুমি আমাকে কতটুকু বিশ্বাস করো?"

ফিওনা কিছু বললো না।শুধু মৃদু হেসে তার হালকা বাদামি চোখে এক অদ্ভুত রহস্যময়তা ফুটে উঠলো।কিছুক্ষণ চুপ থেকে সে হঠাৎই পাহাড়ের কিনারায় গিয়ে দাঁড়ালো। জ্যাসপারের দিকে এক পলক তাকিয়ে,চোখ বন্ধ করলো, আর পরের মুহূর্তে নিজেকে শূন্যে ছেড়ে দিলো।জ্যাসপারের হৃদপিণ্ড যেন এক মুহূর্তের জন্য থেমে

গেলো। সময় যেন স্থির হয়ে গিয়েছিল।কিন্তু সে এক মুহূর্তও দেরি না করে নিজেকে মানব রূপে রেখেই নিচে ঝাঁপ দিলো।তীব্র বাতাসকে চিরে,সে দ্রুতগতিতে ফিওনার দিকে পৌঁছালো। ফিওনার কোমর আঁকড়ে ধরে,সে তাকে শক্ত করে নিজের বুকে টেনে নিলো।

ফিওনা চোখ খুলে তাকালো।তার সামনে জ্যাসপারের উদ্বিগ্ন মুখ,চোখে

যেন এক ধরণের অস্থিরতা।কিছু না বলে, জ্যাসপার মুহূর্তের মধ্যে ড্রাগন রূপে রূপান্তরিত হলো।তার বিশাল ডানাগুলো বাতাসে ছড়িয়ে পড়লো। শক্তিশালী ডানার ঝাপটায় বাতাস চিরে সে ধীরে ধীরে ফিওনাকে নিরাপদে পাহাড়ের চূড়ার মিটিয়ে নামলো।

জ্যাসপার ফিওনার দিকে তাকিয়ে রাগ মেশানো কণ্ঠে বললো,"তুমি কি

পাগল?নিজের জীবন নিয়ে এমন খেলা করো কেন?”ফিওনা শান্তভাবে জ্যাসপারের দিকে তাকিয়ে বললো,”তুমিই তো জানতে চেয়েছিলে,আমি তোমাকে কতটা বিশ্বাস করি। ঠিক এতটাই যে নিজের জীবন তোমার হাতে তুলে দিতে পারি।কারণ আমি জানি,তুমি কখনো আমাকে হারাতে দেবে না।”

জ্যাসপার তার দিকে তাকিয়ে রইলো।তার সবুজ চোখে যেন এক অজানা অনুভূতির ঢেউ খেলে গেলো।এই মেয়েটির ভালোবাসা আর বিশ্বাস যেন তাকে স্তব্ধ করে দিয়েছে।

“তুমি আমাকে বোঝা বন্ধ করো,হামিংবার্ড।” তার কণ্ঠ এবার অনেকটা কোমল।

ফিওনা হেসে বললো,”তুমি কি সত্যিই তাই চাও প্রিন্স?”

জ্যাসপার কোনো উত্তর দিলো না। শুধু নিঃশব্দে ফিওনার পাশে দাঁড়িয়ে আকাশের দিকে তাকিয়ে থাকলো,যেখানে তারা আর মেঘের আড়ালে নতুন এক গল্প লিখতে শুরু করেছে।রাতের আকাশে চাঁদের আলো ছড়িয়ে পড়েছে,আর মহাসাগরের ঢেউগুলো যেন সেই

আলোর প্রতিফলনে মৃদু সুর তুলেছে।ফিওনা চুপচাপ জ্যাসপারের পেছনে দাঁড়িয়ে ছিলো। হঠাৎই,সে পেছন থেকে জ্যাসপারকে শক্ত করে জড়িয়ে ধরলো।তার গলায় আবেগ ঝরে পড়লো।

“প্রিন্স,”ফিওনা বললো,”তুমি আমাকে কথা দাও।তুমি আর কোনোদিন আমাকে কষ্ট দেবে

না,তোমার থেকে দূরে সরিয়ে দেবে না?”

জ্যাসপার ধীরে ধীরে ঘুরে দাঁড়ালো। তার সবুজ চোখে গভীর ভালোবাসা ফুটে উঠেছে।ফিওনার গাল দু’টো ধরে,মৃদু কিন্তু দৃঢ় কণ্ঠে বললো,”এই তোমাকে ছুঁয়ে প্রমিস করছি, হামিংবার্ড।আর কখনো তুমি আমার জন্য কষ্ট পাবে না।আর কখনো আমাকে ভেবে তুমি কাঁদবে না।আর

কখনো আমার কারণে তোমার হৃদয়ে কোনো আঘাত আসবে না। আমি শত কষ্ট বা আঘাত পেলেও,তোমাকে সুখে রাখব।তোমার হাসি আমার কাছে সবচেয়ে দামি। এই প্রমিস রাখার জন্য আমি যেকোনো কিছু করতে পারি।”

ফিওনার চোখ ভিজে গেলো।সে খুশিতে জ্যাসপারকে আরো শক্ত করে জড়িয়ে ধরলো।তার হৃদয় যেন

আনন্দে ভরে গেলো।জ্যাসপারও ফিওনাকে শক্ত করে জড়িয়ে ধরে বললো,”তুমি আমার জীবনের সবচেয়ে মূল্যবান অংশ, হামিংবার্ড। তোমার হাসিই আমার সবকিছু।আমি যতক্ষণ বেঁচে আছি,তোমার কোনো ক্ষতি হতে দেবো না।”

চাঁদের আলোয় তারা দুজন যেন একে অপরের মাঝে নিজেদের পুরো পৃথিবী খুঁজে পেয়েছিল।ওই মুহূর্তে

তাদের ভালোবাসা আরও গভীর হয়ে উঠলো,যা কোনো কষ্ট বা দুর্যোগ কখনো ভাঙতে পারবে না।

ফিওনা একপলক জ্যাসপারের দিকে তাকালো।তার চোখে মিশে ছিলো কৌতূহল আর খুনসুটি।সে ধীরে ধীরে নিজের পা দুটো আলগা করলো,জ্যাসপারের দিকে ঝুঁকে তার ঠোঁটে চুমু দিতে উদ্যত হলো।কিন্তু জ্যাসপার,যেন সবটা আঁচ করে,

ইচ্ছে করেই নিজের মাথা আরো উঁচু করে ফেললো।

ফিওনা ভ্রু কুঁচকে হালকা বিরক্তি নিয়ে বললো,”তুমি কি জানো,তুমি খুবই বেয়াদপ?”জ্যাসপার হাসলো,তার চোখে দুষ্টুমি ঝিলিক দিলো।”তোমার কাছে এত সহজেই হারবো,এমনটা ভেবেছিলে?”তার কণ্ঠে ছিলো এক অদ্ভুত তাচ্ছিল্যের

মিশেল,কিন্তু তাতে ভালোবাসার আভাস ছিল স্পষ্ট।

ফিওনা কিছুক্ষণ তার দিকে তাকিয়ে রইলো, তারপর নিজের হাত দুটো বাড়িয়ে জ্যাসপারের গলায় ঝুলে পড়লো।এবার একেবারে তার চোখের সামনে মুখ নিয়ে বললো,"তোমার অহংকার ভাঙা আমার কাজ।"

জ্যাসপার এবার আর পালানোর সুযোগ পেলো না।ফিওনা তার ঠোঁট ছুঁয়েই চুমু খেয়ে নিলো মুহূর্তটা যেন থেমে গেলো। জ্যাসপার আর কোনো প্রতিরোধ করলো না।বরং সে ধীরে ধীরে তার হাত তুলে ফিওনাকে আরো কাছে টেনে নিলো। গভীর ভালোবাসা আর কোমল স্পর্শে তার বাহুতে ফিওনাকে আবদ্ধ করলো।

ফিওনা নিজের চোখ বন্ধ করে জ্যাসপারের সঙ্গ উপভোগ করছিলো।সেই মুহূর্ত যেন শুধু তাদের জন্য তৈরি হয়েছিল—কোনো শব্দ,কোনো বাধা তাদের স্পর্শ করতে পারছিল না।একসময় জ্যাসপার ফিসফিস করে বললো,”হামিংবার্ড!

তুমি জানো,এই মুহূর্তগুলো আমাকে কেমন করে বদলে দিচ্ছে,যে আমি

হৃদয়হীন ছিলাম,তুমিই তাকে ভালোবাসা দিয়ে পূর্ণ করেছো।”

ফিওনা তার কাঁধে মাথা রেখে মৃদু হেসে বললো,”তুমি কখনোই হৃদয়হীন ছিলে না,প্রিন্স।শুধু তোমার হৃদয়কে ভালোবাসার পথ দেখানোর জন্য কাউকে দরকার ছিল। আমি তো তাই,তাই না?”

জ্যাসপার তার চিবুক তুলে ধরে গভীর চোখে তাকিয়ে বললো,”তুমি

শুধু আমার হৃদয় দেখাওনি,তুমি আমার জীবনের মানে।তুমি আমার সবকিছু।”

ফিওনা হাসলো।তার হাসি যেন পুরো দ্বীপে আলো ছড়িয়ে দিলো।সে আলতো করে বললো,”তাহলে কথা দাও,আর কখনো আমাকে ঠেলে দূরে সরিয়ে দেবে না।আমি তোমার কাছে আসতেই জন্মেছি,আমাদের ডেসটিনিতেই আছে কাছে

থাকা।”জ্যাসপার স্নিগ্ধ গলায় বললো,”মাই মুন,মাই নাইট,মাই ভেনাস,মাই ওয়ার্ল্ড,মাই ইউনিভার্স—আই প্রমিস ইউ,আই উইল নেভার লেট ইউ ক্রাই অর সাফার বিকজ অফ মি এগেইন।

জ্যাসপার ফিওনাকে ধীরে ধীরে কোলে তুলে নিলো, যেন তার পৃথিবীটা এখন এই মেয়েটির মাঝে সীমাবদ্ধ। ফিওনা প্রথমে কিছুটা

বিস্মিত হলেও, তার মুখে এক মৃদু হাসি ফুটে উঠলো।

জ্যাসপার তার গভীর সবুজ চোখে ফিওনার দিকে তাকালো,যেন হাজার কথাও এই দৃষ্টির গভীরতা প্রকাশ করতে অক্ষম। এরপর কোনো কিছু না বলে,সে ধীরে ধীরে ফিওনার মুখের দিকে ঝুঁকল।

ফিওনার নিঃশ্বাস তখন থমকে গিয়েছিল।জ্যাসপার তার ঠোঁটকে

ফিওনার ঠোঁটে আলতো করে রাখলো।সেই চুম্বনটা ছিল আবেগে পূর্ণ,গভীর আর নির্ভেজাল।

ফিওনার হাত ধীরে ধীরে উঠে এসে জ্যাসপারের ঘাড়ের চারপাশে জড়িয়ে ধরলো।তাদের মাঝে যেন সময় থমকে গিয়েছিল।চাঁদের আলো তাদের ঘিরে যেন এক অলৌকিক আবেশ তৈরি করেছিল।হুয়াং ঝি পরদিন সকালে লি ওয়েনের কাছে

একটি গোপন মেসেজ পাঠাল। কয়েক ঘণ্টা পর একটি এনক্রিপ্টেড ভিডিও কল এল।লি ওয়েনের তীক্ষ্ণ দৃষ্টি আর দৃঢ় মুখাবয়ব স্ক্রিনে ফুটে উঠল।

“হুয়াং,এতোদিন পর!কী ব্যাপারে যোগাযোগ করছ?”

লি ওয়েন সরাসরি জিজ্ঞাসা করল।

হুয়াং ঝি একটু সংকোচ নিয়ে শুরু করল,”লি,তোমার ‘সাইলেন্ট স্টর্ম’

দরকার।আমাদের একটি বিপজ্জনক মিশন আছে।”“সাইলেন্ট স্টর্ম?”লি ওয়েনের চোখে সন্দেহের ছাপ ফুটে উঠল।”তুমি জানো এটা কতটা গুরুত্বপূর্ণ আমার জন্য। এরকম একটা প্রযুক্তি আমি কারো হাতে তুলে দেব না।”

হুয়াং ঝি চাপা হাসি দিয়ে বলল,”আমি জানি।তবে ভাবো, যদি তুমি আমাদের সাহায্য করো,লুনার

দ্বীপের রহস্য প্রথম তোমার নামের সাথেই জড়িয়ে যাবে।তুমি শুধু একজন বিজ্ঞানীই নও,তুমি হয়ে উঠবে ইতিহাসের অংশ।”

লি ওয়েন কিছুক্ষণ চুপ থেকে বলল,”তুমি জানো,আমি এই ধরনের আবেগী কথায় সহজে প্রভাবিত হই না।তবে ঠিক আছে,আমি এটা ভাড়া দিচ্ছি না।তুমি কী দিতে পারো আমাকে বিনিময়ে?”হুয়াং ঝি আর

চেন শিং একে অপরের দিকে তাকাল।চেন শিং বললেন,”মিস্টার লি,আমরা যা চাইছি,সেটা শুধু আমাদের জন্য নয়।তোমার সাইলেন্ট স্টর্ম লুনার দ্বীপের সত্যিকারের রহস্য উদ্ঘাটনের চাবিকাঠি হতে পারে।সেখানে কিছু এমন তথ্য আছে যা হয়তো মানবজাতির ভবিষ্যৎ পরিবর্তন করতে পারবে।

হুয়াং ঝি শেষমেশ লি ওয়েনকে রাজি করাতে সক্ষম হলো।ফোনের অপরপ্রান্তে কিছুক্ষণ নীরব থাকার পর লি ওয়েন বলল,”ঠিক আছে, আমি তোমাকে ‘সাইলেন্ট স্টর্ম’ দিতে রাজি আছি।তবে মনে রেখো, 1ষএটা এক বিশেষ ধরনের প্রোটোটাইপ।এই হেলিকপ্টার ব্যবহার করার জন্য তোমাদের কিছু নির্দেশ মেনে চলতে হবে।আর যদি

এতে কোনো ক্ষতি হয়,তার জন্য আমি দায়ী নই।”চেন শিং স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে বললেন,”ধন্যবাদ,মিস্টার লি।আমরা তোমার হেলিকপ্টারের যত্নে ব্যাবহার করবো।

লি ওয়েন বললেন,”তোমাদের হেলিকপ্টারটা অত্যন্ত যত্নের সাথে ব্যবহার করতে হবে।এটি আমার সবচেয়ে গোপন প্রোজেক্টগুলোর

একটি।আরেকটি কথা,হেলিকপ্টারটি লুনার দ্বীপ থেকে ফেরত না আসা পর্যন্ত এটি নিয়ে কী করছ, সে বিষয়ে আমাকে নিয়মিত আপডেট দিতে হবে।”

চেন শিং নিশ্চিত করলেন,”তোমার হেলিকপ্টারের কোনো ক্ষতি হবে না।আমরা যত্ন নেব।আর দ্বীপ থেকে ফিরে এর প্রতিটি ডাটা তোমাকে জানাব।”সকাল ছিল স্নিগ্ধ আর

শান্ত।জ্যাসপার ফিওনাকে ডাকলো,”হামিংবার্ড,ওঠো।”

ফিওনা ঘুম ঘুম চোখে জবাব দিলো,”কি হলো প্রিন্স ?এত সকালে ডাকছো কেন?”

জ্যাসপার তার দিকে ঝুঁকে এসে ফিওনার এক গালে আলতো করে চুমু খেয়ে বললো,”গুড মর্নিং,সকাল হয়ে গেছে।এখন উঠো তো।”

ফিওনা ধীরে ধীরে আড়মোড়া ভেঙে উঠে বসলো।তার এক চোখ বন্ধ আর অন্যটা আধখোলা।

জ্যাসপার ফিওনার সেই অবস্থা দেখে হেসে জিজ্ঞেস করলো,"তোমার এমন চোখ বন্ধ-খোলা কেন?"

ফিওনা মিষ্টি হাসি দিয়ে বললো,"এক গালে চুমু দিয়েছো তো, তাই একটা চোখ খুলেছে।"এটা

বলেই সে জ্যাসপারের পায়ের ওপর শুয়ে গালটা সামনে এগিয়ে দিলো।
জ্যাসপার মৃদু হেসে বললো,”ওহ,আমার হামিংবার্ড।”
তারপর সে একদম একসাথে পাঁচটা চুমু দিয়ে দিলো।
ফিওনা নড়েচড়ে উঠে বসে অবাক হয়ে বললো,”এটা আবার কি হলো প্রিন্স?”

জ্যাসপার চটপট উত্তর দিলো,”যাতে আমার হামিংবার্ড একবারেই পুরোপুরি উঠে যায়,তাই একসাথে এতগুলো চুমু দিলাম।”ফিওনা তখন হেসে বললো,”তাহলে বলতে হয়,তুমি চুমু দিয়ে মানুষ জাগানোর নতুন কৌশল আবিষ্কার করেছো!”

ফিওনা তখন অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলো,”সকালে উঠে দেখি তুমি একেবারে সকালের খাবার রেডি

করে ফেলেছো?এটা কি করে সম্ভব?”

জ্যাসপার মৃদু হেসে বললো,”হ্যাঁ,আমি রেডি করে ফেলেছি।তোমাকে ভালো করে খাওয়াতে হবে তো!”

ফিওনা ভ্রু কুঁচকে বললো,”এক সেকেন্ড,তোমার চোখদুটো দেখে তো মনে হচ্ছে তুমি সারারাত ঘুমাওনি। কেন?”

জ্যাসপার হাসি চাপা দিয়ে বললো,”সারারাত তোমাকে দেখেছি,তাই।”

ফিওনার মুখে বিস্ময়ের ছাপ ফুটে উঠলো।

“তোমাকে দেখেছি?মানে?”

জ্যাসপার গভীর দৃষ্টিতে ফিওনার দিকে তাকিয়ে বললো,”তুমি যখন ঘুমিয়ে ছিলে,তোমার মুখের প্রশান্তি দেখে আমার চোখ সরাতে পারিনি।

তোমার প্রশ্বাসের ছন্দ,তোমার মিষ্টি মুখ—সবকিছুই আমাকে মুগ্ধ করে রেখেছিল।তাই ঘুমানোর কথা মনেই আসেনি।”ফিওনা একটু লজ্জায় গালে হাত দিয়ে বললো,”আচ্ছা, ঠিক আছে।কিন্তু একটা কথা বলি?”

জ্যাসপার তার দিকে কৌতূহলী চোখে তাকিয়ে বললো, “বলো,হামিংবার্ড।”

ফিওনা একটু দ্বিধা করে বললো,”তুমি সারারাত আমাকে দেখেছো,তাই না?কিন্তু...আমিও তো সেদিন ঘুমাইনি।আমিও তোমাকে দেখছিলাম।”

জ্যাসপার অবাক হয়ে হাসলো।”তুমি আমাকে দেখছিলে?কেন?”

ফিওনা একদম লজ্জায় মাথা নিচু করে বললো,”কারণ আমি ভাবছিলাম...তুমি যখন ঘুমাও,তখন

তুমি কীভাবে এতটা শান্ত আর সুন্দর দেখতে হও।তাই চোখ বন্ধ করতে পারিনি।”

জ্যাসপার হাসতে হাসতে ফিওনার দিকে ঝুঁকে বললো, “তাহলে আমরা দুজনেই সারারাত ঘুমাইনি,শুধু একে অপরকে দেখেছি?কী অদ্ভুত প্রেমিক-প্রেমিকা আমরা!”

ফিওনা মৃদু হেসে বললো,”অদ্ভুত হোক বা না হোক,আমার মনে হয়

এর চেয়ে সুন্দর কিছু আর হতে পারে না।”

জ্যাসপার ফিওনার কপালে আলতো চুমু দিয়ে বললো,”তুমি ঠিকই বলেছো।আমাদের এই মুহূর্তগুলোই আমার কাছে সবচেয়ে দামি।”পরদিন ভোরে সাইলেন্ট স্টর্ম লি ওয়েনের গোপন হ্যাঙ্গার থেকে বের করা হলো। মসৃণ ধাতব বডি, তীক্ষ্ণ ব্লেড, আর মেশিনের গর্জনে

যেন শক্তি আর আত্মবিশ্বাস মিশে ছিল। ভিতরে অত্যাধুনিক যন্ত্রপাতি সাজানো।লি ওয়েন হেলিকপ্টার চালানোর জন্য সমস্ত প্রয়োজনীয় নির্দেশনা ও ডকুমেন্টেশন দিয়ে দেয়। সাইলেন্ট স্টর্ম প্রস্তুত ছিল যাত্রার জন্য।এবার,হুয়াং ঝি ও চেন শিং সঠিক লোকেশন ট্র্যাক করে লুনার দ্বীপে যাওয়ার পরিকল্পনা চূড়ান্ত করল। তাদের হাতে সময়

অল্প, আর ঝুঁকি ছিল বিশাল। কিন্তু সাইলেন্ট স্টর্মের প্রটেকশন তাদের আত্মবিশ্বাসী করে তুলল।

হেলিকপ্টারে চেপে চেন শিং, হুয়াং ঝি,লুনার দ্বীপের উদ্দেশ্যে রওনা দিল।তাদের মিশন শুরু হলো। সাইলেন্ট স্টর্ম শব্দহীনভাবে আকাশে উঠে পড়ল,যেন এক অদৃশ্য ছায়া। তাদের সেখানে পৌছতে মাত্র তিন ঘন্টা সময় লাগবে।

পথে হুয়াং ঝি গম্ভীর কণ্ঠে বলল,”এখানে কোনো ভুলের জায়গা নেই।আমরা লুনার দ্বীপে যাচ্ছি,কিন্তু কী অপেক্ষা করছে,তা জানি না।এটা শুধুমাত্র বিজ্ঞান নয়,এটা টিকে থাকার লড়াই।”রাতের আকাশে নক্ষত্ররা ঝিকমিক করছে।জ্যাসপার আর ফিওনা দ্বীপের পাথরের ওপর বসে ছিল।ফিওনা জ্যাসপারের কাঁধে মাথা রেখে নিঃশব্দ প্রকৃতির সৌন্দর্য

উপভোগ করছিল।কিন্তু হঠাৎই আকাশে দূরে একটা ছোট আলো দেখে ফিওনার চোখ স্থির হয়ে গেল। “ওটা কী,প্রিন্স?”ফিওনা বিস্মিত গলায় জিজ্ঞেস করলো।

জ্যাসপার আলোকবিন্দুর দিকে তাকিয়ে এক মুহূর্তেই বুঝতে পারলো ওটা হেলিকপ্টার।তার বুকের ভেতরটা হাহাকার করে

উঠলো।সে জানতো,মিস্টার চেন শিং এসে গেছে ফিওনাকে নিয়ে যেতে।
ফিওনার দিকে চোখ না ফিরিয়েই জ্যাসপার শান্ত কণ্ঠে বললো,”হেলিকপ্টার।”
হেলিকপ্টারটা কাছাকাছি আসতেই ফিওনা স্পষ্ট দেখতে পেলো।তার মুখে বিস্ময়ের ছাপ আরও স্পষ্ট হলো।”হেলিকপ্টার?এখানে

হেলিকপ্টার আসলো কীভাবে?আর কারা আসছে?”

জ্যাসপার জানতো,উত্তর দেওয়ার সময় আসেনি।সে নিঃশব্দে ফিওনার পাশে বসে রইলো,তার হৃদয়ে এক অনির্বচনীয় শূন্যতা নিয়ে। হেলিকপ্টারটি দ্বীপের আরও কাছে আসতেই বাতাসে ঝড়ের মতো ঝাপটা শুরু হলো।ফিওনা আর জ্যাসপারের চুল বাতাসে উড়তে

লাগলো।ফিওনা চমকে গেলেও তার চোখে একটা প্রশ্ন ভেসে উঠেছিল,”কে আসছে?”

জ্যাসপার তখন ফিওনাকে ধীরে ধীরে তুলে দাঁড় করালো।তার চোখে এক ধরনের স্থিরতা,যেন সে সবকিছু আগে থেকেই জানে।

হেলিকপ্টারটি দ্বীপে নেমে থামলো,আর দরজা খুলতেই বেরিয়ে এলেন মিস্টার চেন শিং।ফিওনা

প্রথমে হতভম্ব হয়ে দাঁড়িয়ে রইলো,তারপর আনন্দে চিৎকার করে বললো,”গ্র্যান্ডপা!”

ফিওনা খুশিতে দৌড়ে গিয়ে তার গ্র্যান্ডপার বুকে জড়িয়ে ধরলো।চেন শিং ফিওনাকে কাছে টেনে নিয়ে বললেন,”তোমাকে নিতে এসেছি ফিওনা।”

ওদিকে,জ্যাসপার দ্রুত তার স্মার্ট ঘড়িতে একটা সিগন্যাল পাঠালো।

এটা এমন এক সিগন্যাল যা সরাসরি ভেনাসে পৌঁছে তার লোকেশন ট্র্যাক করতে সাহায্য করবে।সে জানে,তার শক্তি এখন কম,একা ভেনাসে ফেরা তার পক্ষে সম্ভব নয়।তাই তার সদস্যদের দ্বীপে আসার জন্য এই সংকেত পাঠালো। জ্যাসপার নিজেই যেন দ্বিধায় ছিল—একদিকে ফিওনাকে নিরাপদে দেখতে চাওয়ার তীব্র ইচ্ছা,আর

অন্যদিকে তাকে ছেড়ে যাওয়ার যন্ত্রণার দংশন।কিন্তু সে জানে,এই মুহূর্তে ফিওনাকে তার স্থানে ফিরে যেতে দিতে হবে।

ফিওনা খুশিতে উজ্জ্বল মুখে বললো,"প্রিন্স,দেখেছো? গ্র্যান্ডপা আমাদের নিতে এসেছে!"

তারপর সে আনন্দে চেন শিং-এর হাত ধরলো।কিন্তু হঠাৎ তার মনে প্রশ্ন জাগলো।ফিওনা তার গ্র্যান্ডপার

চোখে তাকিয়ে জিজ্ঞাসা করলো”গ্র্যান্ডপা,তুমি কিভাবে জানলে আমরা এখানে?এই দ্বীপের লোকেশন তুমি কিভাবে পেলে?”

ঠিক তখনই হেলিকপ্টার থেকে চেন শিং-এর বন্ধু হুয়াং ঝি নেমে এলেন। তিনি ফিওনার দিকে তাকিয়ে বললেন,”তোমার শিপ যখন ব্লা*স্ট হলো,তখন তোমার গ্র্যান্ডপা অনেক ভেঙে পড়েছিলেন।এমনকি তিনি

স্ট্রো*ক করেছিলেন,যদিও এখন পুরোপুরি সুস্থ আছেন।আর এই লোকেশনের কথা জানতে পেরেছি জ্যাসপারের থেকে।সে আমাদের সিগন্যাল পাঠিয়েছিল।”ফিওনা তার গ্র্যান্ডপাকে জড়িয়ে ধরে চিন্তিত স্বরে বললো,”গ্র্যান্ডপা,তুমি এতটা কষ্ট পেয়েছো?আমি জানতাম না!”

তারপর সে ধীরে ধীরে জ্যাসপারের দিকে ঘুরে তাকালো।তার চোখে

অবিশ্বাস আর অভিমান মিশে ছিল।”তুমি সিগন্যাল পাঠিয়েছিলে? তাহলে তুমি জানতে গ্র্যান্ডপা আসবে?আমাকে একবারও জানাওনি কেনো?”

জ্যাসপার তার চোখ নামিয়ে নিলো। তার কণ্ঠ ছিল শান্ত কিন্তু গভীর, “কারণ আমি জানতাম,ফিওনা,তুমি যদি জানতে,তাহলে হয়তো আমাকে ছেড়ে যেতে চাইতে না।কিন্তু

তোমাকে তো নিরাপদে বাড়িতে ফিরিয়ে দিতেই হতো।আমি শুধু চাই,তুমি সেইফ থাকো।”

ফিওনা হতভম্ব হয়ে গেলো।তার হৃদয়ে জ্যাসপারের কথাগুলো গভীরভাবে বাজলো,কিন্তু অভিমান আর ভালোবাসার মধ্যে একটা টানাপোড়েন চলতেই থাকলো।

ফিওনা বিস্মিত কণ্ঠে বলল,”তুমি কি বলছো,প্রিন্স?আমি কেন তোমাকে

ছেড়ে যাবো?তুমি তো আমাদের সাথেই যাবে,চীনে যাবে,তাই না?”

জ্যাসপার শান্ত গলায় উত্তর দিল, “না,ফিওনা।আমাকে ভেনাসে ফিরতে হবে।তুমি তাদের সাথে যাও,নিরাপদে চীনে ফিরে যাও।”জ্যাসপারের এই কথা শুনে ফিওনার চোখ ছলছল করে উঠলো। সে দৌড়ে এসে তার হাত শক্ত করে ধরে ফেললো।”কখনোই না!একবার

তোমাকে ভেনাসে যেতে দিয়েছিলাম।তারপর তুমি ফিরে আর আসোনি।কত মাস অপেক্ষা করেছি তোমার জন্য।কত কষ্ট নিয়ে সেই দিনগুলো কাটিয়েছি।”

তার কণ্ঠ ভারী হয়ে উঠলো। “তোমাকে ভেনাসে পাঠানোর পর আমি যখন ভেনাসে গিয়েছিলাম,তুমি আমাকে ফিরিয়ে দিয়েছিলে,আমার হৃদয় ভেঙেছিল।আমি আর সেই ভুল

করতে পারবো না,প্রিন্স!আমি তোমাকে আর ভেনাসে ফিরতে দেবো না!”ফিওনার কণ্ঠে জেদ আর ভালোবাসার মিশ্রণ ছিল। জ্যাসপার নীরব হয়ে ফিওনার দিকে তাকিয়ে রইলো।

জ্যাসপার ফিওনার দুই বাহু ধরে নরম গলায় বলল, “হামিংবার্ড,বোঝার চেষ্টা করো,আমাকে ভেনাসে যেতেই হবে।

তুমি যদি সত্যিই আমাকে ভালোবাসো,তাহলে এখনই তোমার গ্রান্ডপাকে নিয়ে ফিরে যাও।”

ফিওনা তার কথায় কেঁপে উঠলো। চোখে জল জমে উঠল।সে জ্যাসপারকে শক্ত করে জড়িয়ে ধরে বলল, “আমি যাবো না,প্রিন্স।আমি তোমাকে রেখে কিছুতেই যাবো না। একবার তোমাকে হারিয়েছিলাম,আর হারানোর মতো শক্তি আমার নেই।

তুমি আমার সব,আমি তোমাকে ছেড়ে যেতে পারবো না।”

তার কণ্ঠ ভেঙে এল,আর কান্নারত চোখ দিয়ে জ্যাসপারের দিকে তাকালো।জ্যাসপার ফিওনার এই অবস্থা দেখে মুহূর্তের জন্য নীরব হয়ে গেল।তার হৃদয়ে এক অজানা বেদনা খেলে গেল,কিন্তু সে জানতো তার সিদ্ধান্তের পেছনে একটা বড় কারণ আছে।দ্বীপের বাতাস ভারী

হয়ে উঠলো,মাটি কাঁপছিল।হঠাৎ করেই একটা বড় আগুনের গোলা জ্যাসপারের পাশ দিয়ে ছুটে গেল। সেই আগুনের তীব্র ধাক্কায় ফিওনা দূরে ছিটকে পড়লো।জ্যাসপার দ্রুত তার দিকে ছুটে যাওয়ার আগেই আকাশে তাকিয়ে দেখলো—দুইটা বিশাল ড্রাগন ভেসে আছে।

মিস্টার চেন শিং ফিওনার কাছে যাওয়ার চেষ্টা করতেই তাদের ওপর

আক্র*মণ শুরু হলো।জ্যাসপার বুঝতে পারলো,এরা সেই ড্রাগন যারা অনেক বছর আগে ভেনাস থেকে বিতাড়িত হয়েছিল।তবে তাদের আচরণ স্পষ্ট করছিল,তারা ভেবেছে হেলিকপ্টার আক্রমণের জন্য এসেছে,তাই পাল্টা আক্রমণ করছে। জ্যাসপার জোরে চিৎকার করে বললো, “মিস্টার চেন শিং,এখনই

ফিওনাকে নিয়ে এখান থেকে চলে যান!

এই জায়গাটা এখন আর নিরাপদ নয়।”চেন শিং দৌড়ে ফিওনার কাছে এগিয়ে যাচ্ছিলেন,কিন্তু ফিওনা দ্রুত উঠে জ্যাসপারের বুকে জাপ্টে পড়লো। চারপাশে গাছে গাছে আ*গুন জ্বলছিল,দ্বীপটা যেন এক ভয়াবহ যু*দ্ধে রূপ নিয়েছে।

জ্যাসপার ফিওনার হাত ধরে বললো,”হামিংবার্ড,তুমি যদি এখানে থাকো,তাহলে আমি লড়াইয়ে মন দিতে পারবো না।তোমার নিরাপত্তাই আমার কাছে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। প্লিজ,ফিরে যাও।”

কিন্তু ফিওনা কেঁদে বললো, “আমি তোমাকে ছাড়তে পারবো না,প্রিন্স। তুমি এখানে একা বিপদে

থাকবে,আর আমি সরে যাবো? কখনোই না!”

দূর থেকে ড্রাগন দুটো আরেকবার আক্রমণের জন্য প্রস্তুত হচ্ছিল। জ্যাসপার দ্রুত সিদ্ধান্ত নিতে হবে বুঝতে পারলো।

দ্বীপের পরিস্থিতি ক্রমশ ভয়াবহ হয়ে উঠছিল।মিস্টার চেন শিং বারবার ফিওনাকে টেনে নিয়ে যেতে চেষ্টা করলেও সে নড়তে রাজি নয়।

ফিওনা বারবার জ্যাসপারের নাম ধরে চিৎকার করছে,তার চোখে আতঙ্ক আর দুঃখের ছাপ স্পষ্ট।

জ্যাসপার ততক্ষণে ড্রাগন রূপ ধরে ড্রাগন দুটির সঙ্গে তীব্র লড়াই চালিয়ে যাচ্ছিল।আগুন আর ধোঁয়ার কুণ্ডলী ভরে উঠছিল চারপাশে। ফিওনার চিৎকার তার মনোযোগ বিচলিত করছিল,কিন্তু সে জানত,এই মুহূর্তে তাকে মনোযোগ ধরে

রাখতেই হবে।অনেকক্ষণ তীব্র লড়াইয়ের পর,শেষমেশ জ্যাসপার ড্রাগন দুটিকে পরাস্ত করলো।তারা গর্জন করতে করতে দ্বীপের অন্য প্রান্তে পালিয়ে গেল।

জ্যাসপার ধীরে ধীরে মানব রূপে ফিরে এল।কিন্তু তার শরীর ছিল র*ক্তাক্ত—গলায় আর গালে গভীর ক্ষ*তচিহ্ন,শরীরজুড়ে আঁ*চড়ের

দাগ।সে কাতর ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে ছিল,তার নিঃশ্বাস ভারী।

ফিওনা এবার আর নিজেকে আটকে রাখতে পারলো না।তার গ্র্যান্ডপা তাকে ধরে রাখার চেষ্টা করছিলেন,কিন্তু ফিওনা হাত ছিঁড়ে ছুটে গেল।কয়েকবার মাটিতে হোঁচট খেলেও থামেনি।শেষমেশ জ্যাসপারের কাছে পৌঁছে তার বুকে জাপটে পড়লো।“তুমি ঠিক

আছো,প্রিন্স?এত র*ক্ত কেন?আমি তোমাকে এভাবে দেখব ভাবিনি!”

ফিওনার কণ্ঠ কাঁপছিল,চোখ বেয়ে অশ্রু গড়িয়ে পড়ছিল।

জ্যাসপার তার মাথায় হাত বুলিয়ে শান্ত কণ্ঠে বললো, “আমি ঠিক আছি,হামিংবার্ড।

ফিওনা জোরে কাঁদতে লাগলো,আর জ্যাসপার তাকে শান্ত করার চেষ্টা করছিল।

দ্বীপের আকাশে ঘন ধোঁয়া আর দূর থেকে ড্রাগনের গ*র্জন যুদ্ধের ভয়াবহতা ঘোষণা করছিল।আগুনে পুড়ে যাওয়া গাছপালার ভেতর লড়াইয়ের প্রথম রাউন্ড শেষ হলেও উত্তেজনা থামেনি।পরিস্থিতি ক্রমেই আরও বিপজ্জনক হয়ে উঠছিল।এই বিশৃঙ্খলার মধ্যেই জ্যাসপার ফিওনাকে কঠোরভাবে নির্দেশ দিলো, “হেলিকপ্টারে ওঠো,এখনই!”

তার কণ্ঠে তীব্র দৃঢ়তা।কিন্তু ফিওনা জ্যাসপারকে এমনভাবে জড়িয়ে ধরলো,যেন তাকে ছাড়ার প্রশ্নই আসে না। “আমি তোমাকে ছেড়ে কোথাও যাবো না!” ফিওনার কণ্ঠে ছিল ভীষণ ভালোবাসা আর অবিশ্বাস্য জেদ।

চেন শিং পরিস্থিতি সামলাতে ফিওনাকে পুনরায় টেনে হেলিকপ্টারে তুলতে চাইছিল।কিন্তু

ফিওনা বারবার তার বাঁধন আরও শক্ত করছিল জ্যাসপারের চারপাশে। তার চোখে যেন স্পষ্ট বার্তা—জ্যাসপার ছাড়া সে নিরাপদ থাকতে চায় না।

জ্যাসপার এক মুহূর্তের জন্য ফিওনার চোখের দিকে তাকালো। সেখানে ছিল ভালোবাসা,ভয় আর জেদ—সবকিছু একসাথে।সে শান্ত গলায় বললো, “হামিংবার্ড,বোঝার

চেষ্টা করো।ফিরে যাও।এটা তোমার নিরাপত্তার জন্য।”

কিন্তু ফিওনা আরও শক্ত করে জড়িয়ে ধরে বললো,”তুমি আমার নিরাপত্তা,প্রিন্স!আমি তোমাকে আর একবার হারাতে পারবো না।”এদিকে,দ্বীপের আকাশে ধোঁয়ার কুণ্ডলী ঘন হতে থাকলো।আগুনে জ্বলতে থাকা গাছগুলো থেকে লেলিহান শিখা আরও ছড়িয়ে

পড়ছিল।জ্যাসপার বুঝতে পারলো,পরিস্থিতি আর হাতের বাইরে যেতে দেরি নেই।

চেন শিং একবার আবার ফিওনাকে টানতে গিয়ে বললেন, “ফিওনা,সময় নেই।আমাদের এখান থেকে যেতে হবে!”

কিন্তু ফিওনা তার গ্রান্ডপার হাত ছাড়িয়ে দিয়ে জ্যাসপারের দিকে ফিরে দাঁড়ালো।চোখ ভেজা,কিন্তু

কণ্ঠে দৃঢ়তা, “তোমাকে একা রেখে আমি কোথাও যাবো না প্রিন্স।”

ঠিক তখনই ভুমিকম্পের মতো কেঁপে উঠলো পুরো দ্বীপ।আকাশে ভেসে উঠলো আগুনের বিশাল গোলা। জ্যাসপার বুঝলো,তাদের সময় শেষ হয়ে আসছে।সে চিৎকার করে বললেন, “মিস্টার চেন শিং,ফিওনাকে নিয়ে এখান থেকে চলে যান!এখনই!”

কিন্তু ফিওনা দাঁড়িয়ে ছিল জ্যাসপারের সামনে,যেন তাকে ছাড়ার জন্য প্রস্তুত নয়।জ্যাসপার একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললো।পরিস্থিতি যে কতটা জটিল হয়ে উঠেছে,সেটা তার চেয়ে ভালো কেউ জানে না। কিন্তু এই মুহূর্তে তার লক্ষ্য ছিল একটাই—ফিওনার সুরক্ষা।ড্রাগনদের গর্জনে পুরো দ্বীপ কেঁপে উঠছিল,আকাশে ঘন কালো মেঘ

জমে উঠেছে,আর আগুনের ছটা চারপাশকে জ্বালিয়ে দিচ্ছে।জ্যাসপার নিজের রূপান্তর শুরু করলো,তার ড্রাগন রূপে ফিরে আসার প্রস্তুতি নিচ্ছিল।ফিওনা বারবার তার বুকে জড়িয়ে ধরে বলছিল, “আমি তোমাকে এভাবে বিপদে রেখে যেতে পারবো না,প্রিন্স!”

জ্যাসপার গভীর কণ্ঠে ফিসফিস করে বলল,”হামিংবার্ড, আমার জন্য এই

একবার কথা শোনো।তোমাকে এখানে রাখলে আমি পুরো শক্তি দিয়ে লড়াই করতে পারবো না।তুমি চলে যাও।”

ফিওনা মাথা নেড়ে কাঁপা কণ্ঠে বলল,”না,আমি তোমাকে ছেড়ে যেতে পারবো না।মরে গেলেও না।”

ঠিক তখনই আকাশ ফেটে যেন আরও ভয়ঙ্কর ড্রাগনের গর্জন শোনা গেল।চারপাশে আগুনের বড় বড়

গোলা পড়তে লাগলো।কয়েকটি ড্রাগন ইতোমধ্যেই নেমে এসেছে। তাদের লাল চোখ আর আগুনের নিঃশ্বাস দেখে বোঝা যাচ্ছিল,এ লড়াই সহজ হবে না।জ্যাসপার ধীরে ধীরে ফিওনার হাত ছাড়ানোর চেষ্টা করছিল,কিন্তু ফিওনা তাকে এমনভাবে আঁকড়ে ধরে রেখেছিল যে জ্যাসপারের শক্তিও ব্যর্থ হচ্ছিল। সে চিৎকার করে বলল,”মিস্টার চেন

শিং,তাকে নিয়ে যান!এখনই!এরা খুব ভ*য়ংকর ওরা সবাইকে মেরে ফেলবে।”

চেন শিং আর হুয়াং ঝি দ্রুত ফিওনার দিকে এগিয়ে এলো।দুজনে মিলে ফিওনাকে টেনে নিতে শুরু করলো।কিন্তু ফিওনা বারবার তাদের হাত থেকে ছুটে আসার চেষ্টা করছিল।তার মুখে ছিল কাঁপা কণ্ঠ

আর অশ্রুভেজা চোখ। “প্রিন্স! আমাকে যেতে দিও না।

আমি তোমাকে ছেড়ে কোথাও যাবো না!”

জ্যাসপার ফিওনার দিকে শেষবারের মতো গভীরভাবে তাকালো।তার চোখে ছিল বেদনা আর কঠিন সিদ্ধান্তের ছাপ।তারপর সে ড্রাগন রূপে রূপান্তরিত হয়ে আকাশে উড়ে গেল।

ফিওনা চিৎকার করে বলছিল,”প্রিন্স! আমি তোমাকে ছেড়ে এখান থেকে এক পা ও নড়বোনা!”

চেন শিং আর হুয়াং ঝি কাঁপা হাতে তাকে ধরে রেখেছিল,কারণ তারা জানতো—এটাই ফিওনার সুরক্ষার একমাত্র উপায়।আর আকাশে,জ্যাসপার ড্রাগনদের সাথে এক মহারণে লিপ্ত হলো।ড্রাগনদের গর্জনে পুরো দ্বীপ কেঁপে উঠছিল

যখন আকাশে পাঁচটি বিশাল ড্রাগন এসে হাজির হলো।তাদের চোখগুলো ছিল আগুনের মতো লাল,আর পাখার ছায়া যেন পুরো দ্বীপকে ঢেকে ফেলছিল।প্রতিটি ড্রাগন তাদের গর্জনে আর অগ্নিশিখায় জ্বলন্ত শত্রুতা প্রকাশ করছিল,স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছিল তারা প্রতিশোধের জন্য এসেছে।

জ্যাসপার,ড্রাগন রূপে রূপান্তরিত থাকা অবস্থায় তাদের দিকে গভীরভাবে তাকালো,সে বুঝতে পারলো,ড্রাকোনিসের আদেশে তারা ভেনাস থেকে বিতাড়িত হয়ে ছিলো। আর আজ তারা তার সে কারনেই জ্যাসপারের উপর হামলা চালাতে চাচ্ছে।তাদের শত্রুতা যেন কোনো ব্যক্তিগত দ্বন্দ্বের ফল,আর জ্যাসপার এতে দিশেহারা হতে লাগলো।

তবে জ্যাসপার নিজেকে ভেঙে পড়তে দিতে চাইল না।তার ভয়ের কারণ ছিল ফিওনা—যার নিরাপত্তা নিয়ে সে চিন্তিত ছিল।সে জানতো যদি যুদ্ধ শুরু হয়,তাহলে ফিওনার জন্য তা কতটা বিপজ্জনক হতেপারে।তার মনে হয়েছিল,যদি সে নিজেকে রক্ষা না করে,তাহলে ফিওনার জীবনও হু*মকির সম্মুখীন হতে পারে।

ড্রাগনদের গর্জন আরও শক্তিশালী হয়ে উঠছিল,আর জ্যাসপার এর মাঝে একটি স্থিরতা খুঁজছিল।তার মনের মধ্যে একটি সঙ্কল্প ছিল—যাই হয়ে যাক না কেন সে ফিওনাকে রক্ষা করবে।আর তখন,জ্যাসপার ড্রাগনদের দিকে নজর রেখে,নিজের শক্তি একত্রিত করতে শুরু করলো। তার গর্জন যেন আকাশের বুকে বাজের মতো প্রতিধ্বনিত

হচ্ছিল,আর সে প্রস্তুতি নিচ্ছিল। আজকের এই লড়াইয়ে,সে কেবল নিজের নয়,বরং ফিওনার জীবনও রক্ষার সংকল্প নিয়েছে।

জ্যাসপার যখন আকাশে লড়াই করছিল,তখন মিস্টার চেন শিং আর হুয়াং ঝি ফিওনাকে হেলিকপ্টারের দিকে টেনে নিয়ে যাচ্ছিলেন।তাদের মুখে উদ্বেগের ছাপ ছিল,কারণ তারা

জানতো,ফিওনাকে রক্ষা করা কতটা জরুরি।

হঠাৎ করেই,পাঁচটি ড্রাগন আক্রমণ শুরু করলো।তাদের বিশাল শরীরের সাথে জ্যাসপারের সংঘর্ষ হল।একটি ড্রাগনের আক্রমণের ফলে জ্যাসপার একটি বড় গাছের সাথে ধাক্কা খেয়ে নিচে আঁচড়ে পড়লো।

ফিওনার হৃদয়ে যেন বিদারক ধাক্কা লেগে গেল।সে চিৎকার করে

উঠলো,”প্রিন্স!” আর তার দিকে ছুটে আসতে চাইলো।কিন্তু চেন শিং দ্রুত তাকে ধরে রাখলেন।“না,ফিওনা! ওখানে যেও না!”চেন শিংয়ের কণ্ঠে অশান্তি ছিল।

ফিওনার চোখে জল জমে গেল।সে বুঝতে পারছিল না, কিভাবে সে তার ভালোবাসাকে রক্ষা করতে পারে।

“আমি কি কিছুই করতে পারবো না আমার প্রিন্সের জন্য!” সে আর্তনাদ

করলো।হুয়াং ঝি ফিওনাকে শান্ত করার চেষ্টা করলেন,“আমরা তাকে সাহায্য করতে পারবো,কিন্তু তুমি যদি এখানে থাক,তাহলে তুমি বিপদের সম্মুখীন হবে।অন্য উপায় ভাবতে হবে।

কিন্তু ফিওনার চোখে ছিল দৃঢ়তা।“আমি তাকে ছেড়ে কোথাও যেতে পারবো না!” সে চিৎকার করে

বললো,তার প্রতিটি শব্দ যেন তার প্রেমের শক্তি প্রকাশ করছিল।

জ্যাসপার তার দুর্বল মানব শরীর থেকে ধীরে ধীরে উঠে দাঁড়ালো।এক মুহূর্তের জন্য সে আকাশের দিকে তাকালো,তারপর তার অন্তরের শক্তি সঞ্চয় করে আবারও ড্রাগন রূপে ফিরে এল।বিশালাকৃতির ড্রাগন হিসেবে সে আকাশে উড়তে লাগলো,চেতনাতে গর্জন আর

আগুনের শিখা নিয়ে।যুদ্ধের ময়দানে সে প্রান দিতে প্রস্তুত ছিল,তবুও হার মানবে না—কারণ সে ড্রাগন প্রিন্স। যার রক্তে প্রবাহিত হচ্ছে যুদ্ধের ইতিহাস আর বীরত্বের গর্ব।

ফিওনা দ্রুত সিদ্ধান্ত নিল।মিস্টার চেন শিং-এর দিকে তাকিয়ে বলল,“গ্রান্ডপা,হেলিকপ্টারে ওঠো।” তার কণ্ঠে ছিল সংকল্প।দ্রুততার

সঙ্গে সে নিজেই হেলিকপ্টারে উঠলো।

হেলিকপ্টারটি শক্তি নিয়ে উড্ডয়ন করছিল,কিন্তু ফিওনার মনে ছিল জ্যাসপারের জন্য উদ্বেগ।তার চিন্তা ছিল কেবল একটাই—প্রিন্সকে রক্ষা করতে হবে,সে যতদূরই হোক।এ মুহূর্তে,সবকিছু তার জন্য স্পষ্ট ছিল: লড়াই শুরু হয়ে গেছে আর সে প্রস্তুত ছিল।ফিওনা জানতো,এটি

সাধারণ কোনো হেলিকপ্টার নয়। দ্বীপের সাইলেন্সে প্রবেশ করার মতো বিশেষ প্রযুক্তিতে সজ্জিত একটি যু*দ্ধের হেলিকপ্টার। বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রফেসররা তাদের প্রাকটিক্যাল ক্লাসে এই হেলিকপ্টারের উচ্চ প্রযুক্তির অস্ত্র ও অপারেশন পদ্ধতি সম্পর্কে আলোচনা করেছিলেন।এই যন্ত্রের গোপন শক্তি ছিল বিরুদ্ধ বাতাস ও

শব্দ শোষণের ক্ষমতা,যা তাদের সুরক্ষা দেবে।পাইলটের সিটে বসা হুয়াং ঝি,আধুনিক প্রযুক্তির সঙ্গে মেশানো একটি জটিল কন্ট্রোল প্যানেল ব্যবহার করে হেলিকপ্টারটিকে আকাশে নিয়ে গেল।ফিওনা পাশে বসে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে মনোযোগ দিল।যখন হেলিকপ্টারটি উচ্চতায় উঠতে শুরু করল,তখন সে সেই লেজার

সিস্টেমের দিকে তাকালো যা উন্নত টার্গেটিং প্রযুক্তি দিয়ে সজ্জিত ছিল। একটি কমান্ডের মাধ্যমে,ফিওনা অস্ত্রের বোতাম চাপলো,আর সাথে সাথে হেলিকপ্টারের বাহির থেকে একটি প্যাম্পিং সাউন্ড শোনা গেল। অস্ত্রগুলি কার্যকরভাবে গু*লি ছুঁড়তে শুরু করলো,আর প্রতিটি গু*লি দ্রুততার সাথে শত্রু ড্রাগনদের দিকে যেতে লাগলো।যুদ্ধক্ষেত্রে তার

আত্মবিশ্বাস ও কৌশল যেন একত্রিত হয়ে নতুন শক্তি এনে দিল।

জ্যাসপার ড্রাগন রূপে উড়তে উড়তে ফিওনার দিকে তাকালো,তার চোখে ছিল গর্ব ও আশ্চর্য।কিন্তু এ মুহূর্তে কিছুটা হতাশাও ছিল।চেন শিং তখন ফিওনাকে লক্ষ্য করে চেঁচিয়ে বললেন,”ফিওনা,তুমি কি করছো?”

“গ্রান্ডপা,আমি আমার প্রিন্সকে রক্ষা করবো!”ফিওনা দৃঢ় কণ্ঠে বলল।তার

মধ্যে এক অদ্ভুত শক্তি প্রবাহিত হচ্ছিল,যেন সে জানতো,এই যুদ্ধে তার উপস্থিতি অপরিহার্য।চেন শিং তখন সংকেত দিলেন,"হুয়াং ঝি,লেফট! রাইট!" হেলিকপ্টারটি তাৎক্ষণিকভাবে কৌশলীভাবে পিভট করলো,আর ফিওনা দ্রুততার সাথে সেই লেজার সিস্টেম থেকে আবার গুলি চালাতে শুরু করলো।গুলি ও ড্রাগনের আগুনের মধ্যে সমন্বয়ের

সৃষ্টি করে সে তার লক্ষ্য ঠিক করতে লাগলো—জ্যাসপারকে রক্ষা করা।

যুদ্ধের ময়দান ক্রমশ উত্তপ্ত হয়ে উঠছিল।এই উত্তপ্ত পরিবেশে ড্রাগনদের ক্ষিপ্ত আচরণ আরও বেড়ে গেল। তারা বিশাল অগ্নিশিখা নিয়ে হেলিকপ্টারের দিকে ঝাঁপিয়ে পড়তে লাগলো।ফিওনার চোখ ঝলমল করলো।সে তৎক্ষণাৎ বললো,"মিস্টার ঝি,লেফট!"

হুয়াং ঝি পাইলট সিটে তার নির্দেশ অক্ষরে অক্ষরে পালন করলো,হেলিকপ্টারটি দ্রুত বাম দিকে ঝুঁকে পড়লো।অবরুদ্ধ বাতাসে চিৎকার করে বেরিয়ে আসা ড্রাগনদের অগ্নিরাশির মধ্যে থেকে বেরিয়ে আসতে পেরে ফিওনার হৃদয়ে তাজা শক্তি অনুভব হচ্ছিল। ফিওনার হেলিকপ্টার এখন জ্যাসপারের ড্রাগন রূপের পাশেই

অবস্থান করছে।তারা একে অপরের দিকে তাকালো,ফিওনার চোখে ছিল দৃঢ় সংকল্প।সে ইশারায় বুঝালো—একসাথে লড়াই করতে হবে।

জ্যাসপার একমুহূর্তে সিদ্ধান্ত নিলো। আগুনের গোলা ও দগ্ধ অগ্নিশিখার সঙ্গে লড়াই করার জন্য তার মনোবল চাঙ্গা হয়ে উঠলো।সে আকাশে এক বিশাল বি*স্ফোরণের মতো অ*গ্নিশিখার মুখোমুখি দাঁড়িয়ে

ফেলে আর একটি বড় আগুনের গোলা তৈরি করে ছুঁড়ে মারলো ড্রাগনদের দিকে।

এদিকে,ফিওনা হেলিকপ্টারের অস্ত্র থেকে তীব্র গতিতে গু*লি ছুঁড়ছিল। প্রতিটি গু*লি নিখুঁতভাবে লক্ষ্যবস্তুতে আঘাত করছিল।ড্রাগনরা যখন আগুনের শিখা ছড়িয়ে দিতে ব্যস্ত ছিল,তখন ফিওনার গু*লি তাদের হামলার পথে বাধা হয়ে দাঁড়াচ্ছিল।

ড্রাগনদের হামলা যখন তীব্রতর হচ্ছিল,তখন একের পর এক গু*লি জ্যাসপারের আগুনের গোলার সাথে মিলিয়ে একটি ভয়ংকর সংঘর্ষ তৈরি করছিল।যেন আকাশে বিশাল রণাঙ্গনের সৃষ্টি হয়েছিল।ফিওনা আর জ্যাসপার একসাথে,সমান্তরালে লড়াই করছিল,তাদের সমন্বিত আক্রমণ ড্রাগনদের মধ্যে আতঙ্ক ছড়াচ্ছিল।

দুই পক্ষের মধ্যে সৃষ্টি হলো ভয়ঙ্কর বিস্ফোরণ,যা আকাশে এক ভিন্ন শোরগোল সৃষ্টি করল।ফিওনা আর জ্যাসপার—উভয়েই প্রাণপণে লড়াই করছিলো,তাদের হৃদয়ে ছিল একটিমাত্র উদ্দেশ্য:নিজেদের ও নিজেদের ভালোবাসার রক্ষা করা। ড্রাগনরা অবশেষে পরাস্ত হয়ে একে একে মাটিতে আছড়ে পড়লো,যুদ্ধের প্রমাণ হয়ে তাদের বিশালাকার

শরীরগুলো জমিতে ছড়িয়ে পড়লো। এই যুদ্ধে সুপার পাওয়ার ব্যবহার করে জ্যাসপারের শক্তি অনেকটাই ক্ষীণ হয়ে গেছে।ক্লান্তি ও অশক্ততায় সে এক মুহূর্তে মাটিতে নেমে এলো,সবকিছু অন্ধকার হতে লাগলো।

ফিওনার নির্দেশে হুয়াং ঝি হেলিকপ্টার নিচে নামাতে লাগলো। হেলিকপ্টার নামতেই ফিওনা দৌড়ে

গিয়ে জ্যাসপারকে জড়িয়ে ধরলো,যেন সে তার শক্তি খুঁজে পায়।জ্যাসপারের গালে ও কপালে পরপর অনেকগুলো চুমু খেয়ে গেলো।জ্যাসপারও কিছুক্ষণ পর পর চুমু দিলো ফিওনাকে।এই মুহূর্তে,এথিরিয়ন,আলবিরা,এবং থারিনিয়াস বহু আগে ভেনাস থেকে রওনা দিয়েছে।তারা কাছে চলে এসেছে,আর জ্যাসপারের স্মার্ট

ঘড়িটি সিগন্যাল দিচ্ছে যে তারা প্রায় পৌঁছেছে।

তবে,জ্যাসপার নিজেকে একটি সিদ্ধান্ত নিতে বাধ্য করলো।এক মুহূর্তও না ভেবে সে বললো, “এবার তো ফিরে যাও,হামিংবার্ড!” তার চোখে জল জমে গেছে,যা সে কোনোভাবে আটকাতে পারছিল না।

ফিওনা অবাক হয়ে জিজ্ঞাসা করলো, “কেন,প্রিন্স?এখন কেনো আমাকে

পাঠিয়ে দিচ্ছো?কেনো আমাকে নিজ থেকে দূরে সরিয়ে দিচ্ছো?”

জ্যাসপার তার ক্লান্ত মুখে কিছুটা নিঃশ্বাস নিয়ে বললো,”তুমি মানবী,আর আমি ড্রাগন।তোমার আমার জগৎ আলাদা।তোমার আর আমার জীবন আলাদা।আমরা কখনোই এক হতে পারবো না যদি হই তবে একজনকে মরতে হবে

আর আমি মরলেও আমার দুঃখ নেই কিন্তু তুমি।”

এই কথাগুলি ফিওনার হৃদয়ে যেন আঘাত হেনেছিল।সে অনুভব করলো,তাদের মধ্যে এক গভীর সম্পর্ক থাকা সত্ত্বেও,এক অদৃশ্য দেওয়াল তাদের মধ্যে দাঁড়িয়ে আছে।শোক, ভালোবাসা,আর বিচ্ছেদ—সবই তার মনে ভীড় করে উঠল। ফিওনা তখন ক্রন্দনরত কণ্ঠে প্রশ্ন

করলো “প্রিন্স তুমি আমাকে ভালোবাসো না তাইনা?আমাদের মধ্যে এতো কিছু হয়ে যাওয়ার পরেও তুমি কিভাবে আমাকে দূরে সরিয়ে দিচ্ছো??

জ্যাসপারের মুখটি টনটন করতে লাগল,ফিওনার প্রশ্নের চাপের কাছে। তার ভেতরকার দ্বন্দ্ব ক্রমশই গভীর হয়ে উঠছিল।সে ধীরে ধীরে বললো, “হামিংবার্ড,আমি তোমাকে দূরে

সরিয়ে দিতে চাই না।কিন্তু আমার প্রথম অগ্রাধিকার হলো তোমার বেঁচে থাকা।”

ফিওনার চোখে আগুন জ্বলে উঠলো। “আমাদের সম্পর্ক কি তোমার কাছে কোনো মূল্য নেই?যদি আমাদের মিলন লেখা নাই থাকতো তাহলে কেনো সৃষ্টিকর্তা দুটো ভিন্ন জগতের ভিন্ন জীবের মধ্যে ভালোবাসার সঞ্চার করলো?”

“এই প্রেম,এই অনুভূতি—এটা আমাদের হৃদয়ের জোড়া” জ্যাসপার বললো,তার গলার স্বরে এক ধরনের তীব্রতা ছিল। “কিন্তু আমাদের জগত আলাদা।আমি চাই না তোমার কোনো ক্ষতি হোক।তুমি পৃথিবীর একজন মানবী।আর আমি ভেনাসের একজন ড্রাগন।আমাদের পথ পৃথক।”ফিওনার চোখের কোণে জল চলে এল। “কিন্তু আমি তোমার

সাথে থাকতে চাই।তুমি কি জানো,আমি কীভাবে বাঁচবো তোমায় ছাড়া?আমার জীবন তোমার সঙ্গেই পূর্ণতা পায়।”

জ্যাসপার কিছুক্ষণের জন্য চুপ হয়ে রইল,মনে হচ্ছিল,তার নিজের অনুভূতিগুলোর মধ্যে লুকিয়ে থাকা গভীরতার কাছে হার মেনে যাচ্ছে। কিন্তু সে জানতো,ফিওনার বেঁচে থাকা তার কাছে সবচেয়ে

গুরুত্বপূর্ণ। “আমি চাই,তুমি ভালো থাকো।আমি তোমাকে ভালোবাসি হামিংবার্ড।কিন্তু আমাদের পথ ভিন্ন।”

ফিওনার হৃদয় ভেঙে যাচ্ছিল। “কিন্তু আমি তোমার জন্য সব করতে প্রস্তুত।আমি তোমাকে হারাতে চাই না।আমাদের মিলন কি এভাবে ভেঙে যাবে?”জ্যাসপারের কণ্ঠে একটি দুঃখের ছোঁয়া ছিল। “আমি

জানি,আমাদের মধ্যে একটা গভীর সম্পর্ক রয়েছে,কিন্তু আমাদের ভাগ্য ভিন্ন।তোমাকে রক্ষা করতে আমাকে দূরে থাকতে দাও,অন্তত তুমি নিরাপদে থাকবে।”

দুই জগতের প্রেমিকের মধ্যকার কথোপকথনটি এক ভিন্ন মাত্রায় পৌঁছে গেল।চারপাশে তখন সাদা মেঘের আচ্ছাদন,আর তাদের হৃদয়ের মধ্যে যেসব অনুভূতি

ছিল,সেগুলো যেন সবকিছু ছাপিয়ে যাচ্ছিল।কিন্তু তারা জানতো,তাদের মাঝে যে অদৃশ্য প্রাচীর,সেটি পার হতে পারবে না।

ঠিক তখনই,একটি শক্তিশালী বাতাস বয়ে গেল,যেন তাদের প্রেমের গল্পের প্রতিধ্বনি তুলে ধরছিল,একটি নতুন সম্ভাবনার দিকে তাদের ঠেলে দিতে। জ্যাসপার মিস্টার চেন শিংকে ইশারা করলো।কিন্তু ফিওনা তখন যেন

সময় থেমে গেছে এমন অনুভূতি নিয়ে জ্যাসপারকে শক্ত করে আঁকড়ে ধরলো। তার চোখের কোণে অশ্রুর স্রোত বয়ে গেল,আর সে ডুকরে কেঁদে উঠলো। “আমি তোমাকে ছেড়ে থাকতে পারবো না, প্রিন্স! আমাকে দূরে সরিয়ে দিওনা,” সে বলে উঠলো,তার কণ্ঠে শূন্যতা এবং আতঙ্ক।“যদি তোমার কাছে থাকলে আমার মৃ*ত্যু হয়,তবে তোমার

বুকের মধ্যেই আমাকে মরতে দাও। আমি পরম শান্তিতে মরবো।কিন্তু তোমার থেকে দূরে গেলে আমি কঠিন যন্ত্রণা পেয়ে মরবো।আমি বাঁচবো না।”

জ্যাসপারের হৃদয় থমকে গেল,ফিওনার কথাগুলো যেন তার প্রাণের গভীরে প্রবেশ করলো।তার চোখে অশ্রু ঝরে পড়লো,লাল র*ক্তবর্ণ অশ্রু।এক হাতে সে তা

মুছে ফেললো,কিন্তু অনুভূতিগুলোকে নিঃশব্দে প্রতিফলিত করতে পারছিল না।“হামিংবার্ড,”সে আলতো স্বরে,“আমি জানি তোমার কষ্ট হচ্ছে।আর আমারও হচ্ছে কষ্ট।কিন্তু আমি চাই না তোমার কিছু হোক। তোমার জন্য এই ত্যাগ আমাকে করতেই হবে।তুমি নিরাপদ থাকলে আমি বাঁচবো।”

ফিওনা জ্যাসপারের চোখে চোখ রেখে বললো,“তুমি তো বলেছিলে,আমাকে প্রমিজ করেছিলে। তুমি বলেছিলে,তোমার জন্য আমাকে আর কখনো কাঁদতে হবে না,আমি তোমাকে ভেবে আর কখনো কষ্ট পাবো না।তাহলে কেন তুমি তোমার প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করছো?” জ্যাসপার মুখে কোনো কথা আসছিল না।

জ্যাসপার কিছু একটা ভেবে হঠাৎ ফিওনার কানের নিচে দুই আঙ্গুল দিয়ে চাপ দিতে শুরু করলো।

তার আঙুলগুলো একটি বিশেষ পয়েন্টে আঘাত করছিল,যা মানবদেহের স্নায়ুতন্ত্রের সাথে সংযুক্ত ছিল। এই পয়েন্টটি চন্দ্র-পদ্ম নামক একটি নাড়িতে অবস্থান করে,যা অতি সংবেদনশীল এবং দ্রুত উত্তেজিত হয়।

জ্যাসপার জানতো,এই পদ্ধতি ব্যবহার করে সে ফিওনাকে সাময়িকভাবে অজ্ঞান করতে পারবে।সে তার শক্তি কাজে লাগিয়ে,ধীরে ধীরে চাপ বাড়িয়ে দিল।মুহূর্তের মধ্যেই ফিওনার চোখে অস্পষ্টতা ছড়িয়ে পড়তে শুরু করলো এবং সে অজ্ঞান হয়ে পড়লো জ্যাসপারের বুকে।মিস্টার চেন শিং এগিয়ে আসতে চাইলে জ্যাসপার

হাতের ইশারায় তাকে থামিয়ে দেয়। তার মুখে একটি তীব্র সিদ্ধান্তের ছাপ ফুটে ওঠে।সে জানতো,ফিওনার নিরাপত্তা তার জন্য সবকিছু।নিজেই ফিওনাকে কোলে তুলে নিয়ে হেলিকপ্টারের দিকে এগিয়ে যায়। সেখানকার পরিবেশে এক ধরনের উদ্বেগ আর তীব্রতা বিরাজ করছিল। হেলিকপ্টারের সিটে সযত্নে ফিওনাকে শুইয়ে দেয়।তার চেহারায়

গভীর চিন্তার ছাপ ছিল।কিছুক্ষণ অশ্রুসিক্ত নয়নে ফিওনাকে দেখার পর,হঠাৎ করেই তার মন একটি অদ্ভুত সংকল্প নিয়ে দোলা খেতে থাকে।সে ফিওনার গলার লকেটটা খুলে ফেলতে উদ্যত হয়,যেটা সে নিজেই ফিওনাকে দিয়েছিল।

লকেটটি অমূল্য ছিল এতে ফিওনার সঙ্গে তাদের প্রেমের প্রতীক খোদাই করা ছিল।জ্যাসপার

জানতো,লকেটটি তার জন্য শুধুমাত্র একটি অলঙ্কার নয়,বরং তাদের সম্পর্কের গভীরতার একটি চিহ্ন।সে বুঝতে পারছিল,এই পদক্ষেপ তার জন্য কঠিন,কিন্তু ফিওনার বেঁচে থাকা তার কাছে সবকিছুর উপরে ছিল।লকেটটি তার হাতে নিয়ে জ্যাসপার অনুভব করলো, যেন তার হৃদয় থেকে একটি অংশ আলাদা হয়ে গেছে। সে এটি ধীরে ধীরে

খোলার চেষ্টা করে,যেন এটি তার আবেগের একটি উন্মোচন হয়ে উঠুক।

হেলিকপ্টারের সিটে শুয়ে থাকা ফিওনার নিস্তেজ মুখের দিকে তাকিয়ে জ্যাসপার গভীর শ্বাস নিলো।তার চোখে ভেসে উঠলো তাদের প্রথম দেখা,সেই মুহূর্তগুলো যখন ফিওনা তার কাছে প্রথমে রহস্যময় মানবী ছিল,পরে হয়ে

উঠলো তার হৃদয়ের গভীরতম অনুভূতির কেন্দ্র।কিন্তু আজ,সে সব কিছু থেকে নিজেকে সরিয়ে নিচ্ছে—তার নিজের ভালোবাসার থেকেও।

জ্যাসপার ধীরে ধীরে লকেটটি খুললো।লকেটের ভিতরে থাকা ডিভাইসটি সক্রিয় করতেই একটি ক্ষুদ্র নীল আলো জ্বলে উঠলো। ভেনাসে জ্যাসপার তৈরি করেছিলো এই প্রযুক্তি—একটি অত্যাধুনিক

স্মৃতি সংগ্রহ ডিভাইস,যা কোনো ব্যক্তির মস্তিষ্কের নির্দিষ্ট স্মৃতিগুলো ক্যাপচার করে রাখতে পারে।সেদিন যখন ভেনাসে ফিওনা অজ্ঞান হয়ে গিয়েছিলো সেদিন জ্যাসপার ডিভাইসটি ফিওনার মস্তিষ্ক থেকে জ্যাসপারের সঙ্গে কাটানো প্রতিটি মুহূর্তের স্মৃতিকে সযত্নে তুলে নিয়ে লকেটের মধ্যে সংরক্ষণ করেছিল। আজ সেই লকেট খুলে

ফেলে,জ্যাসপার নিশ্চিত করলো যে ফিওনার মস্তিষ্ক থেকে তার অস্তিত্ব সম্পূর্ণরূপে মুছে গেছে।জ্যাসপার তার আঙুল দিয়ে ফিওনার গাল স্পর্শ করলো।তার কণ্ঠস্বর ভারী হয়ে গেলো। “আমি আমার প্রমিজ রেখেছি,হামিংবার্ড।আর কখনো তুমি আমাকে ভেবে কাঁদবে না।আর কখনো আমার জন্য তোমার কোনো কষ্ট হবে না।তোমার স্মৃতিতে আর

কোনোদিন জ্যাসপার অরিজিন থাকবে না।তোমার মস্তিষ্ক থেকে তোমার প্রিন্স সরে গেছে।আমি শুধু চাই,তুমি ভালো থেকো।এটাই আমার জীবনের সবচেয়ে বড় চাওয়া।”

তারপর জ্যাসপার ধীরে ধীরে ফিওনার কপালে,গালে,ঠোঁটে শেষবারের মতো চুমু খেলে।

প্রতিটি চুমু যেন বিদায়ের এক একটি চিহ্ন।তার হৃদয় ভেঙে পড়লেও,সে জানতো এটাই সঠিক। মিস্টার চেন শিং ধীরে ধীরে এগিয়ে এসে জ্যাসপারের কাঁধে হাত রাখলেন।তার চোখেও জল ছিল। তিনি বললেন, “আমি সবসময় ভেবেছিলাম এই পৃথিবীতে ফিওনাকে আমার চেয়ে বেশি ভালো কেউ বাসতে পারবে না।কিন্তু আজ আমি

বুঝলাম,এই মহাবিশ্বে যদি কেউ তাকে সবচেয়ে বেশি ভালোবেসে থাকে,তবে সেটা তুমি।তোমার এই ত্যাগ তার জন্য এক অমূল্য উপহার।”জ্যাসপার এক মুহূর্ত চুপ থেকে হালকা মাথা নাড়লো। “তার ভালো থাকা নিশ্চিত করাই আমার জীবনের সবচেয়ে বড় লক্ষ্য। বিদায়,মিস্টার চেন শিং।ফিওনার খেয়াল রাখবেন।”

তারপর জ্যাসপার ধীরে ধীরে পেছনে সরে দাঁড়াল।ফিওনার জীবন থেকে তার নাম মুছে গেলেও, তার ভালোবাসার স্মৃতি থেকে যাবে মহাজাগতিক বাতাসে চিরকাল।

হেলিকপ্টারটি ক্রমশ আকাশে মিলিয়ে যেতে লাগলো। জ্যাসপার স্থির দাঁড়িয়ে রইল দ্বীপের তীর ঘেঁষে। তার বিশাল দেহ মনে হলেও মুহূর্তে ভঙ্গুর মনে হচ্ছিল।

হেলিকপ্টারের ছোট হতে থাকা আকারের দিকে এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলো,যেন সেই আকাশের দূরত্বটা তার হৃদয়ের ভেতরের শূন্যতার প্রতিচ্ছবি।

তার চোখে লাল রক্তবর্ণ অশ্রু অনবরত গড়িয়ে পড়ছিল।পৃথিবীর বাতাসে সেই অশ্রু শুধু দুঃখের প্রতীক হলেও, যদি এটা ভেনাসে হতো, তবে এতক্ষণে তার তীব্র

শক্তি পুরো ভূমি কাঁপিয়ে তুলতো। তার কষ্টের তেজে হয়তো ভেনাসের মাটিতে ভূমিকম্প সৃষ্টি হতো।কিন্তু এখানে,পৃথিবীতে,তার শক্তি শুধু নীরব চোখের জলে সীমাবদ্ধ। বাতাসে তার দীর্ঘশ্বাস মিশে যাচ্ছিল,যেন মহাবিশ্বেও এই ব্যথার ভার অনুভূত হচ্ছে।

“হামিংবার্ড,”জ্যাসপার ফিসফিস করে বললো,

তার কণ্ঠ ভারী আর গভীর।”আমি চাইনি এভাবে আমাদের সম্পর্কের শেষ হোক।কিন্তু তোমার ভালো থাকার জন্য এটাই করতে হলো।”

তার চারপাশের সমুদ্রের গর্জন যেন তার মনের গভীর যন্ত্রণার প্রতিধ্বনি।জ্যাসপার কিছুক্ষণ আর কিছু না বলে দাঁড়িয়ে রইল।তার চোখে ততক্ষণে ব্যথার শেষ বিন্দুটুকু নিয়ে ফিওনার হেলিকপ্টারটি দৃষ্টির

অগোচরে হারিয়ে গেলো।এরপর সে ধীরে ধীরে পেছনে সরে দাঁড়ালো। দ্বীপের মাটি তখনো তার দুঃখের স্মৃতিকে আঁকড়ে ধরে থাকলো,আর প্রশান্ত মহাসাগরের ঢেউগুলো তার বিদায়কে শ্রদ্ধা জানিয়ে যেন নীরবে বয়ে চললো।জ্যাসপার কোনো পূর্বাভাস ছাড়াই ফিওনার কোমরে তার শক্ত হাত পেঁচিয়ে নিলো,আর তাকে নিজের শরীরে এমনভাবে

মিশিয়ে নিলো আকাশের কোনো প্রলয় আসন্নের মতো। তার দৃঢ় বাহুর বন্ধনে ফিওনা এতটাই অবশ হয়ে গেল যে, শ্বাস নেওয়াও কঠিন হয়ে উঠল।

জ্যাসপারের উচ্চতা এতটাই যে ফিওনার মুখ এসে ঠেকেছে তার শক্ত বক্ষের কাছে। ফিওনা চোখ তুলে তাকাতে বাধ্য হলো—তাকে অতিক্রম করে থাকা সেই গভীর,

নিষ্ঠুর সবুজ চোখের গভীরে কী এক অজানা আকর্ষণের টান।

এক মুহূর্তে হারিয়ে গেল চারপাশের সবকিছু।ফিওনার মনের ভেতর ধীরে ধীরে ঢেউ তুলল এক নিঃশব্দ প্রতিধ্বনি, এক অভাবনীয় আকাঙ্ক্ষা। তার বুকের গতি ক্রমেই তীব্র হয়ে উঠল, আর তার অনুভূতি ধোঁয়ার মতো জড়িয়ে ধরল তাকে। এই ড্রাগন মনস্টারটারটা আসলে

চায় কী? তার স্পর্শে কেন এমন এক অচেনা উত্তাপে পুড়ে যাচ্ছে সে? জ্যাসপার একদম কাছে এসে গভীর, আবেশী স্বরে বলে উঠল, “তোমাকে না বলেছিলাম আমার কাছে আসবে না? নিজেকে আমার থেকে দূরে রাখবে মনে নেই?”

ফিওনা অবাক হয়ে তাকিয়ে জবাব দিল, “কিন্তু আজকে তো আমি আপনার কাছে আসিনি; আপনি

নিজেই এসেছেন।”জ্যাসপারের চোখে এক অদ্ভুত কিছু ফুটে উঠল। “তুমি আসতে বাধ্য করেছ। কেনো করো বাধ্য? এমন এমন কাজ করো যে, আমি সামনে আসতে বাধ্য হই!”

ফিওনা বিভ্রান্ত হয়ে বলল, “আমি আবার কী করেছি?”

“এই যে, আমি যখন গ্লাস হাউজে ঢুকছিলাম, ছাদের দিকে তাকিয়ে দেখলাম পানির ঝরনা ছড়াচ্ছে।

তখনই বুঝলাম, কিছু তো একটা ঘটেছে ছাদে। তাই ছুটে এসেছি।”

ফিওনার চোখে বিস্ময় “আপনার কেন মনে হলো এটা আমি করেছি ছাদে ?”

জ্যাসপার ঠোঁট বাঁকিয়ে এক রুক্ষ তিরস্কারে বলল, “এমন বেয়াক্কেল কাজ আর কে করবে এই মাউন্টেন গ্লাস হাউজে ?”এই কথায় ফিওনার রাগে গা জ্বলে উঠল। নিজেকে

জ্যাসপারের শক্ত বন্ধন থেকে মুক্ত করার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করল, কিন্তু সে আরো শক্ত করে তার সরু, কোমল দেহটিকে নিজের বুকে চেপে ধরে রাখল। এমন এক অদম্য বন্ধনে ফিওনার শরীর ক্ষীণ হয়ে যাচ্ছে, কিন্তু সেই বন্ধনের গভীরে এক প্রচণ্ড আকর্ষণের স্রোত বইছে—যা তাকে তার অজান্তেই এক গভীর তীব্র আবেশে আচ্ছন্ন করে তুলেছে।

জ্যাসপারের শক্তিশালী বাঁধনে বন্দী ফিওনা এক পলকে বলল, “ছাড়ুন আমাকে, ব্যথা পাচ্ছি।”

জ্যাসপার নিচু কণ্ঠে তির্যক ভঙ্গিতে উত্তর দিলো, “ছাড়বো কেন? এটাই তো চেয়েছিলে—আমি তোমার প্রতি আকর্ষিত হয়ে তোমার কাছে আসি?”

ফিওনা বিস্ময়ে বলল, “আপনাকে কে বলেছে যে আমি এটা চেয়েছি?”

জ্যাসপারের তীক্ষ্ণ চোখে বিদ্রুপ ফুটে উঠল “তাহলে ব্লেজার খুলে ফেলে দিয়েছ কেন? এখনও কি বুঝতে পারছো না, তুমি কী অবস্থায় আছো? একবার নিজের দিকে তাকাও।”ফিওনার কোমড়ের পেঁচিয়ে রাখা জ্যাসপারের হাত কিছুটা শিথিল হলেও তার কর্ষিত বাঁধন পুরোপুরি মুক্ত হলো না। ফিওনা ধীরে ধীরে নিজের দেহের দিকে তাকাতেই তার

চোখ বিস্ময়ে বড় হয়ে উঠলো। জ্যাসপারের বলা কথাগুলো তখনই তার কাছে অর্থবহ হয়ে উঠলো।

পলকের মধ্যে নিজেকে জ্যাসপারের হাত থেকে মুক্ত করে নিয়ে ফিওনা লজ্জায় পেছন ফিরে দাঁড়ালো। তাড়াতাড়ি হাত দুটো বুকের সামনে আড়াআড়িভাবে এনে নিজের সম্ভ্রম রক্ষা করার চেষ্টা করলো, তার নিঃশ্বাস তখনো দ্রুততায় ওঠানামা

করছে, অথচ কথার উত্তর খুঁজে পাচ্ছিল না।জ্যাসপার লক্ষ্য করলো ফিওনার সারা শরীর ঠান্ডায় কাঁপছে। কোনো কথা না বলে, সে মাটিতে পড়ে থাকা ব্লেজারটি তুলে আবারো ফিওনার কাঁপনধরা শরীরের ওপর আলতো করে জড়িয়ে দিলো। তারপর নিঃশব্দে পেছন থেকে কানের কাছে মুখ নিয়ে ফিসফিসে

কণ্ঠে বলল, “চলো, কক্ষে যাই। সেখানেই তোমার সবকিছু দেখাবে।” ফিওনার র*ক্ত মাথায় ছুটে এলো; তার কান দুটি লজ্জায় আগুনের মতো গরম হয়ে উঠলো। এমন নির্লজ্জ উক্তির জবাব খুঁজে না পেয়ে, সে তাড়াতাড়ি হাত দিয়ে নিজের দুই কান চেপে ধরে শব্দগুলোকে তাড়াতে চাইলো।

একই মুহূর্তে দূর থেকে অ্যাকুয়ারা সবকিছু লক্ষ্য করছিল। তার চোখে বিস্ময় ঝলসে উঠলো— এ কেমন নতুন প্রিন্স, এমন আচরণ এক অনন্য বৈপরীত্য!প্রিন্স জ্যাসপারের আচরণে অ্যাকুয়ারার মনে দ্বিধার স্রোত বইতে লাগলো। যে প্রিন্স কোনোদিন নারীর দিকে ভালো করে তাকায়নি, অ্যালিসার মতো অভিজাত ড্রাগন কন্যার সঙ্গেও যার বিবাহ ঠিক

করা তার হাতটাও আজ পর্যন্ত ধরেনি জ্যাসপার। সেই তিনিই কী করে আজ এক মানব কন্যাকে এমন স্নেহময় তত্ত্বাবধানে জড়িয়ে নিচ্ছেন! ফিওনার কাঁপন দেখে ব্লেজারটি নিজের হাতে তাকে জড়িয়ে দিতে দেখা যেনো অ্যাকুয়ারার চোখে নতুন এক জ্যাসপারকেই উপস্থাপন করলো। সন্দেহ আর বিস্ময়ে অবশিষ্ট না থাকতে পেরে,

জ্যাসপারের পিছু ফিরে তাকানোর আগেই অ্যাকুয়ারা ছাদের দরজা থেকে সরে গেল।এদিকে, ফিওনার দিকে তাকিয়ে জ্যাসপার এক শান্ত অথচ গভীর কণ্ঠে বললেন, “চলো,এবার নিচে যাই।”

কাঁপতে কাঁপতে ফিওনা তার পিছু নিলো। নিস্তব্ধ সিঁড়িতে তাদের পদক্ষেপের শব্দ আরও গভীর হয়ে উঠলো, ফিওনার শ্বাস আর

জ্যাসপারের দীর্ঘ ছায়া—সিঁড়ি বেয়ে নামতে নামতে সেই বিকেলেই এক নতুন অধ্যায়ের সূচনা হলো।

দুজন একসাথে ছাদ থেকে নামতেই জ্যাসপার নিরবে নিজের কক্ষে চলে গেলো। ফিওনা করিডোর ধরে নিজের কক্ষের দিকে পা বাড়াতেই হঠাৎ অ্যাকুয়ারার সামনে এসে পড়ে। চোখে-মুখে জিজ্ঞাসা আর উদ্বেগের ছাপ নিয়ে ফিওনা জিজ্ঞেস

করলো, “অ্যাকুয়ারা, তুমি আমাকে ছাদে একা রেখে কোথায় চলে গিয়েছিলে?”

অ্যাকুয়ারা খানিকটা বিব্রত হেসে বললো, “আসলে, একটা গুরুত্বপূর্ণ কাজের কথা হঠাৎ মনে পড়ে গিয়েছিল, তাই নিচে নেমেছিলাম। আর অনেকক্ষন পরেই দেখি থারিনিয়াস আর আলবিরা হাউজে প্রবেশ করেছে। ওদের সামনে তো

ছাদে আসা সম্ভব ছিল না, নইলে ওরা ঠিকই ধরে ফেলত যে তুমিও ছাদে আছো।ভেবেছিলাম,কিছু সময় পরে কৌশলে তোমাকে নামিয়ে আনবো। কিন্তু তখনই দেখি প্রিন্স হনহন করে ছাদের দিকে উঠে যাচ্ছেন, তাই আর সাহস পাইনি।”ফিওনা একটু ভ্রূকুটি করে বললো,”সরি,অ্যাকু। আসলে আমি

কৌতূহল সামলাতে না পেরে বাটনটি চাপ দিয়েছিলাম।”

অ্যাকুয়ারা চিন্তান্বিত দৃষ্টিতে ফিওনার দিকে তাকিয়ে বললো, “ফিওনা, এমন কোনো কাজ আর কোরো না,প্লিজ। এতে শুধু তুমি না, আমাদের সবার বিপদ হতে পারে। এখন বরং নিজের ঘরে যাও, জামা কাপড় পাল্টে বিশ্রাম নাও।”

ফিওনা একরকম মাথা নেড়ে সম্মতি জানিয়ে অ্যাকুয়ারার কাছ থেকে বিদায় নিয়ে নিজের কক্ষে চলে গেলো। অ্যাকুয়ারা করিডোরের নিস্তব্ধতায় দাঁড়িয়ে থেকে এক অজানা আশঙ্কায় মগ্ন হয়ে হাঁটতে থাকে তার মনে প্রশ্ন, কী এমন ঘটছে প্রিন্সের মধ্যে, যার ফলে সে এমন আচরন করছে?কক্ষে প্রবেশ করে ফিওনা ভেজা কাপড়

পাল্টানোর সময় ব্লেজারটা গা থেকে খুলতেই এক অদম্য আকর্ষণ অনুভব করলো।এক অদৃশ্য শক্তি তাকে সেই ব্লেজারের দিকে টানছিলো। তার হাত স্বয়ংক্রিয়ভাবে ব্লেজারের ওপর রেখে চোখদুটো বন্ধ করে, অল্প সময়ের জন্য তা উপরের দিকে টেনে নিয়ে ঘ্রান নিতে থাকলো। সেই ঘ্রাণ,এক স্নিগ্ধ,মাতাল করা

সুবাস যা তার স্নায়ুতে অজান্তে প্রবাহিত হচ্ছিল।

জ্যাসপারের গায়ের পারফিউমের ঘ্রান—তাতে ছিলো কিছুটা মিষ্টি আর উষ্ণ আর আকর্ষণীয় ঘ্রাণ,যা হালকাভাবে এক ধরনের দারুচিনি আর সিগনেচার স্যিজলিং মসলার। ব্লেজারের প্রতিটি ভাঁজে সেই অদ্ভুত সুবাস মিশে আছে ফিওনার দৃষ্টি জড়িয়ে এলো সেই ঘ্রাণের প্রতি,এই

অদৃশ্য আর্কিটেকচারের মধ্যেই লুকিয়ে ছিলো কিছু এক গভীরতা, যা তাকে আকর্ষণ করছিলো,তার হৃদয়ের গহীনে। সে ক্ষণিকের জন্য ঘ্রানটিকে নিজের মধ্যে পূর্ণভাবে ধারণ করতে চাইলো সেই মুহূর্তে জ্যাসপারের উপস্থিতি প্রতিটি শ্বাসে মিশে গিয়েছিলো।সারাদিন কেটে গেল, ফিওনার আর জ্যাসপারের সঙ্গে দেখা হলো না। সূর্য ঢলে

পড়তেই জ্যাসপার তার ল্যাবের নির্জনতা আঁকড়ে ধরে ড্রাকোনিসের সাথে সংযোগ স্থাপন করল।গভীর মনোযোগে সে তার ভাইকে উদ্ধারের পরিকল্পনা নিয়ে আলোচনা চালিয়ে যাচ্ছে, এক গভীর প্রত্যয় তার চোখেমুখে বিরাজ করছে।

রাত গড়িয়ে গেছে।কিন্তু জ্যাসপার সেই ল্যাবেই রয়ে গেছে,কাজ আর আলোচনা তাকে গ্রাস করে রেখেছে।

অন্যদিকে, ফিওনা বিশ্রামের ঘোরে তলিয়ে গেছে।আজকের দিনের ক্লান্তি আর শরীরের মৃদু অসুস্থতায় ঘুম তার কাছে একমাত্র আরাম। গভীর নিদ্রায় ডুবে গেছে সে, দিনের ঘটনাগুলোর ভার ঘুমের চাদরে মুছে যাচ্ছে, এক অচেনা শান্তি তার জগতটাকে ঢেকে রেখেছে।ভোরের আলো ফোটার সঙ্গে সঙ্গেই অ্যাকুয়ারা প্রতিদিনের মতো

ফিওনাকে ডেকে তোলার জন্য তার কক্ষে প্রবেশ করে। কিন্তু আজ সবকিছুই ভিন্ন মনে হলো—ফিওনা সাদা কম্বলের নিচে সম্পূর্ণভাবে ঢেকে নিশ্চল শুয়ে আছে। অ্যাকুয়ারা একবার, দুবার তার নাম ধরে ডাকল, কিন্তু ফিওনা সাড়া দিল না সে গভীর ঘুমে নিমগ্ন।

মৃদু উদ্বেগে, অ্যাকুয়ারা ফিওনাকে হালকা ধাক্কা দিতে গিয়ে হঠাৎ

থমকে গেল। ফিওনার শরীর স্পর্শ করতেই অবাক হয়ে লক্ষ্য করল যে তার ত্বক অস্বাভাবিক উষ্ণতায় দহন করছে,আগুনের উত্তাপে ঝলসে উঠেছে।এই তাপমাত্রা তাদের ভেনাসের স্বাভাবিক উষ্ণতার সমান, অথচ পৃথিবীতে এমন তাপমাত্রা অস্বাভাবিক আর অস্বস্তিকর।

অ্যাকুয়ারা তৎক্ষণাৎ বুঝল,পৃথিবীর মানুষের জন্য এমন উত্তাপ কোনো

সুস্থতার লক্ষণ নয়; এই তীব্র উষ্ণতা জ্বরের ইঙ্গিত দিচ্ছে, মানবদেহে অসুস্থতার প্রথম পদক্ষেপ। ফিওনার অসুস্থতা তার উদ্বেগকে আরও গাঢ় করে তুলল, সে ভাবতে লাগল কিভাবে দ্রুত সাহায্য আনা যায় এই অসুস্থ মানব-কন্যার জন্য।

অ্যকুয়ারা দ্রুত পায়ে সিঁড়ি ভেঙে নেমে এসে থারিনিয়াস আর আলবিরাকে সবটা জানাল। ফিওনার

অবস্থা শুনে তাদের চেহারাতেও গভীর উৎকণ্ঠা ভেসে উঠল। তারপর, তারা সবাই নিঃশব্দে অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে রইল, প্রিন্সের ল্যাব থেকে আসার প্রতীক্ষায়। অবশেষে, গ্লাস হাউজের দরজা খুলে এক দুর্বার অথচ স্থির উপস্থিতিতে জ্যাসপার প্রবেশ করল। লিভিং রুমে সে সবার মুখে গাঢ় চিন্তার ছাপ খেয়াল করল, সে মুহূর্তে, পুরো

স্থানটির বায়ু ভারী হয়ে উঠল তার আভিজাত্যের প্রভাবেই।

প্রতিটি পদক্ষেপে তার নির্ভীক চাহনি, কঠোর মুখাবয়ব, আর প্রখর নির্লিপ্ততার আভাস ফুটে উঠল।সবার কৌতূহল আর উৎকণ্ঠা ভেদ করে, জ্যাসপার ধীর কণ্ঠে বলল "কী হয়েছে? সবাই এমন ভাবে দাড়িয়ে আছো কেনো একসাথে ?"

তার প্রশ্নের প্রতিধ্বনিত সুরে সবাই আরও সঙ্কুচিত হয়ে পড়ল। থারিনিয়াস কিছুক্ষণ চুপ থেকে অবশেষে বলল,

“প্রিন্স,ওই মানব মেয়েটির প্রবল জ্বর এসেছে। তার অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয়।”

জ্যাসপারের মুখে এক মুহূর্তের জন্য চিন্তার রেখা পড়লেও, সে নিজেকে অটল রেখে মুখের ভাব পাল্টালো

না। নিজের সমস্ত উদ্বেগকে লুকিয়ে রেখে দাঁড়িয়ে রইল সবার সামনে, নিরাসক্ততার অদৃশ্য আড়ালে গভীর চিন্তায় ডুবে।

জ্যাসপার থারিনিয়াসকে গভীর কণ্ঠে নির্দেশ দিলো, “ল্যাবে যাও,পৃথিবীর মানুষের জ্বর সাড়াতে কী কী পদক্ষেপ নেওয়া দরকার, তা জেনে এসো।”থারিনিয়াস আদেশ পেয়ে দ্রুত ল্যাবের দিকে এগিয়ে গেল।

এরপর জ্যাসপার অ্যাকুয়ারার দিকে তাকিয়ে বলল, “থারিনিয়াস আসার পর যা যা করতে হবে, সেসব সবকিছু তুমি সম্পন্ন করবে।”

অ্যাকুয়ারা সাহস করে একটু এগিয়ে এসে বলল, “প্রিন্স, আপনি একবার ফিওনাকে দেখে এলে কেমন হয়? তার কী অবস্থা, তা নিজের চোখে দেখে আসতেন।”

জ্যাসপারের চোখে হালকা নির্লিপ্ততা ফুটে উঠল, “কোনো প্রয়োজন নেই,” বলেই সিঁড়ি বেয়ে ধীরে ধীরে উপরে উঠে গেল।নিজের কক্ষে পৌঁছে, দরজা বন্ধ করেই সে এক গভীর দীর্ঘশ্বাস ফেলল, হৃদয়ের কোনো চাপা কষ্টকে বাইরে বের না হতে দেওয়ার জন্য নিজেকে সামলে নিলো।

অ্যাকুয়ারা দূর থেকে তাকিয়ে বুঝে গেল, প্রিন্সের অন্তরে আদতে কোনো পরিবর্তন আসেনি—সে এখনো আগের মতোই কঠোর আর নিজের আবেগের প্রতি সম্পূর্ণ নির্মোহ।

অবশেষে থারিনিয়াস শহর থেকে প্রয়োজনীয় ওষুধপত্র একটি থার্মোমিটার নিয়ে গ্লাস হাউজে ফিরে এলো।অ্যকুয়ারা ধীর পায়ে ফিওনার পাশে এগিয়ে গেল।থার্মোমিটার তার

মুখে রেখে জর পরিমাপ করল—১০৪ ডিগ্রি। কাল বিকেলে ছাদে প্রচণ্ড ভিজে থাকার কারণেই এমন তীব্র জ্বর আক্রমণ করেছে তাকে। ফিওনার মুখে ক্লান্তির ছাপ স্পষ্ট; তার শরীর সমস্ত শক্তি হারিয়েছে।

অ্যকুয়ারা প্রথমে তাকে সামান্য হালকা খাবার খাইয়ে দেয়। ফিওনার চোখে এক ধরনের ধোঁয়াটে আচ্ছন্নতা, চোখ মেলতে চাইলেও

অনিচ্ছাসত্ত্বেও একটানা বুজে আসতে থাকে। শীতল হাত ধরে ধরে অ্যকুয়ারা তাকে ধীরে ধীরে বসিয়ে দেয়, যত্নের সঙ্গে ওষুধ মুখে তুলে দেয়।

সবকিছু সম্পন্ন করার পর, অ্যকুয়ারা ফিওনাকে আবার আলতো করে শুইয়ে দেয়। কক্ষ ছেড়ে বেরিয়ে যাবার সময়, অ্যকুয়ারা একবার নিঃশব্দে তার ক্লান্ত মুখপানে চেয়ে

থাকে।দিনের আলো অস্তমিত হয়েছে, রাতের নিস্তব্ধতায় ঘেরা গ্লাস হাউজে ধীর পায়ে ফিরলো জ্যাসপার। পুরো বাড়িটা নিস্তব্ধ—সবাই নিজ নিজ কক্ষে গভীর বিশ্রামে নিমগ্ন। করিডোর দিয়ে হাঁটার সময় হঠাৎ ফিওনার কক্ষের সামনে এসে থমকে দাঁড়ায় সে। কক্ষের ভেতর থেকে ক্ষীণ কণ্ঠে ফিওনার কথা ভেসে আসছে, মনে

হচ্ছে কাউকে উদ্দেশ্য করে কিছু বলছে।

জ্যাসপারের মনে হলো কেউ তাকে এক অদৃশ্য সুতায় টেনে নিয়ে যাচ্ছে। কৌতূহল চাপতে না পেরে কক্ষের দরজা খোলে সে। ভেতরে প্রবেশ করতেই ফিওনার অবস্থায় চমকে ওঠে—বিছানায় শুয়ে, শরীর প্রচণ্ড কাঁপছে, অগ্নিশিখার মাঝে তপ্ত হয়ে জ্বলছে। তার বিবর্ণ মুখে

ক্লান্তির ছাপ স্পষ্ট, আর ঠোঁটের কোণে অস্থির বিড়বিড় ধ্বনি। অস্পষ্ট শব্দগুলো অজানা কোনো আর্তি বহন করছে।জ্যাসপার নিরবে তার দিকে কিছুক্ষণ চেয়ে থাকে, তার মুখে বিষাদময় কৌতূহলের রেখা ফুটে ওঠে।

জ্যাসপার নিঃশব্দে ফিওনার কক্ষের কাছে এগিয়ে দাঁড়ায়, তার কান ফিওনার মৃদু বিড়বিড় শব্দের দিকে

নিবদ্ধ করে। ফিওনার কণ্ঠে ক্লান্তি আর একাকীত্বের গভীর ছাপ, সে অতীতের কারো উদ্দেশ্যে কিছু বলছে।

ফিওনা অস্পষ্ট কণ্ঠে বিড়বিড় করে উঠে, “মিস ঝাং... কোথায় আপনি? গ্রান্ডপা কেনো আসছেন না? আমার এতো জ্বর, তিনি এখনো আমাকে দেখতে আসলেন না... মিস ঝাং, আপনি জানেন না... জ্বর এলে

আমার ভয় করে, একা ঘরে এইভাবে থাকতে পারি না।”

জ্যাসপার স্থির চোখে তাকিয়ে থাকে তার দিকে, তার হৃদয় ক্ষণিকের জন্য নীরব অনুভূতির ভারে আবদ্ধ হয়।সে অনুভব করতে পারে ফিওনার সেই নিঃসঙ্গতা, যা হয়তো এই মানব কন্যার কোমল জীবনে প্রাচীন স্মৃতির জ্বালা বহন করছে। কিছুক্ষণ নীরবতা, হঠাৎ ফিওনার

কণ্ঠ আবার প্রতিধ্বনিত হয়, ভেঙে পড়ে স্মৃতির ভারে, “বাবা-মা,কোথায় তোমরা? কেনো আমাকে রেখে চলে গেলে? ঈশ্বর আমাকে বাঁচিয়ে দিল কেনো? তোমাদের ছাড়া আমি অসহায়।”

ফিওনার কণ্ঠের এই যন্ত্রণার আকুতি অদৃশ্য শূন্যতার গভীরে তলিয়ে যাচ্ছে। জ্যাসপার স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে, তার মনে এক চাপা

কৌতূহল আর অজানা অনুভূতির স্রোত বয়ে যায়। কিন্তু তা বুঝতে না দিয়ে, নির্বিকার চিত্তে উল্টো ঘুরে কক্ষ থেকে বেরিয়ে যেতে উদ্যত হয় সে যাতে করে এই মানব মেয়ের একাকীত্ব তার শক্তিময় সত্ত্বাকে ছুঁতে না পারে।

ফিওনা পুনরায় মৃদু গলায় বললো, “মিস ঝাং,আমার খুব তৃষ্ণা পেয়েছে...পানি প্লিজ...আমি পানি

খাবো।” তার কণ্ঠে দুর্বলতা, ক্লান্তি আচ্ছন্ন।

জ্যাসপার মুহূর্তেই থেমে যায়, তার চোখে কিছু চিন্তা চলে আসে। তারপর,এক আর্দ্র নিঃশ্বাসে ঘুরে দাঁড়ায়, তখনও ফিওনা বিড়বিড় করে পানি চাইছে। জ্যাসপার ধীরে ধীরে ফিওনার দিকে এগিয়ে আসে। ফিওনার পাশে বসে, তার পিঠ বেড হেডের সাপোর্টে ঠেকিয়ে, অতি

সাবধানে পানির গ্লাস হাতে নিলোফিওনার মাথাটা একহাতে নরমভাবে উঁচু করে, জ্যাসপার তার ঠোঁটের কাছে গ্লাসটি নিয়ে আসলো। ফিওনার ঠোঁটগুলো অল্প একটু খুলে পানির স্পর্শে সাড়া দিল। কিছু পানি তার ঠোঁটের কোণ থেকে ঝরে পড়ে, যা ঠোঁটের কিনারা বেয়ে বুকের কাছের জামাটা খানিকটা ভিজে যায়। ৎজ্যাসপার চোখে চোখে অবলোকন

করে, তার কোমলতায় কিছু অজানা অনুভূতি জাগিয়ে তোলে।

ফিওনার অজান্তেই হাতের সঙ্গে ঠোঁট বেয়ে পড়া পানি আবার শরীরের নরম ছোঁয়ার মতো অনুভব হয়। তখন, জ্যাসপারের মন ধীরে ধীরে কাঁপছিলো, না জানি কেমন এক অনুভূতির তরঙ্গে।

জ্যাসপার পানি খাইয়ে ফিওনাকে আলতো করে শুইয়ে দিয়ে উঠে

যেতে উদ্যত হয়, কিন্তু হঠাৎ ফিওনার অবশ হাতটি তার কনুই ধরে ফেলে। মৃদু স্পর্শে থমকে যায় জ্যাসপার; ফিওনার স্পর্শে এমন এক নির্ভরতা তাকে গভীর কোনো টানেই টেনে রাখে।ফিওনার কণ্ঠে অসহায় আকুতি, ফিওনা অনবরত কাঁপছে,তা র গরম হাতটি জ্যাসপারের কনুই আঁকড়ে ধরেছে। সে ফিসফিসিয়ে বলে উঠলো,

“প্লিজ,মিস ঝাং, আমাকে একা রেখে যাবেন না। আমি অসুস্থ হলে আপনি তো সবসময় আমার পাশে সারারাত ধরে থেকেছেন যেমনটা ছোটবেলায় মা থাকতো। প্লিজ, আমার ভয় লাগছে, আমার কাছেই থাকুন না।”

অসুস্থতায় দুর্বল ফিওনার সেই কথাগুলো তার হৃদয়ের এক নিভৃত কোণে আঘাত করে।

জ্যাসপার থমকে যায়। ফিওনার হাতের তপ্ত স্পর্শ তাকে থামিয়ে দেয়। কোনো কথা না বলে, সে ধীরে ধীরে ফিওনার হাতের ওপর নিজের হাত রাখে, অনুভব করে সেই মানবীয় তাপ আর অসহায়ত্ব।

ফিওনা ধীরে ধীরে জ্যাসপারের হাতটি নিজের গালের পাশে চেপে ধরে মৃদু স্বরে বলে উঠলো,"আপনার হাতটা খুব শীতল, মিস ঝাং... মনে

হচ্ছে আমার জ্বর এখনই সেরে যাবে।”

তার কণ্ঠে গভীর প্রশান্তির আভাস, সেই শীতলতার স্পর্শে যন্ত্রণা মুছে যাবে। জ্যাসপারের কঠিন দৃষ্টি কিছুটা নরম হয়ে আসে, তবে মুখের রেখায় কোনো ভাবান্তর ফুটে ওঠে না। তবুও,তার হাতের শীতলতা নিঃশব্দে ফিওনার অবসন্ন মনকে আশ্রয় দেয়, সেই মুহূর্তে তাদের

চারপাশে এক নীরবতার আচ্ছাদন নেমে আসে।জ্যাসপার ফিওনার গালের স্পর্শে এক গভীর তাপ অনুভব করল, তার শরীরের উত্তাপ অশান্ত আগুনের মতন জ্বলছে। মেয়েটির ক্ষীণ, অবিরাম কাঁপুনি কম্বলের নিচে ধীরে ধীরে বেড়ে চলেছে, আর তা দেখে এক মুহূর্ত চিন্তায় ডুবে যায় জ্যাসপার। এরপর, কিছু না ভেবে ফিওনাকে আলতো

করে নিজের বুকে টেনে নেয়, দু’হাতে তাকে নিবিড় করে জড়িয়ে ধরে রাখে— তার নিজের উষ্ণতায় এই অসহায় দেহটির শীতল যন্ত্রণাকে প্রশমিত করার তাগিদে। ফিওনা সেই উষ্ণতার আশ্রয়ে শিথিল হয়ে জ্যাসপারের কোমরে শার্টটা শক্ত করে ধরে রাখে,যাতে করে তাকে একা রেখে সে আর যেতে না পারে। তবে অসুস্থতায় ফিওনার

চোখ ভারী হয়ে আসে, চোখ বেয়ে ধীরে ধীরে নীরব অশ্রুধারা গড়িয়ে পড়ে। সেই মুহূর্তে,জ্যাসপার তার গালে হাত রেখে মৃদু স্পর্শে মুখটা একটু তুলে ধরে।ফিওনার চোখের কোণ বেয়ে গড়িয়ে পড়া অশ্রু তার বুড়ো আঙুলে এসে ঠেকে। এ স্পর্শের নিঃশব্দে কেবল এক অনাবিল প্রশান্তির ছায়া, যে নীরবভাবে তাদের দুজনকে এক

নিবিড় আশ্রয়ে জড়িয়ে রেখেছে। জ্যাসপার নিজে বুঝতে পারছিল না কেন সে ফিওনাকে এত কাছাকাছি টেনে নিয়ে আসছে, কেন তার অসুস্থতা তাকে এত গভীরভাবে ছুঁয়ে যাচ্ছে। তার চোখের সামনে মেয়েটির দুর্বল, কাঁপতে থাকা শরীর আর সেই কষ্ট যা সে নিঃশব্দে সহ্য করছে—এগুলো সব কিছুই এক অদ্ভুতভাবে জ্যাসপারের হৃদয়ের

গহীনে কোথাও গভীর আঘাত করছে। তার ভেতরের ড্রাগন সত্তা, যে একসময় সর্বভুক শক্তি আর শীতল নিঃসঙ্গতায় ডুবে থাকতো, আজ এক অতিরিক্ত সূক্ষ্ম অনুভূতির কাছে পরাজিত হচ্ছিল। “এটা কি? কোন এক অপরিচিত টান তাকে বেঁধে ফেলেছে?”

জ্যাসপার জানতো, ডিভাইসের নির্দেশে তাকে ফিওনাকে দূরে

রাখতে হবে, কিন্তু সে না চাইলেও এক অজানা আবেগ তাকে বাধ্য করছে তাকে আঁকড়ে ধরতে। কি তা? প্রেম কি সত্যিই তার হৃদয় এখন সেই মুহূর্তে কিছু চায় যা সে কখনও অনুভব করেনি?ফিওনার কাঁপতে থাকা দেহ তার চঞ্চল হৃদয়ে কোনো গভীর কিছু ছুঁয়ে যাচ্ছিল, ফিওনার নরম শ্বাসপ্রশ্বাস, তার ত্বকের উষ্ণতা—এগুলি জ্যাসপারের

কাছে মুহূর্তের জন্য ভীষণ মধুর এক স্বপ্ন হয়ে উঠেছিল। তার মুখটা আরো কাছে এনে, সে ফিওনার নিঃশব্দ কান্না, তার অসুস্থতা—সবকিছুর গভীরে প্রবাহিত হচ্ছিল।

কেন এমন অনুভূতি হচ্ছে? কেন তার হৃদয়ে এত গভীর টান সৃষ্টি হচ্ছে? তার ড্রাগন সত্তা, যে জানতো কীভাবে নিজেকে শাসন করতে হয়,আজ এক নিঃস্ব ভীরু প্রেমিকের

মতো একে অপরের অগোছালো হৃদয়ের সামনে দাঁড়িয়ে ছিল। জ্যাসপার বুঝতে পারলো, তার অস্তিত্বের কোনো জায়গায় এই অনুভূতি ছিলই। সম্ভবত সে কখনো অনুভব করতে পারেনি, কিন্তু আজ, এই মুহূর্তে,যখন তার হাত ফিওনার মুখের কাছে ছিল, যখন তার চোখ ফিওনার চোখের দিকে তাকিয়ে ছিল —তার হৃদয়ের গহীনে এক নীরব

পরিবর্তন ঘটছিল। ফিওনা,যার প্রতি সে এতদিন কঠোর নিষ্ঠুর ছিল, আজ তার প্রতি এক গভীর আকর্ষণ অনুভব করছে।

জ্যাসপার মনে মনে আওড়ালো, তার চোখ ফিওনার মুখের দিকে স্থির ছিল,সে নিজেই কোনো অজানা চুম্বকতার কাছে বাধ্য হয়ে চলে আসছে।

“তবে কি আমি সত্যি সত্যি এই হিউম্যান গার্লটার প্রেমে পড়েছি?” তার মুখে অস্থিরতা ফুটে উঠলো অস্বাভাবিক প্রশ্নে।